সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৪৩

বাঙ্গালা

প্রাচীন পুথির বিবরণ

প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

(১ হইতে ৪৩৩ সংখ্যক পুথির বিবরণ পর্য্যন্ত)

মুন্‌শী শ্রীআবদুল করিম

সঙ্কলিত

কলিকাতা

২৪৩।১ নং অপার-সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে,

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২১

মূল্য—সাধারণের পক্ষে ॥৵০ আনা। মূল—সাহিত্য-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ।৵০ আনা

শাখা-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য পক্ষে ॥০ আনা।

নিবেদন

"বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা" নাম দিয়া যে ৪৩৩ খানি পুথির বিবরণ এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হইল, তাহা নূতন পুস্তক নহে। পূর্ব্বে ইহার মধ্যে ১ সংখ্যা হইতে ৮৭ সংখ্যা পর্য্যন্ত পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার নবম বর্ষের অতিরিক্ত সংখ্যায়, ৮৮ হইতে ৩০৭ পর্য্যন্ত পুথির বিবরণ দশম বর্ষের অতিরিক্ত সংখ্যায় এবং ৩০৮ হইতে ৪৩৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ষের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর আমি যে ৪৩৪ হইতে ৬০০ সংখ্যক পুথির বিবরণ লিখিয়াছি, তাহা গত ১৩২০ সালে "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড,—দ্বিতীয় সংখ্যা" নামে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। উহার সহিত শৃঙ্খলা রাখিবার জন্যই পূর্ব্বপ্রকাশিত আমার লিখিত এই ৪৩৩ খানি পুথির বিবরণের সংখ্যাগুলিকে "প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা" নাম দিয়া একত্র বাঁধিয়া প্রকাশ করা হইল মাত্র। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কথা দ্বিতীয় সংখ্যার "নিবেদনে"র মধ্যে লিখিত হইয়াছে।

এই সকল পুথির সংগ্রহ ও তাহাদের বিবরণ সঙ্কলন করিতে যেরূপ গুরুতর পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহা করিতে আমি তিলমাত্র কুণ্ঠিত হই নাই। শরীরের রক্ত এবং অনেক স্থলে ততোঽধিক প্রিয় অর্থের বিনিময়ে আমি ভবিষ্যৎ প্রত্নতত্ত্বান্বেষীর জন্য যে প্রচুর উপকরণ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, অবস্থা-বৈগুণ্যে তাহা আমার আলমারীবদ্ধ রাখিতেই বাধ্য হইয়াছি। যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রমে আমার পুথির বিবরণসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে, অর্থাভাব নিবন্ধন তাহাও সাধারণ্যে প্রচারিত হইতে পারে নাই। পরিষৎ কৃপা করিয়া স্বীয় পত্রিকার কলেবরে প্রকাশ করিয়া না দিলে, তাহা আজ পর্য্যন্ত আমার কাষ্ঠ-পেটিকাতেই আবদ্ধ থাকিত, সন্দেহ নাই। সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য না হইলেও পরিষৎ বঙ্গ-সাহিত্যের খাতিরে যাহা করিয়াছেন, তাহাও কম প্রশংসার কথা নহে। এই জন্য শুধু আমাদের নহে, পরিষৎ সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। বঙ্গের বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকল্পে জীবনের ভূয়িষ্ঠাংশ অকাতরে ব্যয় করিয়াছি। এ বিষয়ে মৌখিক উৎসাহ ভিন্ন দেশের নিকট প্রকৃত সহানুভূতি কখনও পাই নাই। আমি সেরূপ সহানুভূতি পাওয়ার উপযুক্ত পাত্র কি না, সে বিচার করিবার অধিকার আমার নাই। তবে যতই অযোগ্য হই না কেন, অন্য সকলের মত মাতৃভাষার সেবা করিবার অধিকার আমার ছিল এবং আছে। সেই অধিকারবলে নিজের ক্ষুদ্র শক্তিটুকু লইয়া আমার যাহা করিবার ছিল, আমি তাহা সাধ্যমত করিয়াছি। তজ্জন্য পুরস্কার ও তিরস্কার উভয়ই আমার সমান শিরোধার্য্য।

সারা জীবন সাধনা করিয়া যাহা করিয়াছি; তাহা সাধারণের গোচরীভূত করিয়া যাইতে পারিলে, জীবনের একটা বড় সাধ মিটিয়া যাইত, কিন্তু সে বাসনা বুঝি আর পূর্ণ

হইবার নহে। শিশুগণ বালসুলভ ক্রীড়ানিরত হইয়া মনের আনন্দে ধূলার ঘর তৈয়ার করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। আমিও আজ মনের আনন্দে পরিষৎপত্রিকাগুলি একত্র সম্বদ্ধ করিয়া, তাহাকে আমার প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যারূপে একত্র করিয়া সাধারণের হস্তে তুলিয়া দিলাম।

অতঃপর আমার সংগৃহীত অবশিষ্ট পুথির বিবরণ ভবিষ্যতে যাহা প্রকাশিত হইবে, তাহা "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা" নামে প্রকাশিত হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য যাঁহাদের সংগৃহীত পুথির বিবরণ সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশ করিবেন, তাহা বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ-মালায় অন্যান্য খণ্ডরূপে প্রকাশিত হইতে পারিবে।

এইখানে আর একটা কথা বলিবার আছে। সে কথাটা দ্বিতীয় সংখ্যায় যথাস্থানে বলা হয় নাই। আমি এই যে ৬০০ পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি, তন্মধ্যে অধিকাংশই আমার নিজের সংগৃহীত নিজগৃহে রক্ষিত পুথির বিবরণ বটে, কিন্তু কতকগুলি আবার অপরের সংগৃহীত পুথির এবং অপরত্র প্রকাশিত পুথির বিবরণ হইতেও সঙ্কলিত। এই সংখ্যায় এই দুই শ্রেণীর পুথির নাম ও সংখ্যাগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল।

এতদ্ব্যতীত কয়েকখানি মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণও এই বিবরণে স্থান পাইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ও নামগুলি উপরোক্ত তালিকার শেষে উদ্ধৃত হইল। আমি নিজের ব্যবহারার্থ হাতের কাছে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সমস্ত গ্রন্থের একটা 'ভেডি মেকাম' (Vade Mecum) করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে এই বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করি। তাই এই সকল গ্রন্থের বিবরণ এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে এবং এইরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।*

শ্রীআবদুল করিম

* প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে সকল গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে ছাপা হইয়া গিয়াছে বা যাহার বিবরণাদি অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে, বন্ধুবর প্রাচীন সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তাহারও একটি তালিকা সংগ্রহ করিতেছেন।

অপরের সংগৃহীত পুথির তালিকা—

৫৩। জঙ্গনামা
৯৭। শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস
১৬১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ
১৬৬। গোকুলমঙ্গল
১৭৪। রাগনামা
১৮১। ঐষিক পর্ব্ব
১৮৬। যামিনী বাহাল
২০২। রাহাতুল কুলুপ
২১০। মাধবাচার্য্যের জাগরণ
২১১। আমীর জঙ্গ
২১৫। রাগমালা
২১৯। তালনামা
২৪১। মুক্তাল হোছন
২৭৬। ছাহাৎনামা
২৯৮। নুর কন্দিল
৩১১। সৃষ্টিপত্তন
৩৭৯। কৃষ্ণমঙ্গল
৩৮১। মৃগলুব্ধ
৩৯৩। পরাগলী মহাভারত
৪৬৮। সত্যপীরের পাঁচালী
৪৭৩। মনসা-মঙ্গল
৪৮০। তুলসীর পাঁচালী
৪৮১। তুলসী-মাহাত্ম্য
৪৮২। ফেকার কিতাব
৪৯৮। আদিত্য-চরিত্র
৫০০। ইমাম-সাগর
৫০১। গোসানী-মঙ্গল
৫০২। আমছেপারার অনুবাদ
৫০৩। হংসবিলাস পাঁচালী
৫২৩। মধুমালতী
৫৭৫। বত্রিশ পুত্তলিকা

অপরের সংগৃহীত পুথির তালিকা—

৫৮০। ধর্ম্ম ইতিহাস
৫৮১। উদ্ধব-সংবাদ
৫৮২। তালনামা
৫৮৩। বালক ফকিরের গ্রন্থ
৫৮৫। কেয়ামতনামা
৫৮৬। নামহীন পুথি
৫৯১। গোকুলমঙ্গল

অপরত্র প্রকাশিত পুথির তালিকা—

৭। রাধিকার মানভঙ্গ
১২। জ্ঞানপ্রদীপ
৫২। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ
৯৩। রাধিকা-মঙ্গল
১২৫-১২৬। গৌরাঙ্গ-চরিত, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি
১৩৯। জাগরণ
১৭৫। শ্রীরামের ধনুকভাঙ্গা
১৮৪। নীলার বারমাস
২০৯। বালকানামা
২৩৮। দুর্গাপুরাণ
২৫৫। অমৃত-তোষণিকা
২৬৫। বীরভূমে সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া
২৬৮। প্রতাপচন্দ্র-লীলারস-প্রসঙ্গ সঙ্গীত
২৬৯। বানভাসীর কবিতা
২৭১। ভারত-সাবিত্রী
২৭২। ভগবদ্গীতানুবাদ
২৭৩। ভারত-সাবিত্রী
২৭৭। রসসার
৩০৭। ভূকণ্ডী রামায়ণ
৩১৯। চৌধুরীর লড়াই
৩২৯। রাধিকার মানভঙ্গ

অপরত্র প্রকাশিত পুথির তালিকা—

৩৫৪। কাল-বেলকুমারের ব্রতপাঁচালী
৩৭৪। জ্ঞান-সাগর
৩৭৫। ভারতী-মঙ্গল
৪৬৭। ৺তান্ধকনাথ দেবের ছড়া
৪৬৯। জগন্নাথ-মাহাত্ম্য
৪৭৪৷৴০ সর্ব্বকর্ম্ম বা জ্যোতিষ-শ্লোকসঞ্চয়
৪৭৭৷৹ কণ্বমুনির পারণাভঙ্গ
৪৭৮। গীতাসার মহাযোগ
৪৮৩। রস-কদম্ব
৫১৭। সতী ময়না ও লোরচন্দ্রাণী
৫২২। সত্যনারায়ণ পাঁচালী
৫৯১। গোকুল মঙ্গল
৫৯৩। কথারামায়ণ
৫৯৫। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা
৫৯৭। রামায়ণ
৫৯৯। রামাভিষেক

মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা—

১৫। নারদ-সম্বাদ
৭১। গোবিন্দবিজয়
৭৪। ছাতন—ময়নাবতী পুথি
৮৯। সুন্দরকাণ্ড
৯০। মুক্তালতাবলী
১০৪। সেকান্দরনামা
১১৬। বৌদ্ধরঞ্জিকা
১২১। সপ্ত পয়কর
১২৪। জেবল মুল্লুক সামারোকের পুথি
১৬৪। বাঁইশ ফকির মনসা
১৭৯। সয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামাল
১৯০। উষাহরণ
১৯৩। চন্দ্রকান্ত
২০৩। সামুদ্রিক গ্রন্থ
২০৭। শৃঙ্গারতিলকের অনুবাদ
২৩৪। দুর্গাপঞ্চরাত্রি
২৪৪। কামিনীকুমার
২৪৮। রসিকতরঙ্গিণী
২৪৯। নলদময়ন্তী
২৭৪। ক্লীবত্ব-মোচন
২৭৮। পদ্মাবতী
৩১৪। মুরসিদের বারমাস
৩১৯। চৌধুরীর লড়াই
৩৩৫। জেবলমুল্লুক-সমারোকের পুথি
৩৮০। রেজওয়ান সাহা
৩৯৬। সতী ময়নাবতী ও লোর-চন্দ্রাণী
৪০৮। শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত
৪২১। পাচালী
৪২২। প্রেমনাটক
৪২৬। চন্দ্রকান্ত
৪২৭। নববাবু বিলাস
৪২৮। নববিবি বিলাস
৪২৯। পারস্তভাষানুবন্ধাভিধান
৪৩১। আচার-রত্নাকর
৪৩৩। গীতরত্ন
৫০১। গোসানীমঙ্গল
৫০২। আমছেপারার অনুবাদ
৫০৩। হংসবিলাস পাঁচালী
৫২৪। চণ্ডিকামঙ্গল
৫৯২। আইন সার সংগ্রহ

সূচী

পুথি-সংখ্যা	পুথির নাম	পৃষ্ঠা
পুথি-সংখ্যা	পুথির নাম	পৃষ্ঠা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

অতিরিক্ত সংখ্যা।

চট্টগ্রাম আনোয়ারা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম বি. এ. মহাশয়ের প্রদত্ত ৩৪ খানি বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সপ্তম ভাগ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তদবধি তিনি বহুসংখ্যক পুস্তকের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন। পত্রিকার ক্ষুদ্র কলেবরে সেই সমস্ত পুস্তকের বিবরণের স্থানপ্রদান সম্ভবপর নহে; এইজন্য পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যায় স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দিয়া সেই বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে। সঙ্কলনকর্ত্তার অধ্যবসায় পরিশ্রম, বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগ, ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদারতা প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকরাশির মধ্যে অনেকগুলি প্রকাশযোগ্য। তন্মধ্যে একখানি "রাধিকার মানভঙ্গ" পরিষদের মুদ্রিত গ্রন্থাবলী মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণের মধ্যে আলোচনার যোগ্য অনেক নূতন কথা আছে। চট্টগ্রাম প্রদেশে মুসলমান লেখকের প্রাধান্যও আলোচনার যোগ্য। হিন্দু মুসলমানের সাম্মিলনের এতটা পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর ধর্ম্মেতিহাসের আলোচনায় এই পুঁথির বিবরণ প্রচুর সাহায্য করিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমরা এই মুসলমান লেখকের অসামান্য অধ্যবসায়ের ফল প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পত্রিকা-সম্পাদক।

পুঁথির বিবরণ।

১। তত্ত্বসার (সারপ্রদীপ)

—

প্রণমহো নারায়ণ কমললোচন।
শক্তি আদি প্রণমহো স্বরস্বতীর চরণ॥
মহা গোপ্ত ভেদ শুন যোগের কথন।
শুনিলে খণ্ডিব পাপ ভাবিলে চরণ॥
যখনে অর্জ্জুন তবে গেলা বনবাসে।
নানা দেশে নানা তীর্থ নানা যজ্ঞ করিলা দেশে দেশে॥
দৈবযোগে একদিন মনেত পড়িল।
নারায়ণ স্থানে কথা অর্জ্জুনে জিজ্ঞাসিল॥

শেষ ঃ—

গর্ত্তেতে থাকিয়া জীব যতেক ভাবিল।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহা সব পাসরিল॥
কেহ কেহ অঙ্গহীন কর্ম্মবশে হয়।
কার নাক কর্ণ চক্ষু কর্ম্ম নাক হয়॥
কার হস্ত পদহীন গুজ কার পৃষ্ঠে।
কার ওষ্ঠহীন হয়ে নানারূপ গঠে॥
ভাবিয়া দেখহ এই তত্ত্বসারে কহে।

* * *

ভণিতা—

শ্রীজয়গোপাল প্রভুর চরণ ভরসা।
জয়কৃষ্ণ দাসের আর নাহি কোন আশা॥

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক পত্রসংখ্যা ১৫; কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা হস্তলিপির তারিখ বা লেখকের নাম নাই।

২। রাগনামা।

আরম্ভ ঃ—

প্রথমে প্রণাম করি জগত ঈশ্বর।
দ্বিতীয়ে প্রণামি, মহম্মদ পয়গম্বর॥
যেখনে না আছিল ত্রিভব সংসার।
আছিল ------ একেশ্বর করতার॥
মহা অন্ধকার শূন্য আছিল গোপতে।
আকার না ছিল কেহ দোসর সাক্ষাতে॥
ভাবের সমুদ্রে ডুবি হইলা অচেতন।
শ্রদ্ধা হৈল করিবারে এ তিন ভুবন॥

এইখানি প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাস গ্রন্থ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মিলিয়া ইহা প্রণয়ন বা সঙ্কলন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্কলিত ভিন্ন ভিন্ন রাগনামা আছে। ইহাতে প্রাচীন রাগ, তালের জন্ম, গৎ, রাগের ধ্যান এবং প্রত্যেক রাগানুযায়ী এক একটি সঙ্গীত বিন্যস্ত আছে। ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গালায় অনুবাদিত। সঙ্গীতগুলির রচয়িতা এক ব্যক্তি নহেন; পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে যেমন তৎকালপ্রসিদ্ধ তাবৎ বৈষ্ণব পদাবলীই সংগৃহীত হইয়াছে, রাগনামাতেও তেমন অনেক কবির পদ বা সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থে নিম্নের তিনটি ভণিতা পরিদৃষ্ট হয়। এই রকম সঙ্গীতেতিহাস অস্মদ্দেশের হাড়িদিগের একটি প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়। ইহার সহায়তা ভিন্ন কেহই ভাল 'সর্দ্দার' হইতে পারে না। পূর্ব্বকালে অনেক মুসলমান পণ্ডিত হাড়িদিগকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। সেইজন্য মুসলমানই * যে এইরূপ গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তা হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বলা বাহুল্য যে, অনেকগুলি তালের ও সঙ্গীতের অপরাপর বিষয়ের নাম পারস্য-ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রোক্ত ভণিতাগুলি এই ঃ—

(১) গুণিগণের স্থানে বৈসে দমাইর মহিমা।
গুণী স্থানে কহে নাম হীন আলি মিঞা॥

(২) কহে হীন আলাওলে জ্ঞানশব্দ রচিয়া।
মুনির ধ্যানেতে সব বিচার করিয়া॥

(৩) কহে হীন তাহির মাহাম্মদ করিয়া বিচার।
না জানিলে, কাষ্ঠ ছাড়ি রহ নিজ ঘর॥

এই গ্রন্থে অনেক সুন্দর সঙ্গীত আছে। পাঠকগণকে নিম্নে একটী সঙ্গীত উপহার দিলাম।

---

* হিন্দুপণ্ডিত বা তাঁহাদের রচিত এরূপ গ্রন্থ যে একবারে বিরল, তাহা বলা যায় না। আমরা নিম্নের ভণিতাযুক্ত 'রাগনামা' দেখিয়াছি।

(১) কর্ত্তালবৃত্তি আসোয়ারির স্বরেত মিলাইয়া।
দ্বিজ রামতনু কহে দেবগ্রামে বইয়া॥

(২) রণবিলাসী তালি মিলে মালশীর স্বরেতে।
ভবানন্দ তনু কহে রামপ্রসাদের সুতে॥

গীত—মায়ুরী।

চলহ সখি নাগরি মান তুমি পরিহরি
দেখ আসি নন্দকি রায়।
যত কুলব্রজনারী, অঞ্জলি ভরি ভরি,
আবীর ক্ষেপেন্ত শ্যাম গায়॥
ক্ষণে যায় যমুনার জলে, ক্ষণে ক্ষণে তরুমূলে,
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশিটী বাজায়।
শুনিয়া বাঁশীর তান, ত্যজে মানীর মান,
শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায়॥
কহে নাছির মহম্মদে, ভজ রাধে শ্যামপদে,
বিলম্ব করিতে না যুয়ায়॥

৩। চাণক্যশ্লোক। সানুবাদ।

ইহার একখানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে; তাহা ১১৭৯ মগীতে লিখিত। প্রথমে শ্লোক, তন্নিম্নে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শেষে এইরূপ লিখিত আছে,—"ইতি শ্রী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত অষ্টোত্তরশত চাণক্য শ্লোক পয়ারাদি সহিত সমাপ্ত।" নিম্নে একটি শ্লোক ও অনুবাদ তুলিয়া দিতেছি। মুদ্রিত পুস্তকের বহির্ভূত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গিয়াছে।

(১) উৎসবে বাসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥ ১৪।

পয়ার—

উৎসবে ব্যসনে আর রাজার দ্বোরে।
উপস্থিত হয় যে বান্ধব বোলি তারে॥
শ্মশান ভূমিতে মিলে রিপু পরাভবে।
অগ্রগামী বোলি বান্ধব তারে॥

৪। গীতা। সানুবাদ।

একখানি অসম্পূর্ণ গীতা আমার নিকট আছে। তাহাতে কেবল পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাস যোগের কিয়দংশ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান যোগের সমস্ত টুকু আছে। আগে মূল শ্লোক ও পরে অনুবাদ। হস্তলিপির কোন সন তারিখ বা অনুবাদকের নাম নাই। —সন্ন্যাসযোগের তিনটি শ্লোকের অনুবাদ দেখুন :—

শ্লোক :—

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

পয়ার :—

যে জন করিতে পারে আত্মাপরাজয়।
সে জনার আত্মা বন্ধু জানহ নিশ্চয়॥
জয় না করিতে পারে আত্মাকে যে জন।
তার শত্রু হয় আত্মা পাণ্ডুর নন্দন॥

শ্লোক :—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ :
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাবমানয়োঃ॥

পয়ার :—

বিষয় বৈরাগ্য সদা বশে রহে চিত্ত।
পরমাত্মা চিন্তন আছএ যার নিত্য॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান।
পাইলে না জন্মে ক্ষোভ উভয় সমান।

শ্লোক :—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥

পয়ার :—

জ্ঞান বিজ্ঞান দুই করিয়া নিশ্চয়।
তৃপ্তচিত্ত নির্ব্বিকার ইন্দ্রিয় আশয়॥
যুক্ত যোগী বলিয়া যাহার অভিমান।
মৃত্তিকা পাথর স্বর্ণ তাহার সমান॥

৫। হানিফার পত্র পড়া।

হজরত মহম্মদ মস্তফার জামাতা হজরত আলি দুই বিবাহ করেন। বিবি ফাতেমার গর্ভে ইমাম হাছন ও হোছেন ও বিবি হানুফার গর্ভে মহম্মদ হানিফার জন্ম হয়। দেমাস্কের দুর্দ্দান্ত নরপতি পাপমতি এজিদের

কোপে পড়িয়া ইমাম হাছন হোছেন নিহত হইলে হাছনের পুত্র জয়নাল 'আবদিন্ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া হানিফার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তিনি তখন বানোয়াজি নামক দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। নবীবংশের এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া হানিফা অধীরচিত্তে সসৈন্যে মদিনাভিমুখে অভিযান করেন। মদিনা আসিয়াই মহাবীর হানিফা দুর্ম্মতি এজিদ সমীপে এক পত্র লিখেন। এজিদ সেই পত্রের উত্তর প্রদান করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। যুদ্ধে এজিদের পরাজয় ও নিধন প্রাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধ বৃত্তান্তই এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। মূল গ্রন্থখানি মহম্মদ খাঁর রচিত। কিন্তু এজিদের উত্তরটির প্রারম্ভে এই এই রকম ভণিতা পরিদৃষ্ট হয়।

হুলতান দৌহিত্র হীন চক্রশালা ঘর।
কহে হীন মুজাকরে এজিদ উত্তর॥

পত্র দুইখানিই অতি বিস্তৃত। আমরা এস্থলে কেবল পত্র দুইখানিরই অত্যল্প উদ্ধৃত করিতেছি। হানিফার পত্রের প্রথমে এক-পাত কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। হস্তলিপির তারিখ পাওয়া না গেলেও উহা খুব প্রাচীন। হানিফার পত্রের প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ এইরূপ :—

বনকফে যদাপি মস্তক হয় ভারী।
দিবানিশি অর্কযুগে নিতি ঝরে বারি॥
পরমায়ু ঔষধ বৈদ্য থাকিতে সে সব।
কি করিতে পারে সেই বারি ক্ষুদ্র কফ॥
আয়ু-বজ্র কদাচিত না লড়ে নিয়ম।
স্তুতি ভক্তি শত ডালি তুষ্ট নহে যম॥
শাণ ক্ষুর বোল ধার [illegible] আগে বটে।
কম্বুর করাত জান [illegible]জরে না হটে॥

*　　*　　*

*　　*　　*

বলে না আঁটিলে বুদ্ধি কপটের ছলে।
বহিত্রে তোলয় হস্তী চড়কের কলে॥
সিংহচর্ম্ম কষি অঙ্গে বোলসি কেশরী।
সুস্বর কোকিলার আগে কাকের মাধুরী।

শেষ :—

অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘে হেমন্তের জোর।
নির্ব্বলী বসন্ত থাকে দক্ষিণের কোর॥
মহম্মদ হানিফা আমি তুমি ত এজিদ।
ফাল্গুনে বসন্ত ঋতে বুঝিব চরিত॥

এজিদের পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

এজিদে লিখএ পত্র হানিফার আগে।
মৃত্যুযোগে ব্যাধি হৈলে ঔষধ না লাগে॥
দৃষ্টি করে দেবপরী জ্ঞানফুকে ভাগে।
দরিদ্রের দান কেনে দাতা বোল মাগে॥
ভুবনে দরিদ্র যেবা তার কিবা বল।
মান সনে চারি দিন জীবন সাফল॥
নামেতে অমর যেই মরণে কি ভয়।
অক্ষয় যে ভূমিদান যুগে যুগে রয়॥

*　　*　　*

*　　*　　*

দেখিয়া কদলীবন লোভে আসে করী।
মনুষ্য বিষম ফাঁদে বন্দী করে ধরি॥
বল রাজা বুদ্ধি মন্ত্রী যদি থাকে ঘটে।
পাবকে দহিয়া লোহা বুদ্ধিবলে পিটে॥

গ্রন্থের সমাপ্তি এইরূপ :—

তবে পুনি একত্র হইয়া সর্ব্ব জনে।
জয়নাল আবিদিনে আনি শুভক্ষণে॥
ইমাম করিয়া সবে প্রণাম করিলা।
হাছনের পুত্র বীর ইমাম হইলা॥

*　　*　　*

*　　*　　*

তবে উমর ছলিমাকে প্রণাম করিয়া।
নিজ দেশে সৈন্য সঙ্গে গেলেন্ত চলিয়া॥

ভণিতা :—

মহম্মদ খানে কহে অমৃতের ধার।
যে পড়ে যে শুনে পুণ্য পায়স্ত অপার॥

৬। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম।

প্রারম্ভ :—

গোবিন্দ গোপাল কৃষ্ণ দেব দামোদর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা-সাগর॥
শ্রীরাধিকা প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি।
বংশীবদন শ্যামসুন্দর গোবর্দ্ধনধারী॥
হরিনাম বিনে রে ভাই গোবিন্দের নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥

শেষ :—

হরি হরি বল ভাই হরি বল সার।
হরি বিনে ভবার্ণবে বন্ধু নাই আর॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥

৭। রাধিকার মানভঙ্গ।

এই সুন্দর কাব্যখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। স্থানান্তরে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা গিয়াছে। * ভণিতাটি এইরূপ :—

জয় রূপ সনাতন,
দেহো মোরেহ এই ধন,
তাহা বিন্যা অন্য নাহি ভাব।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু,
নরোত্তম লইল শরণ॥

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এইখানি বৈষ্ণব জগতের প্রেমবীর নরোত্তম ঠাকুরের লেখনী প্রসূত। হস্তলিপির তারিখ ১২০৯ সাল ৩০ ভাদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

৮। সীতার বার মাস।

পয়ার সংখ্যা—৩২।

আরম্ভ :—

বৈশাখ মাসেতে সীতা গর্ব্ভ পঞ্চমাস।
বিধাতা পাষণ্ড তাতে সুখের অভিলাষ॥
তাহাতে পাষণ্ড হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গর্ব্ভবতী সীতাদেবী দিল নিয়া বন॥
হাহা প্রভু রামচন্দ্র লক্ষ্মণ যুবরাজ।
বিনি দোষে আমা কেন দিলা বনবাস॥

শেষ :—

চৈত্রে উদ্ধারি আইলা অযোধ্যাভুবন।
উৎসবের সময় প্রভু পুনি দিলা বন॥

ভণিতা—

গুণচন্দ্র সুতে কহে দেব চিন্তামণি।
সীতাদেবীর চরণে প্রণাম পুনি পুনি॥

৯। রাধিকার বার মাস।

দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর বারমাসটির একটি যথাযথ প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই। মাঘ মাসের কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। লেখকের কোন নাম পাওয়া যাইতেছে না। শেষ পদের 'এমন দশা কবে হবে' এই চরণটি 'রাধিকার মানভঙ্গে'ও পরিদৃষ্ট হয়। উহার সহিত ছন্দঃসাদৃশ্যও দেখা যাইতেছে। হস্তলিপির তারিখ ১২০১ মঘী ৮ই আশ্বিন লেখক শ্রীফকিরচাঁদ দেয়দাস। বারমাসটি রক্ষিত হইবে আশায় এখানে সমগ্র তুলিয়া দিলাম।

* সাহিত্য, ১১শ ভাগ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা পৌষ ও মাঘ ১৩০৭।

প্রাণনাথ কৃষ্ণ লইয়া গেল মধুপুর।
দারুণ মদনবাণে প্রাণ দহে।
* * সনে বাদ ছিল।
প্রাণের মাধব মোর হরিয়া আনিল ॥ ১
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত বসন্তের বাও।
সহন না যাএ সখি কোকিলার রাও ॥
প্রাণ যাএ রসাতল বৈকুল পরে ডালে।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ পাব কোথা গেলে ॥ ধু।
কহিয় মাধবের ঠাঁই,
হোলি খেলা শ্যামর মনে নাই ॥ ২
চৈত্রে চাতক পক্ষী ডাকে পিয়া পিয়া ॥
বিধাতা বঞ্চিত কৈল হাতে নিধি দিয়া ॥
পলাশ কাঞ্চন বিকাশিত নানা ফুল।
আর নি প্রাণের নাথরে আসিব গোকুল ॥ ধু।
আমা ছাড়ি ... শ্যাম,
কে লইব রাধার নাম ॥ ৩
বৈশাখ মাসেতে সখি প্রচণ্ড তপন।
হেন হি সময় কৃষ্ণ নাহি বৃন্দাবন ॥
ভ্রমরা উড়িয়া ফুলের মধু করে পান।
শ্রীনন্দের নন্দন বিনে না রহে পরাণ ॥ ধু।
তোমরা কহ কৃষ্ণ কথা,
জুড়াউক রাই অন্তর ব্যথা ॥ ৪
জ্যৈষ্ঠে নিঠুর ভানু আনলের প্রায়।
নিদাঘে বিরহে হিয়া সহন না যায় ॥ ধু।
দারুণ মলয়ার বাও,
না জুড়ায় শ্রীরাধা গাও ॥ ৫
আষাঢ় মাসেতে সখি মেঘের গর্জ্জন।
শুনিয়া বিদরে হিয়া না যায় সহন ॥
তাহাতে বিষম সখি বিরহ আনল।
প্রাণনাথ বিনে আমি কারে দিমু কোল ॥ ধু।
যেমন কাঁসারী কাঁসা পিটে,
তেমনি রাই অন্তর ফাটে ॥ ৬
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিষয়ে বারি।
শয়নে স্বপনে মুই দেখিলুম মুরারি ॥
তাহাতে বিষম সখি ধর্ম্ম বহ্নল।
প্রাণনাথ বিনে কেবা করিব শীতল ॥ ধু।
কহিয় বন্ধের ঠাঁই,
বিরহিণী শ্যামর মনে নাই ॥ ৭
ভাদ্র মাসেতে সখি তিমির রজনী।
কৃষ্ণ শুক্ল পক্ষ দুই এক হি না জানি ॥
কোকিলার কলরবে প্রাণি মোর ঝুরে।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ বিনে দগধে অন্তরে ॥ ধু।
তার আঁখির পরে দুই ভানু,
তেমত হইল রাধার তনু ॥ ৮
আশ্বিন মাসেত নির্ম্মল যে নিশি।
সহিতে হে তারাগণ প্রকাশিত শশী ॥
হাস রস ব্যবহার করিত বৃন্দাবনে।
এখনে সেই সব দুঃখ সহিব কেমনে ॥ ধু।
শ্যাম মধুপুরে রৈল,
কান্দি আমার জনম গেল ॥ ৯
কার্ত্তিক মাসেতে সখি শরত সময়।
নির্ম্মল গগনে তারা চন্দ্রের উদয় ॥
শূন্য দেখি কদমতলা শূন্য বৃন্দাবন।
রাধিকার মন্দির শূন্য শূন্য বৃন্দাবন ॥ ধু।
কহিয় কানুর আগে,
রাই দান মাগে ॥ ১০
অগ্রাণ মাসেত সখি নবীন সকল।
প্রাণনাথ বিনে চিত্ত সদায় বিকল ॥
শুন শুন প্রাণসখি মথুরাতে যাও।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ বিনে না জুড়াএ গাও ॥ ধু।
কহিয় কানুর আগে,
রাই দান মাগে ॥ ১১
পউসে প্রবল শীত বন্ধু নাই মোর ঘর।
কানু গিয়াছে মোর দেশ দেশান্তর ॥ ধু।
এমন দশা কবে হবে,
ব্রজনাথ দরশন হবে ॥ ১২

১০। ক্রিয়াযোগসার।

পত্র সংখ্যা—৭১।

এই প্রকাণ্ড গ্রন্থখানি অনন্তরাম দত্ত নামক কবির লেখা। হস্তলিপির তারিখ

পুঁথির বিবরণ

সন ১১৬৮ মঘী ১৮ই ফাল্গুন। ইহা পদ্ম-পুরাণের একাংশের অনুবাদ। কবি বিশারদ উপাধি বিশিষ্ট কোন মহাত্মার শরণ লইয়া ইহা লিখিয়াছেন। অথচ এই বিশারদ সম্বন্ধেই এইরূপ দুটি ছত্র দৃষ্ট হয় :—

বিশারদ প্রণমহ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা।
সেই সে পরম ধর্ম্ম সৃষ্টির যে কর্ত্তা॥

এ অবনীমণ্ডলে একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন 'সৃষ্টির কর্ত্তা' কেহ আছেন কি? কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গটা এই :—

তীর্থরাজ সন্নিহিত রুমা এক স্থান।
উত্তম আশ্রমপুরী সর্ব্বত্রে বাখান॥
বৈদ্য শ্রেষ্ঠ তথা ছিল অতি মহাজন।
বৈবস্বত নাম তার ধর্ম্ম পরায়ণ॥
অতি জ্ঞাতা ছিল তবে সেই মহামুনি।
চিরকাল দান ধর্ম্মে বঞ্চিল অবনী॥
সর্ব্বক্ষণ আছিলেক ধর্ম্ম অনুসারী।
প্রতিনিতি মুনিবর বিষ্ণুসেবা করি॥
তিন বিদ্যা তার স্থানে দিছিল ঈশ্বরে।
তিন বিদ্যা তিন পুত্রে লইছে অংশ করি॥
রামচন্দ্র নামে তার প্রথম সন্ততি।
শাস্ত্রেতে নিপুণ (ছিল) অতি বড় খ্যাতি॥
আর এক পুত্র ছিল দ্বিতীয় সন্ততি।
চিত্রগুপ্ত লংঘিতে সেই মহামতি॥
রঘুনাথ নাম তার তৃতীয় নন্দন।
পরম তপস্বী ছিল সেই মহাজন॥
সংসার ধর্ম্মেতে থাকি রাজা সেবা করি।
তথাপি তপস্বী ছিল ভক্তি বাঞ্ছা করি॥
সর্ব্বক্ষণ আছিলেক রাজা সেবা করি।
তথাপি তপস্বী ছিল ভজিয়া শ্রীহরি॥
রামদাস সুতাগর্ভে তাহার ঔরসে।
জন্মিল অনন্তরাম হরিপদ আশে॥

আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিপি হইতে কবির নিবসতি স্থান জানা যাইতেছে না। কবির দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাতেরও কোন সুস্পষ্ট নাম পাওয়া গেল না। প্রথিতনামা প্রাচীনসাহিত্যবিৎ মাননীয় বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" কবির নিবাস ব্রহ্মপুত্র নদের নিকটবর্ত্তী মেঘনা নদের পশ্চিমপারস্থ সাহাপুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবি-দুর্ল্লভ ও তাঁহার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাতের নাম রাঘবেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুঁথির রচনার বা কবির আবির্ভাবের কোন সন তারিখ ইহাতে নাই। পুঁথির সর্ব্বত্র সাধারণতঃ ভণিতা এইরূপ :—

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্দে।
রচিল অনন্তরাম হরি গুণানন্দে॥

পুঁথির অন্য এক স্থলে এরকম একটি ভণিতা আছে :—

কহেন অনন্ত দত্তে, কবিরাজ ভ্রাতৃসুতে
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ।
রঘুনাথ সন্ততি, সেই দীন হীন মতি,
স্মরিয়া শিবের পদাম্বুজ॥

ইহার প্রারম্ভ এইরূপ :—

অথ পদ্মপুরাণে ইতিহাসসমুচ্চয় ক্রিয়াযোগসার লিখ্যতে।

রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন।
যে রাম স্মরণে হয় দুঃখ বিমোচন॥
রাম রাম বোল ভাই বিরলে বসিয়া।
কি করিতে পারে যমে আপনে আসিয়া॥
রাম কল্পতরুতলে যথাতে বসিয়া।
ভবসিন্ধু রঘুনাথে নিবেন উদ্ধারিয়া॥
রাম রাম বোল ভাই মুক্তি পাবে পাপী।
উদ্ধারিয়া নিবেন রাম তাকে বিষ্ণুপুরী॥

প্রণাম করম মুক্তি আদি নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাহার সৃজন॥
* * * *
* * * *
ব্যাসদেব প্রণমহ দেব অবতার।
যাহার প্রসাদে হৈছে শাস্ত্রের প্রচার॥
বিশারদ প্রণম হ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা।
সেই সে পরমধর্ম্ম সৃষ্টির যে কর্ত্তা॥
* * *
* * *
মহাকবি গুরু বন্দম করিয়া ভকতি।
করিব কবিতা কিছু গুরুর সম্মতি॥
পদ্মপুরাণের খ্যাতি ক্রিয়াযোগসার।
পদবন্ধে করি আমি পাঞ্চালী প্রচার॥

শেষ এইরূপ :—

জন্মিয়া ভারত ভূমি অতি মতিহীন।
ধর্ম্মপথ আকাঙ্ক্ষিয়া সেই সে প্রবীণ॥
পদ্ম পুরায়ণ খ্যাতি গুণ সমাচার।
পদবন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার॥
ক্রিয়াযোগসার কথা শুনে যেই জন।
শত অশ্বমেধ লভে সেই মহাজন॥
পরাশরসুত ব্যাস বিষ্ণু অবতার।
শ্লোক বন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগ সার॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ বন্ধে।
রচিল অনন্ত রাম হরি গুণানন্দে॥
বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায়।
পদ বন্ধে রচিলেক ষোড়শ অধ্যায়॥

ইতিহাসসমুচ্চয় ষোড়শ অধ্যায় ক্রিয়া যোগসার সমাপ্ত। লেখক শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস।

অবসরমতে আমরা এ গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করিব, ইচ্ছা আছে।

১১। জানকী বনবাস।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির প্রথম পাতাটী পাওয়া যায় নাই। লেখকের নাম কি, তাহাও জানা যাইতেছে না। গ্রন্থখানিতে, সীতার বনবাস বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। পুরাতন কাগজে দুই পৃষ্ঠে লেখা। ২য় পত্র হইতে কিয়দংশ দেখুন :—

ভদ্র নামে মহাপাত্র রাজার সভাত।
মুই নিবেদন করম শুন রঘুনাথ॥
অবধান করম নাথ কমললোচন।
অযোধ্যার লোক সব হইআছে নিধন॥
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যা পুরীত।
* * *
তান পাত্র লোক সবে বর্জ্জে দিনান্তরে।
দুঃখিত হইছে প্রজা শুন দ্বিজবরে॥
আর কথা মহাপ্রভু বুলিতে না পারি।
পাত্র হইআ কথা কহি প্রাণে ভয় করি॥

শেষে এই রকম আছে :—

কহরে লক্ষ্মণ ভাই কহ সাবধানে।
প্রাণের লক্ষ্মণ সীতা থুলা কোন খান॥
প্রণাম করিআ বোলে কুমার লক্ষ্মণ।
তাহার নিকটে আছে মুনি তপোবন॥
সেইখানে থুইআছি সীতা জানকীরে।
তাহা শুনি রামচন্দ্র হইলা ফাঁফরে॥
অরণ্যে জানকী দিয়া ত্রীবধ (স্ত্রীবধ) কৈলুম।
স্ত্রীবধ ব্রহ্ম বধ বহু পাপী হৈলুম॥

(ইহার পর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন বৃত্তান্ত আছে। সে স্থানটি বড়ই ভ্রান্তি সঙ্কুল বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না।)

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে বাল্মীকি মুনি বিরচিতে রামচন্দ্রজানকীসম্বাদে জানকী বনবাস সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৪ মঘী তারিখ ৪ আগ্রাণ। শ্রীরামকুমার শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং॥

১২। জ্ঞানপ্রদীপ। *

এই গ্রন্থখানি ছৈয়দ সুলতান নামক এক মুসলমানের লেখা। ইঁহার বসতিস্থান বা গ্রন্থের রচনা কাল জানা যায় নাই। ইঁহার পীর বা গুরুর নাম সাহা হোছন। গুরু শিষ্য উভয়েই তত্ত্বজ্ঞানী সাধু পুরুষ। গ্রন্থে গভীর সাধন তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে; অনধিকারী বলিয়া তাহা আমাদের অবোধ্য। ইঁহার ভণিতাযুক্ত আরও দুইখানি গ্রন্থ ও কয়েকটি পারমার্থিক গীত পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা এইরূপ :—

সাহা হোছন গুরু সমুদ্রের তুল।
একে একে পাইলুম জ্ঞান সে অমূল॥

প্রারম্ভ :—

আউয়ালে আল্লার নাম করিয়া যে সার।
সৈয়দ সুলতানে কহে তনের বিচার॥
আটার হাজার আলাম যাহার সৃজন।
যিনি অপরাধী সেই প্রভু নিরঞ্জন॥
বিনি চক্ষু দেখে সে যে বিনি কর্ণে শুনে।
সকলের আহার যোগাএ নিরঞ্জনে॥

গ্রন্থ মধ্য হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখান আবশ্যক।

মধ্যেত সুষুম্না নাড়ী সর্ব্ব মধ্যে সার।
আদ্যা শক্তি আরাধিবার সেই সে দ্বার॥
পূরকে পুরিয়া বায়ু করিব স্থাপন।
সুচী মুখে সুত যেন কুয়ে প্রবেশন।
ঠেলিয়া ঠেলিয়া বায়ু করিব ঊর্দ্ধবাট।
ছাটন ছাটিয়া যেন করাএ প্রকট॥
তিন তিহরীর মধ্যে অগ্নিপদিব ফুক।
না পারিলে সহিতে ছাড়িয়া দিব মুখ॥
সন্ধি পাই সেই বায়ু করিব প্রবেশ।
করিতে করিতে ধ্বনি উঠিব বিশেষ॥

শুনিতে শুনিতে ধ্বনি স্থির হৈব মন।
যত সব জ্ঞানী দেখ এই মহাধন॥
সেই ধ্বনি মধ্যে ত যে জ্যোতি চিনি লৈব।
তবে সেই জ্যোতি মধ্যে মন নিয়োজিব॥
তবে সেই জ্যোতিতে মনের হৈব লয়।
সেই সে প্রভুর পন্থ জানিয় নিশ্চয়॥

গ্রন্থ সমাপ্তি :—

নয়ান পোতালি যার বর্ণ যোল হয়।
সপ্ত দিবসেতে তার মরণ নিশ্চয়॥
নিজ হস্তে হস্তে হস্ত হইলে লম্বিত।
তিন দিবসেতে তার মরণ নিশ্চিত॥

*　　*　　*

সাহা হোছেন পদে করিয়া প্রণাম।
সমাপ্ত হইল জ্ঞান প্রদীপ উপাম॥
গুণিগণ পদেত সহস্র প্রণতি।
ছৈদ সুলতানে কহে জ্ঞানরস নীতি॥

গুরুনিষেধাৎ বা অন্য হেতুবশতঃ লেখক যেখানে কোন নিগূঢ় বিষয় বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই; সেই খানে পাঠককে 'প্রেমানন্দের' শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই 'প্রেমানন্দ' কে? ঠিক 'জ্ঞান প্রদীপে'র আলোচ্য বিষয় লইয়া লিখিত আর এক অসম্পূর্ণ সুতরাং অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থেও লেখক গুণরাজ খান পূর্ব্বোক্ত কারণেই পাঠককে 'প্রমোদন' নামক এক যোগীর শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই উভয় ব্যক্তি কি অভিন্ন? পশ্চাদুক্ত গ্রন্থ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। জ্ঞান-প্রদীপের সেই উপদেশের একটা এই দেখুন :—

কৈশবেরে কৈল শিব না হৈল প্রকাশ।
জানিবারে চিত্তে থাকে চল প্রেম নন্দের পাশ॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৮৫ মঘী ১৯শে মাঘ।

* পূর্ণিমার ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে ইহার বিস্তারিত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

১৩। স্বপন অধ্যায় (স্বপ্নাধ্যায়)।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে স্বপ্নের ফলাফল আলোচিত হইয়াছে। কৈলাসনাথ বক্তা, ভবানী শ্রোত্রী।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায়।
অভেদ শিবরাম দুর্গা।
তোমা হোর্তে অমৃতবাণী শুনিএ শ্রবণে।
স্বপনের যতেক কথা শুনি তোমার স্থানে॥
তোমা হোতে লোক সব হএ অব্যাহতি।
স্বপনে উদ্ধারিয়া মোরে বোল পশুপতি॥
কৈলাসের নাথে বোলে শুনহ ভবানী।
কহিমু স্বপ্নের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
মন দিয়া শুন কহি স্বপন বিবরণ।
স্বপন দেখি কৈতে পারে জীয়ন মরণ॥

ভণিতা :—

কমলাপতির সুত দেব বলরাম।
শ্লোক ভাঙ্গি পয়ার কৈল বসতি নবগ্রাম॥

শেষ :-

শৈলাগ্রে উঠিআ করে অভক্ষ্য ভক্ষণ।
ভূপতি হইব সেই রাজা লোগাএ ধন॥
এই সব স্বপ্ন দেখি নিদ্রা না যাইব।
নিদ্রা গেলে সেই স্বপন বিফল হইব॥
স্বপন দেখিআ যদি উঠিআ বৈসএ।
হরি হরি বলিআ যে ভাবিব নিশ্চয়॥
হরির প্রসাদে স্বপন সাফল হইব।
বীজ উচ্চারিলে তবে ফলাফল হৈব॥
তোমাতে কহিল স্বপনের কথন।
স্বপন দেখি কৈতে পারে জীয়ন মরণ॥

ইতি স্বপন অধ্যায় পুস্তিকা সমাপ্ত। ভামস্তাপি ইত্যাদি শ্লোক স্বঅক্ষর শ্রীরাম-মাণিক্য সেন দাস ইতি সন ১১৬৩ মঘী তারিখ ৭ পৌষ বেহান বেলা সমাপ্ত।

পুঁথি খানি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা। পত্র সংখ্যা ৯। 'আমি তুমি' প্রভৃতি শব্দে 'আহ্মি', 'তুহ্মি' রূপে লিখিত; অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি কোথাও আধুনিক ভাবে, কোথাও বা পূর্ব্বতন নিয়মে লিখিত। যেমন 'করিয়া' 'করিআ'।

চট্টগ্রাম জিলার দক্ষিণ রাউজান মুনসেফীর উত্তর পূর্ব্বে, রঙ্গণিয়া থানার দক্ষিণ পশ্চিমে, কর্ণফুলী নদীর উত্তর পার্শ্বে নোয়াগাঁও নামে এক গ্রাম অবস্থিত আছে। 'নব গ্রাম' 'নোয়াগাঁও' হইতে পারে; কিন্তু এই পল্লীই যে এই গ্রন্থের জননী, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

১৪। যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ।

এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থখানি মহাভারতের অংশ বিশেষ বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাচীন। পুরাতন কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। এ গ্রন্থখানি প্রাচীন সাহিত্যসমালোচককে একটা বিষম সমস্যায় ফেলিবে। কেন তাহা বলিতেছি। গ্রন্থে তিন জনের ভণিতা আছে। কবি ষষ্ঠীবর ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের রচনা করিয়াছিলেন, ইহা এখন অনেকেই জানেন। কবি ষষ্ঠীবর জগদানন্দ নামক কোন মহাজনের ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারত অনুবাদ করেন। কিন্তু পরাগল খাঁ মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিম্বা আমাদের সমালোচ্য মহাভারতাংশটি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইতি পূর্ব্বে কেহ সে কথা শুনিয়াছেন কি? বস্তুতই এই গ্রন্থ খানিতে প্রোক্ত মহাজনেরও এক ভণিতা দেখা যায়। আমার এই নবাবিষ্কার সাহিত্য জগতে সত্য বলিয়া গৃহীত না হইতে পারে। সেকালের লিপিকারের খামখেয়ালি বলিয়া

কথাটা উড়াইয়া দেওয়া কঠিন নহে। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, পরাগল খাঁর নামটি এখানে বসাইয়া দেওয়ার জন্য লিপিকারের কি স্বার্থ ছিল? জগতে এত কবি বর্ত্তমান থাকিতে একজন হিন্দু লেখক একজন মুসলমানের নামটা জুড়িয়া দিল কেন, একথা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি?

পরাগল খাঁ তখন বর্ত্তমানও ছিলেন না, যে লিপিকারকে উৎকোচ প্রদান করিয়া স্বীয় মতলব হাসিল করিয়াছেন, অনুমান করি। একই গ্রন্থে একাধিক ভণিতা কেন দেওয়া হইয়াছে, ইহাও জিজ্ঞাস্য কথা বটে। আমাদের বোধ হয়, কোন কবি বিষয়বিশেষ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যতদূর নিজে রচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন, ততদূর মাত্র তিনি রচনা করিতেন, অবশিষ্ট (সেইরূপ মিলাইয়া দেওয়ার সুযোগ পাইলে) অন্য কোন কবির রচনা হইতে গ্রহণ করিয়া সেই কবির নামটিও যোজনা করিয়া দিতেন। আমাদের অনুমান, অধুনা স্কুল পাঠ্যপুস্তক সম্পাদকেরা যেমন ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনা লইয়া পুস্তক সঙ্কলন করেন, পূর্ব্বকালের কবিগণও কতকটা তেমন করিতেন। প্রভেদ এই যে, তখন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের লেখা লইয়া বিষয় বিশেষকে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করিতেন। যাহা হউক আমাদের এই অনুমানের প্রমাণ সাহিত্যসংসারের রথিগণ প্রদান করিবেন। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ :—

প্রণমহ নারায়ণ পরম কারণ।
যাহার কারণে হৈল সৃষ্টি উৎপন॥
অনাদি নিধন প্রভু ত্রিভুবন মএ।
ভকতবৎসল বর করুণা হৃদএ॥
যাহার কারণে গঙ্গা ত্রিভুবন সার॥
পাপত ত্রিণি গঙ্গা ভব তরিবার॥
ভারতী কমলাপতি গরুড়বাহন।
নাগান্তক নাগ প্রতি সে রত্ন সাজন॥
মহেশ চরণে বন্দোম হরষিত মন।
কণ্ঠে কালকূট যার বৃষবাহন।

*　　*　　*

নারায়ণ রূপে মুনি ব্যাস মহাশয়।
ত্রিভুবন মধ্যে যার প্রতিষ্ঠা বিজয়॥
বিজয় ভারত পোথা অতি অনুপাম।
কবি ষষ্ঠীবরে কহে গোবিন্দ চরণ॥
শুনহ সুকৃতি জন যার হৃদে মন।
স্বর্গ আরোহণ শুন অপূর্ব্ব কথন॥

কবি ষষ্ঠীবর এইরূপ কতদূর রচনা করিয়াছেন, বলা যায় না। পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে দেবী লাচারি ছন্দে এক বিলাপ গাথা গাহেন। তৎপর যে পয়ার ছন্দ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার অবসান এই রকম আছে :—

এত বোলি নন্দী দ্বারী সম্ভাষি তথাহি।
কৈলাশ পর্ব্বত হোন্তে চলে তিন ভাহি॥
কৈলাশ পর্ব্বত হোন্তে যাহিতে সত্বর।
অর্জ্জুন পড়িল তবে শিলার উপর॥
গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি যেন পবনে ফেলায়॥
আকাশের চন্দ্র যেন গড়াগড়ি যায়॥
অর্জ্জুনের শোকে রাজা কাঁপে সর্ব্ব অঙ্গ।
অন্তরেতে মহাশোক জ্বলিল তরঙ্গ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
কবীন্দ্রে রচিল গাথা ভারত পাঁচালী॥

ইহার পর অনেক স্থানে কবি[illegible]বরের লেখা, পরাগল খাঁর রচনার আরম্ভ কোথায়, তাহাও বলা যায় না। যখন যুধিষ্ঠির যমরাজ ভবনে উপনীত, তখন চিত্রগুপ্ত মহারাজকে পাপ পুণ্যের খাতা দেখাইতেছেন। এই

খানে পাঁচালী ছন্দের অবসান হইয়া পয়ার আরম্ভ হয়। এই পয়ারেরই কত দূর পরে এইরূপ আছে :—

শুভক্ষণে স্বর্গে গেলা রাজা যুধিষ্ঠির।
দেবগণে বোলে ধন্য তোমার শরীর॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠির বৈসে এক সিংহাসনে।
চারিদিকে সুবেশ করিলা দেবগণে॥
বিবিধ প্রকারে ইন্দ্র করিল ভকতি।
এহি সে অমরাপুরী করহ বসতি॥
অশেষ ভারত কথা সমুদ্রের জল।
প্রণাম করিয়া বৈসে পাণ্ডব সকল॥
চারি সহোদর আর দ্রৌপদী যে সতী।
অন্যে অন্যে আলিঙ্গন কৈল মহামতি॥
পরাগল খানে কহে গোবিন্দ চরণ।
এক মনে শুনিলে যাএ বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

গ্রন্থ সমাপ্তিতে কোন ভণিতা নাই; যথা :—

বসু সনে ভীষ্ম দেখ শান্তনুনন্দন।
এহি সে যে অষ্ট বসু ভীষ্ম মহাজন॥
মসদ সকলে দেখ পাহিল আর গতি।
কেহ গেল গন্ধর্ব্বেত যার যথা স্থিতি॥
এহি মত সম্বাদ আছিল বহুতর।
গ্রন্থ গৌরব দেখি না লেখিলু আর॥
ভারতের পুণ্য কথা শুন এক মতি।
এই মতে স্বর্গে রৈলা ধর্ম্ম নরপতি॥

ইতি শ্রীমহাভারতে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ পুস্তিকা সমাপ্ত। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং, লিখক নাস্তি দোষকঃ॥ শ্রীরামশরণ ঘোষ॥

হস্তলিপির তারিখ পাওয়া গেল না। লেখা বড় পুরাতন। উদ্ধার করিতে আমাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছে। 'হি' প্রায় সর্ব্বত্রই 'হি' দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়াছে। যেমন, 'পাইল' শব্দের পরিবর্ত্তে 'পাহিল', 'ভাইর' পরিবর্ত্তে 'ভাহির' ইত্যাদি। স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

১৫। নারদ সম্বাদ।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সংগৃহীত হস্তলিপি খানিতে এই গ্রন্থের প্রথম পাতটি নাই। এই গ্রন্থখানি বহুদিন পূর্ব্বে বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়; কারণ, ইহার যে আবরণ পত্র আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, "শ্রীযুত বাবু মদনমোহন শ্রীবিপ্রদাস মালাকরের বিদ্যাবাসিনী যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল। এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি কলিকাতায় সিমুলিয়ার বাজারের পশ্চিমে শ্রীযুত বাবু গোবর্দ্ধন ভড়াজি মহাশয়ের ২২নং বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ৮ কার্ত্তিক।" এই টুকু ভিন্ন হস্তের লেখা। এই হাতের লেখায় আবরণপত্রে একটা সূচীও দেখা যায়। তদ্দ্বারা নষ্ট অংশটি এই ছিল বলিয়া জানা যায়, যথাঃ—"অথ পুস্তকের বর্ণনা, দশ অবতারের বর্ণনা, মহামুনির দ্বারকায় গমন এবং নারদের পরিচয়॥" শ্রীনাথ ইহার বক্তা, দেবর্ষি নারদ শ্রোতা। দ্বিতীয় পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জানা যাইবে।

ইন্দ্র বলে প্রজাপতি করি নিবেদন।
মন উচাটন তার দেখিয়া নারায়ণ॥
মহাভার নিবারিতে কৃষ্ণ অবতার।
কুরুক্ষেত্রে সে সকল হইল সংহার॥
কৌরব পাণ্ডব অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী।
নর নারায়ণ রূপে নাশিলা আপনি॥
পৃথিবীর ভার সব হইল নিবারণ।
তবে কেন না আইলেন দেব নারায়ণ॥
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ প্রজাপতি।
কৃষ্ণ বিনে শূন্য সব গোলকে বসতি॥

গ্রন্থের শেষ এইরূপ :—

স্তব করি মুনিবর করে প্রণিপাত।
জয় জয় লক্ষ্মীপতি জয় জগন্নাথ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি ব্রহ্মা তুমি মহেশ্বর।
স্থাবর জঙ্গম তুমি সর্ব্ব ধরাধর॥
তোমার উৎপত্তি সব তোমাতে সৃজন।
আজ্ঞাএ সৃজন তুমি নিশ্বাসে প্রলয়॥
দীন হীন আমি তব কি জানি মহিমা।
পঞ্চমুখে চতুর্মুখ দিতে নারে সীমা।
এতেক বলিয়া মুনি বিদায় হইল।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোহে মন্দিরে রহিল॥

ভণিতা :—

শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ পদ্ম করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্ত।

ইতি সন ১২০১১ মঘী তারিখ ১৫ পৌষ লাগায়ত তিরিশ পৌষ।

সময়ান্তরে এই গ্রন্থ স্বতন্ত্র ভাবে সমালোচনা করা যাইবে। হস্তলিপিতে কোন রচনা কাল নির্দ্দেশ দেখিলাম না। বালি কাগজের চতুর্থাংশ পরিমাণ কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লেখা, ৩১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

১৬। মনসার ধূপাচার।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ মনসার চরণ যুগল।
ছায়া দিয়া সেবকেরে রাখ পদতল॥
তোমার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারে।
কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন মহেশ্বরে॥
সত্ব রজঃ তমঃ তিন তুয়া অবতার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে সৃজন তোমার।
ধূপাচার রচিবারে করিআছি আশ।
মোর কণ্ঠে সরস্বতী করন্তি নিবাস॥

শেষ :—

পদ্মাবতী বোলে মোর যদি না হয় বংশ।
নাগগণ হোজাইয়া করাইমু ডংশ (দংশ)॥
এত জানি জরৎকারু মন্ত্রজপ কৈল।
মনসার গর্ভে তবে আস্তিক জন্মিল॥
আস্তিক জন্মিল যদি মনসা বিদ্যমান।
পুত্র কোলে করি মাতা কৈলাসেতে যান॥
মুনি গেলা চলিয়া আপনার ভুবন।
এই সব বার্ত্তা শুনিয়া ত্রিলোচন॥

ভণিতা :—

ধূপাচার লৈয়া মা মাগম্ তুয়া পায়।
দ্বিজ রতিদেব রাখ বিষহরী মায়॥

'মৃগলব্ধের' রচয়িতার নামও রতিদেব। তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম পটীয়ার অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। এই উভয় কবি এক নহেন কি?

১৭। শীতলার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

জয় শীতলা দেবী রক্ষহ জীবন।
করজোড়ে করম স্তুতি শীতলার চরণ॥
করুণা করিয়া রাখ শিশুর জীবন।
কমল পদেতে মাতা করম্ নিবেদন॥

শেষ :—

হরি হরে না বুঝএ প্রকৃতি তোমার।
হাস্য বদনে শিশু করিবা প্রতিকার॥
হেলাএ নাশিতে পার এ তিন ভুবন।
হুহুঙ্কারে নামাও বিষ রক্ষহ জীবন।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি যত নর এই তিন ভুবন।
ক্ষমিয়া সকল দোষ রাখহ জীবন॥

ভণিতা :—

ক্ষীণ শঙ্কাচার্য্য শীতলার দাস।
ক্ষমিয়া সকল বিঘ্ন করহ বিনাশ॥

১৮। কবিকঙ্কণের চৌতিশা।

আরম্ভ :—

বোল মুখে কালী বৃথায় দিন যায় রে বহিয়া॥ ধুয়া
জয় জয়ন্তী দুর্গা দুঃখ দলন্তী।
নারায়ণী গিরি কুমারী।

জয়দুর্গা শ্রীদুর্গা মাতা দুর্গত নাশিনী।
গোকুলে গোপিনী রূপে যশোদা নন্দিনী ॥
তুমি জান সভাকে তোমাকে জানে কে।
মরিয়া না মরে তুয়া নাম জপে যে ॥
করযোড়ে কালিকারে করি পরিহার।
কৃপা করি কুলেশ্বরী করহ উদ্ধার ॥
কিবা শোভা করে আভা কর্ণেতে কুণ্ডল।
কম্বুকণ্ঠ কন্ঠি পর করে ঝলমল ॥

শেষঃ—

ক্ষয় স্থলে ক্ষিতি মূলে খেনেকে না রহে।
খড়্গধারী খণ্ড করি খাও রিপুচয়ে ॥
ক্ষিতি সিন্ধু ক্ষুদ্র বিন্দু ক্ষুধাতুর মন।
খল বুদ্ধি খাও সিদ্ধি ক্ষয় শক্রগণ ॥

ভণিতা :—

চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত।
পঞ্চবিংশ মেষ অংশে চৌতিশা পূর্ণিত ॥

ইতি কবিকঙ্কণের চৌতিশা সমাপ্ত।

১৯। শ্রীমতী রাধিকার চৌতিশা

আরম্ভ :—

কান্দএ কাতর হৈয়া রাধিকা যুবতী।
কহ উদ্ধব কোথা গেল মোর প্রাণপতি ॥
কানুর লাগিয়া চিত্ত দহে নিরবধি।
কর্ম্মদোষে হারাইলুম কৃষ্ণ গুণনিধি ॥
কপটে গোবিন্দ মোর গেল রে ছাড়িয়া।
কত না রাখিব চিত্ত নিবারণ দিয়া ॥
কহ কহ প্রাণের উদ্ধব কানুর সংবাদ।
কোন দোষে ছাড়ি গেল মোর প্রাণনাথ ॥

শেষঃ —

ক্ষৌণিজাগর্ভের গর্ভ রিপুর কুমারী।
ক্ষিতিতলে আরাধিয়া পাইলুম শ্রীহরি ॥
ক্ষিতিতলে আরাধিয়া কহএ উদ্ধব।
খণ্ডিব সকল দুঃখ আসিলে মাধব ॥

ভণিতাঃ—

ক্ষিতিতলে লোটাইয়া করম প্রণাম।
খেদ পরিহর রচে দাস মুক্তারাম ॥

২০। গঙ্গাদেবীর চৌতিশা।

ভণিতাঃ—

সেবক অধম আমি, তুমি গঙ্গা স্বর্গগামী
কৃপা কর জগতের মাতা।
সেবক রামজয়ে কয়, যদি মোরে কৃপা হয়,
পাতকেতে ডুবিল সর্ব্বথা ॥

২১। তন-তেলাওত।

ইহা একখানি মুসলমানী গ্রন্থ। নামেই তাহার পরিচয় দিতেছে। ইহার অর্থ 'তন (তনু) বা দেহের তেলাওত বা সাধন'। ইহা গভীর যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থখানি অবশ্য মুসলমানীভাবে লিখিত ও আলোচিত। মূলাধার, মণিপুর প্রভৃতির মুসলমানী নাম করণ হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে মুসলমানী যোগের কথা ত আছেই। নামাদি ভিন্ন হইলেও মূল বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের ভাষার ॥০ অংশ শব্দ বাঙ্গালা। ইহার আলোচ্য বিষয় সাধারণের অনধিগম্য। লেখকের নাম পাওয়া যায় নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৫৬ মঘী ১১ই বৈশাখ। লিপিকারের নাম শ্রীবছির মাহাম্মদ সাং গোরণ থাইন। এক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি :—

নাছুত মোকাম যদি করিলা সাধন।
মলকুত মোকাম সাধিতে কর মন ॥
যোগেত কহিএ এই মণিপুর নাম।
মহত হেমন্ত বায়ু বৈসে অবিশ্রাম ॥
ইস্রাফিল ফিরিস্তা তাহাত অধিকার।
নাসিকা নিরক্ষি জান দুয়ার তাহার ॥
তাহার খাটান জান ফেক্সার স্থান।

*　　*　　*

দিনে চুয়াল্লিশ হাজার শোয়াস বয়।
ঘঠ মধ্যে রাখ বারি (বায়ু) যেন মতে রয় ॥
যাবতে পবন আছে তাবতে জীবন।
পবন ঘটিলে হয় অবশ্য মরণ ॥
নাসিকাতে দৃষ্টি দিয়া পবন হেরিব।
কণ্ঠেত টিপ দিয়া নিয়মে রহিব ॥
বাম উরু পরে দক্ষিণ পদ তুলি।
নাসাতে হেরিব দৃষ্টি দুই আঁখি মেলি ॥
তবে ঘঠ হন্তে শোয়াস বাহির হৈব।
যেহেন কচুর পত্র বরণ দেখিব ॥
তার মধ্যে মূর্ত্তি এক হৈব দরশন।
সেই মূর্ত্তি আপুনার জানিও বরণ ॥
সেই মূর্ত্তি সদাএ হেরিতে যদি পার।
হৈব না হৈব কর্ম্ম জ্ঞান পাইবা দড় ॥
এমত তোমার যদি হইল সাধন।
তবে মণিপুরে দৃষ্টি রাখিবা সেখন ॥
বৈসএ নক্ষত্র এক মণিপুর দেশ।
দিবা আঁখি দৃষ্টি করি দেখিবা বিশেষ ॥
সেই মূর্ত্তির অন্তরে ফিরিস্তা দেখা পাইবা।
সুরাসুর যত কিছু সকল দেখিবা ॥

২২। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

প্রণমোহ গণপতি বিঘ্ন বিনাশন।
প্রণতি পূর্ব্বক বন্দম্ শিবাদি চরণ ॥
কায় মনে চিত্তে বন্দম্ প্রভু নারায়ণ।
উৎপত্তি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ ॥
কমলার পদযুগে করি নমস্কার।
যাহার কারণে সৃষ্টি হইছে সংসার ॥
সরস্বতী পাদপদ্মে প্রণতি করিয়া।
শুদ্ধ পদ কহিবা মোর কণ্ঠে বৈয়া ॥
চতুর্মুখ ব্রহ্মা বন্দম্ ব্রাহ্মণী সহিতে।
কর জোড়ে শিব দুর্গা বন্দম্ একচিত্তে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের যত দেবগণ।
এক চিত্তে বন্দম্ মুই সর্ব্ব দেবের চরণ ॥

শেষ :—

যেবা পড়ে যেবা শুনে ভক্তি করি মনে।
রোগ শোক নাহি তার চণ্ডিকা কারণে ॥
স্ত্রী-এ পুজিলে হয় নারীর প্রধান।
পুরুষ পুজিলে হয় রাজার সম্মান ॥
যার সেই মনস্কাম সিদ্ধি করে দেবী।
ধনে পুত্রে বাড়াইয়া করেন চিরজীবী ॥
চণ্ডিকা চরণে মোর সহস্র প্রণাম।
দুঃখ দূর কর মাও পুরাও মনস্কাম ॥

ভণিতা:—

নিয়ত মঙ্গলচণ্ডী বন্দিয়া যে মাথে।
পাঞ্চালী রচিয়া কহে দ্বিজ রঘুনাথে ॥

হস্তলিপির তারিখ ও লেখকের নাম :—

দেবগ্রাম নিবাসী শ্রীকাশীনাথ সুতে।
শ্রীচণ্ডীচরণে যে লিখিছে স্বহস্তে ॥
রুদ্র গ্রহ গ্রহ সন মঘী যেই বটে।
দেবগ্রাম বসতি মা কালিকার নিকটে ॥

দ্বিজ রঘুনাথের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি সুন্দর বৈষ্ণব পদাবলী আমার নিকটে আছে। পদকর্ত্তা ও এই পাঁচালীলেখক রঘুনাথ অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, জানি না। 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় সে পদগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

২৩। রাধিকার বার মাস।

পদসংখ্যা ২৬।

আরম্ভ :—

গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে
ফিরিব যোগিনী হইয়া।
যে ঘরে পাইব, আপনার বন্ধুয়
আনিব বসন দিয়া ॥
প্রথমই বৈশাখে, রাধিকা ব্রজেতে,
দারুণি রবির জ্বালা।
নূতন অবলা, আমা ছাড়ি গেলা,
মথুরা নগরে কালা ॥

শেষ :—

আসিল ফাল্গুন, জ্বলে হুতাশন,
রাধিকার অন্তর পোড়ে।
নূতন যৌবনী, তাহে বিরহিণী
কেমনে থাকিব ধরে॥
আইল চৈত্রমাস, পুরাইল বারমাস,
শুন শুন আমার বাণী।
কর জোড় করি. মোহন বংশীধারী,
আসিয়া মিলিছ পুনি॥

রচয়িতার নাম বা হস্ত লিপির তারিখাদি নাই।

২৪। বাণযুদ্ধ।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান।
অপার মহিমা ধর প্রভু ভগবান॥
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত প্রভু এক লোম কূপা।
এক তনু ব্যক্ত প্রভু হরি হর রূপা॥
সেই প্রভু নারায়ণ অংতার হৈয়া।
রক্ষা কর দেব ঋষি অসুর মারিয়া॥
যেই জনে ভক্তি করি কৃষ্ণ নাম লয়।
ভারত ভূমি হস্তে তবে সে নর তরয়॥
হরি বংশ ভাগবত ব্যাসের রচিত।
শিব নারায়ণ যুদ্ধ কাব্য অতুলিত॥
সেই কথা কহিবাম করিয়া পয়ার।
শ্রোতাগণে পদদোষ ক্ষমিবা আমার॥

শেষ :-

গোবিন্দ চলিয়া গেল দ্বারিকা নগর।
আপনা গৃহেতে চলে বাণ নৃপবর॥
দ্বারিকাতে চলি গেলা দৈবকী নন্দন।
কৃষ্ণগত চিত্ত রাজা চলিলা তখন॥
বাণযুদ্ধ পুস্তক যেবা শুনে এক মনে।
লজ্ঘিতে না পারে ছন্দে সত্যের কারণে।
যাহার গৃহেতে বাণ পুস্তক রাখএ।
গ্রহ দোষ লজ্ঘিতে না পারে গৃহএ॥
যেবা পঠে যেবা শুনে বৈকুণ্ঠেতে স্থান।
জন্মে জন্মে ভক্তি হৌক গোবিন্দ চরণ॥

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে দুই জনের ভণিতা দৃষ্ট হইতেছে; তন্মধ্যে একজন 'ক্রিয়াযোগসার'প্রণেতা অনন্তরাম দত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ভণিতাগুলি এই :—

(১) দ্বিজ রামচন্দ্র কহে আজ্ঞা যে পাইয়া।
অনিরুদ্ধ উষার কথা শুন মন দিয়া॥
শ্রীরতি বল্লভ সুত দ্বিজ রামচন্দ্র।
উষার হরণ কহে করি পদ বন্ধ॥

(২) কহেন অনন্ত দত্তে, কবিরাজ ভ্রাতৃসুতে,
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ।
রঘুনাথ সন্ততি, সে যে দীন হীন মতি,
স্মরিয়া শিবের পদাম্বুজ॥

২৫। রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা।

আরম্ভ :—

করজোড়ে বন্দম্ হরি গোবিন্দ চরণ।
কামিনী মোহন রূপী প্রথম যৌবন।
কেলি করে শিশু সঙ্গে প্রভু যদুরায়।
কদম্ব হেলানে কৃষ্ণ মুরলী বাজায়॥
খঞ্জন গমনী রাধা খলি পরিধান।
ক্ষীর দধি লৈয়া রাধা মথুরা পয়ান॥

নমুনা :—

ধর ধর কহি হরি উঠিলেক কোপে।
ধরিয়া আনিল রাধা যত শিশু গোপে॥
ধূলা মেলা মারে রাধার চক্ষু মুখ ভরি।
ধমকিয়া বোলে রাধা ভাল নহে হরি॥
না করসি ভাল কর্ম্ম নন্দের কুমার।
নষ্ট হবে নন্দঘোষ দোষে যে তোমার॥
নন্দের ঘরের ধেনু অন্ন দিয়া পোষে।
নষ্ট হবে নন্দ ঘোষ তোমার হে দোষে॥

ভণিতা :—

শ্রীকবিচন্দ্র দাসে বলে এই চৌতিশা।
পড়িলে সকল মনে হইবে ভরসা॥

২৬। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানির নাম কি ছিল, জানা যাইতেছে না। গ্রন্থখানি যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। যোগের অনেক তত্ত্ব কথা আছে। মুদ্রাসাধন, আসন বিচার, ঈড়া পিঙ্গলাদি নাড়ী বিচার, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি কঠিন যোগশাস্ত্রীয় বিষয় সকল সরল ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। আরও দুঃখের বিষয় যে, লেখক ইহার কোন কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেখানে গুরুনিষেধাৎ লেখক নিজেই কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই, পাঠকগণকে সেইস্থানে লেখকের গুরু 'প্রমদনের' শরণ লইতে বলিয়াছেন। যথা :—

ইহাতে না বুঝ যদি চিত্তে ভ্রম থাকে।
প্রমদনের পাশে চল পরম কৌতুকে॥

মুসলমান কবি সৈয়দ সুলতানও এই কারণেই তাহার 'জ্ঞান প্রদীপের' পাঠকগণকে প্রেমানন্দের বা প্রমদনের শরণ লইতে বলিয়াছেন। 'জ্ঞান প্রদীপ' ও সমালোচ্য এই গ্রন্থখানিতে একই ভাষা দেখিতেছি কেন? কে কাহার যশঃ হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নির্ণয় করা সহজ নহে উপরে আমরা 'জ্ঞান প্রদীপের' পরিচয় প্রদান করিয়াছি। তাহাতে যে অল্প স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা প্রায় অবিকল এই গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইতেছে। সময়ান্তরে দুই গ্রন্থের আবার একত্র আলোচনা করিব, বাসনা রহিল।

ইহার রচয়িতার নাম গুণরাজ খান। ইহাকে লইয়া তবে বঙ্গভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ চারিজন 'গুণরাজ' পাওয়া গেল; মালাধর বসু, হৃদয় মিশ্র, ষষ্ঠীবর সেন, আর এই গুণরাজ। অবশ্য প্রথম তিন জনের 'গুণরাজ' উপাধি মাত্র। শচীপতি মজুমদার নামক কোন মহাশয়ের আদেশে তিনি এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে ভণিতায় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

'গুরু প্রমদনের পদে রহোক ভকতি।
যাহার প্রসাদে জন্ম কহি নানা রাতি॥
মজুমদার শচীপতি রসিকের গুরু।
পতাকে কেবল সুধা দানে কল্পতরু॥
হেন শ্রীশচীপতির পাই সন্নিধান।
কহে জন্ম বিবরণ গুণরাজ খান॥

গ্রন্থের যে অংশখানি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহাদের নিবাস কোথায়, জানিতে পারা যায় না। গ্রন্থের হস্তলিপির তারিখ পাওয়া না গেলেও তাহা বড় প্রাচীন। ইহার আর এক স্থানে দেখা যায় :—

এ ভূত ভাঙ্গিতে যদি মনে কর আশ।
কতুয়া বাজারে চল প্রমদনের পাশ॥
শুদ্ধকে আছএ এক গ্রাম করিপুর।
সুনগরে সুনগরী সুসাধু প্রচুর॥
তথা গেলে জানিবা যে এই স্থান স্থিতি।
হরিদাস রায় তথায় পুরিব আরতি॥
সেই প্রমদনের চরণে সেবা রয়।
গুণরাজ খানে কহে যোগেন্দ্র সে হয়॥

ইহা হইতে কোন তথ্য নিষ্কাশন সম্ভব হইলে, তাহা পাঠক মহাশয়েরাই করিবেন। এই গ্রন্থ সাধারণের অনধিগম্য।

২৭। তুলসী চরিত্র।

প্রারম্ভ :—অথ তুলসী জন্ম।

রসিক জনের সঙ্গে বসি মনোরঙ্গে।
মন দিয়া শুন কহি তুলসীর রঙ্গে॥
* * *
সারদার চরণে মাগিএ পরিহার।
তুলসী চরিত কিছু করিনু প্রচার॥
পূর্ব্বে এক আছিলেক বৃন্দা নামে সতী।
শঙ্খ নামে আছিলেক তার নিজ পতি॥
মহাবল পরাক্রম প্রচণ্ড দুর্ব্বার।
জিনিলেক দেবগণ দেব পুরন্দর॥
বাহু বলে মারি সব জিনিল সকল।
দেবগণ হইলেক চিন্তাএ বিকল॥
ব্রহ্মার চরণে দেব কৈলা নমস্কার।
এই দুরাচার কেনে না কর সংহার॥

শেষ :—

বিষ্ণুর সমান করি তুলসী সেবিব।
সব তীর্থ চারি ধর্ম্ম একখানে পাইব॥
পরকালে সুখভোগ তুলসী সেবএ।
সর্ব্ব কাল সুখে থাকে অন্তরে সুখ পাঁএ॥
ব্রহ্মা বোলে গঙ্গা কেনে হয় ভ্রম।
আপনে ভাবিয়া চাহ তুলসী জনম॥
ব্রহ্মার বচনে গঙ্গা চলি গেলা ঘর।
তুলসী চলিয়া গেলা পৃথিবী ভিতর।
তুলসী চরিত্র কথা যেই জনে শুনে।
অন্তকালে পাএ সেই বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥

ভণিতা :—

পরাশর পণ্ডিত সুত দ্বিজ ভগীরথ।
পদ্মপুরাণে কহে তুলসী মহত্ত্ব॥

ইহা একখানি ক্ষুদ্র সন্দর্ভমাত্র। হস্তলিপির তারিখ ১১৯২ মঘি ১৩ পৌষ।

২৮। শীত-বসন্ত পুস্তক।

এই পুঁথির একখানি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। তাহা দ্বারা ইহার রচয়িতার নাম বা পুঁথির আকার কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় নাই। আরম্ভ এইরূপ :—

শুনহ রসিকজন রহস্য কথন।
সংক্ষেপে কহিব কিছু করহ শ্রবণ॥
সুরসেন রাজা ছিল কাঞ্চন বসতি।
শীত বসন্ত তাহার এই দুই সন্ততি॥
দুই শিশু জন্মিলেক রূপের নাগর॥
দেখিয়া রাজার মনে হরিষ অন্তর।
এক বিংশতি দিন হইল দুই কুমার।
পুত্রমুখ দেখি রাজা হরিষ অপার॥
আনন্দে আছয়ে রাজা আপনা ভুবন।
কত দিন পরে হইল রাণীর মরণ॥
আচম্বিত এই বার্ত্তা পাইল রাজন।
রাণীর যে শোকে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥

২৯। মনসামঙ্গল গায়ন।

দেখিয়া বোধ হয়, এই শ্রেণীর কাব্যগুলি সেই কালে অভিনীত হইত। এই দৃশ্য কাব্যে গান, কথা, পটী, ধুয়া অভিধেয় ভিন্ন ভিন্ন অংশ রচিত এবং তদংশের অভিনয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত দেখিতেছি। 'কথা' স্থলে কোন কোন স্থানে "কাণ্ডকথা" লেখা আছে। 'কথা'র ভাষা গদ্য, অপর সকলের ভাষা পদ্য।

গ্রন্থখানি সমগ্র পাওয়া যায় নাই। আরম্ভ ভাগের ও শেষের কত পাতা পাওয়া যায় নাই, 'বলা যায়' না, কারণ কোথাও পত্রাঙ্ক নাই। গ্রন্থকারের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ না থাকিলেও দেখিয়া বোধ হয়, উহা অন্ততঃ ষষ্টি বৎসর পূর্ব্বের লেখা। ইহা যে চট্টগ্রামে রচিত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

গ্রন্থকার প্রথমেই জমাদার সাহেব, কালুয়া, হাড়ি (মেথর) ও মেথরাণীকে আসরে

আনিয়া একটা বিকট হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাদের ভাষা কিরূপ, দেখুন—

কথা।

তোমরা কোন লোক হে, মহারাজকো
নগর্মে এত্তা রাইতমে ঝুম্ঝাম্ কিয়া?
হে আমারা যাত্রাওয়ালা গাইন্ হে।

কথা।

আরে ভাই তোম্লোক্ কোন্ হে?
আরে হাম্ মহারাজকা জমাদার হে?
আরে তোম্ কাহা চলতে হো?
আরে হাম্ কাপুয়া হাড়ি বলানেকওআস্তে
চলতে হো।

কালুয়া হাড়ির গান।

মেরা কোন্ বোলাহে চিপ্তে নারি,
সারা রোজ হুজুর্মে দিয়ে হাজিরি।
ঝারুবি দিয়া, ছাকৃবি কিয়া,
ফের্ কিস্তেরে বোলাহে বুজর্গে নারি॥

ইহার পর প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা কিরূপ হইল, জানা যাইতেছে। এখানে দুই এক পাতা নাই। তবে আসল প্রস্তাবের আরম্ভ এইরূপ:—

পটী।

চন্দ্রধর নামে সাধু চম্পক নগর।
ধনেত কুবের জিনি রূপে বিদাধর॥
রাজকার্য্য করে চান্দ নগর চম্পকেতে।
সোনকাসুন্দরী হয়েন তাহান বনিতে॥
সদয় আছেন তানে দেব ত্রিপুরারি।
মহাজ্ঞান দিছেন আর হেমতানের বারি॥
পাইয়া শিবের বর দুষ্ট সদাগরে।
ত্রিভুবন মধ্যে কারে শঙ্কা নাহি করে॥
মনসার সঙ্গে বাদ করে চিরকাল।
তেকারণে মারে চান্দের ছঅটী ছাওাল।

লক্ষ্মীন্দরকে কালিনাগে দংশন করিলে সোণকা চন্দ্রধরকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহার পর কতক পাতা পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের অনেকস্থলের ভাষা উদ্ধৃতাংশের অনুরূপ।

লক্ষ্মীন্দরকে লইয়া যাইতে সতী বিপুলা অনেক অসচ্চরিত্র লোকের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্য নূতন কথা নহে; কিন্তু কবি বিপুলার সহ আমাদিগকে ধলা-মলার বাঁকে নিয়া সাহিত্য সংসারে এই নূতন কথাগুলি শুনাইয়াছেন:—

কথা।

ওরে দাদারে, ওরে ইনি য়াএ য়াএ।
ওরে ভাই, কি জন্ম ডাইকাস্?

ওরে ডাকি জে, তুই চাইর্ বিহা করিয়াছস্, তওই য়াম্মার বিহা না হইল। অখন্ বর্ সুন্দর একটী কৈন্যা জলে ভাসি যায়, তাইরে আনি য়ামারে বিহা গরা।

য়ারে ভাই, তুই কি পাগল হইয়স্ না। সেই কৈন্যা জারে কবুল হএ, তে বিহা করিতে পারে। হদি কৈন্যা য়ামারে কবুল হএ, তবে য়ামার জে চাইর্ জননা আছে, হেস্তেতুন্ একটা তোরে দিয়ম্ য়ারি। য়খন চল ধরি য়ানি গই।

চট্টগ্রামের কথিতভাষা শুনিবার ইচ্ছা করিলে, পাঠক মহাশয়কে কত কষ্ট করিতে হইত, আমাদের এই কবির কৃপায় সেই কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিবেন, নিশ্চয়ই।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণটি পাওয়া গিয়াছে; তাহা এখানে তুলিয়া দিতেছি।

খর্ব্ব স্থূলতনু, গজেন্দ্র বদন,
গণপতি প্রথমে মানম্।
ষড়াননাগ্রজ, বিঘ্নবিরাজ,
গজস্কন্ধ ধারণ॥
মূষিক বাহন, রুদ্রাণী নন্দন,
প্রকাশিতে গুণ, হএ মন ভ্রম,
খর্ব্ব কলেবর, বিনায়ক বৈমাতর,
রুধির সিন্দুর শোভন।

পরিছই সন্দ, মদগন্ধ,
গতি মন্দ সুন্দর তনু।
শৈল সুতাসুত, বিচিত্র গুণযুত,
বিঘ্ন কর নাশন॥
মুখে করি দন্ত, সুচারু মন্ত,
না পাএ তব বৃত্তান্ত,
দেব নম নরোত্তম।
তুং অনন্ত মহিমা, দিতে নাহি সীমা,
চতুর্ভুজ ধারণ।
ভুবন পালিতে, জীব নিস্তারিতে,
শিব আজ্ঞা হইতে লভিল জনম॥
বন্দে গণপতি, হরের সন্ততি,
দীনহীনকে কর তারণ।
হেরম্ব লম্বোদর, নিরালম্বে কৃপা কর,
রবিসুত করে তার,
হেরিএ অধম জন॥

৩০। অজ্ঞাতনামা বৈদ্যকগ্রন্থ।

বঙ্গভাষায় ইহা নূতন পদার্থ। প্রাচীন বঙ্গভাষায় বিস্তর পুঁথি আবিষ্কৃত হইলেও এ পর্য্যন্ত কোন বৈদ্যকগ্রন্থই পাওয়া যায় নাই। *

দুঃখের বিষয়, গ্রন্থের আদ্যন্ত নষ্ট হওয়ায় ইহার ও ইহার অনুবাদকের নামাদি পাওয়া যাইতেছে না। গ্রন্থখানি অতীব জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রথম পাতা নাই; শেষ পত্র সংখ্যা কত ছিল, কি করিয়া বলিব? মোট ১৭ পাতা পাওয়া গিয়াছে। কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। এক কোণে "জিতরাম কানগোই" (কানুন গো) বলিয়া একটা নাম পাওয়া যায়; তাহা বোধ হয়, নকল নবিশের নাম। বহিখানি যে চট্টগ্রামী লোকের রচনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অথ ফুলা মহাকুষ্ঠের লক্ষণ।

গাণ্ড ফুলএ জার অঙ্গলি খাস পরে।
নাক ফুলিআ চেভা হএ কথ কালে॥
এ সব লক্ষণ জার হএ বিপরীত।
ঔষধ নাহিক তার জানিঅ নিশ্চিত॥
চিকিৎসা করিব তাহা জে জন পণ্ডিত।
দৈব জোগে তার ব্যাধি হইব খণ্ডিত॥

অথ চিকিৎসা।

কৃষ্ণবর্ণ সর্প মারি জত্তনে রাখিব।
লেজ মুণ্ড কাটি তারে রৌদ্রেত শুখাইব॥
বাবরির বীজ সমে গুণ্ডি করিব।
চারি মাসা প্রমাণে গুণ্ডি তখনে খাইব॥

অন্য প্রকার।

কটু তৈল চারি সের আনিব তখনে।
সর্প মাংস এক সের আনিব যত্তনে॥
চিতামূল দুই সের গন্ধক কুড়ি তোলা।
একত্র করিঅ' ' বিবেক ভালা॥
সিদ্ধ করিয়া তৈল লইব জত্তনে।
এক মণ্ডন তৈল লাগাইব তখনে॥

অন্য প্রকার।

কুম্ভার পোআনি মত করিবেক গাত।
ভরির কুম্ভারিয়া নোয়া কেরণের পাত॥
উপরে লাগাইব চুমা লেপিব সকল।
* * লাগাইব চুমা বসিব সত্বর॥
অগ্নি জ্বালিআ তারে করিবেক সেবা।
আচ্ছাদন করি অঙ্গে লইবেক ধুমা॥
ক্লেদ সব বাহির হইব * * কারণ।
এই মত সপ্ত দিন শুন মহাজন॥

অন্য প্রকার।

নিম্ব পত্র নিম্ব ফল আনিয়ে যত্তনে।
আমলকী ফল তবে আনিব তখনে॥

* বঙ্গভাষায় বৈদ্যকগ্রন্থ কবিরাজী পাতড়া নামে খ্যাত। কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে, বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে আছে, তবে নগেন্দ্র বাবু সেগুলির কোন বিবরণ কোথাও প্রকাশ করেন নাই।—পঃ পঃ সঃ

সমভাগে লই তারে করিবেক গুরা।
তিন তোলা প্রমাণে খাইব তার চুরা॥
দুই তোলা জল তবে করিব অনুপান।
খণ্ডিবেক মহাব্যাধি এই সন্নিধান॥

এইরূপ প্রত্যেক রোগেরই একাধিক প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেখানে পদ্য করিবার সুযোগ হয় নাই, সেখানে লেখক কেবল "তবে খণ্ডে" বা "অমুক রোগ খণ্ডে" এইটুকু লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

অথ দন্তশূল চিকিৎসা।
সাবিত্রীর পত্র আনিবো যতনে।
দন্ত চাপাইয়া তারে রাখিব সেইক্ষণে॥
তবে দন্তশূল খণ্ডে॥

৩১। কৌশল্যার বার মাস।

আরম্ভ :—

হাহা পুত্র রামচন্দ্র কমললোচন।
আর নি দেখিবো মাএ এ চন্দ্রবদন॥
মাঘ মাসের পুত্র গেলা বনবাসে।
সে ধরি অভাগী মাএ ছাড়ে গৃহবাসে॥
পুত্রের লাগিয়া মাএ বড় দুঃখ পাএ।
দিনে দিনে অভাগী মায়ের পাঞ্জর শুকাএ॥

শেষ :—

পৌষ মাসেত রাম যুদ্ধে দিলা মন।
রাবণের সনে রাম আরম্ভিলা রণ॥
রাবণ বধিয়া সীতা করিলা উদ্ধার।
সমুদ্র বান্ধিয়া রাম সৈন্য কৈলা পার॥

ভণিতা নাই।

৩২। রামচন্দ্রের বার মাস (চৌতিশা)।

মাঘে মারীচ আইল মায়ারূপ ধরি।
মরিতে রাবণ রাজা সীতা কৈল চুরি!
মারিলু রাবণ রাজা মনে কৈলুম সার।
মদন আনন্দবাণে করিলু সংহার॥
ফাল্গুনে ফাফর চিত্ত সীতা অদর্শনে।
ফলিল প্রমাদ বড় জানকী-রমণে॥
ফিরিয়া না দেখয় মুঞি জনকনন্দিনী।
ফুকরি ফুকরি কান্দে রাম রঘুমণি॥

শেষ :—

পৌষে পিরীত পাকে চলে বিভীষণ।
পরম পিরীত পাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
পরম পিরীত পাইল রাম রঘুমণি।
প্রেমে আলিঙ্গন কৈলা ভরতে তখনি॥

ভণিতা :—

রাম রাম রাম রাম রাম রঘুপতি।
জগত বল্লভে বোল উদ্ধার রঘুপতি॥

৩৩। শ্রীমন্তের চৌতিশা।

আরম্ভ :—

করযোড়ে শ্রীঅপতি করয়ে স্তবন।
কি হেতু করুণাময়ি হইয়াছ বিমন॥
কমল না দেখি আমি কালিদহের জলে।
কাটিবারে আনিয়াছে রাখ পদতলে॥

শেষ :—

হারাইলাম বল বুদ্ধি হইলাম কাতর।
হরিষে দরশন দেয় নৃপতি গোচর॥
হুঙ্কার মারিয়া বৈরী করহে সংহার।
হরিহরে না বুঝায়ে চরিত্র তোমার॥
ক্ষুদ্রবুদ্ধি শিশু মুই কি বোলিমু আর।
ক্ষম অপরাধ জানি দাসীর কুমার॥

ভণিতা :—

ক্ষয় করি রিপু সৈন্য ক্ষওয়াও আপদ।
ক্ষীণ দেবীদাস সেনে মাগে মুক্তিপদ॥

৩৪। কণ্বমুনির পারণা।

এই নামের দুইখানি পুঁথি পাইয়াছি দুইখানির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে

হস্তলিপির তারিখ আধুনিক। একখানির ভণিতা আছে, অপরখানির নাই। এইখানির চরণ সংখ্যা ২৭২।

এমন্ত অপূর্ব্ব কথা আছয়ে সংসারে।
বৈকুণ্ঠের নাথ হরি নন্দ ঘোষের ঘরে॥
নন্দ যশোদা পূর্ব্বে হরিভক্ত ছিল।
ভক্তির কারণে তারা কৃষ্ণ পুত্র পাইল॥
শ্রীকৃষ্ণ পাইআ রাণী মনে বড় সুখ।
নয়ান ভরিআ দেখে কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ॥

শেষ :—

মুনির সাক্ষাতে আইলা যশোদা রোহিণী।
মুনি বোলে কোলে লও তোমার নীলমণি॥
আইস আইস বোলি রাণী তুলি লইল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল শ্রীকৃষ্ণের কপালে॥
মুনি বোলে গোকুলেতে থাক নন্দরাণী।
অখনে গমন করি দেঅত মেলানি॥
রাণী বোলে আশীর্ব্বাদ কর তপোধন।
মোর মনে এই সাধ পূরাঁও অখন॥
মুনি বোলে আশীর্ব্বাদ করিলাম আমি।
ঘরেত লইআ জাও তোমার নীলমণি॥

ভণিতা :—

আশীর্ব্বাদ করি মুনি গমন করিলা।
দ্বিজ মাধবে কৃষ্ণের চরণ বন্দিলা॥

৩৫। কণ্বমুনির পারণা।

ইহাতে হস্তলিপির তারিখ নাই। লেখা অতি অপ্রাচীন নহে। লেখকের নাম শ্রীতারিণীচরণ দাস, সাকিন আনোআরা জেলা চট্টগ্রাম। চরণ সংখ্যা ৪৫৬।

আরম্ভ :—

শুন শুন সর্ব্বলোক হইআ একমন।
কণ্ব মুনির পারণা কথা করহ শ্রবণ॥
এক দিন উপবাস মুনির কুমার।
পারণা করিতে গেলা নন্দঘোষ ঘর॥
উপস্থিত হইল মুনি ক্ষুধাএ বিকল।
ক্ষুধাএ তিষ্ণাএ মুনি হইছে পাগল॥
নন্দঘোষ নন্দঘোষ ডাকে উচ্চস্বরে।
ক্ষুধাএ পীড়িত হইআ মুনিবর ফিরে॥
নন্দঘোষ বাথানে, যশোদা আছে ঘর।
গৃহে থাকি যশোদাএ পাইল খবর॥

শেষ :—

কণ্ব মুনির পারণা কথা বড়ই কৌতুক।
যেই জনে শুনে সেই জাএ বিষ্ণুলোক॥
গ্রহস্থ শুনিআ যেই না লয় কৃষ্ণনাম।
নিতান্ত জানিঅ তারে বিধি হইল বাম॥
কৃষ্ণ কথা ছাড়ি যেবা অন্য কথা কহএ।
বহুপাপ হঅ তার জানিঅ নিশ্চয়॥
এই গ্রহস্থ যেবা লিখিআ রাখএ।
গ্রহস্থ প্রভাবে তার লক্ষ্মী না ছাড়এ॥
এই কণ্ব মুনির পারণা কথা (থাকে) যার ঘরে।
জন্মে জন্মে লক্ষ্মী দেবী তাহারে নাহি ছাড়ে॥

৩৬। শনির পাঞ্চালী।

ইহার শেষ একপাতা পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পত্রগুলির শেষ পৃষ্ঠার লেখা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। লেখা বহুদিনের বলিয়া বোধ হয়। পত্র সংখ্যা ২৯। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

সরস্বতী পাদপদ্ম করি নমস্কার।
তোহ্মার প্রসাদে জ্ঞান শরীরে আহ্মার॥
আদি দেব প্রণমোহ দেব নারায়ণ।
সহস্র প্রণাম করম্ তোমার চরণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যথেক দেবগণ।
পুনি পুনি প্রণমোহ তাহার চরণ॥
হিমালয় তনয়া মাতা বন্দম এক চিত্তমনে।
পুনি পুনি প্রণমোহ তাহান্ চরণে॥
জ্ঞান হইতে বর মাগম তুহ্মি সবের ঠাই।
জ্ঞান হউক মোর অঙ্গে এই বর চাই॥

ভণিতা :—

এই বর দিআ সূর্য্য গেল নিজ বাস।
শনির পাঞ্চালী রচে কবি কালিদাস॥
বাণীপুত্র কালিদাস দেবীপদে আশ।
শনির পাঞ্চালী কিছু করিল প্রকাশ॥

৩৭। সত্যপীর পাঞ্চালী।

পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের পঞ্চম সংখ্যক পুঁথিতে পূর্ব্বে একবার ইহার বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। সেইটি ও এইটি অভিন্ন হইলেও মধ্যে মধ্যে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আরম্ভে ও শেষে এইখানিতে কিছু বেশী আছে। অন্যান্য স্থলে বোধ হয় একই।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ সত্যপীর পরম কারণ।
তান নাম লৈলে নরে তরিব শমন॥
সত্যপীর হজরত পীর বুজুরুআ।
মুছলমানে ত জন্ম প্রভু ছিন্নি লাগিআ॥
যেই বর মাগে লোকে সেই বর পাঅ।
বর পাইআ লোকে সব করে একি দাঅ॥
একদা করিয়া ছিন্নি করে যেই জন।
সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তার দারিদ্র্য মোচন॥

শেষ :—

দেঅ মোরে পদছায়া, কেএ বুঝি তোমার মাআ,
ভক্তি হউক তুআ পদ পাএ।
জেবা শুনে যেবা গাহে, সহ পড়ে সর্ব্বধাএ
বার্ত্তা সিদ্ধি হউক লীলায়॥
ভক্তিহীন মতি, না বুঝি পরের গতি,
অপরাধ ক্ষেম রাঙ্গা পাএ।
পণ্ডিতগণে মহামতি, দোষ ক্ষেএ রাতি রাতি,
উপহাস্য না হএ উচিত।
নাহি মোর দিবা চক্ষে, আরোজ করম দুঃখে,
মন্দ না বোল পুনি পুনি।

ভণিতা :—

শুচিয়া গ্রামে স্থিতি, ফকিরচান্দ হীনমতি,
পীরের পদে কোটী নমস্কার॥

ইতি সন ১১৪০ সন তারিখ ৪ চৈইত্র রোজ মঙ্গলবার, এই পুস্তক শ্রীমনু বড়ুআ সাং কুন্ডুরা, জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার লেখক কেবল 'আকার' 'একার' দিয়াই যথেষ্ট মনে করেন নাই, তত্তৎস্থলে স্বতন্ত্র 'আকার' 'একার'ও দিয়াছেন; যেমন 'খেম' 'না হএ' এই দুই স্থলে লেখা হইয়াছে 'খেএম', ও 'নাআ হএ'। এইরূপ অনেক স্থলে। 'য' এর ব্যবহার নাই বলিলেও হয়। শুচিয়া,—চট্টগ্রাম জেলার একটি গ্রাম। পত্র সংখ্যা ১১, কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা —

৩৮। নিত্যমঙ্গলচণ্ডিকার পাঞ্চালী।

প্রণমোহ নারায়ণী জগত জননী।
আদি অনাদি দেবী শিব সনাতনী॥
হরি হর ব্রহ্মা আদি ভাবে মনে মন।
স্থাবর জঙ্গম আদি তোমার সৃজন॥
সুর মুনি তোমা পূজা করে তত্ত্ব জানি।
সুখ মোক্ষ দুঃখ দাতা হরের ঘরণী।
মৈষাসুর শুম্ভ আর নিশুম্ভ ঘাতিনী॥
কার্ত্তিক গণেশ মাতা ব্রহ্ম নারায়ণী॥

শেষ :-

এক চিত্ত হইয়া যেবা পাঞ্চালী শুনএ।
কোন দিন সেই নরে দুঃখ না ভোগএ॥

নহি জানম সর্ব্ব তত্ত্ব না জানম পদ্মবন্ধ।
অপরাধ ক্ষেমহ না জানম ভালো মন্দ॥
ভক্তি ভাব নাহি জানি না জানি পূজাক্রম।
সেবক লক্ষণে মাও না ভাবিও ভ্রম॥
পরলোকে কর মোরে তুয়া পদে লীন।
স্বইচ্ছাএ বিকাইলুম তুমি মোরে কিন॥

ভণিতা :—

ব্রতীগণ ভাগোবতী কি কৈমু কথন।
চণ্ডীদাস দেয় কহে শিব নারায়ণ ॥

"ইতি সন ১৭৩৯ শকাব্দা সন ১২২৪ বাঙ্গালা, সন ১৮১৭ ইংরাজী, সন ১১৭৯ মঘী তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রোজ বৃহস্পতিবার তিথি চতুর্দ্দশী শ্রীরামমোহন দাস পালিত।" পত্র-সংখ্যা ১২।" রচয়িতা "চণ্ডীদাস দেয়" না "শিবনারায়ণ" ?

৩৯। লক্ষ্মী চরিত্র।

ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় পাত ও রচয়িতার নাম নাই। পুঁথির লেখকই রচয়িতা কিনা বুঝিলাম না। প্রাপ্তপত্রগুলির সংখ্যা ১০; কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

দ্বিতীয় পত্রে আরম্ভ :—

লক্ষ্মীর চরিত্র কথা মধুরস বাণী।
শুনিলে শ্রবণ তুষ্ট অমৃত কাহিনী ॥
প্রণমহ নারায়ণ লক্ষ্মীদেবী পতি।
তদন্তরে প্রণমোহ দেবী সরস্বতী ॥
সরস্বতীর পাদপদ্ম করি নমস্কার।
লক্ষ্মীর চরিত্র গীত মঙ্গেত অপার ॥

মেরু শৃঙ্গাসনে হরি আছন্ত বসিয়া।
লক্ষ্মীরে কহন্তি কথা কৌতুক করিয়া ॥
কোন দোষ দিয়া যাও পুরুষ ছাড়িয়া।
কোন্ কোন্ ঘুরে দেবী বেড়াও ভ্রময়া ॥
সে সব রহস্য কথা কহ মোর স্থানে।
তোমার কাহারে প্রেম শুনিবে শ্রবণে ॥

শেষ :—

নিরবধি দেবতারে পুজে যেই জনে।
সেই ভক্ত গৃহে থাকি শুন নারায়ণে ॥
দিবাতে পঠএ কিবা পঠএ রাত্রিতে।
যেই জনে পঠে শুনে থাকি আমি তাতে ॥
শ্রীহরি ভাবিয়া যেবা করে মনস্কাম।
সে জন উদ্ধার হৈতে না হৈব সংগ্রাম ॥
লক্ষ্মীর চরিত্র যেবা করএ প্রচার।
দুঃখদশা নাই তার প্রতিষ্ঠা অপার ॥
বিনি যজ্ঞে বিনি হোমে উপাসনঃ দিতে।
সত্য সত্য এই প্রভু কহিলুম তোমাতে ॥

"ইতি শ্রীহরি কমলা সম্বাদে লক্ষ্মীচরিত্র পাঞ্চালিকা সমাপ্ত। যদক্ষরং পরিভ্রষ্টমিত্যাদি শ্লোক। ইতি সন ১১৮০ মঘী তারিখ ২৫ কার্ত্তিক।

শূন্য বেদ মুনি চন্দ্র শকাব্দিত্য মহ।
গিরিজার সুতে দিনমণি গ্রহ ভাত ॥
ভূত হস্ত অংশ ভোগ সায়মুপস্থিত।
কাবাবারে লিপি লেখা হইস পুর্ণিত ॥*
শ্রীজিত রাম নাথস্য পুস্তকং।
শ্রীহরি চরণে মম ভক্তি রস্তু।"

৪০। রাম বনবাস।

এই পুঁথিখানির রচনা কখন হইয়াছে, জানি না। কোন ভণিতাও নাই। রচনা ভঙ্গীতে প্রাচীন ও আধুনিক ভাব উভয়ই আছে। গান, পয়ার, ধুয়া, পটী ছড়া ইত্যাদি নাম শিরোদেশে স্থাপন করিয়া তন্নিম্নে পয়ারে বা ত্রিপদীতে বক্তব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। ইহা এক প্রকার দৃশ্য কাব্য মাত্র। হস্তলিপির তারিখ নিতান্ত আধুনিক—পঞ্চাশ বৎসরের কিছু উপর। আবশ্যক হয় ত, পরে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারিবে। রচনা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ।

* অর্থাৎ ১৭৪০ শকাব্দে কার্ত্তিক মাসে ২৫শে তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে "লিপি লেখা হইল পুর্ণিত।"

অযোধ্যাখণ্ডের কথা অপূর্ব্ব কথন।
শুনিলে বিপদ খণ্ডে পাপ বিমোচন॥
শুনিতে অযোধ্যাখণ্ড পাষাণ বিদরে।
যেই হেতু মহারাজা দশরথ মরে॥

* * *

মুনিগণ আর বশিষ্ঠ পুরোহিত।
রাজার সভাএ সব হইলেন উপস্থিত॥
আহ্লাদেতে জিজ্ঞাসা করেন নৃপবর।
কি হেতু তোমারদিগের হইল আগমন॥

* * *

গান।

তোমার রামেরে দেহ রাজসিংহাসন।
শুন শুন মহারাজ।
রামে রাজা কর রাজা, রাজা কর সমর্পণ॥
শুন শুন নরপতি, প্রজার এই অনুমতি,
অধিবাস করি রাজা, রাজা কর নারায়ণ॥

* * * *

শেষ :—ছড়া : (অর্থাৎ অধিকারীর উক্তি)।

কিষ্কিন্ধ্যাতে যাই রাম বধিলেন বালী।
সুগ্রীবের সনে রাম করিলেন মিতালি॥
সীতাকে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ।
সাগর বান্ধিয়ে লঙ্কা করিলেন গমন॥

* * * *

বিভীষণকে রাজা কৈলেন লঙ্কার মাজারে।
চলিলেন দেশেতে সীতা করিয়া উদ্ধারে॥
রাক্ষসী বানরী চলিল রাম সঙ্গে।
অবিলম্বে আইল রাম অযোধ্যায়ে রঙ্গে॥
ভরতে করিয়া আছে অগ্নির সাজন।
প্রবেশিব হেন কালে হইল দরশন॥

* * * *

ভরতেরে লইয়া কোলে রাম রঘুমণি।
অযোধ্যায়ে সকলে করে রাম জয়ধ্বনি॥

৪১। লবকুশের যুদ্ধ।

এই পুঁথিখানি যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বালোচিত পুঁথি ও ইহা একই হাতের ও একই সনের লেখা। ইহাও দৃশ্য-কাব্য। সম্ভবতঃ এই সকলই পূর্ব্বকালে অভিনীত হইত। পয়ার, গান ও ধুয়া সন্নি-বেশিত পয়ার বা ত্রিপদীচ্ছন্দে সমগ্রগ্রন্থ লিখিত। রচনাপ্রণালী নবীনে পুরাতন মিশানো। কৃত্তিবাসের ভণিতা পাওয়া যাই-তেছে। তাঁহার রচিত হওয়া সম্ভব কি?

আরম্ভ :—

পশু সঙ্গে শিশু রাম, জিনিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা ধাম,
বালী রাজা বধিল রণেতে।
বান্ধিয়া পয়োধিবন্ধ, বধিলেক দশস্কন্ধ,
অবহেলে উদ্ধারিলেন সীতে॥
দেশেতে আসিএ রাম, বসিয়া অযোধ্যাধাম,
লক্ষ্মণ সঙ্গে করিয়া মন্ত্রণা।
সীতা না রাখিবো দেশে, শীঘ্র দেও বনবাসে,
নইলে হবে কলঙ্ক ঘোষণা॥

* * * *

সীতা বনবাস দিএ, শ্রীরাম সুমন্ত্র লইয়ে,
ভাবিছেন মন্ত্রণা উপায়।
পিতৃলোকের ব্রহ্মশাপ, ঘুচাইব মনস্তাপ,
তাহা নইলে জীবন বৃথাএ॥

* * *

শেষ :— গান—খরতাল।

পিতা সুধাও কি গো আর।
এ চিন্তার জ্বর চিন্তামণি ছাড়ে নিয়াছে।
আমার পুত্র হইএ বৈরী, হইল প্রাণের বধী,
আমা অনাথিনী কৈরেছে॥
আমার লাগিএ দেওর শক্তিশেল বুকে ধারণ
কৈরেছে।
আমাএ সেহ বাম হইএ, গিএছে ছাড়িএ,
শিয়রছেদে কি আর প্রাণ বাচে॥

ভণিতা :—

(১) ভণে কীর্ত্তিবাস অতি, দেখিএ আকৃতি,
চিন্তা মন প্রাণ ভুলাছি।

(২) প্রমাদে পরাণ গেলো, সূর্য্যবংশ নিপাত হইল,
কীর্ত্তিবাসের কীর্ত্তি রইল, সকলি হইল অসার॥

৪২। বলি ছলন-গায়ন।

এই খানি ও পূর্ব্বোক্ত দুই পুঁথির লেখা একই হস্তের। সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। গান, পটী, ধুয়া ইহাতেও আছে। সম্ভবতঃ এই তিনখানি পুঁথি একই সময়ে রচিত হইয়াছিল।

আরম্ভ :—

শুন সবে প্রশংসা করি সার।
অথ যুগে হইল হরি জন্ম অবতার॥
অন্ত অবতার কথা করিবেক ব্যক্ত।
কারণেহ কি কহিব ব্যক্ত তার শক্ত॥
সত্য যুগ অবতার কশ্যপের ঘরে।
তথাএ জন্মিল বামন অদিতি উদরে॥
নয় বৎসর বয়ঃক্রমে বামন যখন।
যজ্ঞ উপবীত দিলেন তবে কশ্যপ তপোধন॥

শেষ :—

পটী।

এই শুনি প্রতিজ্ঞা করিল তিনবার।
সত্য সত্য পূর্ণ সত্য প্রতিজ্ঞা আমার॥
সত্য বলি ধর্ম্ম সাক্ষী করিলেন বামন।
তিন পাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিলো তখন॥
রাজা বোলে বুঝি নাই বোল আরবার।
বুঝিএ বামন বোলেন এই সমাচার॥

ভণিতা :—

আমি অতি মূঢ়মতি, পাইআছি গোলোকের পতি,
দ্বিজ দুর্গা প্রসাদে কহে এমন যজ্ঞ হবে কার॥

৪৩। বিপুলার বারমাস।

আরম্ভ :—

ভাদ্র মাসেতে মুক্তি জানিয়া মনসা।
মরা প্রভু জীয়াইতে মনে কৈল আশা॥
ভাসিতে ভাসিতে গেলুম গৃধিনীর বাকে।
মরাআর গন্ধ পাইআ গিলিবার আইসে॥

শেষঃ—

শ্রাবণ মাসেতে শুক্ল পঞ্চমী তিথিরে।
পূজা দিয়া ধনে জনে আ'লুম নিজঘরে॥
এক লক্ষ বলি দিয়া পুজিব পদ্মাবতী।
ঘুচিব সকল দুঃখ পাইবাম পতি॥

ভণিতাঃ—

রামদাস সেনে বোলে সনকা রূপবতী।
মরা পুত্র জয়াইলা তুমি ভাগ্যবতী॥

৪৪। নিমাই সন্ন্যাস।

এখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। চরণ সংখ্যা ১৬৮ মাত্র। হস্তলিপির তারিখ আধুনিক। দুই স্থলে দুই জনের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রামে অনেক বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া যায়, কিন্তু এইখানি ভিন্ন চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অন্য কোন গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই। তাই মনে হয়, নিম্নশ্রেণীতে ভিন্ন চট্টগ্রামে চৈতন্য মাহাত্ম্য বিশেষ প্রকটিত হয় নাই। এখানি বেশ সুন্দর।

বন্দ মাতা সিন্ধু-সুতা করি পুটাঞ্জলি।
কৃপা কর নারায়ণী কহি পদাবলী॥
সুধামৃত কৃষ্ণ কথা দিবেন যোগাই।
যেন মতে অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই॥
নৈরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম সনাতন।
মৎস্য-কূর্ম্ম বরাহশ্চ রূপে যে বামন॥

* * * *

নিমাই রূপে গৌরহরি নদিআ প্রকাশ।
যেন মতে কৈলেন প্রভু আপনে সন্ন্যাস॥

শেষঃ—

নিমাই আসিলেন শুনি, ধাএন শচী ঠাকুরাণী,
বিদ্যু ধাএ বিদ্যুতের প্রায়।

শচী বোলে বাছা মোর, কে পৈরাইল কৌপীন ডোর,
বোল মাএর কি হবে উপায় ॥
শচীমাতা গৌরাঙ্গ, তিন জন হইল সঙ্গ,
ভকতের পুরিল মনের আশ।

ভণিতা—

(১) কবি শঙ্কর ভট্টে কএ, ভাবিয়া কলুষ ভয়,
অন্তে গৌরাঙ্গ রাখ দাসের দাস ॥
(২) সদানন্দ বোলেন গৌর করিবেন সন্ন্যাস।
জগ নিস্তারিলেন গৌর আমি সে নৈরাশ ॥

"ইতি সন ১২২৩ মঘী তারিখ ৩ শ্রাবণ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণ (ভট্ট) পীং সদানন্দ ব্রাহ্মণ সাং কদলপুর।" কদলপুর—চট্টগ্রাম উত্তর রাউজান মুনসেফীর এলাকাস্থিত একটি গ্রাম। তথায় বহু ভট্ট ব্রাহ্মণের বাস। সম্ভবতঃ এই গ্রাম হইতেই গ্রন্থখানি রচিত হয়। বলিয়া রাখা ভাল, ইহার অধিকাংশ স্থলই শঙ্কর ভট্টের লেখা।

৪৫। লক্ষ্মণ-শক্তিশেল।

এখানি রামায়ণের লক্ষ্মণ-শক্তিশেলের বিশদ বিবৃতি, বলাই বাহুল্য। হস্তলিপি বড় বেশী দিনের নহে। কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে; কিন্তু রামায়ণের লেখার সহিত মিলে না। কোন ছদ্মবেশী লোক কৃত্তিবাসের নামে ভণিতা দিয়া যান নাই ত? হস্তলিপির তারিখ নাই।

আরম্ভ—বেদে নারায়ণে চৈব ইত্যাদি শ্লোক।

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতা দেবীর বিহা।
অযোধ্যা কাণ্ডে গেল রাম রাজ্য হারাইয়া ॥
রাজ্য গেল বাপ মৈল অযোধ্যার কাণ্ডে।
অরণ্য কাণ্ডে হরিল সীতা রাজা দশস্কন্ধে ॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্র হইল পরাজয়।
কিষ্কিন্ধা কাণ্ডেতে কটক মর্দ্দয় ॥
সুন্দরাকাণ্ডে কৈল রাম সাগর বন্ধন।
বিভীষণ রাজা আসি হইল মিলন ॥
লঙ্কাকাণ্ডে কৈল রাম যুদ্ধের সাজন।
রাবণের শত পুত্র করিল নিধন ॥

শেষঃ—

হরসিতে রহে সবে হইয়া সাবধান।
রাবণ বধিতে যুক্তি করে নারায়ণ ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে রচিল অদ্ভুত রামায়ণ ॥
এক মনে শুনে যেবা সুখে রাজ্যবাস।
অন্তকালে স্বর্গে যায় শত্রু হয় নাশ ॥
এহকালে ধন বস্ত্র বাড়িব (সত্বরে)।
ধনবন্ত পুণ্যবন্ত সুখে রাজ্য করে ॥
যেই জনে পঠে শুনে পুণ্য রামায়ণ।
তাহারে প্রসন্ন হয় রাম নারায়ণ ॥

ভণিতাঃ—

মুরারি ওঝার নাতি নামে কীর্ত্তিবাস।
রামায়ণ রচিলেক গঙ্গা কূলে বাস ॥
পলি গ্রামে ঘর তার মালিকা দেবী মাও।
নিত্যানন্দ সহোদর বাপ * * ॥
বাল্যকালে কীর্ত্তিবাসের মুখে সরস্বতী।
বাল্মীকি পুরাণ চাহি পুরাইলেক পুথি ॥
* * * *
এই মতে লক্ষ্মণের লঙ্কাকাণ্ডের কথন।
রাবণের শক্তিছেলে পাইল পরিত্রাণ ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে কহে মধুর পাঞ্চালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইব গীত করিয়া ছিকলী ॥
যেবা পঠে যেবা শুনে পুণ্য রামায়ণ।
তাহারে অনুগ্রহ হয় শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

"ইতি লঙ্কাকাণ্ডে শক্তিশেলকাণ্ড সমাপ্ত ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক।

শুদ্ধ অশুদ্ধ কিবা যেই বা দেখিবা।
অশুদ্ধ হইলে মোর অপরাধ ক্ষেমিবা ॥

শ্রীরামকুমার দেবশর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং। এই পুস্তকের মালীক নিজ আপন সর্কার।"

গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম—আনোয়ারা ফাঁড়ির এলাকাস্থিত বারাশত নামক গ্রামে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামমণি ন্যায়ভূষণের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামেই বোধ হয় উহার নকল হইয়া থাকিবে। উপরে কৃত্তিবাসের পিতার নামটা উদ্ধার করিতে পারিলাম না। 'মুজে-মাও' কি অন্য একটা শব্দ আছে, ভাল বুঝা যায় না। হিন্দুর মধ্যে ঐরূপ কোন নাম আছে কি? আরও একটা কথা বলি। রামায়ণের শক্তিশেলে বেশী ভণিতা নাই। সমালোচ্য পুঁথিতে কিন্তু স্থানে স্থানে অনেক গুলি ভণিতা আছে।

৪৬। তউফা। (আলাওলের নূতন গ্রন্থ।)

কবি আলাওল ইহার প্রণেতা না হইলে এখানে আমরা ইহার বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। মুসলমানের রোজা, নমাজাদি আবশ্যক বিষয় সকল ইহার আলোচ্য। আলাওল বৃদ্ধকালে এই সামাজিক গ্রন্থখানি পারস্য হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। 'তউফার' মূল আরবী ভাষা। তাহা হইতে মহাত্মা ইউসুফ গদা পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। আকার নিতান্ত সামান্য নহে। আলাওলের জীবনী আলোচনায় ভবিষ্যতে সুবিধা হইবে বিবেচনায় এখানে এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাই-তেছে।

সম্ভবতঃ ইহাই আলাওলের সর্ব্বশেষ গ্রন্থ। রোসাঙ্গের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মের আমলে রাজার অমাত্য শ্রীমন্ত ছোলেমানের অনুরোধে গ্রন্থখানি বিরচিত হয়। পদে পদে কবি ছোলেমানের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। রোসাঙ্গ রাজদরবার হইতে আলাওলের সকল কাব্য গুলিই রচিত। এই শ্রীমন্ত ছোলেমানের আদেশে কবি আলাওল কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত লোর চন্দ্রাণী'র শেষাংশও রচনা করিয়া দেন। স্থানান্তরে আমরা আলাওলের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর রচনাকাল নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রন্থও সপ্তদশশতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

অন্যান্য গ্রন্থে রোসাঙ্গরাজের স্তুতি বর্ণনায় আলাওল পঞ্চমুখ; এই গ্রন্থে তাঁহার সামান্য উল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয়। ইহার ভাষার ½ অংশ বাঙ্গালা; অপর অংশ আরবী। আরবী পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা দেওয়া বড় সহজ নহে। অজ্ঞ মুসলমানের হস্তে পড়িয়া আলাওলের সুন্দর কাব্যগুলির বড়ই দুরবস্থা হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব। এখনও মূল হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থগুলির প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আলাওলের কীর্ত্তি রক্ষায় যত্নবান হউন। এতদ্দ্বারা বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার সাধন করা হইবে।

'তউফার' অর্থ হাদিয়া অর্থাৎ হিন্দুদের যেমন সংহিতাদি। নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির মীমাংসার ভার পাঠকগণের উপর রহিল।

৭ ৯ ৫

(১) সিন্ধু শত গ্রহ দশ সম বাণাধিক।
রচিলা ইউসুফ গদা তোহফা মাণিক।
দুই শত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল।
আলিমে পাইল মর্ম্ম আমে না পাইল।

এবে আম লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার।
কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার॥
(২) সপ্ত শত একাশী বয়েত কৈল সার।
রবিউল আখের দশ দিন সোমবার॥

উদ্ধৃত বাক্য দুইটি গ্রন্থের রচনা কাল বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। আলাওলের অনুমিত আবির্ভাব কালের সহিত সামঞ্জস্য করা যায় না।

শিরেত লৌলাক ছত্র প্রসাদ অমূল।
ডাকুয়া সমান সঙ্গে যথেক রছুল॥
যাবতে না যাবে নবী ভেঁহেস্ত মাঝারে।
যথেক রছুল নবী থাকিবেক দ্বারে॥
হেন মহম্মদ নবী সংসারের সার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সমান নাই যার॥
পাতকী তরাণ হেতু অবতার পূর্ণ।
গিরি সম পাতক স্মরণে হয় শূন্য॥
নবীকুল কেরামত ক্ষিতিতে প্রচণ্ড।
আকাশের শশীকে করিলা দুই খণ্ড।

পূর্ব্বোদ্ধৃত কালজ্ঞাপক প্রথম অংশের পর এইরূপে গ্রন্থের ভূমিকা আরম্ভ হইয়াছে :—

সুধন্য রোসাঙ্গ দেশ, নাই মন্দ পাপ লেশ
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্ম তাতে রাজা।
অধিক মহিমা যার, দৈবের নির্ব্বন্ধ তার,
নৃপকুলে আসি করে পূজা॥
তান পাত্র দিব্য জ্ঞান, শ্রীযুত ছোলেমান,
শুভক্ষণে সৃজিলা বিধাতা।
নানা শাস্ত্র অবধান, দতা সত্য শাস্তিমান,
গুণবন্ত গুণিগণ জ্ঞাতা॥

* * *

আলেম সকল তথা, নানা কেতাবের কথা,
সর্ব্ব অর্থ বাখানি কহিতে।
তোহফা কেতাব বাণী, মনেতে কৌতুক মানি,
মোকে আজ্ঞা কৈলা হরসিতে॥

দেখ এই সুকেতাব, পড়িলে অনেক লাভ,
কেহ বুঝে কেহ হয় ধন্ধ।
যদি হয় দেশী ভাষা, পুরএ মনের আশা,
রচতাকে পয়ার প্রবন্ধ॥
হইলে মহৎ আজ্ঞা, না আইসে কার শঙ্কা,
অন্নদাতা সমান পিতার।
তান আজ্ঞা লক্ষ্য করি, হৃদয় সাহস ধরি,
রচিতে করিমু অঙ্গীকার॥
মুই আলাওল হীন, দৈববশ অনুদিন,
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে।
পাইতে ঈশ্বর মর্ম্ম, না করিলুম কোন কর্ম্ম,
বৃথা জন্ম গোয়াইলুম কালে॥
আজু কালু হৈব ভাল, এই মতে গেল কাল,
না পুরিল মনের বাঞ্ছিত।
আছে প্রভু কৃপাময়, সে পুনি অন্যথা নয়,
ধর্ম্ম লক্ষ্যে নিবারন্তে চিত॥
তাকে বলি সাধু ব্যক্তি, শেষে রহে যার কীর্ত্তি,
তার মৃত্যু জীবন সমান।
হীন আলাওল ভণ, শ্রীযুত ছোলেমান,
পুণ্যাকৃতি রসের সুজান॥

শেষ :—

সকলের মনে প্রবেশুক এই গ্রন্থ।
মুক্তা প্রায় কর্ণে কণ্ঠে পরলোক মহন্ত॥

* * *

শ্রীযুত ছোলেমান সুপণ্ডিত দাতা।
আপনে সে গুণবন্ত গুণী পালয়িতা॥

* * *

তান পোষাহীন আলাওল জীর্ণকায়।
রচিলা কেতাব কথা পয়ার ভাষায়॥
তান দানে শ্রুতি জল ঘন বরিষয়।
তান ভাগ্যে মুক্তাপুঞ্জ বাক্যে নিঃসরয়॥
এই পুস্তকের কথা শুন দড় ভাবে।
দিন দুনিয়াই দোহ লাভ হৈব তবে॥
পরিশ্রমে রচিলুম মনে করি উক্তি।
যেবা পড়ে যেবা শুনে অন্তে হৌক মুক্তি॥

সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে হিতকর এরূপ সামাজিক গ্রন্থের আলোচনায় পত্রিকার এতদূর স্থান দেওয়া উচিত নহে, জানি; কিন্তু ইহা আলাওলের চরিতাখ্যায়কদিগের গোচরে আনিবার অন্য কোন সুযোগ না থাকায় অগত্যা এই খানেই এতদ্বিবরণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

৪৭। কালিকা-মঙ্গল।

এইটি একখানি নূতন বিদ্যাসুন্দর। 'পত্রিকায়' পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করা গিয়াছে। তখন একাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া গেলেও প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। এখানি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অল্প পরে রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উভয় কাব্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ঘটনা স্থান 'উজ্জয়িনী', সুন্দরের পিতার নাম গুণাসার, মাতার নাম কলাবতী, রাজ্যের নাম রত্নাবতী, বিদ্যার পিতার নাম বিক্রমকেশরী, বিদ্যার মাতার নাম চন্দ্ররেখা, বলিয়া উল্লিখিত আছে। যে যে স্থলে ভারতচন্দ্র তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন, এই কাব্যে সেই সেই স্থল অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ততটা রুচিদুষ্ট হয় নাই। কবিত্ব হিসাবে ভারতচন্দ্রের সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে বিস্মৃত হইয়া পাঠ করিলে, ইহাতে যে একবারে সৌন্দর্য্য মিলিবে না, এমন নহে।

সকলেই জানেন যে, ভারতের বিদ্যাসুন্দরের শেষেই বিদ্যার বারমাস আছে। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থে বিদ্যার বারমাসটিই সুন্দরের কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়াছে। সুন্দরের উজ্জয়িনী যাত্রার সময় ইহা গীত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহার কবি আর কোথাও ভারতচন্দ্র হইতে কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া অবিকল এই বার মাসটি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বিশ্বাস্য নহে। সম্ভবতঃ কোন বারমাসী প্রিয় নকলনবিশ পরে বিদ্যার বারমাসটী প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। মহাকালী স্তবে তুষ্ট হইয়া রাজা গুণাসারকে দেখা দিলে রাজা স্তুতি করিতেছেন।

মালসী।

মায়ের চরণে নিবেদি। ধ্রু।
জননী গো মা,
হরে যারে হৃদে ধরে, সে পদ কি পাব ফিরে,
অন্তরে জপিলে পাব নি।
তরাহ জঙ্গম আদি, আমি কথ অপরাধী.
না জানি কোন পাপ কৈরাছি।
দয়াময়ি নাম ধর, অধম তরাইতে পার,
আস্কারে তরাইতে ক্ষতি কৈই।
আলি আকবর মতিহীন, মনের বাঞ্ছা অনুদিন,
ত্রাণ কর পদ ছায়া দি।

উদ্ধৃত অংশের শেষ পদে 'আলি আকবর' কে কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। অন্য কোথাও এরূপ নাই। হিন্দুকাব্যে মুসলমানের নাম কেন? তাহা ভণিতা বলিয়াও বুঝা যায় না।

ইহার রচয়িতার নাম নিধিরাম কবিচন্দ্র। বাসস্থান কোথায়, জানা যাইতেছে না। শুনিতে পাইতেছি, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী চক্রশালা নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। সেই চক্রশালার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আজিমপুরের পূর্ব্বে আলি আকবর চৌধুরী নামক এক মুসলমান জমিদার ছিলেন। ইহার বংশ অদ্যাপি বর্ত্ত-

মান আছে। কবি তাঁহার কোনরূপ প্রসাদ-লাভাকাঙ্ক্ষায় প্রোক্ত স্থলে তাঁহার নামটি দিয়া গিয়াছেন কি? কবির পরিচয় জ্ঞাপকভণিতা-গুলি এখানে তুলিয়া দিতেছি :—

(১) আনন্দে নয়নের জলে পাখানি লো পাএ।
দুর্লভ আচার্য্য-সুত নিধিরামে গাএ॥

(২) জোড় হস্তে মালিনীরে জিজ্ঞাসএ বাত।
শ্রীকবি রতনে ভণে জ্যোতির্ব্বিদ জাত॥

(৩) বন্দি বাণী পদাম্বুজ, গঙ্গারাম সুতাসুত
জ্যোতির্ব্বিদ কুলেতে উৎপত্তি।
গুরু রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথাএ।
লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরামে গাএ॥

কবি গ্রন্থ রচনার কাল দিতে ভুলেন নাই। তাহা এই :—

শকাব্দা ষোড়শ শত জলনিধি বসু।
দৈববিধ বিরচিত নিধিরাম শিশু॥

সুতরাং ১৬১৮ শকাব্দায় বা ১৪৫ বৎসর ইহা রচিত হয়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৯ বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিধিরামের বিদ্যাসুন্দর ভারতের বিদ্যাসুন্দরের চারি বৎসর পরেই রচিত হইয়াছে।

এইখানিকে বঙ্গের পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর বলা যাইতে পারে। কবি প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী ও নিধিরাম কবিরত্ন অবশ্য নদীকূপে বাসা নির্ম্মাণের মত বিফল প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের উৎপত্তি বিস্তৃতি ও পরিণতি প্রদর্শন জন্য এইখানি রক্ষিতব্য নমুনা স্বরূপ নিম্নে অত্যল্পমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; তদ্দ্বারা পাঠকগণ দেখিবেন কবিত্ব যতই সামান্য হউক না কেন, তাহা নিধিরামের নিজস্ব সম্পত্তি।

দুই জনের চারি চক্ষু হইল দরশন।
সাক্ষাতে দেখিলো যেন দ্বিতীয় মদন॥
লজ্জা পাইআ বৈদগধী রৈলো খাটের হেটে।
ইষদ্ হাসিআ বীর বৈসে স্বর্ণ খাটে॥
হরিষে কুমারী করে নাস অভিলাস॥
কাহার ঘরের চোর আইলো মোর পাশ॥
কোথার নাগর চোর আইলো মোর ঘরে।
গৃহস্থের না গণি বৈসে খাটের উপরে॥
কি কারণে হাসে চোর কার কিবা দেখে।
না করে এমত কার্য্য লজ্জা যার থাকে॥
ওহে সখি কি আশ্চর্য্য দেখরে জাগিআ।
চোরে উপদ্রব করে কিসের লাগিয়া॥
* * *
উপেক্ষি মরণ ভয় কেনে হইলো সাধ।
এরূপ যৌবন মোর চোরের প্রমাদ॥

বিদ্যার রূপ বর্ণনা হইতেও একটু দেখাইব।

সুন্দরীর মুখ খানি দেখি যুবরাজ।
কলঙ্ক শরীর চান্দে পাইলেক লাজ॥
কষ্ট স্তব (তপঃ ?) করে চান্দে পাই অপমান।
মাসে মাসে মরে জীএ না হএ সমান॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যে না হএ তুলনা।
আর কারে আনিআ করিমু বিড়ম্বনা।
তিল ফুল জিনি চারু নাসিকার ঠাম।
রূপ গুণ খগ পক্ষীর চঞ্চুর সমান॥
লজ্জায় আকুল হইয়া পক্ষী খগেশ্বর।
বিষ্ণুসেবা করে পক্ষী হইতে সমস্বর॥
তথাপিহ না পারিল নাসা সমান হইতে।
লজ্জা পাইয়া তদবধি না আইসে ভারতে॥
খঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরঙ্গ।
নয়নে দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ॥
খঞ্জন উড়িয়া গেল মৃগ বনমাঝে।
চকোর চান্দের আড়ে রহিলেক লাজে॥

হস্তলিপি আধুনিক—প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের, পত্র সংখ্যা ৪৩। লেখকের নাম শ্রীমান আচার্য্য, পীং দুর্গারাম আচার্য্য সাং পটনাকোটা (জেলা চট্টগ্রাম)।

৪৮। মৃগলব্ধ।

এই গ্রন্থে শিব মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। আকারে অতি ক্ষুদ্র না হইলেও গুণে তত বড় নহে।

প্রাচীন ভাষার গ্রন্থ বলিয়া ইহা রক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত। বহু দিনের রচনা বলিয়া ইহার ভাষা তেমন সরল নহে।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ সরস্বতী শঙ্কর-চরণ।
অবিনাশী গুণনিধি আদি নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে ধ্যায় যার চরণ।
হেন শিব জগৎ জীব ভিখারি লক্ষণ॥
সোরণে (স্মরণে) সকল দুঃখ দারিদ্র্য পলায়॥
যেই জনে বোলে ইহা হেলায় শ্রদ্ধায়॥
সেই শিব পাদপদ্ম বন্দিয়া সানন্দে।
মৃগলব্ধ কথা কহি পাঞ্চালীর ছন্দে॥
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী ব্রত উপবাস।
যেন মত অবনীতে হইল প্রকাশ॥

গ্রন্থারম্ভকাল :—

রস অঙ্ক বায়ু শশী শাকের সময়।
তুলা কার্ত্তিক মাসে সপ্ত খিংশতি শুক্রবার হয়॥

ভণিতা :—

মৃগলব্ধ পোথারম্ভ মহাদেবের পাএ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেব গায়॥

গ্রন্থকারের পরিচয় :—

পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা মধুমতী।
জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি।
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম নারায়ণ
ধরণী জোটাইয়া বন্দমজন্ম গুরুজন।
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম্ মহেশ শ্বশুর।
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥

শেষ :—

শিবে বোলে মুচুকুন্দ তুহ্মি পুণ্যবান্।
রাজ্য সনে আইলা তুহ্মি মোর বিদ্যমান॥
গঙ্গা গৌরী দুইমাত্র না দিবো তোহ্মারে।
রাজা হইআ প্রজা পাল কৈলাস-শিখরে॥
* * *
সেবক বৎসল হর আদি নিরঞ্জন।
ভক্তিভাবে সেব যদি তরিবা শমন॥
* * *
পুত্রে পৌত্রে ধনে জনে বাড়ে ঠাকুরণ।
অন্তকালে স্বর্গবাস থাকে চিরকাল॥
* * *
ভক্তিভাবে শুনে যদি মৃগলব্ধ পোথা।
অবিচারে স্বর্গে জাএ তাতে নাই বাধা।
গোপীনাথ-সুত দ্বিজ রতিদেবে গাএ।
অপরাধ ক্ষমা করি রাখ রাঙ্গা পাএ।

উল্লিখিত সুচক্রদণ্ডী গ্রাম, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী। এই গ্রামে এখনও রতিদেবের ধ্বংশ থাকাই সম্ভব। উক্ত গ্রাম বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের জন্মস্থান হইলেও রতিদেব সম্বন্ধে অন্য কথা সংগ্রহ বিস্তর আয়াস-সাধ্য।

৪৯। সারদা-মঙ্গল।

এই সুন্দর কাব্যখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। ১ম হইতে ২৮শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যেও ২য় পাতা নাই। মাধবাচার্য্য প্রভৃতির চণ্ডী কাব্যের মত ইহাও একখানি চণ্ডীকাব্য। বোধ হয়, এই বিষয়ে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ২৮শ পাত পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখক নকল করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

এক দন্ত মহাকাএ, জোগাসন সদাএ,
চারি ভুজ গজেন্দ্র বদন।

সিন্দূরে শোভিত অঙ্গ, অতিশয় সব্ব রঙ্গ,
কুসুম সুগন্ধি মালা সাজে।
ভ্রমরা ভ্রমরী উড়ে, মত্ত হইয়া মধু স্বরে,
মদগন্ধ গণ্ডেতে বিরাজে॥
ঘটেতে আসিয়া, বিঘ্ন সব নাশিয়া,
কৃপা কর নায়কের প্রতি।
মূষিক বাহনে জেবা, মহিমা জানিবে কেবা,
মুক্তারাম সেনের প্রণতি॥

নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ঘোষা স্বরূপ গ্রন্থের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে :—

রাগ—সঙ্গীত ভাঙ্গা ঘোষা।

তেহি ত্রাতা দেবী জএ দেবী দাতা।
সেই মাতা হও মোরে প্রসন্নতা॥ ধুয়া।
আদি শকতি দুর্গা ভাবিএ বিষমে।
যার গুণ গাএ বেদ আগম নিগমে॥
নমহ চণ্ডিকা দেবী প্রসিদ্ধ পার্ব্বতী।
যে করে তোমারে পূজা খণ্ডাএ দুর্গতি॥

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ঘোষা লিপিবদ্ধ করি সর্ব্বত্রই "আদি শকতি ইত্যাদি" বলিয়া উহা শেষ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের পরিচয় :—

চাটেশ্বরী রাজা বন্দোম্ পশ্চিমে সাগর।
বাড়ব আনল পূর্ব্বে তীর্থ মনোহর॥
* * *
তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ হর।
চন্দ্রশেখর জাতে বসতি শঙ্কর॥
* * *
মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রী দেশ অধিকারী।
সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী॥
* * *
চাটিগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোম্ নিজ গ্রাম।
যন্মহ জনম ভূমি দেবগ্রাম নাম॥
আদ্য গোত্র আদ্য সেন তেজ যে বিশ্রাম।
বসতি জাহ্নবী কূলে রাঢ় হেন নাম॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর।
বেদের উদ্ভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর॥
আদ্য অত্রি অর্জুন গারুগব বারস্ পৈত্তা।
স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত॥
তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া।
বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজা উদ্দেশিয়া॥
সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব।
তান পুত্র নিধিরাম স্থাগ ও পারগ॥
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈয়া কৈল দেবগ্রামে বসতি॥
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম।
সদাএ ভবানী পদে মানস বিশ্রাম॥
দয়ারাম দাস ভরদ্বাজ কুলমণি।
তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-সুতা আমার জননী॥
পত্না সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস।
তদবধি চিত্ত মোর সদাএ উল্লাস॥
রচিতে ভবানী গুণ মনে ছিলো আশ।
অতএব মায়ে মোরে না হইঅ নৈরাশ॥

গ্রন্থের সর্ব্বত্র এটি সুন্দর ভণিতা আছে :—

গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

গ্রন্থ রচনা কাল :—

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

এই একটি ধুয়া কেমন সুন্দর দেখুন :—

কুহু রাগ।

মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে,
না জানি কপালে কিবা আছে।
পাইলে যুবতী নব মধু হে,
অলি হইয়া রহে কালা পাছে॥ ধুয়া।
রাধার বধের ভাগী হইবো সেই নারী।
ভোলাইয়া রাখে যদি কাছে॥
মরিমু পুড়িমু শোকে জড়ি হে,
জল বিনে মীন যেন আছে॥

ন জাইয় রাধার প্রাণবন্ধু হে,
হারাইলে না পাএ হেন দেখি।
মুক্তারাম সেনে ভণে বিধি হে,
হেন কি কপালে আছে লিখি ॥

গ্রন্থকার তরল-পয়ার-প্রিয় ছিলেন, বোধ হইতেছে। তরল পয়ারে গ্রন্থের অনেকাংশ লেখা। একটুকু দেখুন :—

খুল্লনাএ সদাএ স্মরে মহামাএ।
স্বপ্নে গিয়া হরপ্রিয়া সাধুরে চেতাএ ॥
দেবী বোলে তুমি ভালে আছ সদাগর।
তোমার গৃহে নৃপতিএ করে অত্যান্তর ॥

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থের শেষ পত্রের শেষ এইরূপ :—

রাগ—তুড়ি। ঘোষা।

কেলি কমলে গো ত্রিপুর সুন্দরী ছোহে।
একি অঙ্গ ছটা, কথ অরুণ ঘটা,
শিব যোগিয়া মনমোহে ॥
কালীদহে সৃজে মাতা কমলের বন।
তদুপরি মাহেশ্বরী কুমারী বরণ ॥
অবহেলে গজ গিলে হেরিআ অবলা।
ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষেরে পেলে অতিশয় চপলা ॥
কোন খানে ব্যাঘ্র সনে মৈষে করে কেলি।
ফণী সঙ্গে ভেক রঙ্গে রহে একুমেলি।
ব্যাঘ্র ঠাই মৃগে যাই পুছএ কুশল।
তথাপিয় কারে কেহ নাহি করে বল ॥

'দেবগ্রাম' অপভ্রষ্ট হইয়া 'দেয়াঙ্গ' নামে পরিচিত। কিছুকাল পূর্ব্বে কাগজে পত্রে 'দেবগ্রাম' বলিয়া লিখিত হইত। এখন তৎস্থলে 'আনোয়ারা' হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে মুনসেফী আদালত ছিল, এখন পটীয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মুক্তারামের বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

৫০। তারিণী-চৌতিশা।

আরম্ভ :—

গো তারিণি, তার গো এইবার।
বিপদে পড়িয়া মা ডাকম্ বারে বার ॥

রাগ—কাক ছন্দ।

আদ্যে বন্দম মুই সরস্বতী মাতা।
আমার কণ্ঠেতে মাও হও সুরজ্ঞাতা ॥
অক্ষর দিয়াছেন গুরু আমার হৃদেতে।
আইস শিরেতে মোর চৌতিশা গাহিতে ॥
করজোড়ে করম স্তুতি কর প্রতিকার।
কাকুতি করম মুঞি চরণে তোমার ॥
কুপুত্র দেখিয়া মোরে না চাও ফিরিয়া।
কিঙ্কর জানিয়া মোরে কিন্তু কর দয়া ॥

শেষ :—

ক্ষীণবুদ্ধি মুই মূঢ় কি বলিতে পারি।
ক্ষেম অপরাধ মোর হেমন্ত কুমারী ॥
ক্ষিতির জথেক লোক শুনরে বচন।
ক্ষিতিতে তারিণীর গুণ গাও সর্ব্বক্ষণ ॥
তারিণীর চৌতিশা যেবা শুনে আর পঠে।
অন্তকালে যাইবা সেই ভবানী নিকটে ॥

* * *

ভক্তি করি যেবা পঠে কার্য্যসিদ্ধি হএ।
হেলা করিলে ভাই নরকে পচএ ॥

ভণিতা :—

দৈবজ্ঞ শ্রীরাম প্রসাদ তাহার যে সুতে।
শ্রীরাম তনু কহে তারিণী পদেতে ॥

রচনাকাল :—

রুদ্র মণি নেত্র মহী সন বেহুই বটে।
দেবগ্রাম বসতি করে জয়কালী নিকটে ॥

শুভঙ্করের ন্যায় এই রামতনু ঠাকুর মহাশয় দেশীয় কালীর অনেক আর্য্যা লিখিয়াছেন। আমাদের নিকট অনেকগুলি আছে। দেবগ্রাম, বর্ত্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা।

৫১ । ভারত সাবিত্রী ।

আরম্ভ :—

দেবী সরস্বতী ব্যাসদেব প্রণমিয়া ।
ভারত-সাবিত্রী রচে রাজা প্রণাম করিয়া ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বলে শুন সঞ্জয় সুদন ।
কথায় চতুর তুমি গুণের ভাজন ॥
কৌরব পাণ্ডব যদি রণে দাঁড়াইল ।
সমবায় করি কেবা যুদ্ধে প্রবেশিল ॥
কেমতে হইল যুদ্ধ কহত সঞ্জয় ।
কার হইল যুদ্ধে জয় কার পরাজয় ॥

*　　*　　*

শেষ :—

সংগ্রামেতে ভক্তি করি যেই নরে পঠয় ।
কার্য্যসিদ্ধি হয় তার নাহিক বিস্ময় ॥

*　　*　　*

মাতা পিতা গঙ্গার জলে স্নান করাইলে ।
তথা পুণ্য হয়ে তবে ভক্তি এ শুনিলে ॥
কৃষ্ণ ব্যাসদেব যারে কহিল নিশ্চয় ।
পাপ নাশ হইয়া যাবে গোবিন্দ আলয় ॥
কৃষ্ণ সনে গোপ্ত বেক্ত করিয়া প্রবন্ধে ।
ভারত সাবিত্রী রচিলা নানা ছন্দে ॥

"ইতি ভারত সাবিত্রী সমাপ্ত । ভীমস্তাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক । বিষ্ণুনমো অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে নবম্যাঃ তিথৌ বাৎস গোত্রস্ত শ্রীরামছবি সিংহ দাস স্বঅক্ষরং-মিদং শাস্ত্রং । এই পুস্তকের মালিক শ্রীরাম-তনু দেব দাস সাং ধর্ম্মপুর । লিখনং পুস্তক,মোকাম কৈলকাতা বাসা খিদিরপুর । ইতি সন ১১৫৬ মহি তারিখ ৩১ আশ্বিন রোজ রবিবার ।" পত্র সংখ্যা ৭ ; দুই পৃষ্ঠে লেখা । ভণিতা নাই ।

৫২ । হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ ।

এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু একাধিক ভণিতা আছে ; হস্তলিপি তত প্রাচীন নহে ।

আরম্ভ :—

আদ্য অনাদ্য সেই পুরুষ আকার ।
যাহারে ভাবিলে হয় শমন উদ্ধার ॥
গণেশ বন্দিয়া বন্দম্ ভবানী চরণ ।
দেব শূলপাণি বন্দম্ বৃষবাহন ॥

*　　*　　*

মুনির সঙ্গে রঘুনাথ বেসেস্ত কানন ।
জনক দুহিতা আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
মুনিতে কহেন রামে করি পরিহার ।
মোর সম দুঃখিত নাই রাজার কুমার ॥
মুনি বোলে রঘুনাথ শান্ত কর চিতে ।
তোমা হতে দুঃখিত কত আছে পৃথিবীতে
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা নৃপ শিরোমণি ।
রাজ্য সমে মহা দুঃখ পাইল মহাগুণী ॥

শেষ :—

স্ত্রী পুত্র যত লোক অযোধ্যাতে বৈসে ।
জয়ধ্বনি দিয়া তবে উঠিলা হরিষে ॥
পুষ্পরথে চড়ি সবে স্বর্গপুরী যায় ।
ঋষি সবে বেড়িয়া মঙ্গল গীত গায় ॥
অপ্সরায় নৃত্য করে গন্ধর্ব্বে গায় গীত ॥
মহাদেবী সনে রাজা হইলা আনন্দিত ॥
বিশ্বামিত্র মুনি রাজায় করিলেক স্তুতি ।
পুত্রদারা সহিতে সব স্বর্গে হৈল স্থিতি ॥

ভণিতা :—

(১) বিদারিব কাল হিয়া, পাসরিনু কি দেখিয়া,
　　মাধবে রচিল সুবচন ॥
(২) কহেন মাধব দাসে রচিয়া পয়ার ।
(৩) কহেন মাধবানন্দে শুন সভাজন ।
　　রাজাদান দিয়া রাজা চলিলেন বন ॥
(৪) মাধবানন্দ সুতে ভণে, বিরচিত নাহ মনে ।
(৫) মাধব সুত নন্দে কহে ভাবি চক্রপাণি ।
　　রাজারে সাম্বাই বোলে সুন্দর কামিনী ॥

তবে কি 'মাধব' 'মাধবানন্দ' আর 'মাধব-সুত-নন্দ' এই ব্যক্তিত্রয় মিলিত হইয়া

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি প্রণয়ন করিয়াছেন? 'মাধব'কে 'মাধবানন্দের' সংক্ষিপ্ত নাম মানিয়া লইলেও 'মাধব' 'মাধব-সুত নন্দ' ত কখনও উক্ত নামদ্বয়ের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পিতা পুত্রে এই বহিখানি লিখিয়াছেন, এই রকম বুঝা যায় নাকি?*

৫৩। জঙ্গনামা।

পারস্য ভাষায় নামকরণ হইলেও এখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থ। 'যুদ্ধ কাহিনী' বলিয়া ইহার বাঙ্গালা নামকরণ হইতে পারে। হজরত মহম্মদ মস্তফা সাহেবের জামাতা বীরকেশরী হজরত আলির কৃত যুদ্ধ বিবরণ ইহার আলোচ্য। গ্রন্থবর্ণিত অনেক যুদ্ধে স্বয়ং হজরত সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন মূর্ত্তিপূজকদিগের বিরুদ্ধে এ সমস্ত আহব সংঘটিত হইয়াছিল। সকল যুদ্ধেরই পরিণাম মহম্মদীয়গণের জয়লাভ ও বিজিতাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করণ। সঙ্গে সঙ্গে অনেক অলৌকিক ঘটনাও সংযোজিত হইয়াছে, দেখা যায়। বর্ত্তমান যুগে সে সকলে কেহ আস্থা স্থাপন করিবেন কিনা, বলা যায় না।

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড। যে হস্তলিপি পাইয়াছি, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। প্রাপ্ত অংশের আনুমানিক চরণ সংখ্যা ছয় হাজার। হস্তলিপিখানি নিতান্ত আধুনিক। গ্রন্থকার একজন শিক্ষিত ও উচ্চবংশীয় লোক। বঙ্গভাষায় মুসলানগণের প্রভাব প্রদর্শন জন্য এ গ্রন্থ প্রকাশ করা মুসলমানগণের একান্ত উচিত। বিষয়ান্তর গ্রহণ করিলে এই গ্রন্থকার বঙ্গভাষার ইতিহাসে নাম রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

সম্ভবতঃ গ্রন্থের 'বন্দনা'টি নকলনবিশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাচীন বঙ্গীয় সকল কবিই গ্রন্থারম্ভে ছোট বড় একটা মঙ্গলাচরণ দিয়া গিয়াছেন; ইনি সেই চিরাচরিত পন্থানুসরণ করেন নাই, সহসা এমন বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ:—

আরব দেশের এক সহর অনুপাম।
বহুলোক বসয়ে নখশ ধরে নাম॥
সে রাজ্যেতে আছে এক ব্যূহ উচ্চতর।
দেখিতে পর্ব্বত আলগুন্দ সমসর॥
হারিচ আজদর নামে এক নরপতি।
তথায় বসতি অবিরত পূজে মূর্ত্তি॥
সেই মহীপাল ঘরে ছিল তিন সুত।
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ রূপে অদ্ভুত॥
সেই পাপিষ্ঠের ছিল যত্ন সব ঘটে।
সাধুগণ ধন হরে নিরোধিয়া বটে॥
অবিরত রাহাজানি করে পাপমতি।
আপনার পুত্রগণ করিয়া সঙ্গতি॥

বঙ্গভাষায় বিস্তর মুসলমানী গ্রন্থ পাওয়া যায়। সবগুলি কিন্তু বঙ্গভাষার ইতিহাসে আলোচনা করা যায় না। অনেকগুলি গ্রন্থ কেবল 'মুসলমানী বাঙ্গালা'-নামক অদ্ভুত ভাষায় লিখিত। তাহাতে আরবী, পারসী, হিন্দী, উর্দ্দূ প্রভৃতি নানা ভাষার মিশ্রণ আছে। সমালোচ্য গ্রন্থ সেরূপ নহে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, অপিচ সরল। তরল পয়ার ছন্দে কবি বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। একটু নমুনা দিতেছি:—

মহীপাল এই বোল শুনি সর্ব্ব সৈন্য।
সাজ রণ সর্ব্বজন হৈল ততক্ষণ॥

* এই পুঁথির বিস্তারিত বিবরণ প্রথম বর্ষের 'আলো' পত্রে (১৩০৩) অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে।

যত বাদ্য নৃপ বিদ্যমানে আনাইলা।
একবারে বাদ্যোপরে প্রহার করাইলা॥
দগরেত কাটিঘাত হইলেক যবে।
কম্পমান ত্রিভুবন হই গেল তবে॥
অশ্ববার পদাতির হইল সিংহধ্বনি।
বারগণ আস্ফালন বিদরে মেদনী॥

গ্রন্থখানি চট্টগ্রামে রচিত হইয়াছে. ইহাতে অনেক প্রাচীন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্য রকমে তৎসম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ না থাকায়, আমরা এখানেই কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ দেখাইতেছি।

১। উদ্ধামিলা=উঠাইলা।
সর্ব্ব শক্তি আলি প্রতি খড়্গ উদ্ধামিলা।
একগাছি লোম বেঙ্কা করিতে নারিলা॥

২। জান=সংবাদ।
আমার জনকস্থান, তুমি যাই দেও জান.
তবে আমা রক্ষা করিব।

৩। ঘন=সেনার ঘন সন্নিবেশ।
ইংরাজীতে যেমন Thick of battle
'আপনাকে দেখিলন্ত সৈন্যের ঘনএ।
সপ্তমী বিভক্তির 'এ' যোগ না করিয়া অনেক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

৪। ঠাঠার=বজ্র। Thunder শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য।
যুদি দেখ অন্ধকার ঘন বায়ু বৃষ্টি।
ঠাঠার গর্জ্জনে টলমল হৈল সৃষ্টি॥

৫।' তোকাই=তালাস কর।
লাগিলা পদাতি বাস চাহিতে তোকাই।

৬। তোহর=তোমার।
বিক্রম তোহর, / ধিক হোন্তে মোর,
কোথা প্রাণ তোর নিবে।
'ধিক' শব্দ অনেক স্থলে 'অধিক' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা যায়। এখানেও তাহাই।

৭। দোহার মোহারি=অর্থ কি?
'কাড়া শিঙ্গা ভেউলু কর্ণাল বে ঝাঁঝরি।
কাঁসা করতাল বাজে দোহারি মোহারি॥'
'দোহরি মোহরী বাঁশী, কবিলাস রাশি রাশি'
কাড়া শিঙ্গা রবে লড়ে মাটী।'.

৮। আছউক=থাকুক।
আছউক তুলিব শিলা নাড়িতে নারিলা।'

৯। উভা=দণ্ডায়মান।
তা শুনিয়া উভা হৈয়া বলে আমনাক।

১০। অশ্বেতু=অশ্ব হইতে।
তা দেখি হানিফাহুত অশ্বেতু নামিলা।

১১। অহর্মণি=সূর্য্য।
অহর্মণি বিনে জগ হৈল অন্ধকার।
কালনরণ হৈল সকল সংসার॥

১২। জিজ্ঞাসাসূচক 'কি' স্থলে 'নি'।
বলে বারে ততক্ষণ, স্রষ্ট হৈতে দোহ জন,
তোমা মনে শ্রদ্ধা নি আছয়।

১৩। রইছ=প্রধান ব্যক্তি।
রইছ যাহার বলে শুন গুণিগণ।
হিন্দুস্থানী ভাষে তারে বলে মুখ্য জন॥
ইহা আরবী শব্দ। ইহা হইতে ইংরাজীতে 'Reis' হইয়াছে।

১৪। সয়াল=সকল, নিখিল।
টল বল হই গেল সয়াল সংসার।

১৫। অনাখড়্গো=বিনা খড়্গো; খড়্গহীন
অনাখড়্গো আমারকে দেখিয়া রছুল।

১৬। অনাকাজে=অকাজে, অনর্থক।
অনাকাজে করও রোদন।

১৭। অনাদেখা=অদেখা; অদৃষ্টপূর্ব্ব।
অনাদেখা রছুলকে দেখিলা নয়ানে।

১৮। চোখা=তীক্ষ্ণ।
মুষ্টি ভিড়ি হানিলেক চোখা অসিধার।

১৯। অঘোষ = অখ্যাতি।

অঘোষ ঘুষিব যত সংসারের লোক।

২০। ধরাহর = সম্ভবতঃ সভা গৃহ।

এই শব্দটি কবি আলাওল বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন। 'ডেহরি' শব্দের সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য থাকা সম্ভব।

দেখিতে অদ্ভুত রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
কম্পিতে লাগিল নৃপতির ধরাহর॥'

'নৃপতির ডেহরির দ্বারে গেল যবে।'

'ডেহরি' শব্দ চট্টগ্রামে এখন 'বাহির বাড়ী' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২১। খাঁথার = কলঙ্ক।

আমার দাসের পুত্র কুলের খাঁথার।

২২। 'ঘন' শব্দ অনেক স্থলে 'অতি নিকট' অর্থেও প্রযুক্ত দেখা যায়।

ধরি ফণী ফণা, যাই আলি ঘনা,
দংশিবারে চাহে তানে।

নিম্নের বাক্যে 'মধ্য' অর্থও হইতে পারে।

এক স্থানে দেখ্‌ছ ঘনে উত্তরিলা যবে।

২৩। গ্রন্থকার অনেক প্রাকৃত বিভক্তি ব্যবহার করিয়াছেন। করসি, যাওসি, জানসি, হসি (হওসি), ইত্যাদির অনেক প্রয়োগ আছে। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

২৪। আমি অর্থে 'রাখোঁ'। অনেক কবি 'রাখম' ব্যবহার করিয়াছেন।

ঐ দীন হোস্তে মুই রাখোঁ অতি জ্ঞান।

শুনিছোঁ = শুনিছম।

মৌর জন্মাবধি না শুনিছোঁ হেন বোল।

২৫। করন্ত, বোলন্ত ইত্যাদি ক্রিয়া প্রয়োগও অনেক আছে। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

গ্রন্থকারের নাম নছোরোল্লা খাঁন। এইরূপে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

ধৈর্য্যবন্ত বীর্য্যবন্ত, মর্য্যাদার নাহি অন্ত,
পিতামহ হামিদুল্লাখান।
তান পুত্র কল্পতরু, বোরহানদ্দি জগগুরু,
রূপান্তর ইছুক সমান॥
মহীপাল রোসাঙ্গের, ধবল মাতঙ্গেশ্বর,
নিজ মুখে প্রশংসিলা যারে।
তান পুত্র মহাবীর, অস্ত্রে শাস্ত্রে রণে স্থির,
ইব্রাহিম খান নাম ধরে॥
তান পুত্র জ্ঞানবান, শ্রীমুজাওদ্দি খান,
পুণ্যবন্ত সঙ্গে তান বেলা।
অনেক গ্রামের পতি, যাকে কৃপা করি অতি,
নিজ কন্যা সমর্পিয়া দিলা॥
তান পুত্র রূপবান, শ্রীযুত বাবুখান,
অবিরত ফকিরীতে মন।
ত্যজিয়া সংসার মায়া, প্রভু ভাবে চিত্ত দিয়া,
করিলেন্ত আগমে গমন॥
আছিলেন পুত্র তান, শ্রীইছাহাক খান,
সরিয়ত খাদেম প্রধান।
তান পুত্র শীল ধর্ম্ম, ছেদানী উদরে জন্ম,
সরিফ মনছুর গুণবান॥
তান পুত্র অল্পজ্ঞান, হীন নছরোল্লা খান,
পাঞ্চালী রচিল শিশুবুদ্ধি।
শুন সব গুণিগণ, কৌতুহল করি মন,
ক্ষম মোর দোষ পাও যদি॥

গ্রন্থকার স্থানান্তরে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

কল্পতরু জগগুরু শাস্ত্রেতে বিজ্ঞান।
পিতামহ কাজি ইছাহাক গুণবান॥
তান পুত্র সরিফ মনছুর খোন্দকার।

* * *

রাস্তু দেশ নরপতি নামে ফতেখান।
যাকে মান্য কার বসাইলা বিদ্যমান॥
রোসাঙ্গের নরপতি ভুবন বিখ্যাত।
যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাক্ষাত॥
গ্রাম ভূমি আপনার অধীন করিয়া।
আনিলেক দিল্লীশ্বর স্থানে যেবা গিয়া॥

হেন জনে যাহাকে করিয়া আগুয়ান।
নমাজ করন্ত সঙ্গে যত মুছলমান ॥
যাহার মধুর স্বর শোতবা শুনন্ত।
যাহাকে আলিম সব নিতি প্রশংসেন্ত ॥
* * * *
তান পুত্র নছরোল্লা আমি হীন জ্ঞান।
পাঞ্চালী পয়ারে কহি গুণিগণ স্থান ॥

নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে গ্রন্থকারের পীরের (ধর্মগুরুর) নামও জানা যাইতেছে।

অস্ত্রে শাস্ত্রে জগগুরু, দান ধর্ম্মে কল্পতরু,
পির হামিদাদ্দি গুণবান।
আখেরে তরান পার, করিবারে মোরে সার,
সেই বিনে গতি নাই আন ॥

স্থানে স্থানে কবি তাঁহারই চরণে এইরূপ গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন :—

তান পদ পাদুকা মস্তকেত বান্ধিয়া।
হীন নছরোল্লা কহে পাঞ্চালী রচিয়া ॥

চট্টগ্রামে 'কাছিম বাজার' বলিয়া কোন স্থান ছিল, কবি উল্লেখ করিয়াছেন। সেই স্থান কোথায়?

চাটিগ্রাম সহর মাঝার।
এক দিন মনোরঙ্গে, কতজন যুবা সঙ্গে,
গেলাম বাজারে ভ্রমিবার ॥
নানা বাক্য আলাপিতে, হাসি রসি রঙ্গ চিতে,
চলি গেনু কাছিম বাজারে।
সেই বাজারের কাছে, এক উচ্চ গিরি আছে,
জাঁহা-নমা বলয়ে যাহারে।
* * * *
পূর্ব্বকালে সে সহর, ছিল মহা কলেবর,
কুলশীল এক অধিকার।
সেই মহা গিরিপর, টঙ্গী এক মনোহর,
নির্ম্মিলেক চট্টগ্রাম পতি।
* * *
এই গিরি অনুপাম, জাঁহানমা থুইল নাম,
এথা বসি দেখে বঙ্গদেশ ॥

এখন ত ইহার নাম, গন্ধও শুনা যায় না। চট্টগ্রামের কোন্ গিরিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কি জানি?

কবি কোথাও আপন বসতি স্থানের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের যে সকল নাম দেওয়া গেল, তাহা চট্টগ্রামের মীরেশ্বরী বা নেজামপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 'বোরহানদ্দি প্রভৃতি নাম নেজামপুর অঞ্চলে আছে, চট্টলের দক্ষিণ অংশে নাই। তথায় এরূপ নামকে 'নকারান্ত' করা হইয়া থাকে, যথা, বোরহানদ্দিন। এতদ্বারা অনুমান হয় যে, কবির বাসস্থান ঐ অঞ্চলেই হইবে।

রচনা প্রণালী বিবেচনা করিলে নিঃসন্দেহে তাহাকে অন্ততঃ সার্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নিশ্চিত করা যাইতে পারে। ইহার আলোচনায় ইতঃপূর্ব্বেই অনেক স্থান দেওয়া গিয়াছে, সুতরাং আর নমুনা প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধ কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তি সিদ্ধ মনে করি না। এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম আনোয়ারান্তর্গত ডোমরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আমির আলি চৌধুরীর নিকট আছে।

৫৪। ষড়ানন ব্রত-কথা।

গুয়া মেলানি পুস্তক।

কার্ত্তিক ব্রত।

আরম্ভ :—

অথ স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক ব্রত উক্ত গুয়া মেলানি পুস্তক লিখ্যতে।

ঘোষা :—ওহে হরিবোল বোলিয় ভালো হে।

প্রথমে বন্দিলুম প্রভু ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
উক্ত পতি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ ॥
গরুড়ের পিষ্টে বন্দম প্রভু গদাধর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি কর ॥

তাঁরি পাছে বন্দম মুই দেব ত্রিলোচন।
ত্রিশূল ডুম্বুর বৃষ আরোহণ ॥

* * *

ওরিশা বন্দিয়া গাম * ঠাকুর জগন্নাথ।
নানা জাতি একএ হইয়া খাএ ভাত ॥
শুন শুন সর্ব্বলোক করি জোর হাত।
এমত প্রভুর লীলা নহি জায়ে জাত ॥
উত্তরে বন্দিয়া গাম হেমন্ত কেদার।
যাহার প্রসাদে তাল যন্ত্রের সঞ্চার ॥
চক্রশালা বন্দি গাম বুড়ারে শ্রীমাই। †
হাওলা বন্দিয়া গাম কালচান্দ গোসাই ॥
ঝিঅরি বন্দিলুম মুই বদরের মোকাম।
বাজালিয়া বন্দম মুই কাত্তালের পএআন ॥

* * *

অতি পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
পুত্র কন্যা তান ঘরে কিছু না জন্মিল ॥

শেষ :—

ধনপতি কালকেতু গুয়াত মেলান।
ফুলরা খুলনা দুই গুয়াত মেলান ॥
শ্রীমন্তের হইল গুয়াত মেলান।
সকল প্রভৃতি হইল গুয়াত মেলান ॥
শুন শুন ব্রতী সব হইয়া এক মন।
তোমার সবের হইল গুয়াত মেলান ॥
মেঘনালে কাটে গুয়া মাজে দুই খান।
ক্ষীর নদীর সাগর হইতে চুন ভালো আন।
সেই চুন দিআ তলে তুলাইল পান।
সুবর্ণের খিলান দিআ সেই পান তুলান ॥

* *

জ্ঞাতি সকল আসি দিল দরশন।
ষষ্ঠী পূজা করিলেক করি শুভক্ষণ ॥
অপুত্রারে পুত্র দেঅ দেব ষড়ানন।
পুত্র পৌত্রে রক্ষা প্রভু করহ আপন ॥

* গাম —গাই (গান করি)।
† চক্রশালা, হাওলা, ঝিয়রি এবং বাজালিয়া গ্রাম সকল চট্টগ্রামে অবস্থিত। শ্রীমাই (শ্রীমতী), ক্ষুদ্র নদীর নাম। হিন্দুরা পূত সলিলা মনে করেন।

ভণিতা:—

পুস্তক সমাপ্ত হইল কর সঙ্কলন।
শ্রীভৈরবচন্দ্র অধীনের এক নিবেদন ॥
এই পুস্তক অতি ছোট জানিআ তখন।
সরস্বতী স্মরি কৈলাম পুস্তক রচন ॥
আর এক নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
জরিবের সময় তবে শুনহ বচন ॥
আমার জননী তখন ঘরে নাহি ছিল।
চোরে তস্করে তবে জিনিষ লই গেল ॥
সকল সম্বল নিল জিনিষ জে জথ।
পুস্তক জে নিল যাদ মনে উতকত ॥
এই পুস্তকখান পাড়ি রহিলেক।
উদ্ধার করিলাম আমি লিখিআ পুস্তক ॥
এই পুস্তক তবে হইল সমাপন।
অধীনেরে বর দেঅ দেব ষড়ানন ॥
তোমার চরণ মোর কণ্ঠের কবজ।
অধীনেরে কৃপা কর আপনে দেবরাজ ॥

"ইতি সন ১২০০ মঘী তারিখ ২ কার্ত্তিক মতাবেক সন ১২৪৫ বাঙ্গালা মতাবেক সন ১৮৩৮ ইংরেজি তারিখ ১৬ আক্তুবর রোজ বুধবার বৈকাল বেলা চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষ ক্ষেণে লিখা সমাপ্ত। শ্রীভৈরবচন্দ্র আউচ সাকিন দেবগ্রাম (বর্ত্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা)।" অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৫।

৫৫। রাজকুমার পরিণাম।

পদসংখ্যা—৩৯।

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভের কোন নাম নাই। উক্ত নামটি আমরা দিলাম। ইহাতে কীর্ত্তিপাশা গ্রামের জমিদার রাজকুমার বাবুর হত্যাকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার দেওয়ান কিশোর মলানিশ (মহলানবিশ ?) বিষ প্রয়োগে উক্ত নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই কাণ্ড কখন ঘটিয়াছিল, এবং কীর্ত্তিপাশাই বা

কোথায়, তাহার কোন উল্লেখ নাই। একটি অতীত ঘটনার সাক্ষী বলিয়া এখানে আমরা তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

কবিতা প্রবন্ধ কিছু করিএ প্রচার।
কীর্ত্তিপাশা গ্রামে ছিল বাবু রাজকুমার॥
তায়ের কীর্ত্তি যত, কৈমু কত, শুনতে চমৎকার।
ধর্ম্ম শাস্ত্রে মতি সদাএ অতি সদাচার॥
একদিন খুসী হইএ, পাল্কীত চইড়ে, কাচারিতে যাএ।
কাচারিতে যাইআ বাবু নিকাশ তলব চাএ॥
বাবুর কপাল মন্দ, সময় মন্দ, ঘট্‌ল মন্দ দশা।
অকস্মাৎ লাগিল বাবুর জলের পিপাসা॥
দেওান তার কুলাঙ্গার কিশোর মলানিশ।
মেশ্রীতে মিশাইআ দিল হলাহল বিষ॥
ছিল তার মনে এত দিনে পুরাইল মনের আশা।
নিকাশে নিকাশ দিল সোণার কীর্ত্তিপাশা॥

শেষ ঃ—

মনে ভাবে বাদসা হবে এটা মনে জ্ঞানে।
তাহাতে পাষণ্ড হইল চন্দ্রকুমার সেনে॥

* * *

বড় ফেরববাজ ইংরাজ সহায় করিআ।
মলানিশের বংশে বাতি দিলেন জ্বালাইআ॥

ভণিতা ঃ—

বোলে গঙ্গারাম দাস মনেতে ভাবিআ।
এবার আমি আইসাছি হে শ্রীকৃষ্ণ ভজিআ॥

৫৬। ত্রিপদী চৌতিশা।

কএ মাতা কাত্যায়নী।
খএ মা খাবর-পাণি।
গএ মাতা গজানন-আই॥
ঘএ ঘোরতর রূপা।
উমে উমা স্বরূপা।
চএ চতুর্ভুজা দেবী মাই॥
ছএ ছন্ন তারা গৌরী।
জএ জগজনেশ্বরী।
ঝএ মাতা ঝটিত-কারিণী॥
ঞিএ নিত্য আনন্দিতা।
টএ টঙ্কার স্থিতা।
ঠএ মাতা বট ঠাকুরাণী॥
ডএ ডাবুশ পাণি।
ঢএ ঢক্কাকারিণী।
আনন্দে রুধিরে কর পান॥
তএ মা ত্রিশূলধারী।
থএ মাতা স্থানেশ্বরী।
দএ দুঃখ কর পরিত্রাণ॥
ধএ ধূম্র বদনী।
নএ নমো নারায়ণী।
পএ মাতা পর্ব্বত-নন্দিনী॥
ফএ মাতা রূপা ফণী।
বএ মাতা বারাহিণী।
ভএ ভক্ত ভবের ভাবিনী॥
মএ মাতা মহেশ্বরী।
যএ জগৎ গৌরী।
রএ রক্তারূপা সনাতনী॥
লএ লক্ষ্মই বট [illegible]তী।
বএ বৈকুণ্ঠ স্থিতা
শএ মাতা শঙ্কর ঘরিণী॥
ষএ মাতা শাকাম্বরী।
সএ মা সঙ্কটেশ্বরী।
হএ মাতা হেমন্ত দুহিতা।
ক্ষএ ক্ষেম অপরাধ।
কর মাতা প্রসাদ।
রামলোচন দাসের বগ্রতা॥

এই কবির আরও একখানি চৌতিশা পরে উল্লিখিত হইয়াছে।

৫৭। লক্ষ্মী-চরিত্র।

প্রণমোহ নারায়ণ লক্ষ্মী-দেবীর পতি।
পদতলে প্রাণমোহ দেবী সরস্বতী॥
গণেশ দেবতা বন্দম গৌরীর নন্দন।
হরগৌরী প্রণমোহ যথ দেবগণ॥

যেই ভাবে লক্ষ্মী দেবী সর্ব্বত্রে থাকিব।
যেই দোষ পাএ লক্ষী পুরুষ ছাড়িব॥
যেই সব নারী জান লক্ষ্মী দেবী ছাড়ে।
সেই সকল নারী জান লোকে না আদরে॥
তাহার বিধান কিছু শুন দিআ মন।
লক্ষ্মীর চরিত্র কিছু শুন বিবরণ॥
মেরু পৃষ্ঠে সুখে হরি আছন্ত বসিয়া।
লক্ষ্মীরে জিজ্ঞাসা করে কৌতুক করিয়া॥
কোন কোন স্থানে লক্ষ্মী ভ্রমিআ বেড়াও।
কোন দোষে লোক ছাড় তাহা মোরে কও॥

শেষ :-

শ্রীকৃষ্ণ চরণে ভক্তি করি নমস্কার।
পুরাণের মত রচি লক্ষ্মীর প্রচার॥

* * *

এই কথা শুনে যেবা ভক্তি পুরস্কারি।
অবিরত লক্ষ্মী দেবী থাকে তার পুরি।
উপহাস্য করে শুনি লক্ষ্মীর চরিত্র।
তাহার শরীরে লক্ষ্মী ছাড়ে আচম্বিত॥

* * *

সুখ দুঃখ সমান যে পূর্ব্ব জন্মের ধর্ম্ম।
মনে ভাবি চাহ লোক কর পুণ্য কর্ম্ম॥
শুন শুন সাধু লোক লক্ষ্মীর চরিত্র।
শুনিলে অধর্ম্ম হবে শরীর পবিত্র॥

ভণিতা :—

গুণরাজখানে ভণে শুন সর্ব্বজন।
পুরাণের মতে আমি করিলাম রচন॥

ক্ষুদ্র গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ৬; দুই পৃষ্ঠে লেখা। পূর্ব্ব-সমালোচিত পুঁথির সহিত স্থানে স্থানে সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যে আর এক 'গুণরাজ খাঁ' পাওয়া গেল। হস্তলিপির তারিখ আধুনিক,—১২১৬ মঘী ৫ মাঘ। পয়ারের পদ সংখ্যা ১৪৬ মাত্র।

৫৮। আত্মনিবেদনী চৌতিশা।

এই চৌতিশা খানির নাম নাই। দারিদ্র্য-পীড়িত লেখক ধনলাভের জন্য ভবানী-পদে আত্ম নিবেদন করিয়াছেন বলিয়া ইহার উপরোক্ত নাম দেওয়া অসঙ্গত নহে। পদ সংখ্যা ১৩৬। হস্তলিপি বড় পুরাতন নহে,—পঞ্চাশ বৎসরের কিছু কম।

আরম্ভ :—

প্রেমানন্দে ভজ মন ভবানীর চরণ।
পরকালে পাপ ছাড়ি তরিবে সমন॥
করজোড়ে করি স্তুতি শুন গো অভয়া।
কিঙ্কর জানিয়া মোরে দেয় পদ ছায়া॥
কপাল লিখন দুঃখ না যাএ খণ্ডন।
কৃপা করি বিঘ্ন মোর করহ মোচন॥

শেষ :—

ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমাবতী ক্ষেম অপরাধ।
খণ্ডাইয়া আপদ মোর করহ প্রসাদ॥
খণ্ড তপস্যা কৈল জন্মিয়া সংসারে।
খেদ রৈল তুয়া পদ নারি দেখিবারে॥

ভণিতা :—

শ্রীরামলোচন দাস কাশ্মিসে বসতি।
রামদুলাল মুন্দারের প্রথম সন্ততি॥
শিবচরণ দেওআনজীর বটএ জামাতা।
সদাএ ভবানীর পদে করএ বগ্রতা॥

রচনা কাল :—

রুদ্র বসু চন্দ্র মঘী সন নিরূপণ।
কর্কটেতে ত্রয়োদশ দিনেতে লিখন॥
কুজবার সিতপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে।
সমাপ্ত হইল বেলা দশদণ্ড স্থিতে॥

পূর্ব্ব সমালোচিত ত্রিপদী চৌতিশাও ইহার লেখা। কাশ্মিস (কাশীয়াইস), চট্টগ্রাম পটীয়া থানার একটি গ্রাম। ইহার

প্রণীত একটি শ্যামাসঙ্গীত ও একটি বৈষ্ণব-পদ পাওয়া গিয়াছে।

৫৯। সহস্রগিরি রাবণ-বধ।

ইহার হস্তলিপির তারিখ অপেক্ষাকৃত আধুনিক,—১২১৬ মঘী। পত্র সংখ্যা ১১। দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ। রচনা পরিস্কার হইলেও নীরস।

আরম্ভ :—বেদে রামায়ণেচৈব ইত্যাদি শ্লোক।

একদিন কৈলাসেতে মিলে দেবগণ।
বিরিঞ্চি প্রভৃতি যথ দেবের আগমন॥
দেবতা সকলে তবে হইল একন্তর।
বসিলেক সভা করি শিবের গোচর॥

*   *   *   *

শিব পূজি একত্রে মিলিল দেবগণ।
বিষ্ণুর সঙ্গে কহে শিবে পূর্ব্ব বিবরণ।
হস্ত জোড়ে বোলে শিবে শুন নারায়ণ।
নাম মধ্যে রাম নাম পরম কারণ।
লঙ্কার রাবণ রাজা দশমুণ্ড ধরে।
আর কোন রাবণ মারিল গদাধরে॥
সাতকাণ্ড রামায়ণে নাহি সেই গাথা।
শুনিবার শ্রদ্ধা মোর সেই পূর্ব্ব কথা॥
বিষ্ণু বোলে শুন কহি সেই সব বিবরণ।
সহস্রগিরি নামে রাজা আছিল রাবণ॥

শেষ :-

সীতা বোলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
বধিছি সহস্রগিরি শুন নারায়ণ॥

*   *   *

শ্রীরাম শুনিয়া তবে সীতার বচন।
বিস্ময় জন্মিল তবে শ্রীরামের মন॥
জগতের মাতা তুমি জানকী সুন্দরী।
প্রণাম করিব তোমার চরণেতে ধরি॥

*   *   *

সীতা বোলে শুন ওহে প্রভু গদাধর।
ব্রহ্মশাপ হেতু তুমি সকল পাসর॥
পতিএ কোথাতে দেখ পত্নী নমস্কার।
ত্রিভুবনে অকীর্ত্তি রাখিল গদাধর॥

*   *   *

সীতা বোলে কহি আমি শুন সর্ব্বজন।
এথেক ভাবিআ দেবী শাপিলা তখন॥
স্মরণ না হুঁক সবের যুদ্ধ বিবরণ।
জানকীর শাপ কভু না যাএ খণ্ডন॥

*   *   *

সর্ব্ব সৈন্য বিদায় দিআ রাম নারায়ণ।
পদ্মাবতী চলি গেলা আপনার স্থান॥
শুভলগ্ন করি রাম করিল গমন।
দেশেতে চলিআ গেল রাজা বিভীষণ॥

ভণিতা :—

দেব রাম কেশবে বোলে, গতি অতি মতিহীন,
কালীরূপে শত্রু করে ক্ষয়।

৬০। অনন্তব্রত কথা (পাঁচালী)।

ইহা সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রকায় হইবে। সমগ্র পাওয়া যায় নাই। তিন পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। অনন্তব্রত এদেশে এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তখন ইহা গীত হইত।

প্রণমোহ নারায়ণ প্রভু নিরঞ্জন।
সর্ব্ব দেবগণ বন্দম দেবগণ চরণ॥
অনন্তব্রতের কথা শুন এক চিত্তে।
যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণেতে পুছেন্ত যেন মতে॥
যুধিষ্ঠির রাজা তবে চারি সহোদর।
সভা করি বসি আছে দেব গদাধর॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে শুন দেব নারায়ণ।
কোন মতে হএ মোর-পাপ বিমোচন॥

শ্রীকৃষ্ণ কহেন কথা ধর্ম্মরাজার ঠাই।
অনন্তব্রতে সম ত্রিভুবনে নাই॥

ভণিতা :—

দ্বিজ মাধবে ভণে অনন্ত চরণে।
কান্দিতে কান্দিতে মুনি প্রবেশিল বনে॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৯৭ মঘী ৩১ শ্রাবণ।

৬১। দক্ষযজ্ঞ গায়ন।

এই 'গায়ন' শ্রেণীর সমস্ত পুঁথিগুলি এইরূপ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে এ সকল অভিনীত হইত না কি? এই পুঁথির অত্যল্পমাত্র পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১২১৫ মঘীর। বড় অধিক দিনের রচনা নহে।

অনুমতি দেও ভোলানাথ যাইব যজ্ঞেতে।
পিতের বাড়ী কন্যা যাইতে অপমান কি তাতে?
চিরদিনের আশা মনে, যাইব পিতের ভুবনে,
মিছে বাধা দেও গো কেনে ধরি চরণেতে।
যাবে সতি যাও তোমার যেমন ইচ্ছা হএ মনে।
থাকলে তুমি থাকতে পার গেলে
রাইখতে পারি না॥
তুমি আমার সাধনের ধন, হৃদে রাখ যতনে,
এই ভিক্ষে চাহি গো সতি, হায় গো সতি.
তোমা যেমন হারাইনে॥

কথা।

ওহে প্রাণসখি ভোলানাথকে দেখা করার
জন্যে যাব;
তোমার ইচ্ছা হইএ থাকলে
অবশ্য যাইতে হএ॥

গান।

আমি মা বাপের ঝি, লোকে বোলবে কি,
পিতের বাড়ী কন্যা যাইতে, অপমান কি?
যাইতে ইচ্ছা হইল যেনে,
মিছে বাধা দেও গো কেনে,
মিছে বাধা দিও না গো ধরি শ্রীচরণে।

দক্ষালয়ে সতি তোমার যাওয়া ত হবে না।
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে মনের গৌরব রবে না॥

কথা।

ওহে প্রিয়ে, পিতের বাড়ী কন্যে যাইতে
আমন্ত্রণ কৈর্ত্তে হএ না; তুমি অনুমতি দেও!

৬২। রাধিকার বারমাস।

বৈশাখ মাসেতে কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে।
বিরহ আনলে দগ্ধ করিআ রাধারে॥
বিদগ্ধ নাগরী পাইআ ছাড়ি গেলা মোরে।
বংশীরবে প্রাণি দহে শূন্য দেহ ঘরে॥

শেষ :—

চৈত্রে নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ দরশন।
চন্দ্র চকোরে যেন হইল মিলন॥

ভণিতা :—

রামতনুর শিষ্য হএ শ্রীরামশরণ সেন।
এই বারমাস আমি পাইআছি অখন॥
দীননাথের শিষ্য হএ নামে ছত্রনারায়ণ।
অখনে গুরুর পদে করি আরাধন॥
আমার কনিষ্ঠ জান নামে শ্রীরাধামোহন হএ।
মম পুত্র শ্রীকালীকিঙ্কর নাম হএ॥
মম পিতার নাম হএ নামে ঘনশ্যাম।
খুল্লতাত উৎসব রায় জানএ সংগ্রাম॥

পদ সংখ্যা ২৯। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী। লেখকের নিবাসস্থান চট্টগ্রাম—আনোয়ারা। অদ্যাপি বংশ আছে।

৬৩। স্বপ্নাধ্যায়।

আরম্ভ :—

পঞ্চ ভাই সহোদর রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাক্লেশ বনবাস করে মহাধীর॥
একদিন পঞ্চ ভাই গহন কাননে।
দেখিবারে ব্যাসদেব তথা আগমনে॥
ব্যাস দেখি পঞ্চ ভাই দণ্ডবত হইল।
পরম আনন্দ মনে তাকে জিজ্ঞাসিল॥

কহ কহ পিতামহ শুনিএ তোমাতে।
রাত্রি শেষে যথা স্বপ্ন দেখিতে প্রভাতে॥
চক্ষু মুদিত স্বপ্ন দেখি প্রতিনিত।
দুঃস্বপ্ন কুস্বপ্ন কিবা হএ কদাচিত॥

শেষ :—

দিবাতে দেখিলে স্বপ্ন সকল বিফল।
ভালো মন্দ দেখিলে না হইব বিকল॥
স্বপ্ন দেখিলে নিদ্রা জাগিব কদাচিত।
শুচিত হইয়া কথা কহিব বিধিত॥
জল মধ্যেতে যেবা করিছে ভোজন।
অবশ্য নৃপতি হয়ে শুনহ রাজন॥
স্বপ্নে কুকুট পক্ষী দেখিছ মহাশয়ে।
পাইবা যে ভালো ভার্য্যা শুন মহাশয়ে॥
দ্রুপদ রাজার ভার্য্যা (?) আছে স্বয়ম্বর।
তথাতে চলিয়া যাও পঞ্চ সহোদর॥
স্বপ্ন দেখিয়া বন্ধুজনে না ভাবিব ভাল।
তবে সেই স্বপ্ন হইতে হইব জঞ্জাল॥
এথ বলি ব্যাস দেব হইলা অন্তর্দ্ধান।
এই মতে স্বপ্নাধ্যায় হইল সমাধান॥

ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পদ সংখ্যা ৮৮ মাত্র।

৬৪। লবকুশের যুদ্ধ।

ইহার কয়েকটি পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই নামে তিনখানি পুঁথি পাওয়া গেল;—একখানি পূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে, আর একখানি পরে আলোচিত হইবে। সমালোচ্য পুঁথির ভণিতা পাই নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী।

আরম্ভ :—

অশ্বমেধ কহি এক কৌতুক প্রসঙ্গ।
জয়মুনি ভারত মতে করি পদবন্ধ॥
লবকুশ জন্মিলেক মুনি তপোবনে।
শত্রু পরিচয় নহে রাম দরশন॥
সবে মাত্র দুই ভাই পরিমিত অস্ত্র।
পৃথিবীর সৈন্য সমে প্রভু রামচন্দ্র॥
পিতাপুত্রে মহারণ অতি অসম্ভব।
লব কুশ স্থানে সব সৈন্য পরাভব॥
কথদিন ভ্রমি ঘোর দেশ দেশান্তর।
দৈবযোগে নিজ দেশে আসিল অশ্ববর॥
জাহ্নবী তরিআ গেল মুনির আশ্রমে।
লবে দেখি অশ্ব বান্ধে কদলীর বনে॥
অশ্বের বন্ধন দেখি কোপ করি মনে।
কেবা দিছে কেবা দিছে পুছে জনে জনে॥

৬৫। বিরস পাঞ্চালী—ভ্রমরপদ্মিনী।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। অনেক স্থল পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহা বড়ই দুষ্পাঠ্য। এজন্য এতৎ সম্বন্ধে বিশেষরূপে কোন কথা বলা চলে না। গ্রন্থের নামটি যথাযথ লিখিয়া দিলাম। প্রণেতার নাম পাওয়া যায় নাই; হস্তলিপির তারিখ আধুনিক—১২১৫ মঘী। ভাষা গদ্য পদ্য মিশানো। নিম্নে নমুনা দেওয়া গেল। ইহা আধুনিক রচনা কিনা, আমি বলিতে পারি না :—

আরম্ভ :—

হেম ঋতু যথ দিন ছিলো, তথ দিন ভ্রমর কেতকী ইত্যাদি নানা ফুলের মধু খাইতো। পরে বসন্ত ঋতু আইসে উপস্থিত হওয়াতে পূর্ব্বাকার আহ্লাদে পদ্মিনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাতে অনেক দিনের পর ভ্রমর আইসাতে পদ্মিনীর মনেতে পরিচিহ্ন হইয়া ভ্রমরকে কি বলেছে তাহা শুন :—

শুন শুন ভ্রমরা বন্ধু, খাইয়া কেতকীর মধু,
রঙ্গে ভঙ্গে কৈরে ফের ছলা।
সাধে বোলে বার খাইতে, সাধে এ বেড়াস্ পথে পথে,
পদ্মিনী হইয়াছে এখন হেলা॥

তাইতে তোরে যাইতে বলি, শুনরে কমলের অলি,
প্রেমের কথা ছাপা নাহি রহে (রএ)
এখন হইয়া কেতকিনীর বশ, সদাএ করস্ রঙ্গরস,
দেখনা তোর ঐ চিহ্ন আছে গাএ ॥

(এস্থলে পদ্মিনী ভ্রমরকে যত সব দেবতাদের চিহ্ন সকলের তালিকা দিতেছেন); যথা :—

'ব্রহ্মার চিহ্ন চতুর্ম্মুখ কমণ্ডলু করে।
বিষ্ণুর চিহ্ন চতুর্ভুজ গদাচক্র ধরে ॥'

ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার পর একটি 'গায়ন'; তার পর,—

"পদ্মিনীর অতিশয় মান দেইখে ভ্রমর বৈলেছে :—

পদ্মিনীর দেইখে মান, ভাবে অলি অপমান,
বিনয় করিআ কাইন্দে বোলে।
শুন ওগো কমলিনী, তোমা বহি নাহি জানি,
কখন না যাই অঁন্য ফুলে ॥
আমি দেহ তুমি প্রাণ, ইথে কিছু নাহি আন,
আটা আছে পিরীতির খিল।
আমি যেইখানে যাই, তোমা হইতে শুণ গাই,
তোমা ছাড়া নাই এক তিল ॥
ভ্রমর-বিক্রীতি পদ্মিনী কাছে, এই কথা প্রসিদ্ধ আছে
আমি নাকি বদ্ধ থাকি হইআ।
মিথ্যা অপবাদ দিএ, এবার সইবে লো প্রিয়ে,
কথা কহ সূর্য্য অস্ত যাএ ॥"

নিম্নের পরিচিত বাক্য দুইটি এই পুঁথিতেও পাওয়া যাইতেছে :—

ওহে ভ্রমরা আমার কলঙ্ক হউক তাহে নাহি ডর।
তুমি মাত্র সুখে থাক ভাবি নিরন্তর ॥
আমি হৈলাম পুরাতন ফুরাইল মধু।
অখন কি দিআ মন ভোলাও বধু ॥

স্থানে স্থানে সুন্দর কথাও আছে, এই দেখুন :—

(১) ভাবিলে অলি তোমার শুণ,
জলেতে লাগে আগুন,
পাষাণ ভিন্ন হৈআ যায়।

(২) কৃষ্ণ প্রেমে ব্রজাঙ্গনা কথ দুঃখ পাইলে।
কালো কোকিলের স্বরে বিরহিনী জ্বলে ॥
কালো নয়ানের তারা দুইকূল মজায়।
কালোজন দেখিলে পরে দ্বিগুণ জ্বালা হএ ॥
যার রূপে এতিন ভুবন হয় আলো।
সেই হৈলো কলঙ্কের শশী কলঙ্কের কালো ॥
তুই তো ভ্রমরা কালো আমি তোরে জানি।
দেখ মধু দান দিএ তোর হইলাম দোচারিণী ॥

গ্রন্থের পরিসমাপ্তি কিরূপ জানিবার উপায় নাই। ইহার পর আর লেখা হয় নাই।

৬৬। জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী।

পূর্ব্বে এই নামের আরও একখানি পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। সেখানি ও এইখানি মূলতঃ এক হইলেও ভিন্ন হস্তের রচনা। ক্ষুদ্র পুঁথি। পদ সংখ্যা ৭২। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :

প্রণমোহ গণপতি গৌরীর নন্দন।
যাহার স্মরণে হএ বিঘ্ন বিনাশন ॥
সরস্বতী পাদপদ্মে প্রণতি করিয়া।
আক্ষার কণ্ঠেতে স্থিতি করহ আসিআ ॥
শিরে করি বন্দম্ উমা মহেশ্বর।
যাহার প্রসাদে তরি এ ভবসাগর ॥
জয় মঙ্গল চণ্ডিকার পাঞ্চালী যেবা শুনে।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয়ে তার চণ্ডিকা কারণে ॥
এক দিন কৈলাসেতে মহাদেব গৌরী।
নানা রঙ্গে পুষ্প তুটে বোলেন অধিকারী ॥

শেষ :—

নমস্কার করি রস্তা সুখ অঙ্গে বৈসে।
মরি গেল ভদ্রা চেরী চণ্ডীর আদেশে ॥
ভদ্রার পেলিল নিআ তেলাকুচি বন।
এহারে শুনিলে হএ দারিদ্র্য লক্ষণ ॥

*　　　　*　　　　*

স্বর্গ হোন্তে পুষ্প ঘন বরিষণ।
ভদ্রারে পেলিল নিআ জলের ভুবন ॥
পুত্রবধূ বরে কথা শুনে যেই জন।
রোগ শোক দরিদ্রতা খণ্ডে ততক্ষণ ॥
চণ্ডীর পাঞ্চালী যেবা পঠে শুনে গাএ।
লক্ষ্মী দেবী দৃষ্টিতে অলক্ষ্মী ছাড়ি যাএ ॥
ভক্তজনের মতি জন্মে করি নমস্কার।
পুস্তক বিশাল হএ না লিখিল আর ॥

"ইতি সেবক শ্রীমাগনদাস সেন সাং বরমা (জেলা চট্টগ্রাম)। ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ ॥"

৬৭। লবকুশের যুদ্ধ।

এই পুঁথির প্রথম পাতা নাই। পত্র সংখ্যা ১৮; দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

দেখিল পড়িছে রণে শত্রুঘ্ন কুমার।
ভাই ভাই বোলিআ লাগিল কান্দিবার ॥
ধুলা ঝারি শত্রুঘ্ন রথে তুলি লইল।
কথ দূরে সেই দুই বালক দেখিল ॥
দেখিআ লক্ষ্মণ বীর ভাবে মনে মনে।
গর্ব্ভবতী সীতারে এড়িল এই বনে ॥
বাল্মীকি আসিআ সেই নিলেক সীতারে।
দৈবে বুঝি এ দুই সীতার কুমারে ॥
এথ ভাবি পরিচয় পুছে লব স্থানে।
সত্য করি কহ শিশু হও কোন জনে ॥

শেষ :-

এথেক কহিআ তবে দেব প্রজাপতি।
চলিল যে নিজ পুরে দেবের সঙ্গতি ॥
তখনে ভূতল হোন্তে শব্দ নিঃসরিল।
শান্ত হও রামচন্দ্র পৃথিবী বলিল ॥
ইহলোকে সীতা সঙ্গে নাহি দরশন।
গীত শেষ রামায়ণ করএ শ্রবণ ॥
ক্রোধ সম্বরিলা রাম অনেক যতনে।
পৃথিবীর বচনে রাম ব্রহ্মার বচনে ॥

ভণিতা :—

লোকনাথ সেনে কহে,　না করিঅ শোক ভয়ে,
রাম পুনি যাইব দেশেতে ॥

"ইতি লবকুশের যুদ্ধ সমাপ্ত। স্বাক্ষর শ্রীছাত্র নারায়ণ আউচ। ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ।"

৬৮। সত্যপীরের পাঞ্চালী।

এই পুঁথিখানি পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রাচীন-পুঁথিগুলি একরূপ প্রহেলিকা মাত্র। এই পুঁথিরই আর একখানি নকল পাইয়াছি, তাহাতে 'ফকির চান্দ' ভণিতা আছে। আবার অদ্যকার সমালোচ্য পুঁথিতে ভণিতা দেখিতেছি, দ্বিজ পণ্ডিতের। অথচ মূল বিষয় একই, স্থানে স্থানে দুই এদের পার্থক্য আছে মাত্র। অদ্যকার পুঁথির প্রারম্ভের এই দুইটি চরণ নূতন :—

প্রণমোহ আদি দেব আদি নিরঞ্জন।
অনাহেতু কৈলা প্রভু জগত সৃজন ॥

ভণিতা :—

পীরের চরণতলে, দ্বিজ পণ্ডিত বোলে
কৃপা কর সাধু দুই জন ॥

নিম্নলিখিত শব্দগুলি আলোচনার যোগ্য বোধে এখানে দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়া দিলাম

নিকার=দাসী কর্ম্ম।

আর এক দিন তবে সাধুর কুমারী।
নিকারী করিতে গেল ব্রাহ্মণের বাড়ী ॥

নিশ্চয়ার্থক 'টি' স্থলে 'খানি' প্রয়োগ :—

অা দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সাধুর কন্যাখানি।
তারা সবে শুনিয়া জে বলিয়েক বাণী॥

অথান্তর=বিপদ।

এথাতে ঠেকিল এক অথান্তর বাণী।
মাএ ঝিয়ে দুই জনে করএ জে ছিরি॥

ছাপা=(নৌকা) ঘাটে লাগা।

শ্বশুরে ছাপাইছে নৌকা জামাতা হইছে তল।
তা দেখিয়া মাএ ঝিএ কান্দিয়া বিকল॥

"ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ ১৯ ফাল্গুন রোজ বৃহস্পতিবার। এই পুস্তকের হক মালিক শ্রীবৈষ্ণবচরণ চৌং পীং কীর্ত্তিচন্দ্র চৌং।" পত্র সংখ্যা ১২। দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র।

৬৯। পরাদ (প্রহ্লাদ) ভক্তের চৌতিশা।

পদ সংখ্যা ১৩৬।

আরম্ভ :—

করজোড়ে পরাদে করএ নিবেদন।
করুণা সাগর হরি তুমি নারায়ণ॥
কাটিবারে চাহে মোরে জনক দুর্ব্বার।
কাতর হইলুম রক্ষা কর এইবার॥
খরতর দৈত্য সবে বেড়ি চারি ধার।
খাণ্ডাএ কাটিতে চাহে শরীর আন্ধার॥
খগপতি নাথ তুমি জগতে খ্যাতি।
খণ্ডাও আপদ মোর প্রভু যদুপতি॥

শেষ :—

সাতালি পর্ব্বতে তুলি মারিল পাছার।
সারিলা আপনে মোরে না কৈলা সংহার॥
সকল ভেন্ধার মায়া জানিলুম নিশ্চয়।
শরণাগতেরে রক্ষা কর দয়াময়॥
হরষিতে যাইমু প্রভু বৈকুণ্ঠ নগর।
হিত কর আপনে আসিআ গদাধর॥
হুহুঙ্কারে দৈত্য সৈন্য করিলা সংহার।
হইলুম দাসের দাস রক্ষ এইবার॥
ক্ষেপিআ অসুর সৈন্য করহ সংহার।
ক্ষিতিতলে খ্যাতি রাখ আপনার॥

ভণিতা :—

ক্ষম অপরাধ মোর প্রভু গদাধর।
ক্ষীণ সীতারাম দন্তে মাগে এইবর॥

'প্রহ্লাদ'—"ডলয়োরভেদঃ" সূত্র মতে 'পড়াদ' হওয়াই উচিত নহে কি?

৭০। বিদ্যাসুন্দর (গায়ন)।

শুনিতে পাই, 'গায়ন' শ্রেণীর সমস্ত কাব্য-গুলি এদেশে পূর্ব্বে অভিনীত হইত। এই-গুলি বর্ত্তমান কালের নাটকের অভাব পূর্ণ করিত, সন্দেহ নাই। আবার দেখিতেছি, প্রায় সব 'গায়ন' গুলিই একই ধরণের। আলোচ্যমান গ্রন্থখানির ভাষা মার্জ্জিত; রচনা কোন সময়ের বলা যায় না। লেখকের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ ১২০১ মঘী অর্থাৎ ৬১ বৎসর পূর্ব্বে। সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। আরম্ভ এইরূপ :—

জগদম্বে তোমার অপার লীলে অনন্ত মায়াএ
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সদাকাল পুরন্দর।
বসে আছে তদুপর (?) তোমার লীলাএ॥
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা কাশীবাসিনি।
অন্নের জন্যে হইলেন ছন্ন ত্রিশূলপাণি।
তোমার চরণ পুজিএ দশাননেরে বধিএ,
রামচন্দ্র রাজা হলে কল্লেন আপনি।
কেলুয়া ডাবিস্ কিরে আর।
দিএশলাই আনেছিলাম বিকাই না গো আর॥

এইরূপে মেথর, মেথরাণী দিয়া গ্রন্থের অবতারণা। কোনটি কাহার উক্তি, সহজে নির্দ্দেশ করা যায় না। স্থানে স্থানে ভাষা

সুন্দর। মালিনীর, উক্তির কিছু নমুনা দেখুন :—

"একলা প্রাণে ক'দিক যার,
পড়াছি এক বিষম দেটাএ।
য দিকে না চাইএ দেখি, সেই দিগেতে
সব দৈএ যাএ।
পাড়াতে না গেলে পরে, বিরহিণী প্রাণে মরে,
মালঞ্চে না গেলে পরে, কুসুম কলি সব
লুটে যাএ।"

৭১। গোবিন্দ-বিজয়।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে এই গ্রন্থখানি বোধ হয় প্রকাশিত হইয়াছে। নাম সম্বন্ধে এই বৈষম্য কিরূপে হইল, বলা যায় না। ইহা ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ মাত্র। আমি দশম স্কন্ধের অনুবাদ পাইয়াছি। রচয়িতার নাম মালাধর বসু। তাঁহার উপাধি গুণরাজ খাঁ। ইহা গৌড়ের সম্রাট হোসেন শাহার প্রদত্ত। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই 'গুণরাজ খাঁ' উপাধির ভণিতা। 'মালাধর বসু' ভণিতা কেবল এক স্থানে পাইয়াছি। বাবু দীনেশ-চন্দ্র সেন মহোদয় কবির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। তাহা একাদশ স্কন্ধের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে কি ?

'বাপ মোর ভগীরথ মাও ইন্দুমতী।
তাহার প্রসাদে মোর নারায়ণে মতি।

এই দুই ছত্র ভিন্ন তাঁহার আত্ম-বিবরণী সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ১৩৭। দুই পৃষ্ঠে লেখা। আনুমানিক চরণ সংখ্যা ১৪৭৪২। পয়ারে অধিকাংশ স্থান লেখা। কিন্তু সুন্দর স্থান আছে। তাহা ছাড়া, প্রাচীন-সাহিত্যের বিভক্তি প্রভৃতির চিহ্ন-সংগ্রহ পক্ষে এই গ্রন্থ-খানি অতি মূল্যবান পদার্থ।

দেখা যাইতেছে, এই গ্রন্থ রচনা সময়ে বাঙ্গালা ক্রিয়াগুলি কতকটা সংস্কৃতের অনু-যায়ী নিষ্পন্ন হইতেছিল। অবশ্য বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ার কথাই বলিতেছি। সংস্কৃতে বচনভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়,—বাঙ্গালায় কেবল একবচন ও বহুবচনের রূপই চলিত। যেমন, 'করন্তি', 'চলন্তি' 'করসি' ইত্যাদি।

সপ্তমী বিভক্তিতে কিছু বিশেষত্ব ছিল। 'রে', 'এ', এবং 'তে' তিনটিই ব্যবহৃত হইত। যেমন, 'দেশেরে', 'দেশএ', 'দেশেতে'। পরবর্ত্তী কালে 'রে' বিলুপ্ত হইয়াছে এবং 'এ' পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'ক' চিহ্ন ছিল। যেমন, বাপুক, বৎসক। পরবর্ত্তী সময়ে 'এ' যোগ হইয়া 'কে' হইয়াছে।

আর আর কথার এখানে আলোচনার স্থান ও সময় নহে। এই গ্রন্থের হস্তলিপির তারিখ "স্বস্তি সৌর মাঘস্ত সপ্তবিংশ দিবসে চন্দ্রদণ্ড স্থিতে পুস্তিকা সমাপ্ত। সন ১১৫১ মঘী তাং ২৭ মাঘ শ্রীরামহরি দাস পীং জয়নারায়ণ দাস, স্বঅক্ষর। আমলে শ্রীশ্রীযুক্ত কালীচরণ দেবানজীউ। যেই দিন কৈলগাতা রাহি করিলেন সেই দিন।"

৭২। লঙ্কাকাণ্ডে মহীরাবণ।

এই গ্রন্থখানির মোট পাঁচ পাতা পাওয়া গিয়াছে। দুই পৃষ্ঠে লেখা। লেখকের নাম শ্রীভৈরবচন্দ্র আউচ, সাকিন আনোয়ারা। হস্তলিপির তারিখ সন ১২৪০ বাঙ্গালা। প্রথমে কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে; শেষাংশ পাওয়া যায় নাই।

বন্দম প্রভু নারায়ণ অনাদি নিধন।
ক্ষীরোদ সাগরে প্রভু তুমি (নারায়ণ)॥
লক্ষ্মী স্বরস্বতী বন্দম করিয়া ভকতি।
শঙ্কর পার্ব্বতী বন্দম কার্ত্তিক গণপতি॥
বেদের বেধানে বন্দম দেব পদ্মাসন।
অষ্ট লোক পাল বন্দম দেবতা পবন॥
চন্দ্র সুর্য্যী প্রণমোহ য়ার পুরন্দর।
দশরথ রাজা বন্দম অজের কোঞর॥

*　　*　　*

বাল্মীকি প্রভৃতি বন্দম অথ মুনিগণ।
যাহার প্রসাদে হইল পুস্তক রাবায়ণ*॥
একে একে প্রণমোহ অথেক দেবতা।
কৃষ্ণ সনে রাধা বন্দম রাম সনে সীতা॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুসার।
দেবী সরস্বতী আন কণ্ঠেতে যাহার॥
শুন শুন সর্ব্বলোক অপূর্ব্ব কথন।
মনে মনে বিরোধিয় রাজা দশানন॥
পাত্রি মিত্র কেহ নাহি শান্থাইতে রাবণ।
সিংহাসনে বসি রাজা করএ ক্রন্দন॥

উদ্ধৃতাংশে কৃত্তিবাসের যে নাম আছে তাহাকেই ভণিতা বলিয়াছি। ইহা সত্য নাকি?

৭৩। চাণক্য-শ্লোকের অনুবাদ।

অনেকখানি অনুবাদ পাওয়া গেল। সবগুলি একজনের কৃত বলিয়া বোধ হয় না। একটারও অনুবাদকের নাম নাই। সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনেক নীতি-কবিতা চাণক্য-শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; অথচ সংখ্যার অষ্টোত্তরশতটিই আছে। মুদ্রিত চাণক্য শ্লোকের অনেক শ্লোক বাদ গিয়া অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোক তৎস্থানাধিকার করিয়াছে। দুইটি শ্লোকের অনুবাদ এই :—

(১) উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রু বিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সহায় যে হয়।
দুর্ভিক্ষে আর শত্রুবৃন্দে সদয়॥
বিপদে বিপদ যাহার সমান জ্ঞান।
সেই সে বান্ধব বলি প্রধান॥

(২) পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখং॥
পর হস্তে কার্য্যনাশ করে যেই জন।
সমুখেয় কঅ প্রিয় মধুর বচন॥
বিষ পরিপূর্ণ কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর।
এমত দুর্জ্জন মিত্র তেজিবেক ধীর॥

হস্তলিপির তারিখ আধুনিক—১২১৬ মঘী। প্রাপ্তিস্থান আনোয়ারা।

৭৪। ছাতন—ময়নাবতী-পুঁথি।

এই পুঁথির প্রকৃত নাম "লোর চন্দ্রানী ও সতী ময়না"। পুঁথিখানির উপখ্যানাংশ দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে লোর রাজ ও চন্দ্রানীর বৃত্তান্ত প্রকটিত; এবং দ্বিতীয় ভাগে ছাতন ও ময়নাবতী রাণীর প্রসঙ্গ মুখ্যতঃ বর্ণিত হইয়াছে। লোর গোহারী নামক দেশের রাজা, ময়নাবতী তাঁহারই প্রথমা মহিষী। চন্দ্রানী মোহরা নামক দেশের রাজকুমারী,—পরে লোরের দ্বিতীয়া মহিষী হয়েন। 'পদ্মাবতী'কাব্যে অমর কবি সৈয়দ আলাওল সাহেব

"যেহেন দৌলত কাজী 'চন্দ্রাণী' রচিল।
লস্কর উজির আসরকে আজ্ঞা দিল॥"

এই বাক্যে যে চন্দ্রানীর ইঙ্গিত করিয়াছেন, এই সেই (লোর) চন্দ্রানীর পুঁথি।

এই পুঁথির প্রথমভাগ অপেক্ষা দ্বিতীয়

* হস্তলিখিত অনেক পুঁথিতে রামায়ণ শব্দের পরিবর্ত্তে রাবায়ণ দেখা যায়।

ভাগ শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। এই কারণে পাঠক মহলে দ্বিতীয় ভাগেরই বেশী আদর; এবং এই কারণেই পাঠক সমাজ মূল পুঁথি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দ্বিতীয় ভাগকে ছাতন ময়নাবতী পুঁথি নামে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, দ্বিতীয় ভাগ বুঝিবার জন্য প্রথমভাগ জানা না থাকিলেও চলিতে পারে;—তাহাতে মর্ম্মপরিগ্রহের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে না। বস্তুতঃ 'ছাতন-ময়নাবতী পুঁথি' কবির স্বপ্রদত্ত নাম নহে।

কবিবর দৌলত কাজী পুঁথিখানি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম ভাগ সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ রচনার পর তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; 'লোর চন্দ্রানী'ও (সচরাচর পুঁথিখানি এই নামেই বেশী পরিচিত) বহুদিন অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া থাকে। বহুদিন পরে (কত দিন পরে বলা যায় না। সম্ভবতঃ 'পদ্মাবতী' ও সয়ফল মুলুক বদিয়জ্জমাল' রচনার পর) কবি আলাওল এই অসম্পূর্ণ পুঁথির অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়া দেন। বঙ্গীয়-সাহিত্যজগতে এক কবির আরব্ধ কার্য্য অন্য কবির হস্তে সম্পন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত তৎকালে ইহাই প্রথম কি না, জানি না।

চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য রোসাঙ্গের বা পূর্ব্বকালীন মগরাজাদের ইতিহাস আমাদের একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রোসাঙ্গের বা মগদের কোন ইতিহাসই এই পর্য্যন্ত পাইতে পারি নাই। রোসাঙ্গের ইতিহাস পাইতে পারিলে কবি দৌলত কাজী ও আলাওলের সময়-নির্ণয় সহজেই হইত।

রোসাঙ্গের রাজা, 'রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মার' আমলে—তাঁহারই রাজসভায় থাকিয়া কবি দৌলত কাজী উক্ত রাজার 'লস্কর উজির' আসরফ খাঁর আদেশে 'লোর চন্দ্রানী'র রচনা আরম্ভ করেন। এতদধিপতির পরবর্ত্তী চতুর্থ রাজা 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার' আমলে তাঁহারই সভায় থাকিয়া 'শ্রীমন্ত ছোলেমান' নামা রোসাঙ্গের কোন মহাত্মার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া কবি আলাওল 'লোর চন্দ্রানীর' শেষাংশ সম্পূর্ণ করিয়া দেন। সুতরাং বহুদিন পরেই 'লোর চন্দ্রানী' সমাপ্ত হইয়াছিল, বলা অসঙ্গত নহে। স্থানান্তরে আমরা আলাওলের গ্রন্থাবলীর সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি; এবং ভবিষ্যতে কবি দৌলতের সময় নির্ণয় ও গ্রন্থ সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিব বাসনা আছে বলিয়া অদ্য তৎপ্রসঙ্গে বাক্যব্যয় অনাবশ্যক বিবেচনা করি। সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে যে, কবি দৌলত কাজী ষোড়শশতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

কবি আলাওলের জন্মস্থান গৌড়ের ফতেয়াবাদ—জালালপুর হইলেও তিনি চট্টগ্রামেই জীবনাতিবাহন করিয়াছিলেন। কবি দৌলত কাজীর জন্মস্থানের উল্লেখ পুঁথিতে না থাকিলেও তিনি রোসাঙ্গবাসী ছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। রোসাঙ্গের রাজসভা তখন মুসলমান উজির ওমরাহেই অলঙ্কৃত ছিল, বোধ হইতেছে। মহাত্মা মাগন ঠাকুর, শ্রীমন্ত ছোলেমান, সৈয়দ মছা, সৈয়দ মহম্মদ খান, মজলিশ নবরাজ, সৈয়দ ছউদ শাহ, এবং লস্কর উজির আসরফ খাঁ, ইঁহারা সকলেই রোসাঙ্গরাজদরবারের উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি

পাঠে জানা যাইতেছে। ইঁহাদের কাহার জন্ম কোথায়, জানিবার উপায় নাই। চট্টগ্রাম রাউজানের এলাকাধীন কদলপুর নামক গ্রামে 'লস্কর উজিরের দীঘি' বলিয়া একটা প্রকাণ্ড জলাশয় অদ্যাপি প্রতিষ্ঠাতার নাম ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। সম্ভবতঃ এইটি লস্কর উজির আসরফ খাঁরই কীর্ত্তি চিহ্ন হইবে। চট্টগ্রামে প্রাচীন গৌরবের অনেক ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে;—নাই কেবল সেই দিন,—নাই কেবল তাহার খোঁজ করিবার লোক! হা মাতঃ জন্মভূমি! যাঁহারা তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম, তাঁহারা তোমার প্রতি উদাসীন,—তোমাকে ভ্রুক্ষেপও করেন না। আর অন্নচিন্তা-বিষধর-দংশন-কাতর এই অভাগার চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে তোমার পদসেবার প্রবল বাসনা থাকিলেও তোমার কি কাজই বা করিতে পারিবে?

'লোর চন্দ্রানীর' দ্বিতীয় ভাগ বড়ই সুন্দর, আগেই বলিয়াছি। 'ছাতন' কোন ধনবানের পুত্র; ময়না রাণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎসমাগমাশে 'রতন' মালিনীকে দূতী নিযুক্ত করে। মালিনী নানা কৌশল জাল বিস্তার করিয়াও ময়না রাণীর সতীত্ব টলাইতে পারিল না। অবশেষে ষড়্‌ঋতুর মোহকরী বর্ণনায় রাণীর মন টলিবে ভাবিয়া ঋতুবর্ণনা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই ঋতুবর্ণনাই এই খণ্ডের সৌন্দর্য্য সার। ইহার ভাষা ব্রিজবুলী মিশ্রিত। প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণবিন্যাসবিভ্রাটের কিরূপ প্রাবল্য, পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকগণ বেশ জানেন; তদুপরি মুসলমানের লেখা হইলে ত কথাই নাই। 'লোর চন্দ্রানী' চট্টগ্রাম হইতে বহুদিন পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল মুসলমানদেরই জন্য। গ্রন্থখানি জাতি নির্ব্বিশেষে পঠিত ও আদৃত হওয়ার উপযুক্ত। মুসলমানদের মধ্যে প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনের যোগ্য লোক খুব কম আছেন; সুতরাং 'লোর চন্দ্রানী' (তথা 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যও) সে অতি কদর্য্যভাবেই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য! অধিকাংশ স্থলেই অর্থবোধ হয় না; এমন কি অনেক স্থলের ভাষাকে বাঙ্গালা না বলিয়া অন্য কোন ভাষা বলা যাইতে পারে। তাই এ গ্রন্থখানি বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বলিয়া রাখা উচিত, এ প্রকাণ্ড গ্রন্থ বর্ণিত আখ্যানটি হিন্দু আখ্যান।

একখানি মাত্র হস্তলিপি আশ্রয় করিয়া প্রাচীন পুঁথির সুন্দর আলোচনা সম্ভব নহে। এই পুঁথির ভাষা ও কবিত্বের নমুনা স্বরূপ নিম্নে কয়েক স্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

মালিনীর উক্তি।

রাগ—দক্ষিণাস্ত শ্রী।

প্রাণি মোর দহে দহে।
রাজার নন্দিনী কেন রে ময়না, এত দুঃখ সহে। ধু।
প্রথম গরিষা দেখ প্রবেশ আষাঢ়।
বিরহিণী বিরহ বাড়এ অতি গাঢ়।
মদন রসিক জিনি নীরকলা ঘন।
শিখরে নাচএ শিখী ধরিআ পেখন।
নবনীর পানে মত্ত চাতক চপল।
পিউ পিউ উচ্চস্বরে ফুকারে মঙ্গল॥
কেহ নাচে কেহ গাএ সারস বিহঙ্গ।
দোলএ দম্পতী সব মদন তরঙ্গ॥
আইসএ পন্থিক জন বধূ প্রেমগুণি।
নির্জ্জন সঙ্কেত সুখ বরিষা রজনী॥

নিজ গৃহে অনুসারি আইসে বণিজার * ।
বরিষা নিকটে কান্ত না দেখি ময়নার ॥
যার ঘরে নিজ কান্ত করএ বিলাস ।
কামাকুল কামিনী না ছাড়ে কান্তপাশ ।
তুই ময়নার দুঃখ দেখি বিরহে তাপিনী ।
এ বোলিআ ভূমি পড়ি বিলাপে মালিনী ॥

মালিনীর বিনয় ।

রাগ—সুহই ।

তোর দুঃখ দেখি মুঞি মরি যাম,
বোলে ছুরি দেও রাণী ।
মালতী ভোমরা, যেন সমাগম,
চারু ছৈলা † দেও আনি ॥ ধু ।
দখ ময়নাবতী, প্রথম আষাঢ়,
চৌদিগে সাজে গম্ভীর ।
বধূজন প্রেম, ভাবিতে পন্থিক,
আইসএ নিজ মন্দির ॥
যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী,
পুরএ মনোরথ কাম ।
দুর্লভ বরিষা তমসী রজনী,
নির্জ্জন সঙ্কেত ঠাম ॥
দারুণ ডাউক, দাদুরী ময়ূর,
চাতকে নিনাদে ঘন ।
তা ধ্বনি শুনিতে শ্রাবণে বিরহিণী,
ছোহএ মনে মদন ॥
যাবন্তে বয়েস, কেলি কলা রস,
পুরএ মনোরথ জানি ।
হুট পরিপাটি, মান উপরোধ,
চাতুরী তেজ কামিনী ॥
বৃদ্ধ হৈলে নারী, যুবকের বৈরী,
ফিরি তাঁকে না পুছারি ।
জাইব যৌবন, নিশির স্বপন,
জীবন দিবস চারি ॥

হরি মধুপতি মান রসবর্ত্তী,
মতি ভোর তোর ছাঞি ‡ ।
অবধি অন্তর, ফিরি না পুছলি,
আর তোর কি বড়াই ॥
শুনহ উকতি, করহু ভকতি,
মানহ সুরতি রাই ।
নাগর সুজন মিলাইয়া দেও,
রাধার কোলে কানাই ॥
কহেন্ত দৌলত, সতী সৎপথ,
না ত্যজে যাস্তে প্রাণ ।
লস্কর নায়ক রস বানি জার
শ্রীযুত আসরফ খান ॥

আষাঢ় মাসের 'ময়নার উত্তর' উদ্ধার করিতে না পারায় শ্রাবণ মাসের উত্তরটা তুলিয়া দিলাম।

ময়নার উত্তর ।

রাগ—উত্তর ।

মালিনী কি করব বেদনা তার ।
লোর বিনে বাম কি বিধি ভেল মোর ॥
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর ।
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর ॥
মদন অসিক জিন বিজলীর রেহা ।
তর্কএ যামিনী কম্পয় মোর দেহা ॥
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল ।
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল ॥
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ ।
কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ ॥
গরল সদৃশ পর পুরুষের সঙ্গ ।
দংশিয়া পলায় যেম একাল ভুজঙ্গ ॥
বিরহ পীড়ারি ধনী জপয়তি লেহা ।
লস্কর নায়কমণি রসগুণ গাহা ॥

এইরূপ দৌলত কাজীর রচনা ; কবি আলাওলের রচনাও কতকটা দেখুন :—

* বণিজার—বণিক, সওদাগর ।
† ছৈলা—ছেলে ?

‡ ছাঞি (স্বামী) কোমল করার জন্য 'স' কে অনেক স্থলে 'ছ' করা হইয়াছে ।

ময়নারে উত্তর।

সঘন গর্জ্জন করে বিষ বরিষণ।
যাহার নাহিক স্বামী সংশয় জীবন॥
ডাউক দাদুরী রবে হিয়া জ্বলে ফুকে।
গরল বরিখে কর্ণে শিখিনী কুহকে॥
বায়ু বৃষ্টি হইলে শীতল হয় তনু।
মোহর শরীরে জ্বলে বাড়ব কৃশানু॥
কোকিল দোরেক নাদে কর্ণে ফুটে শাল
বিচটির পত্র প্রায় জাগে পুষ্পমাল॥
চন্দ্রসম চন্দনে অন্তর ধিক্ জ্বলে।
কলি পরে পলি যেন লিপয় কুলালে॥
কণ্টক ফুটয় অঙ্গে কোমল শয্যাত।
প্রিয় বিনে মোর গৃহে লাগয় উৎপাত॥
পুষ্পের সৌরভে নাসা শ্বাস বন্ধ হএ।
সলিল বিহীনে হিত অহিত করয়॥
হিত শত্রু হইল জীবন কিসে আর।
নহে অনুচিত বাক্য বোল বারে বার॥
বিরহ মাতঙ্গ নিবারএ সিংহ-পতি।
সিংহ শৃগালের নহে একত্রে বসতি॥
নিজ পতি বিনে ভিন্ন নাগরের সঙ্গে।
নাগরিকা নারীর মনে উপজয় রঙ্গে॥
ধাই বলি সহমু তোমার এথ দুর্ব্বচন।
অন্য হইতে শাস্তি তারে দিতুম ততক্ষণ॥

স্থানে স্থানে কথার ও ছন্দের বাঁধুনির উদাহরণ যথা :—

দৌলত কাজী রচিত।

(১) মাঘের পঞ্চমী কি মোর গুণ,
কামপুরে মোর হইল শূন॥
কি মোর জীবন রে!
জীবন যৌবন জঞ্জাল-জাল,
ধাত্রি হইল মোর প্রাণের কাল॥
তাতে ধাত্রি কহে রঙ্গের বাণী
খায়েত লবণ মিলাএ আনি॥
হাস পরিহাস বিকল ধাত্রি।
মুঞিরেষে আকুল ছাত্রি হারাই॥

* * *

কুলটা মালিনী কুপথে চলে।
মোহাকে কুপন্থে লই যাইতে ছলে॥
সহজে মালিনী জাতিএ হীন।
সুজনর পিরীতি মরণ চিন॥

(২) নবচুত অঙ্কুর কিসলয় মঞ্জুল,
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে॥
কোকিল কাকলী, কল কল কুঞ্জিত
ললিত ললিত নিকুঞ্জে॥
কেতকী চম্পক, কদম্ব মরবক,
বকুল নকুল রঙ্গে।
হেরইতে মধুর, মধুপানে মধুকর,
মালিনী মন বিহঙ্গে॥

আলাওল-রচিত।

(৩) চন্দ্রিমা চন্দন দহে যেন অঙ্গ।
বারিখে বাদর বিষের তরঙ্গ॥
মলয় সমীর আনলের তুল।
কঠিন কণ্টক মালতির ফুল॥

(৪) তরণি প্রচণ্ড, ধরণী খণ্ড খণ্ড,
গগন খণ্ড খণ্ড ভ্রাজেউ।
বাহির দিনকর, বিরহ অন্তর,
নিদাঘ সময় কঠিনে॥ ধ্রু।

আর নমুনা প্রদর্শন অনাবশ্যক। গ্রন্থ শেষে গ্রন্থসমাপ্তিজ্ঞাপক একটা তারিখ আজ পুঁথি নিকটে না থাকায় উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। কালটা আলাওলের দেওয়া। আমাদের অঙ্গীকৃত প্রবন্ধে পরে তাহার আলোচনা হইবে। পরিষৎ এই পুঁথি-খানির উদ্ধার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের কলেবর ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায় হইবেন, আশা করি।

৭৬। শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন।

গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। মোট পত্রসংখ্যা ১১; কিন্তু প্রথম ৩ পাত নাই। ক্ষুদ্র পুস্তক। অতি কদর্য্য হস্তলিপি। অনেক স্থলে পাঠ অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

যে ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা যদি ঠিক হয়, তবে বঙ্গ-সাহিত্য ও চণ্ডীদাসের জীবনে নূতন আবিষ্কার হইল, বলিতে পারা যাইবে। ভণিতাগুলি এইরূপ :—

(১) চণ্ডীদাসে বোলে সার।
কৃষ্ণ গতি সভাকার॥
(২) যশোদায় দিল কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে।
রাধাকৃষ্ণ পানে চাহিয়া চণ্ডীদাস বোলে॥

ভণিতাগুলি আমাদের প্রথিতনামা কবি চণ্ডীদাসের কিনা, বিচারের পূর্ব্বে ইহার কবিত্বাদি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাউক।

শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কপট-মূর্চ্ছায় অপনয়ন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। অতি সহজ বিষয়, সকলেই জানেন। মৎ-প্রকাশিত 'রাধিকার মানভঙ্গের' যেইছন্দ, এই গ্রন্থেও সেই ছন্দ স্থানে স্থানে সামান্য ইতর বিশেষ মাত্র। আবার, বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাং চরিত' বা গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি'তেও এইরূপ ছন্দ দেখিতেছি। চণ্ডীদাসের রচনার মত সহজ রচনা বঙ্গ-সাহিত্যে আর নাই; সমালোচ্য গ্রন্থেরও একটা অলঙ্কার—সহজ রচনা। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সে কথা সহজে সমর্থিত হইবে।

রাণী বলে বৈদ্যরাজ আমি ত না চিনি।
কিঁ ঔষধে ভালো হয় আমার নালমণি॥ ধু।
রাণী বোলে বৈদ্যরাজ নাম ধর।
নীলমণিকে রক্ষা কর॥
বৈদ্য বোলে নন্দরাণী কহি তোমার ঠাঁই।
কত ধন দিবা রাণী তাহা বোল চাই॥
রাণী বোলে নন্দপুরে জন্ম রত্নমণি।
সকল দিলাম আমি যাদব নিছনি॥
এই সব ধন জঁদি মনে নহি ধরে।
দাসী করা্যা নিয়া যাও নন্দ-যশোদারে॥
আঞ্চল পাতিল আমি।
বাছা ভিক্ষা দেহ তুমি॥

আরও কিঞ্চিৎ দ্রষ্টব্য :—

রাধে বোলে কলঙ্কিনী হইয়াছি আমি
সব লোকের ঠাঁই।
কেমনে আনিব জল যমুনাতে যাই॥ ধু।
নিবেদি তোমার ঠাঁই।
আমার সমান কলঙ্কিনী নাই॥
মনের দুঃখ নিবারিতে যাই যার ঘরে।
শ্যাম-কলঙ্কিনী বলি খোটা দেহি মোরে
দুঃখ নিবেদিতে যাই।
বোলে আইল কলঙ্কিনী রাই॥
তৃষ্ণাযুক্ত হৈয়া আমি যার ঠাই খুজি পানি।
সেহ বোলে ঐ আইল রাধা কলঙ্কিনী॥
যশোদাএ বোলে রাধা শুনহ বচন।
জল আনি রক্ষা কর কানাইর জীবন॥ ধু।
তুমি বাহ কে মোর আছে।
কৈব দুঃখ কার কাছে॥

এখন আমরা বলিতে পারি, এরূপ সহজ রচনা, এরূপ সরল কল্পনা চণ্ডীদাসের লেখনীরই উপযুক্ত। "চণ্ডীদাস" গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, '"যদিও চণ্ডীদাসের কোন পৃথক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।" এ পর্যান্ত বঙ্গ-ভাষায় একাধিক চণ্ডীদাস কবির আবির্ভাব জানা যায় নাই, ইহাও এ গ্রন্থকে চণ্ডীদাসের রচিত বলিবার পক্ষে একটা যুক্তি বটে।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন সাহিত্যসুলভ সকল বিভক্তি চিহ্নাদি এ গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইবে। অসমাপিকা ক্রিয়া গুলি প্রায় 'য' ফলা দিয়া লিখিত,—যেমন, 'করা্যা,' 'বল্যা' ইত্যাদি।

আর একটি নূতন কথা জানা যাইতেছে। উত্তম পুরুষে প্রথম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার নূতন নয় কি?

তৎ যথাঃ—

(১) (যদি) না বোল তুহ্মি।
মর্‍্যা যাবে অভাগিনী আহ্মি॥

(২) যদি আহ্মি মর্‍্যা যাবে।
বধের ভাগী তুহ্মি হবে॥

গ্রন্থের শেষ এই:—

রাণী বোলে রগো রাধে লেয় গোবিন্দেরে।
তোমার ঘরেতে রইলে দেখিবাম তাহারে॥
তোমার অধীন কৃষ্ণ দেবে সে হইয়াছে।
দাস তুল্য হৈয়াছে তাহা কিনিয়া লৈয়াছে॥ ধু
যদি তোমার দয়া থাকে।
পুত্র দান দেয় মোকে॥
শুনিয় রাণীর বাণী,
কহে রাধে শুবদনী,
লৈয়া যাও তোমার গো নন্দন।
কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দেখি,
রাধার অন্তরে সুখী,
করিলেক চরণ বন্দন॥
শ্যামের বামে দাঁড়াইল,
দুই হরষিত হইল,
দুই প্রেমে হরসিত হৈল সর্ব্বজন॥ ধু।
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল,
ভক্তের আনন্দ হইল।
সবে হরি হরি বোল,
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল॥

"ইতি শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ মাহে ১৮ ফাল্গুন রোজ বুধবার বেকাল বেলা। এই বৈইর মালিক শ্রীকাশীনাথ দেয়দাস পীঁচের রাম মোহন চৌধুরী।" (সাকিন সম্ভবতঃ আনোয়ারা)।

পাঠক মহাশয় লক্ষ্য করিবেন, 'রাধিকার মানভঙ্গে'র পরিসমাপ্তিও প্রায় এইরূপ। একখানি পূর্ণাঙ্গ হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাসের এই কীর্ত্তি রক্ষার জন্য সকলে চেষ্টিত হউন।

৭৭। জন্মধূপাচার।

আরম্ভ:—

হাতে ধূপঝারি মাথাএ করম্‌ সেবা।
অবধান করম্‌ নাগবেদমাতা॥
জাইতে জাইতে শিব সরস্বতী তীরে।
পিছে ফিরি চাহে শিব দেবী নাহি সঙ্গে॥
জাইতে জাইতে শিব সরোবর তীরে।
সরোবরে গিআ দিষ্টি করিল সত্বরে॥

শেষ:—

ধূপ দিআ পড়ম্‌ জে তুয়া রাঙ্গা পাএ।
সেবকেরে বর দেঅ বিষহরী মাএ॥
নহি জানি জপ স্তব ন জানি ভকতি।
অপরাধ ক্ষেম মোর জয় পদ্মাবতী॥

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। পদ সংখ্যা ৫০এর ঊর্দ্ধ নহে। পূর্ব্বে সমালোচিত 'মনসার ধূপাচারে'র সহিত মূলতঃ সাদৃশ্য আছে। ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১১৯১ মঘীর লিখিত।

৭৮। ছকিনার বারমাস।

পদসংখ্যা ১৮।

এই খানি মুসলমানী বিষয়। ছকিনা—আমাদের নবিবংশের একজন বিবি। যুদ্ধে পতিকে হারাইয়া এই 'বারমাসি' গাহিয়াছেন।

আরম্ভ:—

ফাল্গুন মাসের ভোগ কাউ খেলে রসে।
আমাকে ছাড়িয়া প্রভু গেল কোন দেশে
কান্দিয়া ছাকিনা কহে মধুরস বাণী।
মুকুতা ঝারণি করে দুই আঁখির পানি॥
চৈতন মাসের ভোগ শুনল গোসাই।
স্বামী হেন ধরদ্ধন ত্রিভুবনে নাই॥

এথে জানিলুম মুই,স্বামী বড় ধন।
হস্তে চন্দ্র দিয়া বিধি কৈল বিড়ম্বন॥

শেষ পাত পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ কোন মুসলমান কবির রচনা।

৭৯। জ্ঞান-চৌতিশা।

পদ সংখ্যা প্রায় ১৪০।

আরম্ভ :—

আজি সে অক্ষর আদি চৌতিশার ভিন্ন।
আজির আকৃতি নাহি অক্ষরের চিহ্ন॥
আজিরে প্রণাম কৈলে সঙ্গে আজি পায়।
আজি অনাদি দেব বন্দম মাথাএ॥
কদাচিত না ছাড়িও আপনার বল।
কুটুম্ব অধীন হইলে জীবন বিফল॥
কুৎসিত আচার কর্ম্ম কভু না করিও।
কুচক্রা লোকেরে জাই ইষ্ট না বলিও॥

শেষ :—

হিত উপদেশ কথা যতনে পালিব।
হীন জনের সেবা কৈলে মহিমা টুটিব॥
হরিষ হইয়া হরি বোল বারে বার॥
হরির চরণ বিনে গতি নাই আর॥
ক্ষয় না করিয় কাল মায়াতে ভুলিয়া।
ক্ষয় কর সর্ব্বপাপ গোবিন্দ ভজিয়া॥
ক্ষীরোদ নিবাসে প্রভু দেব ভগবান।
ক্ষেম অপরাধ প্রভু ভজিলুম চরণ॥

ভণিতা নাই। "স্বাক্ষর শ্রীদাতারাম বিশ্বাস, সাকিন সাধনপুর, থানা সাতকানীয়া সন ১২০৬ মঘী তাং ৮ আশ্বিন।"

৮০। মোহ-মুদ্গার প্রস্তাব।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পূর্ব্বে একবার 'মোহ-মুদ্গার' পুঁথির আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহার রচয়িতা পুরুষোত্তম দাস। ১৭০১ শাকের লিখিত আর এক খানি হস্তলিপিতে আমরা এই রকম ভণিতা দেখিয়াছি :—

অধম রাঘব দাস যুগপাণি হৈআ।
বিষ্ণুভক্ত গুণ কহে সংক্ষেপ করিআ॥

মূলতঃ দুই খানির মধ্যে ঘটনা সাদৃশ্য আছে, বলিতে পারিলেও, দুই খানিই অবিকল এক পুঁথি কিনা এখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু অদ্য আবার সেই হস্তলিপির শেষ পাত মাত্র পাইলাম, তাহা প্রোক্ত পুঁথিদ্বয় হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। কোন ভণিতা নাই। নিম্নে শেষাংশটি উদ্ধৃত হইল।

মোহ মুদ্গার স্থানে বিদাএ করিলা॥
আলিঙ্গন করি কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ কৈলা॥
তোহ্মরা সকল মোর প্রাণসমচর।
অবশ্য পাইবা দেখা গোলকে আহ্মার॥
কৃষ্ণের পদ ধরি হস্তে মস্তকেতে দিলা।
নআনের জল দিয়া পাও পাখালিলা॥
রথে আরোহিআ কৃষ্ণ দ্বারিকা চলিলা।
অবহেলে মায়ামোহ সব পাশরিলা।
কনাঙ্কলি (?) * দিয়া সবে জয়ধ্বনি দিলো।
সন্তোষ হইআ হরি দ্বারিকা চলিল॥
কৃষ্ণে বোলে পার্থবীর চল হস্তিনাতে।
আহ্মিএ চলিআ জাই পুরী দ্বারিকাতে॥
জার জেই গৃহে রহে করিলা গমন।
পার্ব্বতীর স্থানে শিবে কহিলা কথন॥
শিবে বোলে শুনিলাম কার্ত্তিকের আই।
দেবী বোলে শুনিলাম জগত গোসাই॥
ভক্তি করি কৈলা দেবী শিবেরে প্রণাম।
তোহ্মার প্রসাদে মোর পূর্ণ মনস্কাম॥
শুন শুন সাধু ভাই হইআ সাবধান।
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত সমান॥

* করতালি?

বিষ্ণুভক্ত মোহমুদ্গর অদ্ভুত চরিত্র।
জনম সফল হইল শরীর পবিত্র॥
এক মনচিত হইআ জে সবে শুনএ।
পাপ তাপ দুরে জাএ সম্পদ বাড়এ॥
এক মন হইআ শুন ভক্তিযুক্ত হইআ।
বিষ্ণুপুরে জাএ সেই চতুর্ভুজ হইআ॥

"ইতি মোহমুদ্গর পরস্তাপ সমাপ্ত। ইঃ সন ১১৭৯ মঘী তারিখ মাহে ১৫ বৈসাক। শ্রী× ছিরাম আইচ দাস স্বঅক্ষরমিদং ইতি।" পত্র সংখ্যা ১২ লেখা আছে। নকলের স্থান বোধ হয় আনোয়ারা।

৮১। শনি-চরিত্র।

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। কয়েকটী অযত্নলিখিত পত্র মাত্র পাইয়াছি। পত্রগুলি যেন 'মুসাবিদা' লেখা বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে কাটা ছিঁড়া, অপাঠ্য ও ~~অশুদ্ধ। 'ষষ্ঠীচরণ'~~ ভণিতা আছে। সম্ভবতঃ প্রথিতনামা ৺মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ মজুমদার হইবেন। ইনি জম্বুরাজের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার জীবনকাহিনী অদ্ভুত ঘটনাবলীতে পূর্ণ। নিবাস চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী—এই প্রবন্ধ লেখকের স্বগ্রামেই। যৌবনে দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া দেশত্যাগী হয়েন, অল্পদিন পরেই প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। কয়েক বৎসর হইল, কাশীধামে ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার উন্নতিশীল বংশ ও জমিদারী আছে।

হস্তলিপিটি কবিরাজ মহাশয়ের স্বহস্তের বলিয়াই বোধ হয়। একখণ্ড কাগজের উপরিভাগে লেখা আছে, কালী পাদপদ্মে শ্রীষষ্ঠীচরণ। ইহা পাওয়াও গিয়াছে তাঁহার বাড়ীতে। এই কারণেই ইহাকে আমরা তাঁহার রচিত অনুমান করিতেছি। আশা আছে, তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মার জীবনকাহিনী সাধারণে একদিন প্রচারিত করিবেন। *

ইঁহার রচিত অনেক শ্যামাসঙ্গীত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। ২।১টী আমাদের নিকটও আছে। নিম্নে একটি তুলিয়া দিতেছি। আবার, "শুকাখ্যানলহরী" বলিয়া আরও একখানি গ্রন্থে তাঁহার ভণিতা দেখা যাইতেছে। তাহারও আদ্যন্ত কিছুই পাই নাই। সেইটি পরে সমালোচ্য। আলোচ্যমান পুঁথির নাম 'শনিচরিত্র' কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কোথাও স্পষ্ট কিছু লেখা নাই।

ইহার প্রারম্ভে গুরুবন্দনা, গণেশবন্দনা, অভয়াবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, সর্ব্বদেববন্দনা, গ্রহবন্দনা এবং শনিবন্দনা। তার পর ভূমিকা হইতে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ। ভূমিকার আরম্ভ এইরূপ :—

শ্রীগুরু গণেশ শক্তি সর্ব্বদেবগণ।
চরণ বন্দিয়া বলি শুন সর্ব্বজন॥
দীনহীন হই আমি অতি ক্ষুদ্রমতি।
শনির গ্রহস্ত কিছু করিবারে মতি॥
পূর্ব্বকালীন রাজা ছিলেন শ্রীবৎস রাজন।
শনিরিষ্টে হইএ আগে ভ্রমাইল বন॥
রাণী সনে মহারাজা চলিল বনেতে।
বনপন্থে নদী পাইয়া ভয় পাইল চিতে।

ভণিতা :—

তব পদ পঙ্কজে, অলিরূপে যেই মজে,
সেই যায় অমর-ভুবন।
পাদপদ্মে অলি করি, রাখ মোরে সুরেশ্বরী,
ষষ্ঠীচরণের এই আকিঞ্চন॥

* এই কাগজগুলি কবিরাজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র আমার প্রিয় বয়স্য ইন্দ্রকুমার মজুমদার ও গীত কয়টি প্রিয় কৃষ্ণকুমার মজুমদার আমাকে দিয়াছেন।

তাঁহার একটি গীত এই :—

আমার কি হবে কালিকে!
জীবনযাত্রা গত মাগো করি আজি কালিকে॥
(মা) মজিয়ে বিষয় সম্পদে, না ভজিলেম ঐ পদে,
পড়েছি বিপদে নৃমুণ্ডমালিকে।
এ ভবসিন্ধু অকূল, সাতারি না পাই কূল,
কুলকুণ্ডলিনী কুলনগবালিকে॥
প্রাণ যায় গো শঙ্করী, না পেলেম শ্রীপদতরী,
শ্রীষষ্ঠীচরণতরী ত্রিলোকতারিকে॥

৮২। তাল-মালা।

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে সঙ্গীতবিদ্যার বড়ই আদর ছিল। তাহার প্রমাণ, এতদঞ্চলে প্রাপ্ত সঙ্গীত বিষয়ক বিবিধ পুঁথি। রাগ তালের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে সেকালের অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। কেহ নিজ গ্রন্থের নাম দিয়াছেন—'তালমালা,' কেহ বা 'রাগমালা,' কেহ বা 'ধ্যানমালা' দিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থের পারস্য রীত্যনুযায়ী নামও আছে, দেখিয়াছি; যেমন, 'রাগনামা,' 'তালনামা'। আমাদের নবাবিষ্কৃত বৈষ্ণব কবি আলিরাজার কৃত 'ধ্যানমালা'র বিষয় অতঃপর আলোচিত হইবে।

এই সকল গ্রন্থে সাধারণতঃ রাগতালের জন্ম, কোন্ সময়ে কোন্ রাগতাল ব্যবহার্য্য, কোন্ রাগের ভার্য্যা কে, কাহার বেশভূষা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় সকল আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে রাগতালের ইতিহাসাদি লিখার পর সংস্কৃতে একটী 'ধ্যান' দেওয়া আছে, পরে তাহার অনুবাদ। ইহার পর উক্ত রাগে গেয় একটি প্রাচীন সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপে তৎকালের প্রায় সকল সঙ্গীতগুলিই এ সকল গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। সঙ্গীতগুলি নানা লোকের রচিত। প্রায় সবই বৈষ্ণব পদাবলী। এই সকল পদাবলীই আমি পূর্ব্বে 'পূর্ণিমায়' ও 'সাহিত্য-সংহিতায়' ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিয়াছি।

প্রাচীন পুঁথির বর্ণবিন্যাস ~~প্রণালী কিরূপ~~ অদ্ভুত, বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহাতে সংস্কৃত ভাষা হইলে ত স্পর্শ করিবার উপায়ই নাই! 'সঙ্গীত দামোদরাদি' সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 'ধ্যান' গৃহীত হইয়াছে কিনা, জানি না। মাদৃশ অল্প সংস্কৃতাভিজ্ঞ লোকের নিকট এই সকল 'ধ্যানের' উদ্ধারের প্রত্যাশা কেহই করিবেন না, জানি। এজন্য নিম্নে একটি 'ধ্যানের' পয়ারানুবাদ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া কৌতূহলী পাঠকবৃন্দকে উপহার প্রদান করিতেছি।

রামক্রিয়া রাগিণীর পয়ার।

আইল রামক্রিয়া দেবী পরম রূপসী।
সুগন্ধি কুসুম হস্তে মুখ পূর্ণশশী॥
তপ্ত সুবর্ণ প্রায় সোণার বর্ণ তনু।
অমলা বিমল বর্ণে রূপে ফুলধনু॥
কথেক কহিতে পারি সেরূপ প্রতিমা।
দেবগণ মধ্যে জেন রূপের প্রতিমা॥

রামক্রিয়া রাগিণী গীয়তে।

সই দেখরে রঙ্গকেলি।
নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী॥ ধু।
খেলে রাই কানু মিলি দুই তনু।
সেই রূপে উজলে এ জিনি কোটী ভানু॥
খেনে খেনে শ্যামনাগর গোকুলে ব্যাপিত।
শ্যামরূপ হেরিআ রাধা হরসিত॥
কহে ছৈয়দ আইনদ্দিনে আনন্দ কথা।
শুনিতে শ্রবণে সুখ গাও যথা তথা॥

এমন অনেক পদ সমালোচ্য গ্রন্থে আছে। দুঃখের বিষয়, অনেকটি অসম্পূর্ণ ও পাঠ-বিকৃতি-দুষ্ট। ইহাতে নিম্নলিখিত কবিগণের গীত পাওয়া যায়:—দ্বিজ রঘুনাথ, শ্রীচান্দ রায়, ছৈয়দ আইনদ্দিন, গোপীবলভ, ছৈয়দ মর্ত্তুজা, হরিহর দাস, নাছিরদ্দিন, গএআজ, আগাগল, ভৈরানন্দ, আমান, সেরচান্দ, শিবরাম দাস, এবং হীরামণি। অনেক কবিতার ভণিতা পাওয়া যায় না। এই 'তালমালা'র মালিক ঠিক জানা যায় না। তবে এক স্থানের ভ্রমসঙ্কুল অংশ হইতে 'ফাজিল নাছির মহম্মদ'কে নির্দ্দেশ করা যায়। আর—

'মঘী সন পরিমাণ, এগাড় শ আট জান,
শকাব্দা সতর শ চলিশ বৎসর।'

এ বাক্যটি গ্রন্থ রচনার কাল কি না, নিশ্চয় বলা যায় না। আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এই গ্রন্থের শেষভাগে তালের 'গৎ' দেওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অধুনা এই সকল রাগ তালের ব্যবহার দেখা যায় না। নিম্নে 'ললিতাঙ্গ' তালের গৎ তুলিয়া দিতেছি।

"গেগেতা ২ গেগেতা গীদিতা, ঘেনিতা কেতা দ্বিত গিদিতা, ঘেনিতা কেতা দ্বিত ঝা; (তার ঘাত জথা) দ্বিত ঝা ২ গীতিতা ঘেনি কেতা ঝা গীতিতা ঘেন্নিতা কে ঝা ঝা তেনিতা, কেতেনা গীরিতা ঘেনিতা, কেতা-হিক্ত-ঝা।"

পত্র সংখ্যা ২৩। দুই পৃষ্ঠে লেখা। "এই পুঁথির মালিক শ্রীছত্র নারায়ণ আউচ চৌং (সাং আনোয়ারা) স্বাক্ষর লিখনং—আদরসর (আদর্শের) মালিক শ্রীবাবুরাম মুং স্যাং রাগনি আ। ইতি সন ১১৯০ মঘী তারিখ ২ আগ্রাণ রোজ বুধবার।"

৮৩। সত্যনারায়ণের পাঞ্চালী।

আরম্ভঃ—নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি শ্লোক।

কালিকামঙ্গল আদি কৈলা গদাধর।
করজোড়ে জিজ্ঞাসিলা হস্তিনা ঈশ্বর॥
শুন নারায়ণ হরি প্রভু গুণনিধি।
কলিযুগে অবতার কোন কৈলা বিধি॥
দুষ্ট কলিযুগ দেখি মনে লাগে ভয়।
শুন শুন নারায়ণ কৃষ্ণ মহাশয়॥
কিরূপে হইব সৃষ্টি কেমত প্রকার।
করিবেক কোন ধর্ম্ম কেমত আচার॥

এইরূপে, ভূমিকায় কলিযুগের ফলাফল অনেক দূর বিস্তৃত। প্রস্তাবারম্ভ এইরূপ:—

অবশ্য ছাড়িআ আহ্মি সত্যরূপী হইব।
পৃথিবীতে যেবা লোকে সেবৈন্য করিব॥
নানা উপহার দিআ পুজিব সবাই।
ভক্তিরূপে দিলে পূজা আহ্মি তারে পাই॥

* * *

ভক্তিএ মানস করি যে মাগন্তি বর।
আপদ খণ্ডাই তার বাড়াই নিরন্তর॥

* * *

এ সকল কথা জথ শুনিআ রাজাএ।
দণ্ডবত হইলেক গোবিন্দের পাএ॥
দয়ার সাগর প্রভু দেব নারায়ণ।
তুষ্ট হইআ নৃপতিরে দিলা আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির যদি হইল মিলন।
দ্বারিকাতে গেল প্রভু দৈবকী নন্দন॥
হস্তিনা পুরীতে রৈলা পাণ্ডব নন্দন।
কিরূপে জাইমু স্বর্গে চিন্তা হইল মন॥
মহাপ্রভু গোবিন্দের মহিমা অপার।
কাল পাইআ সত্য পূজা করিল প্রচার॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ ধরিআ কপটে।
বসিলেন গিআ প্রভু সমুদ্রের তটে॥

শেষ :—

জয় জয় শব্দ হইল সকল সংসারে।
যুবতী সকলে মিলি করে জয়কারে॥
মঙ্গল করিআ নৌকায় তুলিলেক ধন।
সহস্র মুদ্রা ভাঙ্গি পূজে সত্য নারায়ণ॥
নিয়মিত দ্রব্য বস্ত উপহার দিআ।
সমুদ্রের কুলে পূজে রচনা করিআ॥
সাধুরে প্রসন্ন হইলা সত্যনারায়ণ।
মনোরথ সিদ্ধি হইল আনন্দিত মন॥

পাঞ্চালী শুনিআ জেবা অবজ্ঞা করএ।
যমপুরে গিআ সেই নরক ভোগএ॥
ভক্তি যুক্ত হইআ খাএ প্রসাদ পুজার।
মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হএ বাড়এ সংসার॥
জেবা গাএ জেবা শুনে সত্যদেবের পাঞ্চালী।
অন্তকালে স্বর্গ পাএ বাড়ে ঠাকুরালী॥

ভণিতা :—

(১) দ্বিজ রঘুনাথে কহে শুন সভাগণ।
লাচারী প্রবন্ধে কিছু কহিমু কথন॥

(২) দ্বিজ রামকৃষ্ণের বাণী, শুন সাধুর কন্যাখানি,
সত্য দেব কর আরাধন॥

'লাচারীর' ১০টি চরণ ভিন্ন সমস্তই পয়ারে লেখা। এই 'লাচারী'তে ভিন্ন সর্ব্বত্রই রঘুনাথের ভণিতা আছে। তাই 'রামকৃষ্ণ' ভণিতার যাথার্থ্য সম্বন্ধে মনে সন্দেহ হয়। ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৯; দুই পৃষ্ঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী ২৫ পৌষ।

মুসলমানের সত্যপীর, হিন্দুর সত্যনারায়ণ একই। তাই সত্যপীর পাঞ্চালীর সহিত ইহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

৮৪। চাণক্য শ্লোকের অনুবাদ।

চাণক্যের নীতিবাক্যগুলি অখণ্ড সত্য; তাই লোকের মুখে কথায় কথায় এই সকল শ্লোক শুনা যায়। নানা লোকে নানারূপ অনুবাদ করিয়া নীতিগুলি বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচারিত করিয়াছে। অন্যের রচিত অনেক নীতি বাক্যও চাণক্য শ্লোকের অন্তর্গত হইয়াছে। পূর্ব্বেও আমরা একথা বলিয়াছি। নিম্নে চারিটি শ্লোকের অনুবাদ প্রদর্শিত হইল।

(১) পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥
পর দ্বারায় কার্য্য নষ্ট করে যেই মিত্র।
সাক্ষাতে বোলয়ে প্রিয় সাধুর চরিত্র॥
বিষকুম্ভ দেখি যেন দুগ্ধের পিধান।
হেন মিত্র ত্যাগিবেক চিন্তিয়া কল্যাণ॥

(২) অল্প কিঞ্চিৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নীচো গর্ব্বায়তে লঘুঃ।
পদ্মপত্র তলে ভেকাঃ মস্তকে দণ্ডধারিণঃ॥
পাইয়া যে অল্প লক্ষ্মী যে কিছু কিঞ্চিৎ।
গর্ব্ব করে নীচ জনে বড়হি ত্বরিত॥
পদ্মপত্র তলে ভেকে করে অনুমান।
মাথে ছত্র ধরিয়াছে হেন করে জ্ঞান॥

(৩) নদীতীরে চ যে বৃক্ষাঃ যা চ নারী নিরাশ্রয়া। ইত্যাদি।
যে বৃক্ষ সকল থাকে নদী সন্নিহিত।
যেই নারী হয়ে আর আশ্রয় বর্জ্জিত॥
মন্ত্রী না থাকএ জান যেই মহীপাল।
তাহার জীবন পুনি নহে চিরকাল॥

(৪) খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং নুনং ফলতি সাধুষু।
দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যাৎ মহোদধেঃ॥৩৫
খল দুষ্ট জন যদি দুশ্চরিত্র করে।
নিশ্চয়ে সে ফল পুনি ফলে সাধুতরে॥
রামের রমণী সীতা হরে দশানন।
তার লাগি মহোদধি হয়েত বন্ধন॥

অনুবাদকের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী।

৮৪। শুকাখ্যান-লহরী।

ইতিপূর্ব্বে ৮১ সংখ্যক পুঁথি সমালোচনায় বলিয়াছি, ইহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল কয়েকটি যথেচ্ছলিখিত ভ্রান্তিসঙ্কুল পত্রমাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা ইহার আখ্যানবস্তু কি এবং কিরূপ জানিবার উপায় নাই। ভণিতা হইতেই গ্রন্থের নামটি জানা যাইতেছে। একস্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

পয়ার। শুকে রাজবিবাহের উপদেশ কহিতেছে :—

শুকে বোলে শুন দ্বিজ বচন আমার।
বিবাহের উপদেশ শুন কহিএ রাজার॥
শান্তিপুর গ্রামে এক আছএ রাজন।
আদিকান্ত নামে রাজা অলজ্ঘ্য বচন॥
সেই রাজার কন্যা এক চন্দ্রাবলী।
তাহার স্ত্রীর নাম হএত কুন্তলী॥

ভণিতা :—

শ্রীষষ্ঠী চরণ দীন, গুরুপদে করে মন,
মনেতে করিএ আকাঙ্ক্ষিত।
তোমার চরণে মতি, হই অতি ক্ষীণমতি,
শুকাখ্যান করিলো রচিত॥

৮৫। সারগীতা।

নামেই বিষয় সূচিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদীয় পুরাণ, মোহমুদ্গর প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থরাজি হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্লোক লইয়া বঙ্গানুবাদ সহ সারগীতা সঙ্কলিত হইয়াছে। রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরম ভক্ত। পত্রে পত্রে কৃষ্ণ ভক্তির পরাকাষ্ঠা। অনেক সার কথা আছে। হস্তলিপি দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোক গুলি উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব,—মূল গ্রন্থগুলি হইতে বাছিয়া লওয়াও বিস্তর সময় ও আয়াস সাধ্য। এজন্য মূল শ্লোক গুলি বাদ দিয়া কেবল বঙ্গানুবাদ গুলিই উদ্ধৃত করিব।

শুন শুন সবে ভাই হইয়া এক মন।
পুরাণ প্রমাণ কিছু শুনহ শ্রবণ॥
কলি-সর্প-পাপবিষে গ্রাসিল ভুবন।
তার প্রতিকার কিছু শুন সর্ব্বজন॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র আছেন বিদিত।
তথাপি পাপিষ্ঠ লোক করে অনুচিত॥
শ্রুতি স্মৃতি দুই শাস্ত্র বিপ্রের লোচন।
এক না থাকিলে অন্ধ বোলিএ ব্রাহ্মণ॥
দুই না থাকিলে অন্ধ বোলি এহারে।
হেন শাস্ত্র পঠি শুনি নানা ক্রীড়া করে॥

অত্র শ্লোক। পয়ার।

শুন শুন নরহরি কর অবধান।
প্রভুর অমৃত নাম কর আস্বাদন॥
সানন্দে ভজই রাধা কৃষ্ণের চরণ।
বৃথা অহঙ্কার কর কিসের কারণ॥
এমন দুর্ল্লভ জন্ম না হইব আর।
শমনে ধরিলে কেহ নাহিক নিস্তার॥
এহা জানি ভজ কৃষ্ণ আনন্দ কৌতুকে।
ভবসিন্ধু তরি যাইবা কৃষ্ণ পাইবা সুখে॥

গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে এই সুন্দর গীতটি পাঠ করুন।

রাগ—বসন্ত।

ভজরে ভজরে ভাই গোরা গুণমণি।
কলিযুগে ধন্য ধন্য করিলা অবনী॥
ধন্য কলিযুগে চৈতন্য অবতার।
পাইআ ধন হারাইলাম অক্ষয় ভাণ্ডার॥
না জানা প্রেমের রতি কৌতুক বাখানে।
গোপাল গোরাচান্দ পাইমু কেমনে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কলিযুগে শেষ।
জীবের করুণা দেখি চৈতন্য প্রবেশ॥

শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যাএ নিরন্তর।
সে পন্থে যাগেন প্রভু প্রতি ঘরে ঘরে॥
অস্ত্র যুদ্ধ ছাড়ি কৈলা ডোর কৌপীন।
উদ্ধারিলা জগজন আমি দীনহীন॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে রতিরাম দাস।
সমাইরে করিলা দয়া আপনে নৈরাশ॥

শেষ :—

অত্র আদিপুরাণের শ্লোক।

পয়ার।

কলিযুগ মহা ঘোর প্রাণ তৃপ্তি হইল।
অন্তে অন্তে জ্ঞান কর্ম্ম ধর্ম্ম না বর্জ্জিল॥
বাসুদেব পরায়ণ হএ জেই জন।
সেজনে পাইব কৃষ্ণ জানিঅ কারণ॥
ভজ ভজ অরে লোক যার আছে জ্ঞান।
কৃষ্ণের পদে ভজ ভাই পাইবা পরিত্রাণ॥
সংসার অসার জান স্বপ্নের জে প্রায়।
বাদিআর বাজি জেন দুই কুল নাচাএ॥
তিলেক অপেক্ষা হইলে সর্ব্ব মিথ্যা হএ।
এ সব সংসার মায়া কার কেহ নহে॥
রাম ২ রাম ২ রাম ২ রাম।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥

ভণিতা :—

অতি দীন অতি হীন অতি নীচাচার।
রতিরামে কহে কিছু গ্রহন্ত অর্থসার॥

তখনকার লোকের লিখনপ্রণালী কি অদ্ভুত! সংস্কৃতজাত শব্দগুলি পর্য্যন্ত বিসদৃশভাবে সংন্যস্ত। আমরাও তাহাই পালন করিব কি? কিন্তু তাহাতে বঙ্গভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে দুরান্তরিতাই হইবে। যেমন,—'দয়া' কে 'দআ' লিখিলে। একটি মাত্র শব্দের নাম করিলাম, এ রকম সর্ব্বত্র জানিবেন। প্রাকৃত শব্দ ও বিভক্তিগুলি যথাযথ রাখিলেই ভাল হয়। যেমন,—

বোলিআ, নাঞি, তথাএ ইত্যাদি। সেকালের সকল লেখকেরাই কিছু স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। কেহ কাহারও দিকে তাকাইয়া দেখেন নাই। অবশ্য তেমন সুযোগও ছিল না। এই গ্রন্থে 'বোলিএ', 'জিহ্বাএ' 'এ সকল' প্রভৃতি শব্দ অনেক স্থলে 'বোলিঅে', 'জিহ্বাঅে.' 'অে সকল' রূপে লিখিত হইয়াছে। এখনকার কালে কেহ ঐরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে সমালোচক-বিচারকগণ তাঁহাকে সাহিত্যরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। আর আর কথা বিস্তৃতভাবে বলার স্থান ইহা নহে।

লেখকের বাসস্থান বা পুঁথি রচনার কাল গ্রন্থে দেওয়া নাই। পত্র সংখ্যা ২১, দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। "ইতি সন ১১৯৬ মঘী তারিখ ১৮ চৈত্র। মালীক শ্রীভৈরব চন্দ্র আইচ দাস "সাং আনোয়ারা।"

৮৭। ফাতেমারছুরত্-নামা।

বিবি ফাতেমা আমাদের ভবার্ণবের কর্ণধার হজরত্ মহম্মদ মস্তাফার প্রিয় দুহিতা,—হজরত্ আলি মর্ত্তুজার সহধর্ম্মিণী, ইমাম হাছন হোছনের জননী। তাঁহার অন্তর্নিহিত অব্যক্ত রূপ দেখিবার জন্য একদিন হজরত আলি মহাশয় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনা সাদাসিধে

মুসলমানি গ্রন্থ হইলেও ইহার ভাষা বাঙ্গালা-প্রধান। এজন্য আমরা এখানে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরিষৎ পত্রিকার অনেক পাঠকের নিকট আর একটি কথা নূতন বোধ হইবেক।

* ইহার ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু লেখা আরবীয় বর্ণমালায়। কেহ যেন মনে না করেন, গ্রন্থখানি বঙ্গীয় বর্ণমালা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থখানি কখন বিরচিত হইয়াছিল, নির্ণয় করা সহজ নহে। লেখক সে বিষয়ে নীরব। তবে আরবীয় বর্ণমালা কেন? তাহার উত্তর এই যে, মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ লোকে আরবীয় অক্ষর অন্ততঃ পড়িতে জানেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাতৃভাষা হইলেও তাহার সহিত অধিকাংশ লোকের অহি-নকুল সম্বন্ধ,—অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত নাই। পুস্তকের বহুল প্রচার ও মুসলমান পাঠকদিগের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্বে অনেক পুঁথি আরবীয় বর্ণমালায় লিখিত হইয়াছিল। কালক্রমে বঙ্গভাষার প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ঐ প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। পারস্য বর্ণমালায়ও পূর্ব্বে মুসলমানেরা বাঙ্গালা পুঁথি লিখিয়া রাখিতেন, আমরা জানি। এই পারস্য বর্ণমালা হইতে বাঙ্গালায় পরিণত হইতে যাইয়া মহাকবি আলাওলের অমূল্য গ্রন্থগুলির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আরব্য, পারস্য এবং বঙ্গভাষার মধ্যে উচ্চারণ প্রভৃতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুতরাং এ সকল হস্তলিপির পাঠোদ্ধার করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষায় ভালরূপ দখল থাকা চাই। এই সকল অক্ষরে লিখিত এখনও অনেক পুঁথি থাকা খুব সম্ভব।

অনেকে জানিতে পারেন, বাঙ্গালা বর্ণমালার অনুরূপ আরব্য ভাষায় সকল বর্ণ নাই, কিন্তু পারস্য ভাষায় কতকটা আছে। তজ্জন্য-স্থলে পারস্য বর্ণমালার সাহায্যে বাঙ্গালা শব্দগুলি লিখিত হইয়াছে। আরও কয়েকটা বিষয়ে পার্থক্য আছে। আরবা ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সে কথা বুঝান কিছু কষ্টসাধ্য বলিয়া আর বাগ্বাহুল্য অনাবশ্যক। ছাপাইবার সুবিধা থাকিলে এখানে কতকটা আরবীয় অক্ষরে লিখিয়া দিয়া পাঠকগণের কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিতাম।

আরম্ভ :—

একদিন আলি গেলা বক্করের ঘরে।
দরজায়ে ডাণ্ডাইয়া ডাকে উচ্চস্বরে॥
বক্করে বোলেন্ত তুমি হও কোন জন।
কি কারণে আসিয়াছ ডাক কি কারণ॥
শুনিয়া কহিলা তবে মোর নাম আলি।
মোলাকত কর আসি বাহিরে নিকলি॥
তা শুনি বক্করে তানে চাতুরী করয়ে॥
কোন আলি হও তুমি দেও পরিচয়ে॥

শেষ :—

ছুরত দেখিয়া আলি শান্ত হইল মন।
ছোব্‌হান্ আল্লা বুলি বুলিলা জোবান॥

* * *

এই মতে সাহা আলি ফাতেমা দেখিল।
আপনার মনে ভাবি পরিচয় পাইল॥
ফাতেমার ছুরত নামা সমাপ্ত হইলো।
পুস্তক দেখিয়া জান এই সব লেখিল॥

ভণিতা :—

হীন সাহা বদিয়ুদ্দিন কহে হস্ত জোড় করি।
দোষ ক্ষেম সভাগণ হীন জন জানি॥

হস্তলিপির তারিখ নাই। পুরাতন কাগজে লেখা বটে, কিন্তু দেখিয়া বোধ হয়, লেখা বড় অধিক দিনের নহে; ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর হইতে পারে। লিপিকারের নাম "শ্রীছৈয়দ আছহাবদ্দিন পীং ছৈয়দ রফিয়দ্দিন সাকিন বাবুপুর।" বাবুপুর কোথায়?

এই হস্তলিপির শেষ পত্রে নিম্নোদ্ধৃত পারমার্থিক সঙ্গীতটিও আরবীয় অক্ষরে লিখিত আছে।

নাচারি।

দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ ॥ ধু।

অবলা মন্দিরে বসি, প্রাণের নাথ বাজায় বাঁশী,
অভাগিনী শুনি বাঁশীর গীত।
অই বন্ধের বংশীর সানে, ধৈরজ ন মানে প্রাণে,
আকুল করিল নারীর চিত ॥
শুনিয়া মোহন বাঁশী, হইলুম তোমার দাসী,
ভজিলুম তুই শ্যামের চরণে।
ন দেখি তোমার জ্যোতি, থির নহে মোর মতি,
একবার দেখা কর নারীর সনে ॥
দয়ার ঠাকুর তুমি, তোমার ভাবক আমি,
তুমি দয়া না করিলে মোরে।
তুমি প্রাণনাথ বিনে, আর দয়া করিব কেনে,
তুমি বিনে কে আছে সংসারে ॥
তোমার কৃপার ফলে, মোহর ভাগ্যের বলে,
আসিয়াছ অবলা মন্দিরে।
এই ঘর আন্ধার করি, এক দিন যাইবা ছাড়ি,
কেনে দেখা না দেও রাধারে ॥
তনুর অন্তরে পশি, মনুরা * রহিছে বসি,
কিরূপে ভজিলে দেখা পাই।
কহন্ত বদিয়ুদ্দিনে, গুরুর আদেশ বিনে,
দেখিবার আর লক্ষ্য নাই ॥

'সাহা' মুসলমান ফকিরদিগের উপাধি। সম্ভবতঃ এই কবিও কতকটা সেরূপ ছিলেন। উদ্ধৃত গীতটির ভাব দেখিলেও ঐরূপ অনুমানের কতকটা সার্থকতা দেখা যায়।

৮৮। মেহেরনেগারের বারমাস।

পদ সংখ্যা ৫৩।

আরম্ভঃ—

প্রথমে প্রণাম প্রভু কায়মনে স্মরি।
বিরহ বিয়োগ গাএ জ্ঞানহীন হারি ॥
কৃষ্ণ মিত্র মাস আদ্যে কৃরিমু রচন।
রুদ্রদেব মাস পাছে করিমু গ্রথন ॥
নৃপকুল পতি সুতা মেহের নেগার।
অন্তরে অঙ্কুর নিত্য বিরহ বিকার ॥

শেষঃ—

চৈত্র মাস উপস্থিত বৎসর পূরণ।
চপলে চাতক পক্ষী প্রিয়ার কারণ ॥
চাচর চিকুর মোর বিথুরিত কেশ।
চান্দ বিনে চাকার গণিতে প্রাণশেষ ॥
চপল এ প্রাণ মোর প্রাণনাথ বিনে।
চলিমু অথাতে প্রভু চঞ্চলা গমনে।

৮৯। সুন্দর কাণ্ড।

এখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণেরই এক কাণ্ড। কেবল এক পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ছাপা রামায়ণের সহিত কিছুই মিল নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া এখন যে সকল রামায়ণ দেখা যায়, তাহাতে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কীর্ত্তি কিছু বজায় আছে, বোধ হয় না। এই হস্তলিপি বহুদিনের বোধ হয়। আরম্ভটি দেখুন:—

নমো গণেশায়।

অথ সুন্দর কাণ্ঠ লঙ্কা দাহন পুস্তক লিখি।
অধিক সুন্দরা কাণ্ঠ শুনিতে সুন্দর ॥
বাপে পুত্রে পক্ষীরাজ গেলন্ত উত্তরে।
কটক অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগরে ॥
ভয়ে গর্জ্জে বানর সৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গুণেন্ত প্রমাদ ॥
দিগবিদিগ নাহি সাগরের জলে।
হিল্লোল কল্লোল করি সমুদ্র উথলে ॥
সাগর দেখিআ কপি লাগিল তরাস।
অঙ্গদের সন্তান সবে করিআ আশ্বাস ॥
বিশেষ বিক্রম টুটে বুদ্ধি হএ নাশ।
রাক্ষস সকলে দেখি করেন্ত উপহাস ॥

ইহার পর আর পাওয়া যায় নাই। ছাপা

* মনুরা—আত্মা।

রামায়ণের ঐ অংশটি এই :—

পিতা পুত্রে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ॥
তমোময় দেখা যায় গগন মণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল তুলে সাগরের জল॥
সিন্ধু জলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে॥

* * *

সাগর দেখিয়া তবে পাইল তরাস।
অঙ্গদ সভারে তথা দিলেন আশ্বাস॥
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি।
বিষাদ ঘুচিলে ভাই সর্ব্বত্রেতে তরি॥

ইহার উপর আর টিপ্পনী অনাবশ্যক।

৯০। মুক্তালতাবলী।

হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পুঁথিখানি সন ১২৭৯ সালে কলিকাতা নিমু গোস্বামীর লেনস্থ "সুধার্ণব-যন্ত্রে মুদ্রিত। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কালেও বটতলায় ইহার প্রচার আছে। বটতলার দিগ্‌গজগণের মাহাত্ম্যে, প্রাচীন রচনা হইলেও ইহাকে নব বেশভূষায় ভূষিত হইতে হইয়াছে। বটতলায় কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের আত্মার কি গতি হইয়াছে, সকলেই জানেন; এই গ্রন্থেরও যে সেইরূপ পরিণতি ঘটে নাই কিরূপে বিশ্বাস করিব?

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই :—

কলিকাতা রাজধানী বিদিত সংসার।
পরগণে মেদনমল্ল দক্ষিণে তাহার॥
রামচন্দ্রপুর নামে গ্রাম সুবিখ্যাত।
পশ্চিমবাহিনী পূর্ব্ব অংশে অদূরত॥
সেই গ্রামে নিবসতি বহুদিন হয়।
শ্রীরামশঙ্কর বাচস্পতি মহাশয়॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপারগ সুপণ্ডিত অতি।
শ্রীদুর্গা প্রসাদ দ্বিজ তাঁহার সন্ততি॥
ধর্ম্ম শাস্ত্রে ব্যবসায় করি অকপটে।
পুরাণ প্রসঙ্গ করি ভক্তের নিকটে॥

* * *

মুক্তালতাবলী ভাষা করিনু রচন।
অনায়াসে বুঝিতে পারিবে সর্ব্বজন॥

* * *

শিশুরাম বাক্যে গ্রন্থ সমস্ত পূরণ।
এই হেতু করি পদে এই নিবেদন॥
শিশুরাম হরেকৃষ্ণ শ্যামাচরণেরে।
নিরাপদ করিয়া রাখ নিরন্তরে॥

কবির নাম দুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মা। শিশুরাম ও হরেকৃষ্ণের নাম আরও দুই স্থানে দৃষ্ট হয়। কবি একটা বিষয়ে বড়ই ভুল করিয়াছেন। কোথাও গ্রন্থারম্ভের কি সমাপ্তির কোন তারিখ দিয়া যান নাই।

গ্রন্থখানি "কল্কি পুরাণান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-নন্দার্ণবোদ্ধারিত দ্বাদশাধ্যায়ঃ হইতে সংগৃহীত" বলিয়া মার্কা-মারা। কৃষ্ণলীলা প্রতিপাদ্য বিষয়। কবি একজন পণ্ডিতাত্মজ, নিজেও পণ্ডিত না হউন বেশ শিক্ষিত ছিলেন, দেখা যাইতেছে। কবি বলিতেছেন :—

পণ্ডিতের বোধ হেতু কোন্ কোন স্থান।
যত্ন করি লিখিয়াছি মূলের প্রমাণ॥

এই বাক্য সত্য কি না, দেখা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে মূল সংস্কৃত অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে 'তস্য ভাষা' দিয়াছেন। রচনা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। 'গণেশ বন্দনার'

জয় লম্বোদর গণপতি।
আপনি যোগেশ হয়ে যোগে সদা মতি॥ ধু।
নমস্তে পার্ব্বতী-পুত্র পুরুষ প্রধান।
পরম যোগেন্দ্র যোগাসনে যোগবান॥

'গ্রন্থ-সূচনার' আরম্ভ :—

একদিন গৌরমুখ আদি মুনিগণ।
ব্যাসের নিকটে গিয়া উপনীত হন॥
দ্বৈপায়ন বলে ব্যাসদেব তপোধন।
শিষ্য সঙ্গে করিছেন শাস্ত্র আলাপন॥

* * *

বীজ হৈতে হইয়াছে অঙ্কুর সৃজন।
অঙ্কুর হইতে বীজ সৃষ্টি হয় পুনঃ॥
ইহা মধ্যে প্রধান্ততা শক্তি আছে কার।
বীজ কি অঙ্কুর আদ্য কহ সারোদ্ধার॥

গ্রন্থ শেষ:—

এই গ্রন্থ সার, মুক্তির আধার, যে শুনে তাহার কলুষ নাশে।
ধন পুত্র জয়, ইহকালে হয়, অন্তে নিবসয় বিষ্ণুর বাসে॥

* * *

শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে, রাধাকৃষ্ণ পদে, যাচ রে'সার।
দিয়া পদতরী, হইয়া কাণ্ডারী, ভব ঘোর বারি, করহ পার॥
তব কৃপাবলে, শমনের দলে, যাই আসি চলে, তোমার বাস।
শিশু রামদাসে, চির সুখবাসে, রাখিয়া উল্লাসে, পুরাও আশ॥

প্রায় প্রত্যেক প্রস্তাবের শীর্ষদেশে সুন্দর সুন্দর ধুয়া আছে। গ্রন্থখানি বেশ সুন্দর। স্থানান্তরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার বাসনা রহিল। আট পেজি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৭।

৯১। লৌহ-স্বর্ণ বিবাদ—

চরণ সংখ্যা ৭০।

সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। মধ্যে মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, বোধ হয়। হস্তলিপির তারিখ বা রচয়িতার নাম নাই। হস্তলিপি তত প্রাচীন নহে।

ঈশ্বর ইচ্ছাএ শুন দৈবের ঘটন।
লোহা স্বর্ণ বিবাদ হইল জে কারণ।
কৈলাশ সেখর মাঝে অষ্ট ধাউত ছিল।
তার মধ্যে লোহ গিআ স্বর্ণকে নিন্দিল॥

শেষ :—

অমুল্য আমার মূল্য তুলা হবে কে।
জন্ম দেবতা মোরে হস্তে রাখাছে॥
ত্রেতাতে জানকী হরিল দশানন।
আমা হইতে কনক লঙ্কা হইল নিধন॥
সূর্য্য বংশ ধ্বংস হইল আমার কারণ॥
কুন্তীসুত রক্ষা পাইল বিপদ ঘটন॥
আমা হইতে * * * কাটি কলম।
চাইর বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র হইল লিখন॥
আমা ছাড়া কোন কর্ম্ম পৃথিবীতে আছে।
বিবেচনা করি দেখ কহিলুম তব কাছে॥ ইতি।

৯২। জ্ঞান-সাগর।

বহুদিনের চেষ্টাতেও এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি সমগ্র সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অত্যল্প মাত্র পাওয়া গিয়াছে; তাহাও আধুনিক নকল। রচয়িতার নাম আলি রাজা। কেহ কেহ, ইঁহাকে 'কানু ফকির' নামে নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। এই ফকিরের নিবাস স্থান, চট্টগ্রাম বাঁশখালি থানার অন্তর্গত ওশখাইন। এখনও বংশ আছে। আলি রাজাই নাকি 'কানু ফকির' নামে প্রসিদ্ধ। আলি রাজার রচিত 'ধ্যান মালা' পাওয়া গিয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাওয়া গেলে ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

এক প্রভু নিরঞ্জন, এক ভিন্ন ত্রিভুবন,
এক তনু সকল জগত।
এক মোহাম্মাদ মুখা, ত্রিভুবনে এক বৃক্ষ,
ডাল ফল হয় নানা মত॥
সর্ব্ব জগ এক সিন্ধু, নানা রূপ জলবিন্দু,
সর্ব্ব স্থানে আছে বেক্তময়।
রহে বারি, চলে সর্ব্ব স্থান ছাড়ি
সর্ব্ব গিয়া সাগরে মজ্জয়॥

এইখানি ফকিরী গ্রন্থ। এই সাধক-কবির গুরুর নাম সাহা কেয়ামর্দ্দিন। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের সমাপ্তিতে তাঁহার চরণ বন্দনা আছে।

১৩০৬ সালের ৩য় সংখ্যক 'আলো' পত্রের আলি রাজা ও এই জ্ঞান-সাগর প্রণেতা অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হইতেছে। সেই প্রবন্ধে আলি রাজার যে বিবরণাদি দেওয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখন আমাদের মত পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা দেখিতেছি। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

৯৩। রাধিকা-মঙ্গল।

ইহার অনেকগুলি হস্তলিপি আমরা দেখিয়াছি। তজ্জন্য বোধ হইতেছে, ইহা চট্টগ্রামেই রচিত হইয়াছে। ভাষা সরল ও আড়ম্বর হীন। মধ্যে কতকটা অশ্লীলতাপূর্ণ। ১৩০৬ সালের 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ :—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি শ্লোক।
প্রণমোহ গিরিসুতাসুত মহাশএ।
জাহার স্মরণে মাত্র বিঘ্ন বিনাশ হএ॥
সরস্বতীর চরণ যুগে করি নমস্কার।
জাহার প্রসাদ হএ কবিত্ব প্রচার॥
প্রণতি করিআ বন্দম হরিহর ধাতা।
সত্ত্ব রজ তম গুণ তিনের জে কর্ত্তা॥
নিশাপতি দিনমণি বন্দম হরিষে।
শীত উষ্ণরাশি জার সংসার প্রকাশে॥

ভণিতা :—

কৃষ্ণরাম দত্তে বোলে রাধিকামঙ্গল।
শুনিলে পাতক নাশে শরীর নির্ম্মল॥

লেখকের বাসস্থানাদির কোন উল্লেখ নাই। পত্র সংখ্যা ২৯; লেখার তারিখ পাওয়া গেল না। দুই পৃষ্ঠে লেখা। পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন অন্য ছন্দ নাই। স্থানে স্থানে রচনা সুন্দর।

৯৪। দাতাকর্ণ।

রাজা বোলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা করিব শ্রবণ॥
মুনি বোলে সেই কথা শুনহ রাজন।
যেই রূপে লীলা করে ব্রজের নন্দন॥

ভণিতা :—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পালা হৈল সায়।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হএ জে জন গাওআএ॥

৯৫। দেবীর চৌতিশা।

(শ্রীমন্তের স্তব।)

আরম্ভ :—

কালী কপালিনী, কৈলাস বাসিনী,
শ্রীমন্তেরে হও সুপক্ষ।
কোপে কাঁপে মোর, কাতর কিঙ্কর,
করি কৃপা * * রক্ষ॥

শেষ :—

লএ লক্ষ্মী রূপে ক্ষিতি, বএ বৈষ্ণবী স্থিতি,
শএ শিব শম্ভুর ঘরিণী।
ষএ ষষ্ঠী সনাতনী, শক্তিরূপা শোকাম্বরী,
হএ হরের ঘরিণী॥

কএ ক্ষেমঙ্করী জায়া, ক্ষুদ্র জনেরে কর কৃপা,
ক্ষিতি চান্দ দাসের কাকুতি।

৯৬। সুবচনীর পাঞ্চালী।

অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৯; দুই পৃষ্ঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ নাই। লেখা তত প্রাচীন নহে। লেখকের নাম শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মা (সাকিম সম্ভবতঃ পরৈকোড়া)।

শেষঃ—

এই মতে মহামায়া স্তুতিরে হইল তুষ্ট।
সেবকের প্রতি তুমি না হইঅ রুষ্ট।
তোমার মহিমা দেবী জানিবেক কে।
আপনে প্রসন্ন হইলে তবে সর্ব্বলোকে।
এই কথা শুনে জেবা হয়ে এক মন।
রোগ শোক দুঃখ তার হএ বিমোচন।
তোমার চরণে মাতা মাগি এই বর।
জন্মে জন্মে হই যেন তোমার নফর।

ভণিতাঃ—

নৃপতি জে হরিদাস, সবংশে হউক নাশ,
মোর পুত্র বন্দী কৈল কেনি।
কহে দুঃখী দ্বিজবরে, বন্দন মাতা জোড় করে,
উদ্ধার করহ সুবচনী।

৯৭। শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস।

আকারে এই গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। পত্র সংখ্যা ৬২; দুই পৃষ্ঠে লেখা। আনুমানিক চরণ সংখ্যা প্রায় ২৩৫০। সমস্তই পয়ার, কেবল ১৯শটি চরণ মাত্র লাচাড়ি ছন্দে লেখা। যুধিষ্ঠিরাদি শ্রোতা, শ্রীকৃষ্ণ বক্তা। রামচরিত প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনার বিষয়টি আমাদের এত পরিচিত যে, রামায়ণ ভিন্ন অন্যত্র দেখিতেও ইচ্ছা যায় না। এই জন্যও এই গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়। রচনা শুষ্ক এবং নীরস। ভাষাও কিছু প্রাচীন বোধ হয়। সর্ব্বোপরি এত বড় এক খানি কাব্য কেবল পয়ারে লিখিত হওয়ায়, পাঠকালে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি অনিবার্য্য। কিন্তু ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট এ সকল প্রতিকূলতা কিছুই নয়।

হরি হরি নারায়ণ শ্রীমধুসূদন।
অখিলের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ।
শরীর পবিত্র হএ লইলে হরির নাম।
শরীর পবিত্র হএ লৈলে রামের নাম।
মহা মহা মুনি সবে জপে যার নাম।
হেন জে গোবিন্দর নামের কি দিমু উপাম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে যার গুণ গাএ।
আমি অতি মূঢ়মতির কি হৈবা উপায়।

শেষঃ—

অবিলম্বে হএ তোমার শত্রু নাশ।
পাইবা পৃথিবী সব তুমি না হইঅ হতাশ।
আমি সে বনিতা রূপ আমি সে গ্রাম।
আমি সে বনিতারূপ অগ্নি-পুণ্য কাম।
ধর্ম্মাধর্ম্ম মনুষ্যের আমি সে বাড়াই।
আগে পাছে পথ ক্রমে আদ্মি সে পাঠাই।
সংহারিআ গেল বীর পৃথিবী দিবা তরে।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ মোর উদর ভিতরে।
বসিব সারথি সব অর্জ্জুন সঙ্গতি।
কালরূপ হইল আসি কুরুবংশপতি।
পঞ্চ ভাই তোহ্মরা জে রহিব কেবল।
আর সব দেখি জেন পদ্মপত্রের জল।
এই মতে যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
কৃষ্ণের চরণে ভক্তি সদাএ পঞ্চবীর।
এই ত অমৃত ভাণ্ড ধর্ম্ম ইতিহাস।
শুনিলে পাতক খণ্ডে অন্তে স্বর্গবাস।

ভণিতা :—

গুণরাজ খানে ভণে শ্রীরামের চরণে।
বলিকে ছলিলেন প্রভু হইআ বামনে।

ইতি শ্রীধর্ম্মে ইতিহাস পুস্তক সমাপ্ত। ভীষ্মাস্তাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক। দুঃখেন

লিখিতং। ইতি সন ১২১৫ মঘী তারিখ ২৪ আঘ্রাণ রোজ শুক্রবার বেহান বেলাতে লেখা সমাপ্ত। শ্রীল শ্রীযুক্ত অভআচরণ শর্ম্মণঃ স্বআক্ষর সাং পাটনিকোটা (জেলা চট্টগ্রাম)।

তৎকালে 'গুণরাজ' নামের ভূরি প্রচলন ছিল, দেখা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়কার মালাধর বসু গুণরাজোপাধিক ছিলেন; কবি ষষ্ঠীবর সেন ও হৃদয় মিশ্রেরও ঐরূপ উপাধি ছিল, তাহা দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন। এসব ছাড়া আমরাও আরো দুই জন গুণরাজের আবিষ্কার করিয়াছি। এক জন 'লক্ষ্মীচরিত্র' প্রণেতা, আর এক জন একখানি অজ্ঞাতনাম গ্রন্থ-রচয়িতা। আলোচ্য গ্রন্থে কবির কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই।

এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা পরে করার বাসনা আছে। ইহার স্বত্বাধিকারী পরৈকোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রব । উপযুক্ত মূল্য দিলে তিনি ইহা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন।

৯৮। দূতী সংবাদ।

এই গ্রন্থখানি সুন্দর। রয়াল ফরমের পৃষ্ঠা, সংখ্যা ১৩; হস্তলিপির অপকৃষ্টতা হেতু আমি অনেক স্থান উদ্ধার করিতে পারি নাই। রামবল্লভ ভণিতা আছে।

কি কব সখি দুঃখ আমার।
আপনার কর্ম্মের ফলে, নবীন যৌবন কালে,
বিদেশেতে প্রিয়া রইল মোর।
সেই দুঃখ সহিতে নারি, মরম বাঞ্ছিত করি,
শমন হইল আজ দূর।
আর এক দেখ সখি, দারুণ কোকিলা পাখী,
নিরবধি বোলে সুমধুর।
সহস্র বাহুর সুতা, তাহার পতির পিতা,
সেহ মোরে গৌরব কৈল চুর।
রাম বল্লভ বাণী, হইআ কুল কামিনী,
কেমনে বঞ্চিব নিজপুর। ধুআ।

ইহাতে 'ধোয়া', 'কথা', 'ঘোষা" আছে। ধুয়া ও ঘোসা একই কথার ভাষা গদ্য।

কথা।

তখন রাধে বোলতেছেন।
আমি আহিরিনী কুলকামিনী সোআগিনী রাজরাণী ছিলাম। ধুআ।
আমি ছিলাম বন্ধুয়ার সোআগিনী।
বন্ধুআ কর্‌য়া গেল পরাধিনী।

তখন রাধে রোদন করিতেছেন, আর ধর ধর (দর দর) কইরে দুটি নেত্রে জলধারা পতন হইতেছে—আর বোলিতেছে, ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকা ও সব সখি। ধুআ।
আমার গমন কালে আইল না।
আমার মরণ কালে হইল না।

রাধে কান্দিয়া কান্দিয়া বোইলছেন;—ও প্রাণ সখি এই কৃষ্ণপ্রেমে আমার প্রাণ পরিত্যাজ্য করিবো। তখনে তোরা একটি কাজ্য কইরো। ধুআ।
আমি কৃষ্ণপ্রেমে জখন মরি, তখন সবে বৈল হরি হরি।

শেষ:—
অমনি কালেতে বৃন্দাদূতী জাইআ বল্যাছে
ও ধনি রাধা গো। ঘোষা।
উঠ রাধে শীঘ্র চল, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেতে আইল।
তখন রাধে প্যারি বোল্যাছেন,—
ও প্রাণনাথ আনিবার তরে,
মধুপুরে গিআছিলে।
কোথাএ প্রাণনাথ রহিআছে তাহা কহ শুনি। ঘোষা
গেলা একা আইলা এথা,
রাধামোহন রৈল কথা।
অমনি সময়েতে রাধে মুরারি ধ্বনি শুনি বল্যাছেন।
ও সখি শুনহ শ্রবণে,
কোন বিপিনে মুরারি বাজাএ কোনে।

জেছা মৃগী হানে ব্যাধ কি বনে,
এহা হানে মোর মনে। ঘোষা।

"ইতি সন ১১৮৭ মঘী তারিখ ৩০ পৌষ রোজ বৃহস্পতবার বেহান বেলা**শ্রীকাশীনাথ পীং রামমোহন চৌধুরী সাং সুচিআ মতালোকে চাকলে পটিআ জিলে চাটিগ্রাম** মোকাম ফিরিঙ্গি বাজার সমাপ্ত।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে যে দাসখত লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও এই কাব্যে দেখা যায়।

৯৯। মুক্তাল্ হোসেন।

ইহাতে নবীবংশের, বিশেষতঃ ইমাম হাসন হোসেনের বিষাদকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহরমের ইতিবৃত্ত অনেকেই জানেন, ইহাতে তাহারই আমুল বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে। গ্রন্থের বিষয় ও নাম মুসলমানী আবররণে আবৃত হইলেও ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ভাষা সুন্দর।

আমাদের নিকট দুইখানি পাণ্ডুলিপি আছে, দুই খানিই অসম্পূর্ণ। একখানি বাঙ্গালায় আর একখানি আরবীয় বর্ণমালায় লেখা। বঙ্গীয় ভাষার বিভক্তি প্রভৃতির অনেক আলোচনাযোগ্য বিশেষত্ব আছে।

রচয়িতার নাম মহম্মদ খান। বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথিতে তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। পরে এ সকল আলোচনা করা যাইবে।

১০০। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম।

ইহার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। তখন ভণিতাটি পাওয়া যায় নাই। আজ তাহা দিতেছি:—

। শত নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ॥
বকাসুর বধ আদি কালির দমন।
দ্বিজ হরি কহে এই নাম সংকীর্ত্তন॥

১০১। চৌত্রিশ পদাবলী।

নিম্নের এই কয় ছত্র মাত্র পাইয়াছি। চৌত্রিশ অক্ষরে চৈতন্য চরিত বর্ণনা। কোন বৈষ্ণবের লেখা।

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।
খেলাবার প্রবন্ধ কৈল খোল করতাল॥
গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে।
ঘরে ঘরে হরি নাম দিছে সর্ব্ব জনে॥
উচ্চস্বরে কান্দেন প্রভু জীবের লাগিয়া।
চেতন করাইল চৈতন্য নাম দিয়া॥
ছল ছল আঁখি নয়নের জলে।
জগত পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে॥
ঝলমল মুখ যার পূর্ণ শশধর।
এমন কোথা দেখি নাই দয়ার সাগর॥
টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিহ্বল।
ডোর কৌপীন ক্ষীণ কটির উপর॥

১০২। সূর্য্যব্রত (পাঞ্চাল)।

ইহা অসম্পূর্ণ। ২য়, ৩য়, ৫ম এবং ২২শ হইতে শেষ পত্র নাই। অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। হস্তলিপি আধুনিক; লেখকের নাম নাই। আখ্যান বস্তু একই, সামান্য ইতর বিশেষ যদিও আছে, তবে নূতনত্বের মধ্যে দেখিতেছি, তিনটি লোকের নাম,—পার্ব্বত, কুঞ্জা ও দুবরাজ। এ সকল কি হিন্দু নাম?

ওহে মাতঃ সরস্বতী বরপ্রদায়িনী।
গোলকের মহাপ্রভু বিষ্ণুর ঘরিণী।

তোমার চরণে মোর এই অভিলাষ।
সূর্য্যদেব ব্রত কথা কহিতে প্রকাশ॥
সত্যযুগে ছিলেন বিপ্র একজন।
এক পত্নী দুই সুতা * * ব্রাহ্মণ॥
প্রভাতে চলেন বিপ্র ভিক্ষা করিবার।
নগরে নগরে বিপ্র ফিরে নিরন্তর॥

ভণিতা :—

দুই কন্যার বিলাপে, বনে মৃগ পশু কান্দে,
ভক্ষ্য বস্তু কেহ নাই খাএ।
দ্বিজ লক্ষ্মণে ভণে, শোক ক্ষেমা কর মনে,
কর্ম্মভোগ ভুগিলে সে জাএ॥

এই গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত প্রাচীন শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে:—ব্যাজ—বিলম্ব, দুর্ভিক্ষতা—দরিদ্রতা, ভাইআ—ভায়া, (যথা, 'সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হইবে শুন অহে ভাইআ'), দাওন—ধান্য কর্ত্তনকারী, (যথা, "অএরে দাওনা ভাই শুনহ বচন। এগইশ ছারা ধান্য দেও ব্রতের কারণ"), তহনা—তবুও না, (যথা 'সর্ব্ব সৈন্যে জল খাএ তহনা ফুরাএ।'), কেনি—কেন, উহারি মেহারি— অর্থ কি? (যথা, 'হস্তি ঘোড়া যতেক ভাণ্ডার আদি করি। সর্ব্ব নষ্ট হইল তার উহারি মেহারি।'), বিমুখ—বিষণ্ণ।

১০৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

ইহা ঠাকুর নরোত্তম দাস বিরচিত, বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। প্রকাশের একান্ত উপযুক্ত। একখানি প্রাচীন হস্তলিপি আমাদের নিকট আছে। হস্তলিপির তারিখ বা লেখকের নাম নাই। পত্র সংখ্যা ১১, এক পৃষ্ঠে লেখা :

আরম্ভ :—

শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপং কদা মহ্যং দদাতি স পদান্তিকং।
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দোম মুঞি সাবধান মনে।
জাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিআ জাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়ো জাহা হনে॥

শেষ :—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে বোলায়ে জেবা বাণী।
তাহা বহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
লোকনাথ-পদ-দ্বন্দ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেম ভক্তি-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সম্পূর্ণঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ বিহার শ্রবণং কীর্ত্তনং। বিষ্ণু স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং। বন্দনং। দাস্যং সখ্যং। আত্ম নিবেদনং। ইতি। পুংসার্পিতা বিষ্ণুভক্তিশ্চেন বলক্ষ্যাং প্রাপ্য। প্রণম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টি কৃতার্থে কৃত ভূতলঃ॥ সর্ব্ব বাঞ্ছা কল্পতরুং গুরুং শ্রীপুরুষোত্তমং। বন্দেহং শ্রীগুরুং শ্রীযুতপাদকমলং শ্রীগুরু বৈষ্ণবাংশ্চ।

শ্রীরূপ সাগ্রজাতং সগণ রঘুনাথং দাসান্বিতং তং সজীবং সাদ্বৈতং সাবধৌতং পরিজন সহিতং। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদানাং সগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ পণ্ডিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

১০৪। সেকান্দর নামা।

এই গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি সৈয়দ আলাওল সাহেবের রচিত। অন্যত্র আমরা তাঁহার জীবনী ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। এই গ্রন্থ খানি স্বতন্ত্র ভাবে সমালোচনা না করিয়া এই স্থলে সকল কথা বলা অসম্ভব। অদ্য

ইহার একটা স্থূল বিবরণ মাত্র সাহিত্য সমাজের গোচর করিব।

'সেকেন্দার নামা' পারস্ত মহাকবি 'নেজামী কর্ত্তৃক আদৌ পারস্ত ভাষায় বিরচিত হয়। আলাওল তাহাই ভাষান্তরিত করেন। সে কালের ভাষান্তরকে কেহ সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না; তাহার অর্থ অনেক স্থলেই 'নূতন সৃষ্টি'। এই কাব্যও কতটা সেইরূপ মনে করিতে হইবে।

গ্রন্থ মধ্যে মহাবীর সেকান্দরের আজন্ম-মরণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আনুষঙ্গিক ভাবে পারস্তরাজ দারার (দারায়ুসের)ও অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণ সুতরাং ইহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বও নিষ্কাশিত করিতে পারিবেন।

হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা শিবাদহ হইতে একজন মুসলমান ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। মুসলমান-সম্পাদিত গ্রন্থরাজির দুর্দ্দশার কথা সকলেই জানেন। এই সুন্দর কাব্যখানিও সেই দুর্দ্দশার হস্ত এড়াইতে পারে নাই। "পদ্মাবতী" প্রভৃতির মত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থনিচয় সম্পাদন করিবার লোক মুসলমানদের মধ্যে অতি কম আছেন। হিন্দু-সাহিত্য প্রেমিকগণ হস্তক্ষেপ না করিলে মুসলমান-রচিত কাব্যগুলির দুর্দ্দশা কখনই ঘুচিবার নহে।

এই সকল কাব্যপ্রকাশকগণ বিজ্ঞাপন দ্বারা অন্য লোককে কাব্যগুলি প্রকাশিত করিতে নিষেধ করিতেছেন। তাহা হইলে আইনানুসারে নাকি দণ্ডিত হইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি, এ সকল গ্রন্থে তাঁহাদের কোন স্বত্ব আছে নাকি? কবিদিগের কোন বংশ আছে বলিয়া জানা যায় নাই এবং তাঁহারাও বহু পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহাদের সম্পত্তিতে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব বর্ত্তিল কিরূপে?

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড,—রয়েল আট পেজী ফরমের ১৯৬ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। আরম্ভ এইরূপঃ—

> প্রভুর মহিমা আগে কহিএ অপার।
> নর অপসরা আদি সৃজন যাহার॥
> শূন্য পরে আকাশ স্থাপিছে স্তম্ভ বিনু।
> প্রকাশিছে তাহাতে নক্ষত্র শশী ভানু।
> নিজ গৃহ আর্শের মহিমা কিছু যথ।
> কহিতে না পারি তার সংখ্যা আছে কথ॥

কবি আলাওল আপনার সকল কাব্যেই অল্প বিস্তর আত্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পুঁথি হিন্দু সাহিত্যিকগণের দৃষ্টিপথের পথিক হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তাই ত প্রাচীনকালের দুই জন শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও, আলাওল ও দৌলত কাজি অদ্যাপি তাঁহাদের নিকট একরূপ অপরিজ্ঞাতই আছেন। আলাওল সাহেবের জীবনী স্বাধীনভাবে আলোচনা করার পক্ষে হিন্দু সাহিত্যিকগণের সুবিধা হইবে বিবেচনায়, এই গ্রন্থ হইতে কবির স্বপ্রদত্ত বৃত্তান্তটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহার সকল কাব্যগুলিরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'পত্রিকায়' প্রকাশিত করিব।

> গ্রাম মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ ভূম।
> বৈসে সাধু সৎলোক হংস মনোরম॥ (?)
> অনেক দানে সমন্দ খলিফা সুজন।
> বহুত আলিম শুদ্ধ আছে সেই স্থান।
> হিন্দুকুলে মহা সভা আছে ভট্টাচার্য্য।
> গঙ্গা ধার বহে মধ্যরাজ্য॥

রাজ্যেশ্বর 'মজলিস কুতুব' মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়॥
কার্য্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম্ম লেখা।
দুষ্ট হার্ম্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা॥
বহু যুদ্ধ করিয়া 'সহিদ' হইল বাপ।
রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গে আইল মহাপাপ॥
না পাইল সংপদ আছে আকুলেশ (?)।
রাজ-আছওয়ার হৈনু আসি এই দেশ॥
রোসাঙ্গেতে মোছলমান যথেক আছেন্ত।
তালিব আলিম বলি আদর করেন্ত॥
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
পাঠ গীত সঙ্গেতে শিখাইনু বহুতর॥
বহুল মহন্ত লোক কৈল গুরু ভাব।
সকলের কৃপা হন্তে ছিল বহুলাভ॥
মোর বাক্য এথা প্রকাশিল সব ঠামে।
বহু গ্রন্থ রচিনু মহন্ত সব নামে॥
এই মতে সুখে গোয়াইনু কথ কাল।
বৃদ্ধ ব'সে অবশেষে হইল জঞ্জাল॥
সাহা সুজা সঙ্গে যদি আইনু দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাএ সবে দিল হতমতি॥
আপনার দোষ হন্তে পাই অবসাদ।
এক পাপী আমারেও দিল মিথ্যাবাদ॥
কারাগারে পৈনু আমি না পাই বিচার।
যত ইতি বসতি হৈল ছার খার॥
শাল শেষে মৈ'ল যেই দিল অপবাদ।
অস্থানে পড়িয়া পাইল বহুল প্রমাদ॥
এন্দকৃত ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ॥
গুণহেতু মহাজনে করএ আদর।
ভিক্ষা করি দেয় পুত্র দারা নিজ কর॥
সৈয়দ মছউদ সাহা রোসাঙ্গের কাজি।
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী॥
দয়াল চরিত্র পীর অতুল মহন্ত।
কৃপা করি দিলেক 'কাদিরী খেলাফত'॥

* * *

আপনা দুঃখের কথা কহিতে অনেক।
সমুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক॥
এই মতে একাদশ অব্দ বহি গেল।
পুনরপি ভাগ্যোদয় প্রকাশিত হইল॥
শ্রীযুত মজলিশ অতুল মহন্ত।
মজলিশ পাইয়া যদি হইল শ্রীমন্ত॥
মধুর বচন মোর শুনিবার সাধ।
আদরে আনিয়া আমা দিলেক প্রসাদ॥
অন্নে বস্ত্রে তুষিয়া পোষেন্ত নিরন্তর।
তান দানে সুসমে শোধম্ রাজকর॥
বহু গুণমন্ত আছে তাহান সভাএ।
তথাপিও মোর বাক্য মনে অতি ভায়॥

উক্ত মজলিশ মহাশয়ের আদেশেই 'সেকান্দর নামা' রচিত হয়। মজলিশের আদেশের উত্তর স্বরূপ আলাওল বলেন :—

তবে আমি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল।
বিশেষ রাজার দায় অধিক জঞ্জাল॥
নীরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।
তাহা শুনি মজলিশে দয়া হৈল অতি॥
ভক্ষ বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া।
আর নানাবিধি দানে মন সন্তোষিয়া॥
স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার।
ভাঙ্গিয়া 'বয়েত' ছন্দ রচিতে পয়ার॥

নেজামীর 'সেকান্দর নামা' সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন :—

সমুদ্রে 'সাঙ্কর' * যেন গ্রহন্ত গুথন।
বিশেষ ফারসী ভাষে 'বয়েত' ভাঙ্গন॥
মহন্ত নেজামী পদ ইঙ্গিত আকার।
বিশেষত পঞ্চভাষ কিতাব মাঝার॥
আরবী ফারসী অর্থ নছরাণী ইহুদী।
পাহলবি সঙ্গে পঞ্চ ভাষ রত্নাবধি॥

গ্রন্থের সর্ব্বত্র ভণিতা প্রায় দুই ভাবের:—

মজলিশ মণি, নবরাজ গুণী,
যশপূর্ণ ভূমণ্ডলে।
তাহান আরতি, মধুর ভারতী,
কহে হীন আলাওলে॥

---

* সাঙ্কর—সাঁতার।

পাঠক মহাশয় দেখিবেন, উপরোদ্ধৃত অনেক স্থলেই পাঠাশুদ্ধি বশতঃ অর্থ প্রতীতির পক্ষে বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিবে। বলা বাহুল্য যে, তাহা মূর্খ প্রকাশকগণেরই কাণ্ড।

আদেষ্টার নাম 'মজলিশ গুণ নবরাজ' দেখা যায়; কিন্তু উহা কিরূপ নাম? 'গুণ নবরাজ' ত মুসলমানের নাম হইতে পারে না। সম্ভবতঃ উহা মগরাজার প্রদত্ত উপাধি। 'পদ্মাবতীর' আদেষ্টা মহাত্মা মাগনের উপাধি ছিল 'ঠাকুর'। মজলিশ মহাশয়ও সম্ভবতঃ রাজমন্ত্রী ছিলেন।

গ্রন্থখানি সাহিত্যিকগণের পর্য্যালোচনার একান্ত উপযুক্ত। অনেক পাণ্ডিত্য আছে, অনেক কবিত্বও আছে। কিন্তু আজ তাহার আলোচনা করিব না। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে কবি এইরূপে উদ্দীপনা প্রার্থনা করিয়াছেন:—

(১) আইস গুরু দেও সুবঙ্গিম মধুজল।
কদর্য্য খণ্ডিয়া চিত্ত হউক নির্ম্মল॥
(২) আইস গুরু সুরা দেও ভাঙ্গ মন দ্বন্দ্ব।
খণ্ডিয়া মনের ক্লেশ বাড়ুক আনন্দ॥
(৩) আইস গুরু প্রেম সুরা দেও মোরে ভরি।
যার পানে মিত্র লাভ আপনা পাসরি॥

এইরূপ কথাগুলি পারস্য হইতে অনূদিত কিনা বলিতে পারি না।

সমাপ্তি এইরূপ:—

সমাপ্ত হইল এথ জোলকর্ণ কবিতা।
নেজামী রচিত যাহা ফারসী বারতা॥
আইস গুরু সুরা দেও সুরঙ্গ সুবাস।
যার পানে মিত্র লাভ হয়ে শত্রুনাশ॥
মজলিশ নবরাজ রসময় নিধি।
তান দানধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম রহে সদাবধি॥
তাহান আদেশে কহে হীন আলাওল।
অনিত্য সংসার ধর্ম্ম মিথ্যা যে সকল॥
কোথা গেল সেকান্দর ক্ষিতি অধিপতি।
কোথা গেল পাত্র তান আরস্তু সুমতি॥
কোথা গেল জালিনুচ আর কালাতুন।
কোথা গেল ধ্বজছত্র মর্য্যাদা নিপুণ॥
না রহিল এক জন ভুবন মাঝার।
কেবল প্রশংসা রৈল লোক ঘুষিবার॥
এত ভাবি কর সবে শুদ্ধ সদাচার।
এহা ভিন্ন কেহ সঙ্গী না হইব আর॥
ভাল মন্দ আছএ পৃথিবী ব্যাপিত।
অপবিত্রে উপহাস্য না কর নিশ্চিত॥
দোষ বিনা নাহি কেহ এ তিন ভুবন।
বিনি প্রভু নিরূপ নৈরূপ নিরঞ্জন॥

চেষ্টা করিলে এ দেশে প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া অসম্ভব হইবে না।

১০৫। বাত্যাবর্ত্ত-বিবরণ।

চরণ সংখ্যা ৬২।

বক্ষ্যমান সন্দর্ভটির নাম পাওয়া যায় নাই। আলোচিত বিষয় হিসাবে ঐ নামটি দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে চট্টগ্রাম প্রদেশের একটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের বর্ণনা আছে।

রাম রাম রাম রাম রাম নারায়ণ।
বিষ্টি অগ্নি মারুত-কথা শুন দিআ মন॥
সরস্বতী পাদপদ্মে করি নিবেদন।
রচিবো অপূর্ব্ব কিছু কবিত্ব কথন॥
এগার শত সাত পঞ্চাশ মঘি জ্যৈষ্ঠ মাস।
সন্ধ্যাকালে বুধবার প্রতিপদ প্রকাশ॥
তৃতীয় বিংশতি তারিখ জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল।
পূর্ব্বভাগ হোতে পুনি মারুত উঠিল॥

এই সমেতে অগ্নি উঠিল চারি ভিত।
সর্ব্ব দেশের ঘর সব ভাঙ্গিল ত্বরিত ॥

ভণিতা :—

নরোত্তম কেরাণী বোলে এই বিবরণ।
শাকের নিয়ম অথ কহিল বিধান ॥

কবির পরিচয় :—

"শাণ্ডিল্য গোত্র গোবিন্দ রাম তনয় শ্রীনরোত্তম কেরাণী দেঅস্ত তান পুত্র শ্রীরাম চন্দ্র ও শ্রীকৈলাশচন্দ্র দুহ স্বকিগ্র বহি। সাং কধুরখীল। (জেলা চট্টগ্রাম) ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ৩ ফাল্গুন।"

"মাহে আসার ২৪ রোজ মঙ্গলবার শুক্লপক্ষ চোতুরদশি তিথউ প্রাতকালে শ্রীরাম চন্দ্রর পিতা (নরোত্তম কেরাণী) স্বর্গ প্রযাতি সন ১১৮০ মঘিতে।"

আমাদের আদর্শ হস্তলিপির মধ্যে পৃথক পৃথক স্থানে এই কথাগুলি স্বয়ং উক্ত রামচন্দ্র কর্তৃক লিখিত আছে।

১০৬। মনসা-মঙ্গল।

এই একখানি সুন্দর মনসা পুঁথি। প্রকাণ্ড আকার। রচয়িতা বিদ্যাভূষণোপাধিধারী জনৈক পণ্ডিত। গ্রন্থখানি সর্ব্বথা প্রকাশের যোগ্য। গ্রন্থে ভস্তা ও ঘোষা নামক বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। ধুয়া ও ঘোষা অভিন্ন পদার্থ। ভস্তা কি? একটী সুন্দর ঘোষা এখানে তুলিয়া দিলাম।

পরাণে সে জানে।
মরম দুঃখ পরাণে সে জানে।
কিরূপে দেখিব কালা কালিন্দীর কূলে ॥
ধড়ে ধৈরজ নাহি মানে।
অধর রঙ্গিমা, ভুরুর ভঙ্গিমা,
চূড়াটি বান্ধ্যাছে ঠামে ॥
নিষেধ না মানে, বিষম সন্ধানে,
হান্যাছে গোবিন্দের বাণে।
জাগিতে ঘুমিতে আন না লয় চিতে,
কালিয়ার বাঁশীর সানে ॥
চিত্ত ধরান দিআ, রাখিতে না পারি হিয়া
অনাসুতে বান্ধি টানে।
বাঁশী বাজাএ নীতি, কালার পিরীতি,
বুঝিতে বুঝন ধান্ধা।
কহে শিবচরণ দাসে, প্রেম ভকতি আশে,
মুই কেনে গেলুম বান্ধা ॥

এইরূপ সব ঘোষা সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই। পুঁথি নিকটে না থাকায় বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারিলাম না।

ভণিতা :—

কমল চরণ পদ্মার ভাবি অনুক্ষণ।
কহেন পয়ার দ্বিজ শ্রীরাম জীবন ॥

১০৭। সিরাজ কুলুপ।

ইহাকে মুসলমানী ধর্ম্ম বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। পৃথিবী কিসের উপর অবস্থিত, কয় স্বর্গ, কোন্ দিন ঈশ্বর কি সৃষ্টি করেন, প্রলয়কালে এবং পরে কি হইবে ইত্যাদি বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতার নাম আলি রাজা। এই আলি রাজাকেই আমরা 'বৈষ্ণব কবি' অভিধানে পূর্ব্বে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী ফকির ছিলেন। ইঁহার গুরুর নাম কেয়ামদ্দিন; তৎসম্বন্ধে এই গ্রন্থে এইটুকু আছে :—

সহরিষে ভজি সাহা পীরের চরণ।
যাহার প্রসাদে পাইলাম ভাবের কথন ॥
ত্রিভুবনে আউলিয়াৎ গুরু মহাধন।
শিশু বুদ্ধি মোহর করিছে স্থির মন ॥
শ্রীযুক্ত কেয়ামদ্দিন আলিম ওলমা।
অনন্ত অপার সেই পীরের মহিমা ॥

অপরূপ গুণ মহা ভুবন মোহন।
ব্রাহ্মণির (?) জোতি পীর জীবন জীবন॥
গুণবন্ত মহন্ত সে রাছিলা দরবেশ।
তপসী ভাবের ভেদ কহিল বিশেষ।
ধার্ম্মিক সুধীর স্থির রাছিল অধিক।
সতান্তরে তপ জেন প্রকাশ মাণিক॥
গুণের সাগর ছিল স্বর্গের চন্দ্রিমা।
পৃথিবীতে ছিল জেন আল্লার মহিমা॥
শাস্ত্রত ওলমা ছিল সভাতে প্রচণ্ড।
তপসী পরম ভাবে ছেদিয়া ত্রিখণ্ড॥
নজাহা (?) রানাওদিন সুত মহামন্ত।
কেয়ামদ্দিন সাহা সুনাম রাছিলেন্ত॥
*   *   জেন প্রকাশে মার্ত্তণ্ড।
প্রকাশিল চাটিগ্রাম সে নাম রখণ্ড॥
ফেনীর দক্ষিণ এক সহর উপাম।
সে পীর চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥
তাহান কৃপান ভাব করিলুম দেশী।
রচিলুম পয়ারে শুদ্ধ পীর পরশি॥
ছিরাজ কুলুপ নামে রাছিল কিতাব।
উত্তম মছলা তাত শুদ্ধ পরস্তাব।
গুরু মুখে এ সব জে হাদিছে পাইলুম।
সভানে বুঝিতে ভাল বাঙ্গালা করিলুম॥
ইস্লিলাকিতাব এই মছলি সকল।
জুহদ (?) সকল এই করিল আমল॥

ভণিতা :—

সাহা কেয়ামদ্দিন পির, তানপদে মতি স্থির,
কহে হীন আলি রাজা হাঁই।

শেষ :—

পূর্ব্বে মসরিব বুলি ধরে তার নাম।
পচিমেত মগরিব নাম সে উপাম॥
উত্তরে সিমাইল নাম জুনুদ দক্ষিণ।
চতুর্দ্দিবে চারি নাম জান তান চিন॥
সাহা কেয়ামদ্দিন সাহা গুণের সাগর।
সিরাজ কুলুপ কথা অমৃতের ধার॥

"লেখিতং শ্রীকালিদাস নান্দ সাং ধলঘাঠ সন ১২১৫ মাঘ তাং ৮ আশ্বিন। এই পুস্তক মালিক শ্রীমাহামুদ ওআলি পিং খোচা গাজী সাকিন সুচক্রদণ্ডী।" পত্র সংখ্যা—১৮২; দুই পৃষ্ঠে লেখা।

১০৮ কালিকার চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১৩৬।

কএ কালিকা পদে করিএ নিবাস;
করজোরে করি মুক্তি নিতি করম্ আশ॥
কাকুতি মিনতি করম্ তুআ দাসের দাস।
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে রক্ষ না কর বিনাশ॥

শেষ :—

ক্ষএ ক্ষয় নাহি মাগ ত্রিজগতে সার।
ক্ষয় কর শিশু জানি এ কোন বিচার॥

ভণিতা :—

ক্ষয় করি অরিগণ রক্ষএ শরীর।
ক্ষীণ বুদ্ধি ক্ষেমানন্দ দাস কালিকার॥

১০৯। ধ্যানমালা।

এখানি সঙ্গীত-বিষয়ক-গ্রন্থ। রাগ তালের উৎপত্তি, কোন্ রাগ কোন্ সময়ে গেয়, কাহা দ্বারা আদৌ বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আধুনিক সঙ্গীত বিশারদগণ এই সকল বিষয়ে একমত হইবেন কি না, জানি না। সঙ্কীর্ণ স্থানে এইরূপ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে।

প্রথমে প্রণাম করি জগত ঈশ্বর।
দ্বিতীএ প্রণামি মোহাম্মদ পয়গম্বর॥
জেখনত ন আছিল ত্রিভুবন সংসার।
আছিল আপনে এক প্রভু করতার॥
মহা অন্ধকার শূন্য আছিল গোপতে।
আকার না ছিল কেহ দোসর সাক্ষাতে॥

ভাবের সমুদ্রে ডুবি হইলা চেতন।
শ্রদ্ধা হৈল করিবারে এ তিন ভুবন।
আপনার নাম গুণ প্রচার করিতে।
সংসারেত সবে এক ঈশ্বর জানিতে।
গাঢ় প্রেমভাবে প্রভু লনাদি নিধন।
নররূপে মোহাম্মদ করিল সৃজন।

এইরূপে সৃষ্টি পত্তন শেষ করিয়া রাগাদির আকার প্রকার সাজসজ্জা, ঋতুভাগ, দিবারাত্রি ভাগ, রাগের বিবাহ এবং দণ্ড ভাগ্যাদি বিহিত হইয়াছে। তৎপর ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সংস্কৃত ধ্যান, বাঙ্গালা পয়ার ও প্রত্যেক রাগে গেয় এক একটি সঙ্গীত। এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থে সঙ্গীতগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা; এই গ্রন্থে আলি রাজার সঙ্গীতই অধিক। ইঁহার গুরু 'সাহা কেয়ামদ্দিনে'র চরণে গ্রন্থখানি সমর্পিত। ইনি পরম জ্ঞানী সাধু পুরুষ ছিলেন। আলি রাজার বাড়ী চট্টগ্রাম আনোয়ারান্তর্গত ওশখাইন গ্রামে। সাধারণতঃ 'কানু ফকির' নামেই প্রসিদ্ধ। একজন প্রসিদ্ধ ফকির। তাঁহার পুত্র 'সর্কতোল্লা'ও একজন ফকির কবি। 'সাহিত্য সংহিতায়' তাঁহার ফকিরী গীতগুলি প্রকাশিত হইতেছে। আমরা আলো পত্রে মুসলমান বৈষ্ণব কবি শীর্ষক প্রবন্ধে যে আলি রাজার পরিচয় দিয়াছি, ইনিই সেই আলি রাজা। আমাদের সেই মত ভ্রান্তি-পূর্ণ। জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইলে এইরূপ ভ্রম না হইয়াই পারে না। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে পুনরালোচনা করিয়া সকল বক্তব্য বলিব, বাসনা আছে।

এখানে একটি পদমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি, ধ্যানগুলি উদ্ধার করা কঠিন।

রাগ—মালব।

বনমালী শ্যাম, তোমার মুরলী জগপ্রাণ। ধুয়া।
শুনি মুরলীর ধ্বনি, ভ্রম জাএ দেব মুনি,
ত্রিভুবন হএ জয় জয়।
কুলবতী জথ নারী, গৃহবাস দিল ছাড়ি,
শুনিআ দারুণি বংশী স্বর।
জাতি ধর্ম্ম কুলনীতি, তেজি বন্ধু সব পতি,
নিত্য শুনে মুরলীর গীত।
বংশী হেন শক্তি ধরে, তনু রাখি প্রাণি হরে,
বংশী মূলে জগতের চিত॥
জে শুনে তোমার বংশী, সে বড় দেবের অংশী,
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহ বাস কিবা সাধ, বংশী মোর প্রাণনাথ,
গুরুপদে আলি রাজা কয়।

প্রত্যেক তালের গৎ আছে। তালগুলির ব্যবহার অধুনা নাই। বাহুল্য ভয়ে এখানে 'গৎ' তুলিয়া দেখাইলাম না।

পত্র সংখ্যা ৫৮। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

"লেখিত শ্রীমহোম্মদ জামিল সাকিনে গোমদণ্ডী থানে পটিয়া। ইতি ১২২১ বারষ এগৈশ মঘি তারিখ ১৭ সোতর মাহে জ্যৈষ্ঠ। হক মালেক অআএদ কানুর চরণে নিত্য রাখ মন। তুমি বিনে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর॥"

এই পুঁথির বহিঃপৃষ্ঠায় এই কথাগুলি লিখিত আছে:—

নক্ষত্র বিমতি হৈলে, সুপন্থ না দেখে মূলে,
মিত্রে দেন্ত জহর খাইতে।
সুকর্ম্মেত কৈলে মন, বিধি হএ পরসন,
মিত্রে চাহে জীবন হরিতে। (?)
ভাগ্য মাত্র দুই অক্ষর, কেহ নহে সমসর,
কপালর সবে করে পূজা।
কপাল বিমতি হৈল, ভাই সবে খেদাইল,
রোসাঙ্গে পলাই গেল সুজা।

সাহ সুজার পলায়নবার্ত্তা তখন স্থানীয় হইয়াছিল দেখা যাইতেছে।

১১০। খঞ্জন-বচন।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ; ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১১৭৯ মঘীর। ইহাতে খঞ্জন দর্শনের ফলাফল বর্ণিত হইয়াছে

পক্ষী মধ্যে বিধাতাএ সৃজিল খঞ্জন।
তার ভাল মন্দ কহি শুন দিআ মন॥
ছঅ মাস থাকে পক্ষী সমুদ্রের কুলে।
প্রথম যে ভাদ্র মাসে নিকলে সংসারে॥

শেষঃ—

বৈশাখ মাসেত জদি দেখএ খঞ্জন।
সর্ব্বথাএ ধন লভ্য জানিবা কারণ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেত জদি দেখএ খঞ্জন।
ছঅ মাসে না মরিলে বৎসরে মরণ॥
জেবা গাএ জেবা শুনে খঞ্জনরঞ্জন।
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠে গমন॥

১১১। মহাভারত—দাহপর্ব্ব

চরণ সংখ্যা ১১৪।

আ—

পুনরপি জিজ্ঞাসিলো রাজা জন্মেজয়।
তার পাছে কি হইলো কহ মহাশয়॥
মুনি বোলে শুন বাপু সারদানন্দন।
দাহপর্ব্ব কথা কহি শুন বিবরণ॥

শেষঃ—

দাহ পর্ব্ব কথা সাঙ্গ হৈল এথ দুরে।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে (জাএ) বিষ্ণুপুরে॥

ভণিতাঃ—

মহাভারতের শ্লোক রচিয়া পয়ার।
সঞ্জয় শুনিয়া কহে লোক তরিবার॥

"ইতি মহাভারতে দাহপর্ব্বনি সমাপ্ত গোবিন্দরাম তনঅ শ্রীনরোত্তম কেরানি দেঅ দাসস্য পত্র শ্রীরামচন্দ্র স্বকিঅ বহি লিক্ষ্যতো সমাপ্তি। ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ১১ এঘার ফাল্গুন।"

সঞ্জয় রচিত পর্ব্বগুলি প্রকাণ্ড। সমালোচ্য পর্ব্বটি কি বাস্তবিক ক্ষুদ্র? এই পর্ব্বখানি আমাদের বাড়ীতে আছে।

১১২ রাগতালের পুঁথি

ইহাতে রাগ ও তালের উৎপত্তি, দণ্ড ভাগ, ঘড়ি ভাগ, রাগ তালের বিবাহ, কর্ণভেদ, ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পুঁথির আদ্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং নামটা কি ছিল, জানা যাইতেছে না। এই রকম গ্রন্থ অনেক লোকের লেখা থাকে, দেখিয়াছি। এই খানিতে নিম্নলিখিত দুইটি ভণিতা দেখা যায়ঃ—

(১) দেবগ্রামে বসি মুই কালীপদ তলে।
দিবারাত্রি ঘড়ি ভাগ রামতনু বোলে॥
(২) পণ্ডিত সভার পদে প্রণাম যে করি।
হীন জীবন আলি কহে ভূমিগত পড়ি॥

হস্তলিপির তারিখ নাই। পুঁথিটি প্রাচীন। ৭ম হইতে ৪০শ পত্র পর্য্যন্ত আছে। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

এই 'রাম তনু' আচার্য্য বা গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেকালের পাঠশালার গুরু ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামপ্রসাদ; বাড়ী দেবগ্রাম। শুভঙ্করের ন্যায় অঙ্কবিষয়ক তাঁহার রচিত অনেক আর্য্যা আছে। পূর্ব্বে 'তারিণী চৌতিশায়' তাঁহার পরিচয় একবার দেওয়া গিয়াছে।

'জীবন আলি'র নিবাস, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত 'খান মোহনা' নামক গ্রামে। এতদঞ্চলে তিনি সাধারণতঃ 'জীবন পণ্ডিত' নামে পরিচিত। তিনিও গুরুগিরি করিতেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অনেক লোককে,—বিশেষতঃ হাড়ি-দিগকে বাদ্যাদি শিক্ষা দিতেন। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। সম্ভবতঃ তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সমসের আলি আজও বর্ত্তমান। বয়স প্রায় ৫০।

১১৩। মুছার ছোয়াল।

এই গ্রন্থখানি সুন্দর। হজরত মুছা (Moses) পয়গম্বরের সহিত 'তোর' নামক পাহাড়ে নিরঞ্জন সঙ্গে যে সওয়াল জওয়াব হয়, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এখনও আমরা ইহা পড়িবার অবকাশ পাই নাই। পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার বাসনা রহিল।

গুণিগণ কর অবধান।
মুছার ছোয়াল এক কিতাব প্রধান॥
সে কিতাবে আছে বহু অশক্য কথন।
জোআব ছোয়াল হইল নিরঞ্জন সন॥
বাঙ্গালে না বুঝে সেই করেছি কিতাব।
না বুঝি ফারসি ভাবে পাএ মনস্তাপ॥
দেশীভাবে পাঞ্চালিকা করিতে অধন।
মোর মনে হইল সেই কিতাব বর্ণন॥
তেকারে ফারসি ভাঙ্গি কৈলুম হিন্দুআলি।
বুঝিবারে বাঙ্গালে সে কিতাবের বাণী॥

আপনে বুঝন্ত যদি বাঙ্গালের গণ।
ইচ্ছা সুখে কেহ পাপে না দেয়ন্ত মন॥

শেষ :—

বাক্য আনপিতে যদি চাহ প্রভু সঙ্গে।
হৃদমন কোরানে পড়হ মন রঙ্গে॥
পঞ্চ খেনে নমাজ পড় হই এক মন।
সভা করি বৈস নিতি নমাজির সন॥
শাস্ত্র বুঝিবারে বহু নমাজির গুণে।
একে একে কহিলাম শুন জথ গুণিগণে॥

ভণিতা :—

কহে হীন নছরুল্লা শুন গুণিগণ।
ওজনথু—ওজন হইতে।
ওজনথু * বাড়াটুটা নহে কদাচন॥

হস্তলিপির তারিখ ও লেখকের নামটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। হস্তলিপিটি প্রাচীন। পত্র সংখ্যা ২৯, দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকারে তেমন ক্ষুদ্র নহে।

এই 'নছরুল্লা' ও পূর্ব্ব সমালোচিত 'জঙ্গনামার' কবি 'নছরোল্লা খান' এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে না।

১১৪। কৌশল্যার চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১১৩।

কর জোরে কৌশল্যাএ কহে রাজার স্থানে।
কি কারণে রামচন্দ্র পাঠাইলা বনে॥
কথ জন্ম জন্মান্তরে তপ সে করিনু।
কমল নয়ান পুত্র উদরে ধরিনু॥

শেষঃ—

ক্ষয় করি রিপুজন ভুবন মণ্ডলে।
ক্ষীণ প্রাণি মাএ ডাকম্ আইস মায়ের কোলে॥

* ওজনথু—ওজন হইতে।।

ভণিতা :—

ক্ষীণজীবী ক্ষীণ তরি ক্ষীণ রুদ্রকুলে।
ক্ষীণ রামজীবন রুদ্র রাখ পদতলে ॥

হস্তলিপি ১১৭৯ মঘির লিখিত।

১১৫। সাহাদল্লা পীর পুস্তক।

এইখানি মুসলমানী দরবেশী গ্রন্থ। সাহাদল্লা পীর নামক কোন সিদ্ধ পুরুষ বক্তা ও চান্দ নামক কোন ব্যক্তি প্রশ্নকর্ত্তা। যোগ-সাধন হিন্দুর আর মুসলমানের একই; কেবল নামে প্রভেদ মাত্র। মাদৃশ অনধিকারী লোকের পক্ষে এই কঠিন বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। মুসলমান-গণের এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি রক্ষায় যত্নবান্ হওয়া উচিত।

ভণিতা :—

অষ্ট কলে তালি দিলে রহিব আনন্দ।
সাহাদল্লা পদে কহে তত্ত্বহীন চান্দ ॥

শেষ :—

জনমের কথা এবে শুন দিয়া মন।
যখনে গর্ভের মাঝে হইল সৃজন ॥
গর্ভনাতি শিশু যদি পঞ্চমাস হইল।
বিধাতাএ তরে কিছু ললাটে লিখিল ॥
হয়াত মওত বার রিজিগ দৌলত।*
আপদ সহিতে জান লেখিল পঞ্চমৎ ॥

*   *   *

সাহাদল্লা পীর কথা অমৃতের ধার।
জেবা পড়ে যেবা শুনে হএ হুসিয়ার'॥

*   *   *

আদি চন্দ্র—মগজ, গরলচন্দ্র, কামভাব,
নাছুত—কাণ, মলকুত, নাক;
জবরুত—নয়ন, লাহুত—মুখ ॥

* হয়াত—আয়ু। মওত—মৃত্যু। রিজিগ—জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়।
দৌলত—ধন সম্পত্তি।

"ইং সাহাদল্লা পুস্তক সমাপ্ত। লেখিতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধনঘাট সন ১২১৫ মঘি তাং ৪ য়াসিসন। এই পুস্তকের মালিক শ্রীমামুদালী পিং বোচাগাজি সাং সুচক্রদণ্ডী।

পত্র সংখ্যা ২২, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

১১৬। বৌদ্ধ রঞ্জিকা।

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ পাইতে পারিলাম না। বঙ্গভাষায় বৌদ্ধগণ কোন গ্রন্থই লিপিবদ্ধ করেন নাই, বিস্ময়ের বিষয়! শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার এক মাত্র অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাও কিন্তু বৌদ্ধের লেখা নহে। ইহার প্রকাশক চট্টগ্রাম—চন্দনপুরা নিবাসী ৺আবদুল হামিদ মাষ্টর সাহেব ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এই প্রাচীন পালি ভাষায় 'থাদুত্তাং' বিস্তীর্ণ গ্রন্থ নামে অভিহিত ছিল; সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা স্বর্গীয় ধরম বক্স খান বাহাদুরের পত্নী রাজ্ঞী কালিন্দী রাণী বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে অনুবাদিত করিয়াছেন। (?) এই গ্রন্থ বৌদ্ধদিগের একমাত্র সার গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কেননা, বুদ্ধদেবের বাল্যক্রীড়া হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের সম্যক্ ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত আছে।" ১২৯৬ বাঙ্গালায় ইহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। হস্তলিখিত পুঁথিও পাওয়া যাইতে পারে। মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়ায় আমরা আর তাহার খোঁজ করি নাই। রচয়িতা সম্ভবতঃ উক্ত রাজ সরকারের কোন

কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নিবাস কোথায়, জানিতে পারি নাই। গ্রন্থের এই ভাগটি ক্ষুদ্র; অঙ্গীকৃত দ্বিতীয় ভাগ বোধ হয় আর প্রকাশিত হইল না। শুনিয়াছি, 'থাচুভাং' প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ভণিতা এইরূপ :—

শ্রীমতী কালিন্দী রাণী, ধর্ম্মবক্ষ রাজরাণী,
পুণ্যবতী সুশীলা মহিলা।
তান আজ্ঞা অনুবলে, দাস শ্রীনীলকমলে,
এ বৌদ্ধরঞ্জিকা প্রকাশিলা॥

এই রাজবংশের রাজগদিতে এখন রাজা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় বাহাদুর সমাসীন। আবশ্যক হইলে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

১১৭। লক্ষ্মী দেবীর পাঞ্চালি।

আরম্ভ :—

বন্দম যে গণপতি মুষিকবাহন।
চারিভুজ এক দন্ত গজেন্দ্র বদন।
গরুড় বাহনে বন্দম দেব নারায়ণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কস্তুভ ভূষণ॥
* * *
—পিতামহ পিতামহী আর মাতা পিতা।
প্রণতি করিয়া বন্দম শ্রীগুরু দেবতা।

শেষ :—

পাঞ্চালি শুনিতে যেবা মনে করে সাধ।
মনুষ্যাম সিদ্ধি হএ খণ্ডে বিসম্বাদ।
ভক্তি করি এই পুস্তক পঠে যেই জন।
অন্তকালে জাএ সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

ভণিতা :—

লক্ষ্মীর পাঞ্চালি ভণে রঞ্জিৎরাম দাস।
চরণে শরণ দেয় বলি তব পাশ॥

রচনা কাল :—

বসু যুগ সিন্ধু শশী শক পরিমাণ।
কমলার চরিত্র কথা হইল সমাধান॥

"ইতি লক্ষ্মী দেবীর পাঞ্চালি সমাপ্ত। শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ স্বাক্ষর (সাং পরৈকোড়া)। পত্র সংখ্যা ১৫; দুই পৃষ্ঠে লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠে ৫ পংক্তি লেখা। সুতরাং ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। হস্তলিপির তারিখ নাই, পুঁথির বয়স পঞ্চাশের অনধিক, বোধ হয়।

এই পুঁথিতে কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ আছে। নিম্নে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :—

তাইর=তাহার (তুচ্ছার্থে)।

"সর্ব্বাঙ্গ অলক্ষ্মী তাইর বড় দুরাচারী।"

ভোম=ভূমি।

"কথ দূর ভোম রাজী দিছেন নালাকার।"*

অপ্সর=অবসর।

"দিনে অপ্সর না পাএ ভোম রুপিবার।"

উজাল=মশাল।

"ভার্য্যার তরে বলিলেক উজাল ধরিতে।"

জালা=ধান্য অঙ্কুরিত হইয়া কিছু বড় হইলে সেই গাছকে 'জালা' বলে।

"জমিনেতে গিয়া জালা করএ রোপন।"

নিবৃত্তে=নিমিত্তে।

"সপ্ত মুঠ চাউল দিলা তাহার নিবৃত্তে।"

চোবা=অন্তঃসার বিহীন ধান্য।

"গোলার ধান্য রাজার জে চোবা হই উঠে।"

চার=ভগ্ন মৃৎপাত্রাদির টুক্‌রা বিশেষ।

"তামা কাঁসা আদি জথ তৈজসের বাসন।
চার প্রায় হৈয়া উঠে কি কৈব কথন।"

পেরুআ=পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন সময়ে যে পাত্র করিয়া মাটি উঠান হয়, সেই পাত্রকে 'পেরুআ' বলে।

* যে ভূমি দাসদিগকে দান করা যায়, তাহাকে 'নালকর' বলে।

"জেবা এক পেরুআ মাটী করএ কাটন।
তারে এক পেরুআ কড়ি দিবাম এখন॥"

ঢেকা=ধাক্কা।

গর্ত্তের পারে গেলে তাই, ঢেকা মারি পেলাই,
মাটী দিআ রাখিবা সর্ব্বথা।"

মরে=মোরে।

"পাতকী দেখিয়া মোরে মরে, ছাড়ি যাও নিজ পুরে।

কথাকারে=কোথায়?

"আমা ছাড়ি জাও কথাকারে।"

উল্লিখিত শব্দগুলি প্রায় অবিকল এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য কথা বলার স্থান ইহা নহে।

১১৮। বিপুলার চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১৩৬।

কান্দএ বিপুলা রামা করিআ কাকুতি।
কাতর জনারে কৃপা কর পদ্মাবতী॥
কমল পত্রেতে মাতা জনম তোমার।
কাকুতি করম্ পতি রক্ষ এইবার॥

শেষ:—

ক্ষ্যাতি রক্ষা কৈলা মাতা অনন্ত রূপ ধরি।
ক্ষ্যাতি রাখহ মাতা ত্রিজগত ভরি॥

ভণিতা:—

ক্ষিতি লোটাইআ বন্দোম চরণ যুগল।
ক্ষীণ রামচন্দ্রে ভণে জীবো লক্ষিন্দর॥

বর্ত্তমান ইংরেজী সভ্যতার দিনে আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। সেকালের লোকেরা সকল কাজেই শাস্ত্র মানিয়া চলিতেন। তাঁহারা গৃহাদি বন্ধনের যে সকল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতেন, বর্ত্তমানের বিজ্ঞানবাদীগণ তাহা মানিবেন না, নিশ্চয়ই। যাহা হউক, তাঁহাদের 'গৃহবন্ধন-নীতিটি' রক্ষণোদ্দেশ্যে এইখানে তুলিয়া দিলাম:—

বাড়ী করি সম ভাগ,
মাঝে রাখ্ এক পাত,
তার দক্ষিণে বান্ধ ঘর;
পিছে রাখ বার হাত,
তবে গাড় সুতের গাত,
জথ তথ বান্ধ ঘর,
তের মিশাই সাতে হর,
সাতে হরি রহে যে,
ঘরের পতি হএ সে।
সাতে হরি রহে শশী,
পরেআর ধন খাএ দুআরে বসি;
সাতে হরি রহে যুগ,
অন্নে বস্ত্রে সমানে সুখ,
সাতে হরি রহে তিন,
সেই ঘরে বাঝে ঋণ;
সাতে হরি রহে চাইর,
সেই ঘরে গিরি খাএ;
সাতে হরি রহে পাঁচ,
সেই ঘরে গিরি খাচ;
সাতে হরি রহে ছুএ,
সেই ঘরে গিরি ক্ষয়;
সাতে হরি রহে শূন্য,
সেই গিরি অতি ধন্য।

১১৯। মদনকুমার-মধুমালার পুঁথি।

ইহার কোন নাম পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের নায়ক-নায়িকার নামানুসারে শীর্ষদেশস্থ নামকরণ হইল। প্রথম হইতে পঞ্চম পাতা নাই; ষষ্ঠ পাতা হইতে ২৯শ পাতা মাত্র আছে। দুইজন নায়ক নায়িকার অদ্ভুত প্রেমকাহিনী বর্ণনার বিষয়। ভাষা সরল। হস্তলিপির তারিখ পাওয়া যায় না; অক্ষর দেখিয়া বোধ হয়, বড় প্রাচীন নহে।

ভণিতা :—

(১) কোন বিধি আনি দিল, নয়ানে দেখাইল,
কেবা লইয়া গেল ভাণ্ডি।
মুর মোহাম্মদ ভাবিয়া সে পদ
ভণিল বিরহ লাচারি ॥

(২) মুর মোহাম্মদ বড় দুঃখী ক্ষিতিতল।
সন্তোষ নিজোগ সুখ বিধির খেয়াল ॥

১২০ মা বাপের বারমাস।

হাহা রে দারুণ বিধি কিনা ভাবম্ তোরে।
অল্প বয়সের কালে ছেঁঅর * কৈলা মোরে ॥
বৈশাখ মাসেত মা বাপ রবির কিরণ।
অবিরত পোড়ে মোর মা বাপের কারণ ॥

শেষ :—

চৈত্র মাসেত মা বাপ বৎসর হৈল শেষ।
আমারে ছেঁঅর করি রহিলা স্বর্গবাস ॥
স্বর্গেতে গিআ মা বাপ নিশ্চিন্তে রহিলা।
আমরা হেন পুত্র কন্যা জলেতে ভাসাইলা ॥

১২১। সপ্ত পয়কর।

ইহা মহামন্ত্রি সৈয়দ আলাওল রচিত কাব্য। গ্রন্থের নাম বাঙ্গালায় "দিন-সপ্তকোপাখ্যান" দেওয়া যাইতে পারে। সাতটি উপাখ্যানে কাব্যটি গ্রথিত বলিয়া গ্রন্থের এই নাম।

রোসাঙ্গের রাজসভায় থাকিয়া আলাওল তাঁহার সকল কাব্যগুলি প্রণয়ন করেন। পত্রান্তরে আমরা তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি; এখানে তাহার দ্বিরুক্তি বাহুল্য মাত্র। এই কাব্য সৈয়দ মহাম্মদের আদেশে পারস্য ভাষা হইতে অনূদিত হয়।

কবির স্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে এইটুকু পাওয়া যায় :—

শ্রীমন্ত রোসাঙ্গ স্থল, নাহি তাহে বলাবল,
হেম রত্নে জড়িত বেষ্টিত।
বৈসে সাধু সৎলোক, সদত আনন্দ ভোগ,
শস্য মৎস্য সদাএ পূর্ণিত ॥
তাহে নৃপ অনুপাম, শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা নাম,
খল নাশ দুঃখিতের গতি।
পুত্রবৎ প্রজাপাল, বিপক্ষ জনের কাল,
ধর্ম্মশীল মহাছত্রপতি।

* * *

হাটক বেষ্টিত ঘর, মণিরত্ন থরে থর,
শুদ্ধ সুবর্ণের দিব্য পাট।
হয় হস্তী নাই লেখা, পয়দল হীন সংখ্যা,
রোধি চলে মারুতের বাট ॥

* * *

মনেত ভাবিয়া ডর, নৃপকুলে দেঞকর,
সিন্ধু শৈল লাজ্য যার সীমা।
দিল্লীশ্বর বংশ আসি, যাহার শরণে পশি,
তার সম কাহার মহিমা ॥
যুবাকালে ব্রতধর্ম্ম, শাস্ত্রনীতি সৎকর্ম্ম,
দান জ্ঞান মান নাহি ওর।
অপার মহিমা সিন্ধু, ক্ষুদ্র বুদ্ধি এক বিন্দু,
কহিতে কি শক্তি আছে মোর ॥

* * *

হেন মহা রাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ।
তান মুখ্য সৈন্যমন্ত্রি (?) সৈয়দ মহাম্মদ ॥
অঙ্গ দুর্ব্বাদল শ্যাম মুখ পূর্ণশশী।
অমিয়া মিশ্রিত বাক্য মৃদু মন্দ হাসি ॥

* * *

নানা শাস্ত্র পারগ বিদ্যাবান বিশারদ।
আরবী ফারসী আর হিন্দবী মগধ ॥

নবীকুল চৈয়দ জাতি জাতির প্রধান।
নিশিদিশি রাগরঙ্গে বিনোদ থাকেন ॥

---

* ছেঁঅর—পিতৃমাতৃহীন (orphan)

সদত পণ্ডিত গুণী তাহান সভাএ।
তত্ব রস কথা কহি থাকেন্ত সদাএ॥
* * *
আমিহ সভাতে তান থাকি অবিরত।
অন্ন বস্ত্র দানে আমা পোষেন্ত সতত॥

তান সভাসদ (?) থাকি সভাসদ হইয়া।
শাস্ত্রনীতি রস কথা প্রসঙ্গ কহিয়া॥
এক নিশি পণ্ডিত সমাজে মহাশয়।
কথা রসে বসিছেন্ত আপনা আলয়॥
আমা প্রতি কল্যা আজ্ঞা হরষিত মনে।
উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে কারণে॥
সপ্ত পয়কর কথা অতি মনোহর।
মনোগত প্রকাশিলুং তাহান গোচর॥
* * *
তান আজ্ঞা লংঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত॥
যদিবা অযোগ্য আমি গ্রন্থ রচিবার।
তান ভাগ্যলক্ষ্যে (মাত্র) সমুদ্রে সঞ্চার॥
যেন চন্দ্র ধরিতে বালকে হস্ত তোলে।
কেবল ভরসা মাত্র গুরু পদতলে॥

আদ্যের অনাদি স্বামী অন্তরে অনন্ত।
প্রথমে মহিমা তান সুশোভিত গ্রন্থ॥
বিনা লক্ষ্যে শূন্য পরে স্থাপিছে আকাশ।
করিছে মিহির শশী নক্ষত্র প্রকাশ॥

ভণিতা :—

গুণী জন বন্ধু, দানে দয়াসিন্ধু,
ছৈয়দ মহাম্মদ খান।
তাহান আরতি, মধুর ভারতী,
হীন আলাওলে ভাণ॥

হস্তলিপি পাওয়া যায় নাই। চট্টগ্রাম হইতে বহুদিন পূর্ব্বে চারিজন মুসলমানের চেষ্টায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু বিশ্রী সংস্করণ। অনেকবার বলিয়াছি, মুসলমানদের অত্যাচারে আলাওল সাহেব নিতান্ত হীনাবস্থায় আছেন। হিন্দু ভ্রাতৃগণ কৃপা না করিলে তাঁহার উদ্ধারের আশা নাই।

এই গ্রন্থশেষে যে কালজ্ঞাপক বাক্য আছে, তাহা এই :—

মুসলমানী সন কহি শুন গুণীগণ।
চন্দ্র যুগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন॥
ইছুপী সনের কথা কহিএ বিচারি।
ইন্দুপৃষ্ঠে বস * শূন্য শেষে দিয়া চারি॥
কহিতে বাঙ্গালা সন মনে বিমর্ষিয়া।
দধিসুত শেষে যুগ চন্দ্রে চন্দ্র দিয়া॥
মঘী সন কহি মনান্তরে করি ভিত।
চন্দ্রাপারে চন্দ্র রিতু (ঋতু) পৃষ্ঠে তার নিত॥

বাক্যটি যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, কোন সাহিত্য প্রেমিক এই মহাত্মার জীবনী আলোচনা করিয়া এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

আলাওল এখন পরিচিত ব্যক্তি; তাঁহার লেখনীর শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় আর কি দিব? সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে, কোন অংশেই ইহা অনাদরের যোগ্য নহে।

আকার বৃহৎ। ডিমাই আট পেজী আকারের ২৬৩ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। (এই সংস্করণের অক্ষর বড় বড়।).

চেষ্টা করিলে এখনও হস্তলিখিত পুঁথি বিস্তর পাওয়া যাইতে পারে। সময়ান্তরে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার বাসনা আছে।

* 'বস' — এই শব্দটি 'রস' কি 'বসু' হইবে, বোধ হয়।

১২২। জ্ঞান-চৌতিশা

চরণ সংখ্যা ১৫২।

প্রণাম পুরুষ তত্ত্ব দেবের প্রধান।
কোটি চন্দ্র (?) ব্রহ্মাএ জার না বুঝে সন্ধান॥
মহেশে ভাবিআ ওর না পাএ জাহার।
মনি সবে ধ্যানে মর্ম্ম না পাএ জাহার॥

শেষ :—

শিব শক্তি দুহু জান ভিন্ন মাত্র নাম।
শিবের আধার শক্তি লিঙ্গেতে বিশ্রাম॥
সমযুক্ত কলেবর মলিন অধর।
সেই সে আওমা জান জগতে প্রথর॥

* * *

ক্ষমা হোতে অধিক তত্ত্ব নাহি পৃথিবীত।
ক্ষেত তপ না জাএ জপ আত্মহিত॥ (?)

ভণিতা :—

ক্ষীণ অতি শিশুমতি সৈদ সুলতান।
ক্ষীণবুদ্ধি রচিলেক চৌতিশা জে জ্ঞান॥

এই চৌতিশাটি কবির স্বকৃত 'জ্ঞান-প্রদীপে'ও দেখিয়াছি। হস্তলিপি ১১৭৯ মঘির লিখিত।

১২৩। পদ্মা পুরাণ।

আমরা এ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে যত হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, তন্মধ্যে এইখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হস্তলিপির মত ইহার ভাষাও অনুরূপ প্রাচীন। এখানি নারায়ণ দেবের রচিত বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে অপর কবির ভণিতাও দেখিতে পাইতেছি। তৎসমস্ত এখানে দেওয়া গেল :—

(১) সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালি।
কালীর কল্যাণে ভণে এক ল্যাচারি॥

(২) নারায়ণ দেবে কহে, সুকবি বল্লভ হএ,
গোদের বাকে দিল দরশন।

(৩) পাইআ না পাইলু বিধি বঞ্চিল বচনে।
মনসার চরণে বন্দি বিপ্র জগন্নাথে ভণে॥

(৪) না কর ক্রন্দন এর, মনসার উদ্দেশে লড়,
পণ্ডিত জানকীনাথে ভণে।

(৫) দ্বিজ বংশীদাসে কহে সত্যবতী নারী।
অবশ্য পাইবা প্রভু গেল দেবপুরী॥

(৬) যদুনাথ পণ্ডিত, রচিল মধুর গীত,
শৃকালী (শৃগালী) বাকে দিল দরশন।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভণিতাগুলি দুই দুই স্থানে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভণিতাগুলি এক এক স্থানে আছে এবং প্রথম ভণিতা দুইটি গ্রন্থের সর্ব্বত্র মিলিবে। দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে কেবল বংশীদাস ও কবিবল্লভেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। একই গ্রন্থে এত গুলি কবির ভণিতা কি করিয়া আসিল, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

এখানে আর একটি কথা বলিব। দীনেশবাবু দ্বিতীয় ভণিতায় উল্লিখিত 'কবি-বল্লভকে' পৃথক ব্যক্তি অনুমান করিয়াছেন, আমাদের মতে উহা ঠিক নহে। তাঁহার উদ্ধৃত "নারায়ণ দেবে কয়, সুকবি বল্লভে হয়" এই পাঠ হইতে ঐরূপ একটা নাম মাত্র পাওয়া যায় বটে। কিন্তু ঐবাক্যের কিছু অর্থ হইতে পারে না। বটতলার ছাপা পদ্মাপুরাণ দেখিয়াই তিনি ভ্রমে পড়িয়াছেন; আমরা কিন্তু হস্তলিপিতে সর্ব্বত্রই প্রাগুদ্ধৃত পাঠ দেখিতেছি। আমাদের বোধ হয়, 'সুকবি বল্লভ' পদে কোন ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া নারায়ণ দেবকেই বিশেষিত করিতেছে। যিনি নিজে গুণদ্যোতক 'সুকবি' উপাধি স্বীয় নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি কি তদপেক্ষা মহত্তর গুণজ্ঞাপক 'সুকবিবল্লভ'

নাম গ্রহণ করিতে পারেন না? ফলতঃ উপস্থিত ক্ষেত্রে 'সুকবিবল্লভ' একটা উপাধি —বিশেষণ বই আর কিছুই নহে।

এই গ্রন্থের ভাষায় চট্টগ্রামী শব্দ ও বিভক্তি প্রভৃতির ব্যবহারের এত বাহুল্য যে, দীনেশবাবু নারায়ণ দেবকে জোয়ানসাহী পরগণাবাসী না বলিলে, আমরা নিশ্চয়ই কবিকে আমাদের স্বদেশীয়—চট্টগ্রামী—অবধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। পুঁথিতে আমরা কোথাও তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ দেখি নাই; দীনেশবাবু কোথায় পাইয়াছেন, জানি না। কবির স্ববৃত্তান্তের মধ্যে এই টুকু মাত্র গ্রন্থে পাইয়াছি :—

নারায়ণ দেবে কহে নরসিংহ-সুতে।
পদ্মার চরণে মন রহুক এই মতে॥

আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিপির প্রথম পাতাটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; পঞ্চম পাতা মোটেই পাওয়া যায় নাই।

শেষ :—

ছোট বড় জথ জন সভাতে বৈসন।
পরম সানন্দে দেখি একহি সমান॥
কার জানি নাম কার নহি জানি।
সকলেরে বর দেয় জয় ব্রহ্মাণি॥
জার দ্বারে গীত তাল ধ্বনি নেই।
তার তরে বর দেঅ অনন্তের আই॥
নারায়ণ দেবে কহে নরসিংহ-সুতে।
পদ্মার চরণে মন রহুক এই মতে॥

"ইতি পদ্মাপুরাণ তক্তপাণি (?) সমাপ্ত:

'যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং' ইত্যাদি শ্লোক-ইতি শকাব্দা ১৬ মঘি ১১২২ তারিখ ১১ আশিন। ফণিফণ মণি-মন ভুমিসির মস্তে খরতর বিসধর কঙ্কণ হস্তে, বহু জন জনিত জয়ধ্বন শব্দে ভগবতী বিসহরি দেবী নমস্তে। পদ্মোদ্ভবা নাগমাতা সুরসা হংসবাহিনী। আন না ভবতি মাত্রেণ সন্তুষ্টা বরদা ভব। আস্তিকস্য মুনিঃ মাতা ভাজীনি বাসুকি বরে জরৎকার মুনিপত্নী মনসা দেবী নমস্তে।

শ্রীজএনারায়ণ (জয়নারায়ন) আইচদাস সয়ক্ষরং কুরুঃ। শ্রীবাঞ্চারাম আইচ দাসস্য। শ্রীকৃষ্ণ।"

পত্র সংখ্যা ৮২; কোথাও দুই পৃষ্ঠে, কোথাও এক পৃষ্ঠে লিখিত। আকার বৃহৎ। প্রথম পাতের প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। এই হস্তলিপির অক্ষরগুলি অদ্ভুত, আলোচনার যোগ্য বটে।

১২৪। জেবল মুল্লুক সামারোকের পুঁথি।

মুসলমানী আখ্যানগ্রন্থ মাত্র হইলেও ইহার ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। বঙ্গভাষার প্রতি সেকালের মুসলমানগণের ভক্তি ও অনুরাগের নিদর্শন প্রদর্শন জন্য মাত্র ইহার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি।

চট্টগ্রাম—কদমরছুল নামক গ্রামবাসী হামিদুল্লা সাহেব আলাওল হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগণ্য কবির পুঁথিগুলি পর্য্যন্ত একচেটিয়া অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। বস্তুতঃ ইঁহার কৃপায় জনসমাজে পুঁথিগুলির গতি বিধি থাকিলেও প্রায় সমস্ত পুঁথিগুলিই বিকৃত প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কাশীদাসী মহাভারতে কাশীদাস যতদূর বিদ্যমান আছেন, আলাওলাদির গ্রন্থেও আলাওলাদির বিদ্যমানতা ততদূর।

আলোচ্য পুঁথিখানি সৈয়দ-আকবর আলির রচনা, কিন্তু পুঁথির অধিকাংশ স্থানেই প্রকাশক হামিদুল্লার ভণিতা দেখা যাইতেছে। দুঃখের বিষয় ইঁহার উচ্চ দুরাশার মত উচ্চ শিক্ষা দীক্ষা নাই।

এই পুঁথিখানি প্রথমতঃ "আরবী অক্ষরে চট্টগ্রামী ভাষায় ছিল" বলিয়া প্রকাশক বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা চট্টগ্রামী লোকের রচনা।

অদ্য নাম ধরি আমি প্রভু করতার।
ত্রিজগত নাথ প্রভু করিম ছত্তার॥
নিলক্ষ্যেতে রাখিয়াছে পৃথিবী গগন।
এক তিলে ডংশিতে পারয় ত্রিভুবন॥

শেষ:—

প্রভু-পদ শিরে ধরি মা বাপ মানাই।
সিংহাসনে বসি বীর করেন বাদসাই॥
পাত্র মিত্র লই সদা রাজার কুমার।
সুবিচার করে সদা ভাবি করতার॥
প্রভুর কৃপায় বীর তক্তেত বসিল।
জেবল মুলুক উক্তি সমাপ্ত হইল॥
লেখন সমাপ্ত হৈল কাকে ডিম্ব দিল।
আরবা অনাছের মধ্যে ভাস্কর ভাসিল॥ *

ভণিতা:—

(১) সংক্ষেপ আকবরে কহে শুনহ রাজন।
প্রভু যাহা লিখিয়াছে না যায় খণ্ডন॥
(২) অধীন হামিদুল্লা কহে শুন গুণিগণ।
প্রমাদ খণ্ডিবে পাছে ভাব নিরঞ্জন॥

* আরবা=(আরবী) চারি। অনাছ=(আরবী আকাশ। এই পদটির তাৎপর্য্য কি?

১২৫। গৌরাঙ্গ-চরিত।

১২৬। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি।

আলোচ্য বিষয় দুই পুঁথিতে মূলতঃ এক বলিয়া এই দুই খানি গ্রন্থ আমরা একত্র সমালোচনা করিতেছি। নিমাই চাঁদের সন্ন্যাস যাত্রা প্রতিপাদ্য বিষয়; কিন্তু উভয় হস্তলিপিতে নাম সম্বন্ধে গোলযোগ আছে। একই গ্রন্থ হইলেও এক হস্তলিপিতে গৌরাঙ্গ চরিত ও অপর হস্তলিপিতে 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি' নাম আছে। প্রথম পুঁথির প্রথমাংশ ও দ্বিতীয় পুঁথির শেষাংশ আছে। সুতরাং মোটের উপর গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যাইতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দুই হস্তলিপিই নিতান্ত কদর্য্য ও ভ্রমপূর্ণ।

আরম্ভ:—

তপ্ত কাঞ্চন কান্তি দেখ না অপরূপ পরং।
তপত কাঞ্চন জিনি, গৌরাং বরণখানি,
গৌরাং চান্দের মুখে সুধাহাসি নয়ানে তরঙ্গ॥
ছাড়িয়া নটরাজি ভেশ, মুড়াইআ চাচর কেশ,
বংশী ছাড়িআ ধর গৌরাং শ্রীদণ্ডক ছং
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পাও, সোণার বরণ গাও,
দেখিআ খঞ্জন পাখী হল তারঙ্গসং॥
আইস আইস নিত্যানন্দ কহ বিবরণ।
কুশলে নি আছে গৌরাং ভারতীর সং॥
ছাড়িয়া কমল মধু, তেজি বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ
কি সুখে রহিছ নিমাই ন্যাস করি ভং।

ভণিতা:—

বাসুদেব ঘোষে বোলে, ঐ রাঙ্গা চরণতলে,
নিদানকালে রাখ মোরে চরণে শরণ॥
(গৌরাঙ্গ চরিত)

শেষ :—

ও গৌরাঙ্গ হে। ঠাঠ।
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
ব্রজে জাইব আপন সুখে॥
তাহা শুনি গৌরাঙ্গ হরি ব্রজেতে চলিল।
শুনি ব্রজের নারী সবে জনম সাফল হইল॥
শুনরে ভকতজন করি নিবেদন।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে রে যার সদাএ মন॥ ঠাঠ।
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
এই জনম জাইবে সুখে॥

(সন্ন্যাসপটি)

"ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ৮ আষাঢ় রোজ আদিত্যবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।"

"গৌরাঙ্গ চরিতের" শেষে কোন তারিখ নাই। এই পুঁথির সঙ্গে অন্য কতক-গুলি বিষয় লিখিত আছে, তাহার শেষের তারিখ ১১৯৪ মঘির আষাঢ়। প্রাগুক্তগ্রন্থ ৬½ পাতা এবং শেষোক্তখানি ৮½ পাতা স্থান-ব্যাপী। কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিত। লিপি-করের নাম নাই। সম্ভবতঃ আনোয়ারা গ্রামের একই ব্যক্তি দ্বারা নকল হইয়াছিল।

এই গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ 'সাহিত্য' ১২শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (আশ্বিন মাসে, ১৩০৮) "বাসুদেব ঘোষের নূতন কীর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে পুনরু-ল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১২৭। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

একখানি সম্পূর্ণ সঞ্জয় মহাভারত আনোয়ারা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল; এখন সব পর্ব্বগুলি নাই। হস্তলিপির আধুনিকত্ব হেতু গ্রন্থের ভাষা অনেকাংশে মার্জ্জিত হইয়াছে, বোধ হয়। এত বড় প্রকাণ্ড গ্রন্থ পাঠ করা এখনকার দিনে বড়ই ধৈর্য্য সাপেক্ষ। ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ ইহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কি না, বলা যায় না।

আরম্ভ :—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
প্রণমোহ নারায়ণ পরম কারণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ছিষ্টি জাহার সৃজন॥
আদি অন্ত নাহি জার দেব ভগবান।
অপার অনন্ত লীলা না জাএ কহন॥

শেষ :—

সর্ব্বতীর্থ পুণ্য হএ সর্ব্বতীর্থ ফল।
জেই পড়ে জেই শুনে ভারত-মঙ্গল॥

ভণিতা :—

আদি পর্ব্ব বিবরণ পাণ্ডব বিজয়।
নরলোক নিস্তারিতে কহিল সঞ্জয়॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত।

ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক। লিখিত শ্রীতারিণীচরণ দাস পিছরে কালীচরণ দাস মৃত সাকিম কুএপাড়া এলাহান দেবগ্রাম। সন ১২১১ মঘির মাহে ৩ চৈত্র সনিবার তারিখে মোকাম সহর (চট্টগ্রাম) জামাল-খা শ্রীরামগোবিন্দ সরকার পিছরে ভোলানাথ সরকার সাং কুএপাড়া তাহার বাটীতে বেহান বেলা ২ ঘণ্টার সময় লিখন সমাপ্ত হইল।"

পত্র সংখ্যা ১৬৬; উভয় পৃষ্ঠে লেখা। প্রতি পত্রে পয়ারের আনুমানিক চরণ-সংখ্যা ৯২।

১২৮। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

আদি পর্ব্ব কথা শুনি রাজা জন্মেজয়ে।
কৌতুকে পুছিল বৈশম্পায়ন স্থানএ॥
জন্মেজয় বোলে মুনি তুমি সর্ব্ব জ্ঞানী।
অপূর্ব্ব মধুর মুনি তোমার মুখের বাণী॥

শেষ :—

নিজ রাজ্য পরিহরি, তপস্বীর বেশ ধরি,
পাণ্ডব চলিআ গেল বন।
গোবিন্দের পদব্রজে, সদাএ ভাবে অঙ্করাজে,
ধর্ম্মবলে আপদ তরণ॥

ভণিতা :—

অনুপূর্ব্ব ভারত কথা, নানান প্রসঙ্গ গাথা,
সভাপর্ব্ব রচিল সঞ্জয়ে।
ধর্ম্ম সহায় জারে, রিপু কি করিতে পারে,
দুঃখ সুখ কর্ম্মের বন্ধন॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে সভা পর্ব্বনিঅ ব্যাস উক্ত শ্লোক ভঙ্গ সঞ্জয় পদবন্ধ বিরচিত সভাপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি ১৮৫০ ইং মুতাবেক সন ১২৫৭ বাঙ্গালা মুতাবেক ১২১২ মঘি তারিখ ১ আগ্রান রোজ শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সমাপ্ত হইল। লেখক (আদিপর্ব্ব লেখক ঐ তারিণীচরণ ইত্যাদি) শ্রীরাহিরাম সেনরগো বাটীতে।" পত্র সংখ্যা ৮০ ; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১২৯। মহাভারত—বনপর্ব্ব

আরম্ভ :—

সভাপর্ব্ব কথা যদি হইল সমাধান।
বনপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
তবে রাজা জন্মেজয় লোমাঞ্চিত হইয়া।
মুনিতে জিজ্ঞাসে রাজা কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
ধর্ম্ম সমে পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
কাম্যক বনেত গেল সব সমুদিত॥

শেষ :—

তবে জন্মেজয় রাজা জোড় করি কর।
করপুটে জিজ্ঞাসিলা মুনির গোচর॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস দেবের কবিতা॥

ভণিতা :—

সেই শ্লোক অতি যত্নে করিয়া পয়ার।
সঞ্জয়ে কহিল পাপী ভব তরিবার॥
জয় মুনি কহন্ত রাজা কর অবধান।
এই পরে বনপর্ব্ব হইল সমাধান॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্ব সমাপ্ত। ভীমস্যাপি রণে ইত্যাদি। স্বঅক্ষর (শ্রীতারিণীচরণ ইত্যাদি) এলাহান দেবগ্রাম বাস্তব্য। ইতি ১৮৫০ ইংরাজি মোতাবেক ১২৫৭ বাং মোং ১২১২ মঘি তাং ২৪ ভাদ্র মোং ৭ সেতাম্বর বেহান বেলা ১ প্রহর উদনের সময় জামাল খা মোকাম সহর (চট্টগ্রাম) শ্রীরামগোবিন্দ সরকারের বাসাতে লিখা সমাপ্ত। পত্র সংখ্যা ২৩৫, উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩০। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

বনপর্ব্ব কথা যদি হইল সমাধান।
বিরাটপর্ব্বের রাজা কর সঅবধান (?)॥
তবে রাজা জন্মেজয় পুনি জিজ্ঞাসন্ত।
তার পরে জেবা হইল কহ আদি অন্ত॥
তবে বৈশম্পায়নে কহে শুন জন্মেজয়ে।
মহা পুণ্য সার কথা বিরাটপর্ব্বএ॥

শেষ :—

বাপের বচনে দেবী কিছু শান্ত হইলো।
পাঞ্চালি সুগম করি সঞ্জয় কহিল॥
বিরাটপর্ব্বের কথা শুনি জন্মেজয়।
ব্যাস উপদেশ জাহা কহিল সঞ্জয়॥

অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা ভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কথা ভারত কবিতা॥
এক লক্ষ শ্লোক ব্যাখ্যা নরলোকে শুনে।
সপ্তলক্ষ শ্লোক বর্ণিলো দেবগণে॥
দৃঢ় মনে শুচি হইআ শুনিবো ভারত।
স্বর্গ পুরবাসী হএ পুরে মনোরথ॥
মহামুনি ব্যাস উক্তি ভারত পুরাণ।
এথ পরে বিরাটপর্ব্ব হইল সমাধান॥

লেখক ও তারিখ ইত্যাদি ঐ, পত্র সংখ্যা ৫৩। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩১। মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব।

বিরাটপর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
উদ্যোগপর্ব্বেত রাজা কর অবধান॥
তার পরে জন্মেজয় জয় মুনিতে পুছে।
কহ শুনি মুনি গোসাঞি কিবা হইল শেষে॥

শেষ:—
হস্তী অশ্ব রাখিবারে আর অস্ত্রচয়।
কিঙ্কর আনিআ তারা কহিলা নিশ্চয়॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
শুন রাজা জন্মেজয় জেবা তোমার মন॥

ভণিতা:—
উদ্যোগপর্ব্বের কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাস নির্গতে উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।" লেখকের নাম ও তারিখাদি নাই বটে, কিন্তু সেই একই হাতের ও সময়ের লেখা। পত্রসংখ্যা—২৭; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩২। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।

উদ্যোগপর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
ভীষ্মপর্ব্বের কথা রাজা কর অবধান॥
কৌরব পাণ্ডবদল সোমক সহিত।
পৃথিবীর রাজা সব বল সমুদিত॥
কুরুক্ষেত্রে মিলিলেক সমবায় করি।
তার রথ সৈন্য সব সুসজ্জিত করি॥

শেষ:—
কর্ণ বীরে করিবো কৌরব পরিত্রাণ।
কুরু বলে ষোসেন্ত নৃপতি বিদ্যমান॥

ভণিতা:—
মহাভারতের কথা পুণ্য অতিশয়।
লোক তরিবার হেতু কহিল সঞ্জয়॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে মহা পুরাণে ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মঘি তারিখ ২০ ভাদ্র রোজ শুক্রবার বেহান বেলা লিখা সমাপ্ত। স্বঅক্ষর উক্ত তারিণীচরণ ইত্যাদি।" পত্র সংখ্যা—৩৭, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৩। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

আরম্ভ:—
ভীষ্মপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
দ্রোণপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
তবে রাজা জন্মেজয় লোমাঞ্চিত হইআ।
মুনিতে জিজ্ঞাসা করে কান্দিআ কান্দিআ॥

শেষ:—
দ্রোণপর্ব্ব মহাপোথা ভারতের মএ।
পদে পদে অশ্বমেধ কহিল সঞ্জএ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পুরলোকে তরি॥
দ্রোণবধ সঙ্গে এই দ্রোণ জে পর্ব্বএ।
সঞ্জয় কহেন কথা বাখানে সঞ্জএ।

"ইতি শ্রীমহাভারতে শত সহস্র সঙ্গিতায়াং ব্যাস শিক্ষা দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১৮৫১ ইং মোতাবেক সন ১২৫৮ বাঙ্গালা মোতাবেক ১২১৩ মঘি তারিখ ১৬ শ্রাবণ

রোজ বৃহস্পতিবার বেহান বেলা লিখা সমাপ্ত হইল; স্বঅক্ষর উক্ত তারিণীচরণ ইত্যাদি।” পত্র সংখ্যা ১৩০, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৪। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।

ভারতের পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
শুনহ ভকত জন কর্ণঘঠ ভরি॥
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুঃখ ভাবি মন।
করুণা করিআ পুছে সঞ্জয়ের স্থান॥

শেষ:—

কর্ণপর্ব্ব সমাধান হইল এথ পরে।
সঞ্জয় কহিল কথা মধুরস স্বরে॥
ভারত লিখিয়া জেবা রাখে নিজালয়ে।
অচলা হইআ লক্ষ্মী তার ঘরে রহে॥

“ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয় কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত।”

ইতি সন ১২১২ মঘির তারিখ ২ মাঘ। লেখক ও লেখার স্থান ঐ।” পত্র সংখ্যা ২৬, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৫। মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

কর্ণপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
শল্যপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
সূর্য্য পুত্র কর্ণ জদি পড়িলেব রণে।
এথোইস অঙ্গুলি ভূমি ভাসিল তখনে॥

শেষ:—

এই মতে হইল শল্যপর্ব্ব সমাধান।
শুন জন্মেজয় রাজা শুদ্ধ করি মন॥
সত্যবতী সুত ব্যাস ধর্ম্ম অবতার।
মহাপুণ্য সার কথা করিল প্রচার॥
এক লক্ষ সংঙ্গিতা মনিস্ত প্রতিষ্ঠিত।
মুনি বৈশম্পায়নে কহে রাজার বিদিত॥

“ইতি ১৮৫১ ইং মোং সন ১২৫৮ বাং মোং ১২১৩ মঘি তাং ২ ভাদ্র রোজ রবিবার রাত্র এক প্রহরের সময় লিখা সমাপ্ত হইল। লেখক ঐ।” পত্র সংখ্যা ১৫, উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৬। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

আরম্ভ:—

শল্যপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
গদাপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
মহারাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা পুনি।
তদন্তরে ধর্ম্মরাজা কি বলিল শুনি॥

শেষ:—

মহাভারতের কথা পুণ্য অতিশয়।
সঞ্জয় রচিল পোথা বাখানে সঞ্জয়॥
ভারতের পুণ্য কথা ইত্যাদি।

“ইতি শ্রীমহাভারতে গদাপর্ব্বণিঅ অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধে গদাপর্ব্ব সমাপ্ত। লিখক ঐ তারিণী··এলাহান দেবগ্রাম বাস্তব্য শ্রীআহিরাম সেনের বাটীতে লিখা সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১২১৪ মঘি মং সন ১৮৫২ ইঙ্গরেজী মং সন ১২৫৯ বাঙ্গালা তারিখ ২৯ ভাদ্র রোজ সোমবার বেহান বেলা সমাপ্ত হইল।” পত্র সংখ্যা ১০, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৭। মহাভারত—সৌপ্তিকপর্ব্ব।

গদাপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা কর অবধান॥
জন্মেজয় নৃপতিএ জিজ্ঞাসিল পুনি।
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা কহ মহামুনি॥

শেষ :—

এথ পরে সমাধান সৌপ্তিক নামে পর্ব্ব।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নাম পাইল সর্ব্ব॥
তার পরে ওসিকপর্ব্বের শুন কথা।
অশ্বথমা শিরোমণি কাটিলেক জথা॥
ভারতের পুণ্যকথা সুধা রসময়।
লোক পরিত্রাণ হেতু বলিল সঞ্জয়॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত ইত্যাদি।

"ইতি সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মঘি তারিখে ৩১ ভাদ্র রোজ সোমবার বেলা আটঘণ্টার সময় লিখা সমাপ্ত হইল। লিখক শ্রীনীলমণি দাস পীং রামসেবক চৌধুরী মৃত সাং আনোয়ারা থানে পটিয়াকাড়ি আনোয়ারা চাকলে দেয়াঙ্গ।" পত্র সংখ্যা ৭, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৮। অকাত-রছুল।

ইহাতে হজরত মহম্মদ মস্তফার তিরোভাব বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে ইহা আমাদের পরম সমাদরযোগ্য। মুসলমানেরা বঙ্গভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া পারসিক বা আরব্য নামে গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন; এই জন্য আপাত দৃষ্টিতে এই সকল গ্রন্থ কেবল মুসলমানেরই আলোচ্য, বলিয়া বিবেচিত হইবে। বস্তুতঃ এক সকল গ্রন্থের ভাষা বাঙ্গালা; আরব্যাদি ভাষার শব্দ সংখ্যা নিতান্ত কম। এক স্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি :—

রছুল্লাহ, যমদূতকে (আজরাইলকে) বলিতেছেন :—

জথেক তোমার শক্তি থাকে বল দিয়া।
লই জাও তুমি মোর পরাণ কাড়িয়া॥
মোর উম্মতের * দুঃখ বহুল না দিবা।
উম্মতের লাগি মোরে দুঃখ দিয়া নিবা॥
আজ্রাইলে বোলিলেন্ত তোমার পরাণ।
হরিমু জেহেন শিশু দুগ্ধ করে পান॥
রছুলে শুনিয়া মৃত্যুপতির বচন।
হৃদএত ডাইন কর রাখিলা তখন॥
বাম উরু পরেতে রাখিলা বাম কর।
ঊর্দ্ধমুখী হইয়া রহিলা পয়গাম্বর॥
* * *
আজ্রাইলে ইলাহির * নাম লেখি করে।
রাখিলা আপনা কর নবির গোচরে॥
আহার দর্শনে জেন উড়িল বহরী।
নিকলিল আওমা নবি. দেহ ছাড়ি॥
* * *
তিরাসিআ লোক জল দেখি বিদ্যমান।
জল খাইবারে জেন করএ পয়ান।
রছুলের আওমা তেহেন গেল উড়ি।
আজ্রাইল করে রাইল নিজ দেহ ছাড়ি॥
রছুলের দেহথু আওমা নিকলিতে।
দুই ওষ্ঠ রছুলের লাগিলা কাম্পিতে॥
দেহথুন আওমা নিকলিতে পয়গাম্বর।
লাগিলেন্ত উম্মত উম্মত করিবার॥
মোর উম্মতের প্রভু হরিছে জীবন।
এথ দুঃখ দিয়া জেন না করি নিধন॥

এরূপ মর্ম্মবিদারক কথা আর উদ্ধৃত করা যায় না।

ভণিতা :—

কাতর হইয়া কহে চৈয়দ ছোলতান।
প্রভু বিনে সহায় রাখি না দেখি নয়ন॥

শেষ :—

ভিন্ন এক পুস্তক রচিতে পারি জবে।
কদাচিত সেই কথা কহিতে নারি তবে॥
অধিক উত্তম কথা কিতাবে শুনিআ।
আলিম সভাতে দিল পাঞ্চালি রচিয়া॥

"ইতি য়কাতরছুল পুস্তক সমাপ্ত।

---

* উম্মত = হজরত মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী।

* ইলাহি—ঈশ্বর।

সোয়ক্ষর শ্রীকালিদাস নন্দী সাং ধলঘাট সন ১২০১ মগি তাং ১৪ পউস।" পত্র সংখ্যা ২৫, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

এই সৈয়দ সুলতানের অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া গেল; ইতিপূর্ব্বে তাহা অনেকটা দেখান গিয়াছে।

১৩৯। জাগরণ।

এই গ্রন্থখানি আমরা দেখি নাই। চট্টগ্রাম—ছনহরা-নিবাসী জমীদার ও বিদ্যা-মোদী বাবু রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কাব্যখানি সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি স্থানীয়—'জ্যোতিঃ' পত্রিকায় ইহার যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা এখানে এতদ্বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

"গ্রন্থখানি কবি শঙ্কর দাসের রচিত। এবং বড় পুঁথির আকারে ৬৫০ পৃষ্ঠা। উহা ছনাহরা গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে। * * * কবিকঙ্কণ ও মাধবানন্দের 'জাগরণ' অপেক্ষা ইহা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কবির প্রকৃত নাম ভবানী শঙ্কর, বাসস্থান চক্রশালা-ছনহরা গ্রামে। কবির আত্মপরিচয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে":—

দেব সব বন্দিলাম আনন্দ হৃদয়।
এবে আমি দেহি শুন নিজ পরিচয়॥
মোর আদি পুরুষ জন্মিল ধাড়া গ্রাম।
আত্রেয় গোত্র কুলে জন্ম নরদাস নাম॥
মহাভাগ্যবন্ত কান্ত ছিলেন নরদাস।
রাঢ়া ভৌমে বদিখি প্রদেশেতে নিবাস॥
নিত্য নিত্য অর্চ্চিলেক জাহ্নবীর পায়।
তান বরে সিদ্ধিশিলা পাইল তথায়॥
শিলার প্রসাদে সেই হৈল বড় ধনী।
দানধর্ম্ম করি সুখে বঞ্চিল অবনী।
তান বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণ হৃদানন্দ।
পূর্ব্বদিকে ব্রজ কৈল হইয়া আনন্দ॥
নিয়মের নিয়ম যে না যায় খণ্ডান।
চট্টগ্রামে আসিলেক ত্যাগি সেই স্থান॥
চট্টগ্রাম রাজ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে।
তথা গিয়া নিজ পুরী কৈলা আনন্দ মনে॥
কৃষ্ণানন্দের সন্তান জন্মিল বিষ্ণুদাস।
মহানন্দে সেই সাধু করিল নিবাস।
তান পুত্র নারায়ণ বঞ্চে নানা রঙ্গে।
কুল পুরোহিত রামচন্দ্র লইয়া সঙ্গে॥
তান পুত্র জন্মিলেক শ্রীমধুসূদন।
মোর পিতৃ পিতামহ সেই মহাজন॥
নিজ কুল ধর্ম্মে রত আছিল বিষেষ।
দৈব হেতু কিন্তু তথা পাইলেন ক্লেশ॥
গতি করিলেন সেই স্থান ত্যাগ করি।
নিবাস করিলেন সুখে চক্রশালা পুরী॥
তান মুখ্য পুত্র জন্মে নাম শ্রীয়মন্ত।
মহাসুখে বঞ্চিলেক সেই ভাগ্যবন্ত॥
শ্রীযুত নয়নরাম তাহান তনয়।
আমার জনক জান সেই মহাশয়॥
কুল ধর্ম্মে রত পুত ছিল অনুক্ষণ।
শঙ্কর আমার নাম তাহার নন্দন॥
নিজ পরিচয় দিয়া সবাকার তরে।
দেবীর প্রস্তাব গায় ভবানী শঙ্করে॥
একান্ত হইয়া যে ভাবিয়া জগমাতা।
প্রথমে কহিব সৃষ্টি পত্তনের কথা॥

ইতি মঙ্গলবারে দিবা পালা সমাপ্ত।

"এই পুঁথিতে দুইটি সংস্কৃত শ্লোকও দেখা যায়। তদ্দৃষ্টে বোঝা যায় 'রাঢ়ে শ্রীঅঙ্গ নামক নগরে নরহরি দাস জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ভাগীরথী জলে সিদ্ধি-শিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভরদ্বাজ গোত্রীয় রামচন্দ্র নামক কুলপুরোহিত সমভিব্যাহারে তাঁহার পুত্র চট্টলে সিন্ধুতীরে দেবগ্রামে অবস্থিতি করেন।" শঙ্কর নরদাসের জন্ম রাঢ়ের

বদিখি প্রদেশে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও রাঢ়ে অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়াই তাঁহার পুত্রের পূর্ব্বদেশে আগমনের কারণ বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীঅঙ্গ বা বদিখি প্রদেশের বর্ত্তমান নাম কি আমরা জানি না। তবে রাঢ় হইতে কৃষ্ণানন্দের চট্টগ্রামে সমাগত হওয়া সুস্পষ্ট। মহাকবি শঙ্কর দাস কেবল ছনহরার প্রসিদ্ধ বিশ্বাস বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এমন নহে। তদ্দ্বারা সমগ্র চট্টগ্রাম গৌরবান্বিত।

১৪০। সবে.মেহেরাজ্।

ইহাতে হজরত মহম্মদ মস্তফার স্বর্গ পরিক্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা বাঙ্গালা প্রধান, ক্বচিৎ আরবীয় শব্দ আছে।
ভণিতা :—

রছুলের পদে কহে সৈয়দ সুলতান।
তুমি বিনা পাতকীর গতি নাহি আন॥

এই কবির অনেক গুলি গ্রন্থ আছে। আরও একখানি পুঁথি 'আলো' সম্পাদক মৃত মহাত্মা নলিনীকান্ত সেন মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত আছে। উহার নাম এখনও জানিতে পার নাই। 'জ্ঞান প্রদীপ'ও সম্ভবতঃ ইঁহার লেখা।

হস্তলিপির তারিখ ১১৬৫ মঘি। লেখক শ্রীসমসের সাং সাহামিরপুর (চট্টগ্রাম)। পত্র সংখ্যা প্রায় ১৪০। দুই পৃষ্ঠে লেখা। বৃহৎ পুস্তক। সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই।

১৪১। মাধব মালতী।

সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ 'মালতী মাধব' না থাকিলে সমালোচ্য গ্রন্থের ঐ নামই হইত। আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। এই গ্রন্থখানি বঙ্গের একজন বিলুপ্ত প্রথিতনামা ব্যক্তির নূতন কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সুতরাং ইহা রক্ষা করিবার জন্য উক্ত মহাত্মার সম্পন্ন এবং উপযুক্ত বংশধরেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। গ্রন্থ সূচনাটি, এই :—

মহারাজা নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী।
তাহার বর্ণনা আমি কিরূপে বা করি॥
আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব।
যে সব বর্ণনা হবে নহে অসম্ভব॥
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইবেন জন্ম।
সেই মত তাবৎ ইহার দেখি কর্ম্ম॥
তার ছিল নবরত্ন ইহার সেরূপ।
সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ।
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
বিষ্ণুরাম পসপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য্য নাম॥
এই নবরত্ন নিয়া সর্ব্বদা আমোদ।
আপনে আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥
মান্যের কি কব জার উজিরত্ত পদ।
হুকুম আছিল জার করিবারে বধ॥
বিলাতের বাদসাহ করিল সম্মান।
গবর্ণর ঘরে জিনি সদা চৌকি পান॥
অধিক্যর হাতে জার গঙ্গা মণ্ডল আদি।
হেন জন নাহি ছিল করে প্রতিবাদী॥
রূপের তুলনা নাই নামে গোষ্টাপতি।
মুখে বিনা কর্ম্ম নাই তাহার আকৃতি।
তার পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ।
কি কব তাহার গুণ···দুষ্ট॥
পিতা তুল্য মান্যবান তাবত কর্ম্মেতে।
বিশেষ তাহার গুণ দয়ায় ধর্ম্মেতে॥
দেবিবর বল্লালের জেবা ছিল ঘাটী।
কায়স্থের কুলে করিল পরিপাটী॥

তার পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম।
নবীন প্রবীণ তিনি সর্ব্ব গুণধাম॥
আদ্যাশক্তি কমলার কবিতা বিশেষ।
কবি রামচন্দ্র প্রতি কৃরিলা আদেশ॥
আপনার পরিচয় দিতে কিছু হএ।
সংক্ষেপে কিঞ্চিত বলি নিজ পরিচয়॥
কানাই ঠাকুর বংশে গোপাল মুখুটী।
ইষ্ট নিষ্ট দাতা ধীর নিবাস গরিটী॥
কুলিআ বিখ্যাত কুল ভঙ্গ নিজে হন।
তস্য পুত্র রামধন কুলে সাটী নন॥
তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবি।
ভাষায় কবিতা বহু বিরচিতা সুছবি॥

এতদ্বিবরণ হইতে এই গ্রন্থকার কথনকার লোক, নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিবে। আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। তজ্জন্য অদ্য আর কিছু বলিলাম না। ফুলস্কেপ ½ অংশ পরিমিত কাগজের ১৭৭ পত্র পর্য্যন্ত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। শেষ কয় পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং হস্তলিপির তারিখ পাওয়া যায় নাই। লেখা দেখিয়া বড় প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

১৪২। শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যান।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবগ্রন্থ, বৃন্দাবনের বিবরণ দেওয়া আছে।

শেষ :-

গোপীঘাটের পূর্ব্ব দুই ক্রোশ নন্দঘাট।
বরুণ হরিআ লৈল নন্দের নিজ পাট॥
সংক্ষেপে কহিল এই বৃন্দাবন স্থান।
সাধক জেজন এই সব করে ধ্যান॥

* * *

চোরাশী ক্রোশ বিষ্টিত এই শ্রীব্রজমণ্ডল।
তার মধ্যে সংক্ষেপে কহিল এ সকল॥
সাধকের লাগি স্থান নির্ণয় করিএ।
মুই সে অধম ন দোষ না লইবে॥

ভণিতা :—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আশ।
শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

'ইতি শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান সম্পূর্ণ। ইতি সন ১১৯৫ মঘি তারিখ ২২ শ্রাবণ। সোক্ষর শ্রীগোকুলচন্দ্র আইচ দাস জেলে চাটীগ্রাম সাং দেবগ্রাম। সদাএ শ্রীহরি চরণে মম ভক্তিরস্তু। পত্র সংখ্যা ৫ মাত্র। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পাতে মাত্র ৬৪টি পয়ার পদ আছে।

১৪৩। শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।

'শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান' আর এই খানি একজনের লেখা ও একই পুঁথি ভুক্ত। ষষ্ঠ পাতে ইহার আরম্ভ। কেবল এই পাতাই আছে—অবশিষ্টগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানিও বৈষ্ণব গ্রন্থ।

আরম্ভ :—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

একবার আমি আর একখানি 'নাম সংকীর্ত্তন' দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভণিতা ছিল :—

'এমন সুন্দর পদে পুরাক মনের আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন গাএ নরোত্তম দাস॥'

অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থও কি ইঁহারই ? নরোত্তমের বহিখানি আমার নিকটে না থাকায় তুলনা করিতে পারিলাম না।

১৪৪। সীতার বনবাস।

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি ॥
শ্রীরামে বোলেন ভরত শুনহ বচন।
চৌদ্দ বৎসর দুসখ পাইলা আমার কারণ ॥
আজ্ঞা তরে চৌদ্দ বৎসর ছিলা নানা দুসখে ॥
হেন যুক্তি করে জেন সভে থাকি সুখে ॥
বড় দুসখ পাইলে তুমি ভাইরে লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘনের তুমি করহ পালন ॥
রামের আগে তিন ভাই করিলা অঙ্গীকার।
জারে জেই আজ্ঞা কর সেই তার ভার ॥

ভণিতা :—

(এই কথা শুনি) রাম ছাড়িল নিশ্বাস।
রামের ক্রন্দন রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।

"ইতি সীতার বনবাস সমাপ্ত। নারায়ণ চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মং শ্রীবৎসলাঞ্ছনং দেবং গোবিন্দং প্রণমামিহং। ভীমস্যাপি ইত্যাদি। ইতি সন ১২১৬ সাল বাঙ্গালা তারিখ ১৫ আশ্বিন রোজ মঙ্গলবার বৈকাল-বেলা সমাপ্ত। সোয়াক্ষর শ্রীশিবচরণ সেন দাসস্য সাকিমে নয়াপারা। এই পুস্তক শ্রীরামতনু দাস দেয়দাসস্য সাং মামুর খাইন।",

এই পুঁথির প্রথম ও শেষ পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে, শেষ পত্রের সংখ্যা ১৪। শেষ পত্রে উপরোক্ত ভণিতাটি লেখার তারিখ ইত্যাদি মাত্র আছে। পূর্ব্ব সমালোচিত 'জানকী বনবাস' আর এই খানি এক কি না, বলিতে পারি না।

১৪৫। নলোদয়।

সম্প্রতি অনুসন্ধানে অনেক প্রাচীন পুঁথির বিচ্ছিন্ন কাগজরাশি পাওয়া গিয়াছে। কোন পুঁথির প্রথম, কোন পুঁথির শেষ, কোন পুঁথির মধ্য পত্র আছে। ইহা দ্বারা আর কিছু না হউক, অন্ততঃ কতকগুলি নূতন পুঁথির ও কবির নাম জানা যাইতেছে। শীর্ষোক্ত পুঁথিখানিও সেই শ্রেণীর। ইহার তিনটি পত্রমাত্র আছে,—প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা এবং পত্রসংখ্যা-হীন এক পাতা। হস্তলিপি শতাবধি বৎসরের প্রাচীন বোধ হয়। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

আরম্ভ :—

নলদময় পুস্তক লিখ্যতে।
বনবাসে যুধিষ্ঠির বড় দুক্ষ পাইআ।
অভিমানে বোলে রাজা ব্যাস প্রণমিআ ॥
চন্দ্রবংশে মোর জন্ম হৈল অকারণ।
আমি ভিনে বংশে আর নাহি অভাজন ॥
নিজ রাজ্য পরিহরি বনে করি বাস।
সর্ব্ব রাজাগণে মোরে করে পরিহাস ॥
ললাট লিখন কভো খণ্ডন ন জাএ।
পৃথিবীতে এথ দুক্ষ কেহো নাহি পাএ ॥
যুধিষ্ঠির করুণা শুনিআ মুনিবর।
ইতিহাস কথা কহে রাজার গোচর ॥
চন্দ্রবংশে রাজা ছিল নল নৃপবর
বিষ্ণু অংশে রাজা ছিল গুণের সাগর ॥

ভণিতা :—

গোবিন্দের পাদপদ্মে ভাবিআ হৃদএ।
হংসের বিলাপ তবে পার্ব্বতীনাথে গাএ ॥

১৪৬। সত্যপীরের পাঞ্চালি।

এই পুঁথির একটিমাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে; তাহাও ষষ্ঠ পাতা। ইতিপূর্ব্বে

আরও তিনখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি; তন্মধ্যে— একখানি ভণিতা-শূন্য, একখানি ফকিরচান্দের ও অপরখানি দ্বিজ পণ্ডিতের। মূলতঃ এই সকল পুঁথির বিষয় এক;— তবে কাহার মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য কতদুর নির্ণয় করিয়া বলা বিশেষ কষ্টসাধ্য। এই কার্য্যে এখন আমরা হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক। পুঁথি সংগ্রহ করার জন্তই এখন আমরা বিশেষ ব্যগ্র। পুঁথির ভণিতাটি এই :—

কহে দ্বিজ রামানন্দে শুনরে সাউধাইন। *
কোন হেতু বিপাক হইল আপনার কারণ॥

১৪৭। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

কাশীদাসী মহাভারত ছাপা আছে বলিয়া এতদিন আমরা ইহার প্রচীন হস্তলিপি সংগ্রহ বা আলোচনা করিতে যত্ন করি নাই। সম্প্রতি বটতলার জয়গোপালগণের বুজরুকি বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতি মনোযোগী হইয়াছি।— চট্টগ্রামে ইহার প্রাপ্তি একান্তই সুলভ। একখানি অসম্পূর্ণ বিরাটপর্ব্ব সম্প্রতি হস্তগত হইয়াছে। প্রথম ১১ পাতা আছে; এক পৃষ্ঠে লিখিত।

আরম্ভ :—

জন্মেজয় কহে কথা শুন তপোধন।
দুর্য্যোধন ভএ পূর্ব্বে পিতামহগণ॥
কেনে ভেসে ... রহিলা কেমতে।
বিরাট নগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে॥

* সাউধাইন—সাউধ (সাধু) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে। এরূপ প্রাকৃত শব্দ আরও আছে:—বেহাই (বৈবাহিক) স্ত্রীলিঙ্গে—বেহাইন। ঠাকুর—ঠাকুরাইন (ঠাকুরাণীর অপভ্রংশ)। 'নেকাইন.' 'চতুরা স্ত্রীলোক' অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, পুংলিঙ্গের ব্যবহার দেখি নাই।

ভণিতা :—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান॥

এবং অন্যত্র :—

বিরাটপর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত গাথা,
সর্ব্ব দুষ্কর অবিলাশে। (?)
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাসে॥

১৪৮। মনসার জাগরণ বা পদ্মাপুরাণ।

কেতকাদাস বা ক্ষেমানন্দের পদ্মাপুরাণগুলি আমরা দেখি নাই। ঐ গুলি কি কেবল তত্তৎকবির লেখনীসম্ভূত, না দুই, তিন, বা ততোধিক কবির সমবেত লেখনীজাত? এই পুঁথির প্রথম যে দুইটি পাতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একাধিক কবির ভণিতা আছে। হস্তলিপি অতি প্রাচীন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।

জয়দেবি পদ্মাবতী ভুজগ-জননি।
কিঙ্করের কর কৃপা বিষ-বিনোদিনি।
প্রথম যুগল পুটে, প্রণতি গণেশ ঘটে,
অবতার নায়ক আসরে।
গএ বন্দিআ গাএ, উর প্রভু রঘুরাএ,
গহিন গম্ভীর ধীরস্বরে॥

ভণিতা :—

(১) আগম পুরাণ চাইআ, তব গুণ ন পাইআ,
রচনাতে করিব সন্ধান।
গণেশের চরণ আশে, রচিল কেতকা দাসে,
আসনেত হও অধিষ্ঠান॥
(২) তেজিআ আপনা স্থান, কর মোরে পরিত্রাণ,
প্রধান স্বরূপে গাম গীত।
মনেতে মনসা ভাবি, ক্ষেমানন্দে কহে কপি, (কবি)?
নায়কেরে কর মন প্রীত॥

কেতকাদাস বা ক্ষেমানন্দ কি চৈতন্য-দেবের সমকালীয়, না পরবর্ত্তী লোক? সমালোচ্য গ্রন্থে 'চৈতন্য-বন্দনা' আছে।

১৪৯। মৃগলুব্ধ।

দ্বিজ রতিদেবের রচিত 'মৃগলুব্ধের' পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মাননীয় দীনেশবাবু 'রঘুরাম রায়' কৃত 'মৃগলুব্ধ' পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন। * আজ আমরা যে পুঁথি আলোচনা করিতেছি, তাহাতে ভণিতা দেখিতেছি 'রামরাজা' এবং 'শ্যাম রায়'।

পুঁথিখানি খণ্ডিত,—প্রথম, সপ্তম, অষ্টম, এবং চতুর্দ্দশ হইতে শেষপত্রের (২২শ পত্র ভিন্ন) অভাব। তবে ইহার মধ্যে ২২শ পত্রের হস্তলিপি ভিন্ন হস্তের। রতিদেবের গ্রন্থের সহিত মূলতঃ ঐক্য থাকিলেও ভাষাগত ঐক্য আদৌ নাই।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ :—

দেব দ্বিজ গুরু ভক্তা বর পতিব্রতা।
ব্রত উপবাসী সদাএ স্বামীরে ভকতা।
কুঞ্জের কমলা জেন সঙ্কেত বসতি।
রোহিণী ন জানি কিবা বাহিনীর পতি।
শিবের পার্ব্বতী জেন ইন্দ্রের ইন্দ্রানী।
ত্রিভুবন জিনি সাজে রূপেঅ মোহিনী।
ফাল্গুন মাসে জদি হৈল চতুর্দশী।
রুক্মিণী সহিতে রাজা হৈল উপবাসী।

ভণিতা :—(১)

(ক) মনের ছাড়িআ বিজে, গাইল শ্রীরাম রাজে,
মিগীর বিলাপ সাজে, শুন মৃগ লোধ্র সাব্বাদ।
(খ) শঙ্কর কিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ। [সম্বাদ]
দ্বিতীয় ধ্যান গাইল নরক অধ্যাএ।

(২) হরষিত হইআ তবে শ্যামরাএ গাএ।
স্বর্গেতে গমন ব্যাধ দ্বিতিঅ অধ্যাএ।

লিপিকরের অনবধানে 'রামরাএ', যে 'শ্যামরাএ' হইতে পারে না, একথাও বলা যায় না। এই সমস্যা আজ কে পূরণ করিবে? শেষোক্ত ভণিতাটি ২২শ পত্রে আছে।

এই হস্তলিপি অতি প্রাচীন,—অক্ষরগুলি কিছু বিচিত্র। কাগজের একপৃষ্ঠে লেখা। লিপিকরের নাম "শ্রীরাম শঙ্কর সাং মহিড়া।" তারিখাদি নাই।

১৫০। প্রহলাদ-চরিত্র।

এই পুঁথির দুইখানি পাণ্ডুলিপি আমাদের নিকট আছে। দুইটীই অসম্পূর্ণ;—একটির দ্বিতীয় পাতা ভিন্ন প্রথম হইতে ত্রয়োদশ পাতা পর্য্যন্ত আছে; অপরটির পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং নবম পাতা ভিন্ন প্রথম হইতে পঞ্চদশ পাতা পর্য্যন্ত আছে। শেষোক্তটির শেষ আছে। এইখানির লেখা অতি জটিল হইলেও পাঠ করা যায়। গ্রন্থখানি পূর্ব্ববঙ্গের সম্পত্তি, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

যেদে রামায়ণে ইত্যাদি শ্লোক।
প্রণম নারায়ন প্রভু কৃপাময়।
যাহার কারণে হএ সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
অদ্বিতীয় নানারূপ নাহিক তার সীমা।
অন্ত নাহিক তার কৃপার মহিমা।

* দীনেশবাবু যত্ন করিয়া এই পুঁথির নামের বিশুদ্ধি সম্পাদন না করায় পুঁথিখানি ভ্রান্তনামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ 'মৃগলব্ধ' অর্থহীন শব্দ। রামরাজার পুঁথিতে 'মৃগলোব্ধ' নাম দেখিয়া আমি অভিধান খুঁজিতে প্রবৃত্ত হই; সুখের বিষয়, তাহাতে 'লুব্ধ' শব্দের অর্থ 'ব্যাধ'ও লিখিত আছে দেখিয়া এই পুঁথির প্রকৃত নাম যে 'মৃগলুব্ধ' ছিল এবং হইবে, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। পুঁথির আলোচ্য বিষয়ও মৃগ ও ব্যাধের বৃত্তান্ত (লেখক)।

যোগাধ্যানে শঙ্করে অন্ত ন পাএ জাহার।
দরিদ্রেরে দয়া কর মহিমা তোমার॥

* * *

হেন হরি নারায়ণ বন্দিআ সানন্দে।
রচিব কবিত্ব কিছু পয়ারের ছন্দে॥
হরিপ্রিয় পুরাণে সকল ভাগবত।
কহিবারে চাহি কিছু বিষ্ণুর মহত॥
চিত্ত দিআ কহি শুন পরাদের চরিত্র।
শ্রবণে জে ক্লেশ হরে শরীর পবিত্র॥

শেষ :—

সেবক কারণে (লীলা) কৈলা নারায়ণ।
একান্ত ভক্তিএ ভজ গোবিন্দের চরণ।
হেন জানি ভাবিআ বোলএ হরি হরি।
অন্তকালে মুক্তিপদ দিবেন শ্রীহরি॥
দ্বিজ কংসারি কহে রচিল পদবন্ধে।
পরাদ চরিত্র গীত রচিল প্রবন্ধে।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর করিলেক রাজা।
আর জথ রাজগণ হৈল তাহার জে প্রজা।
এই মতে পরাদেরে রাজ্য দিলা হরি॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা প্রভু গেলা নিজ পুরী।

ভণিতা :—

জে হরিনাম লোকে শুন সাবধানে।
দ্বিজ কংসারি ভণে গোবিন্দের চরণে॥

"ইতি পরাদের চরিত্র সমাপ্ত। ইতি সন ১১৪১ মঘি তারিখ ২৬ কার্ত্তিক। যদি কৃষ্ণপদে ভক্তিমতি চ পদপঙ্কজে। বিষমে দুর্গমে ঘোরে কা চিন্তা মরণে রণে॥ রোজ মঙ্গলবার। শ্রীরামপ্রসাদ দৈয়ম্ভ চাং দিআজ, সাং খীলপারা।"

১৫১। চণ্ডীমঙ্গল।

১২৫৯ মঘীর (১৮৯৭ ইং) সেই কাল ঝটিকায় চট্টগ্রামের সুতরাং বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের কতই না ক্ষতিসাধন করিয়াছে! উহার প্রকোপে আজ কতই না গ্রন্থ চিরতরে বিকৃতাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে! এই দুঃসময়ে কত অমূল্য সাহিত্য-সম্পত্তি আবর্জ্জনার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছে, কে নির্ণয় করিবে? এই দৈববিপাকে শীর্ষোক্ত গ্রন্থেরও অঙ্গ-বিকৃতি ঘটায় উহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়ার উপায় নাই। আর ঐ নামটিও যে গ্রন্থের প্রকৃত নাম, নিশ্চয় করিয়া আমরা বলিতে পারি না। ইহার নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা হইতেই আমরা ঐ নামটি গ্রহণ করিয়াছি।

ইহাতে চণ্ডী-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সবে মাত্র ২৭শ হইতে ৩০শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। হস্তলিপি প্রাচীন। একস্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের স্মৃতিরক্ষা করিতেছি :—

ত্রিলোকের প্রাণধারক তাহা হোতে।
শাকম্ভরী নাম খ্যাতি হইব জগতে॥
তথাতে বধিব দুর্গা নামাখ্যা অসুর।
পুনর্ব্বার ভীমরূপা হইয়া সত্বর॥
হিমাচলে রাক্ষস সকল সংহারিয়া।
মুনিগণ ত্রাণ হেতু অবতার পাইয়া॥
তবে আমা মুনি সবে নম্র মূর্ত্তি মানে।
স্তুবিবেন্ত ভক্তিভাবে আমা বিদ্যমানে॥
ভীমা দেবী ইতি খ্যাত আমার হইব।
জখনে অরুণ নামে অসুর জন্মিব॥
ত্রিলোকের মহাবাধা করিয়া দারুণ।
তবে য়ামি ভ্রমরের রূপে অবতীর্ণ॥

ভণিতা :—

(১) এই মতে মার্কণ্ড পুরাণ অভিমত।
একাদশ মাহাত্ম্য স্তবন দেব জথ॥
চণ্ডিকাচরণ-অবজ-মধুপ মানসে।
চণ্ডীমঙ্গল ছলা (?) ব্রজলালে ভাষে॥
(২) এই মতে মার্কণ্ড (পুরাণ) অনুমত।
দ্বাদশ মাহাত্ম্য হৈল পূর্ণ চণ্ডী মত॥

চণ্ডিকাচরণ-অবজ-মধুপ মানসে।
চণ্ডীমঙ্গল ছলে ব্রজলালে ভাষে॥

সম্ভবতঃ এই গ্রন্থখানি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ।

১৫২। শীত-বসন্ত।

এই নামের আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। সেই পুঁথির প্রাপ্ত পত্রটির আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হয় যে, পুঁথিখানি আকারে বড় বৃহৎ না হইতে পারে। কিন্তু আজকার সমালোচ্য পুঁথি (সর্ব্বাঙ্গ পাওয়া না গেলেও) আকারে বৃহৎ, স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে। এই কারণ, এই দুই পুঁথি বিভিন্ন হস্ত-প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। অদ্যকার পুঁথিতে প্রথম পৃষ্ঠার অভাব, সুতরাং আমরা তুলনা করিতে পারিলাম্ না।

উপরে গ্রন্থের যে নামকরণ হইল, তাহা প্রকৃত কি না, নিশ্চিতরূপে বলার উপায় নাই। সৎমার কুটিল-চক্রান্তোপহত শীত বসন্ত নামক দুই রাজপুত্রের কাহিনী গ্রন্থের বর্ণিতব্য বিষয়। তাহা হইতেই ঐ নামকরণ।

একে প্রাচীন হস্তলিপি, তাহাতে স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া যাওয়াতে, এই নষ্টাবশিষ্ট পত্রগুলিও সম্যক পাঠ করিবার যো নাই। চতুর্থ হইতে ৩৮শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক পাতা নাই।

ইহার সর্ব্বশেষ (৩৮শ) পত্র হইতে কতকটা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে এই গ্রন্থের উক্ত নামকরণের অনুমান-সঙ্গতিও অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শীত বসন্ত বৈসে বিচিত্র আসনে।
পাত্র মিত্র প্রজা সব বৈসে স্থানে স্থানে॥
এই মতে ক্রমাগত বসিল্যা সকল।
চারি পাশে নানামতে করএ মঙ্গল॥
দুই পাশে বিদ্ধ (বৃদ্ধ) রাজাএ দুই পুত্র লইআ।
নানা মতে দান করে ভাণ্ডার ভাঙ্গিআ॥

*　　*　　*

এই মতে সপ্ত দিন দান কৈল্য ধন।
দারিদ্র ভিক্ষুক না রাখিল এক জন॥
এহা দেখি বসন্ত জে হাসিতে লাগিল।
লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ চাপা তথাতে পড়িল॥

*　　*　　*

শীত সম্বোধিআ বোলে বধু নরনাথে।
একি অপরূপ বাপু* কহত আক্ষাতে॥ ইত্যাদি।

ইহার পর শীত বসন্তের রাজ্যত্যাগ, কাঞ্চীপুরে গমন ও রাজকন্যা-বিবাহ ইত্যাদি পূর্ব্ব ঘটিত ঘটনাসমূহ সংক্ষেপে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। বুঝা যাইতেছে, ইহার পর গ্রন্থ আর বড় বেশী বাকী নাই।

ভণিতা:—

নাহি ইষ্ট বাপ ভাই, নিবেদিমু কার ঠাই,
কে করিব দুঃখ উপশম।
কহে বাণীরাম ধরে, শুনহ মালিনী মোরে,
দেখাও সে পুরুষ উত্তম॥

এবং:—

কন্যারে লইআ কোলে, বুক ভাসি জাএ জলে,
ক্ষেণে ক্ষেণে ভুমিতে গড়াএ।
বাণীরাম ধরের বাণী, স্থির হও মহারাণী,
কন্যা রাখি নাহি কোন দাএ॥

১৫৩। রাধাকৃষ্ণ-বিলাস।

এ একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ। ইহার কবিত্ব, ইহার মাধুর্য্য, ইহার সরলতা অতুলনীয়। প্রাচীন পুঁথি অনেক দেখিয়াছি,

---

* এই 'বাপু' হইতেই আমাদের 'বাবু' আসিয়াছে, খুব সম্ভব।

কিন্তু এমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আর কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এমন সুন্দর সুরুচিসঙ্গত কাব্য প্রাচীন-সাহিত্যে নাই বলিলেও বলা যায়। পত্রান্তরে অন্য সময়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়া ইহার সৌন্দর্য্যাদি পাঠকগণকে উপভোগ করাইব ইচ্ছা আছে। এস্থানে তাহার আলোচনার স্থানাভাব।

গ্রন্থখানি বটতলার ধুরন্ধরগণ ছাটিয়া ছুটিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন দেখিতেছি। হস্তলিখিত পুঁথির সঙ্গে প্রায় মিল নাই। প্রত্যেক প্রস্তাবের শিরোভাগে অতি সুন্দর সুন্দর ধুয়া প্রদত্ত হইয়াছে; ছাপা পুস্তকে তাহা অনেক স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মৌলিকত্ব নষ্ট করিতে উক্ত মহাত্মগণ কেমন কেমন পটু, সকলেই জানেন। ছাপা পুস্তকে ইহারও সেই দশা হইয়াছে। ইহার রচনা আধুনিক নহে ত?

রচয়িতার নাম দ্বিজ জয়নারায়ণ। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাঠাশুদ্ধিপূর্ণ সুন্দর আরম্ভটি যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত করিতেছি। মুদ্রিত গ্রন্থে এই 'বন্দনাটি' পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নম গণেসায়। অথ স্ববন্দনা।

সুর বন্দিত, অমর পুজিত, সুস্থ লোহিত শোভা।
কুঞ্জর শির, লম্বোদর, মনসিজ মনলোভা॥
পদযুগতল, যমল কমল, অলিকুল মন আসা।
অরুণবসন, মুষিকাসন, কোকিল কিল ভাসা॥
অলকাবলি, গণ্ডস্থলি, নিখিল খণ্ড এথা।
আদি পুরুষ, তুলা মহেশ, সৌক্ষ (সুখ?) দাতা॥
অজ্ঞান জন, অতি দীনহীন, জয় নারায়ণ কুরু
কুরু কুরু কুরু করুণাং।

* * * *

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।

নারায়ণং নমস্কৃত্যেত্যাদি। নম স্বরস্বতী নমঃ। বেদব্যাশায় নমঃ। সময়ে গ্রহ প্রতিপাদ্য পরম দেবত। শ্রীনারায়ণ তার চরণেতে প্রণাম করে। তদন্ত নারায়ণ চরণারবিন্দে প্রণাম করে। বাক্‌দেবতা সরস্বতী তাহার চরণেতে প্রণাম করে। ভূদেব ব্রাহ্মণ ঠাকুর।

ধুয়া:—

ভজো ওরে মন সেই কাল মাধুরী।
কালী বল কিম্বা কিষ্ণ বলো সমান দশা উভএরি॥
শুন মন তোরে বলি, কালী কৃষ্ণ কৃষ্ণ কালী,
অভেদ জে ভাবে ভবে সেই জাএ তরি॥

ইহার পর গ্রন্থারম্ভ। উদ্ধৃতি অনাবশ্যক।

এই কাব্যের রচনা ও কবিত্বের নমুনা স্বরূপ নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

(কুটিলার প্রতি শ্রীমতীর কপট প্রবোধ)

ধুয়া:—

প্রাণ সইরে, কালা কলঙ্কিনী আর বলো না মোরে।
তোমার গঞ্জনাতে প্রাণ যাবে এবে।
ভেবেছি উপায়, ডুবি গো যমুনাএ, কৃষ্ণনাম করে।
যদি কৃষ্ণপদে থাকে মন, তবে সেই নারায়ণ,
অবশ্য দিবে চরণ, অধিনী ভেবে অন্তরে।
রাধে বোলে ননদিনী—সম্বরহ ক্রোধ।
কেনে মিছে কটু কহ তেজে অনুরোধ।
কি দেখিলে কি শুনিলে কি বুঝিলে মনে।
কলঙ্কিনী কহ আমা কিসের কারণে।
সুর্য্য পুজা জন্যে পুষ্প না পাইএ কোন স্থলে।
খুজিতে খুজিতে আইলাম বৃন্দাবনে চলে।
মনোরম সুকুসুম দেখে বৃন্দাবনে।
তুলিতে লাগিলুম ফুল পুজার কারণে॥
ইতিমধ্যে ঐ কালা হইএ উপনীত।
বলে এই বৃন্দাবন আমার পালিত॥
কাহার বচনে তোরা এখানে আইলি।
আমারে না বলে কেন কুসুম তুলিলি॥
এথ বোলি মো সভারে হইএ প্রতিকুল।
কাড়িয়া লইআছে কালা সকলের ফুল॥
এহা ভিন্ন অন্য ভাব মনে জানি নাই।
সত্য সত্য তথ্য কথা জানেন গোসাঞি॥

এই অপরাধে কেনে অপবাদ গাও।
কালা কলঙ্কিনী নাম জগতে রটাও॥

শ্রীমতীর এই মত বাক্যের কৌশলে।
কুবুদ্ধি কুটিল কোপে আর ক্রোধে জ্বলে॥
বলে হা লো জানি জানি চার এ তোমার।
পষ্ট আছে নষ্ট নারীর বাক্যে আটা ভার॥
অথ তুমি গুণবতী সাধ্যা পতিব্রতা।
স্বচক্ষে দেখেছি আর কে শুনে আর ঐ কথা॥
হরি হরি লাজে মরি কারে কব আর।
নষ্টামি ভ্রষ্টামি রীত আছে কি তোমার॥
আমার কথাএ তোর কি হইতে পারে॥
তবে সে জানিবি যবে কহিব্রি দাদারে॥
একত্রে দোহারে যদি দেখাইতে পারি।
তবে লো জানিবি তুই ননদী তোমারি॥
মন্দ কর্ম্ম কর এথ কথাএ আটনি।
মর্ মর্ কালামুখী কালা কলঙ্কিনী॥
এখানেতে গৃহে চল হইআ সত্বরা।
ঘুচাইব আজি তোর উপপতি করা॥
এথ বলি সঙ্গে লইএ গমন করিল।
জয় নারায়ণ কৃষ্ণ লীলা প্রকাশিল॥

এইরূপে গ্রন্থের যে কোন স্থান উঠাইয়া দেখান যাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ইহার ধুয়াগুলি। স্থান থাকিলে উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম।

এই হস্তলিপিতে যেরূপ পাঠ আছে, তাহাই উপরে দেওয়া গিয়াছে। ভাষা দেখিয়া ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিবে। হস্তলিপি বড় প্রাচীন নহে; সম্ভবতঃ ১৮৩১—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের লেখা। শেষ কয় পত্র নাই বোধ হয়। বৃহৎ গ্রন্থ,— পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২, দুই পৃষ্ঠে লিখিত। লেখকের নাম ধাম নাই। স্থানান্তরে ইহার প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া যাইতে পারে কি না দেখা, সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

১৫৪। মনসা পুঁথি।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুই রকমের মনসা-পুঁথি প্রচলিত আছে;—বাইশ কবির মনসা ও ষট্ কবির মনসা। আমাদের সমালোচ্য পুঁথিখানি খণ্ডিত,—সুতরাং ইহা কোন পুঁথি, স্থির করিতে পারিলাম না। ইহাতে গুণানন্দ সেন, পণ্ডিত জানকীনাথ, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন এবং রতিদেবের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। মাননীয় দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ৫৯ পৃষ্ঠায় মনসার গীতিলেখকের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে গুণানন্দ ও রতিদেবের নাম নাই। পরে সম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আমরা এতৎসম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিব।*

এই পুঁথিখানির প্রকাণ্ড আকার; ৩১ হইতে ১৯২তম পত্র পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক পত্র নাই। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। প্রাচীন হস্তলিপি। গুণানন্দ ও রতিদেবের ভণিতা দুইটি মাত্র এখানে দিলাম:—

(১) ভণে গুণানন্দ সেনে কাজির বড়াই।
ভূত পূজা খণ্ডাইব খাবাইয়া গাই॥
(২) বাজারিয়া লোকে চাহে, কান্দে দেবী মনসার হে
রতিদেবে রচিল পঞ্জার।

১৫৫। উষা-হরণ।

ইহার একটি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথির নামটা ঠিক ইহা কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলার উপায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা

* চট্টগ্রামের ছাপা 'বাইশ কবিতে' আরও কয়েকটা নাম বেশী দেখা যায়, সেইগুলি দীনেশবাবু উল্লেখ করেন নাই। যথা:—বিশ্বেশ্বর, রমাকান্ত এবং রামচন্দ্র।

"বাণ যুদ্ধ" প্রণেতা শ্রীনাথ দেবের রচিত। বাণ যুদ্ধেও অনিরুদ্ধ কর্তৃক উষাহরণ বর্ণিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থকারই আবার সেই একই বিষয়ে লেখনীচালনা করিলেন কেন, বুঝিলাম না। 'বাণযুদ্ধে' আর 'উষাহরণে' ঘটনা বৈষম্য আছে নাকি ?

আরম্ভ ভাগটা এই:—

বেদে রামায়ণে চৈবেত্যাদি।
ব্যাস বশিষ্ঠ বন্দোম ত্রিভুবনে সার।
অষ্টবক্র দুর্ব্বাসা নারদ মুনিবর॥
সংসার সাগরে ডুবি বড় বাসম ভীত।
জেন তেন প্রকারেণ কহি কৃষ্ণের চরিত॥
কৃষ্ণ নাম (স্বরূপ) নাহি পৃথিবীত।
যম দ্বারে না জানাইবা লোক শুন সানন্দিত॥
হরিবংশ ভাগবত রচিলেক ব্যাস।
শ্রীনাথ দেবে কহে রচিয়া (?) প্রকাশ॥
এহাতে পণ্ডিত জন না হইঅ বিমন।
ত্রিণ হোতে জন্মিল বজ্র হুতাশন॥
কীটেত জন্মিল মধু কাষ্ঠেত করবর (?)।
শ্রুতাএ গাথিআ পৈড়ে রত্নে প্রচুর॥
উষার হরণ গাইন বানের সমর।
কুষ্ঠী স্বর্গ আরোহণ জন্মিল লক্ষিন্দর॥
নগর শুনিতপুর (শোণিতপুর ?) ত্রিভুবনের সার।
বাণ নামে রাজা তথা বিক্রম অপার॥
এক কোটী শিবলিঙ্গ পূজে এক দিনে।
মহাদেব পূজা বিনে য়ান নাহি মনে॥
উষা নামে কন্যা তার বিদ্বান পণ্ডিতা।
নানাগুণে পতিব্রতা রাজার দুহিতা॥
শিশু হোতে পূজে কৃষ্ণ গোবিন্দের চরণ।
অনিরুদ্ধ প্রতি হৈতে অভিলাষী মন॥
এক দিনে কেলি করে শঙ্কর পার্ব্বতী।
তা দেখিয়া হইল উষা কাম ভাব মতি॥
কথদিনে হইবো তার নিজ যোগ্য পতি।
* * *
বর পাইআ উষা হইল আনন্দিত মন।
ভুবনের সার পতি পাইল এখন॥
জাগিয়া জানিল উষা দেখিল স্বপন।
দিল নিধি নিলা বিধি হেন ভাবে মন॥
প্রভাতে বসিল উষা পরম বিমানে (?)।
সম্ভাষিতে চিত্ররেখা গেল সেই খানে॥

বাণযুদ্ধ পুঁথির পত্রের সঙ্গে এই পত্রটি পাওয়া গিয়াছে। এই কারণেই ইহাও শ্রীনাথ দেবের রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছি। উপরোক্ত 'বাণযুদ্ধ" পূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে। তাহাতে আরও দুই কবির ভণিতা ছিল; এই পুঁথিতে কেবল শ্রীনাথের ভণিতাই দেখা যায়। তা ছাড়া, ইহার শেষেও কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। সেই পুঁথিতে পয়ারে গ্রন্থ সমাপ্তি, এই খানিতে ত্রিপদীচ্ছন্দে সমাপ্তি। মূলতঃ সেই একই রূপ। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিগুলি ঐন্দ্রজালিক লীলা ক্ষেত্র বটে! স্বরূপ নির্ণয় একান্ত দুরূহ।

সমালোচ্য পত্রটি ও 'বাণযুদ্ধ' একই হাতের লেখা বোধ হয়। শেষোক্ত গ্রন্থের লেখার তারিখাদি এই :—"ইতি সন ১১৪১ মঘি * * ভাদ্র * *। শ্রীরাম (কুমার ?) রক্ষিত দাস, সাং পাটনি কোটা।"

১৫৬। উদ্ধব-সম্বাদ—রাধিকার বারমাস।

পদসংখ্যা—৬০।

ঘোষাঃ—উদ্ধব হে জাও তুমি গোকুল নগরে। ধু।
চৈত্র মাসেতে হরি, আন্ধারে যে গেল ছাড়ি,
রৈলেন গিয়া মথুরা নগরে। ১।
সবে বোল হরি হরি বিরহ জ্বালাএ মরি
কৈহ উদ্ধব মাধবের গোচরে॥ ২।

হুতাশনের সখা, তার রিপু জথ রেখা,
ভক্ষিয়া জে মরিব নিশ্চএ। ৩।
ভক্তের অধীন হরি, আহ্মারে জে গেল ছাড়ি,
এই রিতে (খতে) না দেখি উপাএ॥ ৪।

শ্লেষ :—

ফালগুন মাসেতে হরি, আমি নিবেদন করি,
বার মাসের অথেক কাকুতি।
রাধার সম্বাদ জথ উদ্ধব জে ক্রমাগত,
বোলিলেক রাধিকা বিনতি॥
বিনতি শুনিয়া কৃষ্ণের হইল দয়া,
চল উদ্ধব বৃন্দাবনে জাই।
বৃন্দাবনে হরি গেল, রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল,
রাহু জেন ছাড়ে নিশাপতি॥

ভণিতা :—

রাধাকৃষ্ণের চরণেতে, দৈবজ্ঞ প্রসাদ হতে,
অন্তকালে চরণ পাইবার আশে।
শ্রীরামতনু বোলে, রাখ মোরে পদতলে,
যম ভএ প্রাণি জাএ তরাসে॥
শুনরে সকল লোকে, কৃষ্ণের নাম লও মুখে,
তবে জাইবা গোকুল নগরী।
দেবগ্রাম থাকিআ বোলে, বুধগণের পদতলে,
প্রণমি জে ভুমিগতে পড়ি॥

১১৮৪ মঘিতে ইহার আদর্শ পুঁথি লেখা হইয়াছে। লেখক স্বয়ং উক্ত রামতনু 'গুরু ঠাকুর' বোধ হয়।

১৫৭। রাগতালের পুঁথি।

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি। কয়েকটার কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। ইহার নাম ঠিক ইহা কিনা, বুঝিতে পারি না; কারণ পুঁথির আরম্ভ বা শেষে ঐরূপ কোন নাম নাই। ইহাতে রাগতালের উৎপত্তি, ঋতু ভাগ, ঘড়ি ভাগ ইত্যাদি প্রাচীন সঙ্গীতের বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 'ধ্যান'গুলির ভাষা সংস্কৃত হইলেও এতই অশুদ্ধিপূর্ণ যে, তাহার উদ্ধার করা অসাধ্য। ধ্যানের 'চূর্ণক' আছে; তৎপর পয়ার 'চূর্ণক' সংস্কৃত ভাষায় সাধুর বিবৃতি। ইহাদের দশাও ধ্যানের মত।

ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী; আট তালা, চৌষট্টি তালিনী। তালগুলির নাম এই :— "দেবগাণা, খেতরাণা, জয়দ, দমাই, শুরুস্থানা, আদিয়ানা, রূপক এবং শিলাই।" তালিনীগুলির নাম আজ করিব না। এই নামগুলি কি সংস্কৃত শব্দ? না দেশজ শব্দ? অভিধানে পাওয়া যায় না কেন? তালিনীগুলির নাম আরও বিচিত্র। সঙ্গীত দামোদরাদির নাম কিরূপ?

এইরূপ প্রাচীন পুঁথি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত আলোচনা করিব, বাসনা আছে।

এই শ্রেণীর অপরাপর গ্রন্থে গীত ও গৎ থাকে; ইহাতে কিন্তু নাই। ইহার প্রধান রচয়িতা দ্বিজ রামতনু 'গুরুঠাকুর'। প্রায় সমস্ত গ্রন্থের রচয়িতা ও লেখক তিনিই স্বয়ং। ইহার পরিচয় পূর্ব্বে অনেকবার দেওয়া গিয়াছে। তাঁহার বংশাদি আছে কিনা, আমরা অনুসন্ধান করিতেছি। এই গ্রন্থে আর একটি ভণিতা আছে, তাহা এই :—

কহে হীন চাম্পা গাজী গুরুমুখের বাণী।
আলাপন করিয়া স্বর মিলাইগ্রাম টানি॥

ইনি 'চাম্পা পণ্ডিত' নামে বিখ্যাত। সঙ্গীত শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। বাড়ী—পটীয়া থানার অন্তঃপাতী করলডেঙ্গা গ্রামে।* অদ্যাপি বংশ আছে। সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন, সে কথা পরে বলিব।

আরম্ভ :—

শুন ধ্যান পয়ার ছন্দাল লিখাতে।
"দোসা—মোরে কি কৈল রে নন্দের নন্দনা।
প্রাণ হরিয়া নিল বংশিবদনা॥
আলাপনর ধয়া।
দ্বিজ রাম ভনু কহে গুণিন গোচর।
সভার উপরে তুন্ধি দেয় পদুত্তর॥
'আএ স্নিত না' তুন্ধি কিবা বোল বাণী?
তাহার মাহিনি সভাএ কহ একবার শুনি॥
ধ্যান পয়ার তুন্ধি কহিতে না পার।
গুণিন বলিআ তুন্ধি নাম কেনে ধর॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৮৪ মঘি। প্রকাণ্ড গ্রন্থ। দুই পৃষ্ঠে বড় অক্ষরে লিখিত। পত্র সংখ্যা নাই। ইহার মধ্যে একটি পত্রে এই কবিতাটি লিখিত আছে; রক্ষণোদ্দেশে অবিকল তুলিয়া দিলাম :—

বনপৃআ নাদ করে বনে ত বসিআ।
চলিল বণিতা সব বনপত্র লৈআ॥
বন পাশে উগি ভেল বন যুসকরে।
সঁজিল রজনি ঘোর বিলম্ব না করে॥ (৪)
সত পৃআ সত ভাগ কত তাপ ভেল।
বন রবে তাম্রচুয়া শ্রোতে বসি গেল॥
পদরব পদধ্বনি পদে বসি নাদ। (৭)
গুরুজনে শুনিলেঁ বহুল পরমাদ॥৮
জীবনের শ্রধা নাহি তেজিমু জীবন।
জীবনে ছুইলে জায় না বহে জীবন॥
তার সঙ্গের সঙ্গি হৈআ তেজিমু জীবন॥
ভণএ বুরন দেবে (?) আবাল কিশোরি। (১২)
মদন বিরহ জ্বালা সহিতে ন পারি॥*

* পাঠান্তর :—
৩য় ও ৪র্থ চরণে— যুসকর।
না কর॥
৭ম চরণের :—বিরহিণী পদধ্বনি উগি বহে নাদ। (?)

১৫৮। ছুটি খাঁর মহাভারত।

'সাহিত্য-পরিষৎ সভার' 'প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে' এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইতেছে। ইহা অতি আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মুদ্রণকার্য্যে আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারি নাই। আদর্শ পুঁথিগুলি এতই বিরোধী যে, সম্পাদক মহাশয়কে ফুটনোটের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইতেছে। সভার পুঁথিগুলি অপেক্ষা আমাদের পুঁথিগুলি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই পুঁথির প্রথম পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

বাসুদেব জনার্দ্দন সহায় কারণ।
যজ্ঞ জেন নির্বহিল পাণ্ডুর নন্দন॥
সে সকল পূর্ব্ব কথা পাঞ্চালি প্রবন্ধে।
দেশী ভাষা বিরচিলা নানাবিধ ছন্দে॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত লহরি।
পীবন্ত শুকত জনে কর্ণ ঘট ভরি॥
পৃথিবী বিখ্যাত ছিল পাণ্ডুর সন্ততি।
যুধিষ্ঠির নামে রাজা ধর্ম্ম মহামতি॥
তাহান কনিষ্ঠ ভাই বীর ধনঞ্জয়।
অভিমন্যু নামে ধনঞ্জয়ের তনয়॥
চক্রব্যূহ ভেদে দ্রোণ কর্ণ ন গণিয়া।
অর্জ্জিল বহুল যশ কর্ণক জিনিয়া।

৯ম ও ১০ম চরণে :—
জীবনে নাহিক শ্রদ্ধা জীবনে সে যাইমু॥
তার সঙ্গে সঙ্গী হই জীবন তেজিমু॥
এই দুই চরণের পর :—
জীবনে প্রবেশি যদি না জাএ জীবন।
তবে সখি কি হইব বলহ বচন॥
ইহার পরে :—ঐ 'জীবনে ছুইলে' ইত্যাদি
'বুরণ দেব' না বুরণ দেব'?

শেষ ঃ—

> ব্যাস দেখি নরপতি উঠিয়া সত্বর।
> পাদ্য অর্ঘ দিয়া তবে কহিলা বিস্তর॥
>
> * * *
>
> আগত কুশল আশু সম্ভাষা পুছিল।
> জে কারণে বাসুদেব তনু বিসার্জ্জিল॥
> সে সকল বিবরণ কহ তপোধন।
> মুগ্ধচিত্ত ত.ব হেন বুলিল বচন॥
> হিতবাক্য শুন রাজা ধর্ম্মের চরিত।
> খণ্ডিল দ্বাপর যুগ কলি উপস্থিত॥
> সব * * লোভ পাইল লোকে কদাচার।
> ধর্ম্ম এক পরমাএ আছে অবতার॥
> দেখ দেখ দিন দিন ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাই * *।
> পাপ বলবন্ত হৈবো পুণ্য হৈবো নাস॥
> নিরউৎসাহ হৈব লোক হীন পরাক্রম।
>
> । * *

"ভিমস্তাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্ঠ তথা লিখিতং লিখিতং নাস্তি দোসকঃ। ইতি শ্রীমহাভারতে অশ্বমেধ পর্ব্বনি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৫২ মঘিতে এই পুস্তক লিখা আরম্ভ সন ১১৫৩ মঘিতে পুস্তক লিখা সমাপ্ত তারিখ ১০ বৈশাখ রোজ রবিবার দুই দণ্ড বেলা থাকিতে লিখা হইছিল। রামগুণগুণি পাএ, যযুক্ত লেখিলে দোস ক্ষেমীতে যুয়াএ। অশুদ্ধ দেখীলে পদ করিয় সোধন। পণ্ডিতের,ঠাই মোর এই নিবেদন॥ শ্রীফকীর চান্দ দাস দাসস্য যুত অক্ষরং মৌজং স্যাং কানগোই পারা নতু সাবেক কানগোই পারা। রামনাবায়ণ অনন্তে মুকুন্দ মধুসুদন কৃষ্ণক্লেশবকংসাবে হবে বৈকুণ্ঠবামন—ঃ। জদি কৃষ্ণ পদে ভক্তি মতি চ পদপঙ্কজে। বিসকে দুর্গমে ঘোবে কা চিন্তা মরণে রণে॥ রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতে। অধমানাং কৃপানাথ ত্বমেব শরণং গতিঃ—। বাধে কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালি॥"

পত্র সংখ্যা ২১১, উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। অতি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা।

একান্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, এই সকল পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে আনোয়ারা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত প্রিয়বর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয়ই আমার প্রধান সহায়। তাঁহার সহায়তা না পাইলে হিন্দুর গৃহ হইতে পুঁথি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। ১৪৭ ও ১৫০ সংখ্যক পুঁথিদ্বয় বেলচুড়া নিবাসী বাবু অপর্ণাচরণ ভৌমিকের, ১৪৯, ১৫১ ও ১৫২ সংখ্যক পুঁথিত্রয় আনোয়ারা নিবাসী বাবু গগনচন্দ্র সেনের, ১৫৩ ও ১৫৮ সংখ্যক পুঁথিদ্বয় আনোয়ারা নিবাসী ৺নিত্যানন্দ সেন মহাশয়ের এবং অপরাপর খণ্ডিত পুঁথিগুলি সম্প্রতি আমার সম্পত্তি।

১৫৯। কৃষ্ণমঙ্গল।

এও এক খানি অতি সুন্দর, প্রকাশের যোগ্য গ্রন্থ। দুঃখের বিষয়, ইহা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। যত দূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাও এত ভ্রমপূর্ণ ও কদর্য্য যে, তুল্যতা কোন সুষ্ঠু সমালোচনাও চলে না। লেখক এত অনবহিত ও মূর্খ ছিলেন যে, পদে পদেই ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন 'প্রাণনাথ' লিখিতে 'প্রানথনা,' 'গোপাল' লিখিতে 'গোল' যাঁহার লেখনী হইতে বাহির হয়, এই রূপ প্রকাণ্ড পুঁথি লিখিতে তাঁহার প্রবৃত্ত না হওয়াই উচিত ছিল। এই সব প্রমাদ সত্ত্বেও বুঝিতে পারিয়াছি, ইহা কবিত্ব হিসাবে বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে প্রতিষ্ঠিত হইবার একান্ত যোগ্য।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। প্রথম হইতে ১১০ পত্র পর্য্যন্ত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। হস্ত-

লিপি বিশ্রী। ইহার পরও গ্রন্থের বহুলাংশ বাকী—আছে বলিয়া বোধ হয়। 'কংসবধ' এখনও বহুদূরে। প্রাপ্ত অংশের শেষে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা মাত্র বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ :—

নমো গণেসায়। অথ কৃষ্ণমঙ্গল লিক্ষতে।
নারাণং নমস্কৃত্যং ইত্যাদি।
প্রণমিয়া গণপতি, ভক্তিভাবে করি স্তুতি,
অবিঘ্ন মঙ্গল শুভদাতা।
অরুণ বরণ রুচি, ব্যাঘ্র চর্ম্ম ধরি যুচি,
কুঞ্জর বদন শুভদাতা॥
হেমজঙ্ঘ শুভ্রধারি, (?) মুসিক বাহনে চরি
লম্বোদর স্থূলতনু কায়।
জার নাম স্বরণে, কার্য্য সিদ্ধি ততক্ষণে,
লোটাই বন্দিনু তান পাএ॥

ভণিতা :—

গণপতি পদতলে, দ্বিজ লক্ষি নাথে বোলে,
করযোড়ে করমু প্রণতি।
দূর কর বিঘ্ন জাল, দয়ামন্ত কৃষ্ণ পাল,
কৃষ্ণপদে রাখ মোর মতি॥

ভণিতা-স্থলে বা সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত চরণ দুটি গ্রন্থের প্রায় সব স্থলেই মিলিবে :—

কাঅমন বাক্যে ভজ মুকুন্দ মুরারি।
করতালি দিয়া ভাই বোল হরি হরি॥

যত্নের সহিত গ্রন্থের সমস্ত পড়িয়া দেখিয়াছি, 'দ্বিজ লক্ষীনাথ' নাম ভিন্ন গ্রন্থকারের আর কোনও পরিচয় দেখি নাই।

হস্তলিপি প্রাচীন নহে,—১২০৬ মঘির লেখা। লিপিকারের নাম শ্রীকৃষ্ণমণি দেবশর্ম্মা ও গঙ্গাধর দেবশর্ম্মা (সম্ভবতঃ সাং ভাটীখাইন, চট্টগ্রাম।) এখন আমার অধিকারে আছে।

১৬০। ফৌজদার-কীর্ত্তি-গাথা।

পদ সংখ্যা ৮০।

এই কবিতাটি চট্টগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ বিস্মৃত-নামা বড়লোকের কীর্ত্তি ও কথা ঘোষণা করিতেছে। চট্টগ্রাম—বাঁশখালী থানান্তর্গত শিলাইগড়া গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ ৺মিয়া বক্‌স আলি ফৌজদার সাহেবের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, লেখক রামতনু আচার্য্য 'গুরুঠাকুর' ইহার 'কবিতা' নাম দিয়া যাইলেও, আলোচনার সুবিধার্থে, ইহাকে শীর্ষোক্ত নামে পরিচিত করিয়া দিলাম। ইহাতে কতকগুলি প্রাচীন আলোচনাযোগ্য শব্দও আছে।

আরম্ভ :—

দেবগ্রাম সাকিমের কথা, বক্‌স আলি ফৌজদার তথা,
সিলাইগড়া গ্রাম অতি ধন্য।
মৌলবী খোন্‌কার তথা, কোরান কিতাব জ্ঞাতা,
নেক্‌কারেতে সব অগ্রগণ্য।
দোচ্‌ মহাম্মদ চৌধুরীর অতি দৌলৎ ছিল।
দান ধর্ম্ম করি সে যে ভিতিস্তেতে গেল॥
পুণ্যাঙ্গ প্রতিষ্ঠা অথ কৈতে কিবা হএ।
ত্রয় পুত্র হইল তান ভুবন বিজয়॥
মহাম্মদ সাহা সেকান্দার বক্‌সা আলি ফৌজদার।
একে একে খ্যাতবন্ত ভুবন মাঝার॥

ভণিতা :—

শ্রীরামতনু কহে আশীর্ব্বাদ করি।
কবিতা পূর্ণিত শ্রীযুত চৌধুরীর বাড়ি॥
ইসানচন্দ্র বাবাজিরে পঠন পরাইতে।
খোবনামি প্রকাশি অথ ভিহিস্ত পাইতে॥

রচনা কাল :—

নিধি বসু ধাতা ইন্দু মঘি সনে কহি।
ধমুতে ভাস্কর জাইতে দিগ দিন লই॥
শনিবারে ত্যাগ করি দ্বিপ্রহরে হইল।
শ্রীহরি গোবিন্দ বোলি দুঃখ দূরে গেল॥

প্রাচীন শব্দ সংগ্রহ অকৃথ (বেলা), দরজখানা (মক্তব বা পাঠশালা), দৌলৎ (ধন), তাদাম (শেষ), খুন্দি (খনন করি), বাহার য়ান্না (বাহির সীমানা), বলা (বালাই) বাদ (ব্যতীত), কাইত (দিকে, যেমন, 'কথ দুর খিলা হাসিলা কথ কাইত জাএ।')

এই কবিতা লেখক রামতনু ঠাকুর চট্টগ্রাম সাকপুরা নিবাসী ৺রাধামোহন সিরিস্তাদারের কীর্ত্তি বিষয়িনী যে ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার শেষে এই তারিখটি আছেঃ—

চন্দ্র মুনি বেদ ইন্দু শক পরিমিৎ।
হএয় (?) ভানু দিগ দিনেতে হইল পুর্ণিৎ॥

'এই কবিতা পূর্ণ সমাপ্ত ইতি সন ১১৮৪ মঘি তারিখ ১৩ শ্রাবণ।'

উক্ত ফৌজদারের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, মসজিদ, দীঘি ও বংশ বর্ত্তমান আছে। বংশধরগণের মধ্যে বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত হেদায়েত আলি চৌধুরীই প্রধান।

১৬১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—

(১) অযোধ্যাকাণ্ড।

চট্টগ্রামে কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ অনেক পাওয়া যাইতে পারে। কি কারণে জানি না খুব প্রাচীন হস্তলিপি চট্টগ্রামে কিছু দুর্লভ।

বিষ্ণু অবতার কথা অমৃত গাথনি।
মন দিআ শুন কহি অজধ্যা কাহিনী॥
হরধনু ভাঙ্গিলেক রাম রিসিকেশ।
বিহা করি চারি ভাই চলি আল্যা দেশ॥

শেষ নাই। পত্র সংখ্যা ৬৩। তারিখ ১২০৪ মঘি।

(২) অরণ্য কাণ্ড।

শেষঃ—

তবে দুই ভাই চলি গেলেন দখিণে।
বহু নদনদী পর্ব্বত গহন কাননে॥
হাটিতে হাটিতে পাইল কিষ্কিন্ধ্যার গ্রাম।
সেই খানে পর্ব্বতেতে করিল বিশ্রাম॥

লেখার তারিখ ১২০৫ মঘি ১৮ জ্যৈষ্ঠ। পত্র সংখ্যা ৪১।

(৩) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

আরম্ভ

এক রাত্রি তথাতে রহিলা দুই জন।
প্রভাতে উঠিয়া রাম করিলা গমন॥

শেষ :—

সর্ব্ব কপি লৈয়া আইসউক রামচন্দ্র।
সুগ্রীবে জে রাজাসনে আর জথ তন্ত্র॥
সাগর বন্ধন করি সীতা করৌক উদ্ধার।
এই বার্ত্তা কহ গিয়া শ্রীরামের সার॥

"ইতি ১২০৫ মঘি তাং ৩ আসার শ্রীকৃষ্ণ মণি দেব শর্ম্মা মৌজে ভাটি খাইল জিলে চট্টগ্রাম।" পত্র সংখ্যা ৩৫।

(৪) সুন্দরা কাণ্ড।

বাপে পুত্রে পক্ষিরাজে গেলেন উত্তর।
কটক লৈ অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানর সব করে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গুণন্তি প্রমাদ॥

শেষ নাই। পত্র সংখ্যা ৭৭। ১২০৪ মঘির লেখা।

(৫) উত্তরা কাণ্ড।

কিষ্কিন্ধ্যা নগরে এই সুগ্রীব রাজার পুরী।
সুগ্রীবেরে করিলাম এথাতে মিতালি॥

শেষ নাই পত্র সংখ্যা ৭৯। ঐ মঘির-লেখা।

(৬) আদ্যকাণ্ড।

শেষ :—

পাত্র মিত্র লৈআ রাজা বৈসে সিংহাসন।
শ্রীরামেরে রাজা দিতে চিন্তে মনে মন॥
এথ দুরে আদি কাণ্ড হইল সমাপন।
কৃত্তিবাস রচিলেক বিবাহ লক্ষণ॥

পত্র সংখ্যা ৫২। লেখার তারিখ ১২০৪ মঘি।

একটি ভিন্ন উপরোক্ত সমস্ত কাণ্ডগুলির লেখক শ্রীরাম শঙ্কর দেব শর্ম্মা (সাং ভাটী খাইল)। সবগুলিই উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। অতি জীর্ণ অবস্থা। অধিকারী মোক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব শর্ম্মা সাং খান মোহনা জেলা চট্টগ্রাম।

১৬২। কলিযুগ মাহাত্ম্য।

পদসংখ্যা—১২।

আরম্ভ :—

সাগর হইব সিন্ধু (?) সাগর হইব খোহা।
কলিকালে অন্ন লাগি বুড়া হৈব পোআ॥
অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন।
স্ত্রী হইব মহাবলী পুরুষ হৈব ক্ষীণ॥

শেষ :—

গর্ভের সোদর ভাই করে হানাহানি।
পুষ্করণিৎ বেড়া দিআ ভাগ করিব পানি॥
শাশুড়ী বধূ রণ করি উঠানে দিব কাঁটা।
শাশুড়ীরে বধূএ মেলি মারিব ঝাঁটা॥
হেন পুত্র মরণে মার না থাকিব শোক।
এই সে জানিবা বন্ধা আইল কলিযুগ॥

* * * *

রচনা কাল :—

চন্দ্র মুনি বেদ ইন্দু শক পরিমিৎ।
হএ ভানু দিগ দিনেতে হইল পুর্ণিৎ।

ভণিতাটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ রামতনু ঠাকুরের রচনা। ১৭৪১ শকের লেখা, রচনাও বটে।

১৬৩। ফগ্‌ফুর সাহ্‌।

ইহা অতি প্রকাণ্ডকায় গ্রন্থ। কোন পারস্যগ্রন্থের অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। রচয়িতা স্বর্গীয় মিঞা হাসমত আলি কাজি চৌধুরী সাহেব চট্টগ্রাম—ফটিকছড়ি থানা-স্তর্গত ভুজপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত জমীদার ছিলেন। ইনি তেমন শিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু সুন্দর কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। মোটের উপর গ্রন্থের ভাষা সুন্দর, মধ্যে মধ্যে বিবিধ নূতন ছন্দের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত।

প্রায় ২০ বৎসর হইল, ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে এই গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার পুত্রগণের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত মিঞা কায়কোবাদ আহম্মদ সাহেব বর্ত্তমান কক্স বাজারের সব্‌রেজিষ্ট্রার।

শুনিয়াছি, তিনি 'আরব্য উপন্যাসের' গল্পটি অবলম্বন করিয়া আরও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি গান এখনও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কয়েকটি আমাদের নিকটেও আছে। অধিকাংশ সঙ্গীত প্রণয় ও আদিরস-ঘটিত।

১৬৪। বাইশ কবির মনসা।

চট্টগ্রামে বাইশ কবি ও ষট কবি কৃত মনসা প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন জেলাবাসী কবিগণ মিলিত হইয়া এই পুঁথি প্রণয়ন করিয়াছেন, এই কথা কোন ক্রমেই বলা

চলে না।) যবনিকার অন্তরালে বসিয়া অবশ্যই কোন মহাত্মা বা মহাত্মগণ বহু-বৎসরের পরিশ্রমে এই কাজ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; বলিতে হইবে। নতুবা এরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলন কিরূপে হইল?

আরম্ভ :—

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ইত্যাদি।

অথ গণেশ বন্দনা।

প্রণমোহ গণপতি, বিঘ্ন হোনে মহামতি
স্মরণে পাবও দূরে জাএ।
প্রণমোহ লম্বোদর, সিন্দুর শোভা কর,
মূষিক বাহনে গণরাএ।

শেষ :—

সেই সব দুঃখ তুমি মনে পরিহর।
পূর্ব্ব মত নিত্য (নৃত্য) কর আমার গোচর॥
এই মতে অনিরুদ্ধ ইন্দ্রপুরে রৈল।
এথ দূরে পদ্মাপুরাণ সমাপ্ত হইল।
দীনহীন ফকির চান্দ কহে জোরকরে
বিষম সঙ্কটে পদ্মা তরাইবা আমারে॥
তোমার চরণে পদ্মা এই পরিহার।
পদভঙ্গ দোষ মাতা ক্ষেমিবা আমার॥
আমি অতি মূঢ়মতি নরাধম জাতি।
ক্ষেমিবা সকল দোষ জয় পদ্মাবতী॥
সভাজনের স্থানে কহি বন্দিআ চরণে।
জদি কোন দোষ থাকে না লইবা মনে॥

"ইতি শ্রীপদ্মাপুরাণে মনসা পুস্তক বিপুলা লক্ষিন্দরের স্বর্গ আরোহণে সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৩ মঘি তারিখ ৪ কার্ত্তিক রোজ আদিত্ত বাসর দ্বিপ্রহর বেলা লিখনং মিতি। এই পুস্তক মালীকে শ্রীফকির চন্দ দেঅদাসস্য পিছরে রামমোহন দে মৃত নিঃ বাশখানি সাং সাধনপুর থানা সাতকানিয়া।"

অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ২০১; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। চট্টগ্রাম হইতে অনেক দিন পূর্ব্বে ইহা ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু সেই সংস্করণটি তেমন প্রীতিপ্রদ হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। ভাষার খাতিরে ইহার আলোচনায় অনেক লাভ আছে। ভূরি ভূরি প্রাচীন শব্দ মিলিবে।

এত বড় পুঁথি পাঠ করা বড়ই শ্রম-সাপেক্ষ। পুঁথি খুঁজিয়া সমস্ত কবির নাম-গুলি বাহির করিতে পারিলাম না। মোট ২০ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে; তাহাও নির্ভুল হইল কি না, বলা কঠিন। নিম্নে নাম তালিকা দিতেছি :—১। গঙ্গাদাস সেন ২। নারায়ণ দেব * ৩। জগন্নাথ সেন ৪। বলরাম দাস ৫। জয়দেব দাস ৬। সুখ দাস ৭। সুকবি দাস ৮। গোবিন্দ দাস ৯। বৈদ্য জগন্নাথ ১০। গুণানন্দ সেন ১১। বিপ্র জানকী নাথ ১২। রাম দাস ১৩। দ্বিজ বন-মালী ১৪। দ্বিজ বলরাম ১৫। পণ্ডিত গঙ্গা-দাস ১৬। যদুনাথ পণ্ডিত ১৭। দ্বিজ বংশী দাস ১৮। সুদাম দাস ১৯। হৃদয় ব্রাহ্মণ ২০। দ্বিজ জয় রাম

মাননীয় দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মনসা লেখকদিগের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে উপরোক্ত ৩য়, ৫ম, ৭ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৫শ, ১৮শ, এবং ২০শ নাম-গুলি পাওয়া যায় না। বৈদ্য জগন্নাথ আর জগন্নাথ সেন, এবং গঙ্গাদাস সেন আর পণ্ডিত গঙ্গাদাস, অভিন্ন ব্যক্তি কিনা নির্ণয়

* নিম্নোদ্ধৃত চরণদ্বয় হইতে 'নারায়ণদেবের' সম্পূর্ণ নাম 'রামনারায়ণ দেব' বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার উপাধি যে 'সুকবি বল্লভ' ছিল, তদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

'সুকবি বল্লভ রাম দেব নারায়ন।
একটি লাচাড়ি কহি শুন দিআ মন॥' হস্তলিখিত মনসা।

করিতে না পারায় আমরা তাঁহাদের নাম পৃথক ভাবে দেখাইলাম।

এস্থলে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিব। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' লিখিত আছে, "ত্রিপুরা জেলায় একটি চম্পক নগর আছে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলেই লখিন্দরের কাণ্ড কারখানাটা হইয়াছিল। লখিন্দরের লোহার বাসরের ভিটাও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। এদিকে বর্দ্ধমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পক নগর ও তন্নিকটে বেহুলা নদী প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।"* দীনেশবাবু এসকল কথা বিশ্বাস করেন নাই। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এই সকল কথার সহিত আমাদের চট্টগ্রামের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত-লেখক বাবু তারকচন্দ্র দাস গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"সমুদ্রের উপকূলে 'বন্দর' গ্রামে চাঁদ সওদাগরের দীঘি সমুদ্রযাত্রী নাবিকদিগের ইহার জলই একমাত্র পানীয়। * * * মনসা দেবীর অনুগ্রহে এই বাণিজ্য প্রধান চট্টলে চাঁদ সওদাগরের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। চাঁদ সওদাগরের আবাসভূমি চম্পকনগর এখন চাঁপাতলী নামে অভিহিত হইয়াছে।" † জনপ্রবাদও এইরূপই। লোকের বিশ্বাস, উক্ত দীঘি কেহ সন্তরণ দ্বারা পার হইতে পারে না। তাহা করিতে যাইয়া নাকি কেহই প্রাণ লইয়া ফিরে নাই। আরও অনেক আজগুবি প্রবাদ আছে। এখানে তাহার উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

* 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১০৯ পৃষ্ঠা।
† 'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত' ৪২ পৃষ্ঠা।

১৬৫। গুরুভক্তি শ্লোক।

পদসংখ্যা—১৩।

ভাব্য না রে মন গুরু কেমন ধন। ধ্রু।
গুরু বিদ্যমানে শিষ্য পুত্র তুল্য হএ।
ব্রহ্মা আদি জথ দেবে গুরুরে সেবএ।
বিক্রম আদিত্য সুত শ্রীপতি কুমার।
নিত্য নিত্য পাঠ করে গুরুর দরবার॥

শেষ :—

গুরু বিদ্যমানে জার মনে হেলা করে।
ইন্দ্রতুল্য হইলে তার শ্রীভ্রষ্ট করে॥
এই বাক্য শুন বাপু শ্রীপতি কুমার।
হৃদেতে থাকিলে বাপু দুঃখ নাই আর॥

ভণিতা :—

গুরুর মহিমা বাপু না পারি বর্ণিতে।
গুরুর চরণ বন্দি কহে লক্ষ্মীকান্তে॥

১১৮৪ মঘির হস্তলিপি। লেখক রামতনু ঠাকুর।

১৬৬। গোকুলমঙ্গল।

কৃষ্ণ-চরিত সম্বন্ধে ইহা আর একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' ইহার নিকট অতি নগণ্য বোধ হইবে। ইহাও ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ বা তদবলম্বনে লিখিত গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠা সুন্দর কবিত্বসৌরভে আমোদিত, বিবিধ অশ্রুতপূর্ব্ব ছন্দ ও রাগ রাগিণীর ঝঙ্কারে মুখরিত। সুশিক্ষিত গ্রন্থকার রাধাকৃষ্ণের বিহার-বর্ণনায় যদি অশ্লীলাংশ পরিহার করিতে পারিতেন, তবে বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে ইহার তুলনা মেলা কঠিন হইত। যে অশ্লীলতা আজ-আমাদের নিকট হেয়, তাহা সেই কালেও যদি হেয় বলিয়া গণ্য হইত, তবে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রায় সমস্ত কবিই সেই বীভৎস

আদিরস বর্ণনায় এত আগ্রহান্বিত হইতেন না। এই কারণেই প্রাচীন কাব্যাদির অশ্লীলতা এখন মার্জ্জনীয়। যাহা হউক, আমাদের ঔদাসীন্যে যদি এই সুন্দর কাব্য-খানি বিলুপ্ত হয়, তবে আমাদের কলঙ্ক রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। ২৩৩ পত্র পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যেও ১ম, ২য়, ৪৯ এবং ৫০ পত্রগুলি নাই। বড় আকারের কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। ক্ষুদ্র ও ঘন লেখা। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এ একখানি অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। হস্তলিপি প্রাচীন,—মধ্যে কতকাংশের অক্ষর ১২৫৯ মঘির মহা-ঝটিকার প্রকোপে কর্দ্দমাক্ত হওয়ায়, প্রায় বিলুপ্ত বা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত লোকের হস্তাক্ষর,—অশুদ্ধি খুব বিরল। হস্তলিপির তারিখ পাই নাই, লিপিকারের নাম তারিণীচরণ সেন, সাকিম আনোয়ারা।

রচিতার নাম 'রাম দাস' কি 'ভক্তরাম দাস' ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। 'ভক্ত' শব্দটি বিশেষণ, না, নামাংশ বুঝা কঠিন। কারণ, গ্রন্থের কোন একটা স্থানেও তিনি 'ভক্ত' শব্দ ছাড়িয়া 'রামদাস' ভণিতা দেন নাই। যেখানে 'রাম', শব্দ প্রয়োগের অসুবিধা হইয়াছে, সেখানে অগত্যা 'ভক্তদাস' ভণিতা প্রদত্ত হইয়াছে। 'ভক্ত' শব্দটী যদি নামাংশ না হইত, তবে উক্তস্থলে ঐরূপ না করিলেও ত পারিতেন। আরও এক কথা আছে, শত ধার্ম্মিকই হউন না কেন, নিজকে কেহ 'ভক্ত,' 'ভক্ত,' করে কি? এই সব বিবেচনায় আমার বোধ হইতেছে, কবির নাম 'ভক্তরাম দাস' * নিম্নে তিনটী ভণিত দেওয়া গেল :—

(১) গোকুল মঙ্গল কহে মহামুনি ব্যাস।
ভক্তদাসে বোলে রাজা পূর্ণ হউক আশ॥

(২) গোকুল মঙ্গল ভণে দাস ভক্তরাম।
সাজিল পোতনা বুড়ি হিংসিবারে শ্যাম

(৩) মুনি বোলে স্বয়ং তুহ্মি নন্দের নন্দন।
ভক্ত রামে বোলে কানু জগত জীবন॥

রাগ-মল্লার।

আলো বন্ধু বড় সে নিঠুর তোর হিয়া।
মরিমু অবলা রাধা পিরীতে ঠেকিআ॥ ধুয়া।
ধৈরজ না মানে প্রাণে তুয়া প্রেম কান্দে।
পিরীতে অবলার প্রাণ নৈলা কালাচান্দে॥
তোমার বিরহে হরি গরল ভক্ষিমু।
নহে জাতি কুল তেজি যোগিনী হইমু॥
এক্কত নিঠুর কেনে হইলা মুরারি।
তুয়া মনে সাধ জে বধিতে গোপনারী॥
নিশ্চএ মরিমু নারী তুয়া প্রেম ফান্দে॥
ভক্তরামে কহে পুনি কহে কালাচান্দে॥

ব্রজচন্দ, আহিরীছন্দ, ভাঙ্গাজাত, প্রভৃতি নূতন নূতন ছন্দের নমুনা দেখাইতে পারি-

* পক্ষান্তরে, 'ভক্তরাম' পদের যে কিছু সঙ্গত হয় না, তাহাও বুঝা যাইতেছে। সুধীবৃন্দ যে নাম সঙ্গত মনে করিবেন, আমরাও তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। এতৎসম্বন্ধে আমাদের মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছে, এখানে তাহারই উল্লেখ করিলাম মাত্র। 'রামদাস' নামে সিদ্ধান্ত করিলে. তাঁহাকে আনোয়ারা-বাসী অনুমান করিবার একটা কারণ পাওয়া যাইতে পারে। আনোয়ারার 'সেনবংশ' যেরূপ কবিপ্রসূ তাহাতে ঐরূপ অনুমান করা কিছু অসঙ্গত মনে হয় না। পুঁথির লেখক তারিণীচরণ সেনের পিতার নামও রামদাস সেন। পূর্ব্বে 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'সারদা মঙ্গলের' যে পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, তাহাদের কবি ব্রজলাল ও মুক্তারাম সেন মহোদয় এই সেন বংশীয়। তবে কিনা এত বড় গ্রন্থের কোন স্থানেও রামদাস নামের সঙ্গে সেন উপাধি দেখি নাই। আশা আছে. কালে এই, ভ্রান্ত অনুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণে দূরীভূত হইয়া প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইবে।

লাম না। সময়ান্তরে এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

এই গ্রন্থের বর্ত্তমান অধিকারী আনোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র সেন। গ্রন্থখানি তাঁহার গৃহে অনাদরে পড়িয়া আছে।

১৬৭। দৈবজ্ঞ-কাহিনী।

পদ সংখ্যা—২৯।

আরম্ভ :—

শুন মা জননী দৈবজ্ঞ কাহিনী,
ইষ্টদেব দিবাকর।
গ্রহ বিষ্ণু অংশ স্থিতি যুগ ধ্বংস,
লোকে দেখে পরাপর॥

শেষ :—

ব্রহ্মার বদন হরি গ্রহগণ,
পঞ্চমুখে চারি মুখ।
অন্য পরে কথ সব এই মত,
সুখ শান্তি কষ্ট দুখ॥

ভণিতা :—

নব গ্রহগণ প্রণতি চরণ
শ্রীমধুসূদনে কহে।
বোল হরি হরি শ্রীমুখ ভরি,
শমনের নাহি ভয়ে॥
জনার্দ্দন বন্ধু কৃপা কর সিন্ধু,
অরিষ্ট নাশিতে নাম।
এই আশা করি রৈচি৻ পদ হেরি,
মৃত্যুকালে যদি পাম॥

হস্তলিপি ১১৮৪ মঘর। লেখক রামতনু ঠাকুর।

১৬৮। মহীরাবণ-বধ। *

এই পুঁথিখানির নাম কি ছিল, জানিতে পারিতেছি না। প্রথম পৃষ্ঠে কোন নাম নাই। ইন্দ্রজিতের নিধনের পর শোকার্ত্ত রাবণের আহ্বানে অহিরাবণ (?) লঙ্কা গমন করতঃ মায়ানিদ্রায় রাম লক্ষ্মণকে অভিভূত করিয়া তাঁহাদিগকে পাতালে নিয়া রাখে। তাঁহাদের সন্ধান লইতে গিয়া অঙ্গদকে যমের সহিত ও হনুমানকে ইন্দ্রাদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শেষে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া শিব রাম লক্ষ্মণের সন্ধান দিলে পাতাল গমন-রত হনুমান পথে জনৈক তপস্বিনীর শাপে অন্ধীভূত হয়। এই সকল ঘটনার বর্ণনার পর গ্রন্থ খণ্ডিত, সুতরাং উপসংহার কিরূপ বলিতে পারি না।

ক্ষুদ্র আকার। ১—১৯, ২২, ২৪—২৬, ২৯—৩৮ পাতা বর্ত্তমান। অবশিষ্ট হারাইয়া গিয়াছে। পুঁথির তারিখ পাওয়া যায় নাই। লেখার ধরণ দেখিয়া অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 'মোর' 'তোমার' 'কোন' প্রভৃতি শব্দ 'মুর', 'তুমার' 'কুন' লেখা হইয়াছে। এক স্থানে 'এবমস্তু' বাক্যটি 'অবমস্ত' রূপে লিখিত হইয়াছে! কি অদ্ভুত প্রণালী! কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—

শ্রীজয় দুর্গা। নমো গণেসায়।
বেদে রামায়ণে ইত্যাদি শ্লোক।
রাবণে বোলেন শুনহ পাত্রগণ।
সপুত্র বান্ধব মুর করিল নিধন॥

---

* ইন্দ্রজিৎ বধের পর মহীরাবণ বধ সংঘটিত হইয়াছিল। আলোচ্য পুঁথির প্রতিপাদ্য বিষয়ও বোধ হয়, তাহাই। এই কথা ও ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই আমরা এই পুঁথিখানির এই নামকরণ করিলাম। পুঁথিতে কিন্তু মহীরাবণ স্থলে সর্ব্বদা অহিরাবণ পাঠ আছে। সম্ভবতঃ তাহা লিপিকারের প্রমাদ।

আক্কি মাত্র জিআ আছি লঙ্কার ভুবন।
আদি অন্তে বিবরণ কহিমু কথন ॥
চল চল মাতামুহ পাতাল ভুবন।
অইরাবণ আনিবারে হৈআ একমন ॥
অইরাবণের পুরি কনকমঅ লঙ্কা।
দানে ধর্ম্মে তাহান তিলেক নাহি সঙ্কা ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত যে সব মনিমএ।
দিবারাত্রি চিন নাহি সুর্য্যের উদএ ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত জে কী দিব উপমা।
নানা মনি মাণিক লাগীছে অনোপামা ॥
কুম্ভকর্ণ তনু হোতে তার উচ্চবর।
রত্নমঅ সুর্য্যে জেন উঠিছে উপর ॥

ভণিতা ঃ—

বুলে বানর রামলক্ষ্মণ, কথাঅ গেলাই দুইজন,
আমা সব করিআ নৈরাসা।
কৃত্তিবাসে বোলে রাম, পূর্ণ কর মনস্কাম,
কলিযুগে তুমি সে ভরসা ॥

ইহা ব্যতীত আর কোথাও কোন ভণিতা নাই। এখন পুঁথিখানি আমার নিকট আছে। *

১৬৯। বর্ণ-সুন্দর।

অ আদি অক্ষর, ই ই অতঃপর,
উ ঊ ঋ ৠ করি আদি।
ঌ ৡ লেখিক্রমে এ ঐ ও ঔ সমে,
অনুস্বার অবধি।
চৌতিশে প্রথম, ক খ গ ঘ ঙ,
চ ছ জ ঝ ঞ বৈসে ॥
ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন,
প ফ ব ভ ম শেষে।
য র ল ব ক্রম শ ষ স হ সব নিয়ম,
ক্ষ করি অবসান।

ভণিতা ঃ—

ঈশান চন্দ্রে, মন কুতুহলে,
কহে করিয়া বাখান ॥

এই বর্ণ-সুন্দর লিখিবার জন্য লেখককে প্রথমে সরস্বতী বন্দনা করিতে হইয়াছে। তাহার আরম্ভ এই:—

করে প্রণিপাত, জোর করি হাত,
বিষ্ণুপ্রিয়া পদতলে।
মাতা সরস্বতী, কর অবগতি,
থাক মম কণ্ঠস্থলে ॥

১৭০। হজরত মহম্মদ চরিত।

এই গ্রন্থখানির কোন নাম পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বিষয় হজরত মহম্মদ মস্তফার জীবন বৃত্তান্ত। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর। এখনও আমরা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করিব।

আরম্ভ ঃ—

আল্লাহু গণি মোহাম্মদ।
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার।
আদ্যে জে আছিল তাহা করিমু প্রচার ॥
জেরূপে আদম ছফি হৈলা উৎপন।
কহিবাম সে সব কিঞ্চিৎ বিবরণ ॥
দ্বতিএ প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
নুর মোহাম্মদের কহিমু বিবরণ ॥

শেষ ঃ—

সপ্তবার প্রণাম মক্কা প্রদক্ষিণ কৈলা।
সপ্তবার সেই শিলা সবে চুম্ব দিলা ॥
এই মতে বহু স্থান প্রণাম করিলা।
আপনা দেশেতে নবি সচ্ছন্দে চলিলা ॥

* কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে আমার সহযোগী শিক্ষক প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত সেন ও প্রিয় ছাত্র শ্রীমান শশীকুমার নন্দী পুঁথি সংগ্রহে সর্ব্বদাই আমার সহায়। তজ্জন্য তাঁহারা আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। লেখক।

ভণিতা :—

কহে ছৈদ ছুলতানে আএ নরগণ।
এহি পুণ্যকথা তোরা শুন দিআ মন॥

"এ পুস্তক আদাএ। লিখিতং শ্রীআজ-মওল্লা মিছ্ কিন্ ওং (দুষ্পাঠ্য) গাজী ইব্‌নে ইঅঁার মহাম্মদ সাং ওআহেদপুর পুস্তক আদাএ ইতি সন ১১৬৯ মঘি মাহে ২৫ মাগ রোজ শনিবার এক পহর ওদনে।" উপ-র্য্যুক্ত গ্রাম চট্টগ্রাম মীরেশ্বরী থানান্তর্গত।

পত্র সংখ্যা ১৬৫, দুই পৃষ্ঠে লেখা, বড় প্রাচীন, জটিল ধরণে লেখা, পড়িতে কষ্ট হয়।

এই পুঁথিখানি আমার প্রিয়বন্ধু, ভূতপূর্ব্ব 'আলো' সম্পাদক ৺ বাবু নলিনীকান্ত সেন বি, এ, মহোদয়, চট্টগ্রাম উচ্চ ইংরেজী স্কুলের জনৈক ছাত্র মীরেশ্বরী নিবাসী শ্রীমান দলিল রহমান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আলোচনার জন্য নলিনীবাবু গ্রন্থখানি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে একখণ্ড কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা "তাহার (উক্ত ছাত্রের) ঠাকুর দাদার লিখিত (রচিত)।" সৈয়দ সুলতানের ভণিতাযুক্ত অনেকখানি পুঁথি পাওয়া গেল। এই পুঁথি এখন আমার নিকট আছে।

১৭১। রাধিকাষ্টক শ্লোক।

চরণ সংখ্যা—৩৬।

আরম্ভ :—

রাধিকা শরদ ইন্দু নিন্দি মুখমণ্ডলী।
কুন্তলে বিচিত্র বেণী চম্পক পুষ্প স্মরণী॥
নীল পট্ট গাএ শোভে তাহে আধ ওড়নি।
বন্দেহং শ্রীপাদপদ্মে বৃকভানু নন্দিনী॥

শেষ :—

ভক্ত শিরমণি দেবী প্রেম সিন্ধুর চলনং।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার পদযুগ্ম ভাবনং॥
পাঠত অষ্টক নিত্যং পাপতাপ নাশনং।
সর্ব্ব বাঞ্ছা সাধ্যসিদ্ধি প্রাপ্তি নন্দ নন্দনং॥

এই অষ্টকটি গৌরচন্দ্রের রচিত বলিয়া বিঘোষিত। *

১৭২। স্বপ্নাধ্যায়।

নম গনেসাঅ। শ্রীগুরয়এ নম।
অথ সপ্নাধ লিখতে।
প্রথমে বন্দম হরি শঙ্কর বিধাতা।
সরেস্বতি দেবি বন্দম জগতের মাতা॥
হরের বনিতা বন্দম্ হিমাল নন্দিনী।
দেব গুরু আদি জথ রিসি মুনি॥
প্রণমোহ কাত্যাঅনি নাঅকের মাতা।
নাগযুতা বেনু মাতা ধুক্ষ মুক্ষ দাতা॥
এক মনে বন্দম মুই দেবি নারাঅনি।
কমল চরণে বন্দম পরিআ ধরণি॥
অমর অধুর বন্দম রতন অনাসন। (?)
সহস্র গদাধর দেব কুলিশ ধারণ॥
ব্যাস আদি সত্যবাদি বন্দম মুনিগণ।
একে একে প্রণমোহ তিতিঅ ভুবন॥
সরস্বতি মাতা মোর পুর্ণ কর আসা।
রচিল সপ্নের কিছু যুরাযুর ভাসা॥
যুরাচার্য্য রচিলেক চারি শ্লোক বন্ধে।
তাহার বাখান কিছু কৈমু পদবন্ধে॥

শেষ পদের শেষ :—

সপ্পনে জদি পীটা খাএ রক্ত করে পান।
মোহা ধুক লাব হএ বারএ শন্মান॥
মোরক যুকর মেশ হংশ পক্ষিগণ।
এই সকল পিষ্টে স্রেবা করে আরোহণ॥

---

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টম ভাগ ১ সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠা।

চারু সপন বলি তারে লক্ষ্মি বৃদ্ধি হএ।
মৈজ্যাদা মহিমা বারে শত্রু কুল ক্ষঅ॥
মনিস্তুর মাংশ জেবা করএ ভক্ষণ।

* * *

ভণিতা নাই। পত্র সংখ্যা এবং তারিখাদিও দেখা যায় না। গণনায় ১০ পাতা পাওয়া গেল। এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। পুঁথির অন্যত্র লেখা আছে "সন ১২০০ মং তাং ৩ ভাদ্র।" পুঁথির অবস্থা জীর্ণ।

পূর্ব্বে আরও দুইখানি 'স্বপ্নাধ্যায়ের' পরিচয় লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। এইখানি আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ শশীকুমার নন্দী আমাকে সাধনপুর হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

১৭৩। গুরু-দক্ষিণা।

আরম্ভ :—

কৃষ্ণ করতি কল্যাণং কংস কুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দী-জল-কল্লোল কোলাহল-কুতুহলী॥
সাতে ভবতু সুপ্রীত দেবী শিখরবাসিনী।
উগ্রেণ তপসা লব্ধো জায়া পশুপতি পতিরাম॥
রাত্তি পোহাইল উদিত ভাস্কর।
সভা করি বসিলেন রাম গদাধর॥
অনেক পণ্ডিত বৈসে সভার ভিতর।
পরিআ শুনিআ সভা অমৃত উত্তর॥

ভণিতা :—

বসুদেব দৈবকীরে করিআ প্রণাম।
সকল বৃত্তান্ত কহে কৃষ্ণ বলরাম॥
বসুদেব দৈবকীর আনন্দ হইল।
শুনিআ মথুরাবাসী দেখিতে আইলো॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইআছে দুই ভাই।
না পড়িছে জেই শাস্ত্র সেই শাস্ত্র পাই॥
এইরূপে প্রশংসা করএ সর্ব্ব জন।
আপনা আলএ সবে করিল গমন॥

শেষ :—

সঙ্কর ভাবিআ মনে সঙ্কর ব্রহ্মণ।
শ্রীগুরু দক্ষিণা গীত কইল সমাপন॥

"এই গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত। শ্রীনিত্যানন্দ সেন পীসরে গোকুলচন্দ্র সেন সাকিম আনো আরা। সন ১২৫১ বাং মতাবেক সন ১২০৬ মঘি তাং ১৫ চৈত্র।"

পত্র সংখ্যা ৪, উভয় পৃষ্ঠে লেখা। এই পুঁথি আমার নিকট আছে।

১৭৪। রাগনামা।

এই শ্রেণীর অনেকখানি পুঁথি আমরা দেখিয়াছি। আলোচ্য বিষয় সকলেরই এক। শীর্ষোক্ত নাম গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দিষ্ট নাম কি না, জানিবার উপায় নাই; কারণ গ্রন্থের আদ্যন্ত খণ্ডিত। লোক মুখে এই শ্রেণীর গ্রন্থাদির ঐরূপ নামই শুনা যায়।

ইহাতে, রাগ তালের উৎপত্তি প্রভৃতি বর্ণিত ও প্রত্যেক রাগানুযায়ী এক একটি সঙ্গীত (অধিকাংশই বৈষ্ণবপদ) প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপে বহু কবির রচিত অনেক পদ সংগৃহীত আছে। অনেক সুন্দর পদ আছে। দুঃখের বিষয়, সকলগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না।

লিপিকরগণ খামখেয়ালি করিয়া কোন কোন পদের কিছু কিছু পরিবর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে একটি তুলিয়া দিতেছি :—

গীত—মারহাটি।

ঘাম না সহে সজনি রে।
রোদে উনাইআ পড়ে ঘাম॥ ধু।
তোমার বাঁশীর স্বরে, প্রাণ মোর বিদরে,
রহিতে না পারি ঘরে।

হেন লএ হিআ, প্রেমডুরি দিআ,
বান্ধিআ রাখি তোমারে ॥
হেন লএ মনে, বন্ধুর চরণে,
ভজি থাকি রাত্রি দিন।
দয়ার ঠাকুর, না হৈঅ নিঠুর,
দেখি বড় অতি হীন ॥
কহে আপঝল আলি, শরীর কৈলুন কালি.
তুমি সে বন্ধুয়ার লাগি।
পিরীতি বাড়াইআ, যদি যাও ছাড়িআ,
নিশ্চয়ে হইমু বৈরাগী ॥

ছয় ঋতুর নাম কিরূপ, দেখুন :—

হেমন্ত বসন্ত উষ্ণ শরদ উপাম।
পাহুক শিশির এই ছএ রিতর নাম ॥

এবং ঋতু কালবিভাগ এইরূপ :—

হেমন্ত—অগ্রহায়ণের শেষ পক্ষ হইতে মাঘের প্রথম পক্ষ পর্যান্ত;

বসন্ত—মাঘের ঐ " চৈত্রের ঐ "।
নিদাঘ—চৈত্রের ঐ " জৈষ্ঠের ঐ "।
পাহুক—জ্যৈষ্ঠের ঐ " শ্রাবণের ঐ "।
শরত—শ্রাবণের ঐ " আশ্বিনের ঐ "।
শিশির—আশ্বিনের ঐ" অগ্রহায়ণের ঐ "।

ভণিতা :—

(১) কহে হীন আলাঅলে সবা প্রণমিয়া।
হএ কি নাহএ চাহ বেদ বিচারিআ ॥
(২) আষ্ট তালায় আষ্ট পৈরণ হইল আদায়।
কহে হীন আলাঅলে সবায় বিনয় ॥

উক্ত ভণিতা-ধৃত কবি,আমাদের সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল সাহেব কিনা, তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। কবি আলাওল কোন একটি গ্রন্থে ভাবার ভণি দেন নাই এবং কাঁহারও অনুজ্ঞা ভিন্ন তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা তাঁহার ভণিতার উল্লেখ করিয়াছি, হয়ত কোন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি গ্রন্থের মহিমা বৃদ্ধির জন্য তাঁহার নামটি যোজনা করিয়া দিয়া থাকিবেন।

এই পুঁথির অতিজীর্ণ অবস্থা; মাঝে মাঝে কীটভুক্ত। পত্র সংখ্যা নাই, গণনায় ৬১ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা পুঁথিখানি আনোয়ারা—রুদুরা-বাসী শ্রীফজর আলি মাতবরের নিকট আছে।

"লিখিতং শ্রীমাহাং বকুসা আলি পীং নাহাং হারি পণ্ডিত সাং ভিঙ্গ্‌রোল মতালুকে দেআং। এতি সন ১১৭৪ মঘি তারিখ ১৭ ভাদত সমাপ্ত সোদ।"

উক্ত 'হারিপণ্ডিত' পূর্ব্বপ্রকাশিত 'জয়গুণের বারমাস'—লেখক কবি।

১৭৫। শ্রীরামের ধনুক-ভাঙ্গা।

এই পুঁথিখানি আমরা পাই নাই। 'নব্যভারতের' (১৩০৫ সাল ১৬শ খণ্ডের) আশ্বিন সংখ্যার মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। 'সাহিত্য-পরিষৎ' বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থল; অন্যান্য সাময়িক পত্রের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকলেরও সার-সঙ্কলন করিয়া 'পরিষদে' প্রকাশিত করিলে আলোচনার বিশেষ সুবিধা হয়। এই উদ্দেশ্যে আমরা 'নব্যভারতের' উক্ত প্রবন্ধের এস্থলে উল্লেখ কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।

... লমতী-সয়ফল মুল্লুক।

ইহার আদ্যন্ত কিছুই নাই। ষষ্ঠ পাতা হইতে ২৭ পাতা পর্য্যন্ত আছে; তাহাও

অতি জীর্ণ শীর্ণ। পাণ্ডুলিপিটি অতি প্রাচীন বোধ হয়। লেখার তারিখ নাই। পুঁথিতে লালমতী ও জোলকর্ণায়ন সেকান্দরের পুত্র মুল্লুকের প্রণয় ও পরিণয় ঘটিত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই পুঁথির অস্তিত্ব চিহ্ন রাখিলাম ;

রাগ—দীর্ঘ ছন্দ।

তবে মহাযুবরাজ মালিনিতে পুছে কাজ
কোন মতে মিলিবে নৃপতি।

* * * *

মালিনিএ কহে কাজ শুন কহি যুবরাজ
জেবা হেতু হএ দরসন।
ঘাআর মৈদ্ধে নৃপবর যোহা দমা ভয়ঙ্কর
জার শব্দে কাম্পে ত্রিভোবন॥
শব্দ শুনি নরপতি দুত আসি সিগ্রগতি
ধরি নিব রাজার গোচর।
তোমাতে পুছিব কাজ শুন কহি যুবরাজ
ক্রোধমুকি হই বহুতর॥
নৃপতির গোচর মনে ভাবি অসন্তর
পরিচয় দিব নিজ নাথ।
সেকান্দর নাম শুনি কৃপা হইব নৃপমণি
যদি বিধি নহে তোমার বাম॥
সাহাদেরের চরণ সরিপের নিবেদন
চলিলেক রাজার কুমার।
ভয় ভাবি পরিহরি চলে বির আগুসারি
মনে ভাবে প্রভু নিরঞ্জন॥

ভণিতাঃ—

হামীদের চরণ সরিপের নিবেদন
অধমরে করহ মুকতি।
সাহা হামিদের চরণ সরিফের নিবেদন
বন মিথ্যে হারানু জীবন।

আমরা এই নামের আর একখানি ছাপা পুঁথি দেখিয়াছি, তাহার রচয়িতার নাম আব-দুল হাকিম।

এই পুঁথি কাগজের এক পিঠে লেখা। পুঁথির কোনে স্থানে স্থানে "বং শ্রীতাহির মাং সাং চক্রসালা", "শ্রীংক মানিক মাং আমি সাং কৈথাইন" এবং "লালমতির কিস্তা" এই কথাগুলি লিখিত আছে। হস্তাক্ষরের পার্থক্য বুঝা যায় না। হয়ত পুঁথির নাম "লালমতীর কেচ্ছা" হইবে। পীর খোয়াজ খিজিরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই এই পুঁথির সৃষ্টি। শেষ ভাগে পদে পদে তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। ইহা আমার নিকট পাওয়া যাইবে।

১৭৭। মনসা-মঙ্গল।

পূর্ব্বে একবার এই গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের একটি মাত্র পাতা তখন আমাদের সম্বল ছিল।

মনসা বিষয়ে যতখানি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই খানিই আমাদের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা একজন পণ্ডিতের রচনা, সুতরাং ভাষার বাঁধুনি সর্ব্বত্রই মনোজ্ঞ ও সুন্দর। পদগুলি সংস্কৃত শব্দ বহুল, অথচ কবিত্ব ও মাধুর্য্যপূর্ণ-কবির সুসংযত লেখনী এতই হাস্যরসিক যে স্থানে স্থানে পাঠের সময়ে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। বাইস কবির মনসা যেমন দীর্ঘায়ত ও এক ঘেয়ে, ইহা তেমনি সংক্ষিপ্ত ও কৌতূহলোদ্দীপক। প্রাচীন শব্দ রাজি ও ভাষা আলোচনার পক্ষেও ইহার মূল্য অসামান্য। বঙ্গসাহিত্যে ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যোগ্য। ইহা "বিদ্যাভূষণী মনসা" নামে খ্যাত।

ইহার ঘোষাগুলি কিরূপ সুন্দর, অন্যকে বুঝান কঠিন। সেইগুলি কবির স্বকৃত কি না, জানি না। ঘোষাগুলির অংশ মাত্র

দেওয়া আছে। দু এক স্থলে সম্পূর্ণ ঘোষাও আছে; কিন্তু তৎস্থলে অন্য কবির ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে তুলিয়া দিতে পারিলাম না।

নমো গণেশায় আস্তিকস্য মুনের্মাতা ইত্যাদি।

রাগ ধানসি।

সিবাসুত গণনাথে সেবকে করিয়া সাথে
সর্ব্বদায়ে বন্দম চরণ।
সতত জানিয়া য়াস সিদ্ধি কর সার আস
সুঘটে করহ আরোহণ॥
শুভ্র দন্তধারি নিত্য সমাধিতে সুদ্ধচিত্ত
সুসুন্দর চারি করধারি।
সেবাহীন সিশুমতি সুধির না হয় মতি
সর্ব্বগুণ বর্ণিতে না পারি॥
সাক্ষাতে প্রসন্ন দেবা সিদ্ধাসুরে করে সেবা
সপুট করিয়া দুই কর।
সহরিসে বর দিয় সর্ব্ব দেবের পুজনীয়
সদাএ সদয় গণেশ্বর॥
বিদ্যাভুষণে ভাসে শিতল চরণ আসে
ষঁড়পদ হইয়া মধু আসে।
সমন দমন ভয় শুন প্রভু দয়াময়

শেষ :—

সঘনে ডাকয় নিজ দাসে।
ইন্দ্রপুরে গেলা লখাই বিপুলা সহিত।
প্রতিদিন বাসার সুনয়ে নৃত্যগীত॥
মুনিগণ চলি গেলা আপনার পাস।
শ্রীবিদ্যাভুষণ কবি মনসার দাস॥
সর কর রিতু বিধু সক নিজোজিত।
মনসা মঙ্গল রাম জীবন চরিত॥

সেবকের ইতি।

জয় দেবী পদ্মাবতী ভুজঙ্গ বাহিনী।
সরসিজা মনসিজা বিপিন বাসিনী॥
এই ঘটে রহ মাতা হৈয়া সানন্দিত।
এই ত সময়ে আজু পত্র হৈল গিত॥
লিখক শ্রীরাধাকৃষ্ণ শর্ম্মার স্বহস্তেতে।
গ্রন্থ সমাপন হৈল চন্দ্র বাসরেতে॥

ইতি শ্রীপদ্মাপুরাণে মনসা পুস্তিকা সমাপ্ত।
সন ১২৪৪ মং তাং ২৬ মাগ্রসির।

ভণিতা :—

(১) শ্রীরামজীবনে ভণে, মনসা ভাবিয়া মনে,
কর জোরে প্রণতি অপার।
তবাঙ্ঘ্রি কমল দ্বন্দে, অলি হইয়া মধুগন্ধে,
মন মোর রৌক অনিবার॥
(২) শ্রীবিদ্যাভুষণ কবির শুদ্ধ সুরচন।
দেবীরে লইয়া কিছু সুনহ বচন॥

কবির পরিচয় :—

অল্প বয়স মোর দ্বিজ কুলে জাত।
পণ্ডিত না হম মুই কহিলু সভাত॥
মনসার নাম মাত্র হৃদয়ে ভাবিয়া।
মহাসিন্ধু খেয়া দিছে উড়ুপ লইয়া॥
জনক আমার জান গঙ্গারাম খ্যাতি।
তাহান চরণ বন্দো করিয়া ভকতি॥
তাহান অনুজ বন্দো নামে নারায়ণ।
কর জোরে তান পদে করম বন্দন॥
* * *
গুরুর চরণ বন্দো করিয়া ভকতি।
গ্রামেশ্বরী দেবী বন্দো জে গ্রামে বসতি॥

রচনা কাল :—

শর কর রিতু বিধু শক নিজোজিত।
মনসা মঙ্গল রাম জীবন রচিত॥

পত্র সংখ্যা ১২৯। প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে, অবশিষ্ট পত্র দুই পৃষ্ঠে লেখা। ১৬২৫ শকের রচনা। কবির উপাধি ভট্টাচার্য্য।

হস্তলিপি আধুনিক হইলেও মৌলিকত্ব রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

এই গ্রন্থ রচয়িতার নিবাস, বোধ হয়, বাঁশখালী থানার অন্তর্গত সাধনপুর বা বাণীগ্রাম। মৎপ্রকাশিত "সূর্য্যব্রতের পাঞ্চালী" যে এই কবিরই লেখনী সম্ভূত, তাহা প্রাগুদ্ধৃত "অল্প বয়স মোর * * কহিনু সভাত" এই পংক্তিদ্বয় হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সময়ান্তরে এই কবির জীবনীসহ কাব্যখানি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে।

বাণীগ্রাম স্কুলের হেডপণ্ডিত বাবু শরচ্চন্দ্র ভৌমিক মহাশয় এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

১৭৮। জমাবন্দীর বচন।

পদ সংখ্যা—১৩।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উপলক্ষ করিয়া এই ক্ষুদ্র ছড়াটি লিখিত হয়।*. "জটিল ভূপরিমাণ বিদ্যাকে সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত দ্বিজ রামানন্দ এই আর্য্যাটি প্রস্তুত করেন।"

আরম্ভ :—

জব্দ বমজিম জমিন প্রথমেতে রাখি।
খিলা গয়রহ বাদ তার নীচে লিখি॥
খানে বাড়ী দেড় কাণি বাদ করি দ্রোণে।
বাদ পাট্টাদারি তিন কাণি বেদ গণ্ডাসনে॥

শেষ :—

বাণ পণ চন্দ্র গণ্ডা বিছানি কাইচা চৌকি।
হাল বেশী সাত আনা সপ্তদশ গণ্ডা ফিকি॥
থানা খরচা রস আনা আড়াই পাই ক্রমে।
হদিস কাছারি খরচা পাঁচ আনা নিয়মে।

ভণিতা :—

জমিদারির তোলাএ তোলা জানিবে নিশ্চয়।
পয়ার রচিআ দ্বিজ রামানন্দ কএ॥

* শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত 'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত' ৭৪—পৃষ্ঠা।

১৭৯। সয়ফল্ মুল্লুক্ বদিয়ুজ্জামাল।

এই কাব্যখানি মহাকবি আলাওলের রচিত। মুসলমান প্রকাশকের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পুঁথির দুর্দ্দশার কথা অনেকবার বলিয়াছি এখানে পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে এই কাব্যখানি সুচারুরূপে প্রকাশিত করিবার জন্য সাহিত্য সমাজকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই কথা দ্বারাই গ্রন্থের গুণাগুণ অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। এখনও হস্তলিপি বিস্তর পাওয়া যাইবে।

আলাওলের প্রত্যেক কাব্যের প্রারম্ভে স্বকীয় বৃত্তান্ত নিবদ্ধ আছে। এই পাণ্ডুলিপিতে মঙ্গলাচরণ ও কবির জীবনী সম্বন্ধে বৃত্তান্তটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ভূমিকার মধ্য হইতে কবির স্ববৃত্তান্তটি তুলিয়া দিতেছি :—

এবে অবধান কর সাধু গুণবন্ত।
জেইরূপে রোহাস্য পুস্তক আদি অন্ত॥
মহাদেবীর মুক্ষপাত্র শ্রীযুত মাগন।
ছএ ফল মুলুক কথা করাইল রচন।
সাঙ্গ না হৈতে পুস্তক পাইল পরলোক।
কথ কাল মোর মনে আছিল সে শোক॥
তার পাছে সাহা সুজা নৃপকুল-ঈশ্বর।
দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ সহর॥
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে করি বিসম্বাদ।
আপনার দোষ হেতু পাইল অবসাদ॥
জথেক মোছলমান তার সঙ্গে হইল।
নৃপতির সাস্তি পাইআ সর্ব্বলোক মৈল॥
মির্জা নামে এক পাপী সত্যধর্ম্ম ভ্রষ্ট।
সাল অগ্রে উঠিল বহু লোক করি নষ্ট॥
জার সঙ্গে ছিল তার তিল মন্দ ভাব।
অপরাদে (অপবাদে ?) নষ্ট করি পাইল নর্ক (নরক) লাভ॥

নিকটে মরণ জানি ইচ্ছাগত পাপ।
জে জনে করএ সেই নর্ক (নরক) মাগে আপ ॥
এজিদ প্রকৃতি সেই দাসীর নন্দন।
মিথ্যা কহি কথ লোক করাইল বন্ধন ॥
আউল্লোক্ত সব মুক্ত পরিল অস্থানে।
পাপরাসি ধর্ম্মনাশি মৈল সাল সনে (?)
আমরেহ অপরাদ (?) দিল পাপ ছারে।
না পাই বিচার পড়িলুং কারাগারে ॥
বহুল জন্ত্রণা দুক্ষ পাইলুং কর্ক্শ।
গর্ভবাস প্রাএ ছিলুং পঞ্চাশ দিবস ॥
আউ ছিল শেষ আমার রাখিল বিধাতাএ।
সব ভিক্ষা জীব রৈক্ষা ক্লেসে দিন জাএ ॥
এহি মতে বহি গেল নবম বৎছর।
খণ্ড কাব্য রহিল পুস্তক মনুহর ॥
ছৈদ মুছা নামে এক পুরুষ মহন্ত।
অভিন্ন মদনরূপ মহা গুণবন্ত ॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ সাহসে প্রমাণ।
নৃপতির বিশএ ধরে সর্ব্বত্রে যুজ্ঞান ॥
সহস্রে সহস্রে সব অগ্নি অস্ত্রধারি।
পৈত্যার্থে (?) নৃপ তারে কৈল অধিকারী ॥

ছৈদ বংশেত জন্ম মহা সাধু সদাচার।
সর্ব্বত্রে পরমার্থ বেবহার ॥
দেবগুরু অতিথেরে ভক্তিএ রচিত ॥
দানে মানে আলিম ফকির সেবা নিত ॥
গুণমন্ত আপনে বুজেন্ত গুণিগণ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম রস মর্ম্ম ভাবেত নিপুণ ॥
আমি বৃদ্ধ ফকিররে অতি বহুতর।
তালিম এলম বুলি করেন্ত আদর ॥
দানে প্রিতোসেন্ত পোসন্ত অনুক্ষণ।
প্রেমরস মানো বস তোসে মোর মন ॥
এক দিন আমারে আপনা আলএ।
বহু জত্ন করিয়া কহিল মহাশএ ॥
পুস্তকের আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন।
আছিল তোমার সিস্য মোর বন্ধুজন ॥

খণ্ডকাব্য রহিল পুস্তক মনুহর।
সমাপ্ত হইলে রস অতি মনুহর ॥
আমার গৌরব মান তাহার বচন।
সন্তোশীয়া তোস জথ পাঠকের মন ॥
ভাবিআ উত্তর দিলুং শুন সদমএ।
বৃদ্ধকালে গ্রন্থ কর্ম্ম উচিত না হএ ॥
রচিলুং বহুল গ্রন্থ নানা আলঝাল।
রহিতে ঈশ্বর ভাবে জোক্ত এহিকাল ॥
বিসেস অস্থানে পরি চিন্তা জোক্ত মন।
আসাথেক (?) ভিক্ষামাত্র জাহার জীবন ॥
হেন কালে কষ্ট কর্ম্ম আদেস করহ।
বিকলতা আমার মনেত ন ভাবহ ॥
তবে আমা গঞ্জিয়া কহিল গুণমণি।
অন্য জন নহে তুমি আলাঅল গুণী ॥
জাহার বচনে লোকে পাএ উপদেশ।
তাহার মৌনতা জোক্ত না হএ বিসেস ॥

* * *

তুমি না রচিলে খণ্ড কাব্য রহে পোথা।
এরূপ রচিতে আর কেবা আছে এথা ॥
তিন মত কাব্য খণ্ড সাঙ্গ করিতে উচিত।
প্রথমে বচন মাত্র মাগন বিদিত ॥
দ্বাআজে কুমার রাজ রহিল বন্ধনে।
পড়িলে পুস্তক দুক্ষ উপর্জএ মনে ॥
ত্রিতিএ আমার প্রেম রাখিতে জুআএ।
এরাইতে নারিবা রচিবা সর্ব্বথাএ ॥
মহন্ত জীনের আজ্ঞা লঙ্গিতে না পারি।
প্রবেশিলুং গ্রন্থ কর্ম্মে কর তারে স্মরি ॥

* * *

বিশেষ জঞ্জাল ভাবে জাএ নিশিদিন।
বৃদ্ধ হইল অখনে হইল বল খিন ॥

গ্রন্থ প্রায় অর্দ্ধাংশ বিরচিত হওয়ার পর প্রথম আদেষ্টা মাগন ঠাকুরের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এই কারণে কবি গভীর দুঃখে লেখনী-ত্যাগ করেন। ৯ বৎসর পরে সৈয়দ মুছা নামক রোসাঙ্গের এক মহাজনের আগ্রহাতি-

শযে তাঁহারই আদেশে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া দেন। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে * এই সকল বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের কবিত্বাদি সম্বন্ধে পরে আলোচনার বাসনা রহিল। ছাপা গ্রন্থের প্রথম ভূমিকাটি তুলিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার বিশুদ্ধি ও মৌলিকতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকায় এখানে তাহা করিলাম না।

শেষ :—

চারিজন আরোহিল যুগল বিমানে।
মুক্ষ মুক্ষ পরি সব ধরিল জোগানে॥
ঘরের বালির সব পহরি রহিল॥
চারিজন সুখে অন্তপুরে প্রবেশিল॥
নানাবিধ বিলাসে বঞ্চিলা তিন রাত্রি।
পুনি ইরামেতে গেলা অলক্ষিত গতি॥
খেণে ইরামেত সরন্দিপে খেণে।
হাসি খুসি কওকে আছিলা কথ দিনে॥

ভণিতা :—

(১) রসবাণী সকওক, শুনি মধু হাসি মুখ,
প্রকাশি ঢাকিল পুনর্ব্বার।
মাগন রসিক নিধি, তান লৈয়া শুভ বিধি,
আলাওলে রচিল পয়ার॥

(২) জবে অস্ত্র দিল হর, দেবেরে না কৈলুং ডর,
সব হস্তে তোমার বাখানে।
ছৈদ মুছা রসসিন্ধু, গুণিগণ গুণবন্ধু,
কবি হীন আলাওলে ভাণে॥

"ইতি সহর মুলুক পুস্তক সমাপ্ত লেখিতং শ্রীহিন জোফর আলি পীং মাং সৈফি তাং পদরে মন গাজী পং হাবিল সহর মৌং পতেঙ্গ আমলে মেস্তর পিছিল সাহেব। পত্র সংখ্যা ১৩৭। প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে ও অবশিষ্ট পত্র দুই পিঠে লেখা। ইহার পাণ্ডুলিপিটি আমার নিকট আছে।"

* আলো,—২য় বর্ষ, ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ৯ ও ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৮০। কাশীদাসী মহাভারত— আদি পর্ব্ব।

চট্টগ্রামে এই মহাভারত অনেক পাওয়া যাইতে পারে। ছাপা আছে বলিয়া এতদিন আমরা ইহার প্রতি তত মনোযোগ দিই নাই। ছাপা গ্রন্থের সহিত শীর্ষোক্ত পর্ব্বের তুলনা করিয়া দেখিলাম; বিস্তর বৈষম্য আছে। নিম্নোদ্ধৃত আরম্ভ ভাগটি ছাপা গ্রন্থে মোটেই পাওয়া গেল না। অপরাপর স্থানেও ঐরূপ পার্থক্য থাকা খুব সম্ভব।

আরম্ভ:—

নম গণেসায়। নম সরস্বতী দেবি।
নম ভাগবতে বাসুদেবায়। নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
বন্দো মহামুনি ব্যাস মুনির প্রধান।
সুত যুক পরাশর জাহার তিলক॥
বেদ শাস্ত্রে পরিণত যুদ্ধ বুদ্ধি থির।
সোন্দর বদন আতা নির্ম্মল সরির॥
প্রগাও সরির পরিধান ব্যাঘ্রচির।
নআন কমল দিপ্ত যুগল মিহির॥
বদন পুর্ন্নিমা শশি দেখিতে সোন্দর।
পদযুগে লতামাল গুঞ্জরে ভ্রমর॥
ভাগবত ভারথ আদি জথেক পুরাণ।
জাহার কমলমুখে সভার নির্ম্মাণ॥
নিলায়ে বিধির বেদ কৈল চারি খান।
সাম যজু ঋক আর অথর্ব্ব বিধান॥
কৈবর্ত্ত জননি জার দ্বিপ মৈদ্ধে জন্ম।
বাল্যকাল হৈতে জার আচরণ ধর্ম্ম॥
মস্তকে করিআ রেণু চরণ পঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশিরাম দাস ভজে॥

পত্র সংখ্যা ৯১; এক পৃষ্ঠে লেখা। শেষ কয়

পাতা নাই। সুতরাং লেখার তারিখ পাওয়া গেল না। তবে লেখার তারিখ ১১৭৯ মধ্যি কি-ভার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে বা পরে হইবে।

১৮১। ঐষিক পর্ব্ব।

মিলাইয়া দেখিলাম, ছাপা গ্রন্থের সহিত কিছুমাত্র মিল নাই।

গী। নম গণেশায় নমঃ।
অথো ঐষিকপর্ব্ব লিখাতে।
মুনি বলে অবধান কর নরনাথ।
হেনমতে হইল সেই রজনি প্রভাত॥
গোবিন্দ সহিত পঞ্চ পাণ্ডব কুমার।
একত্রে বশীয়া সভে করেন বিচার॥

শেষ:—

মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাহার শকতি ইহা বর্ন্নিবারে পারি॥
ভারতের পুন্ন কথা ব্যাসের রচন।
শ্রবণে নিষ্পাপ ভব ভয় বিমচন॥

ভণিতা:—

কাশিরাম দাস কহে পাচালির মত।
এত দুরে ঐষিক পর্ব্ব সমাপ্ত॥

"এই পুস্তক শ্রীদেবনারায়ণ দাশ পাল শাং আটপুর পরগনে জাহানাবাদ জেলা হুগলি থানা ধন্যাখালির কাছারিতে বসিয়া সাঙ্গ হইল। ইতি শন ১২২০ সাল তাং ২ আশ্বীন বৃহস্পতিবার বেলা এক প্রহরের সঙ্গে সাঙ্গ হইল।"

পত্র সংখ্যা ৮; দুই পিঠে লেখা।

এই প্রবন্ধালোচিত পুঁথিগুলির বর্ত্তমান অধিকারী শ্রীঅখিলচন্দ্র বড়ুয়া (বৈদ্য) সাং রুদ্রা পোঃ আঃ আনোয়ার চট্টগ্রাম।

১৮২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

এই কাণ্ডখানি সম্পূর্ণ আছে। গোটা গোটা সুন্দর অক্ষরে লেখা। ছাপার সহিত পাঠ বৈষম্য বিস্তর থাকার সম্ভাবনা। পত্র সংখ্যা ১০০; উভয় পিঠে লেখা। তারিখাদি এই:—"জথা দিষ্টং ইত্যাদি। ক্ষেমস্ত পরর ঈশ্বর। য়এ গুণিগণ সব পরিয়া চাহিয়া আক্ষার রযুদ্ধ হইলে দোস দেখা দিবা। ইতি সন ১১৭৯ মং তাং ২৭ শ্রাবণ রোজ রবিবার চাইর দণ্ড বেলা থাকিতে পুস্তক লিখিয়া কৃষ্ণপেক্ষে ত্রোয়দসি তিথিরে সমাপ্ত হইয়াছে।"

১৮৩। কানাই-বন্ধন-খালাস।

পাণ্ডুলিপির প্রথমে বা শেষে গ্রন্থের নাম লেখা না থাকিলেও, ইহার নাম যে উক্ত "কানাই-বন্ধন-খালাস", তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়। পুঁথির অবয়ব একটি মাত্র পাতা; মোটে ৬৪টি পয়ার-চরণ আছে। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে, বোধ হয়। প্রণেতার নাম নাই।

আরম্ভ:—

রাত্রিতে আছিলেন হরি রত্তন সিঙ্গাসনে।
কোকিলার কংরবে জাগিছে যেজনে॥
নন্দে বোলে যশোদা তুমি ভাগ্যবান।
তোমার উদরে জন্ম কৃষ্ণ বলরাম॥
নন্দে বোলে যশোদা বাথানে জাই আমি।
জাগিলে সে বংসিধারি ননী দিঅ তুমি॥

শেষ:—

দেখিতে দেখিতে রাণি মনে হৈল ধন্দ।
জাদবের উদরে দেখম যেন্ন দুই নন্দ॥

মাআ করিআ হরি বদন থাটিল।
হস্ত বারাই দিআ রাণি বন্ধন খশাইল ॥
বন্ধন খশাই রাণি তুলি লৈল কোলে।
লোক্ষে লোক্ষে চুম্প দিল শ্রীকৃষ্ণের কপালে ॥

"শাঙ্গ। শ্রীনিত্যানন্দ সেন দাস পীছরে গোকুলচন্দ্র সেন দাসস্য সাকিন আনোআরা। ইতি সন ১২০৭ মঘি।" এ পুঁথি আমার নিকট আছে।

অষ্টম ভাগ 'পরিষৎ-পত্রিকায়' ৩২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বাবু তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহোদয়ও ইহার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উভয় পুঁথির মধ্যে পাঠপার্থক্য অবশ্যই আছে।

১৮৪। নীলার বারমাস।

চরণ সংখ্যা—১২২।

এ 'নীলা' কে, জানা যায় না। এই সন্দর্ভটি মুসলমানেরা 'বার মাসের' পুঁথিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। অবশ্য ছাটিয়া ছুটিয়া। একটু নমুনা দিতেছি :—

ফাল্গুন মাসেত নিলা নাগে ছাড়ে কোল।
নানান পক্ষী নাদ করে ভুমরার রোল ॥
জাথি যুথি মালতী কস্তরী গোলাপ।
বসন্তের দিনে সাধু না আসিব আর ॥
একি আলাই একি বলাই এ কিরে উৎপাত।
আকাশের চন্দ্র দেখি বামনে বাড়াএ হাত।

শেষ :—

কি কস্ রে বিন্ধু মা বাপ কি কর বসিআ।
কার খাইলা পান গুআ কারে দিলা বিহা ॥
বার না বছরের নিলা তের বছর নহে।
না জানি আপদ নীলা কারে স্বামী কহে ॥
হাতে লইল লাউআ লাঠি কান্ধে আলক ছাতি।
ধীরে ধীরে চলিল বুড়া জামাই চাইত বুলি ॥
কড়েতুন্ আইসস্ রে বেটা কড়ে তোমার ঘর।
কি নাম তোর বাপের মায়ের কি নাম সদাগর ॥
মুলুক আমার মুলুক্ বাপু নন্দা পাটনে ঘর।
মায়ের নাম কলাবতী বাপ গঙ্গাধর ॥
সন্তির কন্যা বিহা কৈল্যম মাণিক বিদ্যাধর।

*   *   *

বুঝিলাম বুঝিলাম নিলা তোর নিজ পতি।
আউলাইআ মাথার কেশ করহ মিনতি ॥
তুমি আমার শিরের কামিল আমি তোমার দাস।
নিরঞ্জনে আনি দিল পুরাইল মনের আশ ॥'

ভণিতা প্রভৃতি:—

শুনহ সকল বাপু কহি সাবহিতে।
বার মাস লিখন আমি প্রথম চাকরিতে ॥
প্রথম চাকরিতে আমি বার মাস লিখন।
অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিতে বোলন ॥
সমাপ্ত করি বার মাস নিবেদন করি।
সন বার শ ছএ মঘি মাএ বরি (?) ॥
চৈত্র মাসের চোব্বিস দিনে একবারে হইলো।
মৈল্লানের পরে মাত্র এক প্রহর ছিল ॥
আমার নাম নিত্যানন্দ গোকুলচন্দ্র বৈদ্যের সুত।
পঠিতে পারিলে বার মাস বুদ্ধিএ মজবুত ॥
বার মাসের কথা জেই হইল সমর্পণ।
তার পরে সন তারিখ হইল নিরোপণ ॥

ইহা রচয়িতার নিজ হাতের লেখা। ইহার নিবাস আনোয়ারা। ইনি বড়ই সাহিত্য প্রিয় ছিলেন; অনেকগুলি পুঁথি নকল করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন শব্দ তালিকা :—সাউধ—সাধু; স্ত্রীলিঙ্গে—সাউধানী। তিতা—তিক্ত। ভইন—ভগ্নী। উচটাই=উঝটাই—পদাঘাত করি। লএ=লগে—সঙ্গে। মৈলান—মলিন। ভোগালু—ক্ষুধিত। ধেঅন গাই—দুগ্ধবতী গাভী। ঘিনে—ঘৃণায়। কড়েতুন—কোথা হইতে। 'কোন্ ঠাই' হইতে 'কড়ে'র' উৎপত্তি। কোন্ ঠাই=কোনঠে

=কোণ্ডে=কোডে=কডে। 'তুন' বা 'থুন' পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন; চট্টগ্রামে খুব প্রচলিত।

১৮৫। রামাষ্টক শ্লোক।

পদ সংখ্যা—২০।

একটি শ্লোক এই :—

কপি সঙ্গে সঙ্গে রাম লঙ্কাপুরি গমনং।
মুখ বাদ্য ঘোর শব্দ জেন মেঘের গর্জ্জনং॥
হস্তজোরে বানরগণে পদে করে স্তবনং।
তং নমামি রামচন্দ্র আদিভূত কারণং॥

এইরূপ দশটী শ্লোক আছে। তবে 'অষ্টক' নাম কেন? কদর্য্য হস্তলিপি—বড় অশুদ্ধিপূর্ণ। ১২০০ মঘির লেখা। ভণিতা নাই।

১৮৬। যামিনী বাহাল।

এই পুঁথিখানি আজও পাইতে পারি নাই। আমার পরম সুহৃৎ পটীয়া—মহাম্মদপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয় পুঁথিখানি সীতাকুণ্ড হইতে সংগ্রহ করিয়া ভূতপূর্ব্ব 'আলো'-সম্পাদক বন্ধুবর ৺বাবু নলিনীকান্ত সেন মহোদয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, নলিনী বাবু পুঁথিখানি নকল করাইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার শোচনীয় অকাল তিরোধানের পর পুঁথিখানি কোথায় গেল, জানিতে পারি নাই।

ঈশ্বরবাবু লিখিয়াছেন :—"উহার কবির নাম করিমল্লা। কবি ১২৫ বৎসর পূর্ব্বের লোক। কবির বংশধর পুঁথিখানি ছাপাইতে দিতে নারাজ। প্রকাণ্ড পুঁথি—১৫৩ পাতা। কেহ কেহ বলেন, পুঁথিখানি খুব ভাল। কবিত্বে বহিখানি বড় উচ্চ না হইলেও সামাজিকতায় ইহার আসন বড় নিম্নে নহে। কারণ ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান কবি "অহো ত্রিলোচন" প্রভৃতিরূপে নায়িকার মুখে হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিয়াছেন। হিন্দুসমাজ ও মুসলমান সমাজ কিরূপ মিশ্রিত হইয়াছিল, ইহা তাহার এক দৃষ্টান্ত।" কবির জন্মস্থান সীতাকুণ্ড অঞ্চলে।

১৮৭। জমাবন্দীর বচন।

চরণ সংখ্যা—২৬।

সরস্বতীর পাদ পদ্মে করি নমস্কার।
পঞ্চার প্রবন্ধে জমাবন্দি প্রবক্তার। (?)
সমুদাএ জব্দ ভোম প্রথমেত স্থাপন॥
তাহার অধেত খিলা করিব বর্জন॥

শেষ :—

চাকলা বেসি জমার তোলাএ অঙ্কের গমন।
বহু পণ গ্রহ গণ্ডা জোগ্ব (যুগ্ম ?)
করা কি তোলা পূরণ॥
ইজারা বেসি জমার তোলাএ ধরি।
কি তোলাতে ৶৹ নেত্র পণ ধর সক্ষা
(সংখ্যা ?) করি॥

ভণিতা :—

অবশিষ্ট জমিদারি জমা সমোসর।
শ্রীজয় নারাঅণ দাসের উত্তর॥

১১৯৭ মঘির লেখা। পূর্ব্বে এই নামের আর একখানি সন্দর্ভের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে।

১৮৮। গুরু দক্ষিণা।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ইহার একখানি ভাল পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইয়াছে। প্রাগালোচিত

পুঁথির সহিত অদ্যকার পুঁথির এত অসামঞ্জস্য আছে যে, ইহাকে একখানি ভিন্ন পুঁথি বলিলেও চলে।

এই পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতাটি হারাইয়া যাওয়ায় উভয়ের মধ্যে প্রারম্ভভাগে পার্থক্য কতদূর, নির্ণয় করিতে পারিলাম না; পূর্ব্বে একবার ইহার উপসংহার ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে। উভয় পুঁথির এই অংশটি তুলনা করিয়া দেখিলেই সকলে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

> গিরি গোবর্দ্ধন তুমি ধরি বাম অঙ্গুলে।
> সুরপতি লাজ পাইল সেই কালে॥
> কেসি আদি বীর করি পঞ্চ মল্লে ধরি।
> কুবলয় দুই হস্তি-দন্ত উপাড়ি॥
> তবেত ধরিলা হরি দুষ্ট কংসাসুর।
> পড়িল অসুর কংস সব্দ গেল দূর॥
> তোমা দুহাকার মহিমা কে বলিতে পারে।
> ধন্য ধন্য করে সভে দৈবকির তরে॥
> হেন পুত্র মায়েতে ধরিল উদরে।
> খীরদের কূলে তপ কৈল অনাহারে॥
> তেকারণে মোর ঘরে জন্মিলা নারায়ণে।
> তোমা সভাকার সম শাস্ত্র কেবা জানে॥

ভণিতা :—

> হরি হরি বল সভে গুরুর দক্ষিণা হইল সায়।
> সঙ্কর আচার্য্য ইহা রচিলা নিলায়॥

"এই পুস্তক শ্রীপুটীরাম দাস। সন ১২১৪ সাল তাং ৭ কার্ত্তিক।" এই পুঁথির মধ্যে স্থানে স্থানে ভণিতা আরও দেখা যায়। পূর্ব্বালোচিত পুঁথিতে তত ভণিতা নাই। 'শিশুবোধকে'ও একটি 'গুরুদক্ষিণা' আছে। তাহার রচয়িতা অযোধ্যারাম। অপর সময়ে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এই পুঁথির পত্র সংখ্যা ২০; এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক। এই পুঁথি আমার নিকটে আছে।

১৮৯। উদ্ধব-সংবাদ।

রাধিকার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

> কাঁদএ কাতর হইআ রাধিকা যুবতী।
> কহ উধব কোথাএ গেল মোর প্রাণপতি॥

শেষ :—

> ক্ষোনিজা গর্ভের গর্ভ রিপুর কুমারী।
> ক্ষেতিতলে আরাধিআ পাইলা শ্রীহরি॥
> ক্ষরশান বাণে নিত্য দহে মোর প্রাণি।
> ক্ষুদাএ না খাই অন্ন তিস্কাএ না খাই পানি॥
> ক্ষেমা কর কথ দিন কহেন উধব।
> খণ্ডিব মনের দুর্খ আসিব মাধব॥

ভণিতা :—

> রাধাকৃষ্ণ পদ যুগে ভাবি এক মনে।
> শ্রীরাম শরণে কহে রাখএ চরণে॥

"শাঙ্গ। ইতি সন ১১৯৭ মঘি তারিখ ১০ দশ দিন আশার। শ্রীজাত্রামনি দাসস্য পীং পার্ব্বতিচরণ চৌং।" পদ সংখ্যা প্রায়—৭০।

১৯০। ঊষা-হরণ।

একখানি মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রথম ১০ পৃষ্ঠা ও শেষ এক পৃষ্ঠার অভাব বলিয়া মুদ্রণকাল অপরিজ্ঞাত। পুরাতন তুলোট কাগজে বড় অক্ষরে ছাপা। অক্ষরগুলি হস্তাক্ষর হইতে একটু সুন্দর মাত্র। 'ক্ত, ন্তু, ষ্প, ভ্র, ঙ্ক প্রভৃতি, সংযুক্ত বর্ণ গুলি যথাক্রমে ঙ্গ, ত্ত, ষ্প, ভ্র, ঙ্ক, রূপে গঠিত। 'ঢ়' বর্ণের নিম্নে বিন্দুর অভাব। 'দৃক্পাৎ,' 'ভৃঙ্গ,' 'গৃহ,' প্রভৃতি শব্দগুলি 'দ্রকপাত,' 'ভ্রঙ্গ,' 'গ্রহ' রূপে ছাপানো। 'যুগল' শব্দটি 'দুগল' রূপে লিখিত। 'আমরা' স্থলে 'আমারা' প্রযুক্ত। মুদ্রণে ও

হস্তলিপির অবিশুদ্ধ রীতি অনুসৃত। অনায়াসে,' 'বয়েস,' 'ভয়ে,' 'আসি,' 'কি আর,' ইত্যাদি 'অনাআসে,' 'ভএ,' 'আসি', 'কিআর' রূপে মুদ্রিত। ইহা ত বাঙ্গালার হস্তলিপিরই নিয়ম।

আরও অনেক বিশেষত্ব আছে। অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি 'য' ফলা ও 'আকার' দিয়া লিখিত, যেমন শুয়্যা হইয়া ইত্যাদি। স্থূলভাবে আরো কয়েকটি শব্দ প্রদর্শন করিলাম।

মেয়্যা, মেয়্যে=মেয়ে
ময়্যে=মরিয়া।
কিবল=কেবল।
ত্রেষকার=তিরস্কার।
পক্ষ্য=পক্ষী।
ইত্যে=হৈতে।
নুতুন=নূতন।
বাঢ়=বাড়ে।
লাম্বিল=নামিল।

করিত, যাইত ইত্যাদি স্থলে করিতো যাইতো ইত্যাদি। উচিত ইত্যাদি স্থলে উদিৎ উচিৎ ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রথম ১০ পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তথাপি গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পাওয়া যাইতেছে। শেষ পত্রের কয়েক চরণ মাত্র না থাকা সম্ভব। আরম্ভ ভাগের মঙ্গলাচরণটি দীর্ঘায়ত ছিল, বোধ হয়। এত পৃষ্ঠার অভাব সত্ত্বেও বীণাপাণি-বন্দনার অল্পাংশ ও সর্ব্বদেব-বন্দনার সমস্ত বিদ্যমান আছে।

আরম্ভ :—

"অথ গ্রন্থারম্ভঃ।
উষাহরণ পুস্তক লিখ্যাতে।
নৈমিগ কানন ক্ষিতি পুণ্যতম স্থান অতি
যথায় ব্রহ্মার তপ্যনেমি।
কলির অনধিকার বৈসে মুনি ষাট হাজার
সৌনিকাদি শ্রীসুত গোস্বামী।
ঋষিগণ ভক্তিমতে জিজ্ঞাসা করিল সুতে
কহ প্রভু করি নিবেদন।
কৃপা করি কৃপানিধি পাপন্থারে কহ যদি
শুনি কৃষ্ণ লিলার কথন।
যোগীন্দ্র মনিন্দ্র যায় যোগে ধ্যানে নাহি পায়
সেই ব্রহ্ম মানব মুরতি।
হইয়া করিলা লীলা বেদব্যাস চিন্তারিলা
সে লীলা শ্রবণে সদামতি॥

শেষঃ—

সুখী হৈলা * * * শ্রীমধুসুদন।
হইল সমাপ্ত গ্রন্থ উষার হরণ।
* পুরাণের অন্তঃপাতি কথা লয়্যা।
রচিনু পুস্তক * * চরণ ভাবিয়া।
রসপুর সুমধুর সার তর্ত্তময়।
* ত্রিবিধ লোকের ভাব লাভ হয়।
শ্রবণ পঠনে * ব্যাধি বিনাশন।
পরকালে হয় লাভ গোবিন্দ চরণ।
* * *
* * *
অহিক সম্পদ সুখ বাঢ়ে দিনে দিনে।
বংশ বৃদ্ধি হয় এই পুস্তক শ্রবণে।
নষ্ট পুষ্পা সপুষ্পা অপুত্রাবতী।
বাণ যুদ্ধ শ্রবণেতে হয় সিঘ্রাগতি।
ভাশা কিম্বা পুরাণ উভয় সমতুল।
শ্রবণ * * হয় কৃষ্ণ অনুকুল।
শ্রীগুরু চরণে সমর্পণ করি * ।

কবির পরিচয় ইত্যাদি :—

গুরু পদ ভাবি মনে. পিতাম্বর সৈন ভনে,
শিবাদহ যাহার নিবাস।
শুনহ রসিক জন, উষাবতীর হরণ,
অসংখ্য দুরিত হয় নাশ।
(৬০ পৃঃ।)

ইনি গুরুর আদেশে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বলিয়া লিখিয়াছেন।

নিম্নোক্ত ভৌগোলিক অংশটি কিছু প্রয়োজনীয় হইতে পারে বিবেচনায় এখানে তুলিয়া দিলাম। অনিরুদ্ধের অবস্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে কথাগুলি লিখিত হইয়াছে:—

নগর সহর পল্লী ত্রিগর্ত্ত বিরাট।
কাশী কাঞ্চি অবন্তিক পঞ্চাল মিরাট॥
আলিঙ্গ কলিঙ্গ মদ্র মগধ তৈলঙ্গ।
গৌড় উৎকল মল্ল মিথিলা ভুলিঙ্গ॥
অযোধ্যা মথুরা দিল্লী নগর গুজরাট।
কাণ্যকুব্জ মাড়োআর আর হিঙ্গুলাট॥
তিরোট দ্রাবিড় গণে প্রয়াগ নেপাল।
গয়া ভুমি গণি * * তুলিলা * * পাল॥

পত্র সংখ্যা ১৫৪। গ্রন্থের স্থানে স্থানে কীটভুক্ত। প্রাচীন হস্তলিপির মতন বানান ভুল সর্ব্বত্র। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, তোটক, ভঙ্গত্রিপদী এবং ললিতচ্ছন্দে সমগ্র গ্রন্থ লেখা। মধ্যে মধ্যে কবিত্ব সুন্দর।

পুঁথিখানি বোধ হয় গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল, অধিকারীর অনুমতি পাইলে ইহা ও পশ্চাৎ সমালোচ্য 'চন্দ্রকান্ত' নামক পুঁথি 'পরিষদে' উপহার দিব।

১৯১। দেশীয় কালির আর্য্যা-বহি।

এই গ্রন্থের কোন নাম নাই। ইহাতে দেশীয় প্রায় সমুদয় আবশ্যক কালির আর্য্যা ও তদনুযায়ী কালির সমাধান আছে। একাধিক ভণিতা আছে, যথা:—

(১) গণ্ডা গণ্ডা গুণে বের্থ।
কহে শুভঙ্করে কালি তত্ত্ব॥

(২) রস পণ নিধি কাহন ক্রমে কালি মিলে।
দৈবজ্ঞ শ্রীরাম তত্ত্ব রচিআ জে বোলে॥

(৩) দীন দয়াল দাসে বোলে কাঠা জে করিবা।
তবে এক কাণি জমীন সত্বরে পাইবা॥

১১৯৪ মঘির লেখা। পত্র সংখ্যা ১১৳, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

এই দীন দয়ালের ভণিতাযুক্ত "চিঠার বচন"ও একখানি পাওয়া গিয়াছে। কিরূপে 'চিঠা' লিখিতব্য, তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। হেঁয়ালী:—

"চক্রশিরে অর্কনীরে করে নিবারণ॥
বন পত্র শুখি শুখি তাহার ভক্ষণ॥
হীন হাবিয়াত কহে হেয়ালির ছন্দ।
মূর্খ কি বুঝিব বল পণ্ডিতো হএ ধন্ধ।

১৯২। জ্যোতিষের বচন।

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে:—"নম গনেসাঅ। অথ পঞ্জিকা-পুরণ। বার ইত্যাদি বচন। রবিবার ইত্যাদি। শুক্লা তিথি। ২৭ নক্ষত্র করণ। নন্দা আদি। অমৃত যোগ। মৃত্যু যোগ, ত্র্যস্পর্শ। যাত্রাতে উত্তম নক্ষত্র। মধ্যম ও অধম নক্ষত্র। বার বেলা, কাল বেলা। মাস দগ্ধা। দিগদগ্ধা। দিগশূল। যোগিনীর চাল। সপ্তবারের ফলাফল। যোগিনী চক্র" ইত্যাদি।

শেষ:—

দিকদাহে একদিন অকাল জানিবে।
চন্দ্র সূর্য্য সাত দিন গ্রহণে সাত দিন হবে॥
ভুমিকম্প উলকাপাত তিন দিন দোষ।
ধুম্রকেতু উদএতে পঞ্চ দিবস॥
গ্রহণ কালেতে যদি এ সকল হএ।
এ দশ দিন দুষ্ট মুনিগণে কহে॥

"ইতি জ্যোতিষের বচন সমাপ্ত। সন ১১৯৪ মঘি তারিখ ২৬ ফাল্গুন।" ভণিতা নাই। পত্র সংখ্যা ৪৳, দুই পৃষ্ঠে লেখা। উল্লিখিত 'যোগিনী'র চাল ইত্যাদি অবিকল "পদ্মাবতী" কাব্যেও দেখা যায়।

১৯৩। চন্দ্রকান্ত।

এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত। আদ্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় মুদ্রণকাল জানা যায় না। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। প্রথম ১২ পৃষ্ঠা ও শেষ কয় পৃষ্ঠা নাই। জীর্ণ অবস্থা। বটতলায় এখনও পাওয়া যায় কি ?

গ্রন্থে বীরভূমবাসী শ্রীকান্ত সদাগরের পুত্র চন্দ্রকান্তের বাণিজ্য গমন এবং নানা অবান্তর ও আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রকান্ত শান্তিপুরবাসী সদাগর রতন দত্তের কন্যা তিলোত্তমার পাণিপীড়ন করেন। স্থানে স্থানে রচনা বেশ সুন্দর ও মধুর।

চন্দ্রকান্তের বাণিজ্য গমন পথটি এই :—

কর্ণধার সাজাইল ডিঙ্গা সাত খান।
মাস্তুর উপরে তুলে দিলেক নিসান ॥
* * *
দামামা জয় ঢাক বাজে আর বাজে সিঙ্গা।
বদোর বদোর বলি খুলিলেক ডিঙ্গা ॥
তিন দিন বাহিয়া আইল কত দুরে।
উপনীত হৈল আসি ভাগীরথী তীরে ॥
* * *
অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ দরশন করে।
বাতাস ভরেতে ডিঙ্গা আইল শান্তিপুরে ॥
শান্তিপুরে আসি সাধু কর্ণধারে কয়।
এখানে রাখিতে তরি উপযুক্ত নয় ॥
ডাহিনেতে গুপ্তীপাড়া সম্মুখে সোমড়া।
ঐ ঘাটে রাখ ডিঙ্গা সাবধান চড়া ॥
বাহ বাহ বলে তবে সাধুর তনয়।
ত্রিবেণী আসিয়া তরি উপনীত হয় ॥
ডাইন বামেতে গ্রাম কত এড়াইল।
নিমাই তীর্থের ঘাটে সেদিন রহিল ॥
প্রভাতে সাধুর সুত বলে বাহ বাহ।
বাম ভাগে রহিল শ্রীপাট খড়দহ।
গঙ্গা দুয়ার দিয়া যায় কালীঘাটে।
সাধুর নন্দন তবে উঠে গিয়া তটে ॥
মায়েরে প্রণাম করি চড়ে গিয়া নায়।
সেই দিন রাতারাতি হত্যাগড় যায় ॥
* * *
বাহ বাহ নাবিক দাঁড়েতে দেহ ভর ॥
মহাতীর্থ স্থান আইল গঙ্গাসাগর ॥
এইরূপে কত দুর বাহিয়া চলিল।
হিজুলি ছাড়িয়া ডিঙ্গা সমুদ্রে পড়িল।
শুনিয়া জলের ডাক কম্পিত হৃদয়।
চিন্তিত হইল বড় সাধুর তনয় ॥
চন্দ্রকান্তে সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার।
হরি বোল বলিয়া চলিল কর্ণধার ॥
জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রণমিয়া।

ভণিতা :—

(১) বিরচিত গৌরীকান্ত বন্দিয়ে অভয়া।
মম সুত কাশীনাথে দেহ পদছায়া ॥

(২) বীরভূমে বাস, বাণিজ্যের আশ,
আসিয়াছি মহাশয়।
সব বিবরণ, শুনিবে রাজন,
বৈদ্য গৌরীকান্ত কয় ॥

(৩) পয়ার প্রবন্ধে কয় গৌরীকান্ত রায় ॥
কেমনে রমণী কাছে হইবে বিদায়।

সমস্ত পুঁথি পয়ার, ত্রিপদী, বড় ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী ও তোটক ছন্দে লিখিত।

শেষ পত্রের সংখ্যা ১৮২। ইহার পর পুঁথি বড় বেশী বাকি নাই। প্রাচীন তুলট কাগজে বড় অক্ষরে ছাপা।

১৯৪। জায়জাতের বচন।

পদ সংখ্যা—১৮।

তেরি জাএজাদ পুত্র, শুনহ কান্তের পুত্র,
দোষভাব না করিহ মনে।
ভারতী প্রণাম করি, তোমের নিকাশ ধরি,
খিলা বাদ করি তদক্ষিণে ॥

শেষ :—

তদন্তে ইসারা বসি. ৵৹ নেত্র পণ তোলা একসি,
তদক্ষিণে অঙ্কের স্থাপন।
জমার তোলা জমিদারি, দক্ষিণে একুন করি,
পূর্ণ হইল আএজাদ বচন॥

ভণিতা :—

জয় নারায়ণ দাস, মধুর কবিতা ভাস,
মুখপদ্মে যেন মধু শুনি।
আএজাদ সঙ্গীতা কথা, বন্দি সরস্বতী মাতা,
রচিলেক মধুরস বাণী॥

১১৯৭ মঘির লেখা।

১৯৫। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। তখন আমরা একখানি খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বন করিয়া ঐ সমালোচনাটি লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

ইহার আরম্ভে এক দীর্ঘ দেব-বন্দনা আছে; কৃত্তিবাসের ও চৈতন্যদেবের অর্চ্চনাও আছে। তাহাতে কবিকে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বলিয়া নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে।

পূর্ব্ব সমালোচনায় ইহার প্রারম্ভ কিরূপ, দেখান গিয়াছে। বাঙ্গালা দুইখানি হস্তলিপি কখনও একরূপ হইবার নহে। এই স্থলেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে না। উভয় পুঁথির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। এখানে শেষাংশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

জল মৈদ্ধে হস্ত দিয়া কমললোচন।
সূর্য্যবংশ উদ্ধার করিলা ততক্ষণ।
নিহাস (?) আছিল গঙ্গা সব নৈরাকার।
এহিলোকে পরলোকে করিল উদ্ধার।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আইল শীঘ্রগতি।
ঐরাবতের পৃষ্ঠে চড়ি ইন্দ্রের সহতি।
চারি ভাই এক মূর্ত্তি হইল নারায়ণ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিল স্তবন।
প্রণমোহ নারায়ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।
বসিলেক দেবগণ আপনার আসন।
সরযুতে পরিলেক জথ পরবাসি।
বৈকুণ্ঠেতে ধুলনা (?) নাহি পুণ্য রাশি রাশি॥
যেই জনে পড়ে শুনে স্বর্গ আরোহণ।
বৈকুণ্ঠেতে চলিয়া যায় তরিয়া শমন॥

ভণিতায় ভবানীদাসের নাম আছে। পূর্ব্বে আমরা ইঁহাকে "লক্ষণ দিগ্বিজয়" প্রণেতার সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছি। সেইরূপ অনুমানের কোন কারণ এখন দেখিতেছি না; দিগ্বিজয় প্রণেতার নাম ভবানীনাথ; তিনি ব্রাহ্মণ ও 'জয়চন্দ' নামক কোন রাজার আদেশে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কোথাও "ভবানীনাথ" নামে ভণিতা ও জয়চন্দ ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত নাই। এই কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

পত্র সংখ্যা ১৯; পুরাতন কাগজে জটিল ধরণে দুই পৃষ্ঠে লেখা। ইহার তারিখাদি স্থলে লেখা আছে;—'পুস্তক সমাপত্যঃ লিখিতং যথা দেখিতং তথা লিখিল। এই পুস্তক শ্রীক্ষেত্রাচাং পীং কেয়স্ক বরুয়া সাং-রুদ্বরা।" তারিখ না থাকিলেও খুব প্রাচীন বোধ হয়। এই পুঁথির আরও দুইখানি পাণ্ডুলিপি আনোয়ারা—রুদুরাবাসী শ্রীমান অখিলচন্দ্র বৈদ্যের নিকট আছে। তন্মধ্যে একখানির শেষ ও তারিখ নাই, অপর পুঁথির শেষে এইরূপ তারিখাদি আছে :—"ভীম-স্থাপি ইত্যাদি শ্লোক। আএ শুণিগন সব

পড়িয়া চাহিবা অশুদ্ধ হইলে দোষ ক্ষেমা দিবা॥

"ইতি ১১০৭ সন তারিখ * * পহর বেল সমাপ্ত। সাকিমে রুক্মদরা শ্রীকাপরু বরুয়া সুকুমার শ্রীছানাবছু পুস্তক লিখিল।" ইহার পত্র সংখ্যা ১৭, এক পৃষ্ঠে লিখিত। এই পুঁথি আমার নিকট আছে। অধিকারীর অনুমতি লইয়া পরিষদে উপহার দিব।

১৯৬। যুদ্ধ কথা।

এ ক্ষুদ্র সন্দর্ভের অবলম্বন কি, বুঝিলাম না। ১১৯৪ মখির লেখা; অবয়ব এক পৃষ্ঠা মাত্র। চরণ সংখ্যা ৫২।

আরম্ভ :—

সরস্বতী পাদপদ্মে করি নমস্কার।
পয়ার প্রবন্ধে যুদ্ধ কথার সঞ্চার॥
একদিন সেই রাজা স্ত্রীগণ সঙ্গে।
স্নান করিতে গেল মনের তরঙ্গে॥
রাজকন্যা দেখি তবে হরষিত হৈয়া।
কুতুহলে নিকটেতে মিলিল আসিয়া॥
কুলে রাখি রাজকন্যা বস্ত্র আভরণ।
নির্লজ্জা হইয়া তবে করিল গমন॥
তাহা দেখি দুষ্ট নিশাচর ধাই আইল।
হরিয়া যে নারীগণ কত দূরে নিল॥

শেষ :—

রাজ সৈন্যগণ জথ সংহারিয়া পারে।
বাতাসে ঘুরাই যেন তালফল ঝারে॥
আনন্দ সাগরে যেন হিলোল উঠিল।
——ই মতে যুদ্ধ করি মুণ্ড যে কাটিল॥

স্বয়ং বিরচিত শ্রীযুক্ত দিনদয়াল দাসস্য।"

১৯৭। মন্ত্রাদির পুঁথি।

ইহার কোন নাম নাই। ইহাতে কুজ্ঞান ও সুজ্ঞানের মন্ত্র, সর্পাদি দংশনের ঝাড়া ও ঔষধ এবং অপরাপর কতকগুলি রোগের ঔষধ ও ঝাড়ন মন্ত্রাদি লিখিত আছে। ভাষা বাঙ্গালা। নিম্নে কয়েকটী ঔষধ তালিকা দিয়া দৃষ্টান্ত দিব।

—"শ্রীদুর্গা জয়। গণেশায় নমঃ মহাদেব নম। রাজমোহানি মন্ত্র অমৃতপরা। * * * * * সাপের মন্ত্র। * * * * * শিতালার মন্ত্র।" * * * * ইত্যাদি।"

সাপের ঔষধ :—"তিন বৎসিআ (?) মরিছ গাছের শিকড়।"

গায়েতে রাখিলে সর্পের ভয় নাই।
ছোট জাতি আইস্বর মূল খাবাইলে
বিষ জায়ে॥
সোনালী রূপালী দুই সর্পের ঔষধ জানিবা।

কুক্কর দংশনের ঔষধ :—"রাজা জাতিয়া বিষকাটালীর আগা ও সমুদ্রের ফেনা বাটি খাওয়াইবেন।"

বাতের ঔষধ :—"আমলী সুখাই খাইবো আরাম পাইবো।"

ফোড়ার ঔষধঃ—"কেষুর চিদ্ধলৎ বিচি বাটি দিবো রক্ত চন্দন গোল মরিচ বাটি ডাট করি দিবো শ্বেত চন্দন বাটি দিবো কালা সোণা বাটি দিবো আফিম কেষুর পুটকী বাইঅনর ফুল বাটি দিবো ফিস (?) ফোরা মারে॥"

হস্তলিপির শেষ না থাকায় তারিখাদি নাই। দ্বিতীয় ভিন্ন প্রথম হইতে পঞ্চদশ পাতা পাওয়া গিয়াছে। জীর্ণ অবস্থা। ক্ষুদ্র পুস্তিকা। অবসর মতে ইহা পরিষদে উপহার দিব।

১৯৮। কেকায়তোল মোছল্লিন্।

বঙ্গভাষায় এই মুসলমানী গ্রন্থের "ইস্লাম

হিতকথা" নাম দেওয়া যাইতে পারে। মনু-সংহিতাদির মত এই খানিও সংহিতা বিশেষ। তবে, মহম্মদীয় ধর্ম্ম পরিচ্ছদে আবৃত মাত্র। মুসলমান সমাজে এইরূপ গ্রন্থের সমাদর আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়।

পুঁথি খানি খণ্ডিত। ৬—১১৪ পাতা আছে। উভয় পৃষ্ঠে লেখা ; আকার বৃহৎ। ভাষা বাঙ্গালা প্রধান। 'কেকায়তোল্ মোছলেমিন্' নামক পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ।

শেষঃ—

আরবিত সকলে না বুঝে ভাল মন্দ।
তেকারণে বাঙ্গালা রচিলু পদবন্ধ॥
মোছলমানি শাস্ত্র বাঙ্গালা করিলু।
বহুপাপ হৈল মোর নিশ্চএ জানিলু॥
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে।
বুঝিআ মুমীন দোআ করিব আমারে॥
মুমীনের আশীর্ব্বাদে পুণ্য হইবেক।
অবেশ্য গফুর আল্লা পাপ খেমিবেক॥
এসব সে জানিআ জদি করএ রৈক্ষণ।
তবে মোহোর পাপ হইব মোছন॥

ভণিতাঃ—

মৌলুবি রহমতোল্লা সর্ব্বগুণধাম।
চতুর্দ্দিশ এলম অবধান অনুপাম॥
তাহান আদেশে সেখ পরাণ নন্দন।
হীন মোতলিবে কহে শাস্ত্রের বচন॥

এই গ্রন্থ রচনার বিস্তারিত বিবরণ আছে, কিন্তু এই হস্তলিপিতে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। "ইতি কীকাইতোল মোছল্লিন্ কীতাব" সমাপ্ত জথা দিষ্ট তথা লিখীআছি সব। ইতি পুস্তক সমাপ্ত রোজ রবিবার বেলা ১০ দস্ গরি দিন চরনে সমাপ্তর। লিখীলং শ্রী-সএখ (সেখ) আমানির ননন্দ (নন্দন) শ্রীমহাম্মদ সকি দরজী জীলাএ চাটিগ্রেরাম চাং উরঙ্গাবাদ সাং ফত্তেপুর মৌং পচিম পাটি ইতি সন ১১৮১ মগি তারিখ ২৫ মাহে শ্রাবন রোজ আদিক্তেবার। অধিকারী শ্রীমাহম্মদ অছিয়র রহমান মাতবর সাং দেওতালা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।" ইঁহার নিকট আলোচিত লালমতী সয়ফল মুলুকের (১১৮৯ মঘির লেখা, ৬—৮০ পাতা বিশিষ্ট, মাঝে মাঝে অনেক নষ্ট) একখানি অতি জীর্ণ পাণ্ডুলিপিও আছে। সেইখানি পরিষদে দেওয়া যাইতে পারে।

১৯৯। সুলোচনা হরণ।

এই পুঁথির নাম কি, প্রতিপাদ্য কি এবং রচয়িতা কে, কিছুই জানিতে পারি নাই। সপ্তম, দশম এবং ষোড়শ,—এই তিনটি পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। লেখা অনেক দিনের বোধ হয়। সম্ভবতঃ পুঁথি তত বড় হইবে না।

সুলোচনা চন্দ্রবংশোদ্ভবা কোন রাজ-কুমারী। মাধবকুমার ও বিদ্যাধর নামে দুই রাজপুত্র সুলোচনার পাণিগ্রহণাভিলাষী। গঙ্গিনী নাম্নী মালিনী ঘটকালি কার্য্যে নিযুক্তা। মাধবকুমার সুলোচনাকে হরণ করিয়া লওয়ায় বিদ্যাধর মনঃক্ষোভে জাহ্নবী জীবনে জীবন বিসর্জ্জনে উদ্যত। প্রাপ্ত পত্র-গুলি হইতে এতদধিক বিদিত হওয়া যায় না।

বোধ হইতেছে, প্রচেষ্টা নামক কোন দুর্ম্মতি ও সুলোচনার পাণিপ্রার্থী ছিল। সম্ভবতঃ, স্বয়ম্বর সভা হইতে তৎকর্ত্তৃক হৃত হইয়াই সুলোচনা এই বিলাপ করিতেছেন :—

লাচারী।

কান্দে কৈন্যা নৃপতিনন্দিনী।
বসিআ ধরণিতলে, দগ্ধ হইয়া সোকানলে
বিধাতারে খরি পুনি পুনি॥

হাহা বিধি নিদারুণ, কেনে হইলা নিকরুণ
কি লেখীল আমার কপালে।
আমী জে অবলা জাতি, কি হইব আমার গতি,
রক্ষ্যা নাহি এ ঘোর সংকটে॥
জন্ম মোর শশীকুলে, মাত্রি মোর কুলে শীলে,
পিত্রি সম নাহি নৃপবর।
পূর্ব্ব জন্মে তপ করি, আরাধিলুম হর গৌরি,
মাধব হইতে মোর বর॥

* * *

শুনিআ সখির স্থানে, মোর গুণ ভাবি মনে,
সিন্ধু তরি আইল মোর পুরি।
গজিনী মালিনী সনে, পত্র লিখি মোর স্থানে,
সম্বাদিয়া জানাইল আমারে॥
পত্র পঠি সেই ক্ষণে, প্রতিজ্ঞা করিলুম মনে,
ধন্ধ হেন মানিলুম তখন।
এক রাজ সন্ততি, বিদ্যাধর নাম খ্যাতি,
আমা হেতু আইল পিত্রি পুরে।

* * *

তদন্তরে নৃপবরে, সুবেস করিআ মেরে,
আনিলেক বর বিদ্যমানে।
পুর্ব্বের প্রতিজ্ঞা স্বরি, মাধবেরে মনেতে করি,
বামহস্ত তুলিলুম তখন॥
আমার কর্ম্মের ভোগ, তাহে হইল রসংজোগ,
হরিয়া আনিল দুষ্টমতি।
পাপিষ্ট কপালে জানি, কি লেখিল বিধি পনি,
মেরক হইল মোর পতি॥

গল্পের আভাস দিলাম। সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় কি না, কেহ দেখিবেন কি? ঐ তিনটি পাতা আমার নিকট আছে

২০০। বিদ্যাসুন্দর। (ভারতচন্দ্র)

এই পুঁথিখানি আনোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাদাস ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় আমাকে দিয়াছেন। পুঁথিখানি খণ্ডিত ২—৪২ পাতা বর্ত্তমান। নারীগণের পতি-নিন্দা পর্য্যন্ত আছে। অতি জীর্ণ অবস্থা; দুই পৃষ্ঠে লেখা। নকলনবিশগণের নাম শ্রীরামতনু সেন ও সন্তোষরাম সেন। সম্ভবতঃ ১১৮২।৮৩ মঘির লেখা। আমার নিকট ইহার আর একখানি পাণ্ডুলিপি আছে। সেইখানি ভারতচন্দ্র ও নিধিরাম কবিরত্ন—এই উভয় কবির রচনায় গঠিত। বারশত নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামমণি ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকটেও ভারতের বিদ্যাসুন্দরের এক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আছে।

২০১। রামসুন্দর দারোগার কবিতা।

এই কবিতাটি চট্টগ্রাম—সারোয়াতলী নিবাসী ৺ রামসুন্দর সেন দারোগা মহাশয়ের কীর্ত্তিকথা লইয়া রচিত। দারোগাগিরি করিয়া ইঁহার মত ধনশালী আর কেহ হইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। ঐশ্বর্য্যপ্রকাশক সুন্দর অট্টালিকাশোভিত বাড়িটী আজও বর্ত্তমান। রেঙ্গুনের জজ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহোদয় ইঁহারই বংশধর।

২০২। রাহাতুল্ কুলুপ।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, মুসলমান লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষা গ্রন্থ রচনা করিয়া আরব্য বা পারস্য ভাষায় গ্রন্থের নাম করণ করায় গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষায় জাতিচ্যুত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল গ্রন্থও ভাষাতত্ত্বের খাতিরে আলোচনার অযোগ্য নহে।

এই খানিও মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ। বাঙ্গালায় ইহার "আত্ম-মুক্তি-সোপান" নাম হইতে পারে। ইহাতে কেয়ামতের কথা; পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, মিথ্যাকথন, পরচর্চ্চা, সুরাপান প্রভৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়

বিধি সকল আলোচিত হইয়াছে। অনেক ভাল কথা আছে। পারস্ত ভাষা হইতে অনুদিত।

আরম্ভ :—

আল্লাকে প্রণামি করম্ প্রভু নৈরাকার।
নিমেসে ত্রিজন কৈল্লা সএআল সংসার॥
খাকি বাদি আবি ও আথসি জথ সন।
মোহাম্মদ নবীর প্রেমে কৰিলা ত্রিজন॥
তাহান করুণা গুণ মহিমা অপার।
লৈক্ষ মুখে বাখানিতে অন্ত নাহি তার॥
সহস্র পরণামি মোর নবীর চরণ।
কহিমু পাঞ্চালী কিছু কিতাপ বচন॥

মুসলমানদের মতে আব, আতস, খাক্ ও বাৎ এই চারিভুত (চিহ্ন)।

শেষ :—

দুনিআতে ধনরত্ন দিআছিলুম তোরে।
স্ত্রিপুত্র লাগি দিলি না দিলি মোহারে॥
হেন স্ত্রিরি পুত্র বন্ধু আজু গেলা কোথা।
ইমান থাকিলে আমান হইব সর্ব্বথা॥

ভণিতা :—

ছৈদ সুরদ্দিনে কহে ভাবি চাহ মন।
দুনিআ সম্পদ সুখ নিশির স্বপন॥

"তামাম সোত্ এই পুস্তক কারক সোত্। লিখিতং শ্রীমাং সফি পীং আমানি সাং ফতেপুর জীলাহা চটিগ্রেরাম পং উরঙ্গাবাদ রোজ সনিবার বেলা দুই পহর হইতে এই পুস্তক পারকসোদ্। তারিখ ৬ ভাদ্র ইতি সন ১১৮১ মঘি সউআল চান্দের আখেরিত্ আমাবৈস্যা সুকুরবার পরদিবত্ সনিবার।" পত্র সংখ্যা ১৯, দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক। অধিকারী নাম শ্রীমাহাম্মদ অছিমর রহমান মাত্বর সাং দেওভালা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। তিনি পুঁথিখানি পরিষদে দিতে স্বীকৃত আছেন।

২০৭। সামুদ্রিক গ্রন্থ।

এই গ্রন্থ খানি কোন মুদ্রিত গ্রন্থের নকল বলিয়া বোধ হয়। প্রারম্ভে প্রকাশকের এক খানি বিজ্ঞাপন দেখা যাইতেছে। আবরণ-পত্রটি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সন তারিখ জানা যায় না। ৪০।৫০ বৎসরের হস্তলেখা। বিজ্ঞাপনের কতকাংশ এই :—

"এই সামুদ্রিক গ্রংন্থ দৃষ্টী করিলে মানব জাতির দিগের করতলস্থ রেখা ও চিহ্ন সকলের দ্বারা সুচিত ফল জানিতে পারা যায়। * * * * * * এবং ঐ সকলের বিবরণ সামুদ্রিক গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বিস্তারিত আছে। কিন্তু সে পুস্তকের বাহুল্যরূপে প্রচার ভাবে ভূরি ভূরি লোকে ঐ বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া আছেন। অতএব বহু পরিশ্রমে উক্ত গ্রহন্ত সংগ্রহ করিআ গোড়িয় সাধু ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক মুদ্রিত করা গেল।"

লেখার তারিখ নাই। পত্র সংখ্যা—১৭; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের বঙ্গভাষায় কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। ১৮৩৭ ইংরেজীতে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ ছিল, নিম্নোদ্ধৃত "অনুষ্ঠান পত্র" হইতে তাহার সুন্দর আভাস পাওয়া যাইবে। "যেহেতুক ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস বিসয়ে এতদ্দেসিয় প্রজাসমূহের মধ্যে সর্ব্ব সাধারণের নিতান্ত অনুরাগ ও আকিঞ্চন যাছে এবং যেহেতুক ঐ বিদ্যোপার্জ্জন অত্যন্ত ফলোদয় এবং নিঃসন্দেহরূপে বিশেষ প্রত্যুপকার সম্ভাবনা অতএব এখানকার শ্রীযুক্ত জজ ও মেজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের নিতান্ত বাসনা ও স্পৃহা হইয়াছে জে এতদ্দেসিয়

ব্যক্তিদিগের ইংরেজি বিদ্যোপদেশ জন্য এস্থানে এক স্কুল অর্থাত চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত এবং তাহা এতদ্দেসিয় সিষ্ট বিসিষ্ট মহাশয়ের দিগের স্বেচ্ছাধীন আঁপাতত আনুকুল্যতা ও অতঃপর মাসিক দানসৌণ্ডতা দ্বারায় সুসম্পন্ন হয় কিন্তু এতদ্বিধায় এক্ষণে অধিক প্রয়াস ও অন্যান্য প্রজাস্থব আদৌ ইহার অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক যে এই উপস্থিত কল্পনা ধিসয়ে মহাশয়ের দিগের স্বেচ্ছানুরূপ আনুকুল্যের দ্বারায় কি পর্য্যন্ত সাহায্যতা হইবার সম্ভাবনা ও তাহা নিশ্চয়রূপে সুজ্ঞাত হইলে অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাসিক দাতব্য মুদ্রা সঞ্চয়ের নিদ্দিষ্টতা জানিতে পারিলে অনেক স্কুল মাষ্টার অর্থাত শিক্ষা গুরু ও পুস্তক এবং অন্যান্য প্রওজনিয় বিসয়োপার্জ্জনের সদুপায়ে প্রবর্ত্ত হওয়া জাইবেক এক্ষণে এই অনুষ্ঠান পত্র কেবল এস্থান নিবাসী ইওরোপিয় অর্থাৎ সাহেব লোক ও এদ্দেসিয় মহাশয়ের দিগের সুবিদিত এবং তোহাতে তাঁহার দিগের বাস্তবিদ্দ কি অভিপ্রায় ইহার নিশ্চিত অবগত জন্য উল্লেখিত হইল। ইতি তাং মাঘ ১২৪৩ বাং মোং ত্রিপুরা।" একখানি প্রাচীন প্রাপ্ত।

২০৪। স্যমন্তক মণি-হরণ।

এই গ্রন্থখানি খণ্ডিত,—আদ্যন্ত কিছুই নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাতা মাত্র আছে। পুঁথিখানি তেমন বড় হইবে না। এই তিনটি পাতে জাম্ববানের সহিত মণি লইয়া কৃষ্ণের যুদ্ধ বর্ণিত আছে।

চতুর্থ পত্রের শেষ এইরূপ :—

> কন্যা রত্তন আছে মোর অনুপাম অতি।
> জগত মোহনি কৈন্যা নামে জাম্বুবতি॥
> মণি দিয়া গোবিন্দেরে দিব কৈন্যা দান।
> তবে তুষ্ট হইবেন কৃষ্ণ বুঝি অনুমান॥
> ভালুকের বৈক্কে কৃষ্ণ করি আরোহণ।
> এই মতে পৃথিবীতে করিল গমন॥
> দ্বারিকা নগরে তবে গেলা নারাঞন।
> পঞ্চজন্য নাদ শুনি সর্ব্বা (বন্ধু) গণ॥
>
> * * *
>
> হেন মতে জাম্বুবতি লইআ শ্রীহরি।
> পার্ব্বতি সহিতে আসিলা ত্রিপুরারি॥
> আসিল দৈবকী দেবী হরসিত মনে।
> পুত্রবধূ লৈআ আইল আপনা ভুবনে॥

মণি-হরণ বৃত্তান্তটি আমাদের বিশেষ জানা নাই। অনুমানে মাত্র পুঁথিখানির শীর্ষোক্ত নামকরণ করিয়াছি। উদ্ধৃতাংশের শেষে ভণিতায় 'কৃষ্ণ বিজয়' নাম দেখা যাইতেছে; তাহাই গ্রন্থের নাম কিনা, কেমনে বলিব? সে ভণিতাটি এই :—

> রচিল আদিত্যনাম কৃষ্ণের বিজএ।
> জেই জনে শুনে তার শত্রু হএ ক্ষএ॥

ঠিক ইহারই পরে নিম্নের চরণদ্বয় রহিয়াছে :—

> হেন কৃষ্ণ গুণ জে শুনিলে না মরি।
> গুণরাজ খানে ভান (ভণে?) গোবিন্দ শ্রীহরি॥

মালাধর বসুর 'কৃষ্ণবিজয়' আছে, জানি, কিন্তু এস্থলে এই বাক্যটির অর্থ কি, বুঝি না। একই স্থলে দুই জনের ভণিতা কেন? 'কৃষ্ণ বিজয়' নিকটে না থাকায় মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। 'কৃষ্ণবিজয়ে'ও কি মণিহরণ বৃত্তান্তটা আছে? অথবা কোন একটা ভণিতা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না?

পুঁথি লিখিত হওয়ার তারিখাদি পাওয়া যায় নাই। অক্ষর দেখিলে বুঝা যায়, লেখা অনেক দিন পূর্ব্বের।

২০৫। নিত্যানন্দ বৈদ্যের কবিতা।

তারিখহীন একখণ্ড কাগজে এই কবিতাটি লিখিত। পদ সংখ্যা—১৫।

বন্দম মাতা ভগবতি করজোরে করম স্তুতি
কৃপা মোরে কর সরেসতি।
গোকুল বৈদ্য শাস্ত্রজ্ঞাতা মুখে সদাএ মিষ্ট কথা
জ্ঞান ভালা ধর্ম্ম অনুরতা॥

* * *

গয়া আদি তির্থ জথ সব কৈল ক্রমাগত
দেবগ্রাম করএ বসতি।
কবিরাজি পুর্ব্বাপর জানিছি সকলি নর
জাগ জোর্গত পুরেন্দর॥
গৃহিণী বড় ভাগ্যবান দুইটি সন্তান তান
নিত্যানন্দ উমাচরণ নাম।

* * *

ভণিতা :—

দ্বিজ রামচন্দ্রে কহে নিত্যানন্দ বৈদ্যের জএ
আশীর্ব্বাদ কোরি রাত্রি দিনে॥

২০৬। শশিচন্দ্রের পুঁথি।

এই পুঁথির আদ্যন্তে কয়েকটি পত্র নাই। তথাপি গল্পটা একরূপ বুঝা যায়। রয়াল ফরমের কাগজের দুই পিঠে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা। ৩—৩১ পাতা বর্ত্তমান। আকার নাতি বৃহৎ নাতি ক্ষুদ্র। অতি জীর্ণ অবস্থা। কাগজ অতি পুরাতন দেখায় বটে, কিন্তু অক্ষর দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। আধুনিক হস্তাক্ষরের মত সরল লেখা। ভাষা বিশুদ্ধ ও সরল। পড়িতে ভাল লাগে।

কাঞ্চননগরের রাজা বিকর্ণের দুই মহিষী—বিষমুখী ও তারা দেবী। তারা দেবীকেই রাজা বিশেষ আদর করিতেন। বিষমুখীর ইহা সহ্য না হওয়ায় একদিন তিনি রাজাকে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন :—

আমি তারা দুই জন তোমার রমণী।
তোমার অধীন কিবা জিজ্ঞাস আপনি॥
যে তোমার অধীন নহে করে অহঙ্কার।
তাহাকে ত্যাগিবা তুমি সমুদ্র মাজার॥

রাজার প্রশ্নোত্তরে তারা দেবী বলেন :—

ব্রহ্মা সৃজএ সৃষ্টি শিবে সংহারএ।
পালন করাএ লোকে প্রভু দয়াময়এ॥
হরি বিনে সংসারেতে কেবা আছে আর।
তুমি আমি সকলের জোগাএ আহার॥
কিন্তু লক্ষ্য করি দিছে শুন প্রাণনাথ।
ধর্ম্ম জানি কহিলাম তোমার সাক্ষাৎ॥
বিষ্ণু বিনে আহার জোগাইতে কেহ নারে।
ব্রহ্মা বিনা সৃষ্টি কথা নাহিক সংসারে॥

বিষমুখী রাজারই বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শুনিয়া রাজা তারাদেবীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতে কোতোয়ালকে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। এই সময়ে তারাদেবী অন্তঃসত্ত্বা। এই ভবিষ্যৎ সন্তানই গ্রন্থের নায়ক শশিচন্দ্র।

দীর্ঘায়ত গল্প এখানে বলা চলে না। অনেক অদ্ভুত ঘটনার পর আবার সকলে সম্মিলিত হইয়াছেন। শেষে কয়েকটী মাত্র পাতা নাই বলিয়াই বোধ হয়।

ভণিতা :—

হাহা পুত্র জাদুমণি, মোকে করি অনাথিনী,
কার ঘরে হইলা উদএ।
এই মতে শোকাকুলী, হাহা পুত্র বলি,
কান্দে দেবী রামজিদাসে ভণে॥

আরও কিছু বক্তব্য আছে। কবি আল্লাওল সাহেব সপ্ত শতাব্দীর লোক। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, কবি দৌলত কাজীর

আরব্ধ 'লোর চন্দ্রাণী' কাব্যের শেষাংশ আলাওলের রচনা। কথা প্রসঙ্গে তিনি এই 'শশিচন্দ্রের' গল্পটি জুড়িয়া দিয়াছেন। অবশ্য নামধামে কিছু পার্থক্য আছে। আলাওল শশিচন্দ্রের নাম 'আনন্দ বর্ম্মা', তাঁহার নাম 'রতনকলিকা', বিকর্ণ রাজার নাম 'উপেন্দ্র দেব' রাখিয়াছেন। এতদুভয়ের কথা পশ্চাদালোচ্য।

২০৭। শৃঙ্গার তিলকের অনুবাদ।

এই পাণ্ডুলিপিটি বোধ হয় কোন মুদ্রিত গ্রন্থের প্রতিলিপি। কারণ, আবরণ-পত্রে লিখিত আছে—"শ্রীযুক্ত কবি কালিদাস কর্তৃক সংস্কৃত রচনা—দ্ব্যর্থ কবিতা। তন্মধ্যে আদি-রস পক্ষ যে অর্থ যথার্থরূপে গৌড়ীয় সাধু ভাষায় সুপ্রকাশপূর্ব্বক ভবানীপুর 'বৃত্তান্ত-বাহক' প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ইতি সন ১২৪৩ সাল তাং ২৫ শ্রাবণ।" পৃষ্ঠ সংখ্যা ১০; দুই পিঠে লেখা। শেষ আছে কিনা, মিলাইয়া দেখি নাই। রচনা—গদ্য ও পদ্যে। লেখকের নামধাম নাই।

২০৮। বৈদ্যক গ্রন্থ।

ইহাতে কবিরাজী, মুষ্টিযোগ ও 'মঘা' শাস্ত্রমত ঔষধ লিখিত আছে। গ্রন্থখানি সুলভ চিকিৎসার পক্ষে খুব মূল্যবান হইতে পারে। এক রোগের ৩।৪ রকমের ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। ইহার সঙ্কলয়িতা বোধ হয়, পটীয়া—থান মোহনাবাসী ৺বৈদ্য-নাথ ঠাকুর। সন ১২২৮ বাঙ্গালার হস্তলিপি। পত্র সংখ্যা ২৫, দুই পিঠে লেখা।

নিম্নে একটি রোগের ঔষধ ও ব্যবস্থা লিখিয়া দিলাম।

৩ দফে জরমাংতাইর ঝোলা আগা পাছা নামাইলে তাহার প্রওগ।—

পীপই	১
গোলমরিচ	১
কাচা হলদ্রা	১
লেম্বুর রস	১
ষুট	১
লাটাগুলা	১
দারু হরিদ্রা	১
	৭

"এহারে বাটী গুলি বানাই কাচা জল অনু-পমে খাইবো পুন এক গুলি জল করি চক্ষুতে দিলে বিশ ছাড়িবো অষুদের পরীক্ষা এই অষুদে চক্ষুর জল স্রবিব জদি না স্রবে তবে সে লোক না বাচিবো।" অনেক বড় বড় রোগের এইরূপ সুলভ চিকিৎসা আছে।

২০৯। বাল্কা নামা।

এই গ্রন্থের সবিশেষ বৃত্তান্ত ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'আরতি'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু রসিক-চন্দ্র বসু মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন।

"গ্রন্থখানির নাম বাল্কা নামা। প্রণেতা নয়নচাঁদ ফকির। প্রণেতাকে দরবেশ ধর্ম্মা-বলম্বী হিন্দু বলিয়া বোধ হয়। * * * পুঁথি-খানির ভাষায় উহার খুব প্রাচীনতা অনুমান করা যাইতে পারে। যখন বাঙ্গালা ভাষার উপর আরবী পারসীর খুব প্রভাব ছিল, সেই সময় (মুসলমান রাজত্বে) গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের নাম-করণ এবং ভাষার আরবী পারসী মিশ্রণ তাহাদিগকে প্রাগুক্ত অনুমানে পথে লইয়া যায়।"

"বাল্কা নামা" আধুনিক দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ে অত্যন্ত সম্মানিত গ্রন্থ। বালক (শিষ্য) ও মুরসিদের (গুরু) প্রশ্নোত্তর ছলে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

বাল্কার প্রশ্ন :—

কাঁহা বৈঠে রাম রহিম কাঁহা বৈঠে সাই।
কাহা বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই॥
কাঁহা গোলক বৈকুণ্ঠ, কাঁহা মক্কা মদিনা।
কাঁহা চন্দ্র সূর্য্য কাঁহা দিন দুনিয়া॥
কাঁহা বৈঠে চৌদ্দ ভুবন কাঁহা আলম তারা।
কাঁহা মেঘ বিজুরী কাঁহা বৈঠে ধারা॥
নঞান চাঁদ ফকিরে বলে দরবেশ মেরা ভাই।
কোন আলম খবর বান্দা এক পলকছে পাই॥

মুরসিদের উত্তর :—

দিল্ সে বৈঠে রাম রহিম দিল্ সে মাণিক সাঁই।
দিল্ সে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল মস্তান ভিস্ত পাই॥
ঘরে বৈঠে চৌদ্দভুবন মুজিআ আলম তারা।
চাঁদযুক্ত মেঘ জুতি ইন্দ্রে বৈছে ধারা॥

গ্রন্থের শেষকালে :—

বিনা বিজে গাছ সেহি কল্পতরু।
হিন্দু মোছলমান দেখ সকলের গুরু॥

এই বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে।

২১০। মাধবাচার্য্যের জাগরণ।

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েকটি পত্র পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া যাওয়ায়, পৃথক করিবার সময়ে স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ থাকিয়াও অসম্পূর্ণ হইল। দীনেশবাবু এই গ্রন্থের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই ইহার গুণাগুণের বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। তৎসম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলাই বাহুল্য। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের একান্ত যোগ্য।

আরম্ভ :—

নমো গনেসায়। নমো সরস্বৈত্য নমোঃ।
নমোঽ নমো দেবি নমো নারাঅনি।
প্রসিদ্ধ চণ্ডিকা মাতা বিপদ নাসীনী॥
সবার মঙ্গল ঘট বেদের স্বরূপা।
সকলি সম্পদ হএ জারে কর কৃপা॥

রচনা কাল :—

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা সক নিজ জিৎ।
দ্বিজ মাধবে গাএ সারোদা চরিৎ॥

কবির পরিচয় :—

গুরুর চরণ বন্দম * * *
জনক জননী বন্দোম লোটাইআ ক্ষিতি॥
পঞ্চগ্রাম মৈদ্ধে * গ্রাম সার।
একাধর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
প্রতাপ তপন রাজা বৃদ্ধি বৃস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সে পঞ্চ গৌর মৈদ্ধে পঞ্চগ্রাম স্থল।
ত্রিপীনী নামে গঙ্গা তথা অতি মনোহর॥
মর্য্যাদাএ মোহদধি দানে কল্পতরু।
ধার্ম্মিক আচার রাজা বুদ্ধি সুরগুরু॥

কবি অনেকগুলি সুন্দর ধূয়া সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। 'ধূয়া'—এই গ্রন্থে 'বিষ্ণুপদ' নামে পরিচিত। স্থানে স্থানে 'বিষ্ণুপদ' আবার 'গোপীভাব' নাম ধারণ করিয়াছে। ধূয়ার এই নামগুলি নূতন, সন্দেহ নাই। বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাঙ্গ চরিতে' এই 'ধূয়ার' পরিবর্ত্তে আমরা 'ঠাঠ' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। ধূয়ার নমুনা—

চিকণ কালারে সৈ দেখিতে জাইবারে।
নিরক্ষিতে নারি রূপে মেঘে ঝাপিআছে॥
কালা নহে গোরা নহে কেবল রসময়ে।
হাটিআ জাইতে হালিআ ঢলিআ পড়ে
পরাণি কাড়িআ নেএ॥

শেষঃ—

লহনা খুলনা আর ধনপতি।
তিন জন লৈয়া গেলেন দেব সুরপতি॥
সুশীলা জআ দুই আর শ্রীঅপতি।
তিন জন লৈআ গেলেন দেবি পার্ব্বতী॥
পুত্র সেবক দুর্গা রাখিল শ্রীপতি।
দ্বিজ মাধবে গাএ বন্দিআ পার্ব্বতী॥

"অষ্টমঙ্গলার গীত সমাপ্ত। ভিমস্তাপী রণে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখীকো নাস্তি দোসকঃঃ পুস্তক সমাপ্ত সন ১১৮৩ তিঃসী মধি মাহে ১৯ ফাল্গুন রোজ সুক্রবার শ্রীতনুরাম দাস দাস।" পত্র সংখ্যা ৯৮; কোথাও দুই পৃষ্ঠে, কোথাও এক পৃষ্ঠে লেখা। আকার বৃহৎ; অতি জীর্ণাবস্থা। ইহার অধিকারিণী আনোয়ারা নিবাসী ৺ নিত্যানন্দ সেন মহোদয়ের স্ত্রী মহোদয়া।

মাধব আচার্য্যের ভণিতাযুক্ত 'গঙ্গামঙ্গল' নামক পুঁথি একখানা পাওয়া গিয়াছে। তাহা পশ্চাৎ সমালোচ্য।

২১১। আমীর জঙ্গ।

এতদিন এই প্রকাণ্ড গ্রন্থখানি আরবীয় বর্ণমালায় লেখা ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অত্রত্য তৈলারদ্বীপ-নিবাসী মুন্সী আবদুল কাদের নামক ব্যক্তি উহা বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মূল পুঁথিখানি বোধ হয়, তাঁহার নিকট আজও আছে। অদ্যকার সমালোচ্য পুঁথিখানি তাঁহারই লেখা।

হজরত মহম্মদের দৌহিত্র ইমামহাসন ও হোসেন পাপিষ্ঠ এজিদ কর্ত্তৃক নিষ্ঠুরভাবে হত হইলে, উক্ত ইমামদ্বয়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আমির মহাম্মদ হানিফা বিষম সংগ্রামে এজিদকে বধ করিয়া ভ্রাতৃ-বৈর উদ্ধার করেন। মদিনা ও দেমাস্ক দুই স্থানে যুদ্ধ হয়। এই দুই স্থানের যুদ্ধ হইতে পুঁথিরও দুইটি ভাগ হইয়াছে। প্রথম ভাগে মদিনার ও দ্বিতীয় ভাগে দেমাস্কের যুদ্ধাদি বর্ণিত হইয়াছে।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। প্রথম ভাগের প্রথম ১৭ পাতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের শেষ কয় পাতা নাই, বলা যায় না। প্রথম ভাগের শেষ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৭; দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১২। উভয় পৃষ্ঠে, ডিমাই ফরমের কাগজে লেখা।

দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভ এই :—

প্রথম প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতীয় প্রণাম করি রছুর আল্লার॥
তৃতীয় প্রণাম করি আছব্বারগণ।*
চতুর্থে প্রণাম করি ফাতেমার চরণ॥
হাছন হোছন দুই হৈল স্বর্গপতি।
মহম্মদ হানিফার জঙ্গের † আরতি॥
মদিনা সহরে যুদ্ধ হইল সুসার।
দিমিস্কের যুদ্ধে যাএ আলির কুমার॥

ভণিতাঃ—

(১) সেখ মনছুরে কহে কর অবধান।
আমীর জঙ্গের কথা অমৃত সমান॥
(২) শ্রীযুত মহাম্মদ সাহা গুণালয়॥
শুনিয়া জঙ্গের কথা সানন্দ হৃদয়॥
কহে সেখ মনছুরেত পাঞ্চালী পয়ার:
শুনি গুণিগণ মন হরিষ অপার॥

* আছব্বারগণ—(আছ্হাবগণ) হজরত মহম্মদের অন্তরঙ্গ পরিষদগণ। 'আছ্হাব' অনেক; তন্মধ্যে হজরত ওচমান, হজরত ওমর, হজরত আলি, এবং হজরত আবুবকর ছিদ্দিক মহাত্মারাই প্রধান।

† জঙ্গ—যুদ্ধ। এই শব্দ হইতেই আমাদের 'জঙ্গী লাট' উৎপন্ন।

আমীর জঙ্গের কথা রসের মঞ্জরী।
শুনিলে সম্পদ বাড়ে পরলোকে তরি॥

এই মহম্মদ সাহা কে, জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ প্রথম ভাগের প্রথমে কবির পরিচয়াদি ছিল। আমরা মূল আরবী পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়া এতদ্বিষয়ে পুনরালোচনা করিব, বাসনা রহিল।

পুঁথিখানি যুদ্ধসম্বন্ধী হইলেও ইহার আদ্যন্তে কেবল যুদ্ধ বর্ণনাই আছে, কেহ এরূপ না মনে করেন। অনেক অবান্তর বিষয়ের বর্ণনাও আছে। মুসলমানী বিষয় বলিয়া কতকগুলি মুসলমানী শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়াছে। তাহা ব্যতীত, গ্রন্থের ভাষা বেশ সুন্দর। একটু নমুনা দিতেছি :—

সংসার বসতি জান নিশির স্বপন।
মায়াজাল বন্দি বাজি দেখহ আপন॥
পোতলা লইয়া যেন ফিরে অবিরত।
হাতের ঠমক যেন নাচে তেন মত॥
তেমত মুরতি সব সয়াল জুড়িয়া।
নিরঞ্জনে মূর্ত্তি সব দিয়াছে ছাড়িয়া॥
মায়া দিয়া চালায় প্রভু ছান্দিয়া যতনে।
চালায় মুরতি সব নানান বরণে॥
মৃত্তিকার কাল বুঝ অসার কেবল।
এহার ভরসা করে সেই সে পাগল॥
দুই আঁখি মুদিলে হইব অন্ধকার।
ভাগ্য হৈলে রাখে নিয়া ভিহিস্ত মাঝার॥
মনুষ্যের আয়ু জান শিশিরের পানী।
যম রাজার কাছে জান জল ভাণ্ড খানি॥
শিশিরের জল শোষে জেহেন ভাস্করে।
তেমতে আছএ যম শরীর অন্তরে॥
দিনে দশবার জান ফিরিস্তাএ আসি।
ডাকি বোলে দেশে চল যথ পরবাসী॥
সংসার অসার জান বুঝ বুধগণ।
পুনঃ চলিয়া গেলে আপনে আপন॥

সেখ মনছুরে কহে মিথ্যা মায়া বান্ধা।
অকারণে মায়াজালে মন কর বান্ধা॥

আরও একটু দেখুন :—

মৃত্যুর লক্ষণ কহি শুন গুণমতি।
কালন্দরে* কহিআছে সে সব ভারতী॥
দুই চন্দ্র গগনে ত না পাইব দেখা।
সঙ্গে আছে দুই পক্ষী ভাঙ্গে তার পাখা॥
সহস্র কমল দল শুখাইব সকল।
ভ্রমরা উড়িয়া যাইব ছাড়িয়া কমল॥
ছয় মাস তিন দিন না আসিব আর।
সেই দিন যাত্রা করি যাএ নিজ পুর॥
প্রদীপ নিপিলে আর না পাইব গন্ধ।
বর্ম্ম নাড়ী বেগ্নানাল (?) এড়িবেক বন্ধ॥
শ্রীগোলাহাট শব্দ না হইব ধ্বনি।
আকার ইকার বুঝ না পাইব পুনি॥
মল মূত্র হাসি কাঁশি এক রাস্তা হৈব।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দেহ শরীর ছাড়িব॥
মণিপুর ছয় চক্র না ফিরিব আর।
সর্ব্ব অঙ্গ হৈব জান অগ্নি সমসর॥ ইত্যাদি।

এই পাণ্ডুলিপি খানি আনোয়ারা—চাতরী বাসী শ্রীযুক্ত মিন্নত আলী সিক্‌দারের নিকট আছে।

২১২। মোহমুদ্গর-চরিত্র।

এইরূপ আরও দুই খানি পুঁথি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুঁথিখানি খণ্ডিত; কেবল চারিটি মাত্র পাতা আছে। শেষ পত্র সংখ্যা ১৮; এক পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা পাওয়া যায় নাই। "অতীব

* কালন্দর—ইনি বোধ হয়, সেই প্রসিদ্ধ যোগী হজরত 'আবু আলি কালন্দর'। হিন্দুস্থানে (কোন স্থানে ঠিক মনে নাই) ইহার সমাধি প্রভৃতি আছে। 'যোগ-কালন্দর' নামে এক বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি আছে।

প্রাচীন ও জীর্ণ। 'ড়' ও 'য়'র নীচে বিন্দু নাই।

শেষ :—

অর্জ্জুনের স্থানেত কহিলা নারাঅন।
বৈষ্ণব জে জন আর চরিত্র এমোন ॥
* অর্জ্জুন তোমী মন স্থিড় হইয়া।
সর্গে গেল য়ভিমন্য তাকে চিতা কিয়া (?) ॥
প্রভুর বচন যুনি মন (স্থির) কৈল।
য়ভিমন্যের জত সোক সব পাসরিল ॥
প্রভুর চরণে পড়ি করিলা মীর্ণতি।
* * * *
* * য়াহিলা প্রভু জুদিষ্টীর স্থানে।
দিন দুই চারি বাদে জাহিব হাপনে ॥
রাজাতে কহিবা মোর প্রেম য়ালিঙ্গনে।
আমীহ য়াসিতেছি সিংহহ (?) ভুবনে ॥
এমোত কহিয়া য়র্জুন য়াস্বাসিলা।
হরসিত হইয়া প্রভু দারকাতে গেলা ॥
য়র্জুন চলিয়া গেলা রাজার বিদ্যমানে।
প্রভু কহিছেন জত কহিল বিবারণে ॥
তাহার বাক্য যুনিয়া রাজা হরসিত হইলা।
কহিয়া রাজায় তবে য়র্জুনেরে বুঝাহিলা ॥
এতদিনে দুর হইল জত সোক ছিল।
রাজাকে সম্ভাসা (সম্ভাষা) করি পুরিতে চলিল ॥

"ইতি মোহামুদ্গর চরিত্র সমাপ্ত। জথা দিপতং তথা লিখীতং। লেখোনং নাস্তি দোষকং॥ ইতি সন ১১৮৬ ॥০ তেরিখ ২১ পৌষ রোজ সমবার বেলা দ্বই চণ্ড থাকীতে লিখিয়া সাঙ্গ করিল্লাম। এহার সাক্ষী শ্রীধর্ম্ম। শ্রীকেবলকৃষ্ণ বসু সাং কোমর-য়াটী॥" এই গ্রাম কোথায়?

২১৩। সূর্য্যব্রত পাঞ্চালী।

ইতি পূর্ব্বে এই নামের আরও দুইখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। আজকার পুঁথিখানি খণ্ডিত,—মোট ৫টি পাতা পাওয়া গিয়াছে। হস্তলিপির তারিখ নাই; অতি পুরাতন দেখায় এবং পাতাগুলিও নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে। দুই পিঠে লেখা। রয়াল ফরমের কাগজ।

আরম্ভ :—

ওঁ নমোঃ গনেসায় নমঃ নমঃ সরস্বতৈঃ নমঃ.।
কৃপা করি দিবাকর দেঅ এই বর।
পদবন্দে পাঞ্চালী হউক মনোহর ॥
চতুর্ভুজ দেব বন্দম সহিতে সাবিত্রি।
নারায়ণ দেব বন্দম সঙ্গে লক্ষি সরস্বতী ॥
তার সেসে সিব আদি করি পঞ্চ জন।
একে একে বন্দম মুই সভার চরণ ॥
শ্রীসূর্জ্য চরণ বন্দম করি পরিহার।
ব্রত পাঞ্চালী চাহিএ রচিবার ॥

ভণিতা :—

দ্বিজ কালীদাসে কহে আদিত্যের চরণ।
দাসেরাস পূর্ন কর হইআ কৃপামন ॥
বিক্রম রাজ্যেতে বৈসে দ্বিজ একবর।
দুঃক্ষিত করিআ বিধি কর্‌িলা শ্রীজন ॥
তান পত্নি পতিব্রতা রূপে গুণে ধন্যা ॥
কথ দিন অভ্যান্তরে জন্মে দুই কন্যা ॥
কুন্তি নামে জ্যেষ্ঠ কন্যা কনেষ্ঠা পার্ব্বতি।
ত্রিভুবন জিনী কৈন্যা রূপে গুণে অতি ॥

২১৪। শ্রীচম্পককলিকা।

ইহার ১১টি পাতা পাওয়া গিয়াছে। অতীব দুঃখের বিষয় যে, কালপ্রভাবে ও অযত্নে কালী ও অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় প্রায় অনেক স্থলই অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। আরম্ভে কয়েকটি পদ বেশী ছিল, দেখা যাইতেছে। কিন্তু সেগুলি উদ্ধারের উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে 'তথাহি' দিয়া সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। পুঁথিখানি একেবারে নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। অতি প্রাচীন। শেষ পত্রাভাবে তারিখাদি পাওয়া যায় নাই।

অষ্ট বৎসর আগে রূপ গেল বৃন্দাবন।
সনাতন থুইঞা এথাএ স্থির নহে মন।
রাত্রি দিনে ভাবেন রূপ গৌরাঙ্গ চরণ।
সনাতন সঙ্গে পুন করিতে মিলন॥

২১৫। রাগমালা।

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠাইয়াছি বটে, কিন্তু একখানিও অবিকৃতাঙ্গ পাই নাই। তৎকালে এইরূপ গ্রন্থের খুব প্রচলন ছিল বলিয়া, অনেক লেখক ইচ্ছা করিয়া ও গ্রন্থ বাদ সাদ দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। গীতগুলি প্রায়ই সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই। ধুয়া স্বরূপ কেবল গীতের আরম্ভ ভাগটি লিখিত রহিয়াছে। এই কারণে আমাদিগকে অনেক গুলি সুন্দর সঙ্গীত হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি বড়ই প্রাচীন, অনেক স্থানে পার্শ্বদেশ ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে পত্রাঙ্ক ঠিক করা যাইতে পারিতেছে না। তারিখ নাই, কিন্তু হস্তলিপির বয়স বোধ হয় দেড় শত বৎসরের কম হইবে না। মোট ২৮ পাতা পাওয়া গিয়াছে; শেষ কয়েক পাতা নাই।

আরম্ভ:—"ইতি রাগমালা লিক্ষ্যতে।

রাগ মাল্লব—মল্লার—শ্রীরাগ—বসন্ত—হিল্লোল—কর্ণাট—এতে রাগা সটরিতা। হেমন্তকাল দুই মাস। ১৫ পোদর জের আগ্রন ৩০ ত্রিশ পৌষ ১৫ পোদর মাগ। এই রীতে রাগ মাল্লব পাইছে।

তার স্ত্রিঃ—ধানসী মানসী রামকুয়া সিন্ধুরা আছোয়ারি ভৈরবি। মাল্লবঅস্ত'পৃয়মা (প্রিয়তমা) রাগ মাল্লব। গীত—হরি মাধব হে মুঞি সে অপরাধী (তুয়ারে রাথ) তুআ পাএ। জানিয়া ন কর দয়া,—সকল কপট মায়া,—দিনবন্ধু বুলিরে তোহ্মারে।" প্রায় সমস্ত গীতই এইরূপ খর্ব্বীকৃত। অনেক সুন্দর পদ আছে।

এই পুঁথি ও পশ্চাৎ আলোচিত 'তাল নামার' মালিক শ্রীনাদের আলি পিং আকবর আলি পণ্ডিত সাং চাতরী, চট্টগ্রাম।

২১৬। কদ্রু-বিনতা-সংবাদ।

ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা কাল কি ধলা, এই কথা লইয়া কদ্রু ও বিনতার মধ্যে বিবাদ হয়। সেই বিবাদ প্রসঙ্গই এই পুঁথির প্রতিপাদ্য। শীর্ষোক্ত নামটি গ্রন্থের নাম কি না, ঠিক বলা যায় না। আবরণ পত্রে "ইতি কর্‌ বিনতা সোদ্ধসোবা" এইরূপ একটা কি নাম লেখা আছে।

নোম শ্রীবিষ্ণুবে নোমঃ। নোম গণেসায় নোমঃ।
বেদে রামাঅনে চৈব ইত্যাদি।

প্রণমহু হরিহর সত্তপত্র জোনি।
বাণি কমলাবন্দ পর্ব্বতনন্দিনী॥
পদ্মার চরণ বন্দি গাওম গিত।
আদিত্য দাসের বাণি রচিল কবিত্ত।
জেন মতে কদ্রু বিনতা সামবাদ।
জৈন মতে পক্ষিএ পাইল অপসাদ॥
* * *
সকল কহিএ আহ্মি ভারতি প্রসাদ।
সদাএ করিবা কেলি মোর কণ্ঠে নাদ॥

অমৃত হরণ গীত অমৃত লহরী।
শুনহ ভকত মন কণ্ঠগত ভরি॥

শেষ :—

বিশ্বরূপি হইল তবে দেবি পদ্মাবতি।
সোর্গ মত্য দুই গোটা গেল সিগ্রগতি।
*　*　*
বিশ্বরূপ হইআ তবে গরুর পরসে॥
পদ্মরে উদরে দেখি　*　*
সর্গ মত্য পাতাল দেখিল বিধিত।
সপ্ত দ্বিপ দেখিলা সপ্ত সাগর।
স্থাবর জঙ্গম দেখে জথ চরাচর॥
*　*　*
হরসিত হইয়া বোলে দেবি পদ্মাবতি।
অরুন বদন দেবি　*　*
*　*　হইল সমাপ্ত।

ভণিতা :—

মাএর ক্রন্দন শুনি　বোলে জথ নাগমণি,
সোক মাও ভাব কি কারণ।
আক্ষরা সাধিব কাজ,　কেনে মাও পাও লাজ,
কোবি কৃষ্ণানন্দে এই ভণে॥

"ইতি সন ১১৩৬ তারিখ ২০ আসার রোজ চন্দ্র বার বিকাল বেলা সমাপ্ত। * * জগন নীতি * * সাং দেআনের হাট পৃষ্ঠো" পত্র সংখ্যা ১৭, উভয় পিঠে লেখা। শেষ পত্রের লেখা উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে।

২১৭। কপিলা-মঙ্গল।

ইহাতে কপিলা গাভীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৪২; উভয় পৃষ্ঠে লেখা। রয়াল ফরমের কাগজ। হস্তলিপি বড় বেশী দিনের নহে। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

শ্রীহরি। শ্রীজঅদুর্গা।
সুন সভাজন মন দিয়া ইতিহাস।
সুনিলে সকল পাপ হইবে বিনাস॥
গোধন পালন ধর্ম্ম নাহি যার ঘরে।
তাহার সমান পশু নাহিক সংসারে।
সংসারের মৈধ্যে ভাই পুজিতে গোধন।
জার সেবা করিল আপনে নারায়ণ॥
ত্রিলৈক্ষ তারিণি গঙ্গা চারি বেদে কএ।
তুল্য করি জানিঅ গোধন গঙ্গা হএ॥
হরিপদ কমলে আছিল মন্দাকিনি।
সেহ ত তাহান সেবা করিল আপনি॥

শেষ :—

তোর দন্তঘাতে তনু চিরিবেক জে।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইআ স্বর্গে জাইব সে॥
কপিলারে ছলিল যে নারদ মুনিবর।
ব্যাঘ্র মুক্তি ছাড়ি গেলা অমরা নগর॥
শাপ পাই ব্যাঘ্র যদি প্রবেশিল বন।
আনন্দে কপিলা গেল আপনা ভুবন॥
কপিল মঙ্গল সোবা সুনে জেই জন।
তার ঘর লক্ষি দেবি না ছারে ময়ুক্ষণ॥
সভার ঠাই কহি আমি করিআ যে বেস্ত।
ইতি কপিলমঙ্গল পোস্তক সমাপ্ত॥

"ইতি সন ১২০৬ মঘি তারিখ ২১ রোজ আদিত্তবার মোকাম তিন চেধিআ (?) শ্রীযুক্ত দেবীদাস সেনর খামার লেখা সমাপ্ত হইল ইতি স্বয়ক্করমিদং শ্রীরাম দআল দে সম্বর্থে লেখীত জস্বআত্ চোরে নিবাঅতে জদি যুকরি তৈস্ত মাতাশ্চ পিতা তস্বঞ্চ গন্ধবঃ॥" 'তিনচৌদ্ধ' গ্রাম আছে কিন্তু কোথায়, জানি না।

২১৮। প্রেমতরঙ্গিণী।

ইহার নাম 'প্রেমতরঙ্গী' বলিয়া লিখিত আছে। দুইখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। একখানির প্রথমের দুইটি পাতা শূন্য; অপর খানির কেবল ১০ পাতা বর্ত্তমান। প্রথম খানি ক্ষুদ্র আকারের ও দ্বিতীয় খানি বড় আকারের কাগজে এক পিঠে লেখা।

ইহা ভাগবতের কোন্ স্কন্ধের অনুবাদ, জানিতে পারি নাই। "বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী"তে ভাগবত আচার্য্যের যে "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" প্রকাশিত হইতেছে, ইহা কি সেই গ্রন্থেরই অংশ? এই পাণ্ডুলেখ্যে যে ধরণের ভণিতা আছে, সেইরূপ ভণিতা উক্ত প্রকাশিত গ্রন্থে কোথাও নাই। বোধ হয়, ইহা আজও ততদূর বাহির হয় নাই। এই খণ্ডে রাধিকার দ্বারকানয়ন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

"শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। অথ প্রেমতরঙ্গি গ্রহন্ত লিক্ষ্যতে। কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম জস্য প্রবর্দ্ধতে। ভস্মি ভবন্ধুরাজ ইন্দ্র মোহা-পাতক কোটএৎ (?)॥"

কৃষ্ণ কথা রসময় অমৃতের ধারা।
পুন পুন সুন লোক শ্রুতি মনোহরা॥
হরিগুণ য়ানন্দে সুনহ নিতি নিতি।
পরম কারণ হরি নিগুণের গতি॥
হরিগুণ কথা ভাই শ্রবণ মঙ্গল।
প্রসন্ন হইব জথ ইন্দ্রিয় সকল॥
* * *
একদিন পার্ব্বতি সঙ্কর বিদ্যামান।
কৃষ্ণ কথা জিজ্ঞাসিল প্রসন্ন বদন॥
গোপ গোপী প্রিয় জথ কৃষ্ণ প্রিয়জন।
তা সভার কোন গতি কৈল নারায়ণ॥

ভণিতা :—

(১) পথক্রমে উদ্ধব চলিলা মহামুনি।
ভাগবৎ আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥
(২) ভাগবৎ আচার্য্যের মধুরস বাণী।
জোগ সত্য কথা কহি প্রেমতরঙ্গিণী॥

একখানিতে তারিখাদি নাই, অপর পুঁথির তারিখাদি এই :—

"ইতি উদ্ধব চরিত্র সমাপ্ত। ইতি সন ১১৬৯ (১১৩৯?) তেরিখ ১৩ই কার্ত্তিক মাহে সম্পাপিলাম শ্রীজসমন্ত রাম (?) সেন সাং সাভাজনগর ইতি।" ইহার পত্র সংখ্যা ৪০, এক পৃষ্ঠে লেখা। আকার ক্ষুদ্র। ৪১ পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় একটু বাকী 'য়'ও'ড়' নীচে বিন্দুহীন। অপর পাণ্ডুলিপির লেখা খুব প্রাচীন বোধ হয়। অক্ষরগুলি বিচিত্র। সাভাজনগর কোথায়?

২১৯। তালনামা।

এই নামের অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। সকলগুলি এক জনের সঙ্কলিত নহে। ইহার সঙ্কলয়িতা কে, জানা যাইতেছে না।

পুঁথিখানি বড়ই প্রাচীন। প্রাগালোচিত 'রাগমালা' ও ইহা একই হাতের ও সময়ের লেখা। পার্শ্বদেশের লেখার কালী উঠিয়া যাওয়ায় পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করা যাইতেছে না। অনেকগুলি পত্র পাওয়া গিয়াছে। শেষ পত্র নাই, বোধ হয়।

ইহাতে কেবল তালের 'গৎ' দেওয়া আছে। কয়েক স্থানে তালানুযায়ী সঙ্গীতও আছে। ভবিষ্যতে রাগমালার সহিত ইহারও আলোচনা হইবে বলিয়া অদ্য আর কিছু বলিলাম না।

জেখানে বাজাও বাঁশী সেখানে লাগত পাম।
সিহরে টুকারি বাঁশী সাগরে ভাসাম॥
ছৈদ মর্ত্তজা কহে জনম ভিখারী।
তন ছাড়ি প্রাণ টানি তন হৈল খালী॥

এইরূপ সমস্ত গীতগুলির বিকৃতি ঘটিয়াছে। নকল নবিসের নাম শ্রীমাহাম্মদ কারকন, সাং চাতরি, জেলা চটগ্রাম।

২২০। হরিবংশ।

কৃষ্ণ চরিত সম্বন্ধে ইহা একখানি সুন্দর

গ্রন্থ। অশ্লীলাংশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে এই কবির গ্রন্থখানি অতি উচ্চদরে বিকাইত। ইহা কবিত্ব সম্পদে সর্ব্বত্রই সম্পন্ন। গ্রন্থের আদ্যন্তে এমন সুন্দর কবিত্ব মাখা লেখা অতি অল্প কাব্যের থাকে। পরে আমরা ইহার বিস্তারিত সমালোচনা করিব, বাসনা রহিল।

প্রণমোহ নারাঅন ব্রহ্ম সনাতন।
সত্তরজতম তিন নির্লোপ নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরে জার মাআ নাহি বুঝে।
কপিল মহেসে জার পদাম্বুজে ভজে।
নিরবধি তারা সবে জার পদ সেবে।
নারদ আদি জার সুখ দেবে॥

ভণিতা :—

সৈত্যবতী সুত ব্যাস নারাঅন অংশ।
সংখেপে রচিল পুন্ন শ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক রাখাল করিআ পদবন্ধে।
লোক বুঝিবারে কহে দীন ভবানন্দে॥

পয়ারচ্ছন্দে ভণিতা সর্ব্বত্রই এইরূপ। কবির পরিচয় স্বরূপ এই দুইটি চরণ পাওয়া গিয়াছে :—

* * *

সর্ব্ব লোকে বুঝিবারে, পয়ার রচিল তারে
শিবানন্দ সুত ভবানন্দে।

একস্থানে বলিতেছেন, কবি সারদার বর পাইয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তিনি যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সে গুলিকে খণ্ড কবিতা মনে করিতাম। পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গীত গ্রন্থ গুলিতে এইরূপ অনেক পদ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তাহার কয়েকটি পূর্ব্বে পূর্ণিমা ও সাহিত্য সংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একটি এখানে দিলাম —

তুড়ি রাগ।

শ্যাম বন্ধু কালা চান্দ কি আর বলিব তোকে।
প্রেম বাড়াইআ, বিনি দোষ দিআ,
তবে কেনে ছাড়িবা আহ্মাকে।
মুই যে অভাগী, মিছা ভাব লাগি,
দুই খানি কুল জে খাইলুম্।
প্রেমেতে বান্ধিআ, জাতি কুল দিআ,
ভাবিতেং মুই মৈলুম॥
কুল শীল জাতি, তেজি নিজ পতি,
তোমা না দেখি প্রাণ ফাটে।
তোমার পিরীতে, সে ধার করাতে,
আসিতে যাইতে কাটে॥
কুলধর্ম্ম কাজ, পরিহারি লাজ,
প্রেম বাড়াইলুম তখনে।
অন্তর আনলে, মোর হিআ জ্বলে,
মিছা সব তোর মনে॥
পুরুষ ভ্রমর, না জান অন্তর
ভাবিতে ভাবিতে হৈলু ধন্ধ।
চিন্তিতে আচম্বিৎ, হৈলুম মোহশ্চিৎ
বোলে তবে দীন ভবানন্দ॥

সিন্ধুরা রাগ। (২)

সজনি সই, মোর পরাণ বিদরে।
আহ্মা ছাড়ি প্রাণনাথ রৈল মধুপুরে।
কাহাকে কহিমু দুঃখ কেবা মরম জানে।
না দেখিআ প্রাণনাথ কি করে পরাণে॥
কি করিলে কি হইব তাহা নাহি বুঝ।
কৃষ্ণ দরশন যাগো এই বর খোজ॥
কথ বা ঝুরিব আমি হই কুলবধূ।
রাখিআ গরল বন্ধু লইআ গেল মধু॥
আগেতে ভরসা ছিল পাছে ভাব ভিন।
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন॥

শেষ :—

সুখে রাজ্য কর তুমি সারদা নন্দন।
আহ্মারে মেলানি দেয় জাই তপোবন॥

শ্রীভাগবত বিমল ধর্ম্ম-অংশে।
গুহ্যাতিগুহ্য বিবরণ হরিবংশ ॥
মনোহর পদ ভাঙ্গি রচিল পদবন্দ।
শিবানন্দ সুতে ভণে দীন ভবানন্দ ॥

"ইতি শ্রীমোহাভাগবতো হরিবংশ তিলোত্তমা শ্রীকৃষ্ণবেহার সমাপ্ত। এই পুস্তক লিখনং মুয়ক্ষর শ্রীরামসেবক দাস আঞিচঅস্ত পুস্তক মালিক শ্রীরামহরি সর্দ্দার সাকীন পদুআ। ইতি সন ১১৯২ মঘি মাহে দুইঅ ফাল্গুন রোজ রবিবার বেগান বেলাতে লীখন সমাপ্ত।" 'পদুআ' গ্রাম চট্টগ্রাম—সাতকানীয়া থানার অধীন।

পত্র সংখ্যা ৯৮, বড় কাগজে দুই পিঠে লেখা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ।

২২১। লালমনের কেচ্ছা।

এখানি মুসলমানী পুঁথি। ভাষা আরব্য ও পারস্য মিশ্রিত। সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচার গ্রন্থের উদ্দেশ্য। অধিক দিনের নকল নহে।

আরম্ভ :—

আল্লা আল্লা বলো ভাই ইয়াদ আল্লা বলো।
হরদমে আল্লার নাম নিতে কেন ভোলো ॥
লইতে আল্লার নাম না করিবে হেলা।
জোবান হইবে বন্ধ মওতের বেলা ॥
এই জে দুনিআ দেখ সব অকারণ।
ভোজ বাজি ধুলা খেলা না রবে কখন ॥
বন্দনা করিতে আমা হবে অনেক্ষণ।
লালমোনের কথা কিছু সোন দিলা মন ॥
সত্যাপির ছিল ছলে লালমোন সুন্দরি।
হোছেন সাহা বাদসা নিয়া হয় দেশান্তরি ॥

শেষ :—

পুরিল মনের সাদ পোহাইল রজনি।
সত্ত লক্ষ টাকা দিল সত্য পিরের সিন্নি ॥
মক্কাএ বসিআ আপে হাসে সত্যাপিরে।
বুঝিল বাদসার বেটী চিনিল আমারে ॥
খোসালে করেন দোও আপে সত্যাপিরে।
হোছেন সা বাদসাই পাইল মোগান সহরে ॥
পুরিল মনের সাদ দুখ গেল দুরে।
আসর সহিতে দোও কর সত্যাপিরে ॥
লাএকে নেওয়াজ গাজি ধরি তোমার পাএ।
আল্লা আল্লা বলো সবে পুথি হৈল সাএ ॥

ভণিতা :—

(১) সত্যের চরণ সেবি।
রচিল আরিফ কবি ॥

(২) সত্যের কউসে যে আরিফ কবি গায়।
লায়েক নেয়াজ গাজি ধরি তোমার পায় ॥

"সমাপ্তঃ। সন ১২১৯ মং তাং ৩০ আসাঢ়। এই পুতির মালিক শ্রীদরবেশ আলি পিং রমজান আলি সাং সৈদপুর নিখিতং।" এইগ্রাম চট্টগ্রাম—'হাওলা' চাকলার অন্তর্গত। পত্র সংখ্যা ৫৯; রয়াল ফরমের কাগজ। পাতলা লেখা উভয় পৃষ্ঠে বড় অক্ষরে।

২২২। বৈষ্ণব-বিধান গ্রন্থ।

ইহা ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৫; একপিঠে লেখা। প্রথম পাতা একটু ছিন্ন। অক্ষরগুলি বড় বড় এবং কোন কোনটা কিছু বিচিত্র। 'র' পেটকাটা, 'য়' বিন্দুহীন, 'উ' বা 'উ' 'ভ' রূপে লিখিত।

আরম্ভ :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ চন্দ্রায় নম। বাঞ্চা কল্পতরু এবচ। পতিতায়ং পাবনভো বৈষ্ণব নম ॥

যানন্দে বোলহ হরি ভজ ভগবান।
ঠাকুর বৈষ্ণবের পায় মজাইয়া মন ॥
শ্রীবৈষ্ণব বৈষ্ণব মোর করুণার সিন্ধু।
ইহলোক পরলোক দোহো লোকের বন্ধু ॥

বৈষ্ণব গোসাই স্নামার অপার মহিমা।
স্নাপনে না পারেন প্রভু স্নাকে দিতে সীমা।

শেষ :—

বৈষ্ণব গোঁশাঞি বিনে যদি জান অন্ত।
ইহলোক পরলোক নহে তার ধন্ত ॥
বৈষ্ণবের ঘরে যদি ভৃত্ত (ভৃত্য) কর্ম্ম করো।
তথাপি বিসই দুঃখ সহিতে পারো ॥

বলরাম দাসে কহে এতেক বিচার।
বিসইয়ার ঘরে জর্ম্ম নহে জেন য়ার ॥

"ইতি বৈষ্ণব বিধন গ্রহস্ত সংক্ষপে সমাপ্ত। ইতি সন ১১৯০ তেরিথ ৬ আশ্বিন রোজ শনিবার পীং কন্দপপাল পুত্র যুবন (ভুবন?) পাল সাং বন্দর আসন।" এই গ্রাম কোথায়?

২২৩। দণ্ডী পর্ব্ব।

এই পুঁথিখানি বৃহৎ। প্রথম পত্র ছিঁড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। পত্র সংখ্যা ৩৭, প্রথম পাতা এক পৃষ্ঠে ও অবশিষ্ট পাতা দুই পৃষ্ঠে লেখা। অক্ষর গোটা গোটা ও বড়। ইহা পরে পৃথকভাবে সমালোচ্য।

নম গণেসায়।

দণ্ডয়ব নৃপতির বিভরন যুনি।
যুধষ্ঠেরে স্থানে জিজ্ঞাসিলা নৃপমণি ॥
দণ্ডিঅব নৃপতির কথা সন্খেপে কহিল।
বিস্তারিয়া শনিবারে শ্রদ্ধা হইল মন ॥ (?)
কোন দেসে ছিল সেই দণ্ডি নৃপমণি।
কোন মতে বনেতে পাইল তুরঙ্গিনি ॥
গোবিন্দের প্রিয় সখা পাণ্ডবেরগণ।
কৃষ্ণ পাণ্ডবের কেনে হইলেক রণ ॥

ভণিতা :—

শ্রীভাগবত কথা, ব্যাসের কবিতা পোথা,
সোলক বন্ধে কথা রনুসার।
ভারথির পদতলে, রাজা রাম দত্তে বোলে,
সেই কথা পদ রনুসারে ॥

শেষ :—

সরস্বতির পদযুগে করি নমস্কার (।)।
গুরুপদে প্রণাম করিএ বারে বার ॥
ভবানির পদযুগে করি নমস্কার।
কহে (হীন?) রাজা রাম দত্তে রচিল পয়ার ॥

"ইতি শ্রীভাগবতে একাদস স্কন্দে দণ্ডয়ব প্রসংঙ্গ সমাপ্ত। ইতি সন ১১৫৩ মঘি তারিথ ২৬ সাবীষ আসীন রোজ সনিবার।" লেথক শ্রীদেবিপ্রসাদ দাস দেয় সাং নাই।

২২৪। নলোপাখ্যান বা নৈষধ।

বৃহৎ গ্রন্থ। বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা; পত্র সংখ্যা ৬১, উভয় পৃষ্ঠে লেখা। পশ্চাৎ সবিস্তারে সমালোচ্য।

নম গনসাঅয়। নম নিরাঞ্জন। বন্দন হরি নরাঅন
বিজয় ভারত কথা বন পর্ব্ব সমাধান।
পুণ্য কথা যুন সবে নলগন ॥
যুনিতে শ্রবণ যুক পরম কতুক।
পুণ্যবন্ত বুদ্ধি হএ মুক্ত পরলোক ॥
মহারাজা যুধিষ্টির ধর্ম্মের নন্দন।
পাসাএ হারিল রাজা ধন বন্ধুগণ ॥
কুকির্ত্তা করিয়া সব নিল দুর্জ্জধন।
পঞ্চ ভাই ভার্জ্যা সনে প্রবেসিল বন ॥

ভণিতা :—

না দেখিয়া দময়ন্তি (?) কান্দে মহাদেবি।
দত্ত লোকনাথে কহে মনে দুক্ষ ভাবি ॥

শেষ :—

এথ যুনি জুধিষ্টির হরিস অন্তর।
লোক দর্ত্তনাথ (?) কহে ভাবি গদাধর ॥
পণ্ডিত চরণে মোর কোটী নমস্কার।
দোস খেমা করি গুণ করিবা প্রচার ॥
প্রণতি করিএ আহ্মি সভার চরণে।
ক্রেমভঙ্গ অপরাধ না লইবা মনে।

আজ্ঞি অতি খুদ্র হম সিধু অল্পমতি।
সভার চরণে মোর রহউক প্রণতি॥

"ভিমস্তাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্টং তথা লিখীতং লিখকো নাস্তি দোসকং শ্লোক। পণ্ডিতেষু গুণা সর্ব্বে মুখে দোসাশ্চ কেবলং তস্মাত মুক্ষ সহস্রেন প্রাজ্ঞা-মেকং বিশেসত। শ্রীসাহেবর্দ্দি জমার্দ্দারস্য। স্বঅক্ষরমিদং শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দেয়স্য প্রগনে রোসনাদ চাকলে খণ্ডল মৌজে উর্ত্তর তাল-বাড়িয়া। এহি পুস্তকর হক মালিক শ্রীসাহাবর্দ্দি জমার্দ্দার ওলদে মাহাম্মদ আরপ ইবিনে মহোম্মদ মুলতান সাকিমে ইছিলাম বাদ মৌজে বাকলিয়া তরপ শ্রীযুত হাম্জাহা চৌধুরী আমলে শ্রীযুত মেস্তর কেওল সাহেব চাটীগ্রামের মুবা শ্রীযুত স্তামলেন সাহেব আমলে। ভিমস্তাপি ইত্যাদি শ্লোক। পুস্তক সমাপ্ত মাহে চৈত্র ৪ চাইর তারিখ এক প্রহর বেলা হইতে চান্দ ছকর পনর তারিখ মোকাম দক্ষিণ সিক কাচারি॥"

নিম্নের এই কথা গুলি কোন গ্রন্থাংশ কিনা জানি না। একটা প্রাচীন হস্ত-লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এখানে তুলিয়া দিলাম:—

"গুহ্য নামে মহালিঙ্গ নামে মূলাধার।
পীতবর্ণ চতুর্দ্দল মূর্ত্তির আকার॥
হৃদের উপরে পদ্ম রক্ত বর্ণ হএ।
তাহার উপরে পদ্ম বিষ্ণুর আলয়॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গ ধরি হাতে।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে মুকুট শোভে মাথে॥
তার পর মহাদেব দিব্য কলেবর।
পঞ্চ ককু (?) তিন আখি জটাজুট ধর॥
শূন্যের উপরে শূন্য ব্রহ্মাণ্ড যে তথা।
ভাবিলে পরম তত্ত্ব মনে পাইবা দেখা॥

হস্তী আইসে জাএ সুইচের অগ্রেত নাহি বেধ।
এই গুরু সংক্ষেপে চিনিলাম প্রত্যেক।

২২৫। কৃষ্ণ লীলা।

এই পুঁথির কয়েকটি পাতা মাত্র আছে। ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ পাতা ভিন্ন অপর পাতাগুলি কোথায় গেল জানি না। লেখার তারিখাদি পাইবার উপায় নাই। অক্ষর বেশ সুন্দর; কাগজ অতি পুরাতন দেখায়। এক পিঠে লেখা। গ্রন্থের নামটি নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাদ্বয় হইতেই কল্পিত হইল।

(১) কৃষ্ণ সে পরম ধন জানিয় সর্ব্বথা।
নন্দরাম ঘোষ কহে কৃষ্ণ লিলা কথা॥

(২) বড়ই অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণ মোঙ্গল গিত।
কৃষ্ণ লীলা নন্দরাম ঘোসের রচিত॥

প্রাপ্ত পত্রগুলিতে কৃষ্ণের কংস সভায় গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত হইল। অক্রূর ও কৃষ্ণের কথোপ-কথন:—

সন্তুষ্ট করিল মোরে বর লও তুমি।
জাহা ইচ্ছা কর সেই বর দিব আমি॥
মুনি বলেন কৃষ্ণ তুমি জগত ঈশ্বর।
আমি বড় নরাধম প্রিথিবী ভিতর॥
প্রিথিবির মৈধ্যে মুনি তুমি অন্তর্জামী।
বোলল হাপনে (আপনে) কোন বর হব আমি॥
ধন জন দারা পুত্র কিছুই না চাই॥
জন্মে জন্মে আমি জেন তোমার পদ পাই॥

আমার নিকট একখানি অতি প্রাচীন খণ্ডিত "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা" আছে। অনেক স্থলে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। তারিখটি এই:—"সকাব্দা ১৪৮৩ (অথবা ১৭৮৩?) শ্রীগঙ্গাপ্রাণ শর্ম্মণ সাং সুরপুর সাখর মিদং পুস্তকং ইতি।" পুঁথির উপসংহার বিদ্যা-

পত্তির একটা পদ আছে। রক্ষণার্থে পুঁথি-খানি পরিষদে দিব।

২২৬। ত্রিলক্ষ পীরের সিন্নি-বিধি।

এই গ্রন্থে ত্রিলক্ষ পীরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমে বন্দম আদি দেব নিরঞ্জন।
জাহার কারণে হয়ে সৃষ্টির পত্তন॥
বৃষবাহনে বন্দম দেব পঞ্চানন।
গরুড় বাহনে বন্দম দেব নারায়ণ॥

শেষঃ—

ধান্য রাশি মধ্যে ঘঠ করিব স্থাপন।
কর্পুর তাম্বুল আদি দিব শুদ্ধমন॥
কদলীর পত্রেতে জে করিব আসন।
ভক্তি করি পাঞ্চালী জে পঠিব সুজন॥
এক চিত্ত হইয়া পিরের স্তুতি জে করিব।
মনের যতেক দুঃখ পিরে খণ্ডাইব॥
সোণার ঘোড়া রূপার জিন্।
আসিবেন ত্রিলৈক্যপির সিন্নির দিন॥
আসিবেন ত্রিলৈক্ষপির বসিবেন খাটে।
ত্রিলোক্ষ পিরের সিন্নি হাতে হাতে বাটে॥

"ইতি ত্রিলোক্ষ পিরের সিন্নি বিধি সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩৯ মঘি তাং ২৬ শ্রাবণ স্বাক্ষরং শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা সাং সুচক্রদণ্ডী।" অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পত্র-সংখ্যা ১১½; শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা নাই। স্থানে স্থানে 'সত্যপীরের পাঞ্চালী'র সহিত মিল আছে।

২২৭। তমিম গোলাল-চৈতন্য সিলালের পুঁথি।

এই খানি মুসলমানী পুঁথি। তমিম গোলাল ও চৈতন্ত সিলালের প্রেম ও পরিণয় কাহিনী বর্ণিতব্য বিষয়। ভাষা বাঙ্গালা প্রধান। এই বিষয়ের দুইখানি পুঁথি আছে, একখানি মহম্মদ আকবরের রচনা; অপর খানির ভণিতা এই :—

মহম্মদ রাজাএ বোলে, কথ রঙ্গ মহীতলে,
সকল জে প্রভুর খেয়াল।
ধার্ম্মিক সুজন পরে, জে জনে অন্যায় করে.
তার জান এমত জঞ্জাল॥

আমার পিতৃব্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মুন্সী আইনদ্দিন সাহেবের বাল্যকালের হস্তলিপি। আকার বৃহৎ, আদ্যন্ত বিনষ্ট। ভণিতাগুলি অধ্যায়ের আরম্ভ ভাগে দেওয়া একটু বিচিত্র বটে। সিলালের বারমাস হইতে একটু নমুনা দেওয়া যাউক :—

শ্রাবণ মাসেত বন্ধু নিঝর বরিষে।
না পুরাইল মনবাঞ্ছা না পুরাইল আশা॥
এবে বৈরাগিণী হইব যে করে ঈশ্বরে।
নতুবা গরল খাই হইব সংহারে॥
ভাবিয়া চাহিল মনে সকল অসার।
বিধি বক্র হইল মোর না হৈল সুসার॥

* * *

মাঘ মাসে ত প্রভু তরলে পড়ে শীত।
আকাশ পৃথিবী জুড়ি সমীর সহিত॥
মুই অভাগিনীর বন্ধু বুকে লাগে শীত।
না বুঝি মুগধ সঙ্গে বাড়াইল পিরীত॥
শীতে তনু হৈল ক্ষীণ আর বৈরী লোক।
অবলা বিভোলা নারী কথ সহিমু শোক॥

এই খণ্ডিত পুঁথি আমাদের বাড়ীতে আছে। মনে পড়ে, উক্ত দুই পুঁথি মুদ্রিত দেখিয়াছি।

২২৮। শ্রীরাম-কাহিনী।

পদ সংখ্যা প্রায়—১৬।

এইটি ভাটদিগের কবিতা। সংক্ষেপে

রামবনবাস হইতে রাবণবধ পর্য্যন্ত বর্ণিত। সন্দর্ভের কোন নাম ছিল না। ১১৯৩ মঘির লেখা।

আরম্ভ :—

ভক্তি ভাবে শুন সবে শ্রীরাম কাহিনী।
পিতৃ সত্য পালিবারে চলো রঘুমণি॥
হয়ে রাম জটাধারী বাকল পরি পাছে লক্ষ্মণ ভাই।
মধ্যে সীতা রাখি চলে রঘুনাথ গোসাঞি॥

শেষ :—

হাতে ধরি ভানু রাইখাছেন কানে।
লক্ষ্মণেরে জীয়াইল ঔষধের ঘ্রাণে॥
বীরে উঠি বোলে মার মার তর্জ্জন তরাসে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ কৈল রাবণ বিনাশে॥
রাম নাম মোক্ষ নাম লবে জনে জন।
রঘুনাথ আনন্দে হরি বোল সর্ব্বজন॥
কবিতা সাঙ্গ হইল।

ভণিতা :—

শ্রীকালীচরণ ভট্টো বোলে রামের বাণে কে
বাচিবে আর।
ধনুতে টংকার দিআ বোলে মার মার॥

২২৯। বস্ত্রহরণ।

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি সম্পূর্ণ থাকিলেও অতি জীর্ণতা হেতু পুঁথির স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সবটা উদ্ধার করা যায় না। অবয়ব রয়াল ফরমের কাগজের ৩ পৃষ্ঠা মাত্র। ১১৮৩ মঘির লেখা। ভাট-গীতি, বোধ হয়।

আরম্ভ :—

* * ধনি কাকে কুম্ভ লইয়া জল ভরিতে জাএ।
* * হরসিত হইয়া ঘাঠে কুম্ভ থুইয়া জল খেলাএ॥
অথ গোপিগণ অন্যে মুখ চাহিয়া হাসে গোপিগণ।
তাতে কদম গাছে বৈস্যা হরি করে নিরক্ষণ॥
তটেতে রাখিছে গোপীর বস্ত্র অভরণ।
কালা গোপ্ত বেশে গেলেন ঘাঠে বস্ত্র নিলো হরি।
কদম গাছে নন্দলালে বাজাএ মুরারি॥

শেষ :—

রাধে হাস্যা কহে উচিত হএ শরণ নহে জে।
ছারিলে কি হবে নাথ নিবেদিলুম জে।
দুহুর মিলন হইল প্রেম স্মরাইল ভুমান গেলো চলি।
পদ্মবনে পরি জেন মধু পীএ অলি॥
ওলাসী (?) প্রভাত হইল রতিপতি গেলো নিজ স্থান
রাধে কোলে সয্য করে বৈসেন ভগবান॥

ভণিতা :—

গরি পঞ্চানন সুত জ্ঞানহীন মোর (মূঢ়?) জন।
রাধা কৃষ্ণ বৈলা জাউক সমাইর জীবন॥
ইতি শ্রী বস্ত্রহরণ সমাপ্ত।
শ্রীতনুরামে ভট্ট ভণে রাধা কৃষ্ণ চরণে॥

অন্য এক স্থানে এইরূপ একটা ভণিতাও আছে :—

কবিরত্নে ভণে শ্রীচরণে পুরায় মনের আশ।
কৃষ্ণ বৈলে চলে রাধা ছাড়িআ নিশ্বাস॥

উক্ত গৌরী পঞ্চানন সুত এই তনুরাম ভট্টই সম্ভবতঃ কবিরত্ন উপাধিধারী হইবেন। পুঁথিখানি চট্টগ্রাম—কেলি সরে (কেলি সহরে) লিখিত। লিপিকারের নাম নাই।

২৩০। সঙ্গীত সংগ্রহ।

ইহাতে প্রাচীন কালের ২৬টি শাক্ত-সঙ্গীত সংগৃহীত আছে। তন্মধ্যে অনেকটি কবিরঞ্জন ও দ্বিজ রামপ্রসাদের রচিত,—অপরগুলির রচয়িতা—রাজকিশোর, তারিণী ব্রহ্মাণী, দ্বিজ হরি দাশরথি এবং রামদুলাল। কয়েকটির ভণিতা নাই। অপ্রকাশিত সঙ্গীতগুলি "পূর্ণিমায়"—প্রাচীন সাধন সঙ্গীত প্রবন্ধে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহা হইতে একটি নূতন সত্যের উদ্ধার বা—নূতন একজন স্ত্রী কবির আবিষ্কার হইল। প্রাচীন সাহিত্যে শিখী মাহিতীর ভগ্নী

মাধবী (প্রসিদ্ধ ৩½ রসিক ভক্তের ½ জন) ও হরিলীলার কবি আনন্দময়ী গুপ্তা প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক কবিই আছেন। এই নূতন কবির একটি মাত্র সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

শিব দুর্গা নাম লও না কেন মনরে আমার। ধু।
অন্তিমকালে তরাইবে ভবনদী পার।
দুর্গা নামটি মকরন্দ, শ্রবণে বহে আনন্দ।
নিরানন্দ নিতান্ত কপাল মন্দ যার॥
দুর্গা নামটি মহৌষধি, পান কর নিরবধি,
কালো ভয় কালো চিন্তে নাইক তোমার।
তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে, দুর্গা নামটি না লইলে,
শমন ভুবনে গেলে দোহাই দিবে কার॥

নিম্নোদ্ধৃত গীতটী কার কৃত, জানি না।

সেত তুমি মা কত রঙ্গ জান কালী। ধু।

কখনে পুরুষ, কখনে প্রকৃতি,
কখন হও বনমালী।
ব্রহ্মকুলে গিএ, ব্রহ্মময়ী হইএ,
ব্রহ্মকমণ্ডলু ছিলি॥
বৃন্দাবনে আসি, বাজাইলে বাঁসী,
গোপীর মন ভোলালি।
রাম অবতারে, জনকেরি ঘরে,
সীতা নাম প্রকাশিলি॥
জনকেরি বংশ, ব্রহ্মশাপে ডংশ (ধ্বংশ ?)
গঙ্গারূপে উদ্ধারিলি।

হস্তলিপির তারিখ নাই। প্রায় ৫০ বৎসরের লেখা। লেখক ৺রামতনু দেব শর্ম্মা সাং সুচক্রদণ্ডী। ইনি "জ্যোতিঃ" সম্পাদক কালীশঙ্কর বাবুর পিতা।

২৩১। কৃষ্ণ-গুণ-কথা।

ইহার নামটি পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থে কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

নমো গণেশায় নমঃ।

বিপদের বন্ধু কৃষ্ণ সম্পদের ধন।
ইহলোকে পরলোকে প্রভু নারায়ণ॥
রাধা রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল সর্ব্বজন।
আনন্দে চলিআ জাইবা বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

শেষঃ—

কৈক্ষ হোতে খুদ কাড়ি লইল নারায়ণ।
এক মুঠ লইয়া খুদ করিলা ভোজন॥
আর এক মুঠি খুদ লইলা জগন্নাথে।
হেন কালে লক্ষ্মীদেবি ধরিলেক হাতে॥
লক্ষ্মী দেবি বোলে প্রভু না খাইয় আর।
কত কালে সুঝিবো আহ্মি সুদামের ধার॥
এহি মাত্র ব্রাহ্মণে জে কহে সমাচার॥
প্রজা সবে শুনি হৈল হরিস অপার॥
কৃষ্ণ গুণ কথা কহি হরিস হৃদএ।
আনন্দে চলিয়া জাইবা বৈকুণ্ঠ আলএ॥

ভণিতা :—

(১) শুনহ ভক্ত সব, কৃষ্ণ গুণ উৎসব,
শুন ভাই কর্ণ ঘট ভরি।
দ্বিজ পরশুরামে কহে, না ভজিলাম রাধা পাএ,
ভবসিন্ধু কিরূপে হইব পার॥
(২) দ্বিজ শ্রীকিঙ্করের বাণী, রাধাকৃষ্ণ বোল শুনি,
অন্তকালে কৃষ্ণ পদে আশ।

"ইতি সন ১২২১ মঘি তারিখ ৫ বৈশাখ শ্রীরামকিঙ্কর সর্ম্মণঃ পুস্তিকেঅং।" পত্র সংখ্যা ৮, প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক।

প্রাগুদ্ধৃত দ্বিতীয় ভণিতাটি যে লেখক রামকিঙ্কর শর্ম্মারই প্রক্ষিপ্ত, তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধ হইতেছে। উক্ত ভণিতা দুইটি প্রত্যেক স্থলে একই স্থানে আছে।

২৩২। একাদশী—মাহাত্ম্য।

পদ সংখ্যা প্রায়—২০।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায় নম। নম স্বরসতৈ নম।
প্রণমোহ নারায়ণ দেব নিরঞ্জন।
জাহার কারণে হইলো অখিল ভুবন॥
সেই হরির পাদপদ্মে করি নমস্কার।
একাদশী মাহাত্ম কথা করিমু প্রচার॥
এই মতে পঞ্চ ভাই কৃষ্ণর সহিত।
হেনকালে একাদশী ব্রত উপস্থিত।

শেষ :—

দশমীরে সজ্জম (সংযম) করিব সাবধানে।
একাদশী দিনে হরি পুজিব বিধানে॥
ফলমুল নৈবদ্য য়ার নিশি জাগরণ।
দ্বাদশীরে পারণা করিব তত্তৈক্ষণ॥
পঞ্চগ্রাসী করিতে নব গণ্ডুসের জল।
অন্তরৈক্ষে হইআ পাপ পলাএ সকল॥

ভণিতা নাই। ১১৯৩ মঘির লেখা। লেখকের নাম শ্রীচণ্ডীচরণ দেব শর্ম্মা সাং আনোআরা।

২৩৩। জুলুয়া।

পদ সংখ্যা—১০।

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি পূর্ব্বে মুসলমানের বিবাহোৎসবে গীত হইত। জুলুয়া নামধেয় এ গীতের সঙ্গে সঙ্গে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে পাশাক্রীড়া চলিত। সে উৎসব অনেক রহস্যময়,—দু'কথায় এখানে বলা যায় না। জীবন সংগ্রামের কঠোরতা বৃদ্ধিবশতঃ এই উৎসব এখন উঠিয়া গিয়াছে। লোকমুখে সচরাচর ইহা জুল্লা উচ্চারিত হয়।

আরম্ভ :—

বিচমল্লার নাম জান সংসারের সার।
আদি অন্ত নাহি জান যোসর প্রচার॥
কি করিব যমদুতে বিপক্ষ বিবাদ।
সর্ব্ব স্থানে জয় জয় সে নাম প্রসাদ॥
পরণামি পরমতত্ত্ব নৈরাকার রূপ।
সৃষ্টিকর্ত্তা জেই রূপ য়াদোত সেরূপ॥

* * * *

তবে মহম্মদ নবী ত্রিভুবন সার।
জাহার গৌরবে প্রভু সৃজিল সংসার॥
নৈরাকার আজ্ঞা ধরি করিলা আদেশ।
নিকাহা মঙ্গল বিবা হইতে বিসেস॥
নিকাহা মঙ্গল বিবা উচ্ছব উল্লাস।
মেদনীতে জাহা হোতে রহে গৃহবাস॥
ধন্য ধন্য এই দুইর জননী জনক।
রূপ গুণ এই দুইর পালিছে পালক॥

শেষ :—

সহজে ললাট ভাগ্য মজির (?) লিখন।
চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ একত্রে মিলন॥
রাহুএ চিকুর তাহা গ্রাসিবার সাৎ।
তেকারণে রহিআছে বেরণ পাট জাৎ॥
বিদ্যুত অধর কিবা শুনি আখি মন। (?)
দশন দাড়িম্ব বীজ মিহির উজ্বল॥
ইসেত কটাক্ষ হাসি বচনের সঙ্গ।
পুর্ণিমার চন্দ্র হন্তে অমিয়া তরঙ্গ॥

"ইতি জুলুয়া সমাপ্ত। লেখীতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাঠ (পটীয়া—চট্টগ্রাম) প সন ১২১৫ মঘি তাং ১৪ ফাল্গুন।" ভণিতা নাই। উক্ত লেখকের ও তাঁহার পিতা মধুরাম নন্দি উভয়েরই ব্যবসায় ছিল—পুঁথি নকল করা। এই জন্য চট্টগ্রামে প্রাচীন হস্তলিপির লেখাগুলি "মধুরামি লেখা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২৩৪। দুর্গা পঞ্চরাত্রি।

ইহার অপর নাম "শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব।" ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর পালাগুলি জগদ্রাম রায় এবং নবমী ও দশমীর পালা-

গুলি তৎপুত্র রামপ্রসাদ্ রচনা করেন। জগন্নাথের (অষ্টকাণ্ডীয়) 'রামায়ণ' ও 'আত্ম-বোধ' এবং রামপ্রসাদের 'কৃষ্ণলীলামৃতরস' নামে গ্রন্থও আছে। ইঁহাদের নিবাস জেলা বাঁকুড়া ভুলুই গ্রামে।

উক্ত গ্রন্থগুলি জেলা বাঁকুড়া মেজিয়া পোষ্টাফিসের অধীন কালিকাপুরবাসী, কবি-গণের আত্মীয় শ্রীযুক্ত কাশীবিলাস বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। 'দুর্গা-পঞ্চরাত্রি' দেখিয়া বোধ হয়, প্রকাশক মহাশয় গ্রন্থগুলি আধুনিকভাবে সংশোধন ও সংযোজন করিয়া মৌলিকত্ববিহীন করিয়াছেন। এমন কি, গ্রন্থগুলিকে "কাশীবিলাস গ্রন্থাবলী" নামে পরিচিত করা হইয়াছে। 'দুর্গা পঞ্চরাত্রিতে' অনেক স্থলে ভণিতা এইরূপ :—

"দ্বিজ জগন্নাথ দুর্গা পঞ্চরাত্রি গায়।
এ কাশীবিলাসে মাগো রাখ ভবদায়॥" (!!)

সম্প্রতি 'আত্মবোধ' নামক গ্রন্থখানি মজুমদার লাইব্রেরী হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রকাশক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যে 'দুর্গা পঞ্চরাত্রি' উপহার দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এই কথাগুলি লিখিত হইল। উক্ত সমস্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আছে।

২৩৫ গঙ্গা-[illegible]

এই গ্রন্থখানি "সুপ্রসি[illegible] 'চণ্ডীকাব্য' প্রণেতা মাধবাচার্য্যের রচি[illegible]ত। দুঃখের বিষয়, শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাঁহার সময় সম্বন্ধে যে একটু গোলযোগ আছে, এই গ্রন্থ সাহায্যে তাহার মীমাংসা হইতে পারিল না। "ইন্দু বি[illegible]দ বাণধাত্[illegible]" ইত্যাদির মত কোন সময়-জ্ঞাপক শ্লোক হয়তঃ এই গ্রন্থের সমাপ্তিতে ছিল।

"মহাপ্রসাদ বৈভব ও মাধববংশ[illegible] প্রভৃতি পুস্তকে জানা যায়, মাধবাচার্য্য মহাপ্রভুর পড়ুয়া ও মন্ত্র শিষ্য ছিলেন",— এই গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা দৃষ্টে উক্ত উক্তির কথঞ্চিৎ সমর্থন হইবে।

ও নমো গনেষায়। ধানশ্রীরাগ।
প্রনমুঁহী গণপতি গৌরির নন্দন।
শুভ বুধকারক বিঘ্ন বিনাসন॥ ধ্রু।
খর্ব্ব স্থুল তরল তনু লম্বিত উদর।
কুঞ্জর সুন্দর মুখ অতি মনোহর॥
সিন্দুরে মণ্ডিত অঙ্গ অতি সুশোভন।
চারি ভুজে সোভা করে অঙ্গদ কঙ্কন॥

শেষ পত্রের শেষ :—

সেই গঙ্গাজল বিন্দু, পাইআ নরক সিন্ধু,
তরিল রাক্ষস তিন জন।
ছাড়িয়া রাক্ষসরূপ, দিব্য দেহ অপরূপ,
ধরিয়া রহিল তখন॥
তিন ভিতে তিন জন, করে নানা স্তবন,
আমা সভা কৈলা পরিত্রাণ।
হইছিল ব্রহ্মসাপ, ঘুচাইলা সে সব পাপ,
তিলেক করিয়া অবধান॥

ভণিতা :—

চিন্তিয়া চৈতন্য চন্দ্র চরণ কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

শেষ পত্র সংখ্যা ৮১, উভয় পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র অক্ষর। অতি প্রাচীন লেখা, জীর্ণাবস্থা। অনেকগুলি অক্ষর বিচিত্র। বোধ হয়, এত প্রাচীন পুঁথি আমি আর এখানে পাই নাই, পুঁথির আকার বৃহৎ। তারিখাদি পাওয়া যায় না। পরে বিস্তারিত আলো-চনার ইচ্ছা রহিল।

২৩৬। বত্রিশ-সিংহাসন।

এই নামের আর একখানি গ্রন্থ বন্ধুবর ৺নলিনীকান্ত সেন মহোদয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মিলাইয়া দেখি নাই বটে, কিন্তু উভয় গ্রন্থ অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। সেই গ্রন্থখানি এখনও নলিনীবাবুর লাইব্রেরিতে রহিয়াছে।

আরম্ভ :—

বত্রিশ সিংহাসন (?)

একদিন সুরপতি স্বর্গেত বসিয়া।
চারিদিগে দেবগণ বসিছে বেরিয়া।
অপসরিগণের আজ্ঞা দিল সুরপতি।
আজি নিত্য কর সবে জথেকাজুবতি॥
উর্ব্বসি মেনকা নাচে মৃত্তাচি (?) রূপসরি।
এইরূপে অনেক নাচিছে বিদ্যাধরি॥

পুঁথিখানি খণ্ডিত,—১০১ পাতা পর্য্যন্ত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লেখা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ শেষ পত্রে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলীর কথা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ইহার পর গ্রন্থ আর বেশী নাই। কোথাও ভণিতা পাওয়া গেল না। ভাষা বেশ মার্জ্জিত ও সুন্দর। বড় বেশী দিনের লেখা নহে।

নলিনীবাবুর সংগৃহীত গ্রন্থখানি আনিয়া পরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

২৩৭। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

এই নামধেয় আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, দুই পুঁথি এক জিনিষ নহে।

নমো গণেসায়।
দ্বিজ গুরু বন্দম জে ব্যাস বৃহস্পতি।
ভক্তি করি বন্দম জে দেবি সরস্বতি।
পণ্ডিত সকল পদে করি নমস্কার।
অপরাধ না লইবা মাগি পরিহার॥
পণ্ডিত সকল পদে দণ্ডবত সেবা।
অপরাধ পাইলে কিছু মর্য্যাদা করিবা॥
অতি কষ্ট করি জেবা পুণ্য জে করএ।
পরলোকে সেই জন ভাল গতি হএ॥

শেষ :—

দেবীর বচনে রাজা লভিলেক জ্ঞান।
প্রজাগণ সমে রাজা রহে শুন্য স্থান॥
প্রভুর আজ্ঞাএ হৈল শুন্যে স্বর্গপুরি।
তথাএ রহে মহারাজা প্রজা সঙ্গে করি॥
শুন্য স্বর্গ রহিলেক হরিশ্চন্দ্র রাজা।
পরম হরিসে রহে লৈয়া নিজ প্রজা॥
এই মতে রহে রাজা দেবির সঙ্গতি।
শুনিলে অতুল পুণ্য অন্তে স্বর্গে গতি॥
কায়মনে ভক্তি করি জেবা পরে শুনে।
সর্ব্বপাপ নাশি জাত্র বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥

ভণিতা :

(১) [illegible]নের [illegible]াপিনি মোরে বিধিএ করিল
[illegible] [illegible]সংহিতা গাহে পাষাণ দ্রপিল॥

(২) [illegible]চিত করুনা শুনি, কান্দে রাজা নৃপমনি,
[illegible] সুকবি সঙ্গিতা সকরুণ।

(৩) [illegible] থ বৈসে লোক, কেবা পাএ এত শোক
[illegible] ভ্রবি সঙ্গিত সুখ গাহে।

"ইতি [illegible]চন্দ্র স্বর্গ আরোহণ সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৬ মঘি মাহে ২৮ কার্ত্তিক রোজ রবিবার।"

পত্র সংখ্যা ১৩ ; এক পিঠে লেখা। [illegible] গোটা বড় অক্ষর। ভণিতাটি ভাল বুঝা গেল না। পশ্চাৎ বিস্তৃতভাবে [illegible] ৮।

২৩৮। দুর্গা-পুরাণ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'আরতি' পত্রিকার ১৩০৮ সনের

দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

"মুক্তারামের বংশ নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে। ঐ বংশে কেবল রাধাচরণ নাগ নামক অশীতিপর বৃদ্ধ মাত্র জীবিত আছেন; তাঁহার একমাত্র পুত্র দ্বারকানাথ ১২৯৬ সালের ভীষণ ভূকম্পে মুর্শিদাবাদে দালান চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

পরে তিনি 'সাধক' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; অনেক শাক্ত-সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে একটি গীত দেখুন:—

ত্রাণ কর বিষম কলি ভয়।
হেলায় জনম যায়. না ভজিলাম রাঙ্গা পায়,
জীবন যৌবন মিছে সব॥
ভাবিয়া উমার পদে, আছিলায় সাধে
ঠেকিয়ে দারুণ মায়াজালে দায়॥"
দিন দিন হইলাম হীন, জীবন অ ন,
না জানি কি হয় অন্তকালে,
সুত সম্পদ জয়, তুমি হবে হয়,
ভাবিয়া বুঝিল আপন মনে।"
সেবকের জায়া সার, মায় বিনা কে ছ আর,
আত্রি-বঞ্চিত তাতে কেনে॥
চিন্তিতে চঞ্চল আঁখি, পলকে সঙ্কট দেখি,
শমন দারুণ কাল পাছে।
আমি বড় অপরাধী, বিপাকে ঠেকাইল বিধি.
তোমাতে বিদিত সব আছে॥
গজমুণ্ডে জন্ম নাম, তাহার অপরে রাম,
ভণে সেই পন্নগ পদ্ধতি।
মিনতি করিয়া কয়, না যায় মনের ভয়,
উপায় বলহ বেকুল গতি॥

"গ্রন্থের আকার ১২৫ পাতা; প্রথম পাতা এক পৃষ্ঠে লেখা। শ্লোক সংখ্যা অনুমান ২৫০০। কবির স্বহস্ত লিখিত পুঁথি—অতীব জীর্ণাবস্থা।"

'আরতীর' এই প্রবন্ধ হইতে এই গ্রন্থগুলির সংবাদও জানা যাইতেছে:—

(১) মুক্তারামের মত ধারীশ্বরবাসী কবি জগন্নাথ ও 'দুর্গাপুরাণ' রচনা করেন।

(২) দ্বিজ বংশীদাস প্রণীত ভাগবত।

(৩) মাধবাচার্য্য রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।

(৪) রাজা রাজসিংহ রচিত 'রাগমালা'।

(৫) সদানন্দ মুন্সী প্রণীত 'দারা শেকো'।

(৬) জগন্নাথের রচিত 'নিগম'।

(৭) বিষ্ণুরাম নন্দী কৃত 'উদ্ধবগীতা'।

উক্ত গ্রন্থগুলির আবিষ্কারের জন্য শ্রীযুক্ত কেদারবাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ।

২৩৯। কালী পুরাণ।

দুর্গাপুরাণের পর মুক্তারাম নাগ কালী পুরাণ রচনা করেন।

দুর্গা পুরাণ শুনি রাজা জন্মেজয়।
কর জোড়ে * * ব্যাস স্থানে কয়॥
দশভুজা চণ্ডিকা হিমালয়ের ঝি।
কালরূপ হইলেন এ বিষয় কি॥
রামা হইয়া সংগ্রাম দেখিতে অসম্ভব।
পদতলে কেমনে শিব হইলেন শব॥
উলঙ্গ চণ্ডিকা না করেন লাজ।
কেমতে ক দুষ্ট রণভূমি মাঝ॥
শেষ পত্রে ধরাইলে হিয়া শুনিয়া মেনকা।
নিশাকালে কিমতে মায়েরে দিলা দেখা॥
প্রথমে কালীর পূজা হৈল কোন ঠাঞি।
সেই সব বিবরণ শুনিবারে চাই॥

"এই প্রশ্নগুলির উত্তর কালী পুরাণে বিবৃত। ছোট গ্রন্থ ৩৭ পাতা। প্রথম ও শেষ পাতা এক পিঠে লেখা। প্রাপ্ত গ্রন্থ ১২ সনের লিখিত।"

২৪০। চৈত্র-মাহাত্ম্য।

ইহাতে চণ্ডী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঘটনা সেই খুলনা লহনার কথা। চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণ হয়ত এইরূপ কোন গ্রন্থাবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের যশের কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ভাষা সরল ও অনাড়ম্বর।

পুঁথির নাম চৈত্র মাহাত্ম্য হইল কেন?

জয় দুর্গা।

প্রণমোহ পরম দেবতা আদ্য দেবি।
ব্রহ্মা হরি হর থাকে জার পদ সেবি॥
সত রজ তম তিন গুণে সেই জুতা।
প্রথুতি পালন বিনা শিবে শক্তি ভুতা॥
জার নাম স্বরনে দারিদ্র দুঃখ জাএ।
মহাপদ্ম পাএ সেই ইশেদ লিলাএ॥
তাহান চরিএ রচিবারে করি য়াসা।
লোক পরিতোসেরে করিব দেশী ভাষা॥
আছে অতি পশ্চিমে নগর উজায়নি।
বিক্রম কেসরি রাজা নৃপ সিরোমনি॥

শেষ:—

জয়২ জননি জগত সোনাতনি।
নরকে না কর গতি নম নারায়নি॥
ভবানি ভিক্তিকা ভুতা হর ভগবতি।
জন্মেং হোক তুয়া চরণেতে গতি॥
ইহ জন্ম আরোগিতা বিপক্ষ বিনাস।
পরলোকে হোক গৌরিপুরেতে নিবাস॥
পুত্রে পৌত্রে অভিরামে বারে ঠাকুরাল।
তিলমাত্র আপদে না লংঘে কোন কাল॥
জাবত জিবন মাতা তুয়া গুণ গাই।
মৃত্যুকালে বাতুল চরণে দিবেন ঠাই॥
শাকে রসাবান সৈলেন্দু বামা।
খবেভানু প্রাহ সুধা সুতঃ খরামা॥

"ইতি চৈত্র মাহাত্ম্য সমাপ্ত। শ্রীরাম গতি আচার্য্যাক্ষরশ্চ। শ্রীরাম তনু সর্গার পুস্তিকশ্চ। সন ১১৯৬ মঘি তারিখ ৩০ চৈত্র কুল বিষু দিন শনিবারে বেহান বাদে সমাপ্ত।" পত্র সংখ্যা ১৩, এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক ভণিতা নাই।

২৪১। মুক্তোল হোছন।

পূর্ব্বে একবার এই গ্রন্থের একটু আলোচনা করিয়াছি। আদ্যন্ত বিহীন একটা পুঁথি অবলম্বন করিয়াই তখন উক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। অদ্যকার পুঁথিখানিও খণ্ডিত, কিন্তু ইহার আদি আছে।

রামায়ণ মহাভারত যেমন হিন্দুর পক্ষে অতি আদরের ও পবিত্র জিনিষ, নবিবংশের কীর্ত্তিবিষয়ক গ্রন্থ বলিয়া এই গ্রন্থখানিও মুসলমানের পক্ষে তেমনি পবিত্র ও আদরের সামগ্রী। নবিবংশের যাবতীয় কথাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষাও বড় সুন্দর; তাহার আভাস পূর্ব্বে একটুকু দেওয়া গিয়াছে। আমাদের কোন সহৃদয় মুসলমান সঙ্গতিপন্ন ভ্রাতা এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করিবেন কি?

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড,—৭৯ পাতা পর্য্যন্ত আছে; অবশিষ্ট কতদূর নাই বলা যায় না। চেষ্টা করিলে অনেক পাণ্ডুলিপি মিলিবে। ইহার লেখা খুব প্রাচীন; দেড় শত বৎসরের উপরে। শেষ পত্র অভাবে তারিখ পাওয়া যায় নাই। দুই পিঠে লেখা। অবস্থা নিতান্ত জীর্ণ।

আরম্ভ:—

বিশ্মিল্লাহিররহমান নিররহিম পিরওস্তাদ
প্রণামহো নিরঞ্জন সংসারের সার।
বিশ্বরূপী সর্ব্ব স্থানে গোপতে প্রচার॥

এক হস্তে দুই হই হৈল তিন্দ্ গুণ।
ভাবক ভাবিনি ভাব মগ্ন সনিপুন ॥
ভাবক ভাবিনি জদি দরসন ভেল।
অনন্ত অঙ্গে মুক্তি (মূর্ত্তি ?) উপজিয়া গেল ॥
এক ভেল অলেখ (অনেক ?) অলেখ ভেল এক।
কহিতে অকথ কথা কেবা কহিবেক ॥
সেই প্রভু প্রণামহো হই এক মন।
অনাদি অনন্ত সেই প্রভু নিরঞ্জন ॥

বহুস্থান ব্যাপিয়া কবির বংশ পরিচয় আছে। সবটা উদ্ধৃত করিবার স্থান হইবে না। তজ্জন্য আমরা কেবল আসল কথাগুলিই উদ্ধৃত করিব। এই বিবরণে কয়েকটা ঐতিহাসিক কথা আছে। তৎপ্রতি ঐতিহাসিক কঠোর দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়।

কাএ মনে প্রণাম করিএ বারে বার।
কদল খান গাজি জান ভুবনের সার ॥
জার রণে পড়িল অসক্ষ রিপুগণ।
ভএ কেহ মজ্জিলেক সমুদ্র গহন ॥
এক পরে হইল সহস (?) প্রাণহিন।
রিপু জিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধিন।
বৃক্ষ তলে বসিলেক কাফিরের গণ।
সেই বৃক্ষ ছেদি সবে করিল নিধন ॥
তান এক দশ মিত্র করিএ প্রণাম।
পুস্তক বাড়এ না লেখিল তান নাম ॥
তান এক মিত্রে বধিলেক চাটেশ্বরি।
মুছুলমান কৈল সব চাটিগ্রাম পুরি ॥
তাহান প্রেমের সখা অতি গুণবান।
সএখ (সেখ) সর্ফুদ্দিন পির ত্রিভুবন জান ॥

* * *

প্রণমহ তান সুত গুণের সাগর।
কুলগুরু কাজি সে আলাম নাম ধর ॥
মহাসক্ত মির কাজি তাহান নন্দন।
এক মনে প্রণামহো সে দুই চরণ ॥
তান সুত গুণ যুত খান কাজি নাম।
তান পদ পরে মোর সহস্র সেলাম ॥

তাহান নন্দন জান সর্ব্বগুণালএ।
করতার ভাবে মগ্ন জাহার হৃদএ ॥
সএখ (সেখ) হামিদ পির জান ত্রিভুবন।
কাএ মনে প্রণামিএ সে দুই চরণ ॥
তান সুতনয় পির বুদ্ধি সুর গুরু।
ভিক্ষুক লোকের প্রতি (পতি ?) ভবকল্পতরু ॥
জার কেরামতে ভরি গেল ত্রিভুবন।
বাবা ফরিদের পদে করিএ বন্দন ॥
তাহান ঔরসদভ (ঔরসোদ্ভব ?) ভুবনের সার
দশ দিগে হই কুতি হইল জাহার ॥
খেনেকে মক্কাতে চলি জাএ জেই জন।
তথা গিয়া সেবন্ত নৈরূপ নিরঞ্জন ॥
তিলেকে আসিয়া পুনি চাটিগ্রাম দেশে।
জথাবিধি করতার সেবন্ত বিসেস ॥
হামিদ আলাম পির ভুবনের পাত।
তান দুই পদ বন্দম করিয়া ভগতি ॥
তাহান ঔরসদভ কুলের কেতন।
সব্বশাস্ত্রে বিসারদ অতি বিতর্পন ॥
বধিয়া সে অরিজন করিয়া সংগ্রাম।
আপনাহে স্বর্গবাস হৈল পরিণাম ॥
সাহা নসুরাদ্দিন পির মর্য্যাদা সাগর।
চরণ রাজির প্রণামহ বহুতর ॥
তাহান ঔরস বিবি মানিক্য ধরিল।
সর্ব্ব সুলক্ষণ সিসু তাত উপজিল ॥

পির সক্র নামে জানে ভুবনের সার।
মাতা সঙ্গে তাহানে প্রণামি বারে বার ॥
তাহান কনিষ্ঠে জে পুজিতে ত্রিভুবন।
পুর্ণচন্দ্রধিক মুখ কমললোচন ॥
গোরাঙ্গ কাঞ্চন কান্তি উচ্চ নাসা দণ্ড।
দির্ঘ বাহু হেমলতা বিক্রমে প্রচণ্ড ॥
গৌর রাজ অধিপতি জাকে প্রসংসিল।
ভিক্ষুক জনের পতি জাহাক বুঝিল ॥
চাটিগ্রাম প্রতি (পতি ?) জনে নসুরত্ত খান।
আপনার পুত্র সুতা দিল জার স্থান ॥

বার বাঙ্গালার পতি ইচ্ছা খান বির।
দক্ষিণ কুলের রাজা আদম স্থবির॥
স্নেহ ভাবে জাহার পুত্রস্থ নিতি নিতি।
জাহার প্রসংসা কৈল মগধির পতি॥
সদর্জ্জা (?) করিয়া জার ভুবনে বাখানে।
পরম পণ্ডিত সে জে রসের নিধান॥
পির ঘাকে জাকে২ কোলে সর্ব্বজন।
এক মনে সে জে আলেক নিরঞ্জন॥
খেমাকন দয়াশীল মধুর বচন।
সাহা আবদন ও হাবকে করম বন্দম॥
সাহা তিক্কাবিতালি (?) কোলে সর্ব্বজন।
বারে বারে প্রণামিএ সে দুই চরণ॥
তাহান নন্দন শ্যাম সুন্দর সারির।
পুর্ণিমার চন্দ্র মুখ সর্ব্বসাস্ত্রে থির॥
গুণবাণ মৃত্যুঞ্জএ নবরস দধি।
বহুল প্রকার জারে সৃজিলেক বিধি॥

*　　　*　　　*

এঙ্গে লঙ্গে কলিঙ্গে (?) পুজ্জএ সম্পদ॥
কোরাসি বংশের জল (জ্ঞান ?) প্রাসিদ্ধের হেতু।
মহাসএ মাতামোহ কুল জএ কেতু॥
ধবল গজের স্বরে জাহাকে বাখানে।
জাছা হস্তে পাইল পদ রসাঙ্গির গণে।
সাহা মোহাম্মদ পির চরম বন্দন।
উর্দ্ধারথ মাতামোহ পাসিলু পরণ।
মহম্মদ খানে কহে মনে করি সার।
তুমি বিনে সোহাএ নরক হৈব পার॥

তবে পিতামোহগণ　　　প্রণামিএ একমন
　　পিতামোহ মাহি আছোয়ার।
ছিদ্দিক বংশের জন্ম　　　উমর সদৃশ ধর্ম্ম
　　লজ্জাএ ওচমান সমসর॥
জ্ঞানেত সদৃশ আলি　　　দানেত হাতিম খ্যালি
　　হামজা সদৃশ বলবান।
দিক্ষা গুরু কল্পতরু　　　সর্ব্ব অস্ত্র সাস্ত্রে গুরু
　　জন্ম হইল আরবের স্থান॥
হাজি খালিদ পির　　　ওর চাহি পৃথিবীর
　　ফিরিয়া আসিতে আরবার।
সহরিসে তান সঙ্গে　　　পৃথিবী ভ্রমিতে রঙ্গে
　　চালি ভেল মাহি আছোয়ার॥
আসিতে খালিদ পির　　　সেহাজি সমুদ্র তীর
　　সিংহ চর্ম্মে কৈল্য আরোহণ।
আল্লা র কর্ম্মান পাই　　　এক মৎচ আইল ধাই
　　পিষ্ঠ পাতি দিল ততক্ষণ॥
আল্লার অন্তর করি　　　সে মশ্চের পিষ্ঠে চড়ি
　　চলি ভেল মাহি আছোয়ার।
গহন সমুদ্র তীর　　　দুই পির আইল চলি
　　চাটিগ্রাম দেশের মাঝার॥
একাদশ মিত্র সঙ্গে　　　কদল খান গাজি রঙ্গে
　　দুই মিত্র বারি লই গেলা।
হাজি খালিলকে দেখি　　　বদর আলাম সুখি
　　অন্যে অন্যে আশ্বেশিলা॥
মাহি আছোয়ার তবে　　　সে দেসে ভ্রমন্ত জবে
　　দেখিলেন্ত আচার্য্যা নন্দিনি।
রূপে বিদ্যাধর জিনি　　　সুধাহাসি মধুবানী
　　নয়ান অমল কমলিনি॥
দেখি মাহি আছোয়ার　　　বিপ্রস্থানে সে কন্যার
　　মাগিলেন্ত বিবাহা করিত।
আচার্য্যা না দিল জাবে　　　ব্যাঘ্র আরোহিয়া তবে
　　বিপ্র দ্বার আইল ত্বরিতে॥
ভয়ে ধাত্র বিপ্রগণ　　　আচার্য্য ভাবিয়া মন
　　দান কৈলা আপনা নন্দিনী।
কথ কাল হুড়া করি　　　ফিরি দেশে গেলা চলি
　　পুত্র প্রসবিলা জসম্বিন॥
তালিম তাহান নাম　　　অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
　　দানে জেন দ্বিতীয় হাতিম।

*　　　*　　　*

তান পদ সিরে ধরি　　　পাঞ্চালি রচনা করি
　　তাহান নন্দন গুণনিধি।
ছিদ্দিক তাহার নাম　　　অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
　　বদন কমল কলানিধি॥

*　　　*　　　*

তান পুত্র জ্ঞানে গুরু　　　দানে কর্ণ মানে কুরু
　　রাস্তি খান রূপে পঞ্চবান॥

চাটিগ্রাম দেশ অতি স্বর্গে জেন শচি পতি
তাহানে প্রণামি বারে বার।
তাহান নন্দন বলি রসে দধি বলে হলি
দর্পে হরিশ্চন্দ্র সমসর।
* * *
কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চ শর
মিন খান রূপে অনুপাম।
তান পুত্র গুণবান * *
জার কুতি গৌরদেশ ভরি।
* * *
গাভুর খনি গুণনিধি থির পির রস দধি
তাহানে প্রণমি বহুতর।
করিয়া বিষম রণ জিনিলা ত্রিপুরাগণ
নিলাএ পাঠনগণ জিনি।
শত্রু সব করি ক্ষয় বাহু বলে লভি জয়
বাপ হস্তে কৈল রাজধানী।।
লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্র কথা অনুক্ষণ
রঙ্গ চঙ্গ কওক অপার।
হাম খান মুছানন্দ হাস্য বাণী মকরন্দ
তাহানে প্রণমি বারে বার।
তাহান নন্দন বর * *

প্রজার পালক রাম, বাপ হস্তে অনুপাম
বাহু বলে সাসিলেক ক্ষিতি।
বান্ধব জনের প্রাণ প্রভু নছরত খান
তান পদে করম প্রণতি।
প্রণামি তাহান পদ রচিলা পঞ্চালীসদ
তান পুত্র বলাই জেউধ।
চাটিগ্রাম দেশকান্ত পৃথিবী জিনি ধৈর্য্যবন্ত
গাণ্ডিবে অর্জ্জুন সম জোধ।
* * *
প্রসংসন্ত সর্ব্বদেশ কির্ত্তি গাহে সবিশেস
মইস মারস্ত এক শরে।
শুজাবন্ত বির্জবন্ত অনন্ত কি কৈব অন্ত
এক শরে সাদুল সংহারে।
* * *

প্রজাক পালন্ত পৃতি রাখি।

এক্কি জে জালাল খান সূর্য্য শশি পঞ্চবান
রূপে জিনি গেল বিদ্যাধর।
তাহান নন্দন বলি *
* * *
মেঘসম বাক্য জান শ্রীবিরহিম খান
তাহানে প্রণামি বহুতর
তাহান অনুজাবর পার্থ সম ধনুর্দ্ধর
বলে ভীম ধৈর্জ্যে যুধিষ্ঠির।
* * *
নিরন্তর নিরঞ্জন ভাবে জেই একমন
তিল এক নাহিক বিশ্রাম।
* * *
প্রভু মুবারিজ খান কমল চরণ তান
প্রণমিয়ে সহস্রেক বার।
তান সুত অল্প জ্ঞান মহম্মদ খানজান
পাঞ্চালী রচিলা শিশু বুদ্ধি।
* * *

স্থানান্তরে এইটুকুও আছে :—

ছিদ্দিক বংশে জন্ম উমর সদৃশ ধর্ম্ম
পিতামোহ মাহি আছোয়ার।
তান পুত্র অবংস দানে হরি চন্দ্রবংশ
নছরতখান গুণসার।
তান পুত্র রণে সিংহ নারী মুখ পদ্ম ভৃঙ্গ
শ্রীযুত জালাল গুণনিধি।
তান পুত্র মতিমান শ্রীমুবারিজ খান
সর্ব্ব গুণে বিরাঞ্চিন বিধি।
তান পুত্র অল্পজ্ঞান মহমুদ খান নাম
ইত্যাদি।

শেষ :—

এ থেকে সমাপ্ত পাঞ্চালিকা অনুপাম।
গুরুজন চরণে সহস্র পরণাম।
ভাবে ভব কল্প তরু মাহি আছুয়ার।
তান বংশ নসুরত খান গুণ সার।

তান সুত গুণ জুত শ্রীযুত জানাল।
নারী মুখ পদ্ম ভৃঙ্গ বিক্রমে বিশাল॥
তান সুত অসিম মহিমা গুণবান।
বান্ধব পালক পহু বিরহিম খান॥
তাহান অনুজ ধির রূপে পঞ্চবান।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিসারদ মুবারিজ খান॥
তান পুত্র অল্পজ্ঞান খান মহম্মদ।
অল্পবুদ্ধি বিরচিল পাঞ্চালিকা পদ॥
মুকুল হোচন কথা অমৃতের ধার।
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার॥
মুছুলমানি তেরিখের দস সত ভেল।
সতের অদ্ধেক পাছে রিতু বহি গেল॥
হিন্দুআনি তেরিখের শুণ বিবরণ।
বান বাহো সম অদ্ধ আর বান সত॥
বিংস তিন হুন করি চাহ দিয়া (?) দধি।
পাঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি॥
শুক্ল শুরু সেস নিদন্ধ (?) গুরু আগে।
মিত্র হই কুমুদিনি প্রিতিবর মাগে॥
হইয়া নক্ষত্ররূপ উরি গেল শশি।
দশদিগে প্রসন্ন পাতকী তম নাসি॥
মাধবী মাসের সপ্ত দিবস গইল।
সেই রাত্রি পাঞ্চালিকা সমাপ্ত হইল॥

পুস্তকের মালীক শ্রীজুত সাধিবর ওলদে গাং জলদি লেখীলং শ্রীহিন মাহাম্মদ বছির ওলদে শ্রীজুত ছোট ঠাকুর।

আছিল পুরুষবর ছিরি চারি ধন॥
শ্রীজুত ঠাকুর নামে তাহান নন্দন।
তান শ্রেষ্ঠ তনএ ইমুচ মোহামতি।
দেওাঙ্গ সহরে জান তাহান বসতি॥
তাহান অনুজা সন্তানর সিস্য হএ।
পতিম বছির নাম সর্ব্ব জনে কএ॥
অতিসাত ধর্ম্মহীন বালক বএস।
শ্রোতের শ্রোতালি ন বোজে বিসেস॥
পুরানি লিখক নহে সিক্ষুক নবিন।
বল সক্তি বুদ্ধি সুদ্ধি সাধু মতিহিন॥
মোক্রি অপরাধি হুস খেমিয় পড়ুলক।
আধি জুগে জথা দৃষ্টি লেখীল পুস্তক॥
চারতর রমাস্থল নামে জলদি গ্রাম।
মোচাং মনুস্য বৈসএ সেই ঠাম॥
সে দেসে পুরুসবর আবদুল আজিত।
সর্ব্বগুণে বিসারদ প্রভু ভাবে নিত॥
তান সুতন এ নামে ছিরি সাধিবর॥
ছিরি কালাগাজি তান কনিষ্ঠ সোদর॥
পুস্তকের মালিক জে সেই মোহাজন।
লেখিল পুস্তক আমি তাহার কারণ॥

"ইতি ১১১৮ সন মধি তারিখ মাহে ৫ মাগ রোজ সুক্রবার বেলি অবসেস পুস্তক সমাপ্ত।"

এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধা ৺কালা বিবিচৌধুরাণীর একতম বংশধর বেলচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আবদুল হাকিম চৌধুরীর নিকট আছে।

২৪২। বালকবোধ শ্লোক।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। গদ্য পদ্যে লিখিত। বড় অশুদ্ধি পূর্ণ, বোধ হয়। সকলটা প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে লিখিত।

আরম্ভঃ—

তোম্মার নাম কি। আমার নাম শ্রী অমুক অমুক দাস। নাম বোলি কারে। বস্তুবাচবিয় নামানি। জিজ্ঞাসা বোলি কারে জ্ঞাতোমৈৎছ জিজ্ঞাসা।

ব্রহ্মার সৃজন সৃষ্টি চরাচর জথা।
মায়ে বাপে নাম থুইছে শ্রী পাইলা কথা॥
ব্রহ্মার সৃজন সৃষ্টি বিষ্ণুর পালন।
লক্ষ্মই (লক্ষ্মী) দেবি দিছেন শ্রী জিজ্ঞাস কি কারণ॥

শেষঃ—

তোম্মার দোয়াত কলম কালি অক্ষরের পত্রের কি নাম।

সৃষ্টি কালেতে ব্রহ্মা অক্ষর সৃজন।
জগত হিতের লাগি জ্ঞানের কারণ॥
সেই জ্ঞানের অধিপতি দেবি উমাবতি।
বিদ্যাদাতা হইলেক দেবি সরস্বতি॥
সরস্বতী প্রসাদে বিদ্যা জানিলাম বিশেষ॥
অক্ষর চিনিলাম কিছু গুরু উপদেশ॥
সেই অক্ষর লিখিবারে কজ্জলের স্থলে।
দোষ হেন না জানি তারে দোয়াত কলম বোলে॥
তালপত্র রম্ভাপত্র কাগজ প্রধান।
লিখিতে লিখএ পত্র বিবিধ প্রধান॥
অন্ধগণের অন্ধকার জ্ঞান সোতে দৃষ্টি॥
দিব্য চক্ষু হয়ে তার দেখে সর্ব্ব সৃষ্টি॥

ভণিতা:—

রামানন্দ দ্বিজে কহে শুন পণ্ডিত ভাই॥
দোয়াইত কলম ছাড়ি দেও গুরুর দেশে জাই॥

১২১৫ মঘির হস্তলিপি। ইহা আনোয়ারাবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিকুমার চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে।

২৪৩। আহ্নিকতত্ত্বে ব্যবহার-বিধি।

আরম্ভে শীর্ষোক্ত নাম লেখা আছে; কিন্তু সমাপ্তিতে আর এক নাম দেখা যায়। প্রথমাংশে সংস্কৃত শ্লোক, শেষে বাঙ্গালা (সম্ভবতঃ অনুবাদ)।

আহ্নিকতত্ত্বে বেবহার বিধি।

ভণিতা:—

আউর্ব্বেদ মতে মহেশচন্দ্র দ্বিজ কয়॥
দোষ ত্যাগি গুণভাগ লবে সমুদয়॥

শেষ:—

এবং সৈন্ধবে পাক ছাগ অগুক্লেশ।
কর্ণ কুহরেতে কিট করিলে প্রবেস॥
তিল তৈল পুর্ণ কল্লে করিয়া ধিমান॥
বহির্গত কিম্বা প্রাণ লবে মতিমান॥
গ্রাশেতে গলায় বুকে হয় দুর্থময়।
আদা রসসহ পুন গ্রাসে শান্তি হয়॥

"ইতি জিহ্ন মঞ্জরী বিষয়। শ্রীরসিকচন্দ্র দাস সাকিন পরৈকোড়া।" পত্র সংখ্যা ৬, এক পিঠে লেখা। শ্রীরামপুরী কাগজ,—অল্পদিনের হস্তলিপি। ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

২৪৪। কামিনীকুমার।

বৃহৎ গ্রন্থ। কোন মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া এই হস্তলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, বোধ হয়। কারণ, আবরণ পত্রে লেখা আছে:—

"শ্রীকামিনীকুমার নামক কাব্যাবক্তা শ্রীযুক্ত কালিদাস শ্রোতা শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য এই কাব্য গোরিয় সাধু ভাষায় নানাবিধ পয়ারাদি ছন্দে শ্রীকালিকৃষ্ণ দাস ও শ্রীবৈদ্যনাথ বাগচি ও শ্রীমধুসূদন সরকার কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং পদ্মালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ ঠিকানা শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল মিত্রের বাটীর পূর্ব্ব ১৮ নং বাটীতে। এই বহির হক মালিক শ্রীপীতাম্বর সেন পীছরে রামদাস সেন নিবাস কুএপাড়া স্থানে রাউজান জিলা চাটীগ্রাম এই পুস্তক তৈয়ার হয় মোকাম কার্ত্তনিয়া নেমক মহলের কাচারিতে সন ১২৪৭ সাল সন ১৮৪১ সাল তারিখ ১৫ চৈত্র সনিবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।"

ভণিতা:—

সক্তি ভক্তি গতি হিন কালিকৃষ্ণ দাস।
এই ভিক্ষা চাহি জেন পুদে অভিলাস॥

শেষঃ-

শুনি ভুপতির যত সন্দেহ ঘুচিল
কামিনীকুমার বাক্য সমাপ্ত হইল॥

কালিকার দাস দ্বিজ বৈদ্যনাথ দীন।
শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণদাস দীন হীন॥
দুই নামে যেক নাম কালিকৃষ্ণ দাস।
বিরচিল্লা নববাক্য করিল প্রকাস॥

২৪৫। অষ্টমঙ্গলার গুণ-কথন।

পদ সংখ্যা—৩২।

এই পুস্তিকার কোন নাম নাই। গ্রন্থে অষ্টমঙ্গলার গুণাষ্টকের বর্ণনা আছে। গুণগুলি এই:—দয়া, সুশীলতা, দাতা, ধার্ম্মিকং, জ্ঞানদাং, বাচকতা, সৌন্দর্য্যং এবং রসজ্ঞং।"

আরম্ভ :—

এক দিন সদানন্দ আনন্দ মনেতে।
অষ্ট মঙ্গলারে হেরে অষ্টম গুণেতে॥
সতি প্রতি পশুপতি করে নিবেদন।
অষ্ট গুনে গুণি তুমি করি দরশন॥
হেসে সতি জিজ্ঞাসিল কি গুণ আমাতে।
বল দেখি শুনিবার বাসনা মনেতে॥
তবে সিব সিবা প্রতি কহে মৃদু ভাসে।
কিঞ্চিত বর্ন্নিব গুণ যাহা মনে এসে॥
দয়াতে নিপুন স্যামা নির্দ্দয়তা শুন্য।
এই এক গুণে কালি হোয়েছ ভুমান্য॥
কমল হইতে অঙ্গ অত্যান্ত কমল।
পাষাণ তনয়া হোয়ে আছ ধরাতল॥

৩॥ দ্বিতিয়ং।

তারিখ ও ভণিতা নাই কিন্তু আবরণ পত্রে লেখা আছে : "শ্রীকালী ভরসাং স্বকৃত শ্রীরসিকচন্দ্র দাস, পরৈকড়া ধাময়।" ইহা পরৈকোড়া গ্রামবাসী আমার সহাধ্যায়ী বর্ত্তমানে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত বি, এ, মহোদয়ের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে।

২৪৬। গীতাবলী।

নাম শূন্য এই হস্তলিপিতে ২৭টি শাক্ত শৈব সঙ্গীত লিখিত আছে। রচয়িতার নাম বৃন্দাবন সেন। তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পাণ্ডুলিপিখানি পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাচরণ বাবুদের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বংশেও বৃন্দাবন নামে একজন ছিলেন, কিন্তু বক্ষ্যমান কবির 'সেন' উপাধিও তাঁহার কৃত জ্যোতিষ বচনের শেষে।

'পণ্ডিত শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভিপ্রায়
ভাষা করে সেন বৃন্দাবন।

এরূপ উক্তি দেখিয়া তাঁহাকে উক্ত বংশোদ্ভব বলিতে দ্বিধা জন্মিতেছে। পশ্চাৎ অনুসন্ধেয়। নিম্নে একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল :—

ললিত।

কালী কালী বল মন দিন গেলো দিন গেলো।
দারুণ কৃতান্ত দুত সেজে এলো সেজে এলো॥
হানিয়া প্রচণ্ড দণ্ড, করে মহা লণ্ড ভণ্ড,
ভাঙ্গিবে কায় ব্রহ্মাণ্ড করে বল করে বল॥১।
সোনারূপা হিরা কষা, সঞ্চয় করে তামা কাসা
কি কর বিষয় আশা, এ বিফল এ বিফল॥২
কি কর দেহ গৌরব, ভুষিয়া ভুষণ সব,
এ কায় দহিবে তব, চিতানল চিতানল॥৩।
যত সব পরিবারে, সব করে বহির্দ্বারে
বিবেক সর্ব্বস্ব হরে, বৃন্দাবন তাজ্য ছল॥৪।

তারিখ ও লেখকের নাম নাই। সম্ভবতঃ গঙ্গাচরণ বাবুর পিতার লেখা। পত্র সংখ্যা ১০, দুই পিঠে লেখা। পূর্ব্বোক্ত 'জ্যোতিষ বচনের' পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল।

২৪৭। জ্যোতিষ-বচন।

আরম্ভ :—

জ্যোতিষেতে নানা মত, গণনার সঙ্কেত,
জানে নানা জ্যোতিবেত্তাগণে।

কিন্তু তাতে মনঃপূত, ভাব নহে উদ্ধত,
দেখিলাম ভূত বর্ত্তমানে।
অতি সূক্ষ্ম সংস্কৃত, পাইয়া মনের মত,
ভাষায় তাহা করি সুরচনা।
শুণ শুনি জ্ঞানিগণ হইয়ে সাবধান মন,
যেমতে তা করিবে গণনা॥

শেষঃ—

সপ্তম গৃহ শক্তালয়, প্রাপ্তে মৃত্যু সুনিশ্চয়,
প্রত্যক্ষ হইয়াছে বহু জনে।
কিন্তু প্রধান অংশ আদি, সপ্তমে না পারে যদি
রক্ষা পায় শান্তি স্বস্ত্যয়নে॥
বিশেষ অষ্টম গৃহে, উদাসিন গ্রহ রহে,
করে সেই মৃত্যু নিবারণ।
পণ্ডিত শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভিপ্রায়
ভাষা করে সেন বৃন্দাবন।

তারিখ নাই। পদ সংখ্যা—২০, সন্দর্ভটি গীতাবলীর পাণ্ডুলিপির ভিতর পাওয়া গিয়াছে।

২৪৮। রসিক তরঙ্গিণী।

কোন মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া এই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। আবরণপত্রে লেখা আছে :—

"শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইল। সন ১২৬২ বাঙ্গালা শকাব্দা ১৭৭৭ ইংরেজি ১৮৫৫ শাল। ইদানিং শ্রীমাধবচন্দ্র ধরের জ্ঞানাঞ্জন যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল। এই গ্রন্থ যাহার প্রয়োজন হইবেক, তেঁই কলিকাতার শোভাবাজারে বটতলার দক্ষিণাংশে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। ইতি।"

২৪৯। নলদময়ন্তী।

এই পাণ্ডুলিপিখানিও মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া প্রস্তুত। আবরণ পত্রে লেখা আছে:- শ্রীহরিচরণ সার। নলদময়ন্তী। শ্রীশ্রী৺দুর্গা মঙ্গলান্তর্গত নলদময়ন্তি উপাক্ষণ অর্থাৎ নৈশেধ কাব্য। তদ্ভাষা শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কলঙ্কারের দ্বারায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া শীবাদহ নিবাসী শ্রীগৌরাচাঁদ শেন দাং শীন্দুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হয়, তিনি উক্ত যন্ত্রাধ্যক্ষের বাটিতে আইলে পাইবেন।

আরম্ভ :—

নলদময়ন্তি পুস্তক। অর্থ বিরসেন রাজার
শিব আরাধনা। রাগিনী ভৈরবি॥ ধুয়া॥
করুনাঙ্কুর শঙ্কটে সম্ভু শিব।
ভবার্ণবে আছি মুক্ষ উদ্ধার জীব॥ পয়ার।
নৈশধ নগরে রাজা বিরশেন নাম।
শান্ত দান্ত সুশিল সুধির গুণধাম॥
সদত দুঃখিত নৃপ নাহিক সন্ততি।
প্রতি দিন পুজে আশুতোষ পশুপতি॥

শেষ :—

শুনিয়া কুবের ভার্য্যা হরশিত মন।
পুত্র বধু ঘরে নিল করিয়া বরণ॥
এখানে জয়ন্ত রাজা নৈষধ ভুবনে।
সন্তানে সমান করে প্রজার পালনে॥
নলদময়ন্তি কথা করিলে শ্বরন।
কলির নাহিক ভয় পাপ বিমচন॥
অতপর বলি কন্যানির অভিশাপ।
রচিলা শ্রীরামচন্দ্র সংগীত আলাপ।

ভণিতা ও কবির পরিচয় :—

(১) গরিটী সমাজ ধাম, গোপাল মুখুটী নাম,
তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় জেষ্ট, ভাবি পাদপদ্ম শ্রেষ্ঠ
গৌরি গুণ করিল রচনা॥
(২) জাহ্নবীর পুর্ব্বভাগ, মেদন মল্লানুরাগ,
তার মধ্যে হরিনাভি ধাম।
তাহে করি নিজ বাসে, শ্রীদুর্গামঙ্গল ভাশে,
কুলে রামচন্দ্র নাম॥

(৩) হরি নাভি ধাম, দ্বিজ বিনগ্রাম,
তাহার তনয় প্রথম সুত।
ত্রিপদির ছন্দে, দ্বিজ রামচন্দ্রে,
রচিল পাচালি বিনয়ি যুত ॥

"সমাপ্ত হইল। স্বক্ষরমিদং শ্রীবেহারি মোহন দাসস্য হক মালিক এই পুস্তক শ্রীযুত পীতাম্বর বাবুর বাটীর মণ্ডপ ঘরে সন ১১৯৯ সাথিতে মাতাবেক সন ১২৪৪ বাঙ্গালা তারিখ ৫চৈত্র রোজ শনিবার ৬এ দণ্ড বেলা গতে লিখা সমাপ্ত হইল। এই পুস্তক জে কেহ চুরি করিও মির্গা দাবি করিও কোন কেরবি করি লই জাএ তাহার পিতার ও চোদ্দ পুরুশের নরগামি হএ ও আজর্ম্ম নরকে থাকিবেক ইতি॥"

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩, উভয় পিঠে লেখা। মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠার অভাব। বৃহৎ গ্রন্থ।

মাননীয় দীনেশবাবু 'দ্বিজ রামচন্দ্র প্রণীত দুর্গামঙ্গল' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। 'দুর্গামঙ্গল, ও 'নলদময়ন্তী, কি অভিন্ন? 'হরিনাভি' গ্রাম কোথায় অবস্থিত? গ্রন্থ শেষে এই কবির রচিত আর একটা কি পুঁথির আভাস পাওয়া গেল? এই সুন্দর কাব্যখানি পৃথক ভাবে সমালোচ্য।

২৫০। রুক্মিণী হরণ।

এই এক নুতন ধরণের গ্রন্থ। ৩১টি গীত (গাওন) ও ২১টি 'পটী ও লহরে' গ্রন্থ সমাপ্ত 'পটী' গুলি পয়ার বা ত্রিপদীচ্ছন্দে লেখা 'লহরের' কোন নমুনা দেখিলাম না। রচয়িতার নাম অপ্রকাশিত।

আরম্ভঃ— ১।

অথ রুক্মিক হরণ লীখ্যতে।

সব সখি পঞ্চম গাই বেলা বাজাই।
কাহি কাহি নাচ কাহিংবংশী বাজাই। ধুয়া।
কাহি পঞ্চ গুনি (?) কাহি সপ্ত গুনি
নব নব কাহি বাজাহি মৃদঙ্গ বাজাহি
কাহি গেরুআ বাজাই কাহি করতালি
কাহি কাহি মিলি কাহি গাওহুলী
ছেতার তাম্বুরা কাহি ছেতার বাজাই। সাঙ্গ।

শেষ ঃ— গীত।

মাতিয়া রঙ্গে সুখ তরঙ্গে ভাসে জাএ
দ্বারিকা নগরে।
আজ গোবিন্দের বিবাহ আনন্দ প্রতি
ঘরে ঘরে॥
জত কামিনীগণ করে মঙ্গলাচরণ
আবির কুমকুম হুলী করএ গোবিন্দ পরে
জথেক দ্বারিকাবাসী গোবিন্দ বিবাহে আসি
মুণিগণ দেবগণ সবে মোহৎসব করে ॥ সাঙ্গ।
৫২।

"এই পুস্তকের অধিকারী শ্রীবেহারি মোহন দাসস্য লিখিত শ্রীবেহারি মোহন দাস গুপ্তস্য শোয়ক্ষর মিদং ইতি শন ১২০১ মাথি তারিখ ১৮ মাঘ রোজ বৃহস্পতিবার এক প্রহর বেলা থাকি লিখা সমাপ্ত হইল। জাত্র গাওন—গাওন ৩১ পটি ও লহর ২১ মোট ৫২।" পত্র সংখ্যা—৭ উভয় পিঠে লেখা। আকারে বড় নহে।

২৫১। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর মুল্যবান গ্রন্থের নামটি কি, জানা যাইতেছে না। ইহা শঙ্করাচার্য্যের 'মোহমুদ্গর' বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতকের মত পার্থিব ভোগ বিলাসের অসারতা দেখাইয়া 'মনকে

উপদেশ দিতেছে। ইহার কবিত্ব, ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার ভাবুকতা অতুলনীয়, তাহা বুঝাইবার বিষয় নহে। ইহার ভত্তাবৎ গুণাবলী প্রকটন করিবার জন্য কোন বিশিষ্ট শিল্পীর লেখনী আবশ্যক। আমাদের মাতৃভাষায় এমন সুন্দর গ্রন্থ আছে দেখিয়া আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠে। নামাবিষ্কার করিয়া এই গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ করা উচিত।

পাণ্ডুলিপির লেখা অতি সুন্দর,—আধুনিক গোটা গোটা অক্ষর। বঙ্গদর্শনের আকারের ২৩ পাতায় গ্রন্থ সমাপ্ত,—প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। লেখক প্রোক্ত প্রিয়বন্ধু গঙ্গাচরণ বাবুর পিতৃদেব ৺ রসিক চন্দ্র দাস মহাশয়। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। তারিখ নাই। লেখক মহাশয় গ্রন্থের নির্ঘণ্ট পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু নামটি দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

রচয়িতার নাম 'দীনেশ'। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে ব্রাহ্মণের কোন সঙ্গীত গ্রন্থ পাঠ করিতেছি মনে হয়। গ্রন্থের ভাষা বর্ত্তমান কালের ভাষার মত। রচনা কি তবে আধুনিক?

আরম্ভ :—

অথ পরমেশ্বরের বন্দনা। ত্রিপদী।

জয় জয় হে মুকুন্দ, পরমাত্মা চিদানন্দ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রণবীতা।
নির্ব্বিকার নিরাশয়, নিরাকার নিরাময়,
নিরঞ্জন নির্লিপ্ত (?) নির্ম্মোহ॥
অনন্ত জীবের জীব, চরমে পরম শিব,
বাক্যাতীত মহিমা কির্ত্তন।
মন চক্ষু অগোচর, ব্যাপ্ত বিভু চরাচর,
পরাৎপর পরম কারণ॥ ইত্যাদি।

বলিতে ভুলিয়াছি, ইহা কোন ব্রাহ্মের রচনা বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মদের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' মন্ত্রটিও একস্থলে দেখা যাইতেছে। "একমেবাদ্বিতীয়ং চৌপদী" হইতে কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

(পঞ্চমং)

অতিশয় মনোহর, পেয়ে এই কলেবর,
কত তায় নিরন্তর, যতন করিছে হে।
না বুঝায়ে সবিশেষ, মনোমত কথ বেশ,
বাঁকায়ে মাথার কেশ, সময় হরিছ হে॥
জান না কি কাল য়েসে, যখন ধরিবে কেশে,
কোথায় রবে বেশভূষে, দেহ মাটি হবে হে।
অতএব ওরে মন, ভক্তিভাবে প্রতিক্ষণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, ভাবনা না রবে হে॥ ৪।

(অষ্টমং)

মত দিয়ে মিছে মতে, চরিয়া অজ্ঞান রথে,
ভ্রমিতেছ ভ্রম পথে, কেন অনিবার হে।
কিছুই না করিতেছ, মিছে কাল হরিতেছ,
মিছে ঘুরে মরিতেছ, না বুঝিয়ে সার হে॥
ভুলেও কি একবার, নাহি ভাব দুরাচার,
ভব পারাবার পার, কেমনেতে হবে হে।
অতএব ওরে মন, ভক্তিভাবে প্রতিক্ষণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, ভাবনা না রবে হে॥ ৮।

শেষ :—

ঈশ্বরের স্তব পথ (পদ্য ?)।

* * * *

সকল কালের কাল তুমি মহাকাল।
তোমার নিকটে নাই এ কাল সে কাল॥
সকল কালের গতি তুমি কালের পাল।
প্রকাশি নিজ স্নেহ দেহ শুভ কাল॥
তোমার পুন্নাহ আজ শুভ পুণ্য দিন।
চরণ স্মরণ করি হোয়ে অতি দীন॥
অবির শরির দিয়া হরির নিবাসে।
রাখ পদে পদে পদানত দাসে॥

আপদ বিপদ যথ করিয়া সংহার।
করুন ভারতভূমে শান্তির সঞ্চার॥

ভণিতা :—

শ্রীদিন দীনেশ করে এই নিবেদন।
করিব মনের সহ ঈশ্বর স্মরণ॥
কটাক্ষ করিলে কৃপা সেই কৃপাময়।
দুরাচার শক্র শব শবে হবে ক্ষয়॥
চরণ স্মরণ করি কাটাইতে দিন।
এবার দিনের প্রতি না হবে কৃপীন॥
হরি হরি মম মন করি হরি শঙ্গ।
এত দুরে এই গ্রন্থ হইলেক শাঙ্গ॥

"ইতি শমাপ্ত। এহার মালিক শ্রীরসিক চন্দ্র দাস শাকিন পরৈকোরা থানে পটিয়া— দুর্থেন লিখিতং গ্রন্থ চোরেন নিয়তে জদি। সুকরি তশ্য মাতা চ পিতা তশ্য চ গদ্ধবঃ।"

২৫২। স্বপ্নবিলাস।

দুর্ভাগ্যক্রমে গোস্বামী কৃষ্ণ কমলের গ্রন্থ আমরা দেখি নাই, তাই এই সুন্দর গ্রন্থখানি তাঁহারই রচিত কিনা, বলিতে পারিলাম না। হস্তলিপিটি বড় প্রাচীন নহে,—তারিখ ও ভণিতা নাই। ডিমাই আকারের কাগজ দুই পিঠে লেখা—পৃষ্ঠ সংখ্যা—৫৪।

আরম্ভ :—

গীত রাখ (রাগ) বেহারা তাল ধ্রুবক।
বন্দে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র-চরণার-বিন্দ-দ্বন্দ্ব।
মকরন্দ-গুঞ্জ-লুব্ধ বৃন্দারক-বৃন্দ-বন্দ্য॥

মরি একি ভঙ্গি হেরি ব্রজের সে ত্রিভঙ্গ হরি
কিশোরীর ভাব অঙ্গি করি অবতরি বিতরিতে
প্রেমানন্দ॥

তাল সোআরি।

কখন শ্রীরাধার ভাবে আপনাকে রাধা ভাবে
স্বভাবের অভাবে ভাবে কৃষ্ণাভাবে কৃষ্ণভাবে।
ইত্যাদি।

শেষ :—

রাগ রামকেলী তাল কাওয়ালী।
ধৈন্য ধৈন্য চৈতন্য অবতারে।
অগণ্য অবতারে অনন্ত (?) ভক্ত তারে
কোন্ অবতারে যারে তারে তারে তারে॥
অকুল ভব পাতরে পরেছি ভুলে সাঁতারে
হেলায় ডাকিলে তারে সে তারে তারে।
যে ভাবে যে ভাবে তারে সে ভাবে সে ভাবে তারে
কেহ যারে না তারে তাহারে তারে তারে তারে॥

২৫৩। শনির পাঁচালী।

পূর্ব্বে এই শ্রেণীর আরও তিনখানি পুঁথির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আজকার পুঁথিখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র। অতি জীর্ণাবস্থা। তারিখ নাই। দেখিয়া বড় প্রাচীন বোধ হয়। পৃষ্ঠ সংখ্যা ১৫। শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। বাঙ্গালা কাগজ। পদ সংখ্যা ২৭৮।

আরম্ভ :—

শ্রীদুর্গা সহায়। অথ সনৈশ্চরায় নমঃ।
সরস্বতী পদজুগে করিআ প্রণতি।
ব্যাশে বৃহস্পতি পদে করিয়া ভকতি॥
নবগ্রহ মধ্যেতে প্রধান গ্রহ সনি।
জার দৃষ্টে গনেসের মুণ্ড হৈল হানি॥
প্রত্যক্ষ্য জানিআ ভাই হইয় সাবধান।
মনের মানশে পুজা করহ তাহান॥
দেবতা হৈআছে পুর্ব্বে এই বিবরণ। (?)
লোকেতে হএছে জেই সুনহ এখন॥

শেষ :-

সকল গ্রহের মধ্যে প্রধান গ্রহ সনি।
সেবিলে সম্পদ লাভ না সেবিলে হানি॥
এই পাচালি জেবা করে অবহেলা।
নিশ্চয় জানিয় সেই জম ঘরে গেলা॥

ভণিতা :-

দ্বিজ বিনদে (বিনোদে) বোলে সুন সাধু ভাই।
সনি দেব পরে আর অন্ন দেব নাই॥

শুওবত কর তবে সর্ব্ব ভক্তগণ।
সনির পাচালি কথা হৈল সমার্পন ॥

"ইতি সনির পাচালী সমাপ্ত। শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মন হীল সাকিন নিলকান্দি এই পুস্তক।"

২৫৪। প্রসাদ-সঙ্গীত।

ইহাতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গীতগুলি সংগৃহীত আছে। অল্প কয়েকটা ভিন্ন আর সবগুলিই ছাপা আছে। পুঁথির পত্র সংখ্যা (বড় কাগজের) ৪৮ ও গীত সংখ্যা—১৬৩। ছাপা গীতের সহিত অনেক পাঠভেদ দেখা যায়। নিম্নলিখিত গীতটি কাব্য-বিশারদের সংগ্রহ পুস্তকে পাওয়া যায় নাই :—

মা যদি ধরে তোল তবে তরি এ অকুল।
আমার একুল ওকুল দুকুল পাথার মধ্যে।
সাতার বিষম হইল ॥
সঙ্গী গুলা হইল ছাই, আমি তাদের সঙ্গে
ভেসে যাই,
(কারে ধরতে গেলে)
মনে ছিল যে ভরসা না পুরিল সেই আশা,
আমায় ভুল্যালে যখন ডুবালে তখন
এখন কি মা করি বল ॥
শ্রীরাম প্রসাদের ভার মা বিনে কে লবে আর
আমার মরণ কাজে চরণ দিয়ে
সঙ্গে নিয়ে কাশী চল ॥ ৬৪ ।

"এই বহির মালিক শ্রীষষ্ঠীচরণ চক্রবর্ত্তী সাং নিলকান্দি ষ্টেসন পালঙ্গ পরগণে বিক্রমপুর ইতি সন ১২৮৪ তাং ১লা বৈশাখ।"

২৫৫। অমৃত-তোষণিকা।

ইহা একখানি বৈষ্ণবধর্ম্মমূলক দেহ-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি উপাদেয়। রচয়িতার নাম অপ্রকাশিত।

শ্রীহরি। শ্রীচৈইতন্য চন্দ্রায় নম।
শ্রীনিত্যানন্দ ঐ নম ॥
শুনহ অপূর্ব্ব কথা দেহের নির্ণয়।
জার জৈছে স্থিতি তাহা কহিব নিশ্চয় ॥
চৌদ্দ পুয়া দেহ হয় আপন প্রমাণ।
তাহে যত নাড়ী আছে শুনহ কারণ ॥ ইত্যাদি।

পুঁথিখানি 'বীরভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। তাহা হইতেই এতদ্বিবরণ সঙ্কলিত হইল। এখানে একটি কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে। লিপিকর-প্রমাদ 'ন' বা 'ণ' কি 'ল' হইতে পারে না? প্রাচীন হস্তলিপিতে উহাদের ত কোনই প্রভেদ দেখা যায় না। প্রাচীন পুঁথি সমালোচকগণ কার্য্যকালে একথা ভুলিয়া যান কেন? তাই আমরা দেখিতেছি, সুপণ্ডিত মিঃ গ্রিয়ারসন 'মাণিকচাঁদের গানে' 'গাভুরালী'কে 'গাভুরাণী' ও এই 'অমৃত তোষণিকা' সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের 'নির্ণয়'কে 'নির্লয়'রূপে প্রচারিত করিয়া জটিল সমস্যা-সঙ্কুল প্রাচীন সাহিত্যের জটিলতা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

২৫৬। অর্জ্জুন গীতা (অর্জ্জুন সংবাদ)।

অর্জ্জুনের কথা হৈল যেই মত।
জিবের নিস্তার হেতু প্রকাশ পৃথিবীতে ॥
সুনিলে তুরিতে পাপ খণ্ডেত তখন।
অর্জ্জুন পুছেন কৃষ্ণকে হঞা সাবধান ॥

শেষ :

সুনহ সকল লোক এক চিত্র করি।
কৃষ্ণের বচনে সভে বল হরি হরি ॥
জে জন সরূপ হঞা কৃষ্ণে মন ধরি।
এক চিত্তে হইয়া স্মরণ জেবা করি ॥

অবিলম্বে পায়ে সেই কৃষ্ণের চরণ।
বৈকুণ্ঠ বসতি তার কহিল বচন॥

"ইতি বৈষ্ণব কথামৃত ভাগবত অর্জ্জুন সংবাদ পুস্তক সমাপ্ত। যথা দিষ্টং তথ্য লিখিতং লেখোকো দোষ নাস্তি। পাঠক শ্রীকালীচরণ দত্ত সাং চুড়ন্ত লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দাস সাং খাএর পাড়া। ইতি সন ১২০৮ সাল তারিখ ২১ পৌষ সোমবার বেলা এক প্রহরের গত। মোকাম মালকটক।"

ভণিতা নাই। পত্র সংখ্যা ৯।

২৫৭। জয়দেব প্রসাদাবলী।

এইত কহিল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ।
জয়দেব প্রসাদাবলী করিল বর্নন॥

শেষ :—

শ্রবণে মঙ্গল হয় সর্ব্বরস সার।
বক্রনাথ কৃপাবলে হইল পয়ার॥
অনুকুল গোপীকান্ত মহান্ত সন্তান।
অম্বিকা নিবাসী এবে শওরা বিরাম॥
শান্ত দান্ত অতি ধীর দয়া কৃপাবান।
পড়াইল গীত মোরে টীকা প্রণিধান॥

*　　*　　*

সাকিম মুকসুদাবাদ হয় গঙ্গাতীর।
যোজনার্দ্ধ হয় গ্রাম নগর বাহির॥
তেলিয়া নিবাসী উত্তরাংশে বেগবতী।
যোজন প্রমাণ হয় না হয় সঙ্গতি॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সভে বসতি সুন্দর।
পুর্ব্ব পশ্চিমাংশে গ্রাম দীর্ঘ বহুতর॥
ক্রাশেক (ক্রোশেক) প্রমাণ গ্রাম বাস গড়ের ভিতর।
লোচন নৃসিংহ দুই হয় সহোদর॥
পিতামহ পুর্ব্বখ্যাতি ব্রহ্মচারি।
করিয়া সকল তীর্থ সংসার বিহারী॥
মহাতেজমন্ত হয় কুলের প্রধান।

*　　*　　*　　*

ব্রহ্মচারি ক্ষতি (?) বলি জানয়ে সকলে।
ত্রিতিয় নন্দন তার আছয়ে কুশলে।
তার মধ্যে আমি অতি হই কৃপাহীন।
না ভজিল কুলধর্ম্ম এই নষ্ট চিহ্ন॥
দ্বিতীয় তনয় শেহো আর বনিতা।
শ্রীকৃষ্ণ আপন করি জগত বঞ্চিতা॥
গঙ্গা গোবিন্দ দুই পুত্রের আক্ষান।
অবশ্য গোবিন্দ তারে করিবে কল্যাণ॥
তাহা না গণিয়ে আমি অনিত্য বচন।
কৃপাকর গোপীনাথ লইনু শরণ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে দ্বাদশ সর্গে জয়দেব প্রসাদাবলী পয়ার বর্ননং সম্পূর্ণ। সন ১২৫৫ সাল তারিখ ১১ চৈত্র। পত্র সংখ্যা ১০২। প্রাপ্তি স্থান লুড়াই, গোস্বামী বাড়ী। গ্রন্থকারের নামটা কি হইল ?

২৫৮। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

ভাগবত কৃষ্ণ কথা　　পুরাণের সার গাথা
　　কন শুক ব্যাসের তনয়।
কৃষ্ণপদে রচিত　　শ্রোতা তাহে পরীক্ষিত
　　ঋষিগণ যুত তাহা কয়। ইত্যাদি।

ভণিতা :—

চক্রবর্ত্তী পরশুরাম গাইল কৌতুকে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পুথি শুন সর্ব্বলোকে॥

শেষ :-

শুন রে ভকত লোক হঞা একচিত।
রুক্মিণী হরণ কথা কহিব বিদিত॥
ভাগবতে কৃষ্ণ কথা সর্ব্ব পাপনাশা।
দ্বিজ পরশুরাম গান গোপাল ভরসা॥
ইত্যাদি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত, শেষ পত্রাঙ্ক ১০০। প্রাপ্তি স্থান করিধা।

২৫৯। মনসা-মঙ্গল।

বন্দ দেব গণপতি বিনএ ভকতি স্তুতি
তুমি দেব হরের নন্দন।
দিব্য বস্ত্র পরিধান সদাই মত্তজ্ঞান
আগে পুজা করে দেবগণ॥

ভণিতা :—

বর পাঞা বসুমতি বসল ধেয়ানে।
মনসার বরে কবি বিষ্ণুপালে ভনে॥

শেষ :—

এতেক দেবীর আজ্ঞা মাদাএর গমন।
একেক পা ফেলিছে মাদাই চোরাসি জোজন॥
ইত্যাদি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। বর্ত্তমান পত্র সংখ্যা ১৭+১২২=১৩৯। প্রথম ১৭ পত্রে বন্দনা পালা সমাপ্ত। প্রাপ্তি স্থান সেহাড়া জেলে বাড়ী।

২৬০। বিহদ বিরাটপর্ব্ব।

পুঁথিখানি কীট দষ্ট,—আরম্ভ ও শেষ উভয়েই। ১৩৪ পত্রে শেষ। তারিখ ২২ ফাল্গুন (বৎসর কীটদষ্ট)। লেখক সূর্য্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাং বীরসিংপুর। পটক (পাঠক?) * * সাকিম অটঙ্গন।

ভণিতা :—

পুনরপি উত্তর করেন্ন জিজ্ঞাসন।
রচিল সারণ কবি উৎকল ব্রাহ্মণ॥

প্রাপ্তিস্থান করিধা। 'বিহদ' কি বৃহৎ?

২৬১। ধর্ম্মপুরাণ।

মন দিয়া শুন সভে ধর্ম্মপুরাণ।
সকীয় মহিমা শুন হঞা সাবধান॥

শেষ ও ভণিতা :—

জথা তুমি উপনীত
তোমা বিনু আনন্দে চঞ্চল।
দ্বিজ ময়ুর ভট্ট বঙ্গে * * * গায়ন স্বন্ধে
গাই গীত মঙ্গল॥

পত্র সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট, আন্দাজ দেড় শত। খণ্ডিত পুঁথি। প্রাপ্তি স্থান নুড়াই যুগী বাড়ী।

২৬২। ধর্ম্মপুরাণ।

এই পুঁথিখানি খণ্ডিত। কয়েকটি পত্র মাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্তিস্থান ঐ যুগী বাড়ী।

ভণিতা:—

নিরঞ্জন মঙ্গলের য়পুর্ব্বা বন্দনা।
শ্রীসাম (শ্যাম) পণ্ডিত ভাসে করিঞা ভাবনা॥
শুনিয়া দত্তের বাণী ভবনে চলিলা রাজ্ঞী
মোনে মোনে করিয়া ভাবনা॥
নিরঞ্জন পদ আসে শ্রীসাম পণ্ডিত ভাষে
য়বধানে শুন সর্ব্বজনা॥

২৬৩। অর্জ্জুন-সংবাদ।

ইহার প্রথম পাতা নাই দ্বিতীয় পত্রের

পুনর্ব্বার অর্জ্জুন তবে পোছে জগন্নাথে।
বৈষ্ণবের গতাগতি জানি ভাল মতে॥
আর কিছু শুনিতে আছয়ে মোর মন।
ভক্তিযোগ কথা কিছু কহ নারায়ণ॥

শেষ :—

এতেক জানিয়া জেবা করে হরিনাম।
জন্ম জন্ম কৃষ্ণ চরণে তার ধাম॥
ক্রোটী জন্মে হরির চরণে রাখে ভক্তি॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার হয়ত ওন্নতি॥

"ইতি অর্জ্জুন সংবাদ সমাপ্ত। পাঠক শ্রীসরূপ লাল দাস সাং সিউড়ী পরগণে

খটাঙ্গা মতালগে জেলা বিরভোম সন ১৮৩০ সাল তাং ১৪ মার্চ্চ সন ১২৩৬ সাল তাং ২২ চৈত্রী রোজ রবিবার।" পত্র সংখ্যা ১১। গ্রন্থকারের নাম নাই। প্রাপ্তি স্থান ঐ যুগী বাড়ী।

২৬৪। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস।

প্রথমে বন্দিব * * পরাশরে।
ব্যাসরূপে গোবিন্দ জন্মিলা জার (ঘরে)

ভণিতা :—

শ্রীকৃষ্ণ বিলাস রস সর্ব্ব পরাৎপর।
রচিল পরম ভক্তি শ্রীকৃষ্ট কিঙ্কর॥
শ্রীনন্দন পদে রহু মোর মন।
যুগে যুগে পাই জেন অভয় চরণ॥
ইতি শ্রীবলি ছলন কথা সম্পূর্ণং॥

শেষ :—

* * রূপী ভৃগুর চরণে পরিণাম।
জার গুণে শ্রীকৃষ্ট কিঙ্কর হৈল নাম॥
জার গুণে গোবিন্দ ভজনে হৈল আস।
জার গুণে কৈল হরিদাসের সন্তাস॥
গবিন্দের গুণে গুরু করিল আদেশ।
শ্রীকৃষ্ট কিঙ্কর বলি (?) করিল আদেশ॥
বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীগোপাল দাস।
আজন্ম ভরিয়া কৈল গুরুতে বিশ্বাস॥
অকুমার ব্রতে দেহ করিয়া সোধন।
অন্তে সুরধনী মধ্যে পাইল নারায়ণ॥
সর্ব্ব কবিগণে আমি করি পরিহার।
আপনা গুণে দোষ না লবে কাহার॥

পুঁথিখানি খণ্ডিত,—প্রথম ও শেষ পত্র জীর্ণ ও খণ্ডিত। পত্র সংখ্যা ১৭৪।

২৬৫। বীরভূমে সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া।

এই কবিতাটি দ্বিতীয় বর্ষের বীরভূমির চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচয়িতা আজও জীবিত।

ভণিতা :—

কাএস্ত কোলে জন্ম মোর রহি কৃষ্ণদাস।
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় জে নিবাস॥
জেলা বীরভুম তাহে লোনি পরগণা।
লাউরাম তাহে লাঙ্গলের আনা॥
১২৬২ সাল এই গোলমাল বড় ভাবনামনে।
কুলকুড়ি লোট হয় ২৩ শ্রাবণে॥

পদ সংখ্যা—৮২।

২৬৬। মোহ-মুদ্গর।

আরম্ভ :—

এক দিন সিব দুর্গা বসিঞা কৈলাসে।
রহস্যের কথা কহেন পরম হরিসে॥
পার্ব্বতি কহেন নাথ করি নিবেদন।
কৃষ্ণ ভক্তি কথা কিছু করিব শ্রবণ॥

পুঁথিখানি খণ্ডিত। শেষ পত্র ১১।

শেষ :—

মালা তিলক কর তুমি কপট আচার।
লোকেতে বলহ তুমি অতির্থ ব্যবহার॥

প্রাপ্তিস্থান সেহাড়া জেলে বাড়ী। গ্রন্থকারের নাম নাই। ইতি পূর্ব্বে আমি আরও ৩খানি এই গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কোন্‌টায় কি প্রভেদ বলা যায় কি?

২৬৭। মহাভারত।

এই পুঁথিখানি খণ্ডিত,—শেষ কতদুর নাই বলা যায় না। ২—২৫১ পাতা বর্ত্তমান্‌ লেখক শ্রীরাধারাম গুপ্ত পীং কালীচরণ গুপ্ত সাং হইদ গাও (হাইদ গাও, থানা পটীয়া চট্টগ্রাম)। লেখার তারিখ অপ্রাপ্ত। দেখিতে প্রাচীন বোধ হয়। অতি জীর্ণাবস্থা। তুলট কাগজ; দুই পিঠে লেখা।

পুঁথির বর্ত্তমান অংশে কচ দেবযানী কথা, শকুন্তলা উপাখ্যান, সভাপর্ব্ব, বনপর্ব্ব ও বিরাটপর্ব্ব পর্য্যন্ত আছে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

দক্ষিণে আছএ দির্ব্ব এক পুরি খান।
পুরি মৈদ্যে দেখিবা এক কৈন্যা বিদ্যমান॥
সেই কৈন্যা না আনিবা (?) যুন জন্মেজয়।
* * খরি না করিবা কহিনুম নিশ্চএ॥
এ বোলিআ ব্যাস মুনি গেল তপবনে।
বিশ্বঅ হইআ রাজা চিন্তে মনে মনে॥

ভণিতাগুলি যথাক্রমে এইরূপ :—

(১) গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্ব।
ব্যাসমুনি বাক্য জান অষ্টাদশ পর্ব্ব॥

(২) যষ্টিবর সেন সুতে * * *
গঙ্গাদাসে রচিল পঞ্চার॥

(৩) ভারতের পুন্ন কথা শ্রদ্ধা দুর নহে।
পরাকৃত পদবন্ধে কবিচন্দ্র দাসে কহে॥

(৪) কবীন্দ্র পরমেশ্বরে কহে হরিগুণ সর্ব্বদাএ
হরি বিনে না ভজিঅ আর।
পরম আনন্দমএ ভক্ত প্রভু দআমএ
তবে ভব পাইবা নিস্তার॥

(৫) সভাপর্ব্ব মোহাপোথা নানারসমএ।
মধুরস কল কথা কহিল সঞ্জএ॥

(৬) হরি নারায়ণ দেব দিনহিন মতি।
সঞ্জয়ভিমানে (?) কৈলা অপূর্ব্ব ভারতি॥
ব্যাসদেব হোন্তে মহা ভারত প্রচার।
সঞ্জয় রচিআ কৈলা পাঞ্চালি পঞ্চার॥

(৭) শ্লোক ভাঙ্গিআ পোথা করিআ পদের গাথা
ত্রিভুবনে তরিতে উপাএ।
দিনহিন মূঢ়মতি হরি নারায়ণ গতি
শ্লোক ভাঙ্গি কহিল সঞ্জএ॥

(৮) রচনা বিসেস ত নানারসমএ।
হরি নারায়ণ দেব বাখানে সঞ্জএ॥

(৯) ভারথের পুণ্য কথা জেন সুধামএ।
যুনিলে অধর্ম্ম হরে পাপ হএহএ॥

লস্কর পরাগল ভুবন বিখিত।
করিলেক পাচালি লোকের রহিল হিত॥

শ্লোক।

ধন্যং পুণ্যং হতং মঙ্গং সতঙ্গোসরনার্থিনাং।
বদস্তাং সতত জিয় খান শ্রীপরাগল॥

(১০) লস্কর পরগল নায়কের গুরু।
মেদনি মদন সম দানে কল্পতরু॥
অপূর্ব্ব ভারথ কথা অমৃতের সার।
কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পঞ্চার॥

ব্রহ্মার শাপে 'মহাভিস' (?) নরপতির মর্ত্তাগমনোপলক্ষে হোসেন সাহা সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখিত আছে :—

মর্ত্তে গিআ জনমিব হস্তিনার পুরে।
চন্দ্রবংশে জনমিব প্রদিপ রাজার ঘরে॥
এই বোলিআ নৃপতি আইল সেই স্থানে।
মৃত্যুকল্প প্রায় হইআ দুঃখে ভাবি মনে॥
অনেক জতনে তাক সৃজিলেন বিধি।
পৃথিবীতে কল্পতরু সেই গুণনিধি॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিসারদ মহিমা অপার।
কলি জুগে সেই জেন রাম অবতার॥
প্রতাপ তপন সম বিপক্ষেত জম।
পৃথিবী বিজঅ কৈল সর্ব্ব অনুপাম॥
সুলতান হোচন সাহা পঞ্চ গৌরেশ্বর।
ত্রিপুরার দ্বার পাইল শুন মোহাবির॥
সোণার পালঙ্কি দিল এক লক্ষ ঘোড়া।
দির্ব্ব রাঙ্গা টোপ দিল লক্ষের কাপরা॥
শ্রীযুক্ত পরাগল খান মোহামতি।
দরিদ্র তারণ (?) করে অনাথের গতি॥
কুতুহলে ভারথের পুছন্ত কাহিনি।
কোন মতে পাণ্ডবে পাইল রাজধানী॥

* * *

তাহান আদেশ মাল্য মাথে ধরি সার।
কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পঞ্চার॥"

১৬৩ পত্রে সভা পর্ব্ব ও ২২৬ পত্রে বন পর্ব্ব শেষ। ২২৭ পত্রে বিরাট পর্ব্বারম্ভ।

বন পর্ব্বে ভণিতা নাই, লিপিকর অনেক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি, তুমি, কেনে প্রভৃতি আহ্মি, তুহ্মি, কেহ্নে।

২৬৮। প্রতাপচন্দ্র-লীলারস-প্রসঙ্গ-সঙ্গীত।

বর্দ্ধমানের জাল রাজা প্রতাপচন্দ্রকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও গৌরাঙ্গের অভিন্নাত্মা মনে করিত। তাই তাঁহার লীলা প্রকটনার্থে শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানি প্রণীত। জাল রাজা ১৮৫২ কি ১৮৫৩ সালের প্রথমে প্রাণত্যাগ করেন; গ্রন্থ রচনা হয় ১২৫০ সালে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশাতেই এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। গ্রন্থকার বোধ হয় প্রতাপের একজন চেলা ছিলেন। তিনি প্রতাপের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিবারই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। রাজনৈতিক কথাও অনেক আছে। গ্রন্থকার ইংরাজের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা কিছু দুর্ব্বোধ্য।

রচয়িতার নাম অনুপচন্দ্র দত্ত; নিবাস কাটোয়ার সন্নিকট শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশজ বাবু দুর্গামঙ্গল দাসের আজ্ঞায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৬৫ শকে, ১২৫০ সালে ১৩ই অগ্রহায়ণ এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

এতৎ গ্রন্থাবলম্বন করিয়া 'বীরভূমি'তে প্রতাপচন্দ্রের কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। তাহা হইতেই এই বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিলাম। পুঁথিখানির সংগ্রাহক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

২৬৯। বান ভাগীর কবিতা।

(সন ১২৩০ সালের বন্যা উপলক্ষে রচিত)

আরম্ভ :—

নদী সে দামোদরে, বড়া করে, করছে আনা গোনা।
দুধারে মিশায়ে ভাঙ্গে সেরগড় পরগণা॥
এলো বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে, ভাঙ্গলো রাজার গড়।
দুড়্ দুড়্ শবদে ভাঙ্গে পর্ব্বত পাথর॥

শেষ :—

এবার বান, বাবির হলো, রাত পোহালো, চলিনু মাটে মাঠে॥

ভণিতা :—

বারশ ত্রিশ সালে, বরষা কালে, ভণিল নফর দাস।
কেউ হলো পাতুড়ে রাজা, কারো সর্ব্বনাশ॥

পদ সংখ্যা—৩০। সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু শিবরতন মিত্র মহোদয় ইহা 'বীরভূমি'র দ্বিতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যায় সমগ্র প্রকাশিত করিয়াছেন। তথা হইতেই ইহা সঙ্কলিত হইল।

২৭০। মহাভারত—অনুশাসন পর্ব্ব।

এইখানি সঞ্জয়-প্রণীত। পত্র সংখ্যা ৭; এক পিটে লেখা।

আরম্ভ :—

নম শ্রীগুরুবে নমঃ।
অথ অনুসাসানিঅ পর্ব্ববিধি।
জন্মেজয় নৃপতি এ জিজ্ঞাসিল পুনি।
তার পাছে কি হইল কহ মহামুনি॥
বৈষপায়নে বোলে শুন নরনাথ।
অনুসাসনিয় পর্ব্ব এহার পশ্চাত॥

শেষ :—

শান্ত হই বসুদেব বসিল আসনে।
পাত্র মিত্র সহিতে বসিলা জনার্দ্দনে॥
জেই গাএ জেই শুনে জাএ বিষ্ণুপুরে।
রুগির খণ্ডএ রোগ বোলে দামোদরে॥

ভণিতা :—

পাপ তাপ মহাপাপ খণ্ডে অতিশএ।
লোক তরিবার হেতু বাখানে সঞ্জএ॥

"ইতি শ্রীমহাভারথে অনুসাসনিক পর্ব্ব সমাপ্ত। ইং সন ১১৯২ মং তাং ১ ফাল্গুন সিব চতুর্দ্দসি এক বৈঠাতে প্রাএ এক প্রহরের মৈদ্ধে লিখা হএ। মোকাম রাজার হাটবারি নিজ বাসা নিজ সিরীস্তাতে কাজেতে থাকি লিখন সোদ্। দুঃখেন লিখিতং" ইত্যাদি শ্লোক। লেখকের নাম নাই। ইহা আমার নিকট আছে।

২৭১। ভারত-সাবিত্রী।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতকার সঞ্জয়ের রচিত। সম্ভবতঃ মহাভারতের পর এই 'ভারত সাবিত্রী' রচিত হয়। মহাভারত হইতে ইহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং উন্নত। 'ভারত সাবিত্রী মহাভারতের একটি সার সংগ্রহ মাত্র। অনুবাদ গ্রন্থ।

আরম্ভ :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নম।

অথ ভারত সাবিত্রী পুস্তক লিখতে।
প্রণমহ নারায়ণ সংসারের সার।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা যার॥
নারায়ণ হরি হরি প্রভু জনার্দ্দন।
শ্রীবিষ্ণু গোবিন্দ সনাতন॥

শেষ :—

ভারত শুনিতে যেবা অন্য কথা কএ।
নারকে ডুবিতে মন করিল নিশ্চয়॥
ভারত শুনিতে যেবা শ্রদ্ধা মন করে।
মহা ঘোর পাপ নাশে বিপদ উদ্ধারে॥

ভণিতা :—

শ্রবণে খণ্ডয়ে পাপ শুনে যেবা জনে।
সঞ্জএ পয়ার কৈল গোবিন্দ চরণে॥

"ইতি শ্রীমহাভারত সাবিত্রী পুস্তক সমাপ্ত। স্বকিয় পুস্তক শ্রীরাজকৃষ্ণ নন্দী সাকিম পরগনে হুসেনপুর গচিহাটার মধ্যে আতরতপা গ্রামে (কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।) ইতি সন ১২২৭ সন তেরিখ তেহিশা পৌষ রোজ শুক্রবার প্রথম বেলা সমাপ্ত।"

ক্ষুদ্র পুস্তিকা; ১১৪ শ্লোকে সমাপ্ত। এই গ্রন্থখানা "আরতি" পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়। "আরতি" হইতেই এই বিবরণ লিখিয়া দিলাম।

এই সুযোগে একটি অবান্তর কথা বলিব। উক্ত প্রবন্ধলেখক তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"এদিকে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাঙ্গালা সাহিত্য * * * * * পূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারী মুসলমানের করাল ধ্বংসনীতির অন্তবর্ত্তী হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল। * * * * সে মুসলমানের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে, বহু হস্তলিখিত সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়াছে।" লেখক প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ না হইলে অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া এইরূপ স্বীয় গাত্র কণ্ডুতি নিবারণ করিতে নিশ্চয়ই অগ্রসর

হইতেন না। কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে হাসিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া গেলে তাঁহার কথাগুলি উচ্চমূল্যে বিকাইত। সাহিত্য সংসারে মুসলমানদের সম্বন্ধে প্রাগুক্ত উক্তির বিপরীত কথাই প্রচারিত আছে, তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া নিষ্ফল।

২৭২। ভগবদ্গীতানুবাদ।

ইহাও সঞ্জয়ের কৃত। ইহার সূচনায় এইরূপ বন্দনা আছে:—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে (?) রাধাকান্ত নমস্তোতে।

এই বন্দনা হইতে সঞ্জয়কে গৌরাঙ্গের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কালের কবি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। দীনেশবাবু কিন্তু তাঁহাকে চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাভারত এবং 'ভারত সাবিত্রী' অপেক্ষা গীতার অনুবাদে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃত অভিজ্ঞতার পরিচয় অধিক লক্ষিত হয়। বৃদ্ধ বয়সেই বোধ হয় গীতার এই অনুবাদ রচিত হয়।

এই বিবরণও 'আরতি'র উক্ত সংখ্যাদ্বয় হইতে সঙ্কলিত হইল।

২৭৩। ভারত-সাবিত্রী।

ইহাও 'ভারতে'র সংক্ষিপ্ত সার। এই অনুবাদটি মূল হইতে অনেক বিস্তৃত এবং আড়ম্বরপূর্ণ। এই অবান্তর অংশটি ও ভণিতাটি পরিত্যাগ করিলে ইহাও সঞ্জয়-রচিত বলিয়াই মনে হইবে। ইহার শ্লোক সংখ্যা—১৯২। ১২০৮ সনের লিখিত।

ভণিতা:— ॥০

দাস গোঁপে বুলে পরম আনন্দে।
ভারত সাবিত্রী রচিল পয়ার প্রবন্ধে।

এই 'ভারত সাবিত্রী'র মূল সংস্কৃত গ্রন্থ খানি 'বিদ্যোদয়' পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। 'আরতির' উক্ত সংখ্যাদ্বয় হইতে সঙ্কলিত।

২৭৪। ক্লীবত্ব-মোচন।

ইহা চট্টগ্রামের পারস্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ "তওয়ারিখি হামিদী" প্রণেতা মৌলবি অগ্রগণ্য ৺ হামিদুল্লা খান বাহাদুরের রচিত। শ্মশ্রু ছেদনকারী মুসলমানদিগকে শ্লেষ করিয়া গদ্যে পদ্যে তিনি ইহা লিখিয়াছেন। শ্মশ্রু-ছেদন মহম্মদীয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কি-না! আরব্য ও পারস্য ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল; কিন্তু বাঙ্গালায় তাঁহার ততটা জ্ঞান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার রচিত 'ত্রাণপথ' নামক আরও এক খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই উভয় গ্রন্থই সন ১২৭৭ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল, দেখিতেছি। মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়াই বিবরণ দেখিলাম। উভয় গ্রন্থের ভাষাই অদ্ভুত,—অনেক স্থলে চট্টগ্রামি ভাষার সংমিশ্রণ জাত। আবরণ পত্রে লিখিত আছে:—

"শ্রীশ্রীপরমেশ্বর।

এই পুস্তকের নাম ক্লিব ও (ক্লিবত্ত ?) মোচনা অর্থাৎ নপুংসক ও (?) বিনাসন। তাহাতে পড়ামুখ নপুংসক বানরের ন্যায় স্ত্রিলোকের নিন্দা আর দাড়ি ও কেষ লেষ ইত্যাদি রাখন ও কাটনের নিয়ম আর তাহার হেতু ও মর্ম্ম ও সার কথা এবং তাহাতে সন্তের অর্থাত সবার আদেশ ও তাহার প্রসংসা আর নিসেধ ও নিসেধিয়

কাজ্যের নিন্দা ইতি। চাটিগ্রামের প্রধান রইছ শ্রীযুত মোহাম্মদ হামিদোল্লাহ্ খান বাহাদুর ছাহেব ছ্লামাবাদির কৃত লোকের উপকারার্থে প্রাণপেঞ্চনে শ্রেমেতে বিশেষরূপে করিয়া * ছাপা হইল।"

"হিজড়ার ন্যায় লোকর্দ্দেশের গতি। আমি তাহার পোনর প্রকার দোস লিখিতেছি মহামহিম মহাসয়েরা মন জোগ করিবেন।

ওহে ভাই যদি তুমি আপনাকে না মর্দ্দ খোজার ন্যায় বনাইতে চাহ তবে দাঁড়ি কাট কেননা খোজা ও নামর্দ্দের দাড়ি হয়ে না।" ইত্যাদি।

এ রকম ১৫ দফার পর দাঁড়ি ছেদন না করার পক্ষে তাঁহার "হেতুবাদ এবং তার্‌ প্রমাণ।" তাহার কিয়দংশ এই :—"তাহার মর্ম্ম এই জে ঈশ্বরে জেমত্ বনাইআছেন তেমত বনাইবার কেহরহ কদাচিত্ সাধ্য নাই এবং তাহার কর্ম্ম কথনও ব্রেথা ও অনার্থাক নহে জেমত্ হস্তার্জে পঞ্চ অঙ্গুলি সহিতে সৃজিআছেন যদি তাহাতে অন্য অঙ্গ হইতে বেসি জোড়া না থাকিত তবে কিছু ধরা না জাইত" ইত্যাদি। ইহার পর 'পদ বন্দি'। নমুনা এই :—

শুন ভাই নিদাঁড়িয়া লোকদ্দের গত।
মুখ তার লোম হিন বানরের মত।
হিজরার ন্যায় কিবা শ্রদ্ধা তার মনে।
ঘসিতে অঙ্গের সঙ্গে বদনে বদনে। ইত্যাদি।

রচনাকাল ও সমাপ্তি :—

জুমাউার জিহজ্জার চতুর্থে কহিল।
হিজ্রি সন বারসত আটায় হইল।
এই গ্রহন্তের নাম ক্লিবত্ব মোচন। (?)
তার অর্থ নপুংস ও কাজ্য নিবাসন।
আমু নাম রাখা গেল আরবি ভাসাতে।
'তাদিবোল মোতখন্নেথিন' সেন্দর্থ মতে।
গ্রহন্তের নাম মতে আমার এ আষ।
প্রমেশ্বরে (?) তার ভাব করিতে প্রকাষ।
এই সন নামেতে সমাপ্ত হৈল কথা।
উচিত্ত প্রমেশ্বরের (?) সোকর সর্ব্বথা।
সদায় রছুল পরে ছলাত ছলাম।
মোহাম্মদ আছয়ে জাহার পাক নাম।
সকল মোমেন পরে ছলাম জানাই।
আমা হৈতে মাগ মোর আখের ভালাই।

ক্লিবত্ব মোচন নাম পুস্তক সমাপ্ত ইতি।"

৮ পেজি কাগজের ১৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত;—বড় বড় অক্ষর। ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

২৭৫। ত্রাণ-পথ।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত এই সেই 'ত্রাণ-পথ'। এখানি বোধ হয় খাঁ সাহেবের শেষ বয়সের রচনা। প্রায় ২৫ বৎসর হইল, তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। ইহা পদ্যে লিখিত। আবরণ পত্র লিখিত অংশটি দৃষ্টি করিলেই ইহার প্রতিপাদ্য কি, বুঝা যাইবে। তৎযথা :—"শ্রীশ্রীহক নাব। ত্রাণপথ নামক পদবন্দি পুস্তক। যাহাতে খোদা নিরাঞ্জন এক ও জথা সাধ্য তাহান চিননের ও জাননের কথা ও শুকৃতি জাহাতে লোকে ত্রাণ পায়ে ও কুকৃতি জাহাতে মনিস্থে দুই কুল হারায় তাহার বিবরনাদি পদেতে। এছলামআবাদ অর্থাত চাটিগ্রামের প্রধান রইছ শ্রীযুত মোহাম্মদ হামিদোল্লাহ খান বাহাদুর ছাহেব ইছলামাবাদির কৃত * * * *।"

ত্রাণপথ নামক পদবন্দি।
প্রথমে সকল আগে স্মরি প্রভু নাম।
পরিবার সহকরি নবিকে ছলাম।

পরে কিছু ধর্ম্ম পথ দেখাইতে চাই।
তাহাতে তরয়ে লোক নিজে ত্রাণ পাই ॥
কল্গে পর্থ দেখানিয়া নিরঞ্জন সারে।
দেখাইতে আদেসিল নরে জাহা পারে ॥

শেষ :—

নবম প্রভুর প্রেম মনেতে বাড়ান।
সেই সে পরম হেতু ত্রাণ জন্যে জান ॥
দসম সে মৃত্যু কথা সদায়ে সরন।
পাপ হতে ভয়ে জর্থে স্মরিলে মরণ ॥

*   *   +

সেই সে পরম গুরু,   সাক্ষি দিল সিলা তক,
তান মন্ত্রে পাহ মনস্কাম।
জান ওহে নিরঞ্জন,   জাবতে আছে ভবন,
সঙ্গিসহ তাঁহাকে ছিলাম ॥

"ত্রাণপথ সমাপ্ত। ত্রাণপথ নামক গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। সন ১২৮৫ তারিখ ২৬ রবিওল আওল সন ১২৭৫ বাংলা প্রথম ভাদ্র রবিবার।"

রচনাকাল :—

হাজার হুসত পরে পাচআসি হিজরি।
বঙ্গে পাচ সর্ত্তর তৎপরে গণা করি ॥

২৭৬। ছাহাৎনামা।

এই পুঁথিখানির নাম নাই। প্রথম পত্রেরও অভাব। পত্র সংখ্যা—১০। ইহাতে গৃহ-বন্ধন, খঞ্জন-দর্শন, বস্ত্রপরিধান, ভূমিকম্প, গোছল্ বা স্নান, স্বপ্ন-ফল, চন্দ্র-দর্শন, চন্দ্র-গ্রহণ, নহছ বা অশুভযোগ প্রভৃতি মুসলমানের জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে. পুঁথির বর্ত্তমান মালিক ইহার নাম 'ছাহাৎনামা' বলেন। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার আদ্যন্ত এই—

*   *   *   কেহো বান্ধে ঘর।
এই দোষে মরিবেক গৃহের ঈশ্বর ॥
এই দোষে অল্প আউ হএ গৃহপতি।
নতু নানা ব্যাধিএ পিরিব প্রতিনিতি ॥
ভাদ্র আর আশ্বিন মাসেত নিম্নে ঘর।
সুখ আর ভোগ সম্পদ বারিব অপার ॥

শেষ :—

এ সকল কর্ম্ম ন করে জেই ছারে।
অন্ন জল খাইতে হারাম তার ঘরে ॥
নকলের পুণ্য জথ ইন্দ্রিছের হএ।
রোজা নমাজের পুণ্য হরিতে নারএ ॥
ছুন্নত করিজা কার্জ্জ করে জেই নর।
পুণ্য পাই রহে গিয়া স্বর্গের ভিতর ॥

ইতি পুস্তক সমাপ্ত। শাকে ১৬৭৯ সনে

ভণিতা :—

(১) সাহা বদরদ্দি   নিরঞ্জন লিন
ভবকল্পতরু আস।
তোহ্মা মুখপর   পূর্ণ সশোধর
দর্শনে তিমির নাস ॥
চরণ যুগলে   হিন মুজম্মিলে
তোহ্মাকে করম ভগতি ॥
মোর মনোরথ   গোপত বেকত
তুহ্মি বিনে নাই গতি ॥
(২) সাহা বদরদ্দিন পির কৃপাকুল হরি।
নতমুখে সেই বাখান কহিতে ন পারি ॥
তাহান আদেস মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
রচিলেক মুজম্মিলে মনে আকলিয়া ॥

২৭৭। রসসার।

'নির্ম্মাল্য' পত্রের চতুর্থ বর্ষের ষষ্ঠ সপ্তম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ হইতে এই পুঁথির বিবরণ সঙ্কলিত হইতেছে। ইহা হইতে হরিচরণ

দাস কৃত 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামক আরো এক খানি পুঁথির নাম জানা যাইতেছে।

এই বৈষ্ণব-গ্রন্থের রচয়িতা নরোত্তম দাস। ইঁহার গুরুর নাম লোকনাথ। তাঁহারই আদেশে গ্রন্থখানি বিরচিত। গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে দুই স্থানে বিদ্যাপতির ভণিতি আছে। চণ্ডীদাস ও রামী রজকিনী সম্বন্ধেও কি একটা প্রসঙ্গ আছে। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ;—সুতরাং ইহার মুদ্রণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

গ্রন্থে রাধিকার প্রেম, ভজন পদ্ধতি, কর্ম্ম-যোগ, উদাসীনের লক্ষণ, নব-যৌবন, ব্যক্ত-যৌবন, চৌষট্টি ভজনাঙ্গ প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

২৭৮। পদ্মাবতী।

চট্টগ্রামে আলাওলের 'পদ্মাবতী'র খুবই আদর। নানা দৈবোৎপাতে হস্তলিপিগুলি প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'পদ্মাবতী' ছাপা হইয়া যাওয়াতেও লোকে আর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি সাদরে রক্ষা করে নাই। তথাপি এখনও অনেক প্রাচীন পুঁথি মিলিতে পারে। আলাওলের স্বহস্ত লিখিত বলিয়া কথিত একখানি 'পদ্মাবতী'র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একখানা আরবী পাণ্ডুলিপিরও সন্ধান পাইয়াছি।

হামিদুল্লা নামক এক ব্যক্তি 'পদ্মাবতী' প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আলাওলের পুত্র সৈয়দ নুরুদ্দিন হইতে ইহার 'কাপিরাইট' খরিদ করিয়াছেন, বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। হামিদুল্লা আধুনিক ব্যক্তি, সম্প্রতি লোকান্তরগত হইয়াছেন। ইঁহার পুত্র অহিদুন্নবি এখন এই পুঁথির 'তথাকথিত' মালিক, ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি যে, আলাওলের পুত্র ১৯শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কিরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন! এ বিষয়টির অনুসন্ধান একান্ত বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক। তাহা হইলে, হয়ত আলাওল সম্বন্ধে আরও কিছু কথা জানা যাইতে পারিবে।

এই পর্য্যন্ত পদ্মাবতীর চারিখানি পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। সব গুলিই অসম্পূর্ণ আদ্যন্তবিহীন। দুইখানি পুঁথি নিকটে নাই; অপর দুইখানির মধ্যে একখানির অধিকাংশই আছে; আদিতে ১৪ পাতার অভাব। শেষ পত্র সংখ্যা—২৪৮; রত্নসেনের নিকট গোরার পত্র লেখা পর্য্যন্ত আছে। ইহার লেখার সন তারিখ নাই, কিন্তু দেখিতে অতি প্রাচীন বোধ হয়। লেখকের নাম "শ্রীমেহেরজমা পীং মাং রণু চৌং সাং ইদাপুর।"

অপর পুঁথিখানি এক প্রকার নষ্ট হইয়াই গিয়াছে। কেবল ৭৩—৭৬, ৮২—৮৪ এবং শেষ পত্রসহ মোট ৮টি পাতা বর্ত্তমান। ছাপা গ্রন্থের সহিত ইহার উপসংহারের কিছুমাত্র মিল নাই। তাহার কিয়দংশ এইরূপ।

এই মতে চন্দ্রসেন সাইট বৎসর।
পুত্র কৈন্যা বহু হইল বির্দ্ধ কলেবর॥
দুই পুত্র দুই কন্যা পদ্মাবতি ঘরে।
* * আপন নাম থুল্যা তারে॥
পদ্মনিলা পদ্মলাল দুই কৈন্যা নাম।
নাগমতি ঘরে দুই পুত্র অনুপাম॥
ইন্দ্রলোচন নাম ইন্দ্র সুদ্রসন।
চারিভাই * * বাণ সম * মদন॥
নাগমতি দুই কৈন্যা অপছরা অপছরি।
এহি অষ্ট জন অংস রৈল পৃথি ভরি॥

চারি ভাগ রাজ্য ছারি (চারি ?) পুত্র স্থানে দিল।
পদ্মাবতি ধন্য ধন্য * * * *॥
পদ্মাবতি নাগমতি সহ মরে গেল।
ছুলুতানে আনি (আসি ?) সেই চিতা প্রণামিলা॥
মাগনেত আলাওলে বিস্তারি কহিলা।

* * *

নেকি সে পরম ধর্ম্ম সংসারে কাম।
পদ্মাবতি পাঞ্চালিকা সমাপ্ত উপাম॥

"ইতি পদ্মাবতি পুস্তক সমাপ্ত। ইতি—১১০৯ সন তোরিথ * চৈত্র হক মালেক শ্রীজুত্ জবরদস্ত খাঁ চৌং ওলদে রুস্তম খাঁ চৌং সরকার ইসলামাবাদ প্রগণে দিয়াঙ্গ নৌয়ার শ্রীজুত হছেন আলি খাঁ দেওয়ান শ্রীজুত মোহাসিঙ্গ দেওয়াল লিখীতং হিন শ্রীআবদন ওহাব এক পহর দিন ঘরিতে পুস্তক সমাপ্ত।"

২৭৯। মুক্তাল-হোসেন—১ম ভাগ

ইতিপূর্ব্বে এই পুঁথির আরও দুইবার বিবরণ লিখিয়াছি, কিন্তু একটি বারও তাহা যথাযথ হয় নাই বলিয়া অদ্য আরও কয়েকটি কথা লিখিতেছি।

পুঁথিখানি (সম্ভবতঃ) দুই ভাগে বিভক্ত। এজিদ-বধের পর প্রথমভাগ সমাপ্ত ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা লইয়া দ্বিতীয়ভাগ আরম্ভ। পূর্ব্বে ইহার যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহা এই দুই ভাগ সম্বন্ধেই। বস্তুতঃ দুই ভাগের স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়াই উচিত ছিল। পত্রাঙ্কের গোলযোগবশতঃ তখন দুই পুঁথি বলিয়া ঠিক করিতে পারি নাই।

পূর্ব্বে গ্রন্থকার সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা এই দুই ভাগ হইতেই তত্রোদ্ধৃত। আরম্ভটিও এই প্রথম ভাগের আরম্ভ। শেষ এইরূপ :—

তবে পুনি একত্র হইয়া সর্ব্বজন।
জয়নল আবিদিনে করি শুভক্ষণ॥
ইমান করিয়া সবে প্রণাম করিলা।
হোছনের পুত্র বীর ইমান হইলা॥

* * *

মুক্তুল হোছেন কথা অমৃতের ধার।
জে পরে জে শুনে হএ পাপেথু উদ্ধার॥
নবিবংশ লাগি জেবা অমুসোছ করে।
পাপেথু উদ্ধার হএ নরকে ন পরে॥

ভণিতা :—

আমির হোসন বংসে জন্ম গুণনিধি।
সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারদ নবরসদধি॥
শ্যাম নব জলধর সুন্দর সরির।
দানেত কল্পতরু যুধিষ্ঠির সম স্থির॥
সুন্দর অধিক মুখ কমললোচন।
মন্দ মন্দ মধু হাসি অমৃত সমান॥
সাহা ছুলতানপির কৃপার সাগর।
সেবক বৎসলা প্রভু গুণে রত্নাকর॥
তাহান আদেশ মাল্য (বা কাল্য) শিরেতে ধরিয়া।
মহম্মদ খানে কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥

শেষ পত্র সংখ্যা—৯৬। এই পত্রের পর আর একটি পত্রে পুঁথির কয়েকটি ছত্র ও লেখার সন তারিখাদি ছিল বলিয়া বোধ হয়। অতি জীর্ণাবস্থা। মধ্যে ২৪, ৩৮—৪২, ৭০—৭৩, ৭৮—৯৩ পত্রগুলির অভাব। দুই পিঠে, লাল কালীর রুল দিয়া, ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা, মুন্সীয়ানা ও সুন্দর লেখা। বৃহৎ আকার। স্থানে স্থানে "শ্রীজুত লিখিতং সএখ সাহা মহাম্মদ হিন" বলিয়া লিখিত আছে। তাহা বোধ হয় লেখকের নাম।

২৮০। মুক্তাল হোসেন ২য় ভাগ।

এই ভাগটি সম্পূর্ণ আছে। অতি প্রাচীন ও জীর্ণাবস্থা। প্রথম কয়েক পাতা নষ্ট হওয়ার

মধ্যে। কোন সহৃদয় মুসলমান এসব গ্রন্থের প্রকাশ করিতে পারেন না কি ?

আরম্ভ :—

আল্লাহ গনি মোহাম্মদ * *।
পুনি পুনি প্রণাম করম বার বার।
সে জে আল্লা জগতপতি করিম ছর্ত্তার॥
শ্রীষ্টি স্থিতি উৎপন্ন প্রলএ * *।
স্বর্গ আদি নরক শ্রীজিলা কুতুহলে॥
তান পাছে প্রণামিএ নাবির চরণ।
একে একে বন্দিএ জথেক গুণিগণ॥
কহিল দসমি পর্ব্বে এজিদ নিধন।
শুনি আনন্দিত মন জথ গুনিগণ॥
একাদস অস্ত পর্ব্বে কতুকে কহিব।
প্রলএর কালে জথ অনার্থ (অনর্থ) হইব॥

ইহার পত্র সংখ্যা—৪০, দুই পিঠে ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা পুঁথিগুলি আমার নিকট আছে।

২৮১। মোহ-মুদ্‌গর-চরিত।

এই পুঁথিখানি অসম্পূর্ণ। ১, ৬—৮, ১২ ও ১৩ শ পত্রের অর্দ্ধেক,—এই পত্রগুলির অভাব। অবশিষ্ট পত্রগুলি আছে। ক্ষুদ্র পুস্তিকা। দুই পিঠে লেখা। তারিখ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণ। অনেক স্থলে অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ:—

আর ভরসা নাই রে বিনে রাঙ্গা পাএ। (ধুয়া)
এক দিন একাশনে ভবানি মহেস।
নানান রসহাস্য আদি বিসেস॥
শিব স্থানে নারায়ণি ভকতি করিয়া।
ভারথের কথা প্রভু কহ বিস্তারিয়া॥
কন হেতু অভিমন্যু যুদ্ধেতে পড়িল।
অর্জ্জুনের সোক সান্তি কোন মতে হৈল॥

ভণিতা :—

অধম রাঘব দাস জুগপাণি হৈয়া।
বিষ্ণুভক্ত গুণ কহে সংক্ষেপ করিয়া॥

অর্দ্ধছিন্ন ১৩শ পত্রের শেষ :—

কৃষ্ণপদ পাঙ্কজ * *
* * বোলে হরি॥
কৃষ্ণপদ শুনি সব পুলকীত হৈল।
একে একে পরদা * *॥
* * সদএ করিলা।
আলিঙ্গন করি কৃষ্ণে আসিবাদ কৈলা॥

২৮২। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

ইহার সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসের ভণিতা, কিন্তু পবনাত্মজের নিকট সীতার হরণ বৃত্তান্ত বর্ণনের শেষে একস্থলে 'সম্পদ রায়' নামক কবির ভণিতা আছে। ইনি আবার কে ?

আরম্ভ :—

নমো গণেসায়। নমো সরস্বতি দেবি নমো।
এতেক জানিয়া রামে ব্রহ্মমন্ত্র চাড়ে।
সন্ধান করিয়া বাণ ততক্ষণে এড়ে॥
টঙ্কারিয়া এরে বাণ করিয়া সন্ধান:
মুণ্ড ছেদি রাক্ষসের লইল পরাণ॥
দিব্ব মুক্তি হইয়া রামের স্তুতি করে।
সাপ মুক্ত হইয়া জাএ বৈকুণ্ঠ নগরে॥

শেষ :—

নিলেরে পাঠাইয়া রাজা না গেল প্রভিত।
ডাক দিয়া গবাক্ষকে য়ানিল বিদিত॥
সর্ত্তর কোটি বানর যাছে তুমি আদিকারে।
নিলেরে সোয়ায় হইয়া জাও পূর্ব্ব দ্বোয়ারে॥

ভণিতা :—

(১) সিতা দেবী না পাইয়া কটক নৈরাস।
কিস্কিন্ধা কঠে গাইল কৃত্তিবাস॥
(২) দিন কত যভান্তরে, মন্দাদরি শুনি তারে
ভৎসিলেন য়নেক বিধান।
গাএন সম্পদ রাএ, না কান্দিয় সিতা মাএ,
এবে দুঃক্ষ হইব বিমোচন॥

"ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মণিনাঞ্চ মতি ভ্রম। জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লিখিতং

নাস্তি দোষক ইতি সন ১১৬৯ (১১৩৯)? মঘি তাং ১৭ বৈশাখ বোধবার।" লেখকের নাম নাই। পত্র সংখ্যা ৩৫ দুই পৃষ্ঠে লেখা ২৯ পাতের অভাব। ১ম ও শেষ পত্রের লেখা উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে। পদ সংখ্যা প্রায় ৫৯৫। ঠিকানা শ্রীঅবর্ণাচরণ দাস সাং খিলপাড়া, পোঃ আঃ আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

২৮৩। শতস্কন্ধ-বধ।

পুঁথিখানি সম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু দুরন্ত কীটকুল ইহার প্রায় সর্ব্বাংশ উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এত দিন অবহেলায় আমরা কতই না জিনিষ হারাইয়াছি। অল্প স্বল্প যাহা আছে, তাহারও বিলোপসাধনের জন্য হুতাশন ও কীটরাজির কি দারুণ ব্যগ্রতা! স্বার্থময় জগতে কা কস্য পরিবেদনা? জনৈক দেশকালজ্ঞ কবির নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি কেমন অন্বর্থ:—

"স্বকার্য্যসাধনে সর্ব্বে ব্যগ্রাশ্চ ধরণীতলে।
ভাবাভাবং ন জানন্তি কেবলং স্বার্থতৎপরাঃ॥"

স্বদেশপ্রেমিকগণ, সত্বর হউন; বিলম্বে কার্য্যহানি ধ্রুবৈব!

ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৮; রয়াল ফরমের কাগজ। কোথাও দুপিঠে, কোথাও এক পিঠে লেখা। ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কোনরূপে উদ্ধার করা যাইতে পারিবে। অল্পদিনের লেখা। পদ সংখ্যা প্রায়—৫০৪। কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—

শ্রীহরি স্মরন। ১২৪৬ মঘি তাং ২৫ শ্রাবণ।

রাম সীতা শুনিলেন পুরাণের কথা।
মুনির চরণে (বচনে?) রামের শুচিলেক বেথা।
জানিলাম মহামুনি বয়হি মোহন্ত।
জেমন সুমেরু গিরি পুণ্যের পর্ব্বত॥
এসব সিখাইল রাম করিআ বাখন
হাস্য রঙ্গে সীতার সঙ্গে বৈসে ভগবান॥

ভণিতা :—

শ্রীরাম পঙ্কজ অলি মধু করি পান।
রচিআ পআর ছন্দে কৃত্তিবাস গান॥

শেষ :—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিসেস।
* * রাম আইল দেশ॥
রামাঅন পুণ্য কথা অমৃতের সার।
* * * তথাপি নিস্তার॥
রামাঅন অমৃত কথা সুনে যেই জন।
সমাপ্ত হইল শতস্কন্ধের নিধন॥

সাঙ্গ। * * * সং তাং ২৫ শ্রাবণ রবিবার। শ্রীজগতচন্দ্র পাল সাং পাটনী কোটা।

২৮৪। লক্ষ্মী-অষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ :—

অথ লক্ষই অষ্টক শ্লোক।
জয় লক্ষি মহালক্ষ্মী জগতের জননী।
জয় পদ্মাশনে স্থিতি জিবজন তারিনি॥
জগত পুজিতা দেবি জনার্দ্দন ঘরিনি।
প্রণমামি হরিপৃয়া দারিদ্রতা নাশিনি॥

শেষাংশ দুষ্পাঠ্য। চরণ সংখ্যা—৩২। ভণিতা নাই। ১২১৯।২০ মঘির লেখা।

২৮৫। নাম-হীন পুঁথি।

এই সুন্দর মুসলমানী গ্রন্থখানির নাম যে কি, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। গ্রন্থে প্রায় সমস্ত পয়গম্বরদের,—হজরত, ইছা, মুছা, দাউদ, সোলেমান, নুহু, প্রভৃতি মহাত্মগণের—কাহিনী বিবৃত আছে। পক্ষান্তরে রামচরিত ও কৃষ্ণচরিতও বর্ণিত হই-

রাছে; তাহা অবশ্য প্রসঙ্গক্রমেই। অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ; পড়িতে সাহস হয় না। সৈয়দ সুলতানের রচিত।

তৃতীয় পত্রের আরম্ভ:—

নিসেদ করিলা পাপ কর্ম্ম ন করিবা।
কাএমনে নিরঞ্জন সদাএ ভাবিবা॥
শুনিআ সবে আমের বচন।
সকলে ধরিয়া আম করিল নিধন॥
হেন কালে প্রভু আজ্ঞা লই এক দুত।
ভ্রমএ আকাশ পরে অতি অদভুত॥

ভণিতা:—

কহে ছৈদ ছুলুতানে যুন নরগন।
এহি মতে নবিবংশ যুন দিআ মন॥
আছিল আরবি ভাশ হিন্দুআনি কৈলু॥

১৮৭ পত্রের শেষ:—

ইছার বচন যুনি ছাম মহাশএ।
গোর হোন্তে সেইক্ষণে উঠিলা নিশ্চএ॥
গোর হোন্তে উঠিলেন্ত সুন্দুর নন্দন।
সর্ব্ব লোকে দেখিলেন্ত সোন্দর বদন॥
ছামের হইল দেখা ইছার সহিত।
অন্তে অন্তে দোহনের হৈল পিরিত॥
ছামের চিকুর অতি দেখিল বিরল।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন্ত * * ॥

খণ্ডিত পুঁথি ৩—১৮৭ পাতা বর্ত্তমান; মধ্যে ৮—১০, ১৩—১৪, ১৬, ২০—২২, ২৯—৩০, ৩৪, ৪১—৪৫, ৪৭—৫১, ৫৮—৬০, ৬২—৭৭, ১০০, ১১২, ১২৫—১৩০, ১৩৮, ১৪০, এবং ১৪৭—১৫৮ সংখ্যা পাতাগুলি নাই। "শ্রীহিন কদল খানস্য" লেখা। তারিখাদি নাই। অতি প্রাচীন—দুই শত বৎসরের কম নহে। কাগজ তাম্রকূট পত্রের ন্যায়। অতি সুন্দর লেখা,—অনেক পাতার লেখা নষ্টপ্রায়। প্রাপ্তাংশের পদ সংখ্যায় —১১৮৪০।

২৮৬। দাকায়েৎ।

খণ্ডিত মুসলমানী সংহিতা-গ্রন্থ। ৬—১০৯ পাতা বর্ত্তমান। মধ্যে মধ্যে দুই এক পাতা নাই। দুই পিঠে লেখা। বৃহৎ গ্রন্থ। তারিখাদি নাই। কবির নাম ছৈয়দ নুরদ্দিন। এক স্থানে তাঁহার এরূপ পরিচয় আছে:—

গৌর নামে এক গ্রাম, সুবেশ উত্তম ঠাম,
কি কহিমু মহিমা তাহান॥
সেই দিব্য স্থান পাইয়া, আলিম সকল গিয়া,
সাধু সদাগর তথা বৈসে।
ছৈদ সএখ (সেখ) গণ, সে দেশে রসিক জন
ধর্ম্মাবন্ত সুনামে প্রকাস॥
সে দেশে প্রধান ঘর, সভান পীরান ঘর,
ছৈদ আলেদত তান নাম।
তান পুত্র কল্পতরু দানে সিন্ধু জ্ঞানে গুরু
ছৈদ রাজা সুনাম উপাম।
তাহান নন্দন জান, ছৈদ * *
(৮।৯ পাত নাই)
তান সুত অনুপাম, ছৈদ আতবলা নাম,
ধর্ম্মবন্ত পুণ্যবন্ত সার।
সে ছৈদ হাছনি পির, সেই স্থানে হৈল স্থির
নাম জস হইল প্রকাশ।
পির মহাম্মদ নাম, মুন্দার ছিল সেই গ্রাম,
মুরিদ হইল পির পাস॥
তয়ে কত কাল হইলা, ছৈদ ছন সর্গে গেলা
কবর তাহান সেই স্থান।
নিশি হৈল গৌড় স্থলে, ধর্ম্মের প্রদীপ জ্বলে,
প্রভুর মহিমা হেন জান॥
পির মহম্মদ সঙ্গে, পির সুতগণ রঙ্গে
আছিলেক পিরীত বিসেস।
বহু ভুমি দান দিয়া, তালবান সঙ্গে লইয়া,
আইলেক মির্জাপুর দেস॥

ছেদ আবদুল কাদির সুত রূপে গুণে অদভুত
ছেদ আতবলা হৈল নাম।
তাহান নন্দনহীন, নাম ছৈদ নুরদ্দিন,
বসতি মোহন সেই ঠাম ॥

ইহা একখানি পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত মির্জাপুর—চট্টগ্রাম-হাট হাজারীর এলাকায় অবস্থিত একটি গ্রাম।

২৮৭। একাদশী-মাহাত্ম্য।

ইহা অতি প্রাচীন, জীর্ণ শীর্ণ ও নষ্টপ্রায়। নাম পাওয়া যায় নাই। একাদশী-মাহাত্ম্যে রুক্মাঙ্গদ রাজার কথা বর্ণিত। পত্র সংখ্যা—১১॥, দোভাজ করা কাগজ। পত্রাঙ্ক অনির্দ্দেশ্য। প্রাপ্তাংশের পদ সংখ্যা প্রায়—২৫৩। ক্ষুদ্র পুস্তক। ভণিতার শেষ নাই। প্রথম পত্রের অভাব; দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভঃ—

আছউর্ক করিব ব্রত যুনিলে পাপ হরে।
ধেই (?) জনের ধন্য জর্ম্ম জে জনে ব্রত করে॥
হেন ব্রতের কথা কিছু যুন সাবধানে।
এক চিত্ত হইআ যুন না হইঅ অর্ন্য মনে॥
এহেন প্রসঙ্গ রাজা পুছিলা আহ্মারে।
একাদসির কথা কহি তোমার গোচরে॥

শেষ পৃষ্ঠার শেষ :—

অন্তসপুর মৈদ্ধে বৈসে, জন্ম নারী * * *
সব হৈব তোহ্মার দাস দাসী।
রুক্মাঙ্গদ পুত্র মোর, দাস কর্ম্ম করি তোর
? ভাঙ্গিঅ ব্রত একাদসি॥
মাআ করি আনাইল (?) মুনি বিহা করাইল,
* * যুন এ বচন।
বিধি কৈল বিড়ম্বন, মোর হৈল বিস্মরন,
আচম্বিত * *॥

অনেক স্থলে পয়ারে অক্ষরাধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

২৮৮। সরস্বতী—অষ্টক শ্লোক।

সরস্বতী সেতবতি সর্ব্বভুত কারিনি।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানদাতা সর্ব্বমন্ত্র রুপিনি॥
শ্বেত পদ্মাসনে স্থিতি সেত মাল্য ধারিনি।
তং নমামি হরি পৃএ জরবুদ্ধি নাশিনি॥

শেষ :—

শুভ্র হস্তা সেত আখি বিষ্ণু মন মোহিনি।
বিষ্ণু বক্ষে বাস কর সঙ্গে লক্ষী সতিনি র
বৈষ্টবী তোমার নাম জগজীব তারিনি।
তং নমামি হরিপ্রিয় জরবুদ্ধি নাশিনি॥

চরণ সংখ্যা ৩২; ভণিতা নাই। ১২১৯। ২০ মঘির লেখা।

২৮৯। কিকাইতোল্ মোছল্লিন্।

পূর্ব্বে এই নামের আর একখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। এইখানি খণ্ডিত; ২—১৮ পাতা আছে। দুই পিঠে লেখা। তারিখ নাই। কবির নাম মহম্মদ আলি। এক স্থানে তাঁহার এইরূপ পরিচয় দেখা যায়:—

চাটিগ্রাম সুদ্ধ স্থান, সমুদ্র নিশ্চল জান;
ইছলাম আবাদ বুলি কয়॥
তাহার উত্তর দেশ কি কহিব সবিশেষ,
আল্লিমান গৃহ (?) নাম।
আর এক আছে নাম ইদিলপুর অনুপাম
শুদ্ধ সুপবিত্র সেই স্থান॥
তাতে মুই মহধিন আমা হন্তে কেবা হীন;
জানিবা সে রাজা ভরি নাই।
মহম্মদ আলি হয় কেহ মিঞাজীউ কয়
জেন নাম তেন নাহি গুণ॥
লেলাজ রাজ্যেত ঠাম ইছুপ হাফিজ নাম
শুদ্ধ সুপবিত্র কলেবর।
তাহান বাটীতে জদি, আমাকে মিলেক বিধি,
কৃপা করি কহিল বচন॥

এই 'ইছুপ হাফিজে'র' অনুরোধেই গ্রন্থখানি রচিত হয়। মহম্মদ আলির ভণিতা যুক্ত কয়েকটি গীতও পাওয়া গিয়াছে।

২৯০। নামহীন পুঁথি।

এই পুঁথির কেবল দুইটি মাত্র পাতা (চতুর্থ ও সপ্তম) পাইয়াছি। তাহাতে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত দেখা যায়। একটি মাত্র স্থানে কৃত্তিবাসের ভণিতাও আছে; যথা :—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য অমিতের সার।
সঙ্কটে পরিছি কেবা করিব উদ্ধার॥ (৭ম পাতা)

চতুর্থ পাতের আরম্ভ :—

* ধন তরে দিলা ব্রাহ্মণেরে।
তথা হোতে মুনি গোসাঞি চলিলা সত্তরে॥
হারির বারিতে লইআ গেলা তিন জন।
হারি বোলে গ্রামে আঙ্গি ঝাক দিআ ফিরি।
সেই কর্ম্ম করে জদি, তবে কিনি রানি॥
* * *
চারি-হাজার ধন পাইআ বিকাএ মুক্ষ রানি।
রাজা লইয়া ডোমের বারিতে চলিলা মোহামুণি॥

দোভাঁজ করা কাগজ; এক পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই।

২৯১। ঝাড়নি-মন্ত্র-সংগ্রহ।

ইহাতে কতকগুলি ঝাড়ন-মন্ত্র ও কবচের প্রতিরূপ আছে। প্রথমে কবচ, পরে মন্ত্রগুলি লিখিত। অল্পদিনের লেখা; পত্র সংখ্যা ১৮। ফুলস্কেপ কাগজ, দুই পিঠে লেখা। লেখকের নাম নাই।

২৯২। সুলতান জমজমার পুঁথি।

খণ্ডিত মুসলমানী গ্রন্থ। ২—২২ পাতা বর্ত্তমান। ফুলস্কেপ্ কাগজ—কোয়াটার ফরম। দুই পিঠে লেখা। আমার পূজনীয় পিতৃব্য শ্রীযুক্ত মুন্সী আইনদ্দিন মিঞার প্রথম বয়সের লেখা। পদ সংখ্যা প্রায়—৫৪০।

বিষয়,—মানবের মৃত্যুকালীন ও তৎপর বর্ত্তী কালের হাল হকিয়ৎ। কথাগুলি শুনিতে ভীতি ও দুঃখ জন্মে।

দ্বিতীয় পাতের আরম্ভ :—

ওস্তাদ চরণ জুগ সিরে আমি ধরি।
কহিব অপুর্ব্ব কিস্চা কিতাব বিচারি॥
শুন কহি গুনিগণ অপুর্ব্ব কথন।
মরণের শুন এবে জথ বিবরণ॥
একদিন ইছা নবি হৈল দৈবগতি।
সমুদ্রের কুলে গেলা হরষিত মতি॥

শেষ :—

তাহার বচন শুনি ইছা নবিবর।
করজোরে নিবেদিলা প্রভুর গোচর॥
আএ প্রভু নিরঞ্জন জগতের পতি।
নরকের ভয়ে মোর স্থির নহে মতি॥
খেম পাতকীর পাপ আপে নিরঞ্জন।
তুমি সে পাপীর পাপ করিতে মোচন॥
জদি না খেমিবা পাপ আপে নৈরাকার।
কাহাতে মাগিল আর হইতে উদ্ধার॥

ভণিতা :—

সে দুঃখের নাহি অর্ন্ত, কহি ইছা পদে তোর,
মুই পাপী অধম বর্ব্বর।
মহম্মদ কাছিমে ভণে, অল্পবুদ্ধি ভাবি মনে,
শিরে বান্ধি গুরুর চুরণ॥

মধ্য স্থান হইতেও একটু দেখুন। তনের (দেহের) খেদোক্তি :—

তুমি জ্ঞানবন্ত অতি রসিক নাগর।
মোরে ভাসাইয়া জাও অঘোর সাগর॥

পাইআ গোপিনীগণ মোরে পাসরিআ।
গোকুলেত জায় মোরে কলঙ্ক করিয়া॥
জন্মকাল হতে প্রেম তোমার সহিত।
এক তিল তুমি বিনে না পারি রহিত॥
তুমি ত নিঠুর বর নিদারুণ কায়া।
যুবতী বধিআ জাও মনে নাহি দয়া॥
জলে চরে হংসাহংসী করে হাসি রসি।
হংসা জাএ নিজ ঘরে জল কেনে দুষী॥
কেলি করে অলিরাজে পুষ্পেত বসিআ।
জাইতে না জাএ অলি সে ডাল ভাঙ্গিআ॥
জে আজ্ঞা করিলা মোরে সে কর্ম্ম করিলুম।
মিছা কাজে স্বামী ছাড়ি কলঙ্কিনী হইলুম॥
আগে প্রেম করিআ জে পাছে না পালএ।
তুমি জাঅ মথুরাতে মোর কি উপাএ॥
মোর ঘরে থাকি তুমি কৈলা হাসি রসি।
জাইবার কালে জাও মোরে করি দুষী॥
তুমি মোরে আজ্ঞা দিআ কৈলা জথ কাম।
গোকুলে রাখিলা মোর কলঙ্কিনী নাম॥

উক্ত কথাগুলি মনকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে।

২৯৩। স্বপ্নাধ্যায়।

ওঁ নমো গনেশায়। অথ স্বপ্নধ্যায়।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ তিনবার জে করে স্মরন।
ভবসিন্ধু সাগরেতে হইব তরণ॥
জল ভেদি পদ্ম জদি হএ বিকসিত।
তেন মতে পাপ নষ্ট পুণ্যের সুস্থিত॥
প্রণমোহ ব্যাসদেব জগতের গুরু।
বেদশাস্ত্র বিশারদ বাঞ্ছা কল্পতরু॥

মধ্য :—

বহুত চিন্তিত স্বপ্নে বহুত হাসিলে।
সর্ব্বলাভ হএ তার সভাতে বসিলে॥
মনিস্তের মাংস জদি খাএ পেট ভরি।
ত্রিভুবন ভরি সেই হএ অধিকারি॥

শেষ :—

ব্রাহ্মণ দেখিআ কৈবো করিআ প্রণতি।
শপ্ন বিত্তন্ত কথা করিবো গণনা।
নতুবা শাণ্ডিল গোত্র নিবেদন করি।
ভবসিন্ধু তরিবো জদি বল হরি হরি॥

ভণিতা :—

সুকবি নারাঅন দেবের পাচালি পন্থার।
প্রবন্ধে হইলো শপ্নের কাহিনী॥

"ইতি ব্যাস উক্ত শপ্ন অদ্যাঅ সমাপ্তঃ ইতি শন ১৮৫১ ইংরাজি সন ১২৬১ বাঙ্গালা সন ১২১৬ মঘি তারিখ সিঙ্গের ৩০ ত্রীংশত দিবসে শুক্রবাশরে বেলা ১৷৷০ দের প্রহরে শমএ এই পুস্তক সমাপন হইলো এই পুস্তক শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মনঃ।" পত্র সংখ্যা—৫; প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। পদ সংখ্যা—৮৯ মাত্র।

২৯৪। প্রাচীন গীতাবলী।

ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর গীত বা পদ সংগৃহীত আছে। দুঃখের বিষয়, অনেকগুলি গীতের শেষ পর্য্যন্ত লিখিত না থাকায়, রচয়িতৃগণের নাম অপরিজ্ঞাত থাকিতেছে।

রাগ বেলাবলি।

আরম্ভ :—

কামিনি কামিনি সরবর মাজে। ধুআ।
চাচেত (?) চিকুর জল বহে ধারা।
রবির কিরণ দেখি ভাগে আন্দিআরা॥
কনক কলস ভুজ যুগ মনো পাছে।
ভাসিআ জাওন (জাওল)? দেখি বক্ষের তরাসে॥

মধ্য হইতে :—

চেতরে আপনারে　　মনাই চেতরে আপনারে
মনাই কে তোরে আপনা। ধু।
উত্তম কি ভেশ লইআ ঠাকুর ভজিমু।
ঠাই ঠাই চকি ঘাটি কি উত্তর দিমু॥

মন মস্ত হইআ রে হইলুম বিভোর।
প্রেমফান্দে বাজি পন্থের না লইলুম ওর॥
ছিন আব্বাছে কহে মনে বিমরশিআ।
ঘর ছারি শাদ (সাধ) জেআন (জ্ঞান) পন্থ
উদ্দেশিআ॥

শেষ :—

পঞ্জায় কহিএ শুনিন সুন দিআ মন।
পঞ্চ দৈবা হইলে হএ সানাইর স্বরন॥
ক্রুন্দে কুন্দাইআ গাছ রুদ্র ঠাই ঠাই।
তাল পত্র সুত দিআ আছএ বেরাই॥
কাশর শনই (?) তারে সঙ্গি হই রহে।
পঞ্চ দৈব্য হইলে সানাই তবে সে বাজ হে॥
কহে ছিন চাম্পা গাজি সুন সুধিগণ।
সকল জন্ত্রের আগে সানাইর বাজন॥

"সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ২৫ আশার রোচ যুরগুরুবার বস্থ ৮ রিতু ৬ দিনাঅ অজ্ঞ (?) মৌজে ধলঘাঠ লিখন ছিরি শ্রীকাঁসিনাথ দেঅ দাস সাকিম তথা।" প্রথম তিন পাতা নাই; শেষ পত্র সংখ্যা—১৪। শেষ পত্র এক পিঠে লেখা।

২৯৫। ইব্লিছ-নামা।

মুসলমানী গ্রন্থ। ভণিতা পাইলাম না। প্রথম দুই পাতের অভাব, দুই পৃষ্ঠে লেখা। শেষ পত্র সংখ্যা—৩৯। প্রাপ্ত অংশের পদ সংখ্যা প্রায়—৩৩৩; সমস্ত পয়ারে লেখা। তৃতীয় পাতের—

আরম্ভ :—

রাজা মাগে মেহের নিকটে রাসিবার।
রসুলের বাক্য সুনি কহে সর্ব্বজন।
আঁল্লাএ জানিএ রাসি না জানি এখন।
রসুলে বুলিলা এই ইব্লিছ দুবার।
রাজা মাগে মোহর নিকটে আসিবার॥

শেষ :—

সিস্তের প্রকৃতি জদি হএ ফিরিস্তার।
ইব্লিছ জদি সে হএ গুরুর বেবার॥
তথাপিহ গুরুক নিন্দিতে না যুয়াএ।
গুরুকে সাস্ততা করিব সর্ব্বথাএ॥
নিরঞ্জন আদেশ করিল ফিরিস্তারে।
মাঙ্গ করি বোলাইতে ইব্লিছ গুরুরে॥
এথ জানি রাপনা গুরুক না নিন্দিব।
কদাচিত অহঙ্কার বোল না বুলিব॥

"ইতি ইব্লিছ নামা পুস্তক সমাপ্ত। লেখিতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাট সন ১২১৪ মঘি তাং ৭ চৈত্র।" 'ইব্লিছ' মানে সয়তান।

২৯৬। কাকের বচন।

এই কয়েকটি পদ মাত্র; যথা :—

প্রথমে প্রহর কাক পূর্ব্বদিগে বোলে।
ভোজনের সিদ্ধ নাই কাক সবে বোলে॥
অগ্নিকোনে বোলে কাক মাংসএ ভক্ষন।
দক্ষিণেতে বোলে কাক মিত্র আগমন॥
নরিত্য কোনে বোলে কাক চিন্তাযুক্ত মন।
পশ্চিমেতে বোলে কাক লভ্য হএ ধন॥
বাউবা কোনেতে বোলে কাক ফুটএ কণ্টক।
উত্তরেতে বোলে কাক বরহি সঙ্কট॥
শুন্তেতে বোলে কাক বিদেসে গমন।
মান লভা হএত ওসন্ত বোলন॥

"কাকের বচন সমাপ্ত। ইতি সন ১১৯৭ মঘি।" ভণিতা বা লেখকের নাম নাই।

২৯৭। ঝাড়ন-মন্ত্র-সংগ্রহ।

পত্র সংখ্যা—৫; দুই পৃষ্ঠে লাল কালির লেখা, কালি অস্পষ্ট হওয়ায় প্রায় পড়া যায় না। সম্ভবতঃ ৬টি মন্ত্র আছে। সন ১২১২ মঘির লেখা।

মন্ত্রগুলি আমার পূজনীয় পিতামহ ৺মোহাম্মদ নবু চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত ও ব্যবহৃত। ইনি ১২৫৯ মঘিতে লোকান্তরিত হন। পুঁথিখানি আমাদের বাড়ীতেই আছে।

২৯৮। নুর কন্দিল।

খণ্ডিত মুসলমানী পুঁথি। প্রথম পত্রের অভাব, ২৩ পত্রে পুঁথি সমাপ্ত। শেষে তারিখাদিরও একটা পাতা নাই। ক্ষুদ্র পুঁথি।

দ্বিতীয় পাতের আরম্ভ:—

প্রভু কহি দেয় আদ্য সমাচার।
কিরূপে হইল নুর আল্লার দিদার (দর্শন)॥
কিরূপে হইল স্বর্গ পীতি উতপন।
কেমতে হইল সব জীবের জীবন॥

শেষ:—

না পাক পেয়লা টুবি, শিরে তুলি সাপি
বিমুরদি মনিস্ত মরিলে।
ফিরিস্তা সকলে মিলি, লোহার বুরুজ মারি,
লই জাইব দোজক মাজার॥

এবে মথুরাম দাস খেমিবা গুণিগণ।
অপরাদ মাগি আন্ধি সভানের স্থান॥
অশুদ্ধ পাইলে সবে করিবা খেমন।
গালি না পারিয় সবে কহিতে কারণ॥
আসলেত জেই আছে লেখীছি সেই পদ।
অশুদ্ধ হইলে মোর না লইবা অপরাদ॥
কহে মহম্মদ ছকি আমি বড় দুঃখি।
এহলোকে পরলোকে সেই পরের পিরীতি॥
পিতা মোর সাহাজান সহিদ দরবেস।
কিঞ্চিৎ জানাইলা মোরে পন্থের উদ্দেস॥
কহে মোহাম্মদ ছকি, দিলে মনে জানে জপি,
জার খর্দ্ধে ছিষ্টি উতপন।
পীর হাজি মোহাম্মদ, সিরে বান্ধি তান পদ,
পাইতে আছে নুরের দিদার॥

এই সুন্দর পুঁথিখানি পটীয়া—ডেঙ্গাপাড়াবাসী একজন হাড়ির নিকটে আছে।

২৯৯। রাগমালা।

খণ্ডিত সঙ্গীত-গ্রন্থ। সঙ্গীতের উৎপত্ত্যাদির বিবরণে আলি রাজার ভণিতা আছে। সঙ্গীতগুলি নানা লোকের কৃত। অনেক ভাল সঙ্গীত আছে। অধিকাংশই বৈষ্ণবপদ।

কয়েকজন নূতন পদ লেখকের নাম জানা গেল—যথা:—দয়ারাম, মহম্মদ হানিফ, আবদুল মালী, মোহাম্মদ, এবাদোল্লা, মহম্মদ হাসিম ও রাধাবল্লভ। একজন মুসলমান বৈষ্ণবকবির একটি পদ তুলিয়া দিলাম:—

কল্যাণ।

মধুর মুরারি ধ্বনি শুনিতে সুস্বর।
ভুবনমোহন রূপ চলহ মথুর॥ ধু।
কি রঙ্গ দেখিলাম সই রে যমুনার কুলে।
পুলকিআ উঠে প্রাণ ছটকট করে॥
কালিয়ার কাচনি (নাচনি ?) চাইতে প্রাণ
নিল হরি।
ঠামুক ঠমুক নাচে আপনা পাসরি॥
মহম্মদ হানিফে কহে কি রঙ্গ দেখিলুম।
মোকর চলিআ জাইতে নিরক্ষি চাহিলুম॥

২—৩০ পাতা বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। আকারে বৃহৎ। ১১৯১ মঘির লেখা।

৩০০। ইমাম-চুরি।

বাল্যকালে ইমাম হাছন ও হোছনকে চুরি করিয়া কে মুছা বাদশার নিকট লইয়া গিয়াছিল; তাহাই এই ক্ষুদ্র পুঁথির প্রতিপাদ্য আদ্যন্ত খণ্ডিত; ৭—১০ পাতা বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। তারিখ বা ভণিতা নাই।

মোট পয়ারচরণ—৯০ মাত্র। লেখক 'শ্রীমাগন ভং।'

* * তায় মোহাম্মদি জদ্।
এথ শুনি মুছা বাদসা পুছএ তাহারে।
কি নাম তোহ্মার মাও বাপ কহত য়ামারে॥
এথ শুনি দুই ভাই জুরিল কান্দন।
য়ামারার নছিবে য়াছএ এমত লিখন॥
নানাজীউ য়াছে য়ামার মোহাম্মদ নবি।
ফাতেমা য়াছএ য়ামার জগত জননী॥

৩০১। কমর আলীর পদাবলী।

কমর আলী একজন বৈষ্ণব কবি। ইঁহার নিবাস বোধ হয়, চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তঃপাতী করুলডেঙ্গা গ্রামে। তথাকার 'কমর আলি' পণ্ডিত এক জন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ সংগৃহীতব্য।

এই পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার "রাধার সম্বাদ" "ঋতুর বারমাস" এবং কয়েকটি বৈষ্ণবপদ লিখিত আছে। পত্র সংখ্যা—১১; দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই। একটি গীত এই:—

গীদ কপী চন্দ বিরহ।
কান্দ্যা কান্দ্যা বৈলতেছে শ্রীমতি রাই।
য় সৈ আন্যা দে মোর নাগর কানাই॥ ধুআ।
শুন আএ বৃন্দাদূতি বলি তোমারে।
মথুরাএ গেল হরি আন্যা দে মোরে॥
নাম বিনে ব্রজপুরে আর আমার বেথিত নাই॥১
প্রেম আনলে দহে মোর হৃদএ য়ন্তরে।
বৃন্দাবনে বসি জেথ কুকিল কুহরে॥
সেই সে মনের য়ুবথ কৈথে নারি কার ঠাই॥২
কেহ্নরিল প্রাণদূতি ব্রেজের সসি।
বৃন্দাবনে রাধা বল্যা ডাকে না বাঁসি॥
য়ভাগি রাধারে দএহ্না বুজি সামর মনে নাই॥৩
কহে শ্রীকমর আলি শুন গ প্যারি।
নিকটে আছে তোমার প্রাণের হরি॥
ধ্যানে ভজ নাগর কানাই কান্দনা শ্রীমতি রাই॥৪

৩০২। ত্র্যহিক-জ্বর-পুস্তক।

এই পুঁথির পঠন, শ্রবণ বা রক্ষণ দ্বারা নাকি ত্র্যহিক জ্বরের নিবৃত্তি হয়। সত্য হইলে, সর্ব্ববিধ আধিব্যাধি পীড়িত এই ভারতের আর ভাবনা ছিল কি?

আরম্ভ:—

নমো গণেশায় নমোঃ। শ্রীহরি গুরবে নমঃ।
শ্রীরাধা কৃষ্ণাঅ নম নম। রাম রাম রাম।
ক্ষেম য়পরাধ হার নব ঘনেশ্যাম॥
রাম নাম দুআক্ষর চারি বেদে সার।
ব্রহ্মা বাঞ্ছিত রাম পাতকি তরিবার॥
তুলারাশি মৈধ্যে জেন প্রবেসে আনল।

শেষ:—

ত্রাক্ষিকাএ বোলে য়ুন সৈত্য করি জাই।
জন্ম কথা য়ুনিলে রহিতে নাই ঠাই॥
এই পুথি য়ুনিলে ত্রাক্ষা জ্বর বিনাসয়।
সাক্ষী আছে গঙ্গা দেবি কহিলুম নিশ্চএ॥
জনার্দ্দন নামে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
সেই জরের জন্ম কথা প্রচার করিল॥
হুনিলে জে দুর হইব ত্রাক্ষিকা জে জর।
হুনিব পাঞ্চালী কিবা রাখিব গোচর॥
তাহার পুস্তক জান এই মোহানিধি।
আপদ নাইক তার সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি॥
তাহার শিরেতে রাখ ভক্তি করিআ।
জর ছারিবেক জান নিশ্চএ জানিবা॥
মোহন্ত সকলে কহে মনে হেন লএ।
শ্রীহরি করিব দয়া জানীর নিশ্চএ॥
তাহারে করিআ শীঘ্রি শুনিবা নিশ্চয়।
অবশ্য পাইবা ত্রাণ কহিলাম নিশ্চএ॥

ইতি ত্রক্ষা জর পুস্তক সমাপ্ত। শ্রীহরিশরণ এই পুস্তকের স্বাক্ষর মালিক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণন

আইচ পীং শ্রীযুক্ত রামদয়াল আইচ সাং খিল-পারা থানা বাশখালী, আউট পোষ্ট আনআরা পুস্তক লিখন মোকাম বারমাশীয়া পটীক (ফটিক) ছরি থানার মোতালক শ্রীশদারাম শর্ম্মার বাড়ীতে তাহান ডেঙ্গরি ঘরের বারিন্দাতে বৈকালি বেলায় পূর্ব্বমুখে বসিয়া লেখন সমাপ্ত করিলাম। ইতি সন ১২৪৪ মং তাং ২২ বৈশাখ খেন হরি অপরাধ শরণ লইলাম।" পত্র সংখ্যা—৯; দুই পিঠে লেখা। কেবল পয়'র। ক্ষুদ্র পুস্তক। পদ সংখ্যা প্রায় —১৫৩। ভণিত নাই।

৩০৩। কাসিমের যুদ্ধ।

বিষয়,—'কারবালা' ময়দানের সেই মহা-হব,—প্রসিদ্ধ মহরমের সংশ্লিষ্ট ঘটনা। কাছিম,—ইমাম হাছনের তনয় ও বিবি ছকিনা,—ইমাম হোছনের কন্যা। যে দিন কাছিম ও বিবি ছকিনার বিবাহ হয়, সেই দিনই অসহায় কাছিম যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হয়েন। সেই দুঃখের কথা লিখিতে লেখনী চলে না।

পুঁথিখানি খণ্ডিত;—তাই নাম পাই নাই। বিষয় 'মুক্তাল হোছনে'র ঘটনা; কিন্তু পুঁথিখানি তাহারই অংশ কিনা জানি না। ১—৪ পাতা বর্ত্তমান, দুই পিঠে লেখা। তারিখ নাই, কিন্তু প্রাচীন।

আরম্ভ :—

জদি সে কাছিম জাএ জুদ্ধ করিবার।
করজোর করি বালা (ছকিনা) বোলে পরিহার॥
গাথিল মুকুতামালা নআনের জলে।
লাজেতে অবলা বালা গদ গদ বোলে।
মোর কিছু নিবেদন শুন প্রাণনাথ।
বিবাহের দিনে জুদ্ধ শুনিছ কথাত॥

ভণিতা :—

মোহাম্মদ খানে কহে পাঞ্চালি পঅার।
শুনি বন্ধু জল হএ সিলা বহে ধার॥

চতুর্থ পাতের শেষ :—

এথাতে কাছিমে সব সন্য বিদারিয়া।
উমরের জয়মালা পেলিল কাটিআ॥

প্রাপ্তাংশের পদ সংখ্যা প্রায়—১৪০

৩০৪। নামহীন পুঁথি।

এই পুঁথির ১৩—২৭ (শেষ) পত্র পর্য্যন্ত থাকিলেও কোন নাম পাওয়া যাই-তেছ না। মধ্যে ১৪, ১৫, ২১, ২২, ২৩ ও ২৫ পত্রগুলির অভাব; সুতরাং আখ্যানটিও ভাল বুঝিতে পারিলাম না। একজন মঘের লেখা; বড়ই অশুদ্ধিপূর্ণ। রূপবান ও লীলাবতীর প্রসঙ্গ। ভণিতাটি বোধ হয় সুশীল মিশ্রের।

১৩শ পত্রের আরম্ভ :—

একা রথে পয়ের উপর।
রাজা বৈসে সিঙ্গাসনে, চারিপাসে পাত্রগণে,
সুখে দেখে কাঞ্চি নরনাথৈ।
পর ছারি যুবরাজ, প্রবেসিল রণমাজ,
ধনুরবান সোভে দুই হাথে।
শুনরে রসিক জন, একচিত্তে হইয়া মন,
এজেন মতে যুঝে রূপবান।
মিশ্রাম (?) মুসিল বানে (বোলে ?), সরির রপূর্ব্ব জলে (স্থলে ?),
দোস তেজি কর য়বধান॥

শেষ :—

মনিমুক্তা য়বপ্রভা (?), দেখিতে লাগয়ে সোভা,
রজনি দিবসে সমর (সমসর ?)।
সোনার দুই কাছে (?), বহুল কামান আছে,
বন্ধুক আছে সারি সারি।

বিচিত্রহ ডণ্ডধারি, রহিছে ধানুকী বেরি,
ইন্দ্রে তারে কি করিতে পারে'।
তার পিছে হএ ঝথ, এক মুখে কহি কথ,
কি কহিমু উপমা বিসেস।

"জথা দির্ষ্ঠ তথা লিখিতং শ্রীহোয়াসাঙ্গ সাংহুর্ষ্চা (সম্ভবতঃ স্থচিয়া, চট্টগ্রাম।)" তারিখ নাই; ভাঁজ করা কাগজ। এক পিঠে লেখা :—

ভণিতা :—

দির্বা বস্ত্র য়লঙ্কার শুনরে রসিক জন।(?)
কহুনে (?) মুসিল মিশ্রে য়পূর্ব্ব কথন।

৩০৫। মল্লিকার হাজার সওয়াল।

এই পুঁথির তিনখানি প্রতিলিপি পাইয়াছি; তিনখানিই খণ্ডিত।

প্রথম খানি,—৩-২৩ এবং অজ্ঞাত-সংখ্যা এক পাতা বিশিষ্ট। মধ্যে আবার ৭, ৮, ১৩, ১৯ ও ২০ সংখ্যক পাতাগুলি নাই। অতি জীর্ণ; স্থানে স্থানে পত্রাংশ ছিন্ন। দুই পিঠে লিখিত। তারিখের অভাব। এই পুস্তকের ম্যালিক শ্রীলুধি ঠাকুর পীং খোসাল মহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল বাকী সর্দ্দার ওলদে আবদুল গণি সাং বরকল।"

দ্বিতীয় খানির—২৭১ পাতা বর্ত্তমান; মধ্যে ৮, ২৪, ২৫ এবং ৬৫ সংখ্যক পাতাগুলি নাই। সম্ভবতঃ ১২১৪, ১৫ মঘির লেখা। লেখক শ্রীকালিদাস নন্দী সাং ধলঘাট। অবস্থা বেশ। দুই পিঠে লেখা। বহির আকার।

তৃতীয় খানির ২—১৬ পাতা আছে। পুঁথির আকার কতদূর দোভাঁজ করা কাগজ এক পিঠে লেখা, অবশিষ্ট দুই পিঠে লেখা। অতি জীর্ণ; মধ্যে তিনটি পাতা নষ্টপ্রায়। ইহার শেষ আছে।

দ্বিতীয় পাতার আরম্ভ :—

আউওয়ালে জান হইবা উদ্ধার।
জনক জননি হোন্তে মুরসীদ জে বেস।
জাহার প্রসাদে পরমার্থের উদ্দেস।
কায়া যুদ্ধ হয়ে জান মুসীদ ভজিলে।
লঠি লক্ষে চলে জেন আন্দিয়াল সকলে।
মুরসীদ ভজিলে হএ আখির প্রকাস।
নিহির বিহিনে জেন উঝাল আকাস।
গুরু মৈদ্ধে আগে করি সরিপ হাচন।
জনক জননি আর জথ গুরুজন।

ভণিতাঃ :—

(১) হিন সের বাজে কহে স্থন সভাগণ।
জানিয় ঘরের নারী কেবল দুর্জ্জন॥
(২) ছৈদ বাজি পদেত মাগিএ পরিহার।
ঘরে ঘরে প্রণামিএ পদেত তাহার॥
(৩) পদাবুলি করিয়া জে করিমু রচন।
হাজার প্রণাম করি'মিরের চরণ।
(৪) হিন সের বাজে বোলে, সভানের পদতলে,
করজোরে করি নিবেদন।

* * *

হাচন সরিপ নাম, সেই গুরু অনুপাম,
তান পদ সিরেত বান্ধিয়া।

শেষ :-

বন্দা হএ বোকরি রিজীক হএ দরি।
জাহার রিজিক-জথা লই জাএ ধরি।

* * *

ললাট লিখন কভু ন জাএ খণ্ডন।
দেখহ আবদুল্লা হৈল ক্রমের রাজন।
দেখহ আবদুল্লা আইল কথ দুঃখ পাই।
রাজমুত পাইলেক রুম রাজ্যে জাই।
নবির উম্মত জেবা মুছুলমান হএ।
এথ দুঃখ সংসারেত কেহো নাহি পাএ।

তিন সের রাজে বোলে সভার চরণ।
জে পরে জে সুনে হএ পাপ বিমোচন ॥
বদি আন্দিন পদে সহস্র প্রণাম।
সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম ॥

সুয়ক্ষরমিদং শ্রীমাং পরাতাং পীং ডোমানি ঠাং পুস্তিকার মালিক শ্রীমুলুক সাহা পীং * সাং * ইতি সন ১১৬০ মঘি তারিখ ৮ অগ্রহায়ণ। স্থানান্তরে লেখকের নাম—'শ্রীমাং পরাণ'।

বিষয়,—মল্লিকা রুমরাজ দুহিতা এবং পশ্চাৎ স্বয়ং রুমের দণ্ডধারিণী এক সহস্র প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম ব্যক্তিকেই পতিত্বে বরণ করিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। আবদুল্লা নামক ব্যক্তি তাহাতে সফলকাম হয়েন।

হাজার প্রশ্ন আছে কি না, গণিয়া দেখি নাই। প্রথম প্রশ্নটি এই :—

কি চিজ আম্রাপুন লই করিলা গমন ॥
বুলিলা কি চিজ কোন ধরিয়াছে নাম।
কোন গুণ ধরে সেই করে কোন কাম ॥
বুলিলা কি বস্তু তুমি পাইলা কথাত।
*　　*　　*
আনিয়া আছম মুই এ দুই অক্ষর ॥
পাইছি অক্ষর দুই বাপের বীর্য্যোত।
পুনিহ পাইছি আহ্মি মাঅর গর্ভেতে ॥
আছএ অক্ষর দুই কোরান মাজার।
তিরিশ হরপ মাঝে নাম আছে তার ॥
এই দুই হরপে জান হইছে সৃজন।
পুনিহ হইব এই হরপে মরণ ॥
আসিব যথেক আর জাইব পুনর্ব্বার।
এই চারিগুণ জান ধরএ তাহার ॥
*　　*　　*

বিংশতি হরপ মাঝে জে হরপ হএ।
পরিমাণ করি লও হরপ নির্ণয় ॥
বিংশ চারি হরপ জে এড়িবা জে গণি।
আর এক হরপের লও পরিমাণি ॥ *
আখ্রির পশ্চাতে হএ কায়ার আকার।
'প'এ সমে পড়িবেক না দিয়া উকার ॥
'আজীর প্রভাবে হএ একার আকার।
'ক' দিয়া পড়িবেক না দিয়া উকার ॥'
পাঠান্তর—২য় পুঁথি।
এই দুই হরপে জান হয়ে মুছুলমানি।
সকলে বুঝিতে দিলুম করি হিন্দুয়ানি।

সেই 'অক্ষর' দুইটা কি, কেহ বলিতে পারেন কি ?

৩০৬। পদ্মলোচন-বধ।

লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনা। ১, ২, ৩ ও ২১শ পত্রগুলির অভাব। শেষ পত্র সংখ্যা—২৫ ক্ষুদ্র পুঁথির আকার। দোভাঁজ করা কাগজ—এক পিঠে লেখা। চতুর্থ পত্রের

রাজবালা সোবর্ণ রথের চারি ভিত ॥
তিন সত ঘোরা চলে রথ দস লক্ষ।
*　　*　　চলে কহিতে অসক্য ॥
ঢাক দগর বাজে কাংস করতাল।
বরাহ পিনাক বাজে শুনিতে বিসাল ॥
তালমৃদঙ্গ　　*　　*
কাংস করতাল বাজে রাবণের পুরি ॥

শেষ :—

কত পাপ কৈলুম আমি, হেন পুত্র দিলুম ডালি,
আর পুনি দেখা নি পাইনু ॥
হেনকালে মন্দোদরি, চলি আইল সিগ্র করি,
মধুর বচন বুঝাএ তানে।
কহে শ্রীফকিরচান্দ দাষ, শ্রীরাম চরণে আস,
অন্তকালে রাখিবা চরণে ॥

"ইতি শ্রীলঙ্কাকাণ্ডে পদ্ম্যাক্য (?) পদ্মলোচন-বধ যুদ্ধ সমাপ্ত। লিখনং সুঅক্ষর শ্রীফকিরচাঁদ দাস মহরের নিবাস পাধনপুর থানে সাতকানিআঁ ফেরিএ জলদি ইতি সন ১২০৬ মঘি তারিখ ২৩ অগ্রহায়ন রোজ শনিবার এই পুস্তকের মালিক শ্রীজয়রাম মেস্তরি পিছরে রামমোহন মৃত রামু থানার অন্তর্গত সাকিম জোয়ারিয়া নালা সোণাই ছরিটেকেবাকে উত্তর ভিমস্তে নারানভঙ্গ মুনিনাশ্চ মতিভ্রমং শ্রীরামচরণ শরণ শ্রীহরি শরণ শ্রীহরি।" পদ সংখ্যা প্রায়—৫০০।

ভণিতা :—

(১) জয়দেব কবি কহে অমৃত ভাণ্ডার।
লঙ্কা কাণ্ঠে পদলোচন হইল সংহার ॥

(২) জঅছন্দ কপি কহে এই মাত্র সার।
রাম বাণে স্বর্গে যাইবা মহিমা অপার।

(৩) কহে জয়দেব দাস, পূরাও মনের আশ,
সংসারেতে অবশ্য মরণ ॥

উদ্ধৃত দ্বিতীয় প্রবন্ধে বোধ হয় লেখক ভ্রমক্রমে 'দেব' স্থলে ছন্দ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। লিপিকরেরও কি দুর্লোভ যে, তিনিও গ্রন্থশেষে তাঁহার নামের একটি ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। এরূপে প্রাচীন সাহিত্যের কত মহাজনেরই নাম বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থলে আজ পরস্বাপহারকদের নাম বিঘোষিত হইতেছে, কে বলিবে?

৩০৭। যোগ কালন্দর।

ইহা মহম্মদীয়মতে যোগসাধন গ্রন্থ। 'কালন্দর' কি, বুঝিলাম না। সুপ্রসিদ্ধ হজরত আবু আলি কলিন্দর সাহেবের নামের সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ আছে কি?

দুইখানি প্রতিলিপি। একখানি বাঙ্গালা অক্ষরে, অপরখানি আরবীয় অক্ষরে লেখা। শেষোক্ত খানিই সম্পূর্ণ আছে, কিন্তু অল্পদিনের লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ,—পয়ারে পদসংখ্যা প্রায়—২১৬। আরবী লেখা পুঁথির শেষ পত্র সংখ্যা ১৪; বাঙ্গালা পুঁথিখানির ২—১১ পাতা আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। বাঙ্গালা পুঁথিখানির লেখক বোধ হয়, কালিদাস নন্দী ও ১২১৪।১৫ মঘির লেখা হইবে।

বিচ্‌মিল্লা ইত্যাদি।

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
তার পাছে প্রণামিএ নবির চরণ ॥
করিম রহিম আল্লা পরওয়ার্‌ দেগার।
আঠার হাজার আলাম সৃজন যাহার ॥

* * *

নাছুত মোকাম এ তিন টিহরি।
আজ্‌রাইল ফিরিস্তা আছে তথাতে পহরী।
সে সব খাচাল জানো আনলের স্থান।
সদাএ অনল জ্বলে নাহিক নিবান ॥

শেষ :—

হরিকত বুঝিবেক মোহর খেচাল।
হকিকত জানো নিষ্ঠা যত মোর হাল ॥
মারুফত ভেদ মোর জানিও নিশ্চয়।
এই মতে চারি কথা হাদিছেতে কহএ ॥

"তামাম সোদ লিখিতং শ্রীওবেদল্ল পিং খোন্দকার মোহাম্মদ হারি মরহুম সাং নাগধ (—পটীয়া—চট্টগ্রাম।)" (আরবী লেখা পুঁথি।)

ভণিতা পাওয়া গেল না। কেহ কেহ ইহাকে আলি রাজার রচিত মনে করেন।

৩০৮। সপ্তবারের কিতাব।

ইহা এক প্রকার মূর্খলোক-ভুলানো জ্যোতিষগ্রন্থ। কোন রোগী আসিয়া যদি রোগের কারণ-জিজ্ঞাসু হয়, তবে তাহাকে নিম্নাঙ্কিত চিত্র-মধ্যস্থ যে কোন একটি 'ঘর' বাছিয়া ধরিতে বলা হয়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

চিত্রমধ্যস্থ সংখ্যাগুলি যথাক্রমে রবি, সোম প্রভৃতি সপ্তবারনির্দ্দেশক। মনে করুন, ১ম (রবিবারের) ঘরটি ধরা গেল। তাহা হইলে, উক্ত বারের ফলাফল এইরূপ :—

"রবির খেণেতে যদি কোন জনে রোগির জন্য জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহারে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি বারি (বাড়ী) থাকি আসি মন কিছু বেজার হইআছে, রাস্তাতে কোন জন্নার (জানোয়ার) দেখি আছ, দুইজন লোক এক জাগাতে বসিআছে তাহা দেখিআছ, রাস্তা দি আসি লোকের লাগৎ পাইআছ, এই মত এই রকম জদি রজু বলে, তবে হারিধা (নৈঋত) কোনেতে থাকি যুঙ্গ (?) দেবতার দিষ্টি হইআছে, তাহার ডাঙ্গি পিঠালি দিয়া মনিস্তের মুক্তি বানাইব, ভাত তরকারি উপহার জেই মিলে দিব। রাজা (ঈশান) কোণেতে বারাইব, তবে আরাম ৬ ছএ দিনে হইবেক।"

এইরূপ সপ্তবারের ফলাফলে পুঁথি সমাপ্ত। অল্প দিনের নকল; ভাষাও তাই দেখিতেছি। পত্রসংখ্যা ৪, উভয় পিঠে লিখিত।

৩০৯। চৌত্রিশাক্ষরী বর্ণনা।

আরম্ভ :—

কক্কা কিঙ্কি লিখী, কুউ কেঐ দেখি,
কৌঔ কংয় ক্রমে হএ।
খক্ক খিঙ্কি লেখি, খুক্কু খোঙ্ক দেখি,
খৌঙ্কৌ খংঙ্ক ক্রমে হএ ॥

শেষঃ —

হম্মা হিম্মি লেখি, হম্ম হেম্মৈ দেখি,
হোম্মো হংলু ক্রমে হএ।
ক্ষর্ম্মা ক্ষির্ম্মি লেখি, ক্ষুর্ম্মু ক্ষের্ম্মৌ দেখি,
ক্ষোর্ম্মৌ ক্ষংর্ম্ম ক্রমে হএ ॥

"ইতি চৌতিস অর্ক্ষরি বর্ন্ননা সমাপ্ত। শ্রীনীলমণি দাস গুপ্তস্য। সোক্ষর শ্রীরামদুলাল মণ্ডল পীছরে সুধারাম মণ্ডল মৃত সাং সিহরা (সিংহরা) পাটকর্ক্ক দুঃখেম লিখিতং ইত্যাদি শ্লোক। ১২২৭ মঘি তাং ২৫ ফাল্গুন।" রচয়িতা, বোধ হয়, উক্ত নীলমণি গুপ্তই। প্রাগুক্তবৎ ৩৪টি চরণে সন্দর্ভটি সমাপ্ত। এই নীলমণির কৃত 'কালিকা-স্তুতি' নামক সন্দর্ভের পরিচয় পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।*

* নিম্নোদ্ধৃত গীতাটির কি অর্থ আছে?
"আর না যাইয়ম্ বুড়ীর ভাঙ্গা ঘরে,
রে কালিয়া সোণা। ধু।
বিলের মাঝে চিলের বাসা কুত্তা (কুকুর) বিয়ায় গাছে।
সেই চিল ধরিআ খাইল রামবাড়িকা মাছে ॥
কাকরের মায়ে বোলে আমার ফকির কৈ।
বাঘে মৈষে হাল যুড়িছে পিপড়া দিছে মই ॥"

৩১০। মনসাষ্টক শ্লোক

জয় দেবি বিসহরি জয় জয় কাণি।
জগত গোরি নাম ধর জগত জিবকারিণি॥
জরতকারুমুনি জাআ জয় মাতা ব্রাহ্মণি।
বন্দেয়ং শ্রীপাদদ্বন্দে সদাএ শিবনন্দিনী॥

শেষ ঃ—

তুমি পদ্মা মনসা জে আস্তিকের জননী।
তোমার যে সহচরি নেতাই হরনন্দিনী॥
ধন বর দেয় মোরে তুমি ধনকারিণী।
বন্দেয়ং শ্রীপাদপদ্মে সদাএ শিবনন্দিনী॥

"শ্রীরুহিদাস নাথ পীং তিতারাম বৈদ্ধ মৃতসাং তেকোটা। ১২৩৫ মঘি ২০ চৈত্র।" চরণসংখ্যা ৩২; ভণিতা নাই।

৩১১। কালিকা-স্তুতি।

কালি কুণ্ডলিনি, করার (করাল) বধনি,
কাল ভয়-হরা তারা।
খটাঙ্গধারিণি, খলবিনাসিনি,
খর্পর করেতে ধরা॥
গণেস জননী, গিরির নন্দিনী,
গীরিশ গৃহিনী হইলে।
ঘূর্ণিত নয়না, ঘোররূপা সামা,
ঘোররূপে প্রবেশিলে॥

শেষ ও ভণিতা ঃ—

হর আরাধনে, হর আকিঞ্চনে,
হর পদ দিলে বক্ষে। (?)
ক্ষমতা বিসেসে, নীলমণি দাসে,
মাগিতেছি মুক্তি ভিক্ষে॥

চরণ-সংখ্যা—৩৪। অল্পদিনের লেখা

৩১২। কবিরাজী পুঁথি।

আরম্ভ ঃ—

নম গণেসায়। অথ প্রেমেহুর অউসদ।

হঁলদ্রার ছরা ১ এক তোলা করি (কড়ি)? পোস্তা কাকি ১ এক তোলা। এই দুই পদ বাটিআ বাণ্ডা (ঠাণ্ডা?) জলে * * করি খাইলে। তবে প্রেমেহু ধাউ ভালা হবে।

শেষ ঃ—

পুনশ্চ লোকের চৈখেতে খারিস্থে ধরে চৈউক্ষ পেচুরাএ তাহার ঔসদ। সাদা তামাকুর বচুর (?) রস সত্ একপদ দুই পদ একত্রে সীসে ঘসী রস লইয়া বিকালে যুইতে চৌক্ষুতে দিলে খোরা জলী (অলি) উঠে তবে খারিস্থা ভালা হএ।

"শ্রীতনুরাম পীছর লক্ষন নাত সাকীমে বাদ্রসত (বারশত) মোকাম কন সাহার (?) ডিহির পার খুঅক্ষর পুস্তক।" তারিখাদি নাই। শেষ পত্রসংখ্যা ২১; দুই পীঠে লেখা। বোধ হয়, অসম্পূর্ণ। বৃহৎ আকার। লেখা প্রাচীন।

৩১৩। মনসার পাঁচালী।

সম্ভবতঃ ইহা একখানি নূতন মনসা পুঁথি। একাধিক কবির ভণিতা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে 'মধুসূদনের' রচনাই বেশী। প্রায় সর্ব্বস্থলেই 'দৈ মধু' বা 'দৈ মধুসূদন' এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। 'দৈ' শব্দটার অর্থ 'দোহাই' হইবে বলিয়া মনে হয়।

আরম্ভ ঃ—

৭ নমো গনেসাঅ।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাসাঅং সর্ব্বকল্যাণ হেতবে।
পার্ব্বতিপ্রিঅপুত্রায় গণেসাঅ নমোস্তুতে॥

নমো বিসহরি ইকর্স্য (?) মুনিমাতা।
ভগিনি বাসুকি স্তথা জেরৎকারমুনিপত্নী
মনসা নমস্ততে। অথ পদ্ম পুরাণোক্ত (?)
মনসা পাঞ্চালি লিখ্যতে। প্রথম বন্দন।
প্রণমোহ গণপতি, বিঘ্নহন্তি মোহামতি,
স্বরগে (স্মরণে ?) পাসই (?) দুরে জাএ।
জারে ভুজ এ দন্ত (?), মহিমা নাহিক অন্ত,
খুণ্ডে তুলি কুকরি খেদাএ॥
প্রথম মুগল (যুগল ?) পুটে প্রণতি গণেশ ঘটে,
গায় পোতক রমা (?) নাহিক অন্ত।
বাম যঙ্গায়াগ পাটা (?), ললাটে ভস্মের ফোটা,
গণপতি সংসার প্রধান॥

* * *

(আবার, বন্দনার পর।)

হরি সুত নন্দলালে এই রস গাএ।
জনমে জনমে দাস মনসার পাএ॥

তারপর, আবার :—

নিরঞ্জন পুদসার, ভাব নাহি বুদ্ধি নাহি আর,
ধই(?) মধুসোধনে সুবচনে।

'সৃষ্টিপত্তনের' শেষে :—

বিসহারি চরণে কমল মধু আনে।
জগত বল্লভে ভনে মনসা যবিলাসে॥

গ্রন্থ-মধ্য হইতে :—

(১) ভুবন ইশ্বর নাচে গঙ্গা লইয়া শিরে।
শ্রীমধুসুদন ভনে মনসার বরে॥
(২) ভকত জনেরে বর দেয় বিসহরি।
ভবানীর পদবন্ধে দৈ মধু ভিখারি॥
(৩) সেবকেরে বর দেয় হৈয়া আনন্দিত।
সারদার চরণে দৈ মধু গাএ গীৎ॥
(৪) হরনন্দিনির পাএ, হরি সুতনন্দে গাএ,
হরিপদ তরাঅ সংসারে।
(৫) সেবকের বর দেয় জয় বিসহরি।
দৈ মধুসুদনে ভনে সরস লাচারি॥

৯৬ পত্রের শেষ :—

সান্তাইয়া বুড়াএ বোলে আহ্মি বর দিব।
পুত্র বর দিমু তারে বিহা দিন মরিব॥

* * *

আহ্মি কহি সুন মাই ক্রোধ ক্ষেমা কর।
জামাতার সৈজ্যাতে তুহ্মি চলহ সত্বর॥
দৈ মধুসুদনে ভনে মধু আলাপ।
সোনকার কারণে গান গাওরে বিলাপ॥
না বোল না বোল রে মসি এক্ষত বচন।
রতিরস করিতে মোর না লএ মন॥
ছয় পুত্র সোকে প্রাণ দহি নিরন্তর।
ব্যাকুল হই আহ্মারে ভ্রমি ঘরে ঘর॥

৯৬ পত্রের পর খণ্ডিত। দুই পিঠে লিখিত। তারিখাদি নাই। লেখক "শ্রীজিত-রাম দত্ত সাং কালীপুর।" এই অংশের পদ-সংখ্যা প্রায় ৪৬০৮ ; সুতরাং বৃহৎ গ্রন্থ।

অন্যান্য মনসা-পুঁথির সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ বা প্রভেদ, না পড়িলে বলিতে পারিবে না।

৩১৪। মুরসিদের বারমাস।

আরম্ভ :—

নিরঞ্জন নামখানি লইয়া শতেক বার।
নিদানত পড়িলে আল্লা করিব উদ্ধার॥
আউয়ালে আল্লার নাম দোয়াজে রছুল।
উম্মতে করিছে গুনা নবি বেআকুল॥
সবে বোলে মুর্শিদ মুর্শিদ মুর্শিদ কেমন জন।
ধড়ের মাঝে আছে মুর্শিদ অমুল্য রতন॥

শেষ

কার্ত্তিক মাসেতে মুর্সিদ ধানে ভরে শির।
ধান হইআ জান দুনিআই হৈল স্থির॥
গিরতে থাকিলে কড়ি খেল্যা লইঅ ধন।
কড়ি না থাকিলে রে নিষ্ফল জীবন॥

(হস্তলিখিত পুঁথি

কার্ত্তিক মাসেতে মুর্সিদ দিন হৈল রাতি।
এ লাহুত দরিয়ার মাঝে কে জ্বালাইব বাতি॥
ক্ষেণে জ্বলে ক্ষেণে নিভে কিবা রাত দিন।
এই তিন ভুবনে মুর্সিদ মোরে কৈলা ভিন॥
(ছাপা পুঁথি)

ভণিতা ঃ—

বার মাসের তের খোসা লহ রে গণিআ।
এই গীত জোরাই আছে মোহাম্মদ আলি (?)
মোহাম্মদ আলি নর রছুলের নাতি (?)
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে খণ্ডে তার দুর্ম্মতি॥
(হস্তলিখিত পুঁথি)

উভয় পুঁথিতে বিস্তর পাঠ-পার্থক্য আছে। ১২৩১ মঘীর লেখা, পদসংখ্যা (হস্তলিপিতে) ৩৪ ও (ছাপায়) ৩৬। ছাপা পুঁথিতে ভণিতা নাই। উক্ত ভণিতাটিও সন্দেহ-জনক।

অপর একখানি হস্তলিপির ভিতর নিম্নের পদ্যাংশটুকু পাওয়া গিয়াছে ঃ—

"জীবের জর্ম্ম কিসে। পিতৃবির্জ্জে মাতৃরজে। গঠন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বে। ২৫। স্থিতি পঞ্চভূত আর বেদ মোয়াশক্তি (?) হুত (কুত বা যুত ?)। পিতার চাইর ৪ মাতার চাইর ৪। মাংস অস্থি মার্জ (?) শুক্র ৪ রোম চর্ম্ম রক্ত মেদ ৪ পৃথিবী ১ অব ২ তেজ ৩ বায়ু ৪ আকাস ৫ পৃথিবীর গন্ধ গুন শুভ্রবর্ণ নাসিকাতে স্থিতি। তার প্রতিক্ষ্য (?) গুন পঞ্চ ৫ "অস্থিমাংসনখশ্চৈব রোমং ত্বক্‌ক পঞ্চমং পৃথিবি পঞ্চগুন প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে। ১। অপগুণ গৌরবর্ণ জিহ্বাতে স্থিতি। তার প্রতিক্ষ্য পঞ্চ গুণ শুক্র সুনিত মার্জাঞ মলমূত্রঞ্চ পঞ্চমং অপ পঞ্চ ইতি ৫।"

৩১৫। ভারত-সাবিত্রী।

নম গনেসাঅ। নম সরস্বতি দেব্যাএ নমঃ।
শ্রীগুরুবে নমঃ। ভারথ সাবিত্রি পুস্তক লিক্ষতে।
'বেদে রামায়ণে' ইত্যাদি শ্লোক।
শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমি করিএ বন্দন।
ভারথ গিতা কিছু সুন দিআ মন॥
ধৃতরাষ্টে জিঙ্গাসিল সুন রে সঞ্জএ।
কেমন্তে করিল যুদ্ধ কুরু পাণ্ডু ছএ (চয়)॥

শেষ ও ভণিতা ঃ—

অহরাত্র পাপ করে জথ গণ নারে (নরে ?)॥
ভারথ গিতা সুনিলে সর্ব্বপাপ হরে॥
* * *
গিতা পাঠ ফলাফল কহিলাম সত্বরে।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ জগদিসে করে॥
গুরুর চরণে করি সত নমস্কার।
পদভঙ্গ দোস কিছু না লইবা আমার॥
* * *
কাঁকাল জাইনা দআ কর কৃপা করি মনে।
রাত্রি দিবা ভক্তি থাউক শ্রীকৃষ্ণের পদেতে॥

"ইতি ভারথসাবিত্রি গিতা পুস্তক লিখন সমাপ্ত। 'ভীমস্যাপি' ইত্যাদি শ্লোক। স্বঅক্ষর শ্রীবৈষ্ণবচরণ সেন দাস সাং বারূ-শত (বারশত) ইতি সন ১২০৮ মঘি তারিখ ২৬ ফাগুন।" পত্রসংখ্যা—৯, দুই পিঠে লেখা। অতিক্ষুদ্র পুস্তক। রচয়িতা—জগদীশ গুপ্ত।

৩১৬। সৃষ্টি-পত্তন।

এখানি সঙ্গীত-গ্রন্থ। 'রাগনামা', 'তালনামা' নামধেয় কয়েকখানি গ্রন্থের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি ; ইহাও সেইরূপ গ্রন্থ।

ইহাতেও রাগতালের জন্মাদি বিবৃত আছে। প্রতিরাগে গেয় এক একটি 'পদ'ও আছে। পদগুলি একজনের রচিত নহে। ইহা সংগ্রহ-গ্রন্থ; মূল-রচয়িতা কে কি জানি? পূর্ব্বালোচিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে অনেকস্থলে অভিন্নতা থাকিলেও ইহা পৃথক্ গ্রন্থ, বোধ হয়।

আরম্ভ :—

শ্রীষ্টিপর্ত্তন বুক

বুন বুন গুনিগণ বুন দিয়া মন।
শ্রীষ্টি পর্ত্তন কহি বুন বিভরন॥
মহাপ্রভু জখনে রাছিল একসর।
ন রাছিল উর্ত্তরের দিতে পর্ব্বত্তর॥
ন রাছিল দেবগণ ন রাছিল মুনি।
ন রাছিল মানসাকুল নয়াছিল ধনি॥

শেষ :—

তোর ভরে নৈকা (নৌকা) নাই চলে রে
গোপালিনি
তোমার যৌবন ভরে, নৈকা টলমল করে,
কেমনে হইবা গঙ্গা পার।
হের রাইস, নৈকাতে বৈস,
কাকুলী খুলিয়া রাথ।
কুটি কুটি পেলাও পানি, লর্জ্জা না ভাবিয়
জদি হইবা গঙ্গাপার।
কিছু দান দেয় রার।
অনাদানে না জাইবা মাঠেতে।
জদি হইমু গঙ্গাপার, কিছু দান দিমু রার,
রনাদানে না জাইমু মাঠেতে।

ভণিতা :—

(১) রাদি রন্ত ধ্যান চামপা গাজি কহে।
রা বুজীলে সাস্ত্র মৈদ্ধে চাহ মহাসহে॥

(২) কহে হিণ বকসা রালি বুন সবাগণ।
হএ নহে বিমসিয়া চাহ গুনিগণ॥

(৩) রাত্রিতে চলন গীদ একবিংস ভাগ।
হিন রালি রাজা কহে এই মত ভাগ॥

পত্রসংখ্যা ৩১; দুই পিঠে বড় অক্ষরে লেখা। বহির আকার। বোধ হয়, শেষ নাই। লেখক কালিদাস নন্দী। সন ১২১১।১২ মঘীর লেখা।

৩১৭। ভূষণ্ডী রামায়ণ।

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি ১৩০৯ সালের ভাদ্র আশ্বিন মাসের 'বীরভূমি' পত্রিকায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতেই এই বিবরণ টুকু 'পরিষদের' গোচর করিতেছি।

পুঁথিখানির রচয়িতা রাজা পৃথ্বীচন্দ্র। পদসংখ্যা সাকল্যে ৪০৭। দুই স্থানে ভিন্ন আর সব পয়ারে রচিত।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীরাম। অথ রামায়ণ লিখ্যতে।
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র রঘুকুলবর।
নবদুর্ব্বাদল শ্যাম কিবা জলধর॥
বাম করে কোদণ্ড দক্ষিণ করে বাণ।
বীরাসনে বসি করে অভয় প্রদান॥
বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্রধরে।
ভরত-শত্রুঘ্ন পাশে তালবৃন্ত করে॥

শেষ :—

পৃথিবীতে লক্ষগ্রন্থ হইল প্রকাশ।
আদি কবি বাল্মীকের পুরে মন আশ॥
সকল পুরাণে ব্যাস করিলা রচনা।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সার হইয়াছে বর্ণনা॥
শ্রবণে পঠনে তনু পবিত্র নিতান্ত।
ভবার্ণবে পার সার অভয় কৃতান্ত॥

রামায়ণ স্মরণে জতেক পুণ্য হয়।
কহিতে না পারে কেহ করিয়া নির্ণয়॥
যদি ইচ্ছা ভবার্ণব হইবারে পার।
রাম রামায়ণ গ্রন্থ সদা কর সার॥
শ্রীরাম চরণ পদ্ম করিয়া বন্দন।
ভূপ পৃথ্বিচন্দ্রে রচে গীত রামায়ণ॥

"ইতি সমাপ্ত। সন ১৩৩৯? সাল তারিখ ১৭ই বৈশাখ।"

ভাল কথা, চট্টগ্রামে 'ফালুয়া রামায়ণ' নামে এক রকম 'রামায়ণ গান' প্রচলিত আছে। গানের সময়ে গায়কেরা বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী করে ও ফাল (লাফ) দেয় বলিয়াই, বোধ হয়, উহার ঐ নাম। এই গান লিপি-বদ্ধ আছে কি না, জানি না। না থাকিলে, শীঘ্র তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। কিন্তু এ পোড়া দেশে সেরূপ লোক কই? দরিদ্র আমার পক্ষে তাহা ত সর্ব্বৈব অসম্ভব!

৩১৮। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

প্রথম বৈশাখ, রাধার মনে শোক,
দারুণি রবির জ্বাল।।
নতুন অবলা, আমা ছাড়ি গেলা,
মথুরা নাগরে কালা॥
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
ফিরিব যোগিনী হৈআ।
যে ঘরে পাইব, আপনা বন্ধুআ,
বান্ধিব বসন দিআ॥

শেষ :—

চৈত্র মধুমাস, পূরাইল বারমাস,
হীন হাসিমের বাণী।
কাকুতি করিআ, কৈলে আরাধন,
আসিআ মিলিব পুনি॥

পদসংখ্যা—২৬। ইহার রচয়িতা উক্ত হাসিমের রচিত একটি বৈষ্ণব পদ ও আছে।

৩১৯। চৌধুরীর লড়াই।

অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ও প্রসিদ্ধ ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ৺আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় নোয়াখালার মাজিষ্ট্রেট্ পদে থাকা কালীন তত্রত্য আলাওদ্দিন নামক জনৈক গায়কের মুখ হইতে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেন। ইহার অত্যল্প পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত থাকে। মহম্মদ আবদুল জব্বার নামক একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বড়ুয়া মহোদয়ের উক্ত হস্তলিপির অবলম্বনে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া শিক্ষিত সমাজের উপকার করিয়াছেন।

নোয়াখালী সহরের ৭ মাইল উত্তরস্থিত বাবুপুরের জমিদারদিগের বৃত্তান্ত তদ্দেশে 'চৌধুরীর লড়াই' নামে গীত হয়। এই গ্রন্থখানি সেই গীতগুলিরই সংগ্রহ পুস্তক।

ইংরেজ-শাসনের যখন তত কড়াকড়ি হয় নাই, তখন বাবুপুর, দণ্ডপাড়া প্রভৃতি স্থানের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারগণ সময়ে সময়ে পরস্পরে সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। সেইরূপ একটি যুদ্ধের বিবরণই এই গীতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ণিত ঘটনাটি সম্ভবতঃ ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। সেই সুদীর্ঘ ঘটনা বিবৃতির স্থান এখানে হইবে না।

গ্রন্থের পূরানাম "রাজনারায়ণ ও রাজ-চন্দ্র চৌধুরীর লড়াই। রঙ্গমালা সুন্দরীর

বয়ান।” রচয়িতার নাম প্রকাশিত নাই, কিন্তু গ্রন্থপাঠে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই বুঝা যায়।

কবি ‘হবিব খোদা’, মক্কামদিনা প্রভৃতির বন্দনা করিয়া ও ‘ইন্দ্রসভার চরণ শিরেতে বন্দিয়া’ এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন :—

‘চৌধুরী ছিল রাজা নারাযণ রাজ্যের অধিকারী।
সিন্দুর কাইতের জঙ্গলা কাটি বান্ধিল রাজবাড়ী॥
হাট মিলাল ঘাট মিলাল গল্লি সারি সারি।
প্রথম দৌলতের কালে রাজগঞ্জের কাছারি॥’

অন্যত্র, ‘রঙ্গমালার পত্র’খানির নমুনা দেখুন :—

‘ওহে প্রাণবন্ধু প্রাণ (প্রেম ?) সিন্ধু নয়নের তারা।
ক্ষণকাল না দেখিলে হই মতিহারা॥
তোমার বিহনে মম প্রাণ উচাটন।
সত্বর আসিয়া প্রিয় করহ মিলন॥
শিশিরে না ভিজে মাটি বিনা বরিষণে।
সংবাদে না জুড়ায় আঁখি বিনা দরশনে॥
তবে যদি ছাড় বন্ধু আমি না ছাড়িব।
চরণে নপুর হই চরণে মজিব॥
পত্রেতে লিখিল কন্যা পরম সমাচার।
ঘাইট গুনা অপরাধ দোষ ক্ষেমিবার॥　ইত্যাদি

গ্রন্থখানি কেবল পয়ার ছন্দে রচিত, কিন্তু সর্ব্বত্র অক্ষরের সমতা রক্ষিত হয় নাই। গানের পক্ষে ইহা বেশ উপযোগী। নোয়াখালী-প্রচলিত সাধারণ চলিত ভাষায় ইহা রচিত হইলেও স্বভাবকবির স্বাভাবিক সহজ প্রবাহ ইহার সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

ইংরেজী আর ফরাসী ভাষায় যতটা প্রভেদ, কলিকাতা ও নোয়াখালীর ভাষার মধ্যে তদপেক্ষা কম প্রভেদ নহে। ৺বড়ুয়া মহোদয় বাঙ্গালার এই ভাষাগত পার্থক্য হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে জেলায় জেলায় প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একখানি অভিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; তাঁহার এ গ্রন্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যও কতকটা তাহাই ছিল। দুঃখের বিষয়, তিনি অকালে কালকবলিত হওয়ায় তাঁহার সে আশা আর ফলবতী হইল না! আমাদের ‘পরিষৎ’ এ কার্য্যে কতকটা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

প্রাদেশিক ভাষা আলোচনার পক্ষে এই গ্রন্থ বড়ই কাজের হইবে। স্থান থাকিলে অনেকগুলি শব্দের আলোচনা এখানে করা যাইতে পারিত।

৩২০। কোকিল-সংবাদ।

অল্পদিন পূর্ব্বে একজন অশিক্ষিত লোক এই সুন্দর পুঁথিখানি নকল করিয়াছে। স্থানে স্থানে কিছু কিছু বাদ পড়িয়া গিয়াছে বোধ হয়। কেবল একস্থানেই রচয়িতার নাম (শুকদেব) পাওয়া যায়।

আরম্ভ :—

অথ কোকিলের সার্ম্বাদ লির্থ্যতে।

নমো গণেসায়।

শ্রীরাধি (কা) নিত্যানন্দ আর ভক্তজন।
ভুমিতে লোটাই বন্দ এতিন ভুবন॥
কহিতে তাহার নিলা কাহার সকতি।
অতি বর মুর্খ মতি আক্ষি না জানি ভকতি॥
অজ্ঞান দেখিআ জদি খণ্ড (?) দয়ামএ।
কোহিবো কোকিল-সম্বাদ অতি রসমএ॥

কৃষ্ণ চলি গেল জদি মথুরা নগর।
বিন্দাবনে রাধিকার পরিল অথর (অথান্তর ?)॥
অথ পুষ্পলতা ছিল সোকাকুলী হৈলো।
যুনিআ কোকিল পক্ষী কান্দিতে লাগিলো॥

শেষ :—

বিন্দাবনে গিআ কৃষ্ণ দিল দরসণ।
মৃত্যুবঁত গোপীগণ হইল জাগরণ॥
রাধাকৃষ্ণ দুই জন একত্র হইআ।
জল পক্ষি জলে জেন রৈল মিসাইআ॥
জেন রাধা তেন কৃষ্ণ হএ একই সরির।
মিসিত হইল রাধা কানুর সরির॥
কোকিলে বোলএ প্রঁভু করি নিবেদন।
আমার সরিরে দেয় জুগল চরণ॥

* * *

কোকিলাএ বোলে প্রভু কোরি নিবেদন।
অন্তকালে পাই জেন জুগল চরণ॥
কোকিলা সাম্বাদ জেবা যুনে জেই জন।
আনন্দে চলিআ জাএ বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

* * *

এই পুস্তক লিকিআ জে জে জনে রাখএ।
তাহারে জে লক্ষী মাও না জাও ছারি
(ছাড়িআ না জাএ ?)॥

ভণিতা :—

যুকদেবে বোলে রাধা পাগলের প্রাএ।
অতি অবিলাসে রাধা বিলাপ করএ॥

"শ্রীরামদুলাল যোগী। ইতি সন ১২৩২ মঘি তারিখ ২৮ শ্রাবণ।" ফুলস্কেপ্ কাগজ, কোয়ার্টার ফরম; ১৮ পৃষ্ঠা মাত্র। পত্রাঙ্ক নাই, কদর্য্য লেখা। পদসংখ্যা—১৫০।

৩২১। নিমাইর সন্ন্যাস পটি।

পূর্ব্বে ১২৫।১২৬ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে 'গৌরাঙ্গ-চরিত' ও 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটির' পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। অদ্যকার পুঁথির বিষয় ও রচনা ঠিক তদ্রূপ হইলেও ইহা এতই পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাকে একখানি পৃথক্ পুঁথিও বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত দুইখানিতে বাসুদেব ঘোষের ভণিতি আছে; আর এইখানি তদ্বিহীন। আকারও অনেক ক্ষুদ্র। পরে 'পরিষদে' প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

আরম্ভ:—

নমো গনেসায়।
অথ নিমাইর সৈন্ন্যাস পটি লিক্ষতে।
নাহং তিষ্টামি বৈকুণ্ঠে···তএ বাস হে নারদ॥
এক দিন ভারতি গোসাই সসি মাতার
মন্দিরে আসিল।
ভারতিরে দেখী রানি ডণ্ডবত কৈল॥
সেই দিন ভারতি সসির মন্দিরে রহিল
কিনা মন্ত্র কর্ন্তে দিআ নিমাই সন্তাসি
করীল॥ ধু।
কিনা মন্ত্র কর্ন্তে দিন।
নিমাই চান সৈন্তাসি হৈল॥
প্রভাতে ভারতি গোসাই গমন করিল।
তান পাছে নিমাই চান্দ হাটীতে লাগিল॥
ধাইআ জাইআ সসি মাতা নিমাইকে ধরিল।
কান্দিতে কান্দিতে তবে কহিতে লাগিল॥
সৈন্তাসি না হৈয় বাছা বৈরাগি না হৈঅ।
অভাগিনির মাএর প্রাণ বধিআ না
জাইঅ॥ ধু।
জদি নিমাই ছারিআ জাবে।
ছেল হৈআ বুকে রবে॥

শেষ:—

ভারথি বোলে নিমাই চান্দ স্থির কর মন।
ডোর কাপীন পৈর তুমি যুনহ বচন॥

জার বংসে এক জন বৈষ্ণব হইল।
তার সত কুল জান স্বর্গে চলি গেল ॥
এ কথা যুনিআ নিমাই ডোর কপীন পরিল।
স্বর্গে থাকি দেবগনে পুষ্পবিষ্টী কৈল ॥ ধু ॥
ডোর কপীন করঙ্গ হাতে।
কেসব ভারথির সাথে ॥

"সমাপ্ত। সন ১২৪৮ বাঙ্গলা, তারিখ ১৭ অগ্রহায়ণ, স্বাক্ষর শ্রীরামহরি দে।" খড় বহির আকারের কাগজে ৫ পৃষ্ঠায় শেষ। বাঙ্গালা কাগজ।

৩২২। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

কান্দিয়া রাধিকা বোলে,উর্দ্ধ (উদ্ধব ?) কর মন।
ঠাকুর কৃষ্ণ নিদআ মোরে হইল কি কারণ ॥
নানান সাইলের য়র্ত্ত না দিথম রাধিআ।
কৃষ্ণ গেল মধুপুরে মুই মরম্ কান্দিয়া ॥
য়াগ্রান মাসেতে রাধে ধার্ন্ত (ধান্ত) বহুতর।
নতুন বয়সের কালে ভএ চমতকার ॥ ১ ॥

শেষ :—

কার্ত্তিক মাসেত রাধে, নবরঙ্গ তিথি।
গোকুলে য়াসিল কৃষ্ণ উধব সঙ্গতি ॥
গোকুলে য়াসিল কৃষ্ণ পাইল খবর।
একে২ করে পূজা প্রতি ঘরে ঘর ॥ ১২ ॥

ভণিতা :—

কবি মাধবে ভনে ভাব এক চিত্তে।
ভাঙ্গিলে না জাএ জেন যুজনের পিরিতে ॥

"ইতি সন ১২০৭: মঘি তারিখ মাহে ৩ কাত্তিক রোজ শনিবার মেয়াদ ৩ তিন রোজ।" পদসংখ্যা—৩২ মাত্র।

৩২৩। চন্দ্রকান্তি গায়ন।

এই ধরণের গ্রন্থগুলি কিরূপ অদ্ভুত-ভাবে বিরচিত, পূর্ব্বে তাহার একটু আভাস দিয়াছি। ইহাতেও গান, কথা, পটী (পাটি) প্রভৃতি আছে। পটী বেশী নহে; কথা ও গান সর্ব্বত্র। কথার ভাষা গদ্য।

'চন্দ্রকান্ত' নামক একখানা পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে ১৯৩ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে প্রকাশ করা গিয়াছে। সেই পুঁথির আর আলোচ্যমান পুঁথির উপাখ্যান অভিন্ন; কেবল রচনাপ্রণালীর প্রভেদ মাত্র।

এই পুঁথির কোথাও রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না।

আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা। সন ১২১২ মঘি।

অথ চন্দ্রকান্ত গাঅন লিক্ষিতং।

/৭ বন্দে শ্রীকান্ত নন্দন বিঘ্নবিনাসন;
তারণ পতিত পরান(পাবন ?) হে গনেস ॥
জোগমঅ জোগিন্দ্র ইন্দ্রস্তুঃ হি গজানন;
জোগের প্রধান জোগ পুরুস প্রধান;
বিধি মুখের বেদবান আমি কি বলিতে জানি
অঙ্গ্যান তিমিরে থাকি দিবস রজনি;
দআ করে মহিমা প্রকাস।
তারণ কারণ আগ্য অন্ত নৈরাকার;
সত রজ তম আদি গুণেতে সাকার;
ত্রিতাপ জরিত জনে, হেরল (লো) নঅনে,
কিঞ্চিত করুনা কর দিন অকিঞ্চনে;
ছিষ্টি স্তিতি কটাক্ষে বিনাস ॥

নকিবের গাএঅন।

নরি (?) ফুকারে বাবুজি জঅ;
দিন রাত হুজুরমে হাজির ত হএ;
এছেন করিমি (?) কর্ক্তে (কর্ত্তে ?) হএ হুকুমজারি বট জাও আদমি ছুর আদর বাজাই ॥ ইত্যাদি।

এইরূপে 'কালুআ'র অবতারণায় গ্রন্থারম্ভ। যুধিষ্ঠির শ্রোতা, শক্তি মুনি বক্তা।

সূচনায় এই 'গাঅন'টি আছে :—

নারাঅন নরসিংহ নরুত্তম; পুরুষোত্তম পর ধ্যানধারা; গিরিবর ধার গোপাল; গজাধর গরুড়ধ্বজ গরুড়াদ্রে ধারা (?); সুখ করন দুখ হরন দআনিধি; নরহরি

রাম নিরঞ্জন রঘুপতি ভব ভঞ্জন নিজ জন্ম নিরঞ্জন; কৃপাচু (?) মুই দারিদ্র হর। দিননাথ দিনকে বন্দ (?) দিনদআল দামুদর; হর প্রভু জগথে বাস জগবন্ধু দেহ সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি হর।

শেষ :—গাঅন।

অপরাধ ক্ষেমা কর ওহে কিশরি মোহন।
প্রকাশ করিলে হবে জাতি নাস বাছাধন॥
লোকে জানাজানি হইলে কলঙ্ক ঘঠিবে কুলে।
এ কথা রাজা সুনিলে বধিবেক সকল প্রাণ॥
জননি তোমার জেমন সাধুরি কি বুঝাচ ও বাচাধনঃ

"তুমি ত সুবোদ সুজন॥ (কথা।) ওহে বাছা কিসোরি মোহন; তুমি মোহিনিকে নিচ জে দণ্ড ইশ্চা কর; ওগো ঠাকুরানি তবে নিচে চল্যেম। সাঙ্গ লিখিতং।"

এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্তি কি না, জানি না। পত্রসংখ্যা ১৪; রয়াল ফরম অপেক্ষাও বড় আকারের কাগজে বহির আকার; দুই পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম নাই। "এই বহির মালিক শ্রীসৃষ্টিচরণ পিছরে রামবল্লভ সাকিন সাকপুরা থানে পটিআ।"

৩২৪। রামচন্দ্রের দশমাস।

মাঘমাসে আরম্ভ, কিন্তু এখানে কতকটা নাই। বৈশাখের কতকটা এই :—

* * * *

কোন দোসে বিধতা এ দিল এথ তাপ॥
সিতা সোকে রঘুনাথে করয়ে রোদনঃ।
কথ দিনে হৈল দেখা সুগ্রিবের সন॥
অন্তে অন্তে দুই রাজা সৈত্য জে করিয়া।
বালি বধি রাজ্য তানে দিল সমপ্রিয়া॥
সুগ্রিব সংঙতি রাম যুক্তি করি সার।
সেইক্ষণে দেখা পাইল পোবন কুমার॥ ৪॥

শেষ :—

কাত্তিক মাসেত রাম যুদ্ধ অবসেস।
বিভিসন রাজা কৈল লঙ্কাতে বিসেষ॥
সিতা পরিক্ষিতে রামে লক্ষণেরে বোলে।
যুদ্ধ করি সিতা লৈয়া দেসে সব চলে॥
একে২ রথ লৈয়া জেন বাউর গতি।
সসম্রে রাম চন্দ্রে বোলে চল সিগ্রগতি॥
বালক সকল পন্থে করে হুরাহুরি।
দিনে রন্ধকার হৈল চণ্ডালের পুরি॥
জেবা গাএ জেবা সুনে শ্রীরামের দসমাস।
পাপ ছারে পুন্ন বারে বৈকুণ্ঠে নিবাস॥ ১০।

"ইতি শ্রীরামচন্দ্রের দসমাষ লিখন সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৭ মাঘ তারিখ মাহে ২রা কাত্তিক রোজ যুক্র বার মেয়াদ ৩ তিন দিবষ।" ভণিতা ও লেখকের নাম নাই। প্রাপ্তাংশের চরণ-সংখ্যা ৫৭।

৩২৪। রাধিকার মানভঙ্গ।

এই গ্রন্থখানি মৎ-কর্ত্তৃক "বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থাবলী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচ্যমান পাণ্ডুলিপিতে ইহার 'রাধিকার মানভঙ্গ পটি' এই নাম ভিন্ন আরো অনেক স্থানে শব্দগত ও পদগত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়,—যাহা বাঙ্গালা হস্তলিপিগুলির একরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বিশেষ। শব্দমাত্রের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া পাঠান্তর দেওয়া এখন আর সুবিধা হইতেছে না। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পাঠান্তরমাত্র প্রদত্ত হইল। ২য় সংস্করণে এই পাঠান্তরের সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। ইহার আরম্ভ এইরূপ :—

নমো গণেসাঅঃ নমো।

অথ শ্রীরাধিকার মানভঙ্গ পটি লিক্ষতে॥
নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যুগিনাং হৃদএ ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র বাস হে নারদ॥

নলিনী-জলবৎ তরলং • • • সজ্জন-
সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥

মান করিয়া রাধে বসিল বিরলে।
খরাচুরা বান্ধ্যা কৃষ্ণ গেলা হেনকালে ॥

১ম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
আউর নয়ানে গোপী শ্যাম অঙ্গ হেরি।
৬ষ্ঠ শ্লোক। "
কালরূপ হেরি রাখি।
৩য় শ্লোক। ২য় পংক্তি—
আপু অন্ত (অস্ত ?) ভেদ অন্তরে নাহি জায়
৬ষ্ঠ শ্লোক। ৬ষ্ঠ পংক্তি—
বসনে ঢাকিল আখি।
১১শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
তথাএ রহিব আমি মনে কৈলু আশ।
১২শ শ্লোক।—৪র্থ পংক্তি—
তোমার প্রাণনাথ দেখ অকুল হৃদএ।
১৪ শ্লোক। ৩য় ও ৪র্থ পংক্তি—
এথ বড় মান তোমার না হএ উচিত।
তবে কেনে রসবতী মনে কর খেদ ॥
২৫শ শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
মণিমুক্তা জথ ইতি ধন মোর ছিল।
২৬শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
দারিদ্রের ধন জেন হরি নিল বিধি।
২৮শ শ্লোক। ১ম পংক্তি—
হাতের মুরারি * * * * পেলাইল টানি।
৩২শ শ্লোক ৩য় পংক্তি—
পীন পয়োধর ঢাকি শিরে দেয়ত ঢাকনি।
৩৮শ শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
শোকানলে দহে হরি।
৪০শ শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
কালরূপ অঙ্গ কৈল পরি হরিতালা।

৪৪শ শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
তোমার সমান দুষ্ট আর নাহি দেখি।
আমার কপাল দহে তনু তোমার দেখি ॥
৪৫শ শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
পতিব্রতা সতী তুমি সর্ব্বলোকে ঘোষে।
অসম্ভব শুনি কথা পতি বর্জ্জ কিসে ॥
৪৬শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
* * * * * কহিলাম নিশ্চয়।
৫৩তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—
প্রভাতের মেঘ জেন থাকে অল্পক্ষণ।
পবন হইআ সখা উড়াএ তখন ॥
নারীর মন বিস প্রায়। (?)
ক্ষেণেক থাকিআ জাএ ॥
কুমুদ কাননে জেন খেনে (খেলে ?) কুমুদিনী
চন্দ্র দরশনে জেন হএ প্রকাশিনি ॥
৫৪তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—
বৃন্দাএ বোলেন প্যারি মান খেমা করি।
৫৫তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
তাহাতে কালোরূপ সবে বাখানিল।
৫৮তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
তোমার হরি কৃষ্ণ এই তত্ত্ব জান।
৬০তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
স্থাবর জঙ্গম জথ এ মহীমণ্ডলে।
৬৩তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
মর্ম্ম না বুজিআ প্যারি মনে রাখ কালি।
৬৪তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
* * * * কহি আমি তোমার গোচর।
৬৭তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
তুমি বোল কালা কালো।
জগত করিছে আলো ॥
৬৯তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
নিমিসে কাটিয়া * * * *।
৭০তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তির পর—
জাও বৃন্দা তোমা স্থান।
লইআ আপনা মান ॥

কোপ করি বসি আছে রাধা কমলিনী।
তাহার নিকটে বৃন্দা কম্পিত হরিণী ॥
দুহার সমান উক্তি নহে ভঙ্গ।
প্রবিন নদীতে জেন উঠিল তরঙ্গ ॥ ধু ॥
রাধার বচন শুনি।
বৃন্দা হৈল অভিমানী ॥
রাধার বচনে বৃন্দা করি অভিমান।
শীঘ্র করি বৃন্দা সতী করিল পয়ান ॥
শিখীর নাদ শুনিআ জে ভুজঙ্গ পলাএ।
উপনীত হৈল গিয়া শ্রীহরি জথাএ ॥ ধু ॥
শুন প্রভু মোর বাণী।
খেদাইল বিনোদিনী ॥
শুন হরি অথ * * * * * বচন। ইত্যাদি।

৭২তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—
তোমার প্রশংসা আর না শুনে শ্রবণে।
কৃষ্ণ নাম শুনি রাধা হাত দেই কানে ॥
৭৫তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
হের আসি ইন্দুরেখা।
চান্দের সাথে হৈল দেখা ॥
৭৬তম শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
কিনা হেতু * * * * এথাএ।
* * * * * * প্রায় ॥
৮৪তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—
* * * * * উঠিল বসিয়া।
৮৮তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
মধুবত্তি নাম মোর কৃষ্ণ নাম জপি।
পতি পরভাবে মোর * * * * ॥
৮৯তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
মোর পতি শশিকলা।
* * * * * *
রহ রহ করিআ জে কহিল আমারে।
৯১তম শ্লোক। ১ম-৩য়-৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
করিআ পুষ্পের রাগ পতি গেছে দুর।
পদ্মের কলিকা জেন হইলেক স্থির ॥
* * * * নহি পড়ে অলি।
* * * * * * *
তথাপি না য়াইসে অলি।
শুন রাধা তোকে বোলি ॥

৯১তম শ্লোকের পর—
আমার বচন রামা শুন তোমা কহি।
দুহার সমান দুঃখ শুন প্রাণ সই ॥
না করিঅ অভিমান চিত্ত দেয় খেমা।
অখনে করএ এবে আপনা মহিমা ॥ ধু ॥

৯৯তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
খুধাতুরে অন্ন দেহি পিআসিরে জল।
১০২তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
ব্রহ্মা হরি হরে জার দিতে নারে সীমা।
১১০তম শ্লোক। ৬ষ্ঠ পংক্তি—
নারিজনম কৈল মোরে।
১১৬তম শ্লোক ৩য় পংক্তি—
খেণে খেণে মনে আমি করি অনুমান
১২১তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
রাধার মানের হেতু বৈদেহিনির ভেস।
১৩২তম শ্লোক। ৩য়-৬ষ্ঠ পংক্তি—
বনমালা তেজি গলে দেয় হাড়মালা।
হও তুমি ত্রিপুরারি।
১৩৩তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
মান ভিক্ষা লও চাইআ।
১৩৫তম শ্লোক। ৪র্থ-৫ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তি—
খিদাএ পীড়িত হইআ * * *।
সাতি ভাবে না বুঝিল।
রেখার বাহির হৈল ॥
১৪২তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
ধ্যান করি ত্রিপুরারি।
জানে পূজে শ্রীহরি ॥
১৫০তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
যোগী ভেস হৈল হরি বৈকুণ্ঠের নাথ।
স্বর্গে থাকি দেবগণে করে জয় বাত ॥

১৫২তম শ্লোক। ২য় ৩য় পংক্তি—

* * * * * নৈল নীলমণি।
মনিস্যের মুণ্ড করে * * * *।

১৫৮তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—

এমত সুন্দর জোগী না দেখিছে কেহ।

১৫৯তম শ্লোক। ৫ম—৬ষ্ঠ পংক্তি—

হেন মনে অনুমানি।
সেহ হএ অভিমানী॥

১৬৩তম শ্লোক। ৫ম—৬ষ্ঠ পংক্তি—

হেরিতে তোমার মুখ।
বিদরএ মোর বুক॥

১৮১তম শ্লোকের পর—

তীর্থবাসী হই আমি সুখের নাহি কাজ।
নিরবধি থাকি আমি তপবন মাজ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি আমি বস্ত্রের নাহি কাজ।
ভস্মের সায়রে ভাসি করিএ বিরাজ॥ ধু।

১৮৯তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—

জেই আশা থাকে শীঘ্র বোলহ আমারে।
সেই ধন দিয়া আমি তুসিব তোমারে॥ ধু।

১৯৩তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—

তোমা হরি দশানন।

শেষঃ—

আমারে ছলিলা তুমি মানের কারণ।
বলিকে ছলিলা তুমি (জেন?) হইয়া বামন॥
বলিরে ছলিলা জেমন।
মান ভিক্ষা পাইলা তেমন॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণ মিলন হৈল।
শ্রীকৃষ্ণানন্দে হরি বোল॥

"ইতি শ্রীরাধিকার মানভঙ্গ পটী সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৩ মং তারিখ ১৫ আগ্রান।"

এই পুঁথিতে প্রায় সব স্থলেই উত্তম পুরুষে ভবিষ্যতী ক্রিয়ার শেষে 'মু' আছে; যথা,—করিব = করিমু ইত্যাদি।

৩২৫। হরিনামের সূত্র

আরম্ভ :—

শ্রীহরি। হরিনামের সূত্র।

ছয় দল অষ্ট দল আর ষোল দল।
নাম সুত্র জর্ম্ম স্থান গোলকমণ্ডল॥
এক গোপাল এক গোপী সোল দলে খেলা।
অষ্টদলে সংকৃতন গোপি স্বনে (?) কৈল্যা॥

ভণিতা :—

শ্রীচৈতন্য কৃপায় কহে দীন রামেশ্বর।
ভক্তিভাবে জেবা শুনে মুক্ত সেই নর॥

শেষ :—

ষোল নামের সুত্র এই কহিলাম তোমারে।
অবনীতে প্রচার নাম জীব তরিবারে॥
গুরুমুখে জেবা না শুনে হরি নামের সুত্র।
তাহার হস্তের অন্ন জল বিষ্ঠামুত্র তুল্য॥
হরির নাম হেন বস্তু না শুনে কর্ণপাতে।
চৌরাশী নরকের ভোগ ভোগে জর্ম্মপথে॥

'এই সুত্র সাঙ্গ।'

লেখকের নাম ও তারিখ নাই।

৩২৬। স্বরূপ-তত্ত্ব।

আরম্ভ :—

অথ স্বরূপতত্ত্ব গ্রহস্ত।

স্বরূপে জিজ্ঞাসা করে নিত্যানন্দর স্থরে।
জুগল ভজন কথা কহত আমারে॥
কিরূপে করিবে সেবা লবে কার নাম।
কাহারে করিল সেবা জাব কোন ধাম॥

শেষ :—

শ্বেত চন্দ্রে ভাব উতপতি লালচন্দ্রে প্রেম।
হিঙ্গুল চন্দ্রে রসে পুষ্টিত জানিয় কারণ॥
এই ত কহিলাম কিছু তত্ত্বসার নিরূপণ।
শ্রীগুরু কৃপা বিনে না বুজে অন্য জন॥ সাঙ্গ॥

ভণিতা ও তারিখ নাই। লেখক শ্রীঈশানচন্দ্র দাস। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। ফুলস্কেপ কাগজ। ক্ষুদ্র-পুস্তিকা, মোট পয়ার-চরণ-সংখ্যা ৮৪ মাত্র।

৩২৭। সিদ্ধি পটল।

শ্রীহরির পদ স্বরনং। সিদ্ধি পোটল লিখিতঃ।

একদিন নিলার ছল সনকিত্তন করিয়া।
লেখী মাত্র আপনার মন বুজাইয়া॥
পাশণ্ডে নহি শুনে মোরে নিন্দা করে।
প্রকাশিলে ধর্ম্ম নষ্ট কহিলাম তোমারে॥

শেষ :—

জিব্বা বিনে খাদ্য নাহি দ্রব্য বিনা গন্ধ।
বিনা পরশে বারে প্রেমেরই তরঙ্গ॥
ধ্বনি বিনে শ্রবণের নাহি কিছু আর।
রূপ বিনে নআনের নাহিক সঞ্চার॥ সাঙ্গ॥

ভণিতা নাই। তারিখাদি পূর্ব্বোক্ত পুঁথির মত। মোট পয়ার-চরণ-সংখ্যা ৬৪ মাত্র।

৩২৮। শিক্ষাতত্ত্ব।

আরম্ভ—শ্রীশ্রীহরি স্বরন। সিক্ষাতক্ত গ্রন্থ লিখ্যতে।

বন্দেহং সিক্ষাগুরুশ্চ পদং। স্বরন-মাত্রেণ কৌশ্বসনাসনং সমনং তরনং ভারতিং তারনং। শ্রীপদস্বরনং মুক্তপদ-লাভং দেহ বিক্র্তং নম নম। পয়ার।

দক্ষিণেতে নিত্যানন্দ বন্দম সানন্দে।
মধ্যেতে বন্দম প্রভুর চরনারবৃন্দে॥
অদৈত চরণ বন্দম ভক্তিমস্ত ধির।
জার প্রেমে মোহ প্রভু হইয়াছি (?) অস্থির॥
রায় রামানন্দ বন্দম প্রভুর প্রিয় আর।
ছয় গোসাইর পাদপদ্মে করি নমস্কার॥
ক্রমে ক্রমে ব্রজবাসি বন্দিলাম কতুকে।
নবদিববাসি বন্দম মনের জে সুখে॥
দআকর মুই অধমেরে চৈতন্য গোসাই।
তব কৃপায় শিক্ষাতক্ত রচিবারে চাই॥

* * *
* * *

ছয় গোসাইর বাক্ষ (বাক্য) আর মনের উল্লাস।
শিক্ষাতক্ত গ্রন্থ আমি করিলাম প্রকাশ॥

ভণিতাঃ—

কবি অদৈত চন্দ্রে বোলে দিন ব্যতায় (বৃথায়) গেল।
শিক্ষাতক্ত বস্তু জ্ঞান আমাতে না হৈল॥
মম প্রভী নবকৃষ্ণ রহিলা কোথায়।
অন্তিমকালে রাখ মোরে তোমার রাঙ্গাপায়॥

শেষ :—

এই মতে সিক্ষা ধর্ম্ম করিবা জাচন।
কবি অদৈত চন্দ্রে গ্রন্থ করিল রচন॥
আমি অতী মুচমতি দিন গেল বৃথা।
গুরু নবকৃষ্ণ আমার রহিআছে কোথা॥
তুমি বিনে আমার জে কোন বন্ধু নাই।
কৃপা করি শ্রীচরণে মোরে দেও ঠাই॥
সম্পূর্ণ আনন্দময়ে শিক্ষাতক্ত গিতা।
সাধুর আনন্দময় পাসণ্ডের তিতা॥
হরি বল হরি বল হরি বল ভাই।
তরিতে সংসার মাঝে আর বন্ধু নাই॥
কলি কালে নাম নিলে কিছু সত্য হয়।
নাম বিনা সব ব্রথা যুন ধনঞ্জয়॥
এই কাল গেল ভাই পরকাল রাখ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বৈলে দিন অন্তরে ডাক॥

তারিখ নাই। লেখক উক্ত ঈশানচন্দ্র দাস। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। পত্রসংখ্যা ১৩; ফুলস্কেপ কাগজ, সিকি আকার। এক পিঠে লেখা।

৩২৯। নূতন দক্ষ-যজ্ঞ।

(গান।)

শ্রীদুর্গা সন ১২১২ মাঘি।
নতুন দক্ষ-যজ্ঞ।
তেলেন।

৺ দানি দাদা দেরেনা ইআরে দানি। তেদিআ নারে তের তেলেনা ওদানি, তোম তানানানা ওদের ডানা দেরনা ওদের দের দানি দাদা দেরনা নাদের দের ধনি ভাবধানী। ইত্যাদি।

মালসী।

গিরি গৌরি আমার আইসাছিল।
স্বপ্নে দেখা দিএ চৈতন্ত করিএ,
চৈতন্তরূপিনি কোথাএ লুকাইল॥ ইত্যাদি।

শেষ :—

গান।

জারে জাও ইর্শা তোমার তুমি জা জান।
নিতান্ত জাইবে জদি আমার তবে বল কেন॥
শ্রীষ্টি স্তিতি প্রলএ কর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধর,
কটাক্ষে করি পার, এ তিন ভুবন॥

গান।

কোথাএ জাও উমা এমন ভেসে জগত জননি
কৈলাস পুরি সুন্ন কৈরে, জাবে কোথাএ
বোল সুনি। ধুআ। সাঙ্গ।

"এই বহির মালীক সষ্টিচরন দাস দেঅস্ত পিছরে রামবল্লভ চৌধুরি, সাকিন সাকপুরা স্তানে পট্টিআ।" ভণিতা নাই।

৩৩০। সুদাম-চরিত্র।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্রসংখ্যা ৬, ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা প্রায় ১১২ দ্বিজ পশু (পরশু?) রাম ও অকিঞ্চন দাসের ভণিতি আছে।

নম গনেশাঅ নম।
অথ সুদাম চরিত্র লিক্ষতে।

রাধকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোল শর্ব্বজন।
আনন্দে চলিআ জাইবা বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
রাধাকৃষ্ণ নাম ভাই জার মুখে নাই।
নিশ্চএ জানিঅ পাপে ধরিছে বেত্রাই॥
ভজয়ে কারন পদ সুন জ্ঞানি ভাই।
রাধাকৃষ্ণ পরে ভবে আর বন্ধু নাই॥

ভণিতা :—

(১) দ্বিজ পর্শুরামে কহে, কৃষ্ণ প্রভু দআ মএ,
অনন্ত জে অন্ত নাই জার।
(২) অকিঞ্চন দাসে কহে, কৃষ্ণ প্রভু দআ মএ,
বেদ শাস্ত্রে অন্ত না পাএ জারে॥

শেষ :—

সুন সুন জাএ প্রিআ সুনহ সুচন।
জথ দআ কৈল মোরে প্রভু নারাঅন॥
এই জে কহিলাম পীআ সব সমাচার।
জথ দআ কৈল প্রভু কি কহিব আর॥
জেবা গাএ জেবা সুনে সুদাম চরিৎ।
দুক্ষ দুরে জাএ জারো (?) বাঞ্চা হএ পুরিত॥

"ইতি সুদাম চরিৎ পোস্তক সমাপ্ত। সন ১২১৪ মং তাং ২ আশ্বিন হক খোদ।" মোট দুই স্থলে পরশুরামের ও একস্থলে অকিঞ্চন দাসের ভণিতা। লেখকের নাম নাই। কিন্তু বোধ হয় পরবর্ত্তী পুঁথিগুলির লেখক নিত্যানন্দ দাসই ইহার লেখক। 'শ'র উপর ইঁহার বড়ই ঝোঁক।

৩৩১। সৃষ্টি-পত্তন।

মানবোৎপত্তি ও মহম্মদীয় যোগবিষয়ক ক্ষুদ্র গ্রন্থ। অত্যল্পদিনের কদর্য্য লেখা। বালি কাগজ; এক পৃষ্ঠে লিখিত। পত্রসংখ্যা ১১। শেষ ও ভণিতা নাই। শিষ্টি পোর্ত্তন।

আরম্ভ :—

সর্ব্ব বেআপিত প্রভু তোমার সহিত।
কেহর নহে সক্র তুমি কেহর নহে মিত॥
তোমার পন্দের (পদের) ছাএআ সকলের উপর।
আপনার গুনের কথা নাহি কিছু ওর॥
বাসত্তর হাজার বানি লেখিছ কালাম।
কোরানের মৈদ্দে জথ সব তোমার নাম॥

মধ্যস্থল :—

গোপত বেকত সব করি বিন্দু বিন্দু।
মৈদ্দে বানাইল ত্রিপিনির সিন্দু॥
ডাইনে ত্রিরপিনি বামেত জবুনা।
তাহাতে জোআর ভাটা রসে জবুনা॥
ত্রিপিনির চাইর রাস্তা আছে অপরকার (?)।
পোবন বন্নিক্কে সাদাএ তাহার উপর॥

১১শ পত্রের শেষ :—

বিহিস্ত গন্দুম খাই করে অনাচার।
আদম পাঠাইল প্রভু সংসার মাজার॥

লেখক, বোধ হয় ৺ ওয়াহেদ আলি পণ্ডিত সাং বৈরাগ। পুঁথিখানি বৈরাগ মাদ্রাসার মৌলুভী শ্রীযুক্ত একাজোল্লা সাহেবের নিকটে আছে।

ভাল কথা, উক্ত মাদ্রাসায় বসিয়া এই পুঁথির বিবরণ সংগ্রহের সময় মনসাদেবী ও চাঁদসদাগর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম। উক্ত মাদ্রাসাটি যে পুকুরের পারে অবস্থিত, তাহাকে 'কালু কামারের' পুকুর বলে। পুকুরের অল্প দক্ষিণে 'কালু'র শূন্য ভিটা পড়িয়া রহিয়াছে। পুকুরটি ভরট হইয়া যাওয়ায়, তাহাতে এখন চাষ হইতেছে। মস্ত পুকুর। এই স্থানেরই অল্প দূরে লখিন্দরের 'বাসর ভিটার' অবস্থিতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চাঁদ সদাগরের একটি হাটের স্থানও ইহার অল্প দূরে নির্দ্দেশিত হয়। কিছু দূরবর্ত্তী চাঁপাতলী গ্রামে চাঁদ সদাগরের প্রকাণ্ড দীঘী আছে। ইহার পার্শ্বেই গুণদ্বীপ নামে এক গ্রাম আছে! আবার 'নেতা ধোপানীর' ঘাটের কথাও শুনা যায়।

এখনো সমুদ্র চাঁপাতলী ও গুণদ্বীপের (১) নিকটবর্ত্তী। এক সময়ে বৈরাগ প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন (জাহাজের ভগ্নাবশেষ) আজও পাওয়া যায়। সুলক কাটা (বর্ত্তমান সোলকাটা) নামক স্থানে জাহাজ নির্ম্মিত হইত, তাহা ঐ নামেই সুস্পষ্ট। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, চাঁদ সদাগরকে কল্পিত ব্যক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না এবং মনসা দেবীর কাণ্ডকারখানাটা চট্টগ্রামেই হইয়াছিল, বলিয়াই যেন মনে হয়।

১ মনসা পুঁথিতে চম্পক নগর ও ৺ ঘাটের উল্লেখ আছে। তাহাই যে কালে চাঁপাতলী ও গুণদ্বীপ হয় নাই, কে বলিতে পারে? এখানে আর একটা কথা বলা উচিত, দেবদেবীবিদ্বেষী মুসলমানদের মুখেই মনসা প্রভৃতির সম্বন্ধে এরূপ নানা কথা শুনা যায়। সে সব আর একদিন বলিব।

৩৩২। হংসলোচন-পদ্মলোচন-স্বর্গারোহণ।

ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্রসংখ্যা ১৯; প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা প্রায় ৩৮০। পয়ার ও লাচারি ছন্দে লেখা। লাচারিও পয়ারের মত, কিন্তু অক্ষরসংখ্যার নিয়ম নাই। কোন কোন স্থলে উভয়েরই অক্ষর-সংখ্যা প্রায় ১৮।১৯ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তৎ-কাল-প্রচলিত পদ্য-লিখন-রীতির অনুস্মৃতি বশতঃ, না, রচয়িতার অজ্ঞতা-হেতু, এইরূপ হইয়াছে, বুঝিলাম না। হস্তলিপি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

আরম্ভ :—নম গনেশাঅ নম।
অংশলোচন (?) পদ্দলোচনের স্বর্গ আরোহণ॥

রাক্ষশে পাইল ভএ রাম লক্ষনের বানে।
লঙ্কেশ্বর রাবন রাজা কান্দে রাত্রি দিনে॥
মোহাশোক গাঞি রাজা ভাবে মনে মন।
বুক শারকে? বোলাইআ শন্তোশএ মন॥
জোর হস্তে বুক শারনে দিলা দরশন।
কোন কার্য্যে রাজা তুমি করিলা স্মোরন॥

শেষ :—

আনন্দিত হৈল রাম ব্রহ্ম শোনাতন।
আনন্দিত হৈল তবে রাজা বিভিশন॥
রাম জঅ ধ্বনি হৈল জথ বানরগন।
বিভিশনকে শান্ত করে অবিনাসির ধন॥

হস্ত পসারিআ। রামে দিল আলিঙ্গন।

হংশলোচন পদ্মলোচন গোলকপ্রাপ্তি হৈল।
রাম রাম বোলি শবে হরি হরি বোল ॥

"ইতি হংসলোচন পদ্মলোচন পুস্তক সমাপ্ত ; সন ১২১৪ তাং ২৮ কার্ত্তিক যুঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরণ সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম।"

৩৩৩। দৈবকী দেবীর চৌতিশা।

আরম্ভ ভাগে অর্থাৎ ক হইতে চ পর্য্যন্ত অক্ষর গুলির পদরাশির অভাব। তৎপর—

ছন্নমতি হইয়াছে মরন নিকটে।
ছায়া দিয়া বধি মোরে নির্ত্য করে শটে ॥
জসোদাএ পুত্র প্রসবিছে হেন জ্ঞান।
জঠোরে ধরিছ পুত্র দেব ভগবান ॥
জর্ম্মিয়া জর্ম্মেব কথা কহিলা যানারে।
জঠোর দগদে পুত্র তোমার মস্তরে ॥

শেষ :—

ক্ষেমা দিয়া × চিত্ত বুজাইতে।
ক্ষেনে ক্ষেনে দৈবকিএ গরাএ ভুমিতে ॥
ক্ষেপিয়া জমুনা পার হইলা নারায়ণ।
ক্ষিন কংস বধিয়া দৈবকি সম্বাসন ॥

ভণিতা :—

দিন হিন পাথ দত্ত কুলে উতপতি।
হরি ভিক্ত (ভক্ত?) নিধিরাম তাহার সন্ততি ॥

'ইতি শ্রীমতি দৈবকির চৌতিশী শমাপ্তঃ।' লেখকের নাম ও তারিখ নাই। সম্ভবতঃ ১২১০।১১ মঘীর লেখা। প্রাপ্তপদ সংখ্যা ৫৬ মাত্র।

৩৩৪। হাড়মালা।

ক্ষুদ্র পুস্তক। পদ-সংখ্যা ১৭৩ মাত্র, পত্র-সংখ্যা ৯ ; প্রথম পত্র একপৃষ্ঠে লেখা। অনেক স্থলে ভুল আছে। ষট্‌চক্র, নাড়ী-ভেদ প্রভৃতি প্রতিপাদ্য। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ হারমালা লিক্ষতে।
প্রনমোহ শিবশক্তি দেবের চরন।
জাহার প্রশাদে নির্ম্মল হএ মন ॥
বিদ্যুতের প্রভা জেন তেন হরগোরি।
জুতির্ম্মঅ রূপে আছে ধ্যোআইতে ॥ (?)
সুক্ষরূপে শাধু জনে ধেআইতে না পারি।
শেই শে কারনে হরগৌরি নাম ধরি ॥
সুন তত্ত রাজন হইআ শাবোধানে।
জোগ শাস্ত্র পুরান জে হইল কেমনে ॥

শেষ :—

তবে দড় (দড়) করি মন নিব সেইরূপে।
সেই নিরঞ্জন দেবি জানিবা শরূপে ॥
সেই নিরঞ্জন প্রভু সেই নৈরাকার।
অনন্ত কৌটি ব্রহ্মাণ্ডের সেই অধিকার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভাবএ জাহারে।
কোনরূপ নিরঞ্জন ধরাইতে না পারে ॥
জার মনে জেই লএ সেই হএ রূপ।
এই সে পরম জোগ কহিল সরূপ ॥

"ইতি হারমালা পোস্তক সমাপ্ত : ৪ : সন ১২১৪ মং তাং ২৪ আশ্বিন, স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ, পীং অভআচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম হক মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাসস্য ॥"

৩৩৫। জেবলমুল্লুক-সমারোকের পুঁথি।

মোহাম্মদ আকবর-বিরচিত এই নামের আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। (১২৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) ঘটনাদি সেই একই। ইহার ভাষা পাণ্ডিত্যাভিমান-ব্যঞ্জক হইলেও রচনা নেহাত্ মন্দ নহে। ইহার রচয়িতা মোহাম্মদ রফিউদ্দি।

প্রাপ্ত অনুলিপিখানি ছাপা হইলেও, পুঁথিকে তত আধুনিক বলা যায় না। প্রায় সর্ব্বাংশ কীটদষ্ট; ৮৯ হইতে ১৭২ পত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। আট পেজি আকার। অনুমান, সমগ্র পুঁথিতে প্রায় ৩৪৪০টি পদ ছিল। পয়ার, লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী, মালঝাপ এবং 'ত্রিপদীভূত পয়ার' ছন্দের ব্যবহার আছে। শেষোক্ত ছন্দোদ্বয়ের দৃষ্টান্ত দেখুন :—

মালঝাপ—

কোকিলান, করে গান, মোহজ্ঞান, রঙ্গে।
সুধামৃত, শুনি গীত, পুলকিত, অঙ্গে

ত্রিপদীভূ পয়ার—

শ্বাসে হয়, আয়ু ক্ষয়, না কল্যে বিচার।
ভাব ভাল, গত কাল, আসিবে না আর॥

কতিপয় শব্দ-সংগ্রহ :—বহিন—ভগ্নী; তক—পর্য্যন্ত; বয়ান—ব্যাখ্যান; শিরানা—শিয়র বা শীর্ষদেশ; খাহেস—ইচ্ছা; আশক—অনুরাগী; দেক্—বিরক্ত; তাকত—শক্তি; আন্দেশা—সন্দেহ বা আশঙ্কা; ছামান—সামগ্রী; তেলেছ্‌মাত—যাদুগিরী; দামাদ—জামাতা; এনাম—বক্‌সিস।

উছাল—উচ্ছলিত। যথা—'প্রেমের সাগরে তরী হিল্লোলে উছাল।'

অদুল—খণ্ডিত। যথা :—'কিন্তু সে ললাট লেখা না হয় অদুল।'

মাঠান—মাঠ, ময়দান।

জেবল্‌ মুলুক কথা বক্তা গুণমণি।
কখন মাঠান মাঝে দিল এই ধ্বনি॥

শেষ ও কবির পরিচয় :—

মিরিলব সামারোক আর ছনুবর।
এক পতি কোলে মিলি বঞ্চে পরস্পর॥
বিবাদ কলহ নহে সুখের বিরাজ।
সুখের নগর ধন্য চামরী সুরাজ॥
উজিরেও নিজ সুত আর বধূমুখ।
হেরিয়া সানন্দ মন অধিক কৌতুক॥
হেরি পুত্রবধূ হৈল নয়নরঞ্জন।
রচিল রচনাহার আশ্‌রাফ নন্দন॥
মৌজে নারানঞার ঘোষে রফিউদ্দি নাম।
ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লায় ধাম॥

সমাপ্ত পুস্তক।

৩৩৬। দুর্গা-বিজয়।

বড় গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা ৬০; উভয় পিঠে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ২০৬৫।

আরম্ভ :—

নম গনেসাঅ নম।
নম শ্রীজঅদ্বর্গাঐ নম।

অথ শ্রীজঅদ্বর্গার বিজঅ্‌ পোস্তক লিক্ষ্যতে।

প্রনমোহ গনপতি বিঘ্নবিনাশন।
লক্ষি শরশতি বন্দম মুশিকবাহন॥
শিন্দুরে মণ্ডিত জটা অতি শোভামান।
চতুরদিগে দেবগনে ধরিছে জোগান॥
গরুর বাহনে বন্দম্‌ দেব ভগমান।
মোহাদেব আদি করি পদে করি ধ্যান॥

ভণিতা :—

বনদুল্লবে মাগে দেবিপদে আশা।
তনু ত্যাগিআ জাইতে গোবিন্দ ভরশা॥

শেষ :—

দেব রিশী মনিগন কিট পতঙ্গ।
এরাইতে পারে কেবা বিধাতা নির্ব্বন্ধ॥
শিবের রাশিতে শনি একদিন ভোগ।
এই মতে নবগ্রহ জান মোহারোগ॥
দুঃক্ষ সুক্ষ না চিন্তিঅ স্থির কর মতি।
দুর্গার চরন পরে আর নাহি গতি॥
বনদুল্লভে ভাবে দুর্গার চরনে।
রৈক্ষা কর মোহামাএআ জগত ভুবনে॥

"ইতি শ্রীমারকণ্ঠপুরানে, জঅ দুর্গার বিজএতে ইত্যাদি দৈত্যবধ পোস্তক শমাপ্ত সন ১২১৪ মঘি তাং ৮ পৌশ স্বঅক্ষর

শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরণ সাং সাকপুর থানে সহর জিলে চটগ্রামি হক মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাস দেঅস্ত॥" রচয়িতার নামটা 'বনদুর্ল্লভ' না 'বলদুল্লভ' ?

৩৩৭। পারিজাত-হরণ।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ পারিজাত হরন পোস্তক লীক্ষতে।

পারিজাত হরণ কথা কহ মুনিবার।
বিস্তারিআ আদি অন্ত কহ শমাচার॥
মুনি বোলে শেই কথা শব বিবরণ।
এক চিত্ত হৈআ শুন পাণ্ডুর নন্দন॥
তোহ্মার তরে আমি কহিবারে চাহি
বিবরন উপাক্ষিআ সঙ্কেপে(সংক্ষেপে)জানাই॥

ভণিতা :—

জেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুমনি, তাহান অনুজ আমি,
জানাইতে শকল বিশেশ।
বোলএ দোবানি নাথে, রামচন্দ্র বন্দি মাথে,
বোলে ব্যাস মুনির আদেশ॥

শেষ :—

হেনকালে ধান্য দুর্ব্বা দিলেন জানকি।
উর্ম্মিলা মঙ্গল করে হইআ কন্তুকি॥
এইমতে শর্ম্মাদ আছিল বহুতর।
পারিজাত হরন কথা শমাপ্ত এথ দুর॥

"ইতি পারিজাত হরন পোস্তক সমাপ্ত; সন ১২১৪ মং তাং ৩০ কাৰ্ত্তিক স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম : হক ঐ॥"

ক্ষুদ্র পুঁথি,—পত্রসংখ্যা ৭। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা ১৪৪। ইহা বোধ হয় 'লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়'—প্রণেতা দ্বিজ ভবানী-নাথেরই রচিত।

৩৩৮। ভারত-সাবিত্রী।

সংক্ষিপ্ত মহাভারত। ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্র সংখ্যা ৯; প্রথম পাতা এক পিঠে লেখা। পদ সংখ্যা ১৮২। ভণিতা পাওয়া গেল না।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ ভারথ সাবিত্রি পোস্তক লীক্ষতে।
প্রনমোহ বন্দি আমি দেবি স্বরস্বতি।
মোর কণ্ঠে সাও তুমি করএ বসতি॥
স্বরস্বতির পাদপদ্মে করি নমস্কার।
জন্ম জন্মান্তরে মাও সেবক তোহ্মার॥
*　　*　　*
অষ্টাদশ পর্ব্ব কথা করিএ রচন।
জন্মমুনি কহিবেক শুনহ রাজন॥

শেষ :—

দিবাতে পঠএ কিবা নতুবা রাত্রিতে।
অশস কালেত্রে দুক্ষ নাহি কদাচিতে॥
দেখি তাহা বুজিবারে হৈ শমাধান।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিল রচন॥
ভারতর পুন্ন কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥

"ইতি ভারত শাবিত্রি পোস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মং তাং ২০ আশ্বিন স্বঅক্ষর নিত্যানন্দ পীং অভআচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম হক খোদ॥"

৩৩৯। দশ অবতার।

পূর্ব্বে ৪৮ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে "নারদ-সম্বাদ" নামক যে পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, ইহা সেই পুঁথিই। সেই খান খণ্ডিত ছিল বলিয়া প্রকৃত নাম পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রকৃত আরম্ভ-ভাগটি এইরূপ :—

নম গনেশাঅ নম। নারদর শর্ম্মাদ। মোহাপ্রভু দশ অবতারে জে লিলা করিয়াছে। একদিন নারদ মুনির শহিত কথউপকথন॥

যুন যুন শর্ব্বলোক হইআ একমন।
কৃষ্ণের শহিক্ত মুনি ব্রহ্মার নন্দন॥
দশ অবতার কথা অপুর্ব্ব আখ্যান।
জেইরূপে জেই কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবান॥
* * *
শোলক ছন্দে ব্যাশে কহিলেন মুনি সুতে।
পআর কহিল তাহা লোক বুজাইতে॥
নারদর শর্ম্মাদ জান তিনশত শ্লোক।
কৃষ্ণদাশে রচিলেক বুঝাইতে লোক॥

শেষাংশ পূর্ব্বোদ্ধৃতবৎ। সমস্ত পয়ারে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ৬৮৮। "ইতি দশ অবতার পোস্তক শমাপ্ত। সন ১২১৪ মঘি তাং ১০ ভাদ্র স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ দে মালিক নিত্যানন্দ দে।"

৩৪০। স্বপ্নাধ্যায়।

ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পত্রসংখ্যা ৬; প্রথম ও শেষ পত্র একপৃষ্ঠে লিখিত। পদ-সংখ্যা—৯৯। ভণিতা নাই।

আরম্ভ ঃ—

নম গনেশাঅ নম।
অথ শপ্ন আদ্ধা লিক্ষতে।

প্রনমোহ গনপতি সংসারের শার।
জার নাম লৈলে ভবশিন্দু হইব পার॥
গনপতি প্রনমোহ দেবি স্বরশতি।
জাহার প্রশাদ শপ্ন হএ মতি॥
গুরুপদে নমস্কার করি বারে বার।
শপ্নের বিক্তান্ত কিছু করিব প্রচার॥

শেষ ঃ—

এই মত প্রস্তাপ পঠে প্রভাতে উঠিআ।
শ্রবন করএ জদি ভক্তিযুত হৈআ॥
তার ফল নহি হএ জানিবা শর্ব্বথা।
* * *
এই কথা বৃহস্পতি করিছে ভাসিৎ।
দৈত্য দৈত্য এই কথা জানিবা নিশ্চিৎ।
এই শকল কথা বাখানে পুরানে।
দেবগুরু বৃহস্পতি পুবানে বাখানে॥

"ইতি শপ্ন আদ্ধা পোস্তক লীক্ষতে। ইতি সন ১২১৪ মং তারিখ ২৪ আশ্বিন স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভয়াচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম। এই পোস্তকর মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দেঅস্ত।"

৩৪১। মনসা-পুঁথি।

ইহার কেবল প্রথম ৫ পাত পাওয়া গিয়াছে। ইহার আকার যে বড়, তাহা পুঁথির নাম হইতেই বুঝা যায়। এই পত্র-গুলিতে বন্দনাংশ বাদে মূল কথা বড় বেশী নাই। প্রথম পাতে 'রূপ নারায়ণে'র ও অবশিষ্ট পাতগুলিতে 'ছিরা বিনোদে'র ভণিতা আছে। তারিখ বা লেখকের নাম নাই; দেখিতে কিছু প্রাচীন বোধ হয়।

আরম্ভ ঃ—

নম গনেসাঐ নমঃ। সিবদুর্গাঐ নমো। গোবিন্দাএ নম। সরস্বতীদেব্যাঐ নম। পর্ব্বাঐ নমো। জলতকার মুনির পত্নি ভগিনী বাষুকিস্তথা। আস্তিকস্ত মুনির মাতা মনসা দেবি নমোস্তুতে॥ লাচারি ঃ।ঃ ধানাসি রাগেন গিঅতে।

মা মনসে কৃপার সাগর তোমি।
তুমি কৃপা কর জারে, সেই সে ভকতি করে,
কিবা স্তুতি করিতে পারি আমি॥
ব্রহ্মা হর-নারাঅন, আর জথ নারাঅন,
সেবএ স্তবএ ধ্যান মনে।
কৃপা করহ মোরে, রাখহে জে পদতলে,
পুজুম ভকতি বিধানে॥

ভণিতা ঃ—

[১] তোমি দেবি পদ্মাবতি, তোমাপরে নাহি গতি,
তোমি জদি কর অঙ্গিকার।
ব্রহ্মানির বিজএ, রূপনারাঅনে কহে,
নারি সবে দিল জয়কার॥

[২] পরম কারিনি,　　দারিদ্র বিনাসিনি,
সংসার মর্জ্জাইতে পারে।
ছিরা বিনোদের বানি,　　মনের বাটুনি,
সরন লইল্ব পদতলে॥
[৩] জনক জননি বন্দম জেষ্ঠ সসোদর।
সমাইর চরন বন্দম জোর করি কর॥

*　　*　　*

*　　*　　*

বন্দনা করিআ মুঞি হইল্বম অবসর মন।
ছিরা বিনদে কএ পুরান কথন॥
[৪] ছিরা বিনোদের কবিতা অমৃতের ধার।
যুনিলে শ্রবন যুক সরস পঅার॥

৫ম পত্রের শেষ ঃ—

মনসা ডাকিল নাগগন।
আসিআ সকল নাগে, মিলিল পদ্মার আগে,
আসি বান্ধে (বন্দে ?) দেবির চরন॥

*　　*　　*

*　　*　　*

মিলে গিআ ধোরা বোরা,　আর গোহ আনন বোরা,
একে একে মিলে নাগগন।
মনসার চরন,　　বন্দে সব নাগগন,
ছিরা বিনোদে যুরচন॥

পঅার।

পদ্মা বোলে যুন নাগ প্রতিঙ্গা আমার।
বিভাহ রাত্রিতে মারিমু চান্দের কুমার॥
প্রতিঙ্গা সাফল কর কিছু নাহি ডর।
কোন নাগে জাইবা দংসিতে লক্ষান্দর॥

এই 'ছিরা বিনোদ' কি রূপ নাম ?

৩৪২। লাল টুক্‌টুক্‌ শ্লোক।

এই শ্লোক গুলিবোধ হয় প্রসিদ্ধ রসসাগরের রচিত। মোট শ্লোক-সংখ্যা—১৪ মাত্র।

আরম্ভঃ—শ্রীশ্রীদুর্গা।

অথ লাল টুক্২ শ্লোক।

দক্ষিন মোসানে কাটা জাএ শ্রীয়পতি।
অসি হস্তে মোসানেতে আইলেন ভগবতি॥
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা করিলেক ভুপ।
পাদপদ্মে দেখি ছিরা লাল টুক টুক॥ ১॥

শেষ ঃ—

রাজপুত্র ছিল এক সর্ব্ব শাস্ত্রে গতি।
বিবাহ করিল সে জে নতুন যুবতি॥
পুংসক দেখি রাজা নিলর্জ্জাএ বিমুক।
কাপরেতে দেখে রাঙ্গা লাল টুক টুক॥ ১৪॥

৩৪৩। দুর্গা-ভক্তিচিন্তামণি।

এই সুন্দর গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগীই ছিল। ইহার রচনা অতি সুন্দর ও কবিত্বময়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই। পুঁথির কাগজের আকৃতি দেখিয়া ইহা নিতান্ত ছোট ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ৩য় হইতে ৯ম পাত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। সন তারিখাদি নাই বটে, কিন্তু বয়ঃক্রম নিতান্ত কম নহে। ৩য় পাতের

আরম্ভ ঃ—

জার প্রসাদেতে বেদ হইআছি (?) উৎপতি।
নিশ্চয় জানিবা সেই স্বয়ং ভগবতি॥
তবে সাম বেদ বলে যুন মুনিবর।
জোগপথে জোগি জারে হৈছে চিন্তাপর॥
জাহার অপাঙ্গ ভঙ্গে ভ্রমএ সংসার।
সেই দুর্গা জোগময়ি বস্ত সারধার॥

ভণিতা ঃ—

[১] তেজ বৈসয়ীক ভাব,　　পান কর পুণ্যলাপি,
শুতি নিপাতিত সুধাখানি।
শ্রীনাথ তারিবে ত্রাসে,　দআল এহি সে আসে,
গাএ দুর্গাভক্তিচিন্তামণি॥
[২] দয়াল শ্রীনাথ পদ মনে করি আসা।
দুর্গাভক্তিচিন্তামণি বিরচিল ভাসা।
[৩] শ্রীদিনদয়ালে গায়,　　মতি রহুক তুয়া পায়,
সদয় হইবে শুলপাণি।
দুর্গতি নাসের হেতু,　প্রচার করহে সেতু,
রচে দুর্গাভক্তিচিন্তামণি॥

[৪] মহা ভাগবত পুণ্য পবিত্র নির্ম্মল।
শ্রবণে অহিক সুখ চরিত্র মঙ্গল॥
পিতা রূপ নারায়ন মায়ার তারিনি।
বিরচে দয়াল দুর্গাভক্তি-চিন্তামণি॥

[৫] মহাভাগবত স্যার, তত্ত্ব কথা সুবিস্তার,
পরম পবিত্র সুধাশ্রেনি।
শ্রীনাথ চরণ আসে, দয়াল সরস ভাসে,
গায় দুর্গাভক্তি-চিন্তামনি॥

৯ম পত্রের শেষঃ—

এত বলি জগদ্ধাত্রি হইলা অন্তধ্যান।
পরস্পর তিনে জর্ম্মিল সার জ্ঞান॥
সুনিয়া দুর্গার আজ্ঞা তিন মহাসয়।
ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া মহাতপ আরম্ভয়॥
পুর্ন্না পত্নি প্রাপ্তি হেতু দেব পঞ্চানন।
আরাধয়ে ব্রহ্মময়ি দৃঢ় করি মন॥
তবে বিষ্ণু মনরথ * * *
* * * *

উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা গেল, কবি দীনদয়ালের পিতার নাম রূপনারায়ণ; এবং শ্রীনাথ নামক কোন মহাত্মার নামে তাঁহার গ্রন্থখানি উৎসৃষ্ট। কবির গোত্রের উপাধিটা কি, কোথাও দেখা গেল না।

গ্রন্থের রচনা যে সুন্দর, তাহা উদ্ধৃতাংশ হইতে বেশ জানা যাইবে।

প্রতি পৃষ্ঠে পয়ারের ৩০ চরণ; সুতরাং মোট প্রাপ্ত পদপদ-সংখ্যা প্রায় ২৭০। পুঁথিখানি শিক্ষিত লোকের লেখা।

৩৪৪। সৃষ্টি-পত্তন।

এখানি রাগতালের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ। আদ্যন্তে কোথাও পুঁথির নাম নাই। বহির আকার। পত্রের সংখ্যা দেওয়া নাই, গণনায় ১৬ পাত পাওয়া গেল। এক পিঠে লেখা। লেখকের নাম ও তারিখ নাই। সম্ভবতঃ ১২১২ মঘীর লেখা। বড় বড় গোট অক্ষর। একাধিক কবির ভণিতা আছে।

আরম্ভ ঃ—/৭ প্রদক্ষিনানং গুরুআর্দ্ধানং স্বরতপধারি যুগিনং তির্থ সোর্গ বএকুণ্ঠানং (বৈকুণ্ঠানং) সাস্ত্রনং মাও × পিতা গুরুনং চতুরর্দ্ধসিভুবনং তথা উর্থর দক্ষিনং পূর্ব্ব পশ্চিম পূর্ব্ব সিন্ধুসাগরং স্তানভুমি সভাতং তুস্তি ভক্তি নিবেদনাঞ্চ পুন পুন আর ঃ।

এবে কহি যুন শব ধ্যান পআর।
নিরঞ্জন নবি আদি সএআল (সয়াল) সংসার॥
যুন২ সুজনে গুনি যুন দিআ মন।
শ্রিষ্টির পতন কহি যুন দিআ মন॥
মহাপ্রভু জথনে আছিল একসর।
না আছিল উর্থরের দিতে পদুর্থর॥
না আছিল দেবগন না আছিল মুনি।
না আছিল মনিস্ত কুল ন আছিল ধনি॥

ভণিতা ঃ—

[১] রাগরিত জন্মকথা পআর রচিআ।
কহে হীন দানিস কাজি আল্লাকে ভাবিআ॥

[২] এই সে রাগমালা বিরচিআ পদ।
কহে হীন ফাজিল নাছির মাহাম্মদ॥

[৩] ক্রমে২ ছএ মিলি, কহে হীন বকস্বা আলি,
গাইবেক গুনিনের গণ।
সুরে সেত পরিছন্দ (?), জেন ঝরে মকরন্দ,
আলাপনা সুধির স্বারে (?)।
পিতা জ্ঞান অনুপাম, মোহাম্মদ আরপ নাম,
রচি পুন ধ্যান পআর॥

শেষ ঃ—

প্রথমে আছিলা প্রভু শুন্য অন্ধকার।
শ্রিষ্টি স্তিতি না আছিল সআল সংসার॥
ভাবক ভাবিনি সব না আছিল তথন।
আকার উকার সব এই তিন ভুবন॥
আপনে ভাবক হইআ ধ্যানেতে রহিলা।
শ্রিষ্টি স্তিতি আদি জথ শ্রিজন করিলা॥
এই সোল যুগ আদি ধ্যানে প্রচারি।
আপনেহ ধ্যান কৈল্লা আসন করি হেরি॥

ধ্যানেতে ধাইল নিজ মহিমা অপার।
চারি যুগ সার এক অংস * কৈল্ল সার॥

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া গেল। সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে একবার বিস্তারিত আলোচনার বাসনা আছে।

৩৪৫। গোষ্ঠ গায়ন।

আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা। গোষ্ঠ গাঅন।

গোপাল জেত্ সঙ্গে জন (?) সবে সিধুগন
আর কি খাইতে চাইলে খাইতে দিবি খুদার বেলা।
মার্খন ছানা কথাএ পাবি, গোপালে কি গোষ্ঠে জাবি
খুদার বেলা মার্খন ছানা কথাএ পাবি॥

শেষ :—গোষ্ঠ।

কিছু নাই বাছা গোপিগনে।
প্রেমের গুরু কল্পতরু রাই বৃন্দাবনে॥
অএ আলপলতা (?) কে জোগাএ কথা
কথাএ তোমার পিতা মাতা।
কিছু নাই বাছা গোপিগনে।
প্রেমের গুরু কল্পতরু রাই বৃন্দাবনে॥

সাঙ্গ গোষ্ঠ সমাপ্ত।

অতি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। মোট পদসংখ্যা ১৫ মাত্র। ভণিতার অভাব।

৩৪৬। বিদ্যা-সুন্দর-যাত্রা।

ইহা আকারে নাতিবৃহৎ, নাতিক্ষুদ্র। পত্রসংখ্যা ১৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। সবই কেবল গান। ৬৩ সংখ্যক গানে গ্রন্থ-শেষ। বহির আকার। ভণিতা ও তারিখ নাই। বড় অধিক দিনের লেখা নহে।

আরম্ভ :—১নং গায়ন।

এ নব জৌবন বনে বিছেদ দাবানল।
মদন পোবন হইএ কৈরাছে প্রবল॥
প্রবল হএ দিনেং মলেআরি (মলয়ারই) সমিরন।
কে নিবাবে এ আগুনে দিএ প্রেমজল॥

শেষ :—৬৩ নং গায়ন।

পরের মন্দ কৈরতে গেলে আপিন মন্দ আগে হএ।
জুধিষ্ঠিরের মন্দ কইরে দুর্জধনের কুলক্ষএ॥
রঘুনাথের মন্দ কইরে রাবণ মইলু লঙ্কাপুরে।
সদাশিবের মন্দ কইরে মদন পুরি (পুড়ি) ভস্ম হএ॥

"সাঙ্গ। ইতি বিদ্যাষুন্দর নামক জাত্রা* সমাপ্তাঃ। শ্রীলয় শ্রীব্রজমোহন ও শ্রীলয় শ্রীগিরিৎচন্দ্র দাস দাসশ্য স্বক্ষরমিদং।"

সেই পুঁথির আবরণ-পত্রে নিম্নাঙ্কৃত বাক্যগুলি লেখা আছে :—

ঘোস্ বোস্ গোহ মিত্র চাইর জনে সভা পবিত্র।
সেন্ সিঙ্গ(সিংহ)রক্ষিত দাস্ এই চাইর জন আসপাষ।
নাগ রাহা রুদ্র শুর এই চাইর জন লই সভা পুর।
দেঅ দত্ত কর পাল্ এই চাইর জন সভার কাল।
নন্দি নাহা চন্ বল্ এই চাইর জন সভার তল।
দিপ ধর্ম্ম ধর হোর এই চাইর জন সভা কোর।
আউচ চাউ বর্দ্ধন গন এই চাইর জন সভা নিছন।

"এই বহির মালিক সষ্টি চর(ণ) দাস দেঅর্স্য পিছরে রামবল্লভ চৌধুরি সাকিন সাকপুরা স্থানে পট্টিআ সন ১২১২ মঘি তারিখ খাবন।"

৩৪৭। দূতী-সংবাদ।

ইহা নাকি 'গাঅন'। ইহাতে কথা, পটি, ছড়া ও গায়ন এই চারি প্রকারে রচনা আছে। দেখিয়া বোধ হয়, এই শ্রেণীর গ্রন্থরাজি সে কালে অভিনীত হইত। ইহার রচনা মন্দ নহে।

এইবার উক্ত রকমের বহু পুঁথি পাওয়া গেল। সেইগুলি আমাদের তেমন হস্তগত নহে; কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

* ইহার আর একখানি প্রতিলিপি আমার নিকটে আছে। উহার পৃষ্ঠ-সংখ্যা ৯; বহির আকার। তাহাতে "বিদ্যাসুন্দর গাঅণ" বলিয়া পুঁথির নাম দেখা যায়।

কাহারও পূজা ষোড়শোপচারে, কাহারো পূজা জবা বিল্বদলে। উপাস্যের নিকট সবই ত এক দরের! কে কোথায় কি ভাবে বঙ্গ-ভারতীর পূজা করিয়াছিল, আমাদের তাহাই দ্রষ্টব্য;—তাহাই দেখাইতেছি।

এই পুঁথির অনেক গুলি পাতার পত্রাঙ্ক দেওয়া নাই। গণনায় ২১ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা। বড় বেশী দিনের প্রতিলিপি নহে। তারিখ ও রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না।

আরম্ভ :—শ্রীহরি। গাঅন দুতিসম্বাদ।

একদিন নিকুঞ্জেতে বসিআ শ্রীমতী।
মনে মনে ভাবিছেন ত্রিভঙ্গ মুরতি॥
ইতি মধ্যে শ্রীরাধার দেখ আচম্বিত।
স্বর্ণলতা মুর্চ্ছাপুর্ন্না পরে ধরনীত॥
নিকটেতে পৃয়সখী বৃন্দাদুতী ছিল।
অঙ্গ পরাশিএ তানে চৈতন্ন করাইল॥
ধরা হইতে ধরাধরি করিআ তুলিল।
সবিনয় শ্রীমতির প্রতি জিজ্ঞাসিল॥
আচম্বিত মুর্চ্ছা কেনে হইলে কমলিনী।
কে কৈরাছে অপমান বোল তাহা শুনি॥

শেষ :—গায়ন।

রাধে কি সামান্ন নারী, নারীগণের মান্ন নারী,
কুলমাঝে সতি নারী, জানবে কি তায় অন্ননারী॥
জে না রাধা চিন্তে পারে, তার কি ভয় ভবপারে,
জে না রাধা চিন্তে পারে, সে হইল কলঙ্কনারী॥

ইহার পর পুঁথি আর আছে কি না, জানি না।

৩১৮। চন্দ্রকান্ত-কথা।

ইহা আকারে ক্ষুদ্র। পৃষ্ঠ সংখ্যা ২৫, উভয় পিঠে লেখা। বহির আকার। কদর্য্য লেখা। ১২৫৫ বাঙ্গালার নকল। কথা, পটি প্রভৃতি আছে। ভণিতা ও লেখকের নাম নাই।

আরম্ভ :—চন্দ্রকান্ত নামক কথা।

১২৫৫ বাং।

আরে মেথরনী হামরা কছুর হুআ, ছাম্‌কু মাপে কর। আরে জা মেথর তোকে চাহি না।

* * * * *
* * * * *

সুন২ সভাজন বনপর্ব্ব-সুধারস অপুর্ব্ব কথন।

ধুআ।

পাশাতে হারিরা রাজ্য ভিমের (?) নন্দন।
দ্রোপদি সহিতে বনে গেল পঞ্চজন॥

শেষ :—

'ছুমেতে গিরর উপর থোর গাবি চলে কৈ'। ইত্যাদি। (ভাল পড়া গেল না)

বলিতে ভুলিয়াছি, উক্ত 'কথার' ভাষা গদ্য।

৩৪৯। সরস্বতী-অষ্টক শ্লোক।

ইতি পূর্ব্বে এই নামের আরো একটি অষ্টকের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। অদ্যকার অষ্টকটি ১২২৩ মধীর লেখা; পদসংখ্যা ৩২। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ সরস্বতি সোলক।

সরস্বতি করি স্তুতি সর্ব্বভুতকারিনি।
সর্ব্ব কণ্ঠে বাস কর সর্ব্ব বিদ্যাদাহিনি॥
সিবুগনে স্তুতি করে বিদ্যা দেঅ তারিনি।
ত্বং নমামি সরস্বতি জ্ঞানদাতা ১ রূপিনি॥

শেষ :—

সর্ব্ব কণ্ঠে বাস কর সর্ব্ব মন্ত্র রূপিনি।
সেতু বন্ধে রামের কণ্ঠে বৈসেছিলেন আপনি॥
সর্ব্ব দুক্ষ দুরে জাএ কৃর্পা (কৃপা) হইল জননি।
ত্বং নমামি সরস্বতি জ্ঞানদাতা রূপিনি॥ ৮॥

১। ১৩০৯ সালের বৈশাখের 'ভারতীতে "বাঙ্গালীর বিবাহক্ষেত্রের প্রসারতা বৃদ্ধি" শীর্ষক একটি পুরস্কার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রবন্ধের নামেই এত বড় একটা ভুল, কাহারো মনোযোগ আকৃষ্ট করিল না! 'প্রসারতা' শব্দ কি রূপে উৎপন্ন

হইল? প্র—স্+ঘঞ্, তাহাতে আবার 'তা' প্রত্যয়ের যোগ? পরিত্যাগতা, বিশ্বাসতা, সৌজন্যতা প্রভৃতি পদ্ তবে চলিবে, কেমন? বলা উচিত, ভারতীর 'প্রসারতা' মুদ্রাকর প্রমাদ নহে।

৩৫০। একাদশী-মাহাত্ম্য।

খণ্ডিত পুঁথি। ৪০—৫৪ পাত বর্ত্তমান। দুই ভাজ করা কাগজ; এক পিঠে লেখা। শেষ পাতের পর গ্রন্থ আর বেশী বাকী নাই, বোধ হয়। কাগজ তাম্রকূট পত্রের ন্যায়। খুব প্রাচীন দেখায়। তারিখাদি নাই। মহীধর দাসের ভণিতি আছে।

৪০ পাতের আরম্ভ :—

মাজা এ মহিত হইআঁ আছে নরপতি।
ব্রত উপবাস হইল একাদসী তিথী॥
দশমী বাজাএ ঢোল নগর বাজারে।
নৃপতির নিঅম আছে জে প্রকারে॥
দসমী২ বাদ্য হইল সবদ।
সুনি আনন্দিত হইল রাজা রুক্মাঙ্গদ॥
মোহনিরে সম্বোদিআ বোলে নরপতি।
দসমী সনজুত আজী সুনহ যুবতি॥

ভণিতা :—(১)

নারদিপুরাণ পুণ্য শ্লোক সংকথন।
মহিধর দাসে কহে পআর রচন॥

(২) নারদিপুরান বাণী, :অমৃত সমান জানি,
স্লোক বন্দে করিল প্রকাষ।
দেশীভাসা বুঝিবারে, পএয়াব রচিল তারে,
দিনহিন মহিধর দাষ॥

৫৪ পত্রের শেষ :—

বিষ্ণু সনে একাসনে বৈসেন নরপতি।
একাদসির হেন ফল সুন মোহামতি॥
একাদসির মাহাত্ম্য জে সুনে জেই জন।
সর্ব্বপাপ বিমোচন বৈকুণ্ঠে গমন॥
উপবাস করে জেবা তার সিমা নাই।
বেদেহ বুলিতে নারে বোলেন গোবিন্দাই॥
বেদ হোতে উদ্ধারিল ব্রহ্মার নন্দন।

এই পুঁথির অবশিষ্ট পাতাগুলি সংগৃহীত হওয়ার এখনো একটু আশা আছে। এই অংশের পদসংখ্যা প্রায় ৩০০।

৩৫১। গঙ্গাষ্টক শ্লোক।

১২২৩ মঘীর লেখা। ৫টি শ্লোক আছে। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ গঙ্গা অষ্টক।

গঙ্গানাম মুক্তিধাম মুলে পাপনাসনং।
মর্ম্ম জানি সুলপাণি মুলে কর ধারণং॥
অমর আদি সুল পুরি থীরবন্ন সোভনং।
তং নমামি গঙ্গাদেবী মোরে কর উদ্ধারং॥১॥

৩৫২। মহাভারত— ঐষিক পর্ব্ব।

সঞ্জয়-রচিত 'ঐষিক পর্ব্বের' ২টি (১ম ও ২য়) পাতা মাত্র পাইয়াছি। তাহাও কতকাংশ ছিন্ন। লেখা প্রাচীন। তারিখাদি নাই।

আরম্ভ :—/৭ নমো গনেশাঅ।

সুস্তিক পর্ব্ব কথা যদি হইল শাবধান (?)।
ঐশিক পর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
তবে বৈসমপাঅনে কহে শুন রাজা মানি।
ধৃতরাষ্ট্র জানে জারে কৈল মৃত মনি॥

ভণিতা :—

ভারত অমৃত কথা * * ।
ভবশিন্ধু তরিবারে কহিল শঞ্জএ॥

৩৫৩। নবরত্ন শ্লোক।

১২২৩ মঘীর লেখা। ৯টি শ্লোকে মোট ৩৬টি পদ। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ নবরত্ন সোলক।

আসিনে অম্বিকা পুজা সর্ব্বলোকে করে।
একসোর মোহাদেব কৈলাস সিকবে॥
কৈলাস নৈরাস দেখি মোহাদেব মনেং ভাবে;
আই০ কাইল পৈরষু তিনদিন কি প্রকারে জাবে॥১॥

শেষ :—

অনেক দিবস বিদেস থাকি পতি আইল ঘরে।
রঞ্জক (?) হইআ রাণি রহিছে মন্দিরে॥
অন্নে২ দুই জনে মনেঃ ভাবে।
আইচ কাইল গৈরমু তিনদিন কি প্রকারে জাবে॥ ৯

৩৫৪। কাল-বেল-কুমারের ব্রত-পাঁচালী।

অতি ক্ষুদ্রপুস্তিকা। পদসংখ্যা—৭২। পত্রসংখ্যা ৭; ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। স্থানে স্থানে কীটভুক্ত। রচয়িতার নাম অভয়াচরণ।

আরম্ভ :—

প্রনমোহ গীরিসুতা সুতের পদেতে।
প্রনমোহ সুর্য্যদেব বন্দিয়া সিরেতে॥
সরস্বতি দেবি বন্দম ভকতি করিয়া।
গুরুর চরণ বন্দম যুগপানি হইয়া॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সিব দুর্গা বন্দিয়া শিরেতে।
ত্রিভুবণ দেব বন্দম হইয়া হরসিতে॥

শেষ ও ভণিতা :—

ধন লৈয়া বিপ্র গেলো কন্থার সহিতে।
ঘরে গিয়া বাপে ঝিএ রহে হরসিতে॥
এই মতে ব্রত করে সকল সংসার।
ব্রতের প্রভাবে বর পাএ সর্ব্বনর॥
অভয়া চরনে কহে জোর করি কর।
মনবাঞ্ছা পুন্ন কর বেল কাল কোয়র॥
সরস্বতী চরণে বন্দিয়া সিরেতে।
কাল বেল কোয়রের ব্রত সাঙ্গ এই মতে॥

"ইতি পাঞ্চালি সমাপ্ত॥ ইতি সন ১২৩২ মঘি ২২ আশ্বীন॥ শ্রীদুর্গা॥ শ্রীপীতাম্বর দেবশর্ম্মণঃ স্বায়াক্ষরং পুস্তকঞ্চেতি॥ মালীক শ্রীকালীকিঙ্কর সর্ম্মা সাং আনোয়ারা।" এখানে এই ব্রত আজও প্রচলিত আছে। তাহা 'বেলভাতা' ব্রত নামে পরিচিত। এই পুঁথি ও ব্রতের বিবরণ বীরভূমি হইতে নবপ্রকাশিত 'সোপানে' প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৫৫। জয়লাকুমারী—অষ্টক শ্লোক।

ওলাউঠা প্রভৃতিতে মারীভয় উপস্থিত হইলে, এদেশে জয়লাকুমারীর পূজা হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে ওলা-উঠাকে এইখানে 'ঝোলা' ব্যারাম বলে।

অষ্টকটি ১২২২ মঘীর লেখা। কেবল ৪টি শ্লোক আছে। ভণিতার অভাব।

আরম্ভ :—অথ জলা কুমারির অষ্টক।

নম নম ঝোলামুখি ভঅঙ্করিরূপিনি।
ক্রোধমুখি ক্রোধ আখি ত্রিভুবননাসিনি॥
কঙ্কন-বাহিনী দেবি কোটীতে জে কিঙ্কিনি।
বন্দম দেবি ঝোলামুখি রৈক্ষা কর পরানি॥

৩৫৬। শনির পাঁচালী।

অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পদসংখ্যা ১৪৩। পত্রসংখ্যা ২০; ১ম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। মেজেণ্টার কালী; শ্রীরামপুরী কাগজ। অল্পদিনের নকল।

আরম্ভ :—শ্রীসনির পাঁচালী লিখ্যতে।

৭ নমো গণেসায় অথ সনির পাঁচালী বন্দনাঃ ত্রিপদিঃ।

সিদ্ধাপদ গনরায়, প্রনাম তোমার পায়,
ব্রহ্মময় বিভু সনাতন।
সৃজন পালন হত, তোমার কটাক্ষ গত,
তুমি দেব নিত্য নিরঞ্জন।

ভণিতা :—

(১) শ্রীগুরু গোবিন্দ পদে স্থির রাখি মন।
সনির পাচালি কথা শুন সর্ব্বজন॥
(২) শ্রীরাম দয়াল দ্বিজে, গুরুপদ সরসিজে,
প্রনমিয়া গাইল বন্দনা।
কৃপা করি ভগবান্, রাখ এ দাসের মান,
পুন্ন কর দাসের কামনা॥

শেষ :—

এই মতে সনি পুজা যেই জনে করে।
যাহা চায় তাহা পায় দুঃখ যায় দুরে ॥
অভক্তের যম প্রভু ভক্তেরে দয়াময়।
পুজিলে সনির পদ নাহি কোন ভয় ॥
সুর্য্যসুত সনৈ পদ ভাবি চিরকাল।
রচিল পাঁচালি ছন্দ শ্রীরাম দজাল ॥
হরি হরি বল সবে পুথি সমাপন।
ভক্তি করি প্রসাদ লয়ে করহ ভক্ষন ॥

"সনির পাচালি সমাপ্ত ঃ দুখেন লিখিত গ্রহস্ত চোরেন নিয়তা জদি সুকরি তস্য মাতাচপিতা তস্য সগর্দ্দব শ্রীযুক্ত গিরীষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তিঃ সোয়ক্ষরং শ্রীস্বরেসতি মাতরং।" তারিখ নাই।

৩৫৭। সত্যপীরের পাঁচালী।

এই পুঁথিখানি সুপ্রসিদ্ধ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর রচিত। ক্ষুদ্র আকার। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৫; ১ম পত্র এক পিঠে ও অবশিষ্ট. দুই পিঠে লেখা। পদ-সংখ্যা ৫৬। অল্পদিনের নকল।

আরম্ভ :—

ওঁ নমঃ সিদ্ধিদাতা গণেশায়ঃ।
অথ সত্যপীরের কথা ঃ। ত্রিপদী"ঃ।
গণেশাদি রূপধর, বন্দ প্রভু স্মরহর,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরি, সত্য পীর নাম ধরি,
প্রণমহ বিধির বিধাতা ॥

ভণিতা ও শেষ :—

(১) এতিন জনার কথা, পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা,
বুদ্ধিরূপ কৈলা নানা জনা।
দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম,
হীরা রাম রায়ের বাসনা ॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়া কর মহাশয়,
নায়কের গোষ্ঠীর সহিত।
ব্রত কথা সাঙ্গ হলো, সবে হরি হরি বলো,
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত ॥

(২) ভরদ্বাজ অবতংস, ভুপতি রায়ের বংশ,
সদাভাবে হত কংস, ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী যুত,
ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোরে কৃপা দায়, পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি, (সবে) সংক্ষেপে করিতে পুথি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দুষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তায়, হরি হোন্ বরদায়,
ব্রত কথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥

"ইতি সন ১৮৯৮ ইং তাং ২২শে জুলাই শুক্রবার বেলা ১ ঘটিকার সময় এই পুতি-খানি শ্রীদুর্গাকুমার দ্বারা লিখা সমাপ্ত হইল।" * মানুষের কি দুর্বুদ্ধি! এই লেখক মহাশয় নিজে মাঝে মাঝে ২।১ পংক্তি রচনা করিয়া দিয়া স্বীয় ভণিতি জুড়িয়া দিয়াছেন! পেটের বিদ্যা রাখিবার যে আর জায়গা নাই!!

৩৫৮। কৃষ্ণলীলা।

ইহাতেও পটি, ছড়া, কথা, গায়ন ও চব (চপ?) আছে। গণনায় ১৭ পাতা পাওয়া গেল। বড় বেশী দিনের নকল

* এই পুঁথিখানিকে ২ খানি পুঁথি স্বরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। একখানি ত্রিপদীতে, অপর-খানি চৌপদীতে লেখা হইয়াছে। দুই অংশের ঘটনাদিও পৃথক এবং আরম্ভ ও সমাপ্তিও পৃথক। শেষোক্ত ছন্দ লিখিত অংশের আরম্ভ এইরূপ—

শুন সবে এক চিতে, সত্যপীরের গীত,
দুই লোকে পাবে প্রীতে, সিদ্ধি মনস্কামনা
গণেশাদি রূপ দেবগণ, বন্দ সত্যনারায়ণ
সিদ্ধি দেহ অনুক্ষণ, যারে যেই ভাবনা ইত্যাদি।

প্রথমাংশের পদসংখ্যা—২৪ ও ২য় অংশের পদসংখ্যা—৩২ মাত্র।

নহে। তারিখাদি নাই। রচয়িতা ঈশান-চন্দ্র (দে)।

আরম্ভ :—কৃষ্ণলীলা। পটী।

সুন সুন সর্ব্বজন, আনন্দিত হয়ে মন,
সকতুকে আমি তাহা বলি।
কহি পুরাণ প্রসঙ্গ, বিবিধ আচয্য রঙ্গ,
গান কহি মুক্তালতাবলী॥
মুকুতা শ্রিজন করি, হরসিতে বংসিধারি,
শ্রীমতিকে জেরূপে মহিলা।
ঈসানে মিনতি করি, ওহে ত্রিভঙ্গ মুরারি,
ছলনা কৈর না করি লিলা॥

ভণিতা :—

দীন ঈসানে বলে, শ্রীকৃষ্ণের পদতলে,
দয়া কর ভকত বৎসল।
শিশুর পুরাও আশ, কর প্রভু নিজ দাস,
অন্তে দিয়ে চরণ কমল॥

শেষ :—২০ নং গান।

চল চল সখীগণ চল কমলিনী সনে।
জাইয়ে কমল ছলে হেরিব কমল-নয়নে॥
ভুলাইব বাঁকা আখি, আনব মোরা দিয়ে ফাঁকি।
নতুবা মুকুতা সখী হরিব হরি বিহনে॥

বোধ হয়, এখানেই পুঁথি শেষ হয় নাই। কোয়ার্টার রকম ফুলস্কেপ কাগজের আকারের বহি। বাঙ্গালা কাগজ। দুই পিঠে লেখা।

মলাটে লেখা আছে,—"এই বহির মালিক শ্রীঈশানচন্দ্র দে, নিবাস বারশত কাড়ি আনোয়ারা, সন ১৮৬৮ তারিখ মাহে ১ জানুয়ারি।" রচয়িতাও বোধ হয় এই ঈশানচন্দ্র দে মহাশয়ই।

৩৫৯। শ্রীমতীর মানভঞ্জন।

পূর্ব্বোক্ত পুঁথির মত আকার। গণনায় ১৮ পাতা দেখা গেল। বড় বেশী দিনের নকল নহে। তারিখাদি নাই। দুই পিঠে লেখা। 'গোবিন্দ কহে' কেবল এরূপ ভণিতি আছে। কথা, ছড়া ইত্যাদি ইহাতেও আছে।

আরম্ভ :—শ্রীমতীর * মানভঞ্জন।

সুন সুন সর্ব্বজন হইএ এক মন।
দুজ্জয় মানভঙ্গ কথা করহ শ্রবণ॥
একদিন বংসীধারি জমুনা তিরেতে।
কদম্ব হেলানে গান করে মুরলিতে॥

মধ্যস্থল :—গান।

অপরূপ কালরূপ সে ত ভুলিবার নয়।
একবার হেরিলে জারে রমণীর মন মজায়॥ধু॥
জারে চাহি পাসরিতে, মনে কহে না পাসরিতে,
প্রবেশিলে অন্তরেতে, অন্তর কি লয় (?)।
কালসর্পে দংসে জারে, সদত জ্বলে অন্তরে,
গোবিন্দে কয়, ভুইল্‌তে জারে, সে জগত ভুলায়॥

শেষ :—

জথ গোপী প্রেমানন্দে মগ্ন (মগন) হইলা।
শ্রীমতিরে শ্রীকৃষ্ণের বামে বৈসাইলা॥
হেরিল যুগলরূপ আপনা পাশরে।
প্রেমানন্দে মগ্ন হইএ হরিধ্বনি করে॥
রাধাকৃষ্ণ মিলন দেখিএ জাএ শোক।
প্রেমানন্দে মগ্ন হইএ কুটিল অশোক॥
এই মতে রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন।
যুগল মাধরী গোপী করে নিরক্ষন॥

৩৬০। শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন।

ইহার নাম নাই, কিন্তু বিষয় রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জনই। পত্রাঙ্কহীন কতকগুলি পাতা। কোন্ পত্রের পর কোন্ পত্র, ঠিক করিতে পারি নাই। পূর্ব্বোক্ত পুঁথির সহিত একত্র গাঁথা ছিল। গোঁসাই রামচন্দ্রের ভণিতি দেখা যায়। যাহা আরম্ভ বলিতেছি, তাহাই ঠিক কি না, বলা যায় না।

* 'শ্রীমতী' শব্দে এখানে 'শ্রীরাধিকাই উদ্দিষ্ট' হইয়াছেন।

আরম্ভ :—গায়ন।

আমার গোপাল কেনে মা বোলে না।
দেইখে যাও রহিনি অচেতন কেন কেলে সোণা॥
আমার কপাল মন্দ হে গো নিরানন্দ শ্রীগোবিন্দ
কথা কহে না।
সবে মোর একটি ছাইলা কেহ নাই মা বোল বোলে,
কেমনে শূন্য কৈর্‌ল্যে রহিব কেমনে॥

ভণিতা :—

গোসাই রামচন্দ্রের বাণী,　শুন মাগো নন্দরাণী,
বাচিবে নীলমণি, মনে কিছু নাই ভাবনা।

শেষ :—গায়ন।

ভাইব না ২ রাধে ভাইব না কিছু কি জান না।
তোমার কলঙ্ক ঘুচাইবার জন্তে, এসাছি জমুনার জলে
পুর্ণ হবে তোমারি জে বাসনা॥
শুন ২ রাই কিশোরি,　কত দুঃখ পাইছি য়ামি,
কিছু কৈতে না পারি।
তোমার চরণ ধইরে কথ সাইধেছি, দুর্জ্জয় মানেতে
কথ কাইন্দেছি,
য়ামি যোগী হইলেম তব মানে, কালী হইলেম কুঞ্জবনে
তোমারি কারণে এত তারনা॥

বোধ হয়, এখানেই পুঁথি শেষ নহে। মোট ৯ পাতা। দুই পিঠে লেখা। গান ভিন্ন ছড়া প্রভৃতি ইহাতে নাই।

৩৬১। রাম-বনবাস।

শেষ পর্য্যন্ত লেখা নাই। পত্রাঙ্ক-হীন ২০টি পাতা। রয়াল আকারের সাদা বালি কাগজ; দুই পিঠে লেখা। অত্যাল্পদিনের নকল। তাই আধুনিক রচনা বলিয়া সন্দেহ হয়। তারিখাদির অভাব। এক-স্থানে মাত্র 'মাধবের' ভণিতি আছে। ইহা একখানি নাটক। একতালা, যৎ, তেতালা, আড়া, ঠেকা কাওয়ালী প্রভৃতি তাল এবং মল্লার, ঝিঝিট খাম্বাজ প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর ব্যবহার আছে। এসব ছাড়া, কথা, পটি, ছড়া, ঢব (?), ধুয়া প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়। 'কথা'র ভাষা গদ্য।

আরম্ভ :—শ্রীহরি।

কল্যাণানাং নিদানং কলিমলমথনং জীবনসঞ্জ-নানাং। প্রাতে জংসন মমক্ষ্য সপদি পরপদবিশ্রাম স্থলনেকং ইত্যাদি।

পটী। তাল জৎ রাগিনি মল্যার।

জগতে জন্মিল রাম কল্যান কারন।
কলির কলুস তুমি করিতে মথন্॥
আরো প্রভু হও তুমি সর্জ্জন জিবন।
কবির বচন স্থন কমল লোচন॥
*　*　*
তব চরণ পরসেতে মুক্ত হইল সিলে।
তব মায়া সিন্ধু জলে পাসান ভাসিলে॥
আজি এই অধিন জনের প্রতি কৃপা করি।
আসরেতে এইস আমার বাঞ্ছা পুর্ন কারী॥

মধ্যস্থল :—কুবুজীর কথা।

এই যে দুটু (দুইটী) বর মহারাজের নিকুট প্রার্থনা কর: একটী যে ভরথকে রাজা কর: আর একটী রামকে জটাবাকল ধারণ করাইয়া চতুর্দ্দশ বৎশ্বর বনে পাঠান, তেনি অবশ্যই স্বিকার না কৈরে পার্ব্বেন না ও তোর প্রেমের লালজ কর্ব্বেন।

ভণিতা :—

ভবাঙ্কা যারি গুণে, কেবল সে বাঞ্ছা ভক্তেরি সনে,
মাধব কহে ভক্তজন বিনে, তাঁকে কেবা
পায় গো আর॥

শেষ :—একতালা।

কোথায় মা সুমিত্রা এইসময়ে এখন।
আশীর্ব্বাদ দেও যাত্রা করিবেন॥
রেইখ ভুইলনা অন্তর, সরন রেইখ সেবকেরে,
কোসল্যা মাএরে সইপে জাই গো তোমার হাতে॥

ইহা বড় বেশী দিন পূর্ব্বের রচনা বলিয়া বোধ হয় না।

৩৬২। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। (৩১ সংখ্যক পুঁথি

দ্রষ্টব্য।) আজ যে প্রতিলিপি পাইয়াছি, তাহার আরম্ভ সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে কবি ভবানীদাসের একটু পরিচয় আছে; যথা :—

নমো গনেসাঅঃ। নমো দুর্গাঐ নমোঃ।
নারাঅনং নমসকৃত্তং ইত্যাদি শ্লোক
প্রনমোহ নারাঅন পুরুস প্রধান।
দশআর ঠাকুর হরি গুনের নিধান॥
পুনরপি প্রনাম করম লক্ষিপতি।
কোটি কোটি ব্রহ্মাএ উর্দ্ধেসে করে স্তুতি॥
+ + +
+ + +
জগন্নাথ দেব বন্দোম করিয়া মাথাএ।
সুত্রে প্রসাদ দিলে ব্রাহ্মনে বসি খাএ॥
নবদ্বিপ পুরি বন্দোম অতিবর ধন্ত।
জাহাতে প্রবিন হইল ঠাকুর চৈতন্ত॥
নিজ ভ্রত নিগুন প্রেম ভেদ নহি জানে।
জগত তরাইলা প্রভু দিয়া প্রেমদানে॥
নিজ দেস বন্দোম অতি অনুপাম।
গঙ্গার সহিতে বন্দোম সঙ্কর প্রধান॥
জনক জাদব বন্দোম জসদা জননি।
পূর্ব্বলোকে বোলে নর সতির্ত্তা জানি॥ (?)
শিসুকাল হোতে তান আন নাহি চিন্তে।
কণ্ঠে সরস্বতি তান করএ কবিত্যে॥
দেবতার কৃপা তার হইল প্রকাস।
রাম সোর্গ আরহন রচিতে রবিলাস॥

ইহাতেও কিন্তু কবির বাসস্থান নির্ণীত হইল না। তবে তিনি যে পূর্ব্ব-বঙ্গীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শেষ :—

ভবানন্দ দাসে বোলে শ্রীরামচরিৎ।
এহাতে সমাপ্ত হইল রামাঅন গিৎ॥
জে সুনে পোস্তক এহি ভক্তিযুক্ত হইয়া।
অন্তরিক্ষে জাএ সেই বৈকুণ্ঠে চলিআ॥

ইতি শ্রীরামচন্দ্রর সোর্গ আরহন পোস্তক সমাপ্তঃ।

ইতি সন ১১৯৫ মঘি তাং ১৫ই মাগঃ। এহি পোস্তকের মালিক শ্রীঈসানচন্দ্র দেঅস্য।"

পত্রসংখ্যা— ২৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত পদসংখ্যা প্রায়—৬৬০। সমগ্র গ্রন্থ 'পআর' এবং 'লাচারি' ছন্দে রচিত।

৩৬৩। শ্রীপ্রভুদিগের বংশাবলী।

খণ্ডিত। ২য়—৪র্থ পাত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। অল্প দিনের নকল। বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের বংশ-বিবরণ। ভাষা গদ্য। ২য় পাতের আরম্ভ :—

শ্রীনামাদি। শ্রীশীতা অদ্বৈত সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামির বংশাবলি॥ শ্রীশীতাঅদ্বৈত প্রভু ১ তস্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামি ১ শ্রীরঘুনাথ গোস্বামি ১ শ্রীযাদবেন্দ্র গোস্বামি ১। ইত্যাদি।

৪র্থ পত্রের শেষ :—

বনবিষ্ণুপুরবাসী শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশাবলি। আদৌ॥ শ্রী৺শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥ তাহান সখা শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু॥ ... ... তৎপুত্র অলকচন্দ্র। তৎপুত্র নয়ানচন্দ্র। তৎপুত্র শ্রীযাদব-লাল॥ ১ রাঢ় ব্রাহ্মণ॥ পাট বন-বিষ্ণুপুর॥ শ্রী৺-শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশ্রীনিবাস ঠাং কপীন বহির্ব্বাস প্রদান করিয়াছিলে, অখনহ সেবা হয়, জাজ্বল্য আছে।

৩৬৪। আত্মতত্ত্ব।

সম্পূর্ণ আছে। মোট ৩ পাতা। ১ম পত্র একপৃষ্ঠে লিখিত। ক্ষুদ্র পুঁথি। ভাষা গদ্য। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আছে।

আরম্ভ :—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ॥ শ্রীরাধা-কৃষ্ণায় নমঃ॥ আপ্ত তত্ত্ব॥ জিজ্ঞাসা ছন্দে গুরু শিষ্য সম্বাদে॥ উত্তর প্রত্যুত্তর॥

তুমি কেঃ আমি জীবঃ কোন জীবঃ পিতার পুত্রঃ স্থূলতটস্থ ব্রহ্মজীবঃ জীবের জন্ম কিসেঃ পিত্রি-বীজে কি মাত্রিরজেঃ পিতার বীজ শুত্র চন্দ্রবিন্দুঃ মাতার বীজ রক্তবিন্দুঃ। ইত্যাদি।

শেষঃ।

স্বাহা॥ মিতি ভাবোল্লাসেন মনঃ প্রাণাদি সর্ব্ব সমর্পয়ামি॥ + ॥ মন সাধিন ভক্তিকা। বুদ্ধি বাসকসর্য্যা। অহঙ্কার অভিসারিকা। তরঙ্গণ পুর্ব্বোক্ত॥ চিত্ত। প্রকৃতি। পুরুষ॥ শ্রী। শমাপ্তঃ॥

৩৬৫। প্রণালিকা॥

খণ্ডিত; ১ম ও ৩য় পাত মাত্র বর্ত্ত-মান। ভাষা গদ্য। প্রতিপত্রের দক্ষিণ-দিকে পুঁথির উক্ত নাম লেখা আছে।

আরম্ভ :—

অথ বৈষ্ণবাদির শম্প্রদা বিবরণ॥

শ্রীমন নারায়ণ ব্রহ্মা নারদ ব্যাসয়েব চঃ। শ্রীমন নবাদ্বিপ পদ্মলাভ অক্ষয়ের ভজন সিন্ধু মহানিধৌ বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্র জয়তীর্থ মুনি ইত্যাদি।

৩য় পত্রের শেষ :—

ততঃপর শাধক রতীকান্ত দাস তুঙ্গসাব মঞ্জুরী গৌরবর্ণ, হরিদ্রাভা বস্ত্র, বয়স ১৪। ১। ১৯ দিন॥ বাহ্য নাম রাম কুমার নিত্যে চরণ সেবা। শ্রীনিত্যা-নন্দ প্রণালি॥ তিন প্রকার ১ অভিরাম ২ শ্রীবির-ভদ্র ৩ জাহ্নবা নারায়ণী ইতি॥

এইখানেই গ্রন্থ শেষ না কি? রচয়িতার নাম নাই। ইহা কি 'নিত্যানন্দ পটল' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অংশ বিশেষ? আমি উক্ত গ্রন্থের ৪—৬ পত্র পাইয়াছি; তাহাতে—

"দিবানিশি মনোমধ্যে স্বংয়ো প্রেম ভবাকুলাং। এবং মাত্মানমনিশং ভাবয়েদ ভক্তিমাশ্রিতং॥" + ॥

এই শ্লোকের পর লিখিত আছে :—

প্রণালিকা॥ শ্রী৺শ্রীনিত্যা (নন্দ) প্রভু শ্রীঠাকুর অভিরামঃ। শ্রীদাম শখা। বিলস দ্রক্ত গৌর। নীল পীত বস্ত্র বস্ত্র ইত্যাদি।" উহার ৬ষ্ঠ পত্রের শেষ :—

"শ্রীরাধিকা জীউ তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রক্ত গাঘরি নীল চিত্র কাচুলী নীল পেউ (পট্ট?) উরণী মণিময় চেরি কর্ন্নে নাশায় লোল মুক্তা কণ্ঠে স্বর্ণ কণ্ঠি মাণহার স্বর্ণহারাদি শিতে শিমন্তক হস্তে স্বর্ণ-কঙ্কণাদি নানারত্ন রচিত কটি তটে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা চরণে নুপুর বয়স ১৪।২।১৫।"

৩৬৬। নাম হীন পুঁথি।

ইহার ১ম ও ২য় পাতার অভাব বলিয়া নাম জানা যাইতেছে না। মুসলমানী দর-বেশী (যোগ শাস্ত্রীয়) গ্রন্থ। আসন-লক্ষণ, দেহ-তত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন বিষয় বিবৃত। সমগ্র পুঁথি এক কবির লেখা কিনা,—সুতরাং সমস্তটা এক পুঁথি কিনা, বলা যায় না। একাধিক কবির ভণিতি দেখা যাইতেছে। প্রাপ্তাংশের আরম্ভে ও মধ্যে সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান-প্রদীপ' এবং 'যোগ-কালন্দর' হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত—দেখা যায়।

প্রায় ⅛ অংশ আকারের তুলট কাগজের বহি। ৩—৩৬ পাত বর্ত্তমান। শেষ আছে। নিতান্ত জীর্ণাবস্থা। শেষাংশ নষ্টপ্রায়।

৩য় পাতের আরম্ভ :—

দণ্ডেক আপ্তান মন রাখহ নিশ্চএ। *
ডিড (?) ভরি ভ্রম ছারি কর পরিচএ॥
ঢাকিছে কামের তুল্য সচকিত মন।
ঢাকন ন জাএ তারে বিনি দ্রসন (দর্শন)॥

---

* এই অংশটি 'জ্ঞানপ্রদীপের' অন্তর্গত 'জ্ঞান-চৌতিশার' অংশ বটে। ইহা ৬ষ্ঠ পত্রে শেষ হইয়াছে। অতঃপর 'আসন-লক্ষণের' আরম্ভ।

ঢাকিছে অরুন নিজ কিরুন তাহার।
ঢেউ জলে জলে ঢেউ নহি ভিন্নকার॥
অন্নে অন্নে রূপধরি অন্নে অন্নে রিত।
আনমন হই আনন্দে হের নিত॥

ভণিতা—

(১) ক্ষিন অতি সিখুমতি ছৈদ ছোল্তান।
ক্ষিন হিনবুদ্ধি কহে চৌতিসার গ্যান (জ্ঞান)॥
(২) ডাইনে বহিলে হয় মরন নিশ্চয় (৬ পত্র।)
ছএ মাসে মরন সে কহে কলন্ত এ॥ (২১ পত্র।)
(৩) এ তিন দিবস জদি বামধারে বহে।
পক্ষক ভিতরে মরন কহে কালান্তএ॥ (২২পত্র)
(৪) এমত করিল জদি কন্যা জনমএ।
তবে জানিবা হেন সাহা মিছা কহে॥ (২৪পত্র)
(৫) হাজী মুহাম্মদে কহে মানিক্য সদাএ। *
হেলাএ হারাইলে জীয় খুজিয়া ন পাত্র॥
(২৮ পত্র।)

বাঙ্গালা পুঁথির প্রহেলিকার বিনির্ণয় বড় সহজ নহে! উদ্ধৃত ১ম ভণিতি-টী 'জ্ঞান-চৌতিশা'টি, সৈয়দ সুলতানের রচিত জ্ঞান-প্রদীপের অন্তর্গত। ১ম ও ৫ম ভণিতি-দ্বয় অধ্যায় শেষে দেওয়া হইয়াছে; অপর ভণিতিগুলি গ্রন্থ-মধ্যে (যেখানে ভণিতি হওয়ার নহে) পাওয়া গিয়াছে। রহস্য ভাল বুঝা গেল না।

আরো কথা আছে। ১০ম পত্রের—

"সতদলে কমলে আছে শ্রীগোলার হাট।
তথা হোন্তে কেলিরস ত্রিপিনির ঘাঠ॥
:: এ সকল আসন সমাপ্ত ::

এইরূপ সমাপ্তির পর আবার একখানি নূতন পুঁথির আভাস পাওয়া যাইতেছে; যথা:—

"আউআলে আল্লার নাম করম খোরন।
অষ্টদস আলাম জে জাহার সৃজন॥" ইত্যাদি।

দেখিলেই ইহা আর এক পুঁথির মঙ্গলাচরণ বলিয়া বুঝা যায়: কিন্তু তাহার নাম কোথায়? যতই অগ্রসর হইতেছি, সমস্যা ততই জটিল হইতে চলিল, দেখিতেছি।

৩২শ পত্রের শেষ এই:—

"অনাহোত (অনাহত) সেই চক্র দেসান্তরি বোলে।
বসন্তরি রিত বৈসে তাহার অন্তরে॥
এক এক মোকামেত একসত নাম।
গুরুপদ সেবিলে সে পাইবা উপাম॥

লিখিলং শ্রী-সহর গরিব মাং আরপ খং (খলিফা)

কথা থাক মনুরা কথা থানথিতি (স্থানস্থিতি)
কএরাত্রি চন্দ্রমাসা তুমার উৎপতি॥" ইত্যাদি

বাক্যে আবার আর এক নূতন সন্দর্ভ আরম্ভ হইয়াছে। এখানে ভাষা না গদ্য, না পদ্য অর্থাৎ দুইটার মিশ্রণ।

ইহার শেষ,—

"ভুমিত্ পরি খাইলা কোন্ গাছের ফল।
ছিনান করিয়াছ কোন্ ঘাঠের ঝল (জল)॥
কলসিত পানি নাই তালা হাতে ঘু (?)।
কোন্ ঘাটের পানি লই পাখালিলা মোউ॥"

ইহার পর,—

"যুন যুন মষিনিজের্মের কথা।
ক্লনাং সহরে মষিগার জো (?):

দুষ্ট মষিনি জনম লৈল এই কুল অই কুল দুই কুল খাইল সংহে চলে কাল বিকাল রক্ত জফা (জবা) উর ফুল::"ইত্যাদি কুমন্ত্রটি—

লিখিত আছে। শেষ পত্রের—

* উক্ত ৫ম ভণিতার পর হইতে 'যোগ-কালন্দর' গ্রন্থের ১১শ চরণ হইতে ১৩৮তম চরণ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত দেখা যায়; তৎপর 'কথা থাক মনুরা' ইত্যাদি অংশের আরম্ভ। সুতরাং সমালোচ্য পুঁথির আরম্ভ হইতে ৬ষ্ঠ পত্র, এবং ২৮শ হইতে ৩২শ পত্র গুলির বিষয় ও নাম নির্দ্দিষ্ট হইল। 'যোগকালন্দর' পুঁথিখানি 'ইস্লামপ্রচারক' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। (৫ম বর্ষের ১ম, ২য় ও ৭ম সংখ্যাত্রয় দ্রষ্টব্য।)

সক্কোর বেটা অমৃত×ছএ
তার হুঙ্কারে বিস কৈলুম ক্ষএ :
বর্ম্মা উদএ বিস রবি গেল ধাইয়া :
খামোহানি মাইলুম বিস রবির দিগে চাহিআ :
আহারে প্রভু কি কৈল্লা মোরে
ঘামোহানির বিস মোচ্চনে মরে : :

শ্রীমাং আরপ খং সাং জএ কৃষ্ণনগর পীং ধুয়াবর গেলিফা দাদা আলী সা (মাং ?) ফকির বর বাব (বাপ) ধনবর সাহা, ইং সন ১১৯৪ মঘি তারিখ ২৭ বৈসাগ রোজ রবিবার ছেপহরি পুস্তক আদাএ সমাপ্ত হইলেন ॥

এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম বটে, কিন্তু সমস্যার ত কিছুই কিনারা হইল না।

৩৬৭। গুয়া-মেলানী।

ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পদ-সংখ্যা ২৭ মাত্র। ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যা পত্রিকায় সমালোচিত ৫৪ নং পুঁথির সহিত কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা একখানি ভিন্ন পুঁথি ॥

আরম্ভ—

অথ গুআমেলানি। নমোগনেশায় নমো। রাম ২ শ্রীমধুসুদন।

প্রথমে হিমালের জর্ম্ম কার্ত্তিক কুমার।
তান পদে করি আমি শতেক নমস্কার ॥
উত্তরে বন্দিআ গাম (গাই) হেমন্ত কেদার।
জাহার হিমালে ডংশে সহআল (সয়াল) সংসার ॥

শেষ :—

খোলাতে জাই বতি (ব্রতী ?) কি কর্ম্ম করিব।
সবে মিলি এই জালাজ জিয়চ্ছ দিব ॥
জালা জলে জিয়চ্ছ দিব মস্তকে দিব পানি।
সর্ব্ব লোকে শুন গুআ ত মেলানি ॥

"ইতি গুআমেলানী সমাপ্ত। শ্রীরাম দুলাল জুগী পীং সুধারাম সাং সিহরা (সিংহড়) ॥"

৩৬৮। রঙ্গমালা।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতীয়ে প্রণাম করি রছুল আল্লার ॥
তৃতীয়ে প্রণাম করি ছিদ্দিক উমর।
চতুর্থে ওসমান আলি ধনুর্দ্ধর ॥
সেয়ামী সোয়াগলি, আনন্দে আন বালি,
কতুক রঙ্গেরে।
ফুল লই আজু খেল সাহার সঙ্গে ॥ ধু ॥
শুভ খেণে শুভ লগ্নে আইল আনাড়।
চর করি (?) হাত বান্ধম মারোয়া সাহার ॥
সপ্তনাল সুতা দিআ মারোয়া ছান্দিল।
ঠাঁই ঠাঁই আমর ডাল চুলিতে লাগিল ॥

ভণিতা ও শেষ :—

জ্যেষ্ঠ লোক আশীর্ব্বাদে দোহান প্রীত।
দানে ধর্ম্মে দোহানের জগত বারিত (?)
শিশুগণ আশীর্ব্বাদ শুথ জেই পদ।
রঙ্গমালা শুখি কহে কবীর মোহম্মদ ॥
ফুল লই আজু খেল সাহার সঙ্গে।
সেয়ামী সোয়াগলি, আনন্দে আন বালি,
কতুক রঙ্গে রে।
ফুল লই আজু খেল সাহা সঙ্গে ॥

অতি প্রাচীন লেখা। তারিখাদি পাইলাম না। পদসংখ্যা ২৮ মাত্র। ইহা যে কি, কিছুই বুঝিলাম না। সম্ভবতঃ মুসলমানের বিবাহোৎসবে পূর্ব্বে গীত হইত।

৩৬৯। সীতা-রাম-সম্মিলন।

ইহা একখানি নাটক। সীতা উদ্ধারের পর অগ্নি-পরীক্ষান্তে রামের সহিত সীতার সম্মিলনবৃত্তান্ত ইহার প্রতিপাদ্য। গ্রন্থের নাম নাই। শীর্ষোক্ত নামটি

আমাদের প্রদত্ত। বড় বেশী দিনের রচনা নহে।

আট পেজি আকারের খুব পুরু শ্রীরাম পুরী কাগজ। পৃষ্ঠসংখ্যা ৮০; দুই পৃষ্ঠে লেখা। গোট গোট সুন্দর অক্ষর। মেজেণ্টার কালী।

ইহার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। তাঁহার এবং তদ্রচিত আরো দুই খানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

(৮১ ও ৮৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।)

তাঁহার সম্যক পরিচয় দিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন, এই জন্য সময়ান্তরেই আমরা তাঁহার বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশিত করির, মনস্থ করিয়াছি। তাঁহার কৃত আরো তিনখানি গ্রন্থের উল্লেখ পশ্চাৎ পরিদৃষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ এই সব গ্রন্থই তাঁহার কাশ্মীর অবস্থানকালীন রচিত।

ইহার ভাষা গদ্য পদ্য দুইই। গণেশ সরস্বতী, দুর্গা, শিব, কালী, রাম লক্ষ্মণ সীতা, শ্যামা (পুনঃ) ও সূর্য্যস্তবের পর। একটু নমুনা দেই—

শ্রীশ্রীজয় দুর্গা শরণং।

গান—আদৌ আশরে ॥

সারি গা মা পা ধা নি, নি ধা পা মা গা রি সা ॥

স্বর—তেলানা।

শ্রীগণেশ বন্দনা।

রাগিনী ঝিঁঝিট—তাল কওয়ালি।

প্রণমামি গণেশং, একদন্ত মহান্ত সান্ত লম্বোদরং সুভেশং। গজ বধনং বৃহৎ রদনং, স্থূলতর খর্ব্ব শরীরং। সিন্দূরবরণং, ইন্দুর বাহনং, বিঘ্নবিনাশন সুধীরং। বন্দে শ্রীচরণং, শ্রীষষ্ঠীচরণ, ভজে যস্য চরণং সুরেশং ॥১॥

শ্রীশিবের স্তব।

শ্রীরাগ—তাল একতালা।

মন হও রে চেতন।
দেখ, প্রবেশিল ঘরে চোর ছয় জন ॥
উঠ উঠ জাগ দেখ একবার,
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ লুটিল তোমার;
মন রে, ছির্ণ (ছিন্ন) ভিন্ন করো সুকৃতি—
ভাণ্ডার, হরে পুণ্য ধন ॥
কাল-চর এই চোর রিপুগণ, নৃবৃত্তি(নিবৃত্তি?)
স্বংখলে করহ বন্ধন,
মন রে, আশু আশুতোষে কর আরাধন,
এ রাবে সমন ॥৪॥

শ্রীকালীর স্তব।

রাং বারোয়াঁ—তাং আড়াঠেকা।

যখন যাব গো দক্ষিণে।
সানুকুল হয়ো মাগো দাড়াইও দক্ষিণে ॥
ব্রহ্মময়ী শ্রীদক্ষিণে, পুজে ও পদ দক্ষিণে।
দিব রহিয়ে দক্ষিণে, জীবন দক্ষিণে ॥
ও পায় যাচি দক্ষিণে, কৃপায় রাখ দক্ষিণে।
যেন হত যজ্ঞ মদক্ষিণে, হয় না সুদক্ষিণে ॥৯॥
এ স্থির ষষ্ঠীচরণে, চিন্তে পূর্ব্বাদি দক্ষিণে ॥
(এইপদ আস্তরার পুনরুক্তিতে খাটিবে।)

পালারম্ভ।

মূলসূত্র পঠি পাঠ।

রাগ—আশা গৌরী তাং তেতালা

শ্রীরাম চরিত্র, পরম পবিত্র, সজ্জন মনোরঞ্জন্।
শ্রবণ মঙ্গল, জীবন উজ্জল, করাল ভয় ভঞ্জন্ ॥
ইত্যাদি।

(গদ্য চ্ছন্দ।) সীতাদেবী।

প্রাণসই কি করি এ অসিম দুঃখ আর সহ্য করিতে পাচ্ছি না, হৃদয় বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তত্রাচ আমি তোমার বাক্যের অধিন, কেবল মাত্র তোমার স্নেহময় বাক্যে এতদিন জীবন ধারণ করেছি, এখনও তুমি যাই বল তাই কর্ত্তব্য। ইত্যাদি।

শেষ :—

সেই ব্রহ্ম অস্ত্রদিয়ে, রাজা রাবণে বধিয়ে,
বিজয় হইলেন রঘুমণি।
হাহাকার হল লঙ্কা, সকলে মানিল সংকা,
ব্যাপিল শ্রী রাম জয়ধ্বনি॥

* * *

করি অতি সমারোহ, বসিলেন বরারোহ,
দেবঋষি পিতৃগণ সহ।
বিভীষণে পাঠাইয়া, জানকীরে আনাইয়া,
চিত্তো কিছু করেন সন্দেহ॥
জ্বালি তীক্ষ্ণ হুতাশন, সীতার পরীক্ষা লন,
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হল সতী।
দেব পিতৃ অনুরোধে, জানকীরে নির্ব্বিরোধে,
বামে বসাইলে দাশরথি।

* * *

(শ্রীরাম সীতার শুভ সম্মিলন।)

গান।

হায় হায়, রামের বামে সীতা কি শোভিল।
যেন স্বচ্ছ নীলমণি সুবর্ণেতে জড়িল॥

* * *

* * *

রাম সীতার উদয়, ত্রিলোক আনন্দময়,
জয়ধ্বনি বাদ্যধ্বনি ত্রিজগতে পূরিল।
সীতারাম পদতলে, শ্রীষষ্ঠীচরণ বলে,
রামজয় কর সবে, পালা সাঙ্গ হইল॥৪৭॥

পালা সাঙ্গ।

৬৭০। ভদী বিদ্যানিধির সং।

ইহা একখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন;—ভণ্ডামির মস্তক-চর্ব্বণার্থ লিখিত। প্রণেতা সেই ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। কবিরাজ মহাশয় এক অসাধারণ লোক ছিলেন, তাঁহা নানা কার্য্যেই পরিস্ফুট হইতেছে।

আরম্ভ :—ভদী বিদ্যানিধির সঙ্

চাউল কাচ কলা থোর কচু পেয়ারা ইত্যাদি দ্রব্য এক বোতল কিত্রিম সরাব একত্রে এক গাঠুরিতে বান্ধিয়া কান্ধে কর্যে (প্রবৃভু হরি কিঙ্কর২ মোরে খিঁচে টেনে নেও২ আমার তানির * সঙ্গি কর২ পেটটা, পরাণটা পুরূছে হে২ হায় এতখানি মিষ্টি সামিগ্রি জজমান বাড়িতে ছরাদ্ধ (শ্রাদ্ধ) করাইয়ে পেয়েছি খালি ঘড়ে (ঘরে) কোথায় নেব হায় কারে খাবাব দুর্ জা হাটে নিয়ে বেচে ফেলি কিছু জমা হলে পরে তারিথ কর্ব পর্থম্ (প্রথম) গয়ায় গিয়ে আমার তানির পিণ্ড দিয়ে মুক্থ (মুক্ত) কর্ব) এ বলিতে২ ডোমনচন্দ্রবিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য আসিন্ (আসীন)। (পর্ভু হরি কিঙ্কর২) বল্তে২ সভায় আইসা। মোরে খেচে টেনে নেও ইত্যাদি সভায় বলা।

ভদ্রাবতী, প্রকাশ ভদী বামুনী।

বড় ডাঙ্গর বাঁশের ঠাঠে কাগজ কাপর জরাইয়া কিত্রিম পেট কর্যে কাপর দিয়ে বেন্ধে বাঁশে লট্কাইয়ে ধনা মনা দুজন প্রেতাকার সাজ—নফরের কান্ধে বাঁশ উঠাইয়া দিয়া পেট টানিয়ে আস্তে ব্যস্তে উচ শব্দ কর্যে। চল্২ আরে ধনা মনা সিগ্গির চল্। ধনা মনা ভারেতে (হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ) কর্যে নানা ভঙ্গিভাবে চল্যে বিদ্যানিধি সমিপে সভায় আসীন।

বিদ্যানিধি।

ভদীর পেট এবং ধনা মনার রূপভঙ্গি ইত্যাদি দেখে ভয়েতে। ওমা একি একি২ এলো কুর্যে জরসর হইয়া পলাইবার উদ্যোগ। ইত্যাদি।

শেষ :—গান—তাল খেমটা।

ক্যা খুশি ক্যা মজা, উর্ল পিরিতের ধ্বজা।
হায়২ গজা খাজা ছানাবড়া, হায়২ তাজা
লাড়ু রসকড়া, হায়২ খাবে প্রাণ সরভাজা॥ ৩॥
(গান কর্তে২ নাচতে২ হটাৎ বিদ্যানিধি বসিয়া গেলেক ভদী তক্ষনেই লাফ (দিয়ে) বিদ্যার কান্ধে

* তানি—স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। তানি=তিনি।

চড়িয়া বসিলেক বিদ্যা ভদীর রুপা বুকে জড়াইয়া ঠেশে ধরে যথা সাধ্য দৌড় দিয়া চলিয়া গেলেক ॥)

ভদী বিদ্যানিধির সঙ্গ্ সাঙ্গ ইতি।

৮ পৃষ্ঠা মাত্র। তারিখ নাই। সম্ভবতঃ রচয়িতার স্বহস্ত-লিখিত। নিতান্ত অশ্লীল,—ভদ্রলোকের পাঠযোগ্য নহে।

৩৭১। সখাদাসী-সখীদাস বৈষ্ণবের সং ॥

ইহাও উক্ত মহাত্মা ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়ের রচিত একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন বিশেষ। পৃষ্ঠ সংখ্যা—১৪। তারিখ নাই। বোধ হয়, তাঁহার নিজ হস্তের লেখা। ভণ্ড বৈষ্ণবের নিন্দা ইহার উদ্দেশ্য।

আরম্ভঃ—সখাদাসী সখীদাস বৈষ্ণবের সঙ্গ্।

কপাল যোরা তিলক এবং হাতে মালার ঝুণ্টা করো সখাদাসী বৈষ্ণবী, গান গাইতেং সভায় আইসা।—

গান।

ব্রেজের প্রেম ভাজা, খেতে বড় মজা,
যা খেয়ে শ্রীকৃষ্ণ হল পিরিতের রাজা।
শ্রীকৃন্দাবন, নিধুবন নিকুঞ্জবন,
ঘুরেং শিখে আছি এ প্রেমের তাঁজা ॥
যে খাবে এস, প্রাণ খুলে বৈস,
আখেরেতে নেবে যাদু পিরিতের বোঝা।
নদে নিবাসি, নাম সখাদাসী,
জগত বিখ্যাত আমি বৈষ্ণবী ধ্বজা ॥ ১ ॥

শেষঃ—বিঠ্ঠলদাস (সখী-দাসের প্রতি:)

আন্তানটা আর সখাদাসী তোমা হতে বজায় থাকিল, বংশটা রক্ষা হল, বর খুশি হলেম।...
* * * আয় ভাই আলিঙ্গন দিয়ে প্রাণটা জুরাই (এ বলে দুই জনে জড়াজড়ি, গড়াগড়ি, ধরাধরি, গেছাখেছি চিচ্কার একি কালে মহা প্রলয় কর্চ্ছে)।

সখীদাস—

হাঁ প্রাণ বৈষ্ণবী চল।

সখাদাসী—

বিঠ্ঠলের হাত ধরো, চল বর্থাস্থি ভাতার, চল জামাই, চল ভাশুর, চল চল করো। আগে সখাদাসী, পরে দুই জন বেগে চলিয়া গেল।

* সখীদাস সখাদাসীর সঙ্গ্ সাঙ্গ।

অশ্লীলতার চূড়ান্ত,—কোন ভদ্রলোকের পাঠ-যোগ্য নহে।

৩৭২। সহস্র-বধ

খণ্ডিত। ১ম পাঁচ পাতা বর্ত্তমান। ভণিতাও তারিখাদি নাই। বড় বেশী প্রাচীন নহে।

আরম্ভঃ—

রাবণ বধিল জদি রাম নারায়ণ।
পুষ্পরথে চরি রাম করিল গমন ॥
জয়মুনি কহন্তি কথা যুন বিবরণ।
আর এক কথা কহি অপুর্ব্ব কথন ॥
কর জোর করি কহে জানকী সোন্দরি।
দেশেতে চলিলা প্রভু রাবণ না মারি ॥
রাবণের বধ হেতু আপনে জন্মিছ।
তাহারে না বধি গেলে কিসেরে আসিছ ॥

৫ম পত্রের শেষঃ—

পারাবতে চরি আইলা দেবি স্বরস্বতি।
মকরেতে চরি আইলা জ্ঞান অধিপতি ॥
শষ্টিদেব চরি আইলা বিমান বাহনে।
* * * *

পূর্ব্ব সমালোচিত ৫৯ সংখ্যক "সহস্র গিরি রাবণ-বধ" পুঁথি হইতে ইহাকে ভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

৩৭৩। শ্লোক-সংগ্রহ।

ইহার নাম নাই। নানা প্রকারের নীতি-গর্ভ বাঙ্গালা শ্লোক ও প্রবচন ইহাতে

সন্নিবেশিত আছে। সংগ্রাহকের নাম অজ্ঞাত। পত্রাঙ্কবিহীন কতকগুলি পাতা মাত্র আছে। খণ্ডিত পুঁথি। ছোট বড় ১৬৩টি শ্লোক। মধ্যে ১২—৮৮ এবং ১১১—১৩৩ শ্লোকগুলি নাই। শ্লোকগুলির পরে 'জয়গুণের বারমাস,' 'ছকিনার বারমাস,' 'মছলিমের বারমাস' এবং 'তালমালার' কিয়দংশ লিখিত রহিয়াছে। গণনায় ২০ পাতা পাওয়া গেল; দুই পিঠে লেখা।

আরম্ভ :—

সন ১১৭৭ মং। সন ১১৭৮ মং তারিখ ১৫ ভাদ্র।
বিচ্‌মীল্লাহের্‌রহমানির্‌ রহিম।

শোলক।

শরস্বতি২ তুমি বর জানি।
তোহ্মার জিব্‌ব্যা (জিহ্বাএ)
বেত (বেদ) বাণি॥
তোহ্মার জিব্‌ব্যা মুক্তার হার।
আমারে দেঅমা বিদ্যার ভার॥
লাগ২ অরে বিদ্যা মোর কণ্ঠে লাগ।
জাবত্‌ জীঅম্‌ তাবৎ ভাগ॥
মোর কণ্ঠ ছারি জদি আর কণ্ঠে যাঅ।
দোহাই চন্দ্র স্বর্য্যার আহ্মর
মাতা (মাথা) খাঅ॥ ১॥
টং (?) সরস্বতি২ নিরমুল * লেখিএ
গলাএ গজমতি হার।
আমারে দেঅ মা সরস্বতি বিদ্যার ভার॥
মর (মোর) কণ্ঠ ছারি জদি আর কণ্ঠে জাচ্‌।
দোআই দেব ধর্ম্মর আদ্যার মাতা (মাথা) খাচ্‌॥৩

মধ্যভাগে :—

দধি দুগ্ধ কিছু নহে মথিলে সে ঘিউ।
সরিল (শরীর) আপনা নহে সাধিলে জে জিউ॥
মাতা বিনে পুত্রের কবু নাই সুখ।
ভাগাহীন পুরষের শতত যে দুখ॥
কৈন্যা বিনে জামাতার নাইক আদর।
অল্প মনিস্ত্রে কেনে বান্ধে বর ঘর॥
বৈন্ধ্যাএ কেমনে জানে প্রসব বেদনা।
পুণ্যমান ন পাইব জমের তারনা॥
নদীকুলে জেই বৃক্ষ আবৈস্ত নিপাত।
বংসক্রমে ভাল মনিস্ত না লুকাএ জাত॥ ৬
গাঅর বলে দশ পণ।
টটিনটি সোল পণ॥
বুদ্ধি থাকিলে লাখর করি (কড়ি)।
ভাগ্যে দিলে কেহ না ভাঅরি *॥ ৯১
এ সখি বিরাটতনএ দেঅ দান।
বাঅস অজা রবে অন্তর জরজর
কি ভেল পাপ পরাণ॥ ইত্যাদি॥ ১০৫
এক তণ্ডুলের মজা ধরে শত গুণ।
অদ্যাপি চাকীর মধ্যে ন লুকে বরুণ॥
তাহারে অমরা বলি জদি মরি জীএ।
অলি পদ্মা মিলি একত্রে মধু পী-এ॥ ১৪৭

শেষ :—

গান্ধে (?) ন ছারে গান্ধারি হলদি
ন ছারে রং।
হাজার মছলা (মসলা) দি পাকাইলে
শুকটিএ ন ছারে গন্ (গন্ধ)॥
জথ শক্তি আছে কর পর উপকার।
জে হোক সে হোক পুনি দুক্ষ আপনার॥
জীঅতে যে পুণ্য কর সেই মাত্র সার।
জাইতে সে সঙ্গে করি ন নিবা সংসার॥
১৬৩ স্লোক॥

"সন ১১৭৬ মঘী-কাতি মাস মৈদ্দে আগ্রান মাস + + সঙ্গে হাং মাং ভুং তাং পীং সাং চিং হাং সন ১১৭৭ মঘী আগ্রান মাসর চান্দর তারিখ রবিবার দুপর বেলাতে দুঃলার জর্ম্ম সন ১১৭৮ মঘী বৈশাখ মাসত্‌ জরিপ আএআ॥"

"সন ১১৭৭ মঘিতে হেগুল সাহেবর জরিপেতে কুলচন্দ্র যুগল আমিনে এই মৌজা মাপীছে॥"

* ইহার ব্যাখ্যা-সূচক একটি গল্প আছে। কিন্তু এখানে বলিবার স্থান নাই।

এই পুঁথিতে 'পদ্মাবতী',* ও 'বিদ্যা-সুন্দরের' ও দুই একটি বাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়। তা ছাড়া, কয়েকটি হেঁয়ালী ও আছে। লিপিকর সম্ভবতঃ 'জয়গুণের বারমাস.* রচয়িতা হারি পণ্ডিত বা তৎপুত্র বক্‌সা.আলি (সাং ভিঙ্গ্‌রোল।)

৩৭৪। জ্ঞান-সাগর।

পূর্ব্বে একখানি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত প্রতিলিপির সাহায্যে ইহার পরিচয় দিয়াছি। (৯১ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এবার সম্পূর্ণ পুঁথি দেখিলাম। ইহা গভীর যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। গ্রন্থের নামটি সার্থক হইয়াছে বোধ হয়। প্রকাশের খুবই উপযোগী। 'পরিষৎ' কৃপা না করিলে ইহার উদ্ধারের আশা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা 'ফকিরী, গ্রন্থ বলিয়া মুসলমান শিক্ষিতগণ ইহার সমাদর করিবেন না, নিশ্চয়। কেন না, 'ফকিরী' নাকি ইস্লাম-বিরোধী! 'ইস্লাম প্রচারক' পত্রে আমি 'যোগ-কালন্দর' নামক যোগ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যাইয়া এই অভিজ্ঞতা-লাভ 'করিয়াছি। † আমার স্বজাতীয় 'ভ্রাতৃগণ বুঝেন না যে, কেবল গোঁড়ামি করিলেই বেহেস্ত্‌ লাভ হয় না! যাক্, বেশী কথা বলিতে ভয় হয়।

এই পুঁথির রচয়িতা আলিরাজা, ওরফে 'কানু ফকির'। তাঁহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে।

আল্লাহ গনি মোহাম্মদ নবি॥
জিগ্যাসিলা সাহা আলি রছুলের পাশ।
কন (কোন্) কর্ম্ম কর্লে হিদি হইব প্রকাশ॥
কি কর্ম্ম করিলে চিত্ত হএ অন্ধকার।
সেই কর্ম্ম ভজ্য (?) করি কহ নবি সার॥

ভণিতা :—

সাহা কেয়ামদ্দিন পদ করি সার।
কায়ামনে রাঙ্গা পদে প্রনাম হাজার॥
হীন আলি রাজা ভনে স্থল গেয়ানগুণি।
সর্ব্ব ভাব হএ এক ভাবের নিছনি॥

শেষ :—

ইঙ্গিতে কহিলাম কিছু আগম কথন।
গুরু বিনু ওই তত্ব ন জাএ ভাঙ্গন॥
গুরু ক্রিপা লৈক্ষে হৈল বাঞ্ছিত পুরন।
গ্যানের সাগর কথা অমুল্য রতন॥
এই পুস্তক নাম ধরে গ্যানের সাগর।
মধুর মাধুরি সব অমিআ লহর॥
গুরু বলে নানা ছন্দ আর বহু রঙ্গ।
থাকি আলি রাজা ভনে আগমপ্রসঙ্গ॥

"ইতি গ্যান সাগর পুতি সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৭ (!) মগি তাং ত আগ্রান লিখনং শ্রীকমর আলি পীং আলি মাহাং সাকিন হুলাইন স্থানে পটিআ।"

গ্রন্থ-মধ্য হইতে একটু নমুনা দিতেছি :—

পুরাণ কোরান বেদে জথ নাম ধরে।
সব হস্তে সার তত্ব জে ধ্বনি নিঃসরে॥
অনাহেতু শব্দ জথা (যথা) সে নাম
হুঙ্কার (ওঙ্কার ?) ।
গুরু বিনু নাই তার গোপন প্রচার॥
প্রথমে পরম গুরু সুদ্ধ হএ জার।
তবে সে পরম ধ্বনি সুদ্ধ হএ তার॥
গুরু সুদ্ধ হইলে সে ধ্বনি সুদ্ধ হএ।
ধ্বনি সুদ্ধ হইলে সুদ্ধ হইব হিদয়॥
হুঙ্কার সাধন হৈলে নির্ম্মলতা মন।
নির্ম্মল হইলে মন সুদ্ধ হএ তন (তনু)॥
কাএ আর সাধন সুদ্ধ হএ জে সবার।
প্রভুর পরম পদ সুদ্ধ হএ তার॥

* এই সুন্দর নিবন্ধটি 'পূর্ণিমা'—১০ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। ('কবি হারি-পণ্ডিত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

† এতৎ সম্বন্ধে 'ইস্লাম-প্রচারক'—৫ম বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যায় 'যোগকালন্দর' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

অনধিকারী বলিয়া গ্রন্থখানি আমাদের নিকট রহস্যাবৃত বোধ হয়। পত্র সংখ্যা ১০৫; দুই পিঠে লেখা। আটপেজি কাগজের বহির আকার। বাঙ্গালা কাগজ। আকারে বৃহৎ।*

৩৭৫। ভারতী-মঙ্গল।

এই পুঁথির বিবরণ 'আরতি' পত্রিকা + হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। এই পুঁথির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক সুসঙ্গের পরম বিদ্বান ও বিদ্যামোদী মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ, বাহাদুর লিখিয়াছেন:—"আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রাজা রাজসিংহ বাহাদুর একজন পরম ধার্ম্মিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। * * * * * * তিনি একজন সুকবি ছিলেন; তাঁহার রচিত একখানা হস্তলিখিত কাব্য ও দুই তিনখানা খণ্ডকাব্য অদ্যাপি আমাদের পুস্তকালয়ে বর্ত্তমান আছে। * * * কবির রচিত 'রাজমালা' ও 'মনসা-পাঁচালী' নামক খণ্ড কাব্যদ্বয় আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের যত্নে মুদ্রিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অধুনা আমি 'ভারতী-মঙ্গল' প্রচারিত করিতে ইচ্ছা করিয়া বহু চেষ্টাতে পাঠোদ্ধার করিয়াছি।"

"ভারতী-মঙ্গল কালিদাসের সরস্বতী কুণ্ডে স্নানান্তে ভারতী দেবীর বরলাভ-বিষয়ক প্রচলিত প্রস্তাব অবলম্বনে রচিত। * * * (ইহা) রচনা মাধুর্য্যে, রস-বৈচিত্র্যে এবং ভাষার পারিপাট্যে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে কেবল নগণ্য স্থান অধিকার করিবে, এমন বোধ হয় না। * * * বোধ হয়, (কবি) সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।"

"ভারতী-মঙ্গলে রচনার সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গ্রন্থপাঠে বোধ হয়, কবির অগ্রজ ৺রাজা কিশোর সিংহের জীবিত কালেই ইহা রচিত হইয়াছিল; প্রায় প্রত্যেক কবিতার শেষভাগে কবি অগ্রজের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সৌভ্রাত্র আদর্শ স্থানীয় ছিল। রাজা কিশোর সিংহ ৩৬ বৎসর মাত্র বয়সে ১১৯২ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন; অতএব তাঁহার জন্মকাল ১১৫৬ সন। কবি তাঁহা হইতে প্রায় ২ বৎসরের কনিষ্ঠ, ইহাতে তাঁহার জন্মকাল ১১৫৭।৫৮ বঙ্গাব্দ হইতেছে। রাজা রাজসিংহ প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে ১২২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে স্বর্গারোহণ করেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, কবি ৩০।৩২ বৎসর বয়সে 'ভারতী-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। অতএব গ্রন্থখানা প্রায় ১২০-১২২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, একথা নিশ্চিত।"

"আমাদের বংশে দত্তক পুত্র গ্রহণের পদ্ধতি বর্ত্তমান নাই, রাজা কিশোর সিংহ অপুত্রক ছিলেন; তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার অনুজ রাজা রাজসিংহকে সুসঙ্গ রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া যান। ইহার সহিতই ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত করেন।"

* এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ১৩১০ সালের 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে আরো বলা উচিত যে, এই পুঁথিখানি পটীয়া মুনসেফী আদালতের খ্যাতনামা উকীল ও 'অর্ঘ্য'—প্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী নন্দী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগকে পরম উপকৃত করিয়াছেন। এ জন্য আমরা তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

+ ৩য় বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

উক্ত প্রবন্ধ হইতে এই কাব্য সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যাইবে। সমস্ত কথা এখানে উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। বক্ষ্যমান কাব্য-রচয়িতা রাজা রাজসিংহের চতুর্থ পুত্র রাজা জগন্নাথ সিংহ শর্ম্মা মহাশয়ও একজন সুকবি ছিলেন; তিনি 'জগদ্ধাত্রী-গীতাবলী' নামক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তদ্বিষয় পশ্চাৎ প্রকাশিত করিবেন, আশ্বাস দিয়াছেন। অতীব আনন্দের কথা, ভারতীর চিরশত্রু কমলার বরপুত্রগণ ও অধুনা আমাদের বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনে অগ্রসর হইতেছেন। বঙ্গের অপরাপর ধনি-সন্তানগণও মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মহদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন, বিধাতা সেইরূপ শুভদিন আমাদিগকে দিবেন কি?

৩৭৬। নাম-হীন গদ্য পুঁথি।

ক্ষুদ্র বৈষ্ণব পুঁথি। ভাষা গদ্য। সন ১২১১ মঘী তাং ৫ বৈশাখের লেখা। লিপিকরের নাম নাই। একস্থানে পদ্যে 'রামপ্রসাদ দাসের' ভণিতি আছে।

আরম্ভ :—শ্রীহরি ভরশা।

তত উৎপত্তি কথনং। প্রকৃতি পুরুষ হইতে মহত্তর্ত্ত্বের জর্ম্ম, মহৎ হইতে রাজস অহঙ্কার, সাত্বিক অহঙ্কার, তামসি অহঙ্কার এই তিন অহঙ্কার হইতে আকাশের জর্ম্ম। ইহার শব্দ গুণ আকাশ হইতে বায়ুর জর্ম্ম। ইহার পর্শ (স্পর্শ) গুণ। ইত্যাদি।

ইহার পর ভণিতা ; যথা :—

শ্রীদুর্গা চরণ গোস্বামি অখণ্ডরূপ নয়নে দেখিয়া।
দাস রামপ্রসাদে কহে প্রেমানন্দ হইয়া॥

অতঃপর 'দেশ কালপাত্র'; যথা :—

টুল টটচস্ত (তটস্থ) দেশ জম্প দ্বিপ, কাল অনিত্য কলি, পাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, আশ্রয় পিতা মাতার চরণ, আলিপন বেদাদি ক্রিয়া, উদ্দিপন পুরাণ আদি শ্রবণ, দেবতা নারায়ণ। ইত্যাদি।

অতঃপর 'জিজ্ঞাসা উত্তর'; যথা :—

আপনে কোন্ গোত্র, আমি অরচিন্তা-নন্দ গোত্র, কোন্ পরিবার, নিত্যানন্দ পরিবার। কয় শাখা, ১শাখা, কি নাম, শ্রীবিরভদ্র চূড়ামণি, জগৎ জুরি জার ধ্বনি। ইত্যাদি।

শেষ :—

রাধাকৃষ্ণ লইলে বাহু তুলে
চল যাই ব্রজধামে।
কাজ কি তোর আশ্রমে
দেখ্‌বি হরি বংশিধারী রাইকিশোরী
তার বামে॥
দেখিলে জনম আর হবে না।
চৈলে যাব সনে, কাজ কি তোর আশ্রমে॥

অতি কুৎসিত লেখা। পুঁথির শেষ কি এখানেই? ইহার নামটা কি? প্রকাশ করিতে কোন বাধা নাই ত?

৩৭৭। জ্ঞান-তত্ত্ব-পয়ার।

অতি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সন্দর্ভ। কোন গ্রন্থের অংশ বিশেষ কিনা, জানিনা। ১২১৪।১৫ মঘীর লেখা, বোধ হয়। মোট ১১টি পদ। ভণিতা ও লিপিকরের নাম নাই।

আরম্ভ :—

অথ জ্ঞানতত্ত্ব পয়ার॥
অজ্ঞান জীবের ঘোর অন্ধকার।
মিথ্যা কার্জ্য প্রবঞ্চনা সদায় চেষ্টা তার॥
ভাল ভুত ভবিষ্যত মন্দ নাহি জানে।
মায়া মোহে বিদর্থিব (?) অবার্থ
করিয়া মানে॥

শেষ :—

অজ্ঞান উদয় চক্ষু দিব্য-চক্ষু দিল দানে।
শ্রীগুরুর পাদপদ্মে বন্দিবা সাবধানে ॥
কৃপা করি দিল জেই মহাজনের মত।
শ্রীগুরুর পাদপদ্মে কোটী ডণ্ডবত ॥ সাঙ্গ ॥

৩৭৮। সুল্‌তান জমজমার পুঁথি।

ভিন্ন কবির রচিত এতন্নামধেয় আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (৩২৫ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) তথায় ইহার প্রতিপাদ্য কি, তাহা লিখিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন এ পুঁথির প্রতিপাদ্য ও তাহাই।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রী হকনাম এলাহি ॥

ছোল্‌তান জমজমার কেচ্ছা (পয়ার)
পহেলা প্রণাম করি প্রভু নিরাঞ্জন।
আকাশ পাতাল আদি যাহার শ্রীজন ॥
কিরূপে কহিব আমি মহিমা তাহার।
নবিগণে না পারিয়া হইল নাচার ॥
মহম্মদ নুর নবি আউয়াল আখেরে।
উদ্ধারিব পাপীগণ ময়দান হাসরে ॥

ভণিতা :—

হীন গোলাম মাওলা বলে না দেখি উপায়।
কেবল ভরসা মনে সেই রাঙ্গা পাএ ॥

শেষ :—

আজলের লেখা কেয়ছা বুজে দেখো দেলে।
আজালি (?) কলম রদ নাহি কোন কালে ॥
লেখো দেখি জমজমার আজল লিখনে।
কতকাল বাদে তারে বক্‌সিল রহমানে ॥
দোজক আগুন তারে করিল হারাম।
জমজমার কেচ্ছা ইতি হইল তামাম ॥

"ইতি ছোল্‌তান জমজমার পুতি সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩৩ মং তাং ২২ কাত্তিক লেখীতং শ্রীজিন্নত আলি পীং ভেলা খাঁ সাং ছুলাইন স্তানে পটীয়া।" পত্রসংখ্যা ৫৯, দুইপিঠে লেখা। আটপেজি বহির আকার।

৩৭৯। কৃষ্ণ-মঙ্গল।

খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে পূর্ব্বে ইহার পরিচয় একবার দেওয়া গিয়াছে। (১৯১ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এবার সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেল। এই পুঁথিখানি প্রকাশের সর্ব্বথা উপযুক্ত। আমার বিশেষ অনুরোধ, 'পরিষৎ' পুঁথিখানি প্রকাশ করতঃ এই বিলুপ্ত-প্রায় কীর্ত্তি রক্ষা করুন। আমি সম্পাদন-ভার লইতে প্রস্তুত আছি।

আরম্ভ :—নমো গনেসায়।

বড়ারি রাগেন গীয়তে।

প্রণামোহ গনপতি,　ভক্তিভাবে করোম্‌ স্তুতি,
অবিঘ্ন মঙ্গল সুভদাতা।
অধর বরন রুচি,　ব্যার্ঘ্রচর্ম্ম ধরে সুচি,
কুঞ্জর-বদন বেদদাতা ॥

শেষ :—

আম্মার সমান পাপি নাহি ত্রিভুবন।
একবার কৃপা কর প্রভু নারায়ণ ॥

"ইতি কৃষ্ণমঙ্গল পুস্তিকা সমাপ্তং। ইতি সন ১১৪৩ মঘি তাং ২৭ পোস ॥" পত্রসংখ্যা ৭৮, দুই পৃষ্টে লিখিত। বৃহৎ গ্রন্থ। রচয়িতার নাম দ্বিজ লক্ষ্মী-নাথ। গ্রন্থে কোন পরিচয় আছে কি না, জানি না।

অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর সেন, পেন্সন-প্রাপ্ত পুলিস সব্‌-ইন্‌স্পেক্টর, গৈড়লা, চট্টগ্রাম।

৩৮০। রেজ্‌ওয়ান সাহা।

মুসলমানী উপাখ্যান গ্রন্থ। হস্তলিপির অভাববশতঃ মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া এই

বিবরণ সংগ্রহ করিলাম'। আটপেজি ৬৭ পত্রে সমাপ্ত। ছাপায় ভাষার মৌলিকতা নষ্ট হইয়াছে, স্পষ্ট দেখা যায়। ভাষা, সঙ্কর হইলেও বাঙ্গালা প্রধান। স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্যাভিমান সুপ্রকাশ। রচনা প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর্দ্দে জুক্ত ইশ্বরের অন্তুত লিখিতে।
কলমেহ মুণ্ড ঝুকাইল ডণ্ডবতে॥

মধ্যস্থল :—(রূপব্যাখ্যা।)

হেমন্তরু উর্দ্ধভাগে সামকাল গিরি।
সামময় তৃনাঙ্কুর পুর্ণ গন্ধধারি॥
মৃগমদ গন্ধ সদা সৌরব বিষ্টিত।
শুভগন্ধ ভ্রাণ হেতু সকলের বাঞ্চিত॥
সেই সামাকুর হৈতে সাম নেত্রমনি।
সেই কালে কাল নাগ জর্ম্মে কালঙ্গিণী॥

ভণিতা :—

(১) ক্ষুদ্রবুদ্ধি অল্পজ্ঞান হীন সমসের আলি।
রূপকাব্য বিরচিলা করিয়া পাচালী॥

(২) মহাকবি সমসের আলি স্বর্গে হৈল বাস।
কাব্যেতে চতুর ছিল দ্বিতীয় সে ব্যাস॥
খণ্ড কাব্য পুস্তক পুরিতে মোর আশ।
গায় হীন আছ্‌লমে হৈয়া উল্লাস॥

(৫৮ পৃঃ)। *

শেষ :—

সমসের মহাকবি স্বর্গলাভ ভেল।
রেজ্‌ওয়ান নৃপতি কাব্য কৌতুকে রচিল॥
মহাধীর ছেদমত আলি মহামনি।
জার গুণ জ্ঞান ঘোসে চৌখণ্ড মেদনী॥
রোসাঙ্গ প্রসঙ্গ আদ্দে শেষ চট্টগ্রাম।
থানে জোরার গঞ্জ মধ্যে সাহবপুর ধাম॥
বসতি মম মাতুল প্রধান।
শ্রীযুত ইছপ আলি মহা ভাগ্যবান॥

* এই ৫৮ পৃষ্টার পরও আবার মধ্যে মধ্যে সমসেরের ভণিতা দেখা যায়। হস্তলিপি না পাইলে কিছু ঠিক করিয়া বলা যায় না।

* * * *

তাহার উরসে জর্ম্ম ছেদমত আলি॥
ভাগ্যবরে পিত্রভবে রাখিয়াছে পালি।

* * * *

চন্দ্রজোগে বেদগ্রহ লৈক্ষ করি॥
রোসাঙ্গ ইশ্বর সাথ চাহিবে বিচারি॥
মাধবী মাসের শেষ বিংস সপ্তদিশ (?)।
মহা অষ্টগণে রচি পয়ার ছলিছ॥

মুসলমান-প্রকাশকগণের বিদ্যার দৌড় কি পর্য্যন্ত, পাঠকগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। সেই ভূতগণের দৌরাত্ম্যে আমাদের সমস্ত কাব্যগুলিই মাটী হইয়াছে পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ সমস্ত কেহ ভালরূপে বুঝিলেন কি? বঙ্গভাষার ত এই দশা; গ্রন্থ-ধৃত সংস্কৃত শ্লোকগুলির অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

বোধ হইতেছে, কবি সমসের আলি কাব্যের কিয়দংশ-রচনার পর স্বর্গলাভ করেন; তদনন্তর 'আছলম' নামক ব্যক্তি অবশিষ্টাংশ রচনা করতঃ কাব্য সমাপ্ত করেন। চট্টগ্রাম—জোরারগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাহেবপুর-নিবাসী ছেদমত আলি বোধ হয় প্রকাশক। উক্ত কবিদ্বয়ও সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। গ্রন্থের রচনা কালটা ১১৪৯ মঘী নহে কি?

৩৮১। মৃগলুব্ধ।

পূর্ব্বে এই নামধেয় আরো দুইখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। (১৬ ও ১৮১ সংখ্যক পুঁথিদ্বয় দ্রষ্টব্য।) ইহার ভণিতা পাওয়া গেল না। পাঠ করিয়া দেখার সুযোগ হয় নাই; কাজেই অন্য আর বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। তবে পূর্ব্বোক্ত পুঁথি দু'খানা হইতে ইহাকে ভিন্ন বলিয়াই বোধ হইতেছে।

আরম্ভ :—নমো গনেসাঅ। নমো সরস্বতি নম। বেদে রামাঅনে * * ইত্যাদি

রাম২ প্রভু রাম জীবের জীবন।
কৃপা কর দিনবন্ধু লইলুম সরন॥
যুম২ সর্ব্বলোক হইয়া একচিত।
মৃগলোব্ধ মুনি হএ সরির পবিত (পবিত্র)

শেষ :—

মুচুকুন্দ রাজাএ জে রুক্কিনী কহিল।
এই মতে রাত্রি পোসাইল॥
নদীতীরে বাউবর্গে পুজিল সঙ্কর।
রব উল্লাসিত হইলা দেব মহেশ্বর॥
রথ পাঠাইয়া দিলা দেব দিগাম্বর।
সেই রথে আরোহিলা ছস্তিনা ইস্বর॥
রথের উপরে রাজা পুর্ণ বদন।
পত্নি সহিতে রাজা স্বর্গেতে গমন॥
জেই জনে সুনে মৃগ লুপ্ধের কথন।
শরিরেত পাপ নাই কদাচন॥

"ইতি মৃগলুপব্ধ পুস্তক সমাপ্ত। ভিমস্থামি * * * * * নাস্থি ভেদ কদাচন। শ্রীইশানচন্দ্র যুভ অক্ষরমিদং।" তারিখাদি নাই। অতি পুরাতন ও জীর্ণ। পত্রসংখ্যা ১৬, দুই পিঠে লেখা। আকারে ক্ষুদ্র। অধিকারী শ্রীযুক্তবাবু দিগম্বর সেন. পেন্সন প্রাপ্ত পুলিস-সব্-ইন্স্পেক্‌টর, গৈড়লা, চট্টগ্রাম।

৩৮২। আম্‌ছেপারার ব্যাখ্যা।

ইহাতে পবিত্র কোরান সরিপের অন্তর্গত 'আমছেপারা' নামক অংশ-পাঠের ফল বর্ণিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা অনাবশ্যক। পত্রসংখ্যা ৬; ⅛ অংশ পরিমাণ ফুলস্কেপ্ কাগজের আকারের বহি। বাঙ্গালা কাগজ। দুই পিঠে-লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

শেষ ও ভণিতা :—

ফকির হোছনে কহে, মনেতে ভাবিয়া ভয়ে,
এক বিনে দুই প্রভু নাই।
কালি সনে দেখা হইলা, (?) পাপজোগ ভোলাইলা,
তবে কেন না চাও গোসাই॥

"তামামত আম্‌ছুরার বেক্যা সমাপ্ত। আদাএ ইতি সন ১২০৯ মং তাং ১৬ কার্ত্তিক রোজ সোমবার। শ্রীকমর আলি পীং মাহাং আলি সাং হুলাইন।"

৩৮৩। ষট্‌কবি মনসা।

পূর্ব্বে একখানি খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে ইহার একটু পরিচয় লিখিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছে। এবার সম্পূর্ণ পুঁথি দেখিলাম প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা ১২৭; দুইপিঠে লেখা। বলা বাহুল্য, 'বাইশ কবি মনসা' অপেক্ষা ইহা আকারে অনেক ছোট।

আরম্ভঃ—নমো গনেশায় নমো। আস্তিকৈস্য * * * * * ইত্যাদি।

প্রনমোহ গণপতি, বিঘ্ন হোতে মহামতি,
স্বরনে পাপও দুরে জাএ।
তালো জন্ত্র লৈয়া হাতে, সভার মঙ্গল গাইতে,
তাহে প্রভু হইয়া সদয়॥

শেষ :—

নম২ প্রনমহু আস্তিক জননি।
জথ দোস করিলুম খেমহ আপনি॥
দণ্ড প্রণাম করে মনসার পাএ।
সম্মান সম্মতি বর দেঅ মনসাএ॥
পণ্ডিত জানকীনাথে এহ রস গাএ।
সেবকের তরে বর দেঅ মনসাএ॥
জেবা গাএ জেবা সুনে মনসা-মঙ্গল।
বিস সান্তি ধনপ্রাপ্তি সর্ব্বত্রে কুশল॥
পঠিআ সুনিআ জেবা না লএ পদ্মার নাম।
নিশ্চএ জানিঅ তারে মনসা হৈল বাম॥
মনসা-মঙ্গল গাথা সমাপ্ত হইল।
সট কবি গ্রহন্ত জে বিরচিত হইল॥

দেখিতেছি, সকল মনসা-পুঁথিরই মূল নাম 'মনসা-মঙ্গল'। বিভিন্নদেশবাসী কবিগণ মিলিত হইয়া কি এরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন? না, যবনিকার অন্তরালে সঙ্কলয়িতা অপর কেহ আছেন? এ তথ্য বিশেষরূপে আলোচ্য বটে!

ইহার-রচয়িতৃগণের নাম;—১। পণ্ডিত জানকীনাথ, ২। ষষ্ঠীবর সেন, ৩। গঙ্গাদাস সেন ৪। বৈদ্য জগন্নাথ, ৫। গুণানন্দ সেন ৬। রতিদেব সেন। ইঁহাদের সকলের নাম গ্রন্থের বহু স্থলেই দৃষ্ট হয়। তবে কেবল একটিমাত্র স্থলে 'রমাকান্ত' নামে আর এক কবির ভণিতি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার নামটাকে প্রক্ষিপ্ত মনে না করিলে গ্রন্থের নামের সহিত সামঞ্জস্য থাকে কই? যাহা হউক, অপর প্রতিলিপি পাইলে বোধ হয় এই রহস্যের মীমাংসা হইতে পারে। ইহার তারিখাদি এই;—"ইতি মনসামঙ্গল সট (ষট্) কবিরচিত্ত পুস্তিকা সমাপ্ত। ভিমস্যাপি * * * * জথা দিষ্টাং তথা লেখীতং লিখকো নাস্তি দোসকঃ ইতি সন ১১৬৫ মঘি তারিখ ৪ ভাদ্র রোজ সুক্রবার বেলা ছএ ডণ্ড থাকিতে হইছে। স্বগক্ষরমীদং শ্রীশম্ভুরাম দেব দাসস্য সাং সীকারপুর॥"

৩৮৪। চিপ্ত ইমান।

মুসলমানী ধর্ম্ম-গ্রন্থ। আরব্য ভাষা হইতে অনূদিত। ১ম পত্র ও শেষ নাই। ২—১৭২ পত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এই পৃষ্ঠে লিখিত। বৃহৎ পুঁথি। তারিখাদি নাই, কিন্তু বেশী দিনের নকল নহে। পারিভাষিক শব্দাদি ছাড়া ভাষা সর্ব্বত্র খাঁটি বাঙ্গালা।

রচয়িতার নাম কাজি বদিয়ুদ্দিন। ইঁহার নিবাস চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তর্গত 'বাহুলী' গ্রামে। এখন ইঁহার পৌত্র বর্ত্তমান আছেন ইনি 'খোন্দকার' বংশজাত। পশ্চাৎ অপরাপর কথা সংগ্রহ করিব।

গ্রন্থকারের পরিচয়-স্থলটি পাওয়া যায় নাই; কিয়দংশ নিম্নে তুলিয়া দিলাম:—

আহামদ সরিপ প্রথম গুরু বুলি।
জীবের জীবন মোর আখির পোতলী॥
অমূল্য রতন গুরু মোহাম্মদ নকি।
আর গুরু এস্‌াদোল্লা মোহাম্মদ তকি॥
আর গুরু কোরেশ মোহামদ জে নাম।
পির সাহা সরিপের পদেত ছালাম॥
কাজি মোহামদ ওয়ারিশ গুণাধার।
তাহান চরণে মোর ছালাম হাজার॥
আর গুরু চাম্পা গাজী নয়ানের
জুতি (জ্যোতি)
খিতাপচর শুভগ্রাম তাহান বসতি॥
বাঙ্গালা ভাসা জ্ঞাত্ মোর সেই গুরু হোতে।
মুখে পাঠ লেখিছি না হইছে নিজ হস্তে॥
* * *
'দিন্ ইছ্‌লামের কথা' সুন দিআ মন।
দেশী ভাষে রচিলে বুজিব সর্ব্ব জন॥
এ সকল চিপ্ত ইমা কিতাবেত পাই।
কহেন্ত বদিয়দ্দিনে পআর মিলাই॥

৩৮৫। মন্ত্রের পুঁথি।

ইহাতে কতকগুলি সর্পের মন্ত্র ও সর্পাঘাতের ঔষধ লিখিত আছে। তারিখ বা লেখকের নামাদি নাই। অত্যন্ত প্রাচীন। কদর্য্য লেখা। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ৭টি পাতা পাওয়া গেল।

মন্ত্রগুলি অশ্রাব্য। একস্থল হইতে কয়েকটা ঔষধ তুলিয়া দিতেছি।

"সর্পে কামরাইলে বিস জদি জাগে প্রওগ (প্রয়োগ)।

ওজ—/০ মাসা

হিঙ্গ—/০

করুআ তৈলে বাটি নস লইলে বিস লামে।

২ দফে। জদি বিষের ভব (ভাব) কিছু থাকে, নিম গোটা বাটি ব্রহ্মতালুতে দিলে বিস লামে।

৩ দফে। রাতি বিআলি জদি কিছুএ কামরাএ ছাগলের লাদি মধু দি পিসি ঘাএর মুখে দিলে বিস নিরবিস হএ।" ইত্যাদি।

৩৮৬। সখী-রস পয়ার।

ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসন্দর্ভ। কোন গ্রন্থের অংশ-বিশেষ না কি? লেখকের নাম বা তারিখ নাই। ১২১৪।১৫ মঘীর লেখা হইবে। রচয়িতা 'দামোদর' দাস'। কদর্য্য লেখা। মোট ১২টি পদ।

আরম্ভ :—

সখিরস পর-কৃয়া অত্যন্ত নিগোর (নিগূঢ়)।
নিত্য সাধ্য বস্তু হয় নাদএ (?) চতুর॥
এই তিন জন্য ব্রজে অবতির্ন্ন হৈলা।
বহু রস বিস্তারিআ রস পুর্ণ কৈলা॥

শেষ ও ভণিতা :—

নিজ পতি এক মনে করএ ভজন।
কস্তুরি লইয়া হাতে সুগন্ধি চন্দন॥
নিজ পতির সঙ্গে ব্রজে করে বাস'।
চামর ঢুলাইয়া রাধা (?) দামোদর দাস॥
সাঙ্গ।

৩৮৭। নামহীন পুঁথি।

ইঁহা সম্পূর্ণ আছে কিন্তু নামটা কি, জানিতে পারি নাই। মুসলমানী সংহিতা-গ্রন্থ। পারস্যভাষা হইতে অনূদিত। এক স্থানে এইরূপ লেখা আছে :—

এই জে নোচ্‌কা জান ফারসী আছিল।
সবে বুজিবারে হীনে পাঞ্চালি রচিল॥
নোচ্‌কা বোলএ জাকে ফারসী ভাসাএ।
তক্তিব কিতাব বুলি বঙ্গভাষে কহে॥

আরম্ভ :—

প্রথমে ছজিদা করি প্রভু নিরাঞ্জন।
কন্ বাক্য সৃজিলেক এ চৌদ্দ ভুবন॥
স্থান নাই স্থিতি নাই সূন্নেত (শূন্যেত) বসতি।
তাহান মহিমা কৈতে কি মোর শকতি॥
গুরুর চরণে মুই করিয়া ভকতি।
মন দিআ সুন নারী হৈলে গর্ভবতী॥
গর্ভনারী হৈতে পুত্র কন্যা জনমিলে।
দফন করিতে ফুল কিতাবেত বোলে॥

ভণিতা :—

মুনাইম মুন্সীর বাণী, হিততত্ত্ব মনে মানি,
কমরালী রচে সুপএআর।

শেষ :—

ছও (?) সত বয় রিতু সন জদি হৈল।
ছরছালের (?) নীতি হীনে পাঞ্চালী রচিল॥
মুনাইম মুন্সী জান অতি ভাগ্যবন্ত।
তান আজ্ঞা ধরি হীনে পাঞ্চালী রচিলেন্ত॥
হীন কমরআলি মুই বুদ্ধি শিশু মতি।
পাঞ্চালী রচিতে পারি কি মোর শকতি॥

নবি করিআছে এই হিজিরির সন।
বৈসাখেতে মগী সন চৈত্রেত পুবন॥
ছরছালের নীতি এই তামাম হইল।
কিঞ্চিত রচিলুম মুই বুদ্ধি জে আছিল॥

গ্রন্থের নামটা কি "ছরছালের (?) নীতি?" হুলাইন নিবাসী মুনাইম্ মুন্সীর আদেশে কমর আলি কর্ত্তৃক ইহা রচিত হইয়াছে, এরূপ কথা আরও একস্থানে আছে। গ্রন্থের রচনা-কাল কত? উক্ত গ্রাম—চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত। কবিবরের বাসস্থানও বোধ হয় উক্ত গ্রামে হইবে। পশ্চাৎ অনুসন্ধেয়।

পত্রসংখ্যা—১৯। আটপেজি কাগজের বহি। দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই বড় বেশী দিনের নকল নহে। ক্ষুদ্র পুঁথি।

৩৮৮। মনসা মঙ্গল।

এখানি খেমানন্দ ও কেতকা দাসের রচিত। সম্পূর্ণ ও ভাল অবস্থায় আছে। পত্রসংখ্যা ৭৭, দুই পিঠে লেখা। প্রকাণ্ড আকার। ভাল লেখা, এই প্রতিলিপির সাহায্যে প্রকাশ-কার্য্য চলিতে পারে। জিজ্ঞাসা করি, উক্ত কবিদ্বয় সম্মিলিত হইয়াই কি ইহার রচনা করিয়াছেন ?

আরম্ভ :—নমো গনেসায়। নমো পদ্মাঐ নমো।

জবে নহি ছিল মহি, তার পুর্ব্ব কথা কহি,
ভুত ভবিস্যত বিদ্যমান।
প্রলয় জুগান্ত কালে, প্রীথিবি ডুবিল জলে,
এক মাত্র ছিল ভগবান॥
মোহা দেব পদ্ম তোলে, পদ্মপত্রে বির্জ টলে,
তাহা গেল পাতাল ভুবন।
দেবি ভুজঙ্গের মাতা, মনসা জম্মিলেন তথা,
বাপে তানে থুইল বীজুবন॥

ভণিতা :—

(১) [illegible] যাপনী স্থান, কর মোরে পরিত্রাণ,
প্রধান স্বরূপে গাম গীত।
মনেতে মনসা ভাবি, কহে খেমানন্দ কবি,
গায়কেরে কর মন প্রীত॥
(২) মনসার চরণ আসে, রচিল কেতকা দাসে,
তুআ বিনে অন্য নাহি গতি।
জেই জনে যুনে ভনে, রৈক্ষ তারে অনুক্ষনে,
অন্তকালে হইবা সারতি॥

শেষ :—

'মনসার চরণ আসে' ইত্যাদি পুর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতা।

"ইতি সন ১১৩৮ মঘি সকাদিত্য সন ১৬৯৮ তারিখ ১৮ মাগ রোজ সনিবার তিথি দ্বতিআ বেলা এক দণ্ড থাকতে শ্রীশ্রীমতি পদ্মপুরানে মনসা মঙ্গলং অষ্টম দিবসের গীদ সমাপ্ত॥ :: এই পুস্তিক লিখনং শ্রীফকির চান্দ সেন দাসস্য পীছরে নঅন সেনস্য যুঅক্ষরমীদং পুস্তিকেয়ঃ॥ঃ অথ ইসাদি শ্রীরাম কিসোর দাসস্য পীং ক্বপারাম লালা আর শ্রীরাম চন্দ্র দাসস্য পীং কানুরাম ঠাং শ্রীস্যামযুন্দর দাসস্য পীছরে শ্রীরাজারাম ঠাং জানিবে শ্রীরামহরি দাসস্য, ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাশ্চ মতিভ্রম। জথা দিষ্ট তথা লিখীতং লিখিকো নাস্তি দোসকঃ॥ এই পুস্তক দেখিআ জেবা মন্দ বোলে। অঘোর নরকে তার বাস নিশ্চএ॥ জথা দেখিছি তথা করিছি লিখন আম্মার দোস + + কদাচন এই পুস্তক জে লারচার করে তার বাপ + + পরি মা যুকরিঃ॥ঃ"

এই পুঁথিখানি প্রকাশের জন্য 'পরিষৎ'কে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি।

৩৮৯। ভাব-লাভ।

মুসলমানী গ্রন্থ। একটা দীর্ঘ কেচ্ছা আছে। উক্ত নামকরণের সার্থকতা কি, পাঠ না করিলে বলিতে পারিব না। খণ্ডিত পুঁথি,—শেষ কতদুর নাই। রয়াল ফরমের বাঙ্গালা কাগজ ; পৃষ্ঠসংখ্যা ৫৪। হস্তলিপি আধুনিক,—১২৩৪ মঘীর লেখা। রচনা অনেক স্থানে সুন্দর। ভাষা বাঙ্গালা-প্রধান। কদর্য্য হস্তলিপি।

আরম্ভ :—শ্রীযুত হকনাম। ভাবলাভ।

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরাঞ্জন।
দ্বতিএ প্রণাম করি রছুল চরণ॥
ত্রিতিএ প্রণাম করি ফিরিস্তারগণ।
চতুর্তে প্রণাম করি এই তিন ভোবন॥

রাগিনি লুম ঝিঝিট : তাল রেখ্‌তা।

প্রেমের ভাবে ভবার্ণবে ভেবে প্রান গেল।
ভবভাবে ভুলে জাই ভুলা ভএ হলো ॥
প্রথম ভাবের ভাব স্থন : ভাবে ভুলে ভোলামন :,
পরে ভেবে অঙ্গহীন : ভাব রাখা ভার হলো
ভেবে ভনে সমছদ্দি : পার হব গো ভবনদি :
ভিতরের ভিত জদি : গুরু ভাব ভার হলো ॥

আড়-খেমটার গান।

ভবনদি পার হতে ভাবের ভাবি নৈলে নারে।
তরিতে তরাইতে তারক বিনা কেবা পারে ॥
ভাবের ভাবি তারে বলি : ফুট্‌লে পরে কমল কলি :
প্রেমমধুর হএ অলি : জে জন বসে গ্রহন করে॥
কমল কলি কোথাএ আছে : দেখ্‌নারে মন
আপনার কাছে :
কায়ার ভিতর হৃদএ আছে : প্রেমের কমল বলি তারে।
সমছদ্দি ছিদ্দিকী ভনে : গুরুর চরন ধারন বিনে :
একথাকে বুজিতে জানে : হেন শক্তি কাহার ॥

এই গেল প্রস্তাবনা। তারপর "পুস্তক আরম্ভ + + ত্রিপদি।" তৎযথা :—

কাঁশ্মির মুল্লুকেতে : . নির্প এক ছিল তাতে :
জত রাজা প্রজা তার হএ।
এই ছিল তার ভালে : কর দিত সবে মিলি :
সুখে ছিল আনন্দ হইএ ॥ ইত্যাদি।

নিম্নে স্থানান্তর হইতে আরো একটি গান তুলিয়া দিলাম। গানটি আমাদের বেশ লাগিল।

রাগিনী ভৈরবী—গান ভর্জন।

ভবপারাবারে আসি বেপার হলো নারে মন ॥
হৃদএরি রাজা কেবা, চিনালি না মন হয়ে হারা,
করিতে নারিলি সেবা, করিএ জতন।
সে ধন মোর সাথে২, আমি ভ্রমি পথে২,
হৃদএরি রথে, করিতে যে আরোহণ ॥
হৃদএ রেখেছ জারে, আদরে কাতরে তারে
ডাকরে মন উচ্চৈঃস্বরে, জদি করিবি দরশন।
ছিদ্দিকি কান্দনি গাএ, মিছে দিন বয়ে জাএ,
এখন না সাধিলি তাএ, সাধিবি কখন ॥

পুঁথির বাকী কতদূর, কি জানি? শেষাংশ আর উদ্ধার করিয়া কাজ নাই। ইহার রচনা তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। কোথাও যেন এই নামের একখানি ছাপান পুঁথি দেখিয়াছি, মনে পড়ে।

ইহার প্রণেতা 'সমছদ্দি ছিদ্দিকী' যে চট্টগ্রাম-বাসী নহেন, তাহা তাঁহার নামেই বোধগম্য হইতেছে। চট্টগ্রামে ঐরূপ নাম 'নকারান্ত' হইয়া থাকে; যেমন,—সমছদ্দিন, আইনদ্দিন ইত্যাদি।

৩৭০। নামহীন পুঁথি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। ১ম হইতে ১৩শ পত্র আছে। তন্মধ্যে ৮ম পত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন, তারিখাদি নাই। অতি জীর্ণাবস্থ। প্রাচীনতায় নহে, অযত্নেই ঐরূপ হইয়াছে। বড় বেশী দিনের লেখা, বোধ হয় না। অনুমান ৫০।৬০ বৎসরের লেখা হইবে; প্রাপ্তাংশে প্রায় ৪১৬ পদ আছে। পুরাতন কাগজ,—দুই পিঠে লেখা। ভণিতা নাই।

মুসলমানী পুঁথি, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ে হিন্দুয়ানি-ইস্লামীউ-ভয় ভাব সমাবিষ্ট, এই অংশে কেবল "সৃষ্টিপত্তনের" বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে নবিবংশের কথা আছে; অবতার-বাদও আছে। পাঠকালে মনে হয়, পুঁথিখানার নাম 'সৃষ্টি পত্তন'ই হইবে। কারণ, ঐ নামীয় পুঁথির অস্তিত্বের কথা আমরা শুনিয়াছি। পুঁথির রচনা সুন্দর ও ধর্ম্মভাবমূলক।

—শ্রীযুত। /৭আল্লাহ আকবর।

প্রথম প্রনাম করি অনাধিনিধন।
নিমেশে শ্রীজিলা প্রভু এ চৌর্দ্ধ ভোবন ॥
আদি অন্তে নাহি প্রভু নাহি স্থান থিত (স্থিত)।
খণ্ডন বর্জ্জিত প্রভু সর্ব্বত্রে বেয়াপিত ॥

আকাশ পাতাল মৈর্ত্ত্য শ্রীজন করিআ।
নান: রূপে কেলি করে অলকিত
(অলক্ষিত) হইআ॥
* * *
লৈক্ষে অলক্ষ হৈআ বৈশে অলক্ষিতে।
চিনিতে অচিন চিন সন্দেহ চিনিতে॥
কহিলে অক্ষর নহে ভাবিতে উদাশ।
শুন্য ঘঠে শুন্যকার হইছে প্রকাশ॥
* * *
অনলের তাপ সৃজি আছএ বেআপিত।
শিতল সুগন্ধি রূপে পোবন সহিত॥
মৃতিকাত রহিছে কঠিন রূপ ধরি।
জল মৈদ্ধে আছে জেন বিন্দু অবতারি॥
চন্দ্রিমাতে রশি (রশ্মি) জেন সুর্জ্জের কিরন।
তেন মত বেয়াপিত আছএ নিরঞ্জন॥
জেহেন আছএ ননি গরাশ (গোরস) সহিত।
তেনমত আছে প্রভু জগত বেআপিত॥
মোহাম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিলা হইতে প্রচার॥
* * *
রজ গুণ ধরি প্রভু সংসার সিরজন।
সত গুণ ধরি প্রভু সংসার পালন॥
তমগুণ ধরি প্রভু সঙ্গার করন।
এই তিন গুণ তান মহিমা তখন॥ ইত্যাদি।

বসুমতী পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুর নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"প্রভো! আমাকে পালনের জন্য অমুক অবতার হন; কিন্তু তাহাতে তিনি অপারগ হওয়ায় আমার প্রার্থনায় আবার অমুক অবতার হন।" গ্রন্থখানি এইরূপে 'রামাবতার' পর্য্যন্ত আসিয়াছে। 'ক্ষিতি' দেবী 'মহাপ্রভুর' গোচরে নিবেদন করিতেছেন :-

রামক শ্রিজিলা প্রভু মোহেরে পালিতে।
রামেহ মোহোকে ন পালিল ভালমতে॥
অনুদিন মোর পিষ্টে করিলেক রণ।
কদাপিহ ভালমন্তে না কৈল পালন॥
* * *
সতি নারি সিতা দেখি অনাথ হইআ।
মোহোর পিষ্টেত ছিল বহু দুর্খ পাইআ॥
এ দেখিআ মোর মন হইল ফাফর।
নিবেধন কৈলুম প্রভু তোমার গোচর॥
এ পাপের ভার মুই না পারি সহিতে।
পাতালে মজিআ আমি রহিব নিশ্চিতে॥
কথেক সহিব আমি এ পাপের ভার।
সহজে ললাটে এথ লেখিছ আমার॥
খেতির কাকুতি সুনি প্রভু নিরঞ্জন।
খেতিরক্ষা ফিরিস্তাক বুলিল বচন॥
নিশ্চএ জানিঅ মুই আদম সৃজিমু।
সে আদম হোন্তে খেতি নিশ্চএ পালিমু॥

অতঃপর খণ্ডিত। তবেই বুঝিতেছি, এবার আদম (হিন্দুমতে 'মনু') সৃষ্ট হইবেন; তার পর 'আদমি' বা 'মানব' হইবেন।

৩১১। ইউসুফ-জোলেখা।

সুপ্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থ 'মহব্বৎ নামা'র প্রতিপাদ্য যাহা, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্যও তাহাই। ইহাতে ইউসুফ (খৃষ্টানদের Joseph, son of Jacob, মুসলমানের 'এয়াকুব') ও জোলেখার অপূর্ব্ব প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, ইদানীন্তন কালে মুন্সী আবদুল লতিপ নামক জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তি (চট্টগ্রামী নহেন) উক্ত ঘটনাবলম্বনে বিশুদ্ধ গদ্য ভাষায় 'জোলেখা' নামক গ্রন্থ ও অনেকদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রাম—সাতকানীয়া-নিবাসী বেলায়েত আলি নামক মুসলমান পণ্ডিত 'মহববৎ নামা' নামে স্বনাম-প্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ রচনা করিয়াছেন। ঐ অনুবাদ পাণ্ডিত্য-ব্যঞ্জক হইলেও অত্যন্ত রূঢ় ও জটিল-ভাষায় পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ আলাওলের মত

শক্তিশালী অনুবাদক আমাদের সমাজে আর হইবেন না!

পুঁথিখানি খণ্ডিত; ১৬—৯৪ এবং ১০০—১০১ পত্রগুলি বিদ্যমান। চট্টগ্রাম —ধলঘাট-নিবাসী প্রসিদ্ধ ৺কালিদাস নন্দীর হস্তলিপি। তারিখাদি নাই; কিন্তু ১২১৪।১৫ মঘীর লেখা, বোধ হয়। অযত্নে প্রথম ও শেষাংশের কয়েকটি পত্র নষ্ট-প্রায় হইয়াছে। রয়াল ফরমের কাগজের বহি। রচনা বেশ সুন্দর ও খাঁটি বাঙ্গালা।

১৬শ পত্রের আরম্ভ :—

*　　*　　*

না দেখিলে একদণ্ড,　মর্ম্ম হএ সত খণ্ড,
দসদিগ হএ ঘোরতর ॥
তে কারণে নবিবরে,　সেইক্ষনে দিষ্টি করে,
ইছুপেরে রাখি হেরে মুখ।
তা দেখিয়া ভাত্রিগণ,　সদতে তাপিত মন,
ভাত্রিগণে গুণে মনে দুখ ॥

১০১ পত্রের শেষ :—

জলেখাঁর নয়ানে রক্ত বহে অনিবার।
রক্তবর্ণ হইলেক মুখ জলেখাঁর ॥
অবিরথ বর দুর্খ চক্ষু রক্তমাখি।
হইলুম নিত্য বর হইলুম বর দুখি ॥
নয়ানের জলে নিত্য করাঞ্জলি পুরি।
মুখেতে মাখএ জেন কুঙ্কুম কস্তুরি ॥
ইছুপের প্রেমবন্দি হৃদের মাজার।
* কাজে তরুন মাত্র মনে জলেখাঁর ॥

ভণিতা :—

(১) আবদুল হাকিম সাহার জফ
(সাহা জফর ?) নন্দন।
রচিলেক জলেখাঁর বিরহ বেদন ॥

* ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষৎ-পত্রিকায়' ২১ সংখ্যক পুঁথিতে যে 'তন-তেলাওতে'র পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, উহা বস্তুতঃ তন্নামক স্বতন্ত্র কোন পুঁথি নহে। প্রতিলিপিতে কোন নাম না থাকায় বিষয়-হিসাবেই ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। উহা 'যোগকালন্দর' পুঁথিই বটে। লেখক।

(২) সাহাবন্দি মহাম্মদ পীর গুণবান্।
সে পদপাদুকা তান জপি পরিত্রাণ ॥
আবদুল হাকিম তবে সাহার নন্দন।
কহন্ত জলেখাঁ তোমা বিবাহ কথন ॥

(৩) সাহাবন্দি মোহম্মদ গুণের সাগর।
তাহার হৃদেতে প্রভু ভেদর লহর ॥
সে সমুদ্র আগে মহি গগনমণ্ডল।
জে হউক অধিক মিন বিন্দু এক জল ॥ (?)
সে সমুদ্রতরঙ্গ ঢেউ উঠিল কদাচিৎ।
এহলোকে পরলোকে সকল অনিৎ ॥

এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রামী সম্পত্তি কি না, জানি না। বলিতে ভুলিয়াছি, ইউসুফ নবির অনেক কথা পাঠকগণ বাইবেলে দেখিয়া থাকিবেন।

৩৯২। নাম-হীন পুঁথি।

ইহার নাম নাই। মুসলমানী যোগ-শাস্ত্রগ্রন্থ। হিন্দু-যোগের সহিত মুসল-মানী-যোগের প্রভেদ কেবল কতকগুলি শব্দ লইয়া; মূলতঃ পার্থক্য নাই। 'যোগ-কলেন্দর', 'জ্ঞান-প্রদীপ' এবং সমালোচ্য গ্রন্থ একই বিষয়-সম্বন্ধে।

রচয়িতার নাম সৈয়দ সুলতান। তদ্রচিত 'জ্ঞান-প্রদীপ' আমরা দেখিয়াছি এবং উহার পরিচয়ও ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষদে' ১২ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। কই তাহার সহিত ত ইহার অভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে না। তবে ইহার নাম কি? পুঁথিখানি সর্ব্বাংশেই রক্ষণ-যোগ্য।

খণ্ডিত পুঁথি। কেবল প্রথম ১০টি পাতা মাত্র আছে। পত্রের আকার ১৭×৭ ইঞ্চি পরিমাণ। বোধ হইতেছে, পুঁথিখানি বৃহৎ ছিল। তারিখাদি নাই; কিন্তু খুব প্রাচীন, বোধ হয়। কাগজ

তাম্রকূট পত্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। হিন্দু সকল নবিশের লেখা।

আরম্ভ :—৺নমো গনেশায়।

প্রথমে প্রভুর নাম করিয়া স্মরন।
আঠার হাজার আলম্ জাহার শ্রীজন ॥
ক্ষেনে অপরাধ দিআ প্রবরদিগার।
ষিনি হস্তে ধরিআছে সকল সংসার ॥
ষিনি কর্ণে ষুনিতে জে আছএ সকল।
ষিনি আখি দেখন্ত জে জগতমণ্ডল ॥
ষিনি ন জমিয়া (?) জানে সভার মরম।
সন্তানেরে আহার জোগাএ অবিশ্রাম ॥

* * *

কহন না জাএ তান অতি মাঝা তুল।
মন দিয়া ষুন কহি দ্রবেসির (দর্ব্বেশীর) মুল ॥

মধ্যস্থল :—

আর এক ষুন তুহ্মি অপরূপ কথা।
সট রিতু বসতি করএ জথা তথা ॥
আধার চক্রেত গীষ্মা (গ্রীষ্ম) রিতের ওদএ।
অধিষ্ঠান চক্রেত বরিসা নিশ্চএ ॥
অনাহুত চক্রেত সরত রিতু বৈসে।
বিশুদ্ধি চক্রেত জান সিসির প্রকাসে ॥
মনিপুর চক্রেত হেমন্ত রিতু বৈশে।
আদ্যা চক্রেত জান বসন্ত প্রকাসে ॥ ইত্যাদি।

ভণিতা :—

পুনি২ প্রণামিয়া গুরুর চরণ।
সৈদ সুলতানে কহে নারির
(নাড়ীর) সংস্থান।

১০ম পত্রের শেষ :—

অপুর্ব্ব কহিল কথা সাধ বিচক্ষণ,
ঙ্গানি (জ্ঞানি) সবে কহে তারে
ঙ্গান (জ্ঞান) সঞ্চরন ॥
অথনে কহিব ষুন চক্রি নামে কর্ম্ম।
অবধান কর কহি তার জথ মর্ম্ম ॥
ভ্রমন করিব মাথা চক্রের আকারে।
ভ্রমাইব জেই মত কহি ষুন তারে ॥
দুই বাহু তুলি দুই কর্ণে লাগাইব।
চাপিয়া চিবুক তবে কণ্ঠ পরে দিব ॥
তাহার জথেক গুণ শুন দিয়া মন।
মর্ম্ম হোতে মাথা বেথা খণ্ডিব তখন ॥
আর এক কথা কহি নিঙ্কি (?) নাম তার।
জাহারে সাধিলে সিদ্ধি হএ ত সিদ্ধার ॥

'জ্ঞানপ্রদীপের' সহিত ইহার এতই সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে যে, ইহাকে ভিন্ন গ্রন্থ বলিতে সন্দেহ হয়। আজ জ্ঞান-প্রদীপ আমাদের নিকটে নাই, সুতরাং মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। পরে দেখা যাইবে।

৩৯৩। পরাগলী মহাভারত।

খণ্ডিতাকারে এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থের অধিকাংশই বর্ত্তমান আছে। লেখা খুব প্রাচীন, বোধ হয়। কাগজগুলি তাম্রকূট পত্রের মত হইয়াছে। তারিখাদি ছিন্ন। কত হইতে কত পাত আছে, মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। এজন্য কোন অংশ আর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম না। প্রয়োজন মতে ইহার আলোচনা করিব। এই পুঁথিখানি আনোয়ারানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু তারাকুমার সেন কবিরাজ মহোদয়ের নিকটে আছে। তাঁহার নিকট মাধবাচার্য্যের জাগরণ (সম্পূর্ণ), ভবানন্দের হরিবংশ (জীর্ণ ও খণ্ডিত) এবং আরো বহু পুঁথি আছে। নূতন পুঁথিগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আবশ্যক হইলে পুঁথিগুলি দিতে তিনি রাজী আছেন।

১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যার 'পরিষদে' ৯ম পৃষ্ঠাতে যে 'রাধিকার বারমাসের' পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহার আর একখানি প্রতিলিপিতে 'বলরামদাসের' ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। উনি কোন্ বলরাম দাস, তাহা নির্ণয়ের উপায় আছে কি? বারমাসখানি যথাসাধ্য বিশুদ্ধ রূপে 'সুধা'—

৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যায় আবার প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। লেখক।

৩৯৪। আম্‌ছেপারার মাহাত্ম্য।

ইহাতে পবিত্র কোরান সরিপের অন্তর্গত 'আম্‌ছেপারার' মাহাত্ম্য কথিত আছে। ক্ষুদ্র পুঁথি। ভণিতা নাই। পৃষ্ঠসংখ্যা—১১; রয়াল্ ফরমের কাগজের বহি।

আরম্ভ :—শ্রীযুত।

প্রথম প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতিএ প্রণাম করি রছুল আল্লার॥
ত্রিতিএ প্রণাম করি ফিরিস্তারগণ।
চতুর্তে প্রণাম করি এই তিন ভুবন॥

শেষ :—

পরিলে (পড়িলে) তাহার দুঃখ হইব নিবারণ।
একবার পরিবেক ভাবি নিরাঞ্জন॥
সবার বরজিত হই বক্ষি রাত্র দিন।
আমি এক হিন জন সংসার মাজার॥

এই পুথি সমাপ্ত হইল জে। ইতি সন ১২০৪ মঘি তারিখ ১২ কার্ত্তিক।

৩৯৫। সত্য-নারায়ণ-পাঁচালী।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্র-সংখ্যা ৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। তারিখ নাই; কিন্তু বেশী দিনের নকল নহে। 'দীনহীন দাসের' ও দ্বিজরাম কৃষ্ণের ভণিতা আছে। এতদ্বিষয়ক অপরাপর পুঁথির সহিত ঘটনার পরস্পর মিল দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকল কবির কল্পনাই এক রকম ও নূতনত্ববর্জ্জিত।

আরম্ভ :—নম গনেসায়ঃ। নম সত্য নারায়ণ নমস্ততে। অথ সত্য নারায়ণ পুস্তক লিক্ষতে।

ত্রনমোহ নারায়ণ অনাদির ধন।
উতপত্তি প্রলয় সৃষ্টী জাহার কারণ॥

ভণিতা :—

(১) কৃষ্ণভক্তি আনন্দে জিনিব তিনযুগ।
দ্বিজ রামকৃষ্ণে কহে ধন্য কলিযুগ॥

(২) দিন হিন দাসে কহে, যুন সাধু মহাশয়ে,
বলি যুন এই তত্ত্ব সার।
সত্য দেব পুজা কৈলে, তাহান কৃপার ফলে,
সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে তোমার॥

শেষ :—

সত্যদেব মহাপ্রভু জেবা করে হেলা।
নীশ্চএ জানিয় তার কোভু নাই ভালা॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করহ সব ভাই।
সত্যদেব প্রভু বিনা আর গতি নাই॥

"ইতি সত্য নারায়ন পুস্তক সমাপ্ত। শ্রীরাজ কিশোর চৌধুরি পীং কাশিনাথ চৌধুরি সাং আনোয়ারা॥"

দ্বিজ রামকৃষ্ণ ও রঘুনাথের রচিত এই নামীয় আর একখানি পুঁথির পরিচয় ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষদে' প্রকাশিত হইয়াছে। (৮৩ সংখ্যক দ্রষ্টব্য।) এই উভয় 'রামকৃষ্ণ' অভিন্ন কিনা, জানি না।

৩৯৬। সতী ময়নাবতী ও লোরচন্দ্রাণী।

এই পুঁথির বিবরণ পূর্ব্বে একবার দিয়াছি। (৭৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) একখানি খণ্ডিত পুঁথি মাত্র তখন অবলম্বন ছিল। এবার ছাপা পুঁথি ও সম্পূর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আবার তদ্বিবরণ লিখিতেছি। আমার নিকট ইহার ৩।৪ খানি প্রতিলিপি সংগৃহীত আছে; সুতরাং এখন এই পুঁথির প্রকাশ-

কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আর কোন বাধা নাই।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বে 'পরিষদে' ও 'সাহিত্যে' * যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তদধিক আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে সেখানে আমরা কবির নিজ বাক্য উদ্ধৃত করি নাই ;—বিশেষতঃ সেই প্রতিলিপির উপর আমাদের তেমন আস্থা নাই। এজন্য কবির নিজের ভাষায়ই আমরা এখানে তাঁহার বিবরণাদি প্রকাশ করিতেছি।

আরম্ভ ঃ—

[বিচমিল্লার নাম জান ত্রিভুবন সার।
আদি অন্ত নাহি তান দোসর প্রকার ॥ ইত্যাদি

(রোসাঙ্গ-প্রসঙ্গ।)

কর্ণ ফুলী নদী পুর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী ॥
তাহাতে মগধবংশ ক্রমবুদ্ধিছার (?)
নাম রুস্তধর্ম্মরাজা ধর্ম্ম অবতার ॥
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ॥

* * *

ধন্য২ শব্দ হৈল দেবের স ত।
সুধর্ম্মের কীর্ত্তিযশ পুর্ণ সন্নিপাত ॥] †
নৃপতির জসকির্ত্তি জেই নরে গাএ।
জর্ম্মসুখী হএ নর দরিদ্র পলাএ ॥
ধর্ম্মরাজ পাত্র শ্রীআসরফ খান।
হানিফী মোজাব ধরে চিস্তি খান্দান ॥

* * *

পরদেশী স্বদেশী নাহিক আত্মপর।
ডিঘি সরোবর দিলা অতি বহুতর ॥
নৃপতি বল্লভ সেই আসরফ খান।
নানা দেশে গেল তার প্রদিষ্টা(প্রতিষ্ঠা)বাখান ॥

সৈদ সেখজাদা আর আলিম ফকির।
পালেন্ত সে সব লোক প্রাণের অধিক ॥

* * *

উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ।
আজি কুচি পাটান (?) জে আদি জথ দেশ ॥
হেন রাজা জার প্রতি মহা দআ করে।
মহামন্ত্রী লস্কর উজীর নাম ধরে ॥
বিবিধ প্রকারে দিলা বসন ভুসন।
বিবিধ প্রকারে কৈলা রাজ্যের পালন ॥
ছত্রসমে দিল রাজা সোবর্ণ পতক।
রত্নময় টুপি দিলা অপুর্ব্ব জে টোপ ॥
দশহস্তী প্রধান জে দিলা বরা বরা।
দাস দাসী সঙ্গে দিলা নেতের কাপরা ॥
আসরপ খান জদি হইলা সেনাপতি।
নৃপতির সাক্ষাতে থাকন্ত নিতি২ ॥
সুধর্ম্মার মনে হৈল আনন্দ অপার।
সসৈন্য সামন্ত চলে বিপিন বেহার ॥

* * *

দুই নারি নৌকার ভুসন নানা রঙ্গে।
আরোহিলা নৃপ খান আসরপ সঙ্গে ॥

* * *

খেলিতে খেলিতে রাজা গেল কুঞ্জবনে।
সঙ্গে আসরপ খান রাজপাত্র সনে ॥
চতুর্দ্দিগে পাত্রগণ মধ্যে নৃপবর।
তারক বিষ্টিত জেন চন্দ্রিমা সুন্দর ॥
বনপাশে নগর এক দ্বারাবতি নাম।
কৃষ্ণের দ্বারিকা জেন অতি অনুপাম ॥
তথাত রচিআ সভা রহিলা নৃপতি।
মন্ত্রগঠন জেন সভার আকৃতি ॥
অপুর্ব্ব নৃপতি সভা বিনোদের স্থল।
আমাত্য সহিতে রাজা করে কুতুহল ॥
জার জেই মত বিধ সিবির রচিআ।
তথাত রহিলা সৈন্য আনন্দ করিআ ॥

* * *

দ্বারাবতি উজ্জ্বল করিল ধর্ম্মরাজ।
দ্বারিকাতে সোভে জেন গোবিন্দ সমাজ ॥
সৈন্য সমুদিত রাজা আকট (আখেট ?) করিআ।
চারিমাস রহে তথা বন বেহারিআ ॥

* ১২ বর্ষ, ১১শ সংখ্যায় 'দৌলতকাজী ও লোর-চন্দ্রাণী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† বন্ধনী-মধ্যস্থ অংশ ছাপা পুথির পাঠ।

তার মধ্যে পাত্র আসরফ মহামতি।
আপনা ভুবনে আইলা রাজার সঙ্গতি ॥
নানা জাতি সৈন্য সবে ধরিল জোগান।
সভাতে বসিলা পাত্র আসরফ খান ॥
সৈয়দ সেক আর মগল পাঠান।
স্বদেশী বৈদেশী বহুতর হিন্দুয়ান ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
সারি২ বসিলেক মনিস্য সকল ॥

* * *

শ্রীযুত আসরফ পণ্ডিত প্রধান।
ষোল কলা পূর্ণ জেন চন্দ্রিমা সমান ॥
নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা রসময়।
পঠিতে শুনিতে নিত্য আনন্দ হৃদয় ॥
হেন মতে সভা করি বসি থাকে
নিতে (নিতি)।
কহন্ত আনন্দ চিত্তে কিতাব রচিতে ॥
আরবী ফারসি নানা উত্তম উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ ॥
গুনিগণ গোআরিও খোটা বহুতর। (?)
সহজে মোহন্ত সভা লোক বহুতর ॥
শেষে পুনি কহিলেক কতুক মহামতি।
শুনিআ সতীর কথা রাজার আরতি ॥
[ভারতে পুরাণে সন্তে২ সে বাখান।
চন্দন তিলক সত্য উগে সর্ব্ব স্থান ॥

* * *

ঠেঠা চোপাইয়া দোহ কহিলা সদনে। (?)
না বুঝে গোহারি ভাষা কোন২ জনে ॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দ।
সকলে শুনিআ জেন বুজএ সানন্দ ॥
তবে কাজী দৌলতে সে বুজিয়া আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী ॥] *

(প্রস্তাবের আরম্ভ।)

রাজার কুমারী এক নামে মনাবতি।
ভুবন বিজই সে জে রূপেত পার্ব্বতি ॥
কি কহিব কুমারীর রূপগুণরঙ্গ।
অঙ্গের লীলাএ জেন বাজিছে অনঙ্গ ॥
ইত্যাদি।

* বন্ধনীস্থ অংশ ছাপা পুঁথির পাঠ।

দৌলত্ কাজীর রচনার শেষ :—

"মোহর হৃদয় মনে
লোর পতি বিনে
ন ভাএ আন রস রঙ্গ।
জবে ইহ লোকে
ন মিলে লোরকে
পরলোকে হইবো রঙ্গ ॥ *

"(মালিনীর উক্তি।)
জ্যৈষ্ঠ মাস পরবেশ, বৎসর হইল শেষ,
দুঃখদশা না গেল তোমার।
দিনে২ পীড়া বাড়ে, বিরহের শোকান্তরে,
চন্দ্রকলা জেন জায় জড়ি ॥
বহয় পবন মন্দ, বাজায় মদন দন্দ,
হৃদে জাগে বিরহ আনল।
পতি রতি ক্রিয়া গেল, সে কণ্ঠ আর না দেখিল,
শরীর দগধে শ্রম জাল ॥

* * * *

শ্রীঅন্ত দৌলত, কাজী গেল মৃতপদ,
বাকী রৈল জ্যৈষ্ঠ এক মাস ॥"

এইটুকু কাহার রচনা, কে বলিবে ?
দির্ঘ ছন্দ :—: একাদস মাস রচি দৌলত কাজি নিধন হইলেন পরে আলাওলে দ্বাদস মাস পুর্ণ করি কহেন :।"
(৬৮ পত্র।)

আলাওলের রচনা।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
সেই স্বামী খণ্ড বাক্য করএ পুরণ ॥

* * *

জথ মহাপুরুস সকল আদ্য করি।
সে সব চরণ বন্দম মস্তবেতে ধরি ॥

* * *

খণ্ড বাক্য এক পুরাইতে মনে আশা।
তুমি সব লক্ষে করো বহুত ভরসা ॥

* * *

ইষ্টদেব গুরুপদে মাগম পরিহার।
কাব্যর রহস্য কহো রচিআ পআর ॥

* ইহার পর ছাপা গ্রন্থে আছে :—

জখনে আছিল কবি গুণি অবগতি।
রসাঙ্গ ঈশ্বর পুর্ব্ব সুধর্ম্মা নৃপতি ॥
তাহান কীর্ত্তি গুণ আদ্য খণ্ডে আছে।
পুনি২ মহিমা কি কর্ম্ম কহি পাছে ॥
হিন্দুস্থানি ভাসে সেই চৌপাইআ হেট।
কেহ২ বুজে কেহ ভাবএ সঙ্কট ॥
এ লাগি আসরপে কৈলা অঙ্গিকার।
লোর চন্দ্রাণির কথা রচিতে পয়ার ॥
আসরপ আজ্ঞাএ দৌলত কাজী ধীর।
রচিল চন্দ্রাণীর কথা অতি সুরচিত ॥
শেষ খণ্ডে ময়নার কথা করিল প্রকাস।
দুতীর সম্বাদ পদুত্তর বার মাস ॥
সুচারু পয়ার মেলে নানা ছন্দ গীত।
একাদশ মাস সাঙ্গ হৈল বিরচিত ॥
আসরফে আদ্য বার মাস আরম্ভিল।
বৈসাখ সমাপ্ত জ্যৈষ্ঠ অসাঙ্গ রহিল ॥
তবে কাজি দৌলত স্বর্গেত হৈল লীন।
খণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চির দিন ॥
জেন মতে ময়না কৈল দুতীর বিগতি।
পুনরপি আসিয়া মিলিল লোর পতি ॥
এ সকল শেষ কথা অসাঙ্গ রহিল।
সুধর্ম্মের শেষে তিন নৃপ চলি গেল ॥
তবে পুনি রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয়।
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা সে নৃপতি মহাশয় ॥ *
খণ্ড পুর্ব্ব (পর্ব্ব ?) কাব্যান্তরে কহিলুম কিঞ্চিত।
অল্প ইঙ্গিতে বহু বুজএ পণ্ডিত ॥
নৃপকীর্ত্তি সমুদ্র তরিতে নাহি তীর।
আশীর্ব্বাদ করো জয় আয়ু হউক চির ॥

* * *

তান মোহাপাত্র শ্রীমন্ত ছোলেমান।
নানা বিদ্যা শাস্ত্রগুণে শত অবধান ॥

* * *

হেম রত্ন রূপ্য আদি ভাণ্ডার সকল।
প্রত্যয়র্থে দিলা রাজা তান করতল ॥
লক্ষে২ কর্ম্ম জথ দেশের মাঝার।
সে সকল উপরে তাহান অধিকার ॥

* * *

পরদেশী আলিম ফকির গুণবন্ত।
ভক্ষ্য বস্তু দিয়া নিত্য সাদরে পোসন্ত ॥

* * *

গৌর মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ শ্রেষ্ঠ।
বৈসে সমাজিক লোক উক্তি ভক্তি ধিষ্ট ॥
বিস্তর দানিসবন্দ খলিফা সুজান।
আউলিয়া সবের বহুত গৌর স্থান ॥
হিন্দুকুল শ্রোত্রিয় জে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
মধ্যে ভাগিরথী ধারা বহে অনুক্ষণ ॥
মজিলিস কুতুব তথার অধিপতি।
তাহান আমাত্য সুত মুঞি হিন মতি ॥
কার্জ্য হেতু পথে জাইতে নৌকার গমনে।
দৈবগতি দেখা হৈল হারমাদের সনে ॥
বহু যুদ্ধ করি স্বর্গবাসী হৈল পিতা।
রণস্থাতে ভাগ্য বশে আসি আইল হেথা ॥
কথেক আপনার দুক্ষ কহিমু প্রকাসি।
রাজ আসোয়ার রসাঙ্গেত আসি ॥
শ্রীমন্ত ছোলেমান মহা গুণবন্ত।
পরদেশী গুণী পাইলে সাদরে পোসন্ত ॥
মহা হরসিত হৈল পাইআ আমারে।
অন্নবস্ত্র দানে নিত্য পোসন্ত সাদরে ॥
তাহান সভাতে গুনিগণ অবিরত।
জ্ঞান উক্তি রস কথা শুনন্ত সতত ॥

* * *

(একদিন) প্রসঙ্গ হইল লোর চন্দ্রাণির কথা।
অসাঙ্গ রহিল এই রস কাব্য গাথা ॥

* * *

এথেক ভাবিআ ছোলেমান মহামতি।
হরসিতে আদেশ করিল আমা প্রতি ॥
এই খণ্ড পুস্তক পুরাও মোর নামে।
দুগ্ধ মধু দোহ আনি মিলাও এক ঠামে ॥

* * *

মহন্ত আরতি সে সুনি আলাওল।
অঙ্গিকার কৈল ভাবি ঈশ্বরের বল ॥

* আমাদের মতে দৌলত কাজী রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মার আমলে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ও আলাওল শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার আমলে ১৬৫৮—১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'লোর-চন্দ্রাণী' রচনা করেন। আমাদের অনুমান মিথ্যা হইতে পারে না, এমন কেহ মনে করিবেন না। ফলতঃ এ বিষয়ে এখনো আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। এতদ্বিষয়ের একটা শেষ মীমাংসা বাঞ্ছনীয়।

সরস্বতী কৃপাএ কমলা হৃষ্ট মন।
মহাজনে কৃপা করে গুণের কারণ॥
তার মধ্যে আলাওল অতি হীনমতি।
লঘুবুদ্ধি গুরুতর করিল আরতি॥

* * *

শশধর ধরিতে বালকে হস্ত তোলে।
অসাধ্য সাধন মাত্র গুরুকৃপা বলে॥
মহাজনের আদেশ সহজে পুজ্যমান।
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা জনক সমান॥
সাহস করিলুম মনে ভাবিআ রহস্য।
ভাগ্যবন্ত জ্ঞান সিদ্ধি হইবো অবশ্য॥

* * *

শ্রীমন্ত ছোলেমান সত্য-রত্নাকর।
শুনিতে সতীর কথা হরিস অন্তর॥
আদেশ কুসুম তান শিরেত ধরিআ।
হীন আলাওলে কহে পাঞ্চালি রচিআ॥

শেষ :—

রোসাঙ্গ পুষ্করণী জল কার্ত্তিকে শুখায়।
পুর্ণিত গম্ভীর বৈশাখে জল পায়॥
তে কারণে পুঁথি মুই একাত্রে গাথিল।
বিচারে না ফিরে আর জে হৈল সে হৈল॥
মুই মোহা পাতকীর পাপের নাহি ওর।
আশীর্ব্বাদ কর স্বর্গগতি হোউক মোর॥

রচনাকাল :—

মুছুলমানী সক সখ্যা বুন দিআ মন।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন॥
সিন্ধু সুন্য (শূন্য) দেখিআ আপনে দুইদিকে।
সুত (সুত) কলানিধিরে রাখিলা বামভাগে॥
মগধির সনের সুনহ বিবরণ।
জুগ সুন্য (শূন্য) মৈদ্ধে জুগ বামে মৃগাঙ্কন॥*

* ইহা হইতে ১০৭০ হিজরী ও ১০২০, মঘী সন পাওয়া যায়। তবেই দেখা যায় যে, হিজরী হিসাবে ২৫১ বৎসর ও মঘী হিসাবে ২৪৫ বৎসর পূর্ব্বে আলাওল 'চন্দ্রাণী' রচনা করেন। কিন্তু উক্ত সন দুইটির মধ্যে ৬ বৎসরের ব্যবধান কোথা হইতে আসিল? আলাওলের মত পণ্ডিত ব্যক্তি এমন ভ্রম করিয়াছেন কি না, সন্দেহের বিষয়। এ বিষয়ে গবেষণা প্রার্থনীয়।

সমাপ্ত হইল পাঞ্চালিকা অনুপাম।
গুরুর চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥
জেবা গাএ জেবা সুনে মএনার পুস্তক।
পুত্রে পৌউত্রে সম্পদে আনন্দে বারউক॥

"ইতি সতি মএনাবতির পুস্তক সমাপ্ত। ভিমস্য ইত্যাদি শ্লোক। ইতি সন ১২১৩ সাল বাঙ্গালা সন ১১৬৮ মঘি সন ১৮০৬ ইংরেজি তারিখ ১২ ফাল্গুন বাঙ্গালা তারিখ ২২ ফিবরেল ইংরেজি রোজ রোবিবার, রাত্রি ছএ ডণ্ড সমএ পুস্তক লিখনং সমাপ্ত, মোকাম বাষবাড্যা (বাঁশবাড়িয়া) নিমক মাহালের কাচারি লিখা জাএ॥" পুঁথি হইতে সমস্ত কথা তুলিয়া দিলাম। পৃথক্ ভাবে আর আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন পুঁথির গল্পটা একবার শুনুন। লোর 'গোহারী' দেশের রাজা; ময়নাবতী তাঁহার প্রথমা মহিষী। 'চন্দ্রাণী' 'মোহরা' নামক দেশের রাজতনয়া। জনৈক যোগীর হস্তে চন্দ্রাণীর চিত্রপট দেখিয়া লোর তাঁহার প্রতি অনুরাগী হয়েন। কেবল তাহাই নহে, তিনি রাজ্য পাট-ত্যাগ করিয়া মোহরা চলিয়া যান। তথায় বহুদিন অবস্থানের পর নানাকষ্ট ও কৌশলে চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়েন। ইহার ফলে তিনি একদিন গোপনে চন্দ্রাণীকে লইয়া চম্পট দেন।

চন্দ্রাণী পূর্ব্বেই বামনের সঙ্গে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু 'বামন'ও ক্লীব ছিল বলিয়া চন্দ্রাণী বরাবরই তদীয় উদ্বাহ-পাশচ্ছেদন করিতে অভিলাষিণী ছিলেন। কাজেই সুযোগ পাইয়া লোরের সঙ্গে পলায়ন করিতে তিনি আর দ্বিরুক্তি করেন নাই।

সংবাদ পাইয়া বামন লোরের পশ্চা-

ধাবিত হয়, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে লোরের হস্তে পরাভূত ও নিহত হয়। পরে মোহরা-রাজ লোরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া চন্দ্রাণীকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন। লোর শ্বশুর-রাজ্যেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন,—স্বরাজ্যে আর ফিরিলেন না। *

ও দিকে ময়নাবতী স্বরাজ্যে আছেন। ছাতন নামক কোন বণিক্‌কুমার ময়নার রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎ-সমাগমলাভাশায় এক মালিনীকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করে। নানা অছিলায় মালিনী ময়নার শৈশব-ধাত্রীর পদলাভ করে। সে নিরন্তর ময়নাকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। এরূপ নানা কৌশলেও সতীনারীর মন টলাইতে না পারিয়া মালিনী ষড়্‌ঋতুর বর্ণনা যুড়িয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি হইল না। পরে রাণী মালিনীকে চিনিয়া তাহার অশেষ দুর্গতি করিয়া ছাড়িয়া দেন।

অতঃপর সখার পরামর্শে রাণী জনৈক ব্রাহ্মণ ও শুক পাখীকে লোর-সমীপে প্রেরণ করেন। দ্বিজবর কৌশলে রাণীর কথা লোরের স্মৃতিপথারূঢ়া করেন। লোর নিজ পুত্রকে শ্বশুর রাজ্যে নৃপতি-স্বরূপ রাখিয়া চন্দ্রাণাকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এখানে 'Ding dong dended, my tale ended.'

ঘটনা অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইল। মূল ঘটনা এই হইলেও প্রাসঙ্গিক অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা আছে। সে সমস্তের উল্লেখ করিবার স্থান নাই।

অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তা সম্বন্ধে ইহাতে 'আনন্দবর্ম্মা'র একটি গল্প আছে। ঠিক সেই গল্প সম্বন্ধেই 'শশিচন্দ্রের পুঁথি' একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহা রামজী দাসের রচিত। এই দুইস্থলে নাম ধামাদির পার্থক্য থাকিলেও মূল গল্পে কিছুই প্রভেদ নাই। এখন দ্রষ্টব্য যে, এই গল্পের সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবক (অন্ততঃ বঙ্গ ভাষায়) আলাওল কি রামজী দাস? কিন্তু মূল পুঁথি প্রকাশিত না হইলে সে সমস্যার মীমাংসা বড় সহজ নহে।

পরিশেষে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি, 'পরিষৎ' মুসলমান মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজীর এই পুঁথি খানির প্রকাশভার গ্রহণ করুন।

'নবনূর'—১ম বর্ষ ৯ম ও ১১শ সংখ্যায়ও 'লোরচন্দ্রাণী' সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরিদৃষ্ট হইবে। এখানে বলা উচিত যে, 'লোরচন্দ্রাণী'র প্রাগুক্ত প্রতিলিপিখানি গৈড়লা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর সেন মহোদয়ই আমাকে দিয়াছেন। আমাদের প্রয়োজনের কথা শুনিয়া তিনি যেরূপ আনন্দ ও উৎসাহ-সহকারে তাঁহার পুঁথি সকল আমাকে দেখাইলেন, বস্তুতঃ সেইরূপ দৃষ্টান্ত আমি আর কখনো পাই নাই। তিনি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও 'লোরচন্দ্রাণী' খানি দিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় লোক অধুনা দুর্লভ। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

৩১৭। পদ-সংগ্রহ।

পুঁথিখানি খণ্ডিত; সুতরাং নামহীন। 'পদসমুদ্র' প্রভৃতির মত ইহা সেকালের পদাবলী ও বিবিধ গীতাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ। 'রাগমালা'* প্রভৃতিতে প্রসঙ্গক্রমেই অনেক পদ ও গীতের সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে পদ ও গীত ভিন্ন আর কিছুই নাই। অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব কবির নাম ও কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারিত। এই জন্যই এই পুঁথিখানি অতি মূল্যবান্

* এই স্থানেই কাব্যের প্রথম ভাগ শেষ।

ছিল। কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না! পুঁথিখানা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কেবল ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১০—১৪ ও ১৭ সংখ্যক পত্রগুলি বিদ্যমান। ১২×৪ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ; সুতরাং আকার ক্ষুদ্র। তারিখাদি নাই, কিন্তু বহু প্রাচীন। অনেক স্থান কীট-দষ্ট। হিন্দু নকলনবিসের লেখা।

৩য় ও ৪র্থ পাতের একটি গীত শুনুনঃ—

কি করিল সখী সবে মোরে নিদে জাগাইয়া।
আইল চিকন কালা সময় জানিআ ॥
চাপিল প্রেমের নিদে শ্যাম কোল পাইআ।
কহিছে বিনয় করি উরে হাত দিআ ॥
যৌবনের গরবে মুই না চাইলু ফিরিয়া।
পিউ পিউ বুলিয়া বলিস (বালিশ ?) লৈলু উরে।
চৈতন্ত পাইআ দেখো পিয়া নাই মোর কোলে।
মনের সঙ্গেতে মুই এখলা নিদ জাম্।
কেনরে দারুন বিধি মোরে হৈল বাম ॥
কহে কফি (কবি) লালবেগে স্বপ্নেত জাগিয়া।
খণ্ডিল জর্ম্মের দুক্ষ চান্দমুখ চাহিয়া ॥ ৬ ॥

১৭শ পত্রের শেষ :—

মালসি রাগ।

জয় সিংহবাহিনি, মহিসমর্দ্দিনি,
ষুমিনি (শূলিনী?) রনপণ্ডিতা।
মুণ্ডিতাম্বর সঙ্গে, রঙ্গিনি জগতি,
দসভুজমণ্ডিতা ॥
মঞ্জন মানিকুল (?), * * *
সীরে জটাজুট (লম্বিতা ?)।
পীন উন্নত, কঠিন কুচজুগ,
ষুকুত (?) জোবন সোভিতা ॥
* * * । কনক কঙ্কন,
মঞ্জ (মঞ্জু ?) মঞ্জির সীঞ্চিতা।
ত্রিবঙ্গ (ত্রিভঙ্গ) কোটি, পট্টয়ম্বর,
পঞ্চানন-মনমোহিতা ॥
য়ষুর সুরবর, সীদ্ধ কিন্নর,
জোগি জুগপতি সেবিতা।
শ্রীগোরি চরন, সরোজে জেন,
জগাদ নন্দ দোলিতা ॥

এই পত্রগুলিতে দাস বংশীদাস, দ্বিজ শ্যামানন্দ, কৃষ্ণশঙ্কর, দ্বিজ রামানন্দ, আমীন দীননাথ দাস, গোবিন্দ দাস, রাম জীবন, রায় শ্রীযুত (?), দ্বিজ মাধব, রামচন্দ্র দাস, মোহাম্মদ হাসিম (কাসিম) ? রাজারাম দাস, আপজল, ছৈয়দ মর্ত্তুজা, মাধব দাস, অমরমাণিক্য, কাশী, রামানন্দ, বৈদ্য যশচন্দ্র, জগদানন্দ ও লাল বেগ নামধেয় কবিগণের রচিত পদ ও গীত* আছে। দুই একটা পদে ভণিতা নাই। 'মালবেগ' নামক মুসলমান বৈষ্ণব কবিকে অনেকেই জানেন। 'লালবেগ, কি সেই 'মালবেগ, ? সময়ান্তরে এ সকল পদাবলী অন্যত্র প্রকাশিত হইবে; তখনই সকল কথা বিবেচনা করা যাইবে।

* ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যাক 'পরিষদে' ১৩শ পুঁথিতে যে 'স্বপ্নাধ্যায়ের' পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, উহার রচয়িতা দেব বলরাম, তিনি রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত 'নোয়াগাঁও' গ্রামবাসী ছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করিয়াছিলাম। এখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, বলরাম দেব আনোয়ারের নিকটবর্ত্তী 'খিলপাড়া' নিবাসী ছিলেন। খিলপাড়া পূর্ব্বে 'নবগ্রাম' নামে অভিহিত হইত। কতদিন হইতে জানি না, 'নবগ্রাম' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রামটি এখন 'খিলপাড়া নামেই অভিহিত হইতেছে। আজও কবির বংশধরগণ বিদ্যমান আছে। কবির পিতৃ-নামানুসারে তাঁহাদের বাড়ী আজও 'কমলা পাতার বাড়ী' বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্বে পতিত ও খিলা জমি ছিল বলিয়াই গ্রামটির 'খিলপাড়া' নাম। (লেখক)

৩৯৮। বস্ত্রহরণগান।

আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা। সখিগনের গান। ১নং।

৯। এগো প্রেমসঙ্গিনি বংশির ধ্বনি শুনে
ধর্য্য ধরে না প্রাণ।
চল চল গো দেখ সজনি জামিনি হইল অবসান ॥
এগো কেমনে থাকি বল গৃহেতে সচকল

এগো সজনি এগো নির্জ্জনে কুঞ্জবনে শ্রীহরি
চল চল ধনি বিলম্ব কেনে জদি জাবি গো
শ্যাম দরসনে ॥

মালসী গান। ২ নং।

১০। কর কর হে সঙ্কর কিঙ্করে করুণা।
কর দুর হর এবার ভব জন্ত্রণা।
আছি ভবপারাবারে, কে পারে জাইতে সে পারে,
কর পার বিশ্বাম্বরে দিএ পদ দক্ষিণা ॥

ছরা।

শুন শুন সভাজন নিবেদন করি।
জেইরূপে বসনকেলী করিলেন শ্রীহরি ॥
ইত্যাদি।

শেষ গান। ২৫ নং।

চল চল চল ধনি গৃহেতে জাই সজনী
আছে সাপিনী তাপিনী গৃহেতে কাল ননদিনী ॥

অতঃপর খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৯, দুইপিঠে লেখা। ⅛ অংশ পরিমাণ মোটা ফুলস্কেপ কাগজের বহি। পত্রাঙ্ক নাই। তারিখ ও লেখকের নামাদিও নাই। বড় বেশী দিনের নকল নহে।

উক্ত আরম্ভ অংশটি প্রকৃত আরম্ভ কিনা, জানি না। গান, ছড়া, পটী ও উক্তি আছে। বুঝি ইহাও 'গায়ন' ধরণের বই। রচনা অনেক স্থানে সুন্দর। বলিতে ভুলিয়াছি, গ্রন্থের কোন নাম দেওয়া নাই এবং ভণিতা নাই। প্রাগুদ্ধৃত 'মালসী' গানের 'বিশ্বাম্বর' কি ইহার রচয়িতা ?

৩৯৯। ইংরেজী-শিক্ষা।

পুথির নাম নাই। পূর্ব্বে বাঙ্গালীগণ কিরূপে ইংরেজী শিক্ষা করিত, ইহা দ্বারা তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই জন্যই নিম্নে অত্যল্প উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

/৭ ইংরাজী কথা লেখা বাঙ্গলা।
বিলাগিঙ্গ—টৌ রাম লোচন রায় ॥
/৭ ইঙ্গরাজি ৭ বাঙ্গলা
কম—১ আইস
কেন—১ পারি
কেননাট—১ পারি না
* * *
* * *
ফারটীউন—১ বক্ত
মীসফারটীউন—কমবক্ত
* *
মেক হেষ্ট—সেতাবি
* *
কিপের রাখনওআলা
হেলক সোপোরোদ
ইত্যাদি। ইত্যাদি।

তখন বঙ্গভাষার কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা উদ্ধৃতাংশ হইতে দেখা যাইবে। এমন অনেক স্থানেই প্রতিশব্দের ভাষা বাঙ্গালা নাই।

বলা উচিত যে, ইংরাজী শব্দগুলি বর্ণমালানুসারে সাজান হয় নাই। পত্রসংখ্যা ১৭, রয়াল ফরমের বাঙ্গালা কাগজ। অনূদিত শব্দাদির সংখ্যা—১০৪।

৪০০। নামহীন পুঁথি।

ইহাতে এক কুমার ও কুমারীর বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। পূর্ব্বজন্মে—

দিজকুলে উতপত্তি আছিল কুমার।
প্রআগ নগরে ছিল বসতি তাহার ॥
এই ত সুন্দরী ছিল তাহার রমণী।
মহাসতি পতিব্রতা তাহার গৃহিণী ॥
দৈবজোগে একদিনে বসিছে দুইজন।
তাহাতে জন্মিল এক অতি অঘটন ॥

রোরব হইল দুইর দৈবের কারণ।
ক্রোধ করি সেই দ্বিজে শাপিল তখন ॥

কি কারণে ঠিক বুঝিলাম না, এই কুমার 'ত্রিপিনী' (ত্রিবেণী) ঘাটে তনুত্যাগ করিলেন, কুমারীও গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। পর জন্মে—

বৈদ্যকুলে জন্ম আসি লভিল কুমার।
শিশু সব সঙ্গে নিত্য করন্ত বেহার॥
তিন বৎছর অষ্টমাস কুমার হইল।
তবে সেই সুবদনী জনম লভিল ॥

* * *

ছঅ দিনে সষ্টি মার্কণ্ড পুজা কৈল।
চন্দ্রমুখী নাম তবে সে কৈন্যার রাখিল ॥
কথ দিন বাল্য ক্রিয়াএ নির্ব্বহে সুন্দরী।
দৈবহেতু কুমার আইল সেই রাজপুরী ॥
কুমারীর সঙ্গে কুমার খেলাঅন্ত নিত্য।
পুর্ব্ব বিবরণ সব কুমার মনেত স্মরন্ত ॥

এইরূপে দোঁহার মধ্যে বড় প্রেম হইল, কিন্তু সে প্রেমের পরিণাম কি, (পুঁথি এখানে খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া) আমরা জানিতে অক্ষম।

ক্ষুদ্র পুঁথি পত্রসংখ্যা ৩ ; শেষ পাতা দুই পিঠে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ১৪০। রয়াল ফরমের বাঙ্গালা কাগজ। ১১৯১ মঘীর লিখিত। একস্থান ভিন্ন সব 'পয়ারে' লেখা। ভণিতা নাই। লেখক বোধ হয় রামলোচন রায়।

আরম্ভ :—/৭ নমো শ্রীবাগবাদি।

করজোরে প্রণমোহ শ্রীগুরু চরন।
জাহেতে জর্ম্মএ ঙ্গান (জ্ঞান) মুক্তির লক্ষন ॥
সর্ব্ব দেবগন জান গুরুদেব সার।
গুরুএ পারেন সর্ব্ব দেবক দিবার ॥
অতএব গুরুপদে করিয়া প্রণাম।
কবিতা রচিতে গুরু মোর মনকাম ॥
এহাতে জে কৃপা তুহ্মি করিবা আপনি।
তোহ্মার চরন বিনে অন্য নহি জানি ॥
তার পরে প্রণমোহ দেবি স্বরস্বতি।
ব্যাস বালমিকি মুনি তোহ্মাক ভাবন্তি ॥

শেষ :—

মোহা প্রেম হইল দুইর খণ্ডান না জাএ।
নানা রসে দুই জনে সতত খেলাএ ॥

৪০১। যোগ কালান্তক।

অতি ক্ষুদ্র পুঁথি। পদসংখ্যা ৭৭ মাত্র। পত্রসংখ্যা—৭ ; দুই পিঠে লেখা। ইহাতে মৃত্যুলক্ষণগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। অতি জীর্ণশীর্ণ। স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

আরম্ভ :—/৭ নমো গনেসায়। নমো নিরঞ্জনায়।

গুরুর চরন জান দিজ জেন সার্ক্ষি।
অর্দ্ধ পক্ষ থাকিতে না উরএ পাখি ॥
গুরুর চরন জান বরহি নির্মল।
দসমাস থাকিতে টুটে নাসিক কমল ॥
গুরুর চরন রাখ সীরের উপর।
নবমাসে না হৈল দেখ প্রথম সতদল ॥
হাসিয়া বোলএ সীবে না ভাসিয় য়ান।
অষ্টমাসে য়নাদি ছারএ নিজ স্থান ॥

প্রকারান্ত।

আশাঢ় সাক্রান্ত বায়ু বামে পঞ্চদিন।
অষ্টমাসাতে জান মরনের চিন ॥ ইত্যাদি।

মধ্যস্থলে :—

আপনার ছায়া জেবা দক্ষিনে দেখএ।
সেই ডণ্ডে মৃত্যু তার জানিয় নিশ্চএ ॥
নিয়ম শুনহ তার গুরুর আজ্ঞা পাই।
ধঞ্চ শস্ত (?) ছলিয়া করিল এক ঠাই ॥
বোলএ কসর রাএ শুন বুর্দ্ধা জন।
বৎসর য়বধি কৈল দণ্ড নির্দ্ধারন ॥

শেষ :—

এহাতে বুজিবা দেবি নিজ বিশ্বরূপ।
গোপ্ত বেসে য়াছে কালান্তক জে স্বরূপ ॥
সোনার পোতলি মন দাপনির কাএ।
রূপার পোতলি মন দাপনির কাএ ॥

সূর্য্যের কিরন কিবা চান্দের জে কনা।
মেঘের বরন কিবা আন্ধারের সোনা ॥
ঝিলি মিলি করে মন কাজলের ফোটা।
খেনে হার হৈয়া পরে খেনে হএ পাটা ॥
এথ রূপ রঙ্গভাঙ্গি জেই ঘরে রহে।
সেই সে পরম তত্ত্ব জানিয় নিশ্চএ ॥
হাসিয়া বোলএ সীব দেব পঞ্চানন।
জোগমন্দ বর্ন্ন ভেদ চিনিল এখন ॥
জোগে সে আছিলা পৃয়া তত্ত্ব সুনিলা সোন্দরি।
ঝাটে চলহ পৃয়া কৈলাসেতে চলি ॥

"ইতি জোগ কালান্তক পোস্তক সমাপ্ত:: ইতি সন ১১৬৮ মঘি তারিখ ৯ কাত্তিক বার তিশ্রী।" লেখকের নাম নাই। রচয়িতা কি 'কেশব রায়'? (যাহা 'কসর রাএ' লিখিত হইয়াছে।) 'য়'র নীচে বিন্দু নাই। সমস্ত পয়ারে লেখা।

'যোগকালন্দরে' এই রকম মৃত্যু-লক্ষণ লিখিত আছে। প্রভেদের মধ্যে, তাহাতে আরো অনেক বিষয় বেশী প্রকটিত হইয়াছে। এই উভয় পুঁথির নাম-সাদৃশ্য লক্ষ্য করার বিষয়।

৪০২। নামহীন পুঁথি।

কেবল ১ম পাত বর্ত্তমান। অতি পুরাতন কাগজ, ইহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

আরম্ভ:—/৭ নমো গনেসায় ॥

বেদে রামায়নে ইত্যাদি।

তং বেদসাত্রং পরিনিষ্টিত * * * মনিন্দ্রদ্বত্তং কবিন্দ্রং কৃষ্ণত্তিসং কনকপিঙ্গ-জটাকলাপং ব্যাহাসং নমামি সিরসা তিলক মুনিনাং।

শ্রীকৃষ্ণের চরনে ভক্তির লক্ষন হউক।
সার্দ্ধু জন জেই তার এই মতি হউক ॥

সরির পবিত্র কর লইআ হরির নাম।
সংসার তরিতে জান এই মাত্র কাম ॥
ব্রহ্মসাপে পরিক্ষিত হইল জরমতি।
রামকৃষ্ণ নাম মাত্র লএ নরপতি ॥
সকল সম্পদ ছারি রাজা গেল বনে।
সংহতি বনিতা মাত্র সেবার কারনে ॥
রাজ্যপদ ছারিআ জে রাজা গেল তপে।
মহামুনি সুকদেব বসিলা সমুখে ॥
পুন্য কথা সুনিবারে রাজার উল্লাস।
মুনিতে জিজ্ঞাসে রাজা কথা ইতিহাস ॥
কহ মুনি অপূর্ব্ব কথা আত্মার গোচর।
কেমতে পীতামোহ গেলা বনের ভিতর ॥
কেমতে খেলিলা পাসা রাজা মোহাসএ।
সেই সব কথা মুনি কহ ত নিশ্চএ ॥

৪০৩। নামহীন পুঁথি।

কেবল ৩য় ও ৪র্থ পাত বর্ত্তমান। ১২ × ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ। কাগজ একবারে পঁচা—উল্টান কঠিন। পাঠ করিতে পারি নাই। কি একটা অঙ্ক পুস্তকের মত বোধ হয়। 'গন্ধর্ব্ব রায়ে'র ভণিতা দেখিতেছি। বহুদিনের হস্তলিপি।

৪র্থ পাতের শেষ:—

দুর্ব্বোধের বোধ হেতু সব রস মথল (?)।
গন্ধর্ব রাএ পরাকৃতে কহিল সকল ॥

অথ হরণ পুরনং।

বলন করিএ জাক পুরিলে সে পাই।
ভাগ করিতে হরিয়া জাই ॥
হরনে টুটে পুরনে বাড়ে।
হরন পুরন হার তরে (?) ॥
জা দি পুরি তা দিয়া হরি।
এই মতে জানিব নব যুদ্ধ ধরি ॥

অথ কুচ্যাদি (?) কথনং।

এক দুই তিন চাই পাচ ছএ সাত অষ্ট বহি নবতথি ভুমিগত পাতী।

পুনরপি নব দিয়া পুরহ তাক।
কহে গন্ধর্ব রাএ নব ধরি পাক ॥ ?)

০॥০১১১১১১১১১০॥০ তেঙ্দ্র (তের) তিরাসি° আওরে সাত °০।০১৩৮৩৭০।০ একাদস অঙ্কে পুরহ তাক। পন্দর (?) বাইসা যুগ্ম স্যাত্ ০।১৫২২০৭০।০

৪০৪। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।

খণ্ডিত ও জীর্ণশীর্ণ। কাগজ পঁচিয়া গিয়াছে; উল্টান দুষ্কর। প্রথম তিন পাত আছে,—তাহাও মধ্যে কতকটা ছিঁড়া। ক্ষুদ্রাকার পুঁথি। অতি পুরান হস্তলিপি। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—/৭ নম গণেসাঅ।

স্বপন বির্ত্তান্ত লিখ্যতে।

এই দিন স্বপন মিথ্যা হেন জান।
স্বপনেত ভালমন্দ দেখএ মনুস্য।
তাহার ভাল মন্দ বুনহ বিসেস॥
পর্ব্বতে উঠিলে স্বপ্নে বহু ভালো হএ।
* উঠিলে ধন বহু লভ্য হএ॥
অগ্নি প্রবেসিলে দুঃর্খ জানিঅ নিশ্চএ।
ধনবন্ত হ * * * *॥
* * কাল ঘোরাতে চরিলে।
পুত্রলাভ হএ জান সর্প্পে কামরাইলে॥
স্বপ্নে উ * * * উপর।
অতি বহু প্রসাদ পাএ সেই নর॥
স্বপ্নে গিত গাইলে আপদ্ দুর হএ।
স্বপ্নে অন্ন খাইলে * * *॥
বর লক্ষি হএ স্বপ্নে দেবতা দেখিলে।
পুএলাভ হএ স্বপ্নে সুবর্ন পাইলে॥

৩য় পত্রের শেষ :—

স্বপ্নে জদি * নিদ জাএ জমগ্রাস পাএ।
দিনেক না জাএ জদি মাসেকে হএ ক্ষএ॥
* বেস্যা সঙ্গে স্বপ্নে কেলি করে।
দিনেকেতে লক্ষি তাহারে ছারে॥
মাও অনআদর স্বপ্নে জদি পাএ।
অঘোর নরক মৈদ্ধে সেই জন রহএ॥
লক্ষিএ বালেন আন্মি কহিলাম সকল।
বলে লজ্জনা (?) কৈলে জাএ রসাতল॥
* নারির সঙ্গে জদি প্রিতি করে
তিল আর্দ্ধ লক্ষি * * ॥

উক্ত প্রতিলিপির কোন কোন অক্ষর বিচিত্র। কিন্তু দেখাইব কিরূপে? পূর্ব্ব-প্রাপ্ত পুঁথিগুলির সহিত ইহার সাদৃশ্য বা পার্থক্য কতদুর, জানি না। রক্ষণের জন্য পুঁথিখানা 'পরিষদে' পাঠাইয়া দিব। কিন্তু কালের সহিত সংগ্রামে দুর্ব্বল মানুষের জয়ের আশা বাতুলতা মাত্র!

৪০৫। যম-প্রজা-সম্বাদ।

এই পুঁথিখানা সুন্দর; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? ২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ পাত বই-ত নাই! ক্ষুদ্র বৈষ্ণব গ্রন্থ। অনুমান ২২৮ পদের মধ্যে ১২০ পদ বর্ত্তমান। এই পত্র দুইটিও অতীব জীর্ণ এবং কীটদষ্ট। সবটা উদ্ধারের উপায় নাই। 'শঙ্কর দাসের' ভণিতা আছে। ২য় পত্র একবারে নষ্টপ্রায়। দুই পিঠে লেখা।

৩য় পত্রের আরম্ভ :—

* * * *
নানা বিধি পাতক করিয়া কোন কাজ॥
অনাথের নাথ কৃষ্ণ জগত জীবন।
কিরূপে না ভজিলা তাহান চরণ॥
গঙ্গাস্নান না করিলা তুলসী সেবন।
নিলাচলে জগন্নাথ না কৈলা দরসন॥
শ্রীমুক্তি সালিগ্রাম সেবা না করিলা।
চরণামৃত প্রসাদ গ্রহন না করিলা॥

শেষ :—

কলিজুগ জীবের দুখ দেখি দআমএ।
চৈতন্য রূপে অবতির্ন হইল নদিআএ॥
দরসনে নিস্তারিলা এতিন ভুবন।
নাম গ্রাম (?) না লইয়া সংসারে * চন॥
ঐছিল (?) তাহার ভক্ত পরন দআর।
পতিত পাবন আদি করিলা নিস্তার॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লব নাম চারিবেদে সার।
হেন নাম জাচিয়া (?) জীবেরে দিলা বর॥

বৈষ্ণব গোঁষাঞি মোর বৈষ্ণব গোঁষাঞি।
কলিভব তরাইতে আর কেহ নাই ॥
হরি বোল হরিভজ হরি বোল ভাই।
জনম বিফলে গেল কাল গেল বই ॥
ধন জন স্ত্রি পুত্র সকলি অসার।
দুই চক্ষু মুদি দেখ সকলি অন্ধকার ॥
পথের পরিচঅ জেন সব বন্ধু জন।
এথেক ভাবিয়া ভজ হরির চরণ ॥
হরিগুরু বৈষ্ণব পদ এই মাত্র সার।
এহা বিনে জথ দেখ সকলি অসার ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ সিরেত বন্দিআ।
কহেন সঙ্কর দাসে মিনতি করিআ ॥

"ইতি জম প্রজা সম্বাদ সমাপ্ত ঃ ॥ ঃ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গা মুনেরপি মতিভ্রমঃ জথা দিষ্টং তথা লেখিতং লেখকো নাস্তি দোসকঃ ॥ ইতি সন ১১১০ তাং ২৬ জৈষ্ট রোজ মঙ্গল বিকালে সমাপ্ত হইল ঃ.॥ ঃ শ্রীরাজারাম সেনস্য লিখনং বরমা শ্রীরাঘব রায় (সেনস্য পুত্র ?) শ্রীযুত মুকুন্দ রাম সেনস্য আদরস্য চাহি লেখনং ॥" অপর পত্রের নীচে লেখা আছে :—"শ্রীবিজরাম সেনক সাং সুচিআ।" কতকদূর ইঁহার হস্ত-লিখিত বটে।

বলিতে ভুলিয়াছি, উদ্ধৃত গ্রন্থের নাম স্থলে 'প্রজা' শব্দটি ভাল পড়া যায় না। তবে উহা 'প্রজা' বলিয়াই বোধ হয়। পুঁথিখানি 'পরিষদে' দিব।

৪০৬। নামহীন পুঁথি।

এই একখানি সুন্দর পুঁথি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার আগুন্ত না থাকায় পুঁথির নামটা জানা যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রাবিষয়ক পুঁথি। পাঠ না করিলে সকল কথা বলিতে পারিব না। সে কথা আর একদিন বলিব।

দোভাঁজকরা কাগজ ১৬শ পর্য্যন্ত বিদ্যমান, এক পিঠে লেখা। মধ্যে ১ম ও ১৪ পত্রের অভাব। ১৮×৬ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ বহুদিনের হস্তলিপি। অনেক স্থান ছিন্ন ও কীটদষ্ট। নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ; তবুও প্রাপ্তাংশ উদ্ধারের আশা আছে। তারিখাদি নাই। 'শঙ্কর দাসের' ভণিতা আছে।

২য় পত্রের প্রথমার্দ্ধ ছিন্ন,—অপর পৃষ্ঠা হইতে :—

* * শিশুগণ।
শিশুসঙ্গে বৈসে * করিতে ভোজন ॥
অন্ন ব্যঞ্জন য়ার নানা উপহার।
পীষ্টক পায়স তৃথি অমৃতের ধার ॥
সর্করা সকর দধি * পায়সে।
এই সব ভক্ষ্য দর্ব্য জসোদা পাঠাইল।
সিষু সঙ্গে গোবিন্দাই ভোজন করিল ॥
ভোজন করিলা কৃষ্ণ নব সিষু সঙ্গে।
হাসিতে খেলিতে জান মনোহর রঙ্গে ॥
কুসুমিত বৃন্দাবনে অতি সোভা করে।
পুষ্প মকরন্দ জেন পীএ মধুকরে ॥
এথেক দেখীয়া কৃষ্ণ ফাল্গুন মাসে।
ফাগু দোল করিব য়াক্ষি মন য়ভিলাসে ॥

মধ্যস্থলে :—

বিচিত্র নির্ম্মাণ পুরী অতিরম্য স্থল।
স্বর্গ হোন্তে দেখিবারে আইল পুরন্দর ॥
দেখিয়া জে তুষ্ট হইল সব দেবগণ।
একরাত্রি বিশ্বকর্ম্মা করিল গঠন ॥
বর আনন্দিত হইলা দেব অধিকারি।
বিসাই সহিতে ইন্দ্র গেলা স্বর্গপুরি ॥
যুন যুন দেবগন আজ্ঞার বচন।
দোলজাত্রা দেখীবারে কর্ব্বিবা সাজন ॥
প্রিথিবির মৈদ্ধ স্থান গোকুল নগরি।
তাহাতে করিবেন বেহার আপনে শ্রীহরি ॥

ভণিতা :—

(১) জে যুনে দোলের বাণী, তারে তুষ্ট চক্রপানি,
তাহার সমনের নাহি ডর।
পাঞ্চালি প্রবন্ধ করি, প্রনমীয়া শ্রীহরি,
রচিলেক পাগল সঙ্কর ॥

(২) নিস্তারের হেতু কথা যুন সর্ব্বজনে।
কহে ত সঙ্কর দাসে কৃষ্ণের চরনে॥

১৬শ পত্রের শেষ :—

অঙ্গে ভঙ্গে নাচে গপি মুখে গিত গাএ।
কামিনি মহন কৃষ্ণ মুরলি বাজাএ॥
নিত্য করে ব্রজবামা দিয়া করতালি।
তাহার মদ্ধেত কৃষ্ণ পুরএ মুরলি॥
করতালি দিআ কৈল কঙ্কনের ধ্বনি।
চলিতে নপুর বাজে কনক কিঙ্কিনি॥
কঙ্কন নপুর আর বেনু করতালি।
নানা জন্ত্র বাজে তথা করি এক মেলি॥
কত্তক করএ কৃষ্ণ গোপীগন লৈয়া।
অন্তরিক্ষে দেবগনে দেখেন বসিয়া॥
করিআ পুষ্পের সর্ঘ্য দেব বনমালি।
গোপী সব লৈয়া কৃষ্ণ করে নানা কেলি॥
জার জেবা মনোরথ জেমত আছিল।

* * *

ইহার অক্ষরগুলির অনেকটাই বিচিত্র। প্রাচীন অক্ষরগুলির এই রূপ রক্ষিত হওয়া উচিত। ইহার রচয়িতা ও 'যম পজা সম্বাদ,—রচয়িতা বোধ হয় অভিন্ন ব্যক্তি। 'পাগল শঙ্কর' ভণিতি যুক্ত কয়েকটা বৈষ্ণব-পদও আমাদের নিকট আছে।

৪০৭। যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বে 'পরিষদে' ও 'সাহিত্যে' বিস্তারিত আলোচনা করা গিয়াছে। সেই প্রতিলিপির সহিত অদ্যকার প্রতিলিপির এতই বিভিন্নতা যে, ইহার পুনঃ পরিচয় প্রদান আবশ্যক বোধ হইতেছে। উক্ত প্রতিলিপিতে ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস ও পরাগল খাঁর ভণিতা দেখিয়াছি। আজকার পুঁথিতে কেবল 'ষষ্ঠীবর' কবির ভণিতাই পাওয়া যাইতেছে। এমন সঙ্কীর্ণ স্থানে সকল কথা বলা যায় না।

আরম্ভ :—নমো গনেসায় :।

জেনমতে স্বর্গে গেল পাণ্ডবনন্দন।
তাহা কিছু কৈভ আক্ষি যুন দিআ মন॥
প্রসন্ন বদন হৈয়া কহে মুনিবর।
পুন্ন ভারথের কথা যুন নরেশ্বর॥
যুনিলে অধর্ম্ম হরে হএ স্বর্গবাস।
ভারথের পুন্ন কথা পাপ হএ নাস॥
দ্বাপর যুগেতে হৈল কলি পত্তাসন।
কৃষ্ণের কপটে বধ হৈল দুর্জ্জোধন॥

শেষ :—

যুনিলে অধর্ম্ম হরে পাপের বিনাস।
ভারথের পুন্ন যুনি পাপ হএ নাস॥
ব্যাস দেব কহিলেন ভারথের কথা।
বদরিকাশ্রমে গেলা নারায়ন জথা॥
হরিভাব হরি চিন্ত হরিভাব মুখে।
হরি ভাবি মুক্ত হৈল ব্যাস বাল্মীকে॥
বিফল জিবন জান সকল সংসার।
এই পোথা যুন নর ভব তরিবার॥
ভারথের কথা এরি অন্যদিগে মন।
অনুদিন সেই পাপির নরকে মর্জ্জন॥
পাঞ্চালি প্রবন্ধে পোথা রচিল সংসারে।
নারায়ন পদতলে ভনে সষ্টিবরে॥

"ইতি শ্রীমোহা ভারথে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির স্বর্গয়ারোহন সমাপ্ত : । : :॥ ইতি ১১২২ (?) সন তারিখ ১৪ শ্রাবন সোমবার :।": পত্র-সংখ্যা ২২ দোভাঁজ করা কাগজ এক পিঠে লেখা। ১৬×৮ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ। লিপিকরের নাম নাই। কাগজ যেন তাম্রকূট পত্র আর কি! অনেক পত্র কীটদষ্ট। বড়ই জীর্ণ-শীর্ণ। উল্টাইতে-ছিঁড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়। আজও কিন্তু উদ্ধার করা যাইতে পারিবে। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, অনতিবিলম্বেই এই প্রতিলিপি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

৪০৮। শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত।

ইহা গদ্য গ্রন্থ। রচয়িতা ৺উমাচরণ রায় কানুনগো মহাশয়। তাঁহার নিবাস চট্টগ্রাম—পড়ৈকোড়া গ্রাম। অন্য আমরা তাঁহার আর কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পশ্চাৎ তাহা সংগ্রহ করিব, বাসনা রহিল।

গ্রন্থখানি এক সময়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, বোধ হয়। কারণ, আবরণ পত্রে লিখিত রহিয়াছে—"শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত। চট্টগ্রাম নিবাসিন শ্রীউমাচরণ রায় কানুনগো কর্তৃক সঙ্কলিত। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। ১৭৮২ শকাব্দ।" ইহা মূল পাণ্ডুলিপি; অনেক স্থলে সংশোধিত, কাটাকুটা ও পরিবর্ত্তিত। গোট গোট সুন্দর অক্ষর। মুদ্রিত গ্রন্থ সাহিত্য-সংসারে প্রচলিত বা পরিজ্ঞাত আছে কি না, জানি না। পৃষ্ঠা ৬৮, একের চার অংশ ফুলস্কেপ অপেক্ষা একটু ছোট আকারে সাদা বালির মত মোটা কাগজে লেখা। রচয়িতার নিজ হাতের লেখা। তারিখ নাই।

ইহার 'উপক্রমণিকায়' লিখিত আছে—"এ অভাজনের চীরাকিঞ্চন ছিল যে, শ্রীমন্মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত সঙ্কলন করি, কিন্তু তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত না থাকাতে এবং কোন পুরাবৃত্ত না পাওয়াতে তৎকল্প সম্পূর্ণ করণে অপারগ হইয়া ভগ্নোৎসাহই ছিলাম ইদানীং শ্রীমন্মহারাজের বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অনুকম্পায় বিক্রমপুর রাজনগর-নিবাসী মৃত গুরুদাস গুপ্তের বিরচিত পদ্যপূরীত শ্রীমন্মহারাজের জীবন চরিতের অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া তাহার বাহুল্যাংশ বর্জ্জন পুরঃসর স্থূলাংশ উদ্ধারপূর্ব্বক যথাসাধ্য যত্ন ও শ্রম সহকারে এই জীবন চরিত প্রচার করিলাম।"

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস নাই, সুতরাং এই গ্রন্থখানি যে অতি মূল্যবান বিবেচিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বড় প্রতিকূল ছিলেন, প্রতীয়মান হইল। যাহা হউক, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সিরাজের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া বাঙ্গালীর ভাল কি মন্দ করিয়াছে, তাহার ফল অধুনা হাতে হাতে সকলেই পাইতেছি, খুলিয়া বলার আর প্রয়োজন নাই। ভারত চিরদিন পরপদলেহী; চিরদিন তদ্রূপই থাকিবে।

এই গ্রন্থখানি শীঘ্রই 'নবনূর' পত্রে প্রকাশিত হইবে। প্রাগুক্ত গুরুদাস গুপ্তের রচিত পদ্য গ্রন্থখানা এখন পাওয়া যায় কি না, বিক্রমবাসী 'পরিষদের' সদস্যবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুসন্ধান করুন, অনুরোধ করিতেছি।

৪০৯। ইমাম চুরি।

এই পুঁথির বিবরণ পূর্ব্বে একবার দেওয়া গিয়াছে। (৩০০ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) তখনকার পুঁথিখানি খণ্ডিত ছিল বলিয়া পুনরায় ইহা লিখিলাম। বলা আবশ্যক, এই দুই পুঁথি অভিন্ন কি না, মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা হয় নাই। প্রতিপাদ্য বিষয় একই বটে।

আরম্ভ :—আল্লাহ * * * * নবি।

মছজিদ গেল নবি নমাজ পড়িবার।
আলাম সাধু নামেক এক এআছিন সহর॥
বনিজ করিতে গেল মল্লিক নগর।
বনিজ করিআ সাধু ফিরি জাএ ঘর॥

শেষ :—

রোজ কেয়ামত কালে হইব পসর।
আঠার হাজার আলাম হইব একত্তর॥
*   *   *
আলিএ বোলএ প্রভু ষুন দিআ মন।
তাহার তজবিজ তুমি কর সিংহাসন॥
হাছন হোছেন লই করিল গমন।
মক্কা সহরে গিআ দিল দরশন॥
আল্লা২ বোল ভাই জথ মুমিনগণ।
তামাম হইল পুথি ষুন সর্ব্বজন॥

"ইতি সন ১২৩২ মং তাং ছয় বৈসাখ শ্রীজিন্নত আলি সাং হুলাইন।" আটপেজি আকারের বাঙ্গালা কাগজ, * পত্রসংখ্যা ১০, দুই পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা নাই। ক্ষুদ্র পুঁথি।

৪১০।০ রাধিকার মানভঙ্গ।

ইহা আমার প্রকাশিত সেই 'মান-ভঙ্গের' অন্য প্রতিলিপি মাত্র। আমার গ্রন্থে ২২৪ শ্লোকে গ্রন্থ শেষ; কিন্তু ইহা ২২৬ শ্লোকে শেষ। আরম্ভে অমিল নাই। মধ্যে কোথাও কিছু বেশী থাকিবার সম্ভাবনা। ভণিতা নাই। শেষ এইরূপ :—

জখন দুইজন একত্র হইবা।
জুগল চরন মাথে দিবা॥ ২২৬

"ইতি রাধিকার মানভঞ্জন সমাপ্ত। চেত্ লিখন তত্ দোষ এই পুস্তক ৬ আশ্বান তারিখ লেখা হইয়াছে। পরান সেনগ বাসাতে লিখীনং ইতি ১১৬৫ মঘি শ্রীনিলকণ্ঠ সেন দাস"॥ পত্রসংখ্যা ৩১; দুই পিঠে লেখা। কাগজ জীর্ণ শীর্ণ। মিলাইয়া দেখি নাই।

৪১১। কবিরাজী পাতড়া

খণ্ডিত। ৪৯১ হইতে ৫৬২ সংখ্যক ব্যবস্থাগুলি আছে। বহুদিনের পুরাতন কি না, জানি না। কাগজ পুরাতন ও জীর্ণ শীর্ণ। তারিখাদি নাই। অনেক রোগের ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে। তৎসমস্ত আয়ুর্ব্বেদ সম্মত কি টোট্‌কা, জানি না। দুই স্থান হইতে একটু নমুনা দিলাম :—

সুন্দ্র সুখ (?) ৵০ আদ পাওয়া তাল মেথনা ৶ আদ পাওয়া মিশ্রি ৶ আদ পাওয়া তিন দর্ব্য (দ্রব্য) প্রথেক প্রথেক কুটিআ গুরা করিআ মিলাইয়া ।৵০ ছএ

* এইরূপ কাগজ পূর্ব্বে চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত 'আহ্লাই' গ্রামে বিস্তর তৈয়ার হইত। সেখ আমানআলী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি সরকার বাহাদুরকে কাগজ যোগাইবার জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে 'কাগজী মহাল' নামে এক তরফ দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ ছিল, বলাই বাহুল্য। তখন উক্ত 'আহ্লাই' (প্রকাশ 'কাগজীপাড়া') গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের শণ পাট ঠুকিবার শব্দে রাত্রে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইত! সেই গ্রামবাসীদের সুখসমৃদ্ধির সীমা ছিল না। ইহার ব্যবসায় হইতে উক্ত আমান আলি 'চৌধুরী'ও বড়লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিলেন। কলের কাগজ প্রচলিত হওয়ার পর হইতে ঐ ব্যবসায় একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। সমস্ত দেশে পূর্ব্বে ঐ গ্রামের কাগজই ব্যবহৃত হইত। জমিদারী সেরেস্তার কাগজ পত্রের জন্য এখনো ঐরূপ কাগজ অত্যল্প পরিমাণেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর কিছু দিন পরে ইহা স্বপ্নের কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইবে, সন্দেহ নাই।

মাসা নিয়মে প্র্যাতে খাইবেক, পরে কাচা দুগ্ধ আদ পাওয়া কি তিন ছটাক খাইবেক, ইহাতে পুরুসত্ব অধিক হইবেক ঃ ঃ ।৫৩২।

সর্পের ওষধি। কাট লটিআর শিখর সর্প্পের গাএ ঠেকাইলে মাথা তুলিতে পারে, না ইহার সিখর ও গাছ সর্ব্ব সুদ্ধ চিবাইআ আদ পাওয়া রষ রোগিকে খাওয়াইবেক, সর্পের বিষ ও সকল বিষ ভাঁলো হএ বারেক বমি হএ॥ ৫৬১।

একটা পানে করিয়া আঠালিআ মাটি কিঞ্চিৎ লবন দিআ খাওয়াই দিলে সর্পের বিষ ভালো হএ॥ ৫৬২।

পত্রসংখ্যা ৭। রয়েল আকারের কাগজ। দুই পিঠে লেখা। এক এক পৃষ্ঠার পর প্রতিপৃষ্ঠার লেখা অত্যদ্ভুত। একটু নমুনা দেই ঃ—

ভেরার দুগ্ধের দধির মাখন

ভিতর সপ বর ক্রমি ভস্ব কিটাদি

ইহা ঠিক উদর-চিন্তা-শূন্য লোকদের কাজ বটে? এখন এরূপ সখের কাজ কয়জনে করিতে পারেন?

৪১২। শিশু-বোধক।

প্রচলিত ছাপা পুস্তক হইতে ইহা ভিন্ন ও বড়। প্রায় সকল রকমের দেশীয় কালী ও আর্য্যা আছে। আর্য্যায় শুভঙ্কর দাসের ভণিতি। ইহা তিন 'প্রকরণে' বিভক্ত। ১ম প্রকরণে পত্র লিখিবার ধারা ও নামতা, ২য় প্রকরণে আর্য্যা ও কালী এবং ৩য় প্রকরণে রাবণের কবিতা, শিব-বন্দনা, হর-গৌরী-বন্দনা, রাজকুমার বাবুর বন্দনা, লাল টুকটুক্ শ্লোক, মধুসূদনাষ্টক (সংস্কৃত) এবং রঘুনাথাষ্টক (সংস্কৃত) লিখিত আছে।

তারিখ বা লেখকের নাম নাই। লেখা বেশী প্রাচীন নহে,—৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের হইতে পরে। আবরণ পত্রে লিখিত আছে, —"এই বহির মালীক শ্রীমান ভায়া গোবিন্দ চন্দ্র রাএ কানুনগোএ।" পৃষ্ঠ-সংখ্যা ৬৭। রয়েল ফরমের কাগজ; দুই পিঠে লেখ।

ইহার অন্তর্গত প্রাগুক্ত বাঙ্গালা কবিতাগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম। *

৪১৩। সেহার বচন।

রাইয়তি খামার লিখি আর চাকরান।
দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর আদি ফকিরান॥
খোদকস্তা পাইকস্তা রাইয়তির তলে।
ভাগ পাত কর আদি খামারেতে বলে॥

শেষ ও ভণিতা ঃ—

কাগজের নানা বাব না যায় লিখন।
সেই জন বুঝে যার বুদ্ধি বিচক্ষন॥

---

* 'রাজকুমার বাবুর বন্দনা' ও 'লালটুকটুক্ শ্লোকের' বিবরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

যে দেশে যখন যাই সে হয় হদিশ।
সুবুদ্ধি বুঝিতে পারে মূর্খে লাগে বিষ॥
রচিল বিজয়রাম সেবিয়া ঈশ্বরে।
এই আর্য্যা লও শিশু সুধির অন্তরে॥

পদসংখ্যা—৩০ মাত্র। ইহাতে জমিদারী সেরেস্তার সেহার বচনাদি লিখিত আছে। ইহাতে বহু মুসলমানী শব্দের প্রয়োগ আছে।

৪১৪। রাবণের কবিতা।

বোল রাম রঘুমনি।
অন্তকালে বন্ধু কেবল রাম নাম খানি॥
একদিন সিংগাসনে বসিল রাবণা।
সমুখেতে দারাইআছে ছত্তিস কটি সেনা॥
এক এক সম্ভ পিছে হস্তিযুক্ত জোরা।
এক এক সম্ভ পিছে সহস্রেক ঘোরা॥
* * *
এই মতে কাথা করে দেবত্তা সকল।
চৌদ্দ সমনে বহে আর সেআনের জল॥
* * *
এইমতে মনে মনে ভাবএ রাবন।
এথাএ জানকিনাথ লইআ কবিগন ?
নল নিল হনুমান জথেক বানর।
গাচ পাথর আনিআ বান্ধিল সাগর॥

শেষ ও ভণিতা :—

এইমতে শ্রীরাম রাজা বসিআছে নদির কুলে।
হেনকালে অঙ্গদ বির মুকুট লইয়া মিলে॥
* * *
জেই মতে রাবন সঙ্গে আছিল বিবাদ।
ক্রমে ক্রমে নিবেদিল সকলি সম্বাদ॥
হরিস হইল তবে জানকির নাথ।
অঙ্গদথে শ্রীঅঙ্গের মালা দিলেক প্রসাদ॥
জেবা গাএ জেবা সুনে অঙ্গদ রাএবার।
রামের বরে মন বাঞ্চা সিদ্ধি করে তারে॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতে ভনে শ্রীরামে অধ্যাএ।
বিবক্তি কালেতে প্রভু হইবেন স্বহাএ॥

পদ-সংখ্যা ১২৩ মাত্র। কবিতাটি 'অঙ্গদ রায়বার' বটে, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠের সঙ্গে আদৌ মিল নাই। ভাষা নিতান্ত অমার্জ্জিত। পয়ারে বহু স্থানেই বর্ণবিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। সংক্ষেপতঃ, ইহা কৃত্তিবাসের রচনা কিনা, সন্দেহ জন্মে। বোধ হয়, ভাটেরা ইহা গান করিত ও তাহারাই ইহার এরূপ আকার দিয়াছে। ভাষায় বিভক্ত্যাদি অনেক স্থানেই চট্টগ্রামী প্রয়োগের অনুরূপ।

৪১৫। শিব-বন্দনা।

আরম্ভ :—অথ শিব-বন্দনা। ভট্টছন্দ।

ত্বং মামি (?) দেবি দুর্গে সতি কাত্যায়নী।
পরাৎপরা ত্রিলোকতারা বিপক্ষভঞ্জনী॥
ভবভার্ন্নবে (?) দিন ভাবে ডাক্‌ছি বারে বার।
কাতর কিঙ্করে কর করুনা বিস্তার॥

শেষ ও ভণিতা :—

ভট্ট কৃষ্ণদাষে ভিক্ষার আসে করিছে বন্দন।
ভট্টর আসা পুর্ন্ন কর বাবা গোমন্তি বন॥ *
আছেন সরোবর সমসর দাতা সম্ভুনাথ।
ভট্ট পাইল তোরা জোরা ঘোরা সাল খিলাথ॥

পদ-সংখ্যা—১৯। ইহাতে চট্টগ্রামস্থ সীতাকুণ্ড তীর্থের একটা ক্ষুদ্র বর্ণনা আছে। ভট্টের বর্ণনা সুন্দর নহে। রচয়িতা কৃষ্ণদাসের নিবাস বোধ হয় চট্টগ্রাম 'কদলপুর' গ্রামে।

৪১৬। হর-গৌরীর কোন্দল।

আরম্ভ :—

অথ হরগোরির বন্ধনা। ভট্ট ছন্দ।

একদিন কৈলাস সিকরে শিব পার্ব্বতি সহিতে।
বাক্যে২ উভয় পক্ষে লাগিল দুই জনেতে॥

---

* গোমতীবন—স্বয়ম্ভুনাথের মোহন্ত। তাঁহার চেলার নাম 'রত্ন-বন' বলিয়া লেখা আছে।

বলিছেন ভগবতী শিবের প্রতি ছচ্ছলা বচন।
দেবমাঝে কোন লাজে বেরাও পঞ্চানন॥

শেষ ও ভণিতা :

পাইয়া সিদ্ধিঝুলি কৃতাঞ্জলি করে মহেশ্বরী।
ঝুলিতে মাগিল ভিক্ষা কৃতাঞ্জলি করি॥
হইল নানাধন উপার্জ্জন মুনি মুক্তাআদি।
গৃহে পূর্ণ হৈল ধন কিছু নাহি অবধি॥
দেখ এই মতে শিবা শিবের বাক্য আলাপন।
কৃষ্ণদাষ ভট্টের বাঞ্ছা পুরাও পঞ্চানন॥

পদ-সংখ্যা—৩১। ইহাতে হরগৌরীর একদিনের কোন্দল বর্ণিত আছে। গৌরী মহাদেবকে ভিক্ষায় গিয়া রিক্ত হস্তে আসেন বলিয়া তিরস্কার করিলে, ভোলানাথ ভিক্ষার ঝুলিটি দেন; তার পর যাহা হয়, উপরে উদ্ধৃত শেষাংশে তাহা বর্ণিত আছে।

৪১৭। রতিশাস্ত্র।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণশরণং॥
অথ রতিশাস্ত্র আরম্ভ॥

গর্গমুনি বলে শুন পরিক্ষিতের নন্দন।
রতির নিশ্চয় শুন পুরাণ প্রমাণ লিখন॥
রতি বই গতি নাই সংসার ভিতর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব চিন্তে আর হলধর॥
* * *
শুন সবে রসজ্ঞ রসিক চূড়ামণি।
গ্রন্থমতে শৃঙ্গার বর্ণাবর্ণি আমি॥
* * *
এবে কহি শুন সবে গৌড়িয়াধিকারি।
নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝেন এই নিবেদন করি॥
* * *
ধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজ পর উপকারি।
ঘোষাল রূপে নাম খ্যাত সাবার উপরি॥
মিশ্র লিখেন ঘটকেরা ঘোষাল কলিকতার।
পস ঠাকুরের সন্তান এই সার॥

শেষ :—

রতিশাস্ত্র না জানিয়া করয়ে শৃঙ্গার।
হত সেই কি জানিবে কামের বিকার॥
মহা যশ হয় তার পৃথিবি ভরিয়া।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি বেড়ায় ব্যাপিয়া॥
শুন শুন ওহে ভাই এই তো কথন।
রতি বহি সংসারেতে আর নাহি ধন॥
গর্গ মুনি কন কথা পুরাণ প্রমাণ।
রতিশাস্ত্র কথা এই হৈল সমাধান॥

"ইতি পদ্মপুরাণান্তর্গত রতিশাস্ত্র গ্রন্থ সমাপ্ত॥ সন ১১৪৭ সাল তারিখ ২৫ কার্ত্তিক॥ শ্রীঈশ্বরন (?) সেন সংশোধিতং॥ সন ১২৫০ বঙ্গাব্দ আষারস্য পচিস দিবসে শোধিত হইল॥ এই গ্রন্থ সম্পূর্নং কুরু॥" পৃষ্ঠ-সংখ্যা ২৩। ডিমাই আটপেজি আকারের সাদা বালি কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। বর্ণ-বিন্যাস প্রায় বিশুদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তার নামটা কি 'ঘোষাল ঠাকুর'? কোথাও ভণিতা পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

৪১৮। কবিরাজী পাতড়া।

খণ্ডিত। পণ কাহণ দিয়া পত্রাঙ্ক দেওয়া আছে, কিন্তু তাহা ছিন্ন বা অস্পষ্ট হওয়ায় নির্দ্দেশ করা যায় না। গণনায় ১৮ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি জানা যায় না। অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ। খুব প্রাচীন, বোধ হয়। কাগজ যেন তাম্রকুট-পত্র।

বহুবিধ রোগের ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে। সর্প মন্ত্রাদির সমাবেশও দেখিতেছি। সুমন্ত্র, কুমন্ত্র উভয়ই আছে। একটি কবচও দেখিলাম। জারণ করিবার উপায় গুলি এবং বশীকরণের ঔষধ পর্য্যন্ত

বাদ যায় নাই। কোন কোন স্থানে 'মঘা শাস্ত্র' মতে লেখা আছে। তবে অপরগুলি কি আয়ুর্ব্বেদীয়, না দেশীয়? কয়েকটা ঔষধের ব্যবস্থা তুলিয়া দিলাম:—

(১) কুকুরে কামড়াইলে প্রয়োগ। মঘা শাস্ত্রমতে।

আসারুআ পোক—/০ মাসা
গোল মরিচ———৵০
আদ্রক————/০
সিংগৃপ (?)———/০

এহারে বাটি সাত গুলি বানাই তপ্ত জল অনুপানে খাইব, আড়াই প্রহর বাদে কিছু খাইব।

শারোআ গাছর জর ছেচি আদ পাবা রস লই-খাবাইলে প্রতিকার পাইব।

(২) জননার সন্তান হইবার প্রয়োগ।
রক্ত বাইলগরির জর——১ ওং
এক বরন্ঞা গরুর দুগ্ধ——১

এহারে বাটি কাচা দুগ্ধে মিলাই রিতু স্নান করি তিন দিন খাইলে রিতু রক্ষা পাএ, সন্তান হয়।

বর একচির—১
এক বরন্ঞা গরুর দুগ্ধেতে বাটি খাইলে রিতু রক্ষা পাএ।

(৩) ছোপেদ কুরুজ হইলে তাহার প্রয়োগ।
সেত করবির জর—১ তোলা
চুক্তিদানা————১
অমলকি————১

এহারে বাটি বরই বিচি প্রমান গুলি করি কাচা জল অনুপানে খাইব এবং মৈছ্য দধি শাক অম্বল না খাইব।

একটি কুমন্ত্র :—

(১) আও দেও দিল পট ঘর ফলনা * আসি ফলনার অঙ্গ বিচার।

(১) খোআচ খিদির (খিজির?) সাহা জিন্দ পির ফলনা আসি ফলনার লগে মিলং।

(১) লাহা ইলাহা ইল আ মিল মিল।
ফলনা আসি ফলনার লগে মিল।

পূরা ফুল্‌স্কেপ্‌ আকারের কাগজ। দুই পিঠে লেখা। অনেক পাতা নষ্টপ্রায়। এই সকল পুঁথি 'পরিষদে' দেওয়া যাইতে পারে।

৪১৯। বেতাল পঞ্চবিংশতি।

ইহার আকার বড় ছোট নহে। পৃষ্ঠ-সংখ্যা ১৬। রয়েল ফর্মের বাঙ্গালা কাগজের দুই পিঠে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। অতি প্রাচীন নহে; ৫০।৬০ বৎসরের নকল হইবে।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং॥ বেতালপঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থঃ কালীপ্রসাদ কবিরাজের কৃত॥ পয়ার:

কলিতে বিক্রমাদিত্য নামেতে ভুপতি।
সর্ব্বগুনান্বিত রাজা পুন্ন্যবান অতি॥
সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত দয়াবন্ত ধীর।
সত্য বাক্য পালনে জেমন জুধিষ্টির॥

ভণিতা :—

(১) কাতর দেখিয়া দয়া না হয়ে তোমার।
বিরচিত কালীদাস মধুর পয়ার॥
(২) বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেথা না করে প্রকাস।
পয়ার প্রবন্ধে কহে দিগাম্বর দাস॥

শেষ :—

এতেক বলিয়া তাল বেতাল চলিল।
রজনী প্রভাত ভানু উদয় হইল॥

* ফলনা—অমুক।

করিল বিক্রমাদিত্য গৃহেতে গমন।
বেতাল পচিশে কথা হৈল সমাপন॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থ।

প্রাগুদ্ধৃত ২য় ভণিতাটি কি প্রকৃত, না, 'দিগম্বর—(দিগম্বরী বা কালী)-দাস' এখানে 'কালিদাস' অর্থে প্রযুক্ত, বুঝিলাম না। কেবল এক স্থলে ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই 'বৈদ্য কালী-(প্রসাদ) দাসের' ভণিতা আছে।

এক কালীপ্রসন্ন কবিরাজের কৃত 'বত্রিশ-সিংহাসন' (বটতলার ছাপা) গ্রন্থ আছে, দেখিয়াছি। এই দুই 'কবিরাজ' অভিন্ন ব্যক্তি না কি, জানি না।

৪২০। শান্তি-শতকম্।
সানুবাদ।

ইহা শিহ্লন মিশ্রের সুপরিচিত গ্রন্থের অনুবাদ, তাহা বলাই বাহুল্য। পত্র-সংখ্যা—৩৪। ⅛ অংশ ফুল্‌স্কেপ্ অপেক্ষা একটু ছোট আকারের বাঙ্গালা কাগজের দুই পিঠে লেখা। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। বেশী দিনের নকল নহে,—৪০।৫০ বৎসরের লেখা হইতে পারে। অনুবাদ-কাল অন্যরূপে নির্ণীত হইতে পারিবে। তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরঃ। শান্তিশতকং॥
শ্রীগুরুচরণ দ্বন্দ্ব :, পঙ্কজের মকরন্দ,
পানানন্দে আনন্দহৃদয়।
ক্ষিতিমধ্যে ধন্য ধন্য, নৃপতির অগ্রগণ্য,
শান্ত দান্ত শুদ্ধ পুণ্যময়॥

* * *

বর্দ্ধমান পুরে ধাম, তেজশ্চন্দ্র যাঁর নাম,
মহারাজাধীরাজ বিদিত।
তাঁর রাজ্যে আছে গ্রাম, বলগণা বিখ্যাত নাম,
সাহাবাদ্ পরগনা ঘটিত॥
সেই গ্রাম নিজ ধাম, শ্রীরাম মোহন্ নাম,
উপনাম শ্রীন্যায়বাগীশ।
শান্তিশতকের অর্থ, পয়ারেতে কহে তথ্য,
শুনি সবে করিবে আশিষ॥

* * *

(অথ শান্তিশতকং।)

নমস্যামো দেবান্নবু হতবিধেস্তেপি বশগা।
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈক-
ফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ
প্রভবতি॥ ১।

প্রণাম করিতে চাহি যত দেবগণে।
বিধাতার বশ তারা বন্দি কি কারণে॥
তবে কি বন্দিব বিধি বলিয়া প্রধান।
কর্ম্মফল বিনা তাঁর সাধ্য নাহি আন॥
মনে বিচারিয়া দেখ কর্ম্মের মহত্ত্ব।
শুভাশুভ ফল যত কর্ম্মের আয়ত্ত॥
কি করিবে বিরিঞ্চ্যাদি যতেক দেবতা।
কর্ম্মেরে প্রণাম যাহা হইতে হীন ধাতা॥ ১।

শেষ :—

যদি শান্তো মনোদেয়ং যদি মুক্তিপদে রতিঃ।
তদা শ্রিহ্লনমিশ্রস্য পদমারাধ্যতাং ধিয়া॥ ১০৭।
আপনার শান্তিতে যদ্যপি মন যায়।
যদ্যপি কাহারো মুক্তিপদে রতি চায়॥
যদ্যপি এড়াবে ভাই ভবের যাতনা।
শিহ্লন মিশ্রের মত কর আরাধনা॥ ১০৭।

ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ॥
শান্তিশতকং সমাপ্তঃ॥

অনুবাদ প্রাঞ্জল ও যথাযথ। 'শতক' গ্রন্থে ১০৭ শ্লোক হইল কিরূপে? গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখি নাই।

৪২১　পাঁচালী।

ইহা মুদ্রিত গ্রন্থ। খুব প্রাচীন বোধ হয়। আবরণ-পত্রটি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সনাদি জানা যায় না। পুরাণ বাঙ্গালা (দেশী) কাগজ। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬২। আট পেজী আকার। বড় বড় অক্ষর। ভণিতা নাই। ইহা ছয় ভাগে বিভক্ত। ১ম ভগবতী বিষয়, ২য় সারদা, ৩য় কৃষ্ণ-বিষয়, ৪র্থ বিরহ, ৫ম খেঁউড় পাচালী ও ৬ষ্ঠ হিতোপদেশ। নিম্নে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তান্ত নিবদ্ধ হইল।

(১) ভগবতী-বিষয়।

"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং ॥
অথ পাচালী পুস্তক ॥
অথ ভগবতী বিষয়।

গীত। কৃপাং কুরু কালী কাতর কিংকরে, শঙ্করি শমননাসিনী, সুশীলেসানপালিকে, সভয়ে শিবে অভয় দেহি মে, মমাপি দিনবরে ॥"

শেষ :—গীত।

ভবাম্বুধে ভয় কি ও মন আমারো॥ সর্ব্বাণী সঘনে ডাক্ না, ভুল নারে অম্বীকে ভ্রমরা ভ্রমে ভবানী ভাবনা ভবভয় নিস্তারো॥ শন্তোষ বিরল মানষে ভুবনেশ্বরী ভাবনা অনাষে পারে অভয় চরণ ভয় কর তুমি কারো॥ শমন যবে দমন করিবে দোহাই দিবে কারো॥

"ভগবতী বিষয় সমাপ্তঃ।"

ইহা দুই পাতে সমাপ্ত। রচনা প্রায় সুন্দর। এক স্থানে গদ্যে 'ছুট কথা' আছে।

(২) সারদা।

আরম্ভ :—"অথ সারদা।

গীত। ওমা সারদে অরবিন্দবাসিনী, ওপদ পঙ্কজ গন্ধে, মধুকর সদানন্দে, ধায় মধুপানে পদবেষ্টিত হইয়া করে ধ্বনি॥ ইত্যাদি।

শেষ :—

ছড়া　*　*　*

(মা) কারু দেও রূপবতি শত শত নারী।
কারু ঘর আল করে কানা গোদা খুঁড়ী॥
তোমার দোষ নাই মাগো কপালেরি দোষ।
কারু রাখ সদা তুষ্ট কারু প্রতি রোষ॥

সারদা সমাপ্তং"

ইহা ৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। রচনা গ্রাম্য শব্দ-বহুল।

(৩) কৃষ্ণ-বিষয়।

আরম্ভ :—"অথ কৃষ্ণ বিষয়।

গীত। কিবে শোভা বৃন্দাবনে মদনমোহন।
বিরাজে শ্রীরাধা সঙ্গে ভক্তের জুড়াতে মন॥
ইত্যাদি।"

শেষ :—গীত।

ওরে মন মধুকর,　সুখে মধু পান কর,
মুরহর কমল চরণে॥
অনিত্য ভাবনা কেন,　সে নিত্য ভাবনা কেন,
না হইল তত্ত্বজ্ঞান, মত্ত অকারণে॥
শুন রে পামর চিত্ত,　একি তব অনুচিত্ত,
ভ্রান্তে ভুলে কদাচিত, না কর শরণ.
তাই বলি সমুচিত,　বিষয়ে ভব বঞ্চিত,
পাইবে সেই সচ্চিদানন্দ কারণে॥

সখীসংবাদ সমাপ্ত ঃ ॥"

ইহা ২২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। দুই এক ছত্র গদ্যও আছে। রচনা মন্দ নহে।

(৪) বিরহ।

—"অথ বিরহ।

ছড়া। পুর্ণ চন্দ্র উদয়, দশদিক দিপ্তময়,
আহা মরি কি সুখ সময়। ইত্যাদি।"

শেষ :—

একবার চল তার কাছে এই কথা বলে কুমদি নলেনীর নিকটে ভ্রমরকে লইয়া গমন করিলেন ॥

'এই অবধি সমাপ্ত করা গেল।" ইহা ১১ পৃষ্ঠায় শেষ।

(৫) খেঁউড় পাঁচালী।

আরম্ভ—"অথ খেঁউড় পাচালী।

নমামি লিঙ্গযোনিভ্যাং খানকিলোচ্চা নমামাহং।
কোটনা কুটনিভ্য নমস্কৃত্যং খানকি রঞ্জনং কথ্যতে ॥'

শেষ :—

গীত। কামিনীর আশা বন্ধি, না পূরিলে গুণনিধি,
তবে বল কি হবে উপায়,
হলে নিশী অবশান প্রকাশিত দিনমণি ॥
প্রভাত না হতে যামিনী, কোথা যাবে গুণমনি,
চঞ্চল হয়েছ কেন এখন আছে রজনী ॥
খেঁউড় সমাপ্ত :।"

ইহা ১৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অশ্লীল ভাষা ভদ্র লোকের অপাঠ্য।

(৬) হিতোপদেশ।

আরম্ভ :—

"অশেষ জন্মার্জিত ক্লেশ পাপ তাপ সংহারক সেচ্ছয়া সৃষ্টি সৃজন পালন প্রলয়াদিভিঃ যস্য কটাক্ষপাতৈঃ * * * * * * * সামান্য অজ্ঞান কারাগারে বন্ধি রজ্জায় (?) বন্ধি করিয়াছে। (একই বাক্য ১০ পংক্তি!)"

শেষ :—"গীত। * * *

আমি মান্য সবাকার, ত্যাজ এই অহঙ্কার,
ভজ সেই নির্ব্বিকার, এড়াবে তবে ভব বন্ধন ॥
পুস্তক সমাপ্তঃ।"

ইহা ৪ পৃষ্ঠায় শেষ। ইহার রচনা সুন্দর; ভাব পারমার্থিক।

এই পুঁথিতে গীতও ছড়া ভিন্ন কিছু নাই। ছড়ার 'ভাষা গদ্যের মত' হইলেও পদ্য বটে। গ্রন্থের একস্থানে 'ফুলল' তেলের উল্লেখ আছে। তবেই বুঝা গেল, আধুনিক 'ফুলেলা' নবাবিষ্কার নহে। অ ও আ বর্ণ দুটি সংস্কৃত বর্ণরূপে ছাপ (কেবল কয়েক স্থানে মাত্র)। বাঙ্গালা অনেক অক্ষরের দুর্দ্দশা স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

৪২২। প্রেম নাটক।

মুদ্রিত গ্রন্থ। সন তারিখ নাই। আবরণ পত্রে লেখা আছে,—"শ্রীশ্রীকালী ভরসা ॥ প্রেম নাটক নামক গ্রন্থ ॥ কলিকাতা শ্যামপুকুরনিবাসী শ্রীযুত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তৃক গৌড়ীয় সাধু ভাষায় পয়ারাদি বিবিধ প্রকার অভিনব ছন্দে বিরচিত হইয়া ইদানিন্ত জ্ঞানদীপক যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥" ক্ষুদ্র পুস্তক; ডিমাই আকারের ৩০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। সমাপ্ত। দেশী বাঙ্গালা কাগজ।

আরম্ভে 'গুণক ছন্দে' গণেশ বন্দনা ও 'ভুজঙ্গ-প্রয়াত' ছন্দে সরস্বতী বন্দনার পর—

"কোন নগরস্থ এক গৃহস্থ, বিশিষ্ট কুলোদ্ভবা কামিনী ভামিনী অনঙ্গমোহিনী গজেন্দ্রগামিনী ভ্রূকটিভঙ্গিনী পূর্ণেন্দুবদনা কুন্দকুসুমদশনা কোমলরসনা ইন্দীবরনয়না ভ্রূকামধনুগঞ্জনা গৃধিনী শ্রবণা". ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণরাজি একটানা স্রোতে চলিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, ঠিক করিতে পারিলাম না!

শেষ :—

অতএব মন দিয়া শুন বন্ধুগণ।
নারীর সহিত প্রেম করো না কখন।

কহিলাম সার কথা কর প্রবিধান।
প্রেমানাটক গ্রন্থ হইল সমাধান ॥
সমাপ্ত।”

ভাষা গদ্য পদ্য। পয়ার, ত্রিপদী ত আছেই ; তা ছাড়া, মালিনী ছন্দ, মালঝাপ, ত্বরিত ছন্দ, একাবলী ছন্দ, তোটক ছন্দ আছে। গ্রন্থে কলুষিত প্রেমের বর্ণনা।

৪২৬। চন্দ্রকান্ত।

ইহার বিবরণ পূর্ব্বে ১৯৩ সংখ্যক পুঁথিতে লেখা গিয়াছে। ইহাও মুদ্রিত গ্রন্থ। পূর্ব্বের ও অদ্যকার গ্রন্থখানির বিষয় ও রচনা এক হইলেও গ্রন্থকারদের নামাদিতে গোলযোগ দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বের গ্রন্থে সর্ব্বত্র গৌরীকান্তের ভণিতা আছে ; অদ্যকার গ্রন্থেও তাহাই বটে। তথাপি টাইটেল পেজে লিখিত আছে :—“শ্রীশ্রী দুর্গা শরণং ॥ চন্দ্রকান্ত নামক গ্রন্থঃ। শ্রীযুত কালীপ্রসাদ কবিরাজের কৃত ইদানিস্ত মোকাম কলিকাতার যোড়া বাগানের শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবীচরণ প্রামানীকের সুধাসিন্ধু নামক যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥ সন ১২৪০ শাল ৩০ আষার শুক্রবার ইতি ॥”

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং। নমো গণেশায়।

। নমঃ। অথ গণেশ বন্দনা।
বড় ত্রিপদী। ধুয়া।
তব চরণে প্রণতি ওহে গণপতি
লম্বোদর করি দয়া : দেহ যদি পদছায়া :
আমি দীন দুরাচার অতি ॥ ইত্যাদি।

শেষ :—

অতঃপর হরি২ বল সর্ব্বজনে।
ভাষাগীত সুললিত গৌরীকান্ত ভণে ॥

(পয়ার।).

উঁর প্রতি তবে শক্তি ঋষি কন।
নারী হৈতে যুক্ত হৈল সাধুর নন্দন ॥
অতএব মহাশয় করি নিবেদন।
দ্রৌপদী সঙ্গেতে লহ করিয়ে যতন ॥
শুনি তুষ্ট হইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বিদায় হইয়ে তবে যায় মুনিগণ ॥
রাশি নামে ভনি আগে করেছি রচন।
এখন বিশেষ কহি নিজ বিবরণ ॥
কলিকাতা মধ্যে সুতানুটিতে নিবাস।
বৈদ্যকুলোদ্ভব নাম মাণিক্যরাম দাস ॥
কালীপ্রসাদ দাস তাহার নন্দন।
রচিল পুস্তক চন্দ্রকান্ত উপাখ্যান ॥
লইয়ে শ্রীদেবীচরণের অনুমতি।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ চন্দ্রকান্ত ইতি ॥
শ্রীল শ্রীযুত দেবী চরণ প্রামাণিক।
জনক উৎসবানন্দ পরম ধার্ম্মিক ॥
সুশীল সম্পন্ন গুণে বিদিত সংসার।
পিতামহ রাজচন্দ্র ধন্য কীর্ত্তি যার ॥
মাতামহ কীর্ত্তিচন্দ্র কারফরমা নাম।
কীর্ত্তিবন্ত শান্ত দান্ত সর্ব্বগুণ ধাম ॥
সংক্ষেপেতে পরিচয় দিলাম ইহার।
নানামতে তাঁর বংশের আছয়ে প্রচার ॥
তাঁর অনুমতি মতে করিলাম প্রকাশ।
গোপনীয় কথা চন্দ্রকান্ত ইতিহাস ॥
সুতানটিতে ধাম এ দীন হীন অতি।
গুণজ্ঞান নাহি ছার অতি মূঢ়মতি ॥
সাধুজনে গ্রন্থখানি দেখে একবার।
করিবে গুণগ্রহণ দোষ তিরস্কার ॥
সাধুমুখে গুণ ব্যক্ত দোষাপহরণ।
মেঘবক্তে বারি বর্ষে যেন অলবণ ॥
নিজ মুখ রচনায় যদি থাকে দোষ।
বিজ্ঞজনে করি নতি না করিহ রোষ ॥
সমাপ্ত।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯৮। জীর্ণাবস্থা বাঙ্গালা। ‘বেতাল-পঞ্চবিংশতির’ রচয়িতা ও এই কালী-প্রসাদ দাস কি অভিন্ন নহেন ?

৪২৭। নববাবু বিলাস।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রায় আটপেজী আকারের কাগজে ৭১ পৃষ্ঠায় শেষ। বড় বড় অক্ষর। বাঙ্গালা কাগজ। আবরণ পত্রে লেখা আছে।—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শরণং। গৌড় দেশ চলিত সাধু ভাষায় শ্রীপ্রমথ নাথ শর্ম্মন কৃত নববাবু বিলাস নামক গ্রন্থ কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দ ১৭৬০॥ সন ১২৪৫ সাল॥"

ইহা চারিখণ্ডে বিভক্ত; যথা,—অঙ্কুর-খণ্ড, পল্লবখণ্ড, কুসুমখণ্ড ও ফলখণ্ড। সর্ব্বাদৌ বন্দনা, গণপতি বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা। এগুলি পদ্যে। তৎপর 'ভূমিকা'। যথা :—

"নিশাকর-কর-নিকর-নির্ম্মল-ধবল-কোমল-কমল-মুক্তাফলনির্ম্মল-গঙ্গাজলতুল্য-সিতাশেষযশঃ প্রকাশী-কৃতভূমণ্ডল" ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণ ঘটা ২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত চলিয়া কোথায় গিয়া বাক্য সমাপ্ত হইয়াছে। অথ 'অঙ্কুর খণ্ডে অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর।'

শেষ :—

অতএব নীষয় (বিষয় ?) ত্যজ, শ্রীনন্দন (?)
কুমার ভজ, ভজীলে অতুল সুখ পাবে।
ঐহীকে হইবে সুখী, যমরাজে দীবে ফাকি,
পরকাল সুখেতে রহিবে॥

ইতি শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মণা বিরচিতে নববাবুবিলাসে চতুর্থ খণ্ড সমাপ্তঃ॥ সমাপ্তশ্চায়ং নববাবুবিলাসঃ॥

ভাষা গদ্য পদ্য। গদ্য কি ভয়ানক দংষ্ট্রাদমন!

৪২৮। নববিবি বিলাস।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। কাগজ ও আকারাদি 'বাবু বিলাসা'দির মত। আবরণ পত্রে লেখা আছে :—"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজী শ্রীচরণ ভরষা॥ নববিবি বিলাস অর্থাৎ কুলটা-বর্ত্মে কুলকামিনীর দুঃখ প্রকাশ। যথা।

"অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টনী।
সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সারং ভবতি টুক্কনী॥"

এতদ্বৃত্তান্তমূলক বিস্তৃত গ্রন্থ। অঙ্কুর ও পল্লব ও কুসুম ও ফুল এই খণ্ড চতুষ্টয়ে কুলটা-গঞ্জন ছলে কুলটার সন্দেহভঞ্জন ও মনোরঞ্জন ও জ্ঞানাঞ্জন নিমিত্ত এই পুস্তক মৃজাপুরনিবাশী শ্রীমধু খাঁর আদেশে তৃতীয়বার কমলালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৭ সাল ইং ১৮৪০ সাল॥"

আরম্ভে গণেশ, গুরু ও সরস্বতী বন্দনা; তৎপর ভূমিকা। যথা :—

"যদ্যপি নব বাবু বিলাসে নব বাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফল খণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মুল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মুলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই, এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে প্রয়াস পূর্ব্বক নববিবি বিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।" ইত্যাদি।

শেষ।—

অতঃপর ছাড়ি দাস্য হইলু কুট্টনী।
সর্ব্ব শেষ সর্ব্ব নাশে হইলু টুক্কনী॥
এক জর্ম্মে চারি জর্ম্ম হইল আমার।
নষ্ট হয়্যা কষ্ট এত পাই বার বার॥
অতএব পুনঃ২ করি নিবেদন।
কুল ধর্ম্ম রক্ষা কর কুল নারীজন॥
অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী ইত্যাদি॥

প্রাগুক্ত শ্লোক। ইতি নববিবি বিলাসঃ সমাপ্ত।

ভাষা গদ্য পদ্য। স্থানে স্থানে হিন্দী বোল আছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৭। শেষে ছাপার কয়েকটি পাতা ছিড়িয়া যাওয়ায় হাতে লিখিয়া দেওয়া গিয়াছে। ভণিতা নাই, তবে সম্ভবতঃ ইহাও 'নববাবুবিলাস' রচয়িতার রচিত।

৪২৯। পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান।

প্রাচীন ছাপা গ্রন্থ। প্রায় আট পেজী আকারের পুরাতন দেশী বাঙ্গালা কাগজ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। টাইটেল পেজে লেখা আছে,—"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং॥ পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান। নামক গ্রন্থঃ ॥ অর্থাৎ ॥ পারস্য ভাষানুবাদপূর্ব্বক ॥ তন্ত্রপরিবর্ত্ত বঙ্গভাষা সর্ব্বজন হিতার্থে॥ সংগ্রহ ॥ শিবাদহ-নিবাসী॥ শ্রীপীতাম্বর সেন দীং। সিন্ধু যন্ত্রে॥ মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ সন ১২৪৬ সাল ॥"

আরম্ভে ভূমিকা। তাহা অতি দীর্ঘ হইলেও এখানে তুলিয়া দিলাম। যথাঃ—শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং ভূমিকা। স্মৃত্বা ব্রহ্ম পাদাম্ভোজৌ। মলঙ্গানাঞ্চ (?) মঙ্গলৌ। বিপ্র শ্রীমান্ মহেশেন কৃতোয়ং শব্দসংগ্রহঃ। সর্ব্বশক্তিমান সৃজন পালন প্রলয়কারক সাধুরক্ষক সর্ব্বোপাসক মতস্থাপক ক্ষিত্য-প্তেজ আদি পঞ্চভূত-প্রকাশক ত্রিগুণাত্মক গুণাতীত অনির্ব্বচনীয় অজরামর সারাৎসার ঈশ্বরোদ্দেশে সংযত নতমানসে সখ্যাতীত প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় বিদেশীয় ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সদ্বিদ্বান্ পরগুণগ্রাহী দোষাপহারক পরোপকারক (?) সাধুসমূহ সমীপে বিনীত পুরস্তান্নিবেদনমিদং ভারতবর্ষাধিপ শ্রীল শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ ইঙ্গলণ্ডাধিপতি মহাশয়ের অভিপ্রেত এই যে মহানগর কলিকাতা রাজধানীর অধীনের বঙ্গদেশে যে যে স্থানে রাজকীয় যে কোন কর্ম্ম হইতেছে তাবৎ কর্ম্ম বঙ্গভাষাক্ষরে প্রচলিত হয় এতদ্দেশীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দের বহুকালাবধি পারস্য ভাষাক্ষরে কর্ম্ম করণাধীন বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা অবগত হইয়াও সর্ব্বথা উপস্থিত হয় না এতদভিপ্রায়ে কার্য্যোপযোগিতা যোগ্য কিয়ৎ পারস্য ভাষানুবাদানন্তর তৎপরিবর্ত্ত সাধুভাষা সংগ্রহান্তে অকারাদি ক্ষকারান্ত অনুলোমে পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান নামক গ্রন্থ প্রস্তুতানন্তর শ্রীযুত লওয়াব গবর্নর্ জেনেরেল্ বাহাদুরের আজ্ঞাপত্রীর অনুবাদ সংগ্রহপূর্ব্বক সংখ্যা শব্দ সকল গ্রন্থান্তে বিন্যাস করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলাম পারস্য শব্দ সকল বঙ্গাক্ষরে লিখনে উচ্চারণে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হয় তদ্দোষাদি দোষ ক্ষমিয়া স্মরণীয় রাখিবেন ইতি ॥" ইহার পর "ভারতবর্ষের অধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত ডিপোটি গবর্নর্ জানেরেল্ বাহাদুরের গত বৎসরের ২৩ জানেওয়ারির লিখিত আজ্ঞা পত্রের অভিপ্রায় সংগ্রহ পত্র" বঙ্গভাষায় দেওয়া আছে। অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করিলাম না।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান।

অকিল,	বাদে নিযুক্ত ন্যায়ে নিযুক্ত।
অকুক,	প্রজ্ঞা বুদ্ধি মতি ধী।
অঙ্গুর,	দ্রাক্ষা ফল বিশেষ। ইত্যাদি।
	ত্রিংশ ত্রিশা।

শেষ। :—

ছিএকমু,	একত্রিংশ একত্রিশা।
ছিদোএম,	দ্বাত্রিংশ বত্রিশা।

পারস্যাভিধান সমাপ্ত ॥

অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ। ইহা বঙ্গভাষায় প্রচলিত বিজাতীয় শব্দরাজির সংগ্রহ ও কূল-নির্ণয়ে অনেকটা সহায়তা করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৪৩০। বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনম্।

অল্পদিনের হাতের লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক। পৃষ্ঠসংখ্যা ৪৯। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। সংস্কৃত শ্লোকের বাঙ্গালা

গদ্যানুবাদ। 'হরিণী যস্য গর্ভস্য' ইত্যাদি শ্লোক হইতে পুঁথির আরম্ভ।

৪৩১। আচার-রত্নাকর।

ছাপা গ্রন্থ। ইহাতে অরুণোদয় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সময়ের কর্ত্তব্য সদাচার কথিত হইয়াছে। আবরণে লেখা আছেঃ—"শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া ইদানীং শিবাদহের শ্রীপীতাম্বর সেন দীং সিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৮ সাল।" পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৮। আট পেজী আকারের বাঙ্গালা কাগজ।

৪৩২। কবিরাজী পাতড়া।

ইহার প্রকাণ্ড আকার। ৫ হইতে ১০৬ পর্য্যন্ত পত্রগুলি নির্ণয় করা যায়। তদ্ভিন্ন আরো কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট পত্র আছে। অতি জীর্ণ শীর্ণ; অনেকগুলি পাতার কালী প্রায় যায়-যায় হইয়াছে। তারিখ বা লেখকের নামাদি জানা যায় না। ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক আছে। সম্ভবতঃ ইহা নিদানাদির অনুবাদ হইবে। অল্প নমুনা দিলাম :—

মুস্তকঃ সৈন্ধবশ্চৈব বৃহতী কলামেব চ।
যষ্টিমধু সমাজুক্তং নস্ত তন্দ্রানিবারণং॥

অস্যার্থং। মোথা সৈন্ধব বৃহতি মুল মধুজষ্টি সমান ওজন চুর্ন্ন নাশ করিব ইতি মুছা ভ্রম তন্দ্রা নিদ্রা চিকিৎসা সমাপ্ত॥" (১০৪ পত্র।)

৪৩৩। গীতরত্ন।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ ৺রামনিধি গুপ্তের (নিধু বাবুর) গীতগুলি সংগৃহীত আছে। ভূমিকাংশের ৵০ হইতে ॥৵০ সংখ্যক পত্রগুলি নাই বলিয়া মুদ্রণ কালাদি জানা যাইতেছে না। উক্ত পত্রগুলিতে নিধু বাবুর জীবনী সঙ্কলিত ছিল। ইহার প্রকাশক নিধু বাবুর অনুজ জয় গোপাল গুপ্ত। ভূমিকাদি ছাড়া, মুল গ্রন্থের ১—১৩৮ পত্র পর্য্যন্ত আছে। জানা যাইতেছে,—"রামনিধি বাবু এবম্ভুত সুখসম্ভোগ ৯৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত করণান্তর ১২৪৫ সালের ২১ চৈত্র, পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্রাদি রাখিয়া জাহ্নবীর তীরে যোগাসনে জ্ঞান পুর্ব্বক জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোক যাত্রা করিলেন।" নির্ঘণ্ট পত্রে 'রাগ রাগিণী প্রকরণ ও উহাদের সময় নিরূপণ' দেওয়া আছে।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীঈশ্বর শরণং। গীতরত্ন।
ভৈরব রাগ—তাল ঢিমে তেতালা।

অরুণ সহিতে করিয়া, অরুণ আঁকি উদয় প্রভাতে।
কমল বদন, মলিন এখন, না পারি দেখিতে॥
উচিত না ছিল তব প্রভাতে আসিতে।
দুঃখের উপর, দুঃখ হে অপার, তোমারে হেরিতে॥ ১

১৩৮ পত্রের শেষ :—

আড়ানা—তাল জলদ্ তেতালা।

প্রয়োজন তোমা ভিন্ন আর প্রিয়জন কোন।
যাবত জীবন মোর, মন তাবত তোমার,
ধ্যান জ্ঞান যতন সাধন॥
অধিক কহিব কত আমি দেহ তুমি প্রাণ।
তোমার সুখেতে সুখ প্রাণ, তোমার দুঃখেতে জ্বালাতন,
সজল নয়ন॥ ১॥

গ্রন্থের শেষাংশে আখড়াই গীত ছিল, লিখিত আছে। ইহার শেষে বহুপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বোধ হয়। যাহা হউক, এই পুঁথিখানি 'পরিষদে' উপহৃত হইবে।

শ্রীআবদুল করিম।

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৪৩

বাঙ্গালা

প্রাচীন পুথির বিবরণ

প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা

(৪৩৪ সংখ্যা হইতে ৬০০ সংখ্যক পুথির বিবরণ পর্য্যন্ত)

মুন্‌শী শ্রীআবদুল করিম

সঙ্কলিত.

কলিকাতা

২৪৩।১ নং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২০

মূল্য—সাধারণ পক্ষে ॥০ আনা। মূল-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ।০ আনা।

শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ।৵০ আনা।

নিবেদন

বাঙ্গালা দেশে ছাপাখানা হইবার পূর্ব্বে, আমাদের দেশে কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা, কি পারসী; সকল গ্রন্থই হাতে লিখিয়া লওয়া হইত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা শাস্ত্র-ব্যবসায় ও অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য গ্রন্থ লিখিয়া লইতেন, ছাত্রেরা নিজেদের পাঠ্য গ্রন্থ নিজে নিজে লিখিয়া লইত, চিকিৎসকেরা চিকিৎসাশাস্ত্র হাতে লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপ সকল প্রকার গ্রন্থেরই নকলের পর নকল হইয়া দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িত। ইংরাজেরা যখন এ দেশের ভাষা শিখিয়া এ দেশের গ্রন্থের আলোচনা, ব্যাকরণ ও অভিধানাদির রচনা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত এই হাতে-লেখা পুথি পড়িয়াই তাহা করিতে হইয়াছিল। তখন পুথির বড় আদর ছিল। সকল ভদ্রঘরে পুথি সংগ্রহ থাকিত। বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত অনেক স্ত্রীলোকেও তখন এই পুথি-লেখার ব্যবসায়ে জীবন ধারণ করিতেন। পুথির আদর এবং পুথির নকল পাইবার আগ্রহ দেশে এত প্রবল ছিল যে, তজ্জন্য দেশে এক দল মূর্খ লোকেও কেবল চমৎকার হস্তাক্ষরের জন্য পুথি-লেখার উপায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। এইরূপে একই গ্রন্থের শত শত প্রতিলিপি দেশের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর দেশে যখন ছাপাখানা হইল, তখন ছাপার বহির আদর ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল, হাতে-লেখা পুথির আদর কমিয়া যাইতে লাগিল। দেশে ছাপার বহির সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায়, ছাপার গ্রন্থ দেখিয়াই অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিতে লাগিল এবং হাতে-লেখা পুথির চলন ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া পড়িল। আরও কিছুদিন পরে, যখন ইংরাজী-বিদ্যার আদর বাড়িল, ভদ্র-সমাজে ইংরাজী-বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল, তখন পুথির আকারে দেশে এতকাল ধরিয়া যে, কাব্য, সঙ্গীত, চিকিৎসা, জ্যোতিষের গ্রন্থরাশি জন্মিয়াছিল, সেগুলি অব্যবহার্য্য, অনালোচ্য, অনাদরণীয় হইয়া পড়িল। কালে ছাপাখানার সাহায্যে লোকে সুলভে এবং সহজে অর্থ-বিনিময়ে সকল প্রকার গ্রন্থের অভাব মিটাইয়া কাজ চালাইতে লাগিল আর ক্রমশঃ পুথির কথা ভুলিয়াই যাইতে লাগিল। গৃহ-সঞ্চিত পুথিরাশির মধ্যে পিতৃপিতামহেরা যে সমস্ত সদ্‌গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আর খুলিয়া দেখিবারও অবকাশ কাহারও রহিল না। তাহার উপর ইংরাজী কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ইতিহাস, বিজ্ঞানের অনুকরণে দেশে যখন বাঙ্গালায় কাব্য, নাটক, ইতিহাস, উপন্যাস, বিজ্ঞান অজস্র জন্মিতে লাগিল, তখন পাঁচালী, মঙ্গল, মাহাত্ম্য, লীলামৃত, চৌতিশা, বারমাস্যা প্রভৃতি নামে পরিচিত পুথির আকারে সংরক্ষিত, দেশের প্রাচীন সাহিত্য একবারে উপেক্ষিত হইল। নবীন গদ্যময় গ্রন্থের প্রভাব বাড়িয়া যাওয়ায় পদ্যে রচিত সমস্ত প্রাচীন সাহিত্য একবারে ঘৃণার বস্তু হইয়া পড়িল; কথা উঠিল,—'পাঁচালী পড়ে আর কি

হবে।' তখনকার দেশ-প্রচলিত যাত্রা-পাঁচালীর মধ্যে খেউড় বা অশ্লীলতার কিছু অংশ থাকিত বলিয়া, পাঁচালী-প্রবন্ধে রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারতাদির ন্যায় গ্রন্থও ভদ্রসমাজে উপেক্ষিত হইয়া, কেবল মুষ্টিমেয় কুলবধূ ও গ্রাম্য নিম্নবর্ণের লোকের পাঠ্য মাত্র হইয়া পড়িল। বৈষ্ণব মহান্তগণ-রচিত প্রাচীন পুথিগুলি কতকগুলি বৈষ্ণবের আখড়া ব্যতীত আর কাহারও কাছে আদর পাইত না। ক্রমশঃ এমন হইল, পুথি দেখা, পুথি রক্ষা করা, পুথি লেখা প্রভৃতির আর বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন রহিল না। এইরূপে অযত্নে, উপেক্ষায় পুরাতন পুথিরাশি কাল-প্রভাবে, জল-হাওয়ায় ও কীট-কবলে ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইল।

এই সময়ে ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় এবং কলিকাতার বটতলা নামক পল্লীতে কতকগুলি ব্যক্তি ছাপাখানা করিয়া দেশের প্রাচীন সাহিত্য এই পুথিরাশির মধ্য হইতে, বিশেষ বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সম্প্রদায়-বিশেষের প্রয়োজনীয় কতক-গুলি গ্রন্থ ছাপাইয়া দিলেন। ছাপাখানার সাহায্যে এইরূপে যে কয়খানি প্রাচীন সাহিত্য ছাপা হইল, দেশের প্রাচীন বিদ্যার পক্ষপাতী, নবীন ইংরাজী বিদ্যায় অনধিকারী এক শ্রেণীর লোকের এবং অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে সেই কয়খানি গ্রন্থের কিছু আদর, কিছু আলোচনা দেশে বজায় রহিল। এতদ্‌ব্যতীত লোকে তাহাদের চিরসঞ্চিত অন্যান্য গ্রন্থরাশির কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। শেষে শিক্ষিত ভদ্র-সমাজের মধ্যে সিদ্ধান্তই হইয়া গেল যে, ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য বলিয়া কোন ব্যাপার ছিল না, কেবল কৃত্তিবাস-কাশীরামের গ্রন্থের মত গ্রাম্যকবির রচিত খানকয়েক পাঁচালীমাত্র পাওয়া যায়। এই ধারণা সে দিন পর্য্যন্তও ছিল।

তাহার পর যখন ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়গণের চেষ্টায় প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যের কিছু কিছু ছাপা বাহির হইল, তখন আবার প্রাচীন গ্রন্থের প্রতি একটা অতি ক্ষীণ আগ্রহ জাগিয়া উঠিল। তাহার পর প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাঙ্গালা মাসিক পত্রে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলে, আবার ইহার প্রতি শিক্ষিত-সমাজের দৃষ্টি পড়ে। এই সময়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ধীরে ধীরে বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি-কল্পে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলেন। শিশু সাহিত্য-পরিষৎ সর্ব্বপ্রথমেই কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রাচীনতর পাঠ উদ্ধার করিবার জন্য প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। এই সূত্রে বহু প্রাচীন পুথির সংবাদ সাহিত্য-পরিষদের নিকট আসিতে থাকে। এই সময়েই বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আর বেঙ্গল গভর্মেণ্টের সাহায্যে এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংস্কৃত পুথির সঙ্গে সঙ্গে মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহু বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পরেই চট্টগ্রামনিবাসী মুন্সী আবদুল করিম কর্তৃক অজ্ঞাতপূর্ব্ব, অশ্রুতনাম, কৌতূহলোদ্দীপক বিস্ময়কর বহু প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে আমার প্রস্তাবে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ

বসু বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে সংগৃহীত প্রাচীন বাঙ্গালা-পুঁথির বিবরণ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ইহাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ অনেক প্রাচীন সাহিত্য-প্রিয় ব্যক্তি একে একে বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করিতে থাকেন। এইরূপে গত বৎসর পর্য্যন্ত পরিষৎ-পত্রিকায় বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রায় ১২০০ পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩০৭ সালে আমারই প্রস্তাবে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুন্‌শী আবদুল করিম নিজের সংগৃহীত বিপুল পুথিরাশির বিবরণ ক্রমশঃ পরিষৎ-পত্রিকায় নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হন এবং একবারে পাঁচ শত গ্রন্থের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। সাহিত্য-পরিষৎ তখন এই বিপুল বিবরণ খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে সম্মত হইয়া, আমারই প্রস্তাব অনুসারে কতক পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৩০৭ সালে পরিষৎ-পত্রিকায় এই বিবরণের কতক প্রকাশিত হয় এবং ১৩০৯ সালে একখানি সংখ্যায়, ১৩১০ সালে একখানি অতিরিক্ত সংখ্যায় ও ১৩১২ সালে অতিরিক্ত পরিষৎ-পত্রিকার একখানি সংখ্যায় মুন্‌শী সাহেব-প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে সাড়ে চারি শতের অধিক পুথির বিবরণ প্রকাশ করা হয়। তাহার পর কয়েক বর্ষ এরূপ স্বতন্ত্র ভাবে পুথির বিবরণ প্রকাশের কোন ব্যবস্থা হয় নাই বা মুন্‌শী সাহেবের প্রদত্ত পুথির বিবরণের আর কোন অংশ প্রকাশ করা হয় নাই।

১৩২০ বঙ্গাব্দে আমার হস্তে পরিষৎ-গ্রন্থাবলী প্রকাশের ভার পড়ে। আমি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুন্‌শী আবদুল করিম সাহেবকে লিখিয়া, তাঁহার বিপুল সংগ্রহের বিবরণ পুনরায় প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা করি। বিপুল সরকারী কার্য্যের উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বন্ধুবরও আমার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া এই পুথির বিবরণগুলি লিখিয়া পাঠান, এজন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ।

সপ্তম বর্ষের পত্রিকায় আবদুল করিম সাহেবের ৩৩ খানি পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাহার পর নবম বর্ষে যখন অতিরিক্ত সংখ্যায় তাঁহার পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়, তখন সম্পাদক রামেন্দ্র বাবু সপ্তম বর্ষের ৩৩ খানি পুথি ছাড়িয়া আবার ১ হইতে নম্বর দিয়া পত্রিকার এক সংখ্যায় একত্র ৮৭ খানি পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন। তাহার পর দশম বর্ষে একখানি অতিরিক্ত সংখ্যায় ৮৮ হইতে ৩০৭ নং পর্য্যন্ত ও ১২শ বর্ষে একখানি অতিরিক্ত সংখ্যায় ৩০৮ হইতে ৪৩৩ নং পর্য্যন্ত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর হঠাৎ বিশৃঙ্খলভাবে ১৮শ বর্ষের পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ৫০০ হইতে ৫১৫ পর্য্যন্ত ১৬ খানিমাত্র পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়া যায়। এই সকল এবং পরিষৎ-পত্রিকায় অন্যান্য ব্যক্তির প্রকাশিত পুথির বিবরণ হইতে নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থের সংবাদ সাহিত্য-সমাজে প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেরও প্রাচীন পুথি-সংগ্রহ ও পুথি-রক্ষার আগ্রহ বাড়িয়া যায় এবং তদনুসারে কার্য্য হইতে আরম্ভ হয়। গভর্মেণ্ট হইতে প্রাচীন সংস্কৃত পুথির যেরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিয়া তদনুরূপ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ-প্রকাশের কল্পনা সাহিত্য-পরিষদের কতিপয় সদস্যের মধ্যে হইতে থাকে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী আর আমি—আমরা কয়েক জনে এ বিষয়ে উদ্যোগী হই। তখন পরিষৎ-পুস্তকালয়ে কয়েকখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ব্যতীত আর কোন পুথি ছিল না এবং পরিষদেরও তখন এমন অবস্থা হয় নাই যে, অর্থসাহায্যে প্রাচীন পুথি-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমি তখন বিশ্বকোষ-সঙ্কলন ব্যাপারে লিপ্ত ছিলাম। সেই সূত্রে বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিরাশির সহিত আমার পরিচয় ছিল এবং তাহা লইয়া কাজও করিতে হইত। এই সময়েই আমি পরিষদের এক অধিবেশনে কবি কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' নামক এক ইতিহাস-মূলক, অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পুথির বিবরণ পাঠ করি। তাহার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় 'রামমোহনের রামায়ণ' ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ 'জগৎরামের রামায়ণ' নামে দুইটি প্রবন্ধ পড়িয়া দুই জন নূতন রামায়ণকারের নাম বিদ্বৎসমাজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার রায়মঙ্গল-গ্রন্থের বিবরণ হইতে নূতন বিষয়ের প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কারের একটা আগ্রহ জলন্ত হইয়া উঠে এবং শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ৺বলীন্দ্র সিংহদেব রায়কত, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ৺কালিদাস নাথ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত আবদুল করিম প্রভৃতি পরিষদের হিতকামী উৎসাহশীল সদস্যগণ পরিষৎ-পত্রিকায় নিত্য নূতন গ্রন্থের পরিচয় দিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি একটা দেশব্যাপী শ্রদ্ধা ও আগ্রহ বাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করেন। এই সকল এবং অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত চেষ্টায় সাধারণের মধ্যে প্রাচীন পুথির বিবরণ জানিবার আগ্রহও জাগিয়াছে এবং তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ Notices of the Sanskrit Manuscriptএর আদর্শে "প্রাচীন বাঙ্গালা-পুথির বিবরণ" প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকায় যে ভাবে আবদুল করিম সাহেবের পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার ধারাবাহিকতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এবং বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে আর মাঝখানে ৪৩৪ হইতে ৪৯৯ পর্য্যন্ত পুথির বিবরণের অভাবও রহিয়া গিয়াছে। সেই বিশৃঙ্খলার প্রতিবিধান করিবার জন্য তাঁহার প্রদত্ত বিবরণগুলিকে একত্র করিয়া এইবার এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল। এখন হইতে কেবল তাঁহার নহে, অন্যের সংগৃহীত পুথির বিবরণ অবলম্বনেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতি বৎসরেই নিয়মিত ভাবে প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ কিছু কিছু বাহির করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতঃপর আবদুল করিম সাহেবের নিকট হইতে পূর্ব্ব-

প্রকাশিত ৫২৫ সংখ্যার পর হইতে ৬০০ সংখ্যা পর্য্যন্ত পুথির বিবরণ আনাইয়া লইয়া এবং সপ্তম বর্ষের ৩৩ খানি পুথির বিবরণ ৪৩৩ সংখ্যক পুথির বিবরণের পর জুড়িয়া দিয়া, অবশিষ্ট ৪৬৭ হইতে ৪৯৯ সংখ্যা পর্য্যন্ত ৩২ খানি পুথির বিবরণ অতিরিক্ত লেখাইয়া আনিয়া, এই পুথির বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যার ১ নম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩২০ সালের এই নবপ্রকাশিত খণ্ড পর্য্যন্ত আবদুল করিম সাহেবের প্রদত্ত ৬০০ পুথির বিবরণ বেশ সুশৃঙ্খল ও সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়া গেল। পুথির বিবরণের এই খণ্ডটিকে এইবার পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট না করিয়া পরিষৎ-গ্রন্থাবলীভুক্ত করা হইল। আবদুল করিম সাহেব এই ছয় শত পুথির বিবরণে তাঁহার সংগৃহীত বিপুল পুথিরাশির বিবরণের প্রথম খণ্ড মাত্র শেষ করিলেন। ইহার পর দ্বিতীয় খণ্ডের বিবরণ ছাপা আরম্ভ হইবে। এই খণ্ড-বিভাগে পুথিগুলির কোনরূপ শ্রেণীভেদ করা হয় নাই। এই প্রথম খণ্ডকে দুই সংখ্যায় ভাগ করা হইয়াছে। ১৩০৯।১৩১০।১৩১২ সালের পুথির বিবরণের সংখ্যাগুলিকে অর্থাৎ ১ হইতে ৪৩৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-প্রকাশিত বিবরণকে প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা কল্পনা করিয়া, ৪৩৪ হইতে ৬০০ সংখ্যা পর্য্যন্ত বিবরণকে অর্থাৎ বর্ত্তমান সংখ্যাকে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা গণ্য করা হইল।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কৃপায় আমরা এ কাল পর্য্যন্ত অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি; যেমন—শিব নারদের খুড়া ছিলেন, আবার মামাও ছিলেন! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও মা-বাপ ছিলেন, পিতার বরে শিবকে স্বীয় গর্ভধারিণীকেই পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; শিবের তিনটি কন্যা ছিল, তাঁহাদের মধ্যে আবার একজনের একটি চক্ষু কানা ছিল; শিবকে স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিয়া স্ত্রী-পুত্রের অন্নসংস্থান করিতে হইয়াছিল, আদ্যা শক্তিকেই বীজ-ধান উৎপাদন করিয়া দিতে হইয়াছিল, সীতা বালির পিণ্ড দিয়া মৃত দশরথের ক্ষুধা শান্ত করিয়াছিলেন, পঞ্চ স্বামীর পত্নী হইয়াও দ্রৌপদীর কর্ণের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল, শিব-রামে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ভগবতী তাহাতে মধ্যস্থা হইয়াছিলেন, ভগবতীকে অষ্টোত্তরশত নীলপদ্ম উৎসর্গের সঙ্কল্প করিয়া রামচন্দ্র একটি পদ্মের অভাবে নিজের নীল-কমল-তুল্য চক্ষু দান করিয়া সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে গিয়াছিলেন, ব্রহ্মা পয়গম্বর মহম্মদ হইয়া জন্মিয়াছিলেন, নেতা ধোপানী যুধিষ্ঠিরের অপেক্ষাও পুণ্যবতী ছিল, সে যখন্-তখন্ সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিত এবং তাহার সুপারিশে মড়া বাঁচিত। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সখা অর্জ্জুনকেও সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু নেতা ধোপানী বেহুলাকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গিয়া, তাহাকে দেবসভায় নাচাইয়া আনিয়াছিল। রামলক্ষ্মণের সঙ্গে লব-কুশের যুদ্ধ হইয়াছিল, অঙ্গদ-রায়বার ঘটিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ হাথে মাথা কাটিয়াছিলেন;—পুরাণাতিরিক্ত এইরূপ কত শত কথা ও উদ্ভট কল্পনার ব্যাপার প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা হয় না।

আবার প্রাচীন সাহিত্যের গোলক-ধাঁদায় পড়িয়া আমরা নিশ্চিত জানিতে পারি না

যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের তিরোভাব কেমন করিয়া হইয়াছিল ?—কোন গ্রন্থে আছে, তিনি জগন্নাথের দেহে মিলাইয়া গিয়াছিলেন ; কোন গ্রন্থে বলে, তিনি সমুদ্রমধ্যে কৃষ্ণরূপ দেখিয়া তাহাতে মিশাইয়া গিয়াছিলেন ; কোথাও বা দেখা যায়, তিনি ফাঁটা-গোপীনাথের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; আবার কোনও গ্রন্থে আছে যে,—সঙ্কীর্ত্তনে নাচিতে নাচিতে পথে তাঁহার পায়ে ইটে হোঁচট লাগে, তাহাতে ক্ষত হইয়া মারা যান ! প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেই আমরা দেখিতে পাই যে, দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ-গাজির বিবাদে সোনাবিবি কেমন করিয়া উভয়ের রাজ্য-দ্বন্দ্ব মিটাইয়া একজনকে সুন্দরবনের পশুসাম্রাজ্যের দেবতা ও অপরকে আঠার-ভাটিতে কৃষক-রাজ্যের দেবতাপদে স্থাপিত করিয়াছিলেন ! বঙ্গসাহিত্যই বলিয়া দেয়, বাঙ্গালার পাঠান-নৃপতিরা যেমন হিন্দুর দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করিতেন, তেমনি আবার হিন্দু-দেবদেবীরই মঙ্গল-গীত লেখাইতেন, বাঙ্গালী কবিকে প্রতিপালন করিতেন, শিরোপা দিতেন। মুসলমান-কবিরাও বাঙ্গালা ছন্দে হিন্দু-দেবতার লীলা, হিন্দু-সতীর মহিমা, হিন্দু নায়ক-নায়িকা লইয়া কাব্য রচনা করিতেন এবং হিন্দু শাস্ত্রের 'হাদিস' লইয়া সাধকের ভাবে সাধন-গীত গাহিতেন।

এতদ্ভিন্ন প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনায় সে কালের সামাজিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস ; সে কালের ভাষার নমুনা, ছন্দের নমুনা, অক্ষরের নমুনা ; দেবায়তন, গোশালা, রন্ধনশালা, শয়ন-ঘর, বিলাস-কক্ষ, কেলিকুঞ্জ প্রভৃতির বিবরণ ; সে কালের মিষ্টান্ন-পক্কান্নের বিবরণ, তরিতরকারী, শাক-মাছ, অন্ন-ব্যঞ্জনাদির বিবরণ, অলঙ্কার-পরিচ্ছদের বিবরণ প্রভৃতি কত কি কৌতূহলজনক বিষয়ের কত সংবাদ জানিতে পারা যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এত ব্যাপার আছে বলিয়াই, সাহিত্য-সেবী, সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই ইহার প্রতি যত্ন করা কর্ত্তব্য। এই যত্নের অভাবে দেশের প্রায় প্রত্যেক পল্লী-গ্রামে বঙ্গ-বাণীর পবিত্র ভাণ্ডারের এই সকল অমূল্য রত্ন কত প্রকারে যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কালের প্রভাবে, জল-হাওয়ায়, উই-ইঁদুরে যাহা নষ্ট হইতেছে, তাহার কথা আর কি বলিব, কিন্তু যাঁহারা ঘরের আড়ায়, মাচায় এবং পেটারায় তুলিয়া রাখিয়া যত্নের একটা ক্ষীণ আভাস দিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঘরের পুথিগুলিরও পাতা স্যাঁতায়, গৃহধূমে, মাকড়সার জালে জড়িত হইয়া এমন জুড়িয়া যাইতেছে, সে কালের কষকালি গলিয়া এমন লেপিয়া যাইতেছে যে, আর তাহাদের উদ্ধারের উপায় থাকিতেছে না। যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের ন্যাস হিসাবে, পরমপবিত্র বস্তু জ্ঞানে পুথিগুলিকে মাঝে মাঝে ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখেন এবং সরস্বতী পূজার দিন পূজা করেন, তাঁহারাও পাটা বা বাঁধন খুলেন না বলিয়া তাহাদেরও ঐ অবস্থা হইতেছে। এক্ষণে সাহিত্য-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রকে অনুরোধ, তাঁহারা এরূপ পুথির অনুসন্ধান করুন, তাহাদের ধ্বংসমুখ হইতে উদ্ধারের উপায় করুন এবং নিজেরা রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে

পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করুন। সেখানে সাত কাঠা জমির উপর দ্বিতল অট্টালিকা আছে, আরও দশ কাঠা জমিতে "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে, সেখানে স্থানাভাব হইবে না, যত্নের অভাব হইবে না। যাঁহারা নিজের আগ্রহবশতঃ এইরূপে বহু পুথি সংগ্রহ করিয়া যথার্থই যত্নের সঙ্গে রক্ষা করিতেছেন ও তাহাদের লইয়া আলোচনাও করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও নিবেদন যে, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণের, উত্তরাধিকারিগণের রুচি বুঝিয়া তাঁহাদের সেই আজীবন যত্নসঞ্চিত, পরমপ্রিয়, মাতৃভাষার প্রাচীন রত্নগুলির ভবিষ্যৎ-রক্ষার ব্যবস্থা কি হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধেও সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এই বেলা একটা পরামর্শ করিয়া সুব্যবস্থা করুন, যেগুলির একবার উদ্ধার হইয়াছে, ভবিষ্যতে আবার যেন তাহাদের ধ্বংসের পথ খুলিয়া না যায়!

এক্ষণে বর্ত্তমান খণ্ডের পুথির বিবরণগুলির সংগ্রহকর্ত্তা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুন্‌শী আবদুল করিম সাহেবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।—তিনি জাতিতে মুসলমান; তাঁহার বাড়ী চট্টগ্রামের পটীয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। এক্ষণে তিনি চট্টগ্রামের স্কুল-সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে কাজ করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে আনোয়ারার ক্ষুদ্র স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার অবস্থা ভাল নহে, তিনি বিশেষরূপে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। পুথি অনুসন্ধান করিতে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইবার অবসর ও ব্যয়-নির্ব্বাহের মত আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁহার নাই, মূল্য দিয়া তিনি পুথি ক্রয় করিতে পারেন, এমন অর্থ ত তাঁহার নাই-ই, তথাপি কেবল মাতৃভাষার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তিবশতঃ তিনি জীবনের দীর্ঘকাল এই পুথি-সংগ্রহে যথাসাধ্য ব্যয় করিয়াছেন, যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করিয়াছেন এবং এই সকল পুথির আলোচনায় কাটাইয়াছেন। তাঁহার গৃহে তাঁহার অদম্য উৎসাহ, যত্ন, চেষ্টা ও আগ্রহের ফলে আজ সহস্রাধিক প্রাচীন পুথি আসিয়া জমিয়াছে। ইহার জন্য তাঁহার অপরিমেয় শারীরিক পরিশ্রম ও আর্থিক ক্ষতিও হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে যে উৎপীড়ন সহিতে হইয়াছে, তাহা যেমন অদ্ভুত, তেমনি বিস্ময়কর। তিনি মুসলমান, কোন হিন্দুর আঙ্গিনায় তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু হিন্দুর ঘরে পুথি আছে শুনিয়া তিনি ভিখারীর মত তাঁহার দ্বারে গিয়া পুথি দেখিতে চাহিয়াছেন। পুথি সরস্বতী পূজার দিন পূজিত হয়; অতএব মুসল-মানকে ছুঁইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া, অনেকে তাঁহাকে দেখিতেও দেন নাই। অনেকে আবার তাঁহার কাকুতি-মিনতিতে নরম হইয়া নিজে পুথি খুলিয়া পাতা উল্টাইয়া দেখাইয়াছেন, মুন্‌শী সাহেব দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া হস্তস্পর্শ না করিয়া কেবল চোখে দেখিয়া নোট করিয়া, সেই সকল পুথির বিবরণ লিখিয়া আনিয়াছেন। এত অধ্যবসায়ে, এত আগ্রহে, এমন করিয়া কোন হিন্দু অন্ততঃ তাঁহার নিজের ঘরের পুথিগুলির বিবরণ লিখিতে বা অন্য কোন কার্য্যে হাত দিয়াছেন কি না, জানি না। মুন্‌শী সাহেবের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজের কৃতজ্ঞতার পরিমাণ যে কত বেশী, তাহা ইহা হইতেই অনুমান করা যায়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, মাতৃভাষার এই নিষ্ঠাবান্, ভক্তিমান্, অকৃত্রিম সাধক

দীর্ঘজীবী হইয়া, মাতৃভাষার ভাণ্ডারে রত্নরাশির স   করিয়া৹ও তাহাদের পরিচয় দিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হউন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
পরিষদ্‌গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগ।
২০শে চৈত্র, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

সূচী

বাঙ্গালা

প্রাচীন পুথির বিবরণ

৪৩৪। লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়।

ইহা একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ছাপাইলে ইহার আকার বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণের আকার চেয়ে বড় কম হইবে, বোধ হয় না। ইহাতে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন,—এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের দিগ্বিজয়বার্ত্তা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। রচনা সরল ও বিশুদ্ধ হইলেও এত একঘেয়ে যে, পড়িতে পাঠকের ধৈর্য্য থাকিবার ত কথাই নয়, অধিকন্তু ‘ত্রাহি ত্রাহি’ ডাক ছাড়িতে হয়। পণ্ডিত ভবানীনাথ ইহার রচয়িতা। ইনি ব্রাহ্মণ। জয়চন্দ্র নামক কোন রাজার আদেশে লোকহিতার্থে ইহা ব্যাসদেবের অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে অনূদিত হইয়াছে। রাজা জয়চন্দ্র কে এবং গ্রন্থকারও কোথাকার লোক, গ্রন্থমধ্যে তৎসম্বন্ধে কোন বিবরণ পরিদৃষ্ট হয় না। সাহিত্য-ইতিহাসে আলোচনাযোগ্য অনেক সাহিত্য-বিভূতি এই গ্রন্থে বর্ত্তমান আছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সময়ান্তরে আমরা এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভাষা পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহাকে পূর্ব্ববঙ্গের সম্পত্তি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পরে সে বিষয় আলোচিত হইবে বলিয়া অদ্য তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

গ্রন্থের ভণিতা এইরূপ ;—

(ক) জয়চন্দ্র নরপতি, রসিক সুজন অতি,
সভাসদ ভবানী ব্রাহ্মণ।
নৃপতি আদেশ পাইয়া, ব্যাসের সংহিতা চাইয়া,
সুরচিত কৈল পদবন্ধ॥

(খ) জয়চন্দ্র নরপতি স্বদেশী ব্রাহ্মণ।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিল রচন॥

(গ) মহারাজা জয়চন্দ, করাইল পদবন্ধ,
তরাইতে পাতকী সকল।
শ্রীরাম বন্দিয়া মাথে, রচিল ভবানীনাথে,
সুগন্ধ করিয়া ইতিহাস॥

গ্রন্থে ইহার রচনাকাল-নির্দ্দেশক কোন সনাদির উল্লেখ নাই। হস্তলিপিখানি ১১৫১ মগীর অর্থাৎ ১১১ বৎসর পূর্ব্বের লেখা।

৪৩৫। মোহ-মুদ্গর।

‘মোহ-মুদ্গর’ নাম দেখিয়াই কেহ যেন মনে না করেন, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সেই ভবভ্রান্তিবারণ ‘মোহ-মুদ্গর’ বা তদনুবাদ। এ ‘মোহ-মুদ্গর’ মুদ্গর নয়, —একজন মানুষ—পৌরাণিক রাজা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। ভারত-যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হইলে অর্জ্জুন পুত্রশোকে একান্ত বিধুর হয়েন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কাম-

ক্রোধাদিরিপুজয়ী ভক্তের কথা পাড়েন। তাহাতে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃষ্ণ মোহমুদ্গর রাজার ভক্তি পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ভক্ত দেখান। ইহা একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। প্রারম্ভ এইরূপ ;—

এক দিন শিব স্থানে পুছিলা ভবানী।
ভারতের কথা কিছু কহ শূলপাণি ॥
অভিমন্যু যুদ্ধে যদি প্রলয় হইল।
যেন মতে অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ সান্ত্বাইল ॥
সেই সব কথা মোরে কহ শূলপাণি।
তোমার প্রসাদে আজি কৃষ্ণের কথা শুনি ॥
এতেক শুনিয়া তবে দেব ত্রিলোচনে।
'সাধু সাধু কহিয়া যে দেবীক বাখানে ॥

উপসংহার ;—

পুনরপি কৃষ্ণপদে অর্জ্জুন পড়িল।
আপনি দ্বারকাপতি হস্তিনাতে গেল ॥
শিবে যে কহিলা কথা পার্ব্বতীর স্থানে।
ভক্তিভাবে হই দেবী পড়িলা চরণে ॥
দেবী কহে শুনিলাম আশ্চর্য্য কথন।
কৃতার্থ করিলা নাথ এ সব স্মরণ ॥
শ্লোকবন্ধে সঙ্গিতা* যে আছএ বিশেষে।
পয়ার কহিল কিছু পুরুষোত্তম দাসে ॥
যেবা কহে যেবা শুনে কায়মন চিত্তে।
মায়ামোহ বন্ধ তাতে ছোটে আচম্বিতে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মে তবে হয় অতি মতি।
ভবসিন্ধু তরি যাইব কৃষ্ণপদে গতি ॥
এ বোলিয়া সর্ব্বজীব বোল হরি হরি।
কৃষ্ণ পরে বন্ধু নাই ভবসিন্ধু তরি ॥

এই গ্রন্থে যে একমাত্র ভণিতা আছে, তাহা এই ;—

শ্লোকবন্ধে সঙ্গিতা যে আছএ বিশেষে।
পয়ার কহিল কিছু পুরুষোত্তম দাসে ॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৫৪ মগী অর্থাৎ আজ ১০৮ বৎসর।

* সঙ্গিতা—সংহিতা।

৪৩৬। ধ্রুব-চরিত্র।

ইহাও একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। রচয়িতা আপনাকে কখন লক্ষ্মীকান্ত, কখনও বা লক্ষ্মীনারায়ণ নামে পরিচিত করিয়াছেন। 'নতুপাড়া', কি 'নওপাড়া' তাঁহার নিবাস-স্থল বলিয়া উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কোথায়, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। চট্টগ্রামে 'নোয়াপাড়া' নামক এক গ্রাম আছে। ইহাতে কয়েকটি সুন্দর ধুয়া আছে। দু একটি এখানে দেওয়া গেল। হস্তলিপিখানি ১২২১ মগীর লিখিত।

(১) মিছে মায়াতে ভু'ল নারে মন।
এখন দিন গেল, কাল এল,
কর রে হরিসাধন ॥
বেড়ি আছে মায়াজাল, পিছে ঘনাইব কাল
অন্তকাল যেন হয় নিবারণ ॥

(২) দুরাচার মন, কি রসে মজিলে এখন।
জান না শিয়রে বসে সদা রয়েছে শমন ॥
গুরুদত্ত তত্ত্বধন, সে ধন পরম রতন,
সে ধনে কর সাধন, হবে শমন নিবারণ ॥

(৩) মন রে কেমনে এড়াইবে শমনে।
এখন কেমনে তরিবি ভব-তুফানে ॥
হরি পরম ধন, পরমার্থের সাধন,
এখন কি ফলে হারাইলে সে ধনে ॥

(৪) হরিপদে হৈও না মন ভ্রান্ত।
রবিসুত-দূত যবে, কেশে ধ'রে ল'য়ে যাবে,
কেমনে এড়াবে তবে শমন দুরন্ত ॥

প্রারম্ভ ;—

ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিৎ আছে মঞ্চপরে।
শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা তাহার গোচরে ॥
শুকদেব গোস্বামী দিগম্বর বেশ।
পরীক্ষিৎ মুক্তি হেতু করয় প্রকাশ ॥

* * * *

পঞ্চ বৎসরের শিশু অতি সে অজ্ঞান।
কিরূপেতে হৈল সে কৃষ্ণপরায়ণ ॥

উপসংহার ;—

এইরূপে হৈল ধ্রুব হরিপরায়ণ।
গাহে গাহনায় যেবা করায় স্মরণ ॥
অনায়াসে যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন।
রচিল পুস্তক দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণ ॥

ভণিতা ;—

(ক) বিপ্র নতুপাড়া ধাম, লক্ষ্মীনারায়ণ নাম,
দ্বিজবর করিল রচন।
(খ) দ্বিজ লালবিহারী সুত, সেহ বড় গুণান্বিত,
তার সুত লক্ষ্মীনারায়ণ।
কাতর হইয়া বলে, গুণী জনা পদতলে,
পিতা দুঃখ কর নিবারণ।
(গ) ধ্রুবকথা সুধারস অমৃতের ধার।
দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত কৈল পাঞ্চালী প্রচার ॥
(ঘ) গণেশ অনুজ হরি, তস্য ভ্রাতা লালবিহারী,
বিপ্র নতুপাড়াতে নিবাস।
তাহার সুতের সুত, জ্ঞানশূন্য লক্ষ্মীকান্ত,
ধ্রুবকথা করিল প্রকাশ ॥

৪৩৭। বাণ-যুদ্ধ।

এ গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে তিন জনের ভণিতা দৃষ্ট হইতেছে। গ্রন্থে কোন রচনাকাল নির্দিষ্ট নাই। হস্তলিখিত পুথিখানি নিতান্ত আধুনিক—১২২৪ সণীর লিখিত। ভাষা সহজ ও আড়ম্বরবিহীন।

আরম্ভ ;—

শুন শুন সর্ব্বলোক হৈয়া হরষিত।
বাণরাজার যুদ্ধ শুন হৈয়া একচিত ॥
যথাতে পূজএ কন্যা দেবী বিষহরী।
অনিরুদ্ধ উষা কথা কহিব বিস্তারি ॥
* * * *
* * * *

মহারাজচক্রবর্ত্তী বাণ মহামতি।
সহস্রেক ভুজ তান নাই অব্যাহতি ॥
ব্রহ্মশাপে বিজয় যম অনুচর।
দৈত্য হৈয়া জন্মিলেক সভার ভিতর ॥
হিরণ্যকশিপু পুত্র খ্যাত ত্রিভুবনে।
মায়া করি সংহারিল দেব নারায়ণে ॥
তার পুত্র প্রহ্লাদ যে সুর মহাশয়।
মুক্তিপদ পাইলেক গোবিন্দ সদয় ॥

শেষ ;—

অনিরুদ্ধ উষা গেল শ্বশুরের সঙ্গে।
কেহ নাচে কেহ গায় মনোহর রঙ্গে ॥
কৃষ্ণকান্তদ্র গেল দ্বারিকা নগরী।
প্রণাম করিয়া রাজা গেল নিজপুরী ॥
যার যেই পুরেতে চলিলা ততক্ষণ।
আনন্দে পূর্ণিত হৈয়া সকলের মন ॥
এই পুস্তক যেবা লেখে আর গায়।
দুঃখ ছাড়ি সুখ বাড়ে কহে দয়াময় ॥

ভণিতা ;—

(ক) শুন শুন চিত্ররেখা, না পাইলে তান দেখা,
আনলেতে ত্যজিমু জীবন।
গৌরীচরণ শুহে কয়, না ভাবিও বিস্ময়,
পাইবা পতি স্থির কর মন ॥
(খ) শ্রীনাথ দেবে কহে করুণা বচন।
করুণা করিয়া উষা করয়ে ক্রন্দন ॥
(গ) এই পুস্তক যেবা লেখে আর গায় ॥
দুঃখ ছাড়ি সুখ বাড়ে কহে দয়াময় ॥

৪৩৮। সত্যপীরের পাঞ্চালী।

এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানির রচয়িতার নাম কি, জানা যাইতেছে না। গ্রন্থমধ্যে কয়েকটি আরব্য ও পারস্য শব্দ থাকিলেও ইহা মুসলমানের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। সেরূপ অনুমানের কোন প্রয়োজনও নাই। কাব্যপ্রারম্ভেই "নমো গণেশায়"

বাক্যে ইহাকে হিন্দু কবির রচিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। ইহার যে দুইখানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, সে দুইখানিই আধুনিক; পঞ্চাশ বৎসরের কিছু কম।

প্রথমে প্রভুর নাম মনেতে ভাবিয়া।
যার নাম লৈলে যায় শমন তরিয়া॥
প্রণমোহ সত্যপীর নিয়ত হাসিল।
যাহার প্রতাপে পুনি ভরিছে অখিল॥
সরস্বতীর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া।
শুদ্ধ পদ কহিবা আমার কণ্ঠে রৈয়া॥
ব্যাস বৃহস্পতি বন্দম শঙ্কর ভবানী।
কুরিম প্রচার সত্যপীরের যে ছিন্নি॥
কলিযুগে সত্যপীর আইল পৃথিবীত।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ হোন্তে হইল বিদিত॥
অতি পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
অন্ন বস্ত্র না মিলে ভিক্ষা মাগি খাইল॥
নিত্য নিত্য সেই বিপ্র করিয়া মাগন।
আপনার স্ত্রী পুত্র করয় পালন॥
আর একদিন বিপ্র ভিক্ষারে যাইতে।
আচম্বিত সত্যপীর দেখিল পন্থেতে॥

শেষ;—

সুবর্ণের মুদ্রা ভাঙ্গি ছিন্নি যে করিলা।
আসিয়া পুছিয়া কন্যা ঘরে প্রবেশিলা॥
সেই হন্তে সদাগরের সম্পদ অপার।
সকল ভুবনে হৈল প্রশংসা তাহার॥
সত্যপীরের ছিন্নি করএ যেই জনে।
মস্কিল আসান হৈয়া বাড়ে দিনে দিনে॥
পীরের পাঞ্চালী শুনএ যেই জনে।
ঐশ্বর্য্য বাড়এ তার সঙ্কট না মিলে॥

৪৩৯। রাধার সংবাদ—ঋতুর বারমাস

শ্লোকসংখ্যা ৫৮

কৈয় কৈয় প্রাণ রিত * রাধার সম্বাদ।
নিমায়া নিঠুর হৈয়া গেল প্রাণনাথ॥
পউষ মাসেতে রিত পড়এ শিশির।
কৃষ্ণ বিনে চিত্ত মোর হইল চৌচির॥
হেমন্তের রিত বহে দীঘল যামিনী।
কৃষ্ণ বিনে কিরূপে বঞ্চিমু অভাগিনী॥
মাঘ মাসেতে রিত নগুণ পড়ে জাড় ।†
ছাড়ি গেল প্রাণকৃষ্ণ কি গতি আমার॥

ভণিতা ও শেষ:—

মধু মিষ্টা লাগে মোর গরল সকল।
বহি যায় কর্ণাট রাগ জীবন বিফল॥
বসুবেদ মাসে রাধার না পুরিল আশ।
হীন কমরালী কহে এই রিতের বার মাস॥
বার মাস পদবন্ধ করিলুম রচন।
অপরাধ পাইলে ক্ষমিবা গুণিগণ॥
যেবা গায় যেবা শুনে রিতের বারমাস।
সর্ব্বত্রে কুশল তার আপদ বিনাশ॥

৪৪০। চৌত্রিশ অক্ষরের চৌতিশা।

শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৪০

আরম্ভ;—

কয়ে বোলে কতদিনে হইমু উদ্ধার।
কোন হেতু ভবের জঞ্জাল হৈব পার॥
কৃষ্ণনাম মুখে ভরি বোল বারে বার।
কৃষ্ণ বিনে নিস্তারিতে কেবা আছে আর॥
খেণে খেণে উঠে মনে হরিরসবাণী।
খেণেকে গোবিন্দের নামে কাঁপয়ে পরাণী॥

* রিত—ঋতু।
† নগুণ—নবগুণ। জাড়—জাড়া, শীত।

শেষ ;—
হয়ে বোলে হরি হরি বোল সর্ব্বক্ষণ।
হাসিতে খেলিতে জন্ম যায় অকারণ॥
হরি ভাবে হরি চিন্তা হরি কর সার।
হরি বিনে ভবেতে বন্ধু নাহি আর॥
ক্ষয়ে বোলে ক্ষীণ হৈল সংসার আনলে।
খলতা করিয়া জন্ম গেল অকালে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা রসে মজি না চিন্তিলাম পরিণাম।
ক্ষেণেকে গোবিন্দের নাম মনে না লইলাম॥
ভণিতা ;—
এ সব বৃত্তান্ত জানি, ভজ কৃষ্ণ চূড়ামণি,
ভবের জঞ্জাল হৈবা পার।
দর্পনারায়ণ দাসে কয়, কৃষ্ণচন্দ্র দয়াময়,
অনন্তে যে অন্ত নাহি পায়॥

৪৪১। সীতার দশমাস।

শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০

বৈশাখ মাসের দিনে নানা পুষ্পময়।
রাম হৈছেন নরপতি সর্ব্ব লোক কয়॥
তাহাতে পাষণ্ড বিধি দৈবের লিখন।
ভরতেরে দিয়া রাজ্য রাম গেলেন বনে॥
হাহা প্রভু রামচন্দ্র ত্রিভুবনসার।
এই মাস গেল বৈয়া না কৈলা উদ্ধার॥
শেষ ;—
উদ্ধারিয়া নিল সীতা রঘুর নন্দন।
সবংশে রাবণ রাজা করিয়া নিধন॥
রাবণ বধিয়া সীতা করিল মোচন।
ভগ্ন সেনা লই রাজা হৈলা বিভীষণ॥
ভ্রাতৃসঙ্গে অযোধ্যাতে গেলেন রঘুমণি।
পাইলা পরম সুখ সীতা ঠাকুরাণী॥
ভণিতা ;—
দশ মাসের দশ থোষা লওরে গণিয়া।
এই গীত জোড়াইয়াছে শ্রীধর বানিয়া॥
শ্রীধর বানিয়া হয় মুরারি ওঝার নাতি।
রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিলা রঘুপতি॥

৪৪২। সখীর বারমাস।

শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০

শুন শুন প্রাণসখি দুঃখের কাহিনী।
বিদেশে গেলা রে প্রভু ছাড়ি অভাগিনী॥
* * * *
কৃপার সাগর প্রভু দয়ার ঠাকুর।
প্রথম কার্ত্তিক মাসে হইলা নিঠুর॥
গমনকালেতে প্রভুর কঠিন হিয়া প্রাণ।
এক তিল না দেখিলে না রহে পরাণ॥
শেষ ;—
আশ্বিন মাসেত সখী পুরাইল বার মাস।
আসিব আসিব করি মনে ছিল আশ॥
আসিব আসিব করি মনে ছিল আশ।
না আসিল প্রাণনাথ হইলাম নিরাশ॥
ভণিতা ;—
সেখ জালালে কহে ভাবক ভাবিনী।
চিন্তা না করিও স্বামী আসিব আপনি॥

৪৪৩। নারায়ণ দেবের পাঞ্চালী।

প্রারম্ভ :—
বন্দ সত্যনারায়ণ, দয়া কর অনুক্ষণ,
মতি রহুক তুয়া পদতলে।
নিবেদিএ কায়মনে, রহে যেন অনুক্ষণে,
মধুকর যে হেন কমলে॥
সংসারের সার তুমি, কি বাখানিতে পারি আমি,
তুমি চারি বেদের আধার।
তোমা সেবি প্রজাপতি, সৃষ্টি করে নিতি নিতি,
ত্রিভুবনে যার অধিকার॥
শেষ ;—
শুভবার্ত্তা পাইয়া ঘরে, মাএ ঝিএ পূজা করে,
কন্যা হেতু হইল বিপাকে।
জামাতা ডুবিল দেখি, কান্দে সাধু হৈয়া দুখী,
জামাতা বোলিয়া সাধু ডাকে॥

তাকে দয়া কৈলা ঘাটে, ডিঙ্গা ডুবা পুনঃ উঠে,
হরষিত হইল সদাগর।
পুরবাসী যত জন, সব আনন্দিত মন,
পূজার দ্রব্য করিল বিধান ॥
ঘরে নিয়া মধুকর, পূজা দিলা সদাগর,
সোয়া প্রমাণে দ্রব্য আনি।
পুরোহিত দ্বিজবরে, আনিয়া তা সভারে,
সবে মিলি করিলা যে ছিন্নি ॥
ব্রাহ্মণের বেশ হৈয়া, নিজ মূর্ত্তি দেখা দিয়া,
দুঃখ ঘুচাইলেন নারায়ণ।
ভক্তবশ সদায় প্রভু, অন্য মত নাহি কভু,
এই কথা পুরাণ প্রমাণ ॥
ভণিতা ;—
ভাবি সত্যনারায়ণে, দ্বিজ দীনরামে ভণে,
ভাষা ব্যাস গিরির পাঁচালী।
প্রভুর চরণে মন, রহুক অনুক্ষণ,
নিবেদিনু করি পুটাঞ্জলি ॥

৪৪৪। মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী

প্রণমোহ পরম দেবতা আদ্যা দেবী।
ব্রহ্মা হরিহর থাকে যার পদ সেবি ॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন তিন গুণে যুতা।
প্রসূতি পালন তুমি শিবশক্তিভূতা ॥
যার নাম স্মরণে ত্বরিতে দুঃখ যায়।
মহাপদ পায় ভাল ঈষৎ লীলায় ॥
তাহান চরিত্র কিছু রচিবারে আশা।
লোক পরিতোষেরে কহিমু দেশী ভাষা ॥
আছে অতি পশ্চিমে যে নগর উজানি।
বিক্রমকেশরী তথা নৃপশিরোমণি ॥
শেষ ;—
ঘরে ঘরে করিলেক মঙ্গল অধিষ্ঠান।
বিক্রমকেশরী রাজা কৈলা কন্যা দান ॥
অর্দ্ধ রাজ্য সমে দিলা জামাইরে কৌতুক।
নিজ পুরে চলে সাধু পাইয়া যৌতুক ॥
প্রাসাদে সুবর্ণ সব কাঞ্চনে নির্ম্মিল।
তার মধ্যে সুবর্ণ-প্রতিমা স্থাপিল ॥
বিল্বপত্র অখণ্ড ষোড়শ উপচারে।
পূজিল মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গল বাসরে ॥
নানাবিধি বলিদান যতেক বিদিত।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে লোকে গায় গীত ॥
ভণিতা ;—
দুর্গার প্রস্তাব যে জনে শুনিব।
জন্মের সহস্র দুঃখ তখনে খণ্ডিব ॥

ইতি শ্রীমদন দত্তরচিত মঙ্গল-
চণ্ডিকার পাঁচালী সমাপ্ত।

৪৪৫। রাধিকার চৌতিশা

আরম্ভ ;—
কহে সব গোপনারী উদ্ধব সম্বোধি।
কোন্ অপরাধে ছাড়ি গেল গুণনিধি ॥
কোথা হোতে আসিয়া যে দারুণ অক্রূর।
কৃষ্ণ হেন গুণনিধি নিল মধুপুর ॥
খরশাণ বাণে মনমথ দহে তনু।
খাইমু গরল বিষ যদি না আইসে কানু ॥
খণ্ড তপস্যা কৈলুম্ মুই গোপনারী।
খগপতিনাথ গেল আমা [illegible] ছাড়ি ॥
শেষ ;—
হরির পাদপদ্মে আরাধি রহিমু।
সমুদ্র-সম্ভব মুই খাইয়া মরিমু ॥
হরি পরে গতি নাই আমি অভাগিনী।
হতাশ কমল যেন বিচ্ছেদে দিনমণি ॥
হিয়াত উথলে তাপ সতত অনঙ্গে।
হত অভাগিনী রাধা দরশন মাগে ॥
ক্ষীণ তনু হৈল নিত্য কানুকে ভাবিয়া।
ক্ষমা দি রহিতে নারি বিদরয়ে হিয়া ॥
ভণিতা ;—
ক্ষীণ দেবীদাসে কহে শুন গোপনারী।
ক্ষিতিতলে মুক্ত হৈবা ভজিলে শ্রীহরি ॥

৪৪৬। কালকেতুর চৌতিশা।

আরম্ভ ;—

কান্দে কালকেতু বীরে, কষ্ট পাইয়া কলেবরে,
কর্কশ বন্ধনে কারাগারে।
কৃপা কর রাঙ্গাপদে, কঙ্কণের অপরাধে,
কলিঙ্গে কাটিব কালি মোরে ॥
গোধারূপে পথ জুড়ি, গড়াইয়া আছিলেন গৌরী,
জ্ঞান নাহি ছিল মোর মনে।
গলে দিয়া গুণফাঁসী, গাণ্ডীবে বান্ধিলুম আসি,
গৃহে দিলুম্ গৃহিণীর স্থানে ॥

শেষ ;—

হস্ত জোরে করম্ স্তুতি, হরিষ হইয়া মতি,
হিত কর হরের ঘরণী।
হুহুঙ্কার মারি হানা, হত কর নৃপসেনা,
হিমগিরি রাজার নন্দিনী ॥

ভণিতা ;—

ক্ষেমঙ্করী খড়্গ ধরি, ক্ষয় কৈলা যত অরি,
ক্ষম দোষ অভয়া পার্ব্বতী।
ক্ষণে ক্ষণে প্রণমিয়া, ক্ষিতিতলে লোটাইয়া,
শ্রীচান্দ দাসের কাকুতি ॥

৪৪৭। সুধন্বার চৌতিশা

করজোড়ে সুধন্বায় করয় স্তবন।
করুণাসাগর প্রভু তুমি নারায়ণ ॥
কাকুতি করিয়া ডাকম্ স্মরণে তোমারি।
কৃপা করি অধমেরে করহ উদ্ধার ॥
খল খল করে অগ্নি আমা দহিবারে।
খণ্ডাও আপদ মোর ডাকম্ তোমারে ॥
খসিল বসন বেশ আনলের ডরে।
খণ্ডাও আপদ প্রভু সেবকের তরে ॥

শেষ ;—

হীন বোধ করি দয়া না কর আমারে।
হিতকথা কহ আসি বাপের গোচরে ॥
হরিণীর রূপে আইলা মারীচ দুর্ম্মতি।
হরিণ আপনা দোষে হইলা দুর্গতি ॥
ক্ষীণবুদ্ধি হৈয়া যেই ভাবে অনুক্ষণ।
খণ্ডাও তাহার দুঃখ প্রভু নারায়ণ ॥

ভণিতা ;—

ক্ষণেক ভকতি করি প্রভু জনার্দ্দনেণ
খণ্ডিব সকল দুঃখ রামানন্দে ভণে ॥

৪৪৮। দময়ন্তীর চৌতিশা।

আরম্ভ ;—

কহে দময়ন্তী নৈষধ রাজন।
কর অবধান প্রভু করম্ নিবেদন ॥
কর্ম্মদোষে বিধি বাদী কি বোলিমু আর।
কৌতুকে খেলাই পাশা হারাইলা সংসার ॥
খেদ পরিহরি প্রভু শুনহ বচন।
খণ্ডিব সকল দুঃখ স্মর নারায়ণ ॥
খগেন্দ্র বাহনপতি সে বংশে উদ্ভব।
ক্ষিতিতে জন্মিয়া কষ্ট পাইয়াছে রাঘব ॥

শেষ ;—

হরসুতাবাহন-নাদে না রহে জীবন।
হেরিয়া চাহিতে বন্ধু নাহি কোন জন ॥
হাহা প্রভু নল রাজা কোথা গেলা চলি।
হীন জন পরাভব সহিতে না পারি ॥
ক্ষৌণিজা গর্ব্বের গর্ভ রিপুর কুমারী।
ক্ষবনিতে পূজা করি হেন ফল ধরি ॥

ভণিতা ;—

ক্ষীণ বিষ্ণুসেনে কহে দময়ন্তী সতী।
খলতা ছাড়িলে কলি পাইবা নিজ পতি ॥

৪৪৯। ভূমিকম্প গ্রহস্তি।

আরম্ভ ;—

নেত্র বসু সাত পূরিয়া সন্ধান।
শকাদিত্য সন এই শাস্ত্র পরিমাণ ॥
নেত্র পাখা দুই চন্দ্র বৈসে এক স্থান।
মঘী সন আছিলেক এই পরিমাণ ॥

মধুমাসে ত্রিবিংশতি দিবস সুন্দর।
শুক্লপক্ষ দশমীতে ভার্গব বাসর ॥
বেদ দণ্ড বেলা স্থিতি লোকের বিদিত।
অকস্মাৎ ভূমিকম্প হৈল পৃথিবীত ॥
শেষ ;—
ধরণী ধরিতে লোক স্থির হৈতে নারে।
পুষ্করিণী হৈতে জল নিকলে বাহিরে ॥
স্থানে স্থানে মেদিনী ফাটিয়া উঠে পানি।
কত কত স্থানে লোকে হারাইল প্রাণি ॥
সমুদ্র পর্ব্বত কৈল পর্ব্বত সাগর।
স্থাবর জঙ্গম আর কাঁপে থরে থর ॥
কতক্ষণ ব্যাজে স্থির হৈল বসুমতী।
রহিল সকল সৃষ্টি কহিল ভারতী ॥
ভণিতা ;—
এই বাক্য কত দিন স্মরণ কারণ।
জগদীশ সিংহে কহে তাহার বচন ॥

৪৫০। তামাকু-চরিত্র।

আরম্ভ ;—
এক দিন পরীক্ষিৎ বসিয়া নির্জ্জনে।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিলা শুক মুনি স্থানে ॥
রাজা বোলে মহামুনি করি নিবেদন।
কহিবা আমাতে এক অপূর্ব্ব কথন ॥
সংক্ষেপে তামাকু কথা কহিবাম তোমাত।
যেরূপে তামাকুর জন্ম হৈল পৃথিবীত ॥
দেবগণে মিলি যদি সমুদ্র মথিল।
রত্ন আদি নানা বস্তু তাতে জন্মিল ॥
যত দ্রব্য উপজিল যার যেই রুচি।
মহাবস্তু উপজিল তামাকুর বীচি ॥
লুকাইয়া রাখিল বীচি প্রভু গদাধরে।
পেলিল * তামাকুর বীচি পৃথিবী উপরে ॥
তামাকুর বীচি যদি ভূমিতে পড়িল।
জনম সফল হেন পৃথিবী মানিল ॥

* পেলিল—ফেলিল।

শেষ ;—
শ্বশুরে তামাকু খান চাহেন জামাই।
বিলম্ব দেখি নিঃশ্বাস ছাড়ে চিন্তাযুক্ত হই ॥
সাসাক্ষে তামাকু খায় তারে বোলে ভাই।
হোক্কাটি দেও যদি এক টান খাই ॥
কহিলাম এই সব তামাকু-চরিত্র।
তামাকুর জন্ম হইতে ভুবন পবিত্র ॥
জগতে বিচারি কহি তামাকু পুরাণ।
শুক মুনি কহিলেক পরীক্ষিৎ রাজ স্থান ॥
পৃথিবী জন্মি লোকে তামাকু না খায়।
প্রাণ যাইতে সেই নরে বড় দুঃখ পায় ॥
মৃত্যু হইলে জন্ম হয় শৃগাল উদরে।
হোকা হোকা বলিয়া ডাকয়ে উচ্চস্বরে ॥
ভণিতা ;—
ধুলাতে গড়াগড়ি যায়, কান্দে কন্যা দীর্ঘরায়,
রচিলেক সীতারাম করে।
অপমান দুঃখ মনে, সাধু ভাবে অন্য মনে,
বোলে প্রিয়া তামাকু দিব তোরে ॥
প্রতিলিপিখানি ১১৭৯ মঘীর লিখিত।

৪৫১। কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা।

আরম্ভ ;—
কদম্বের তলে কানু মুরলী বাজায়।
খঞ্জনগমনী রাধে ফিরি ফিরি চায় ॥
গলার মুতি রাধার করে রঙ্গ ঢঙ্গ।
ঘন ঘন নৃত্য করে ময়ূরে করে রঙ্গ ॥
শেষ ;—
বকুল কদম্ব মালা মালতী কিশোর।
শডে শতে বৃন্দাবনে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হৈলা সেই ঠাঁই।
শতে শতে নাগরী নাগর কানাই ॥
ভণিতা ;—
হরি হরি হরি হরি পরবন্ধু।
ক্ষণেকে বিশ্রামে বোলে দীন ভবানন্দ ॥

৪৫২। কালিকাষ্টক শ্লোক

জয় চণ্ডী বিঘ্নখণ্ডী চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী।
শুম্ভাসুর কৈলা দূর ভীমারূপে আপনি ॥
তীক্ষ্ণ অসি রিপু নাশি মৈষাসুরমর্দ্দিনী।
বন্দম শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজনন্দিনী ॥
শেষ ;—
তমঃ অঙ্গ জিনি রঙ্গ অধর সুরঙ্গিণী।
ভুবনমোহন বেশ ভুরু কামভঙ্গিনী ॥
শম্ভু ভাবে কৃপা আশে পাদপদ্মে সুধা যামিনী।
বন্দম্ শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজনন্দিনী ॥
ভণিতা ;—
শম্ভু কহে হেন লয় দেখি হরঘরিণী।
বন্দম্ শ্রীপাদপদ্মে শৈলবাজনন্দিনী ॥

৪৫৩। একাদশীর ব্রতকথা।

দেব নিরঞ্জন বন্দম্ সংসারের সার।
কহিতে না পারে যার মহিমা অপার ॥
কিছু কহিব আমি পুরাণ-কাহিনী।
দেব গুরু বন্দম্ আর যত ঋষি মুনি ॥
ব্রহ্মা আদি দেব বন্দম্ অষ্ট লোকপাল।
যাহার প্রসাদে লোকে করে ঠাকুরাল ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে যতেক দেবগণ।
সংক্ষেপে বন্দিব আমি তা সবার চরণ ॥
একাদশীর ব্রতকথা শুন সর্ব্বজনে।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন যে যুধিষ্ঠির স্থানে ॥
একাদশী তীর্থরূপে আপনি ভগবান্।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন পুরাণ-কথন ॥
শেষ ;—
একাদশী ব্রত যেবা করে ভক্তিমতি।
সর্ব্বপাপ হরে তার বিষ্ণুলোকে গতি ॥
পাপী নিস্তারিতে বিষ্ণু সৃজে একাদশী।
রোগ ব্যাধি হরে তার করিলে একাদশী ॥
সঙ্গে কেহ না যায় আর পুত্র পরিজন।
একাদশী কৈলে হয় পরলোকে ধন ॥
একাদশী তুল্য ব্রত ত্রিভুবনে নাই।
পাপী নিস্তারিতে কৃষ্ণ আসিলা এথাই ॥
ভণিতা ;—
একাদশী পাঞ্চালী রচে বুড় শ্রীধরে।
যেই জন শুনে তার সর্ব্ব পাপ হরে ॥

৪৫৪। লক্ষ্মীব্রত পাঁচালী।

পদসংখ্যা ১০৮

প্রারম্ভ ;—
প্রণমোহ নারায়ণ যত চরাচর।
যাহার সৃজন হয় যত দেব নর ॥
সরস্বতী প্রণমোহ তাহান বনিতা।
যাহার প্রসাদে হয় সরস সঙ্গীতা ॥
দেব ঋষি মুনিগণ করম্ বন্দন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বন্দম্ তিন জন ॥
মাতা পিতা গুরুপদে করিয়া পিয়ালি।
লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রতকথা রচিব পাঞ্চালী ॥
একদিন নারায়ণ করিয়া ভ্রমণ।
যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে কৈলা উপাসন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলে বিনয়-বচন।
করজোড়ে স্তুতি করি বৈস নারায়ণ ॥
করজোড়ে জিজ্ঞাসয়ে গোবিন্দচরণে।
লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রত গোসাঞি করিতে লয় মনে ॥
শেষ ;—
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে ঐশ্বর্য্য হইল।
লক্ষ্মীচন্দ্র বরে দ্বিজ সুখে নির্ব্বাহিল ॥
নবরত্ন গাভী দুগ্ধ বৃক্ষ যে গ য় ধন।
সন্তোষ হইয়া দ্বিজ করয় বঞ্চন ॥
যেই জনে একমনে করয়ে পূজন।
তাহারে প্রসন্ন হয় লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
যেই জনে অবজ্ঞা করয়ে কদাচিৎ।
বহু দুঃখ পায় সেই পুরাণ লিখিত ॥

কত দিন সুখে বিপ্র করিয়া বসতি।
রথে চড়ি অন্তকালে হৈল স্বর্গগতি॥

ভবিষ্যপুরাণ-কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ বিদ্যা অভিরাম পাঞ্চালী বাখান॥

৪৫৫। জ্ঞান বারমাস।

পদ-সংখ্যা ৬৬

বৈশাখে বসন্তের বাও তরু মেলে পাত।
দুই ডালে ভর করে ত্রিজগতের নাথ॥
নানা পুষ্প ফল ধরে বায়ু করে গতি।
মহা সুখে কেলি করে ত্রিজগতের পতি॥

ত্রিবেণীর ঘাট বৈসে দেখিতে সুন্দর।
কনক-কমলমধ্যে গুঞ্জরে ভ্রমর॥

শেষ;—

চৈত্রে চঞ্চল হর ব্রহ্মা নারায়ণ।
মন্দাকিনীজলে স্নান করে দেবগণ॥
যমুনা ঝগড়া জলে স্থাবর জঙ্গম।
প্রকাশিত হৈয়া আসে নিদারুণ যম॥
যম না বলিও তারে দেবের দেবরাজ।
যদুনাথে গায় গীত গুরুর সমাজ॥
যেই গায় যেই শুনে জ্ঞান বারমাস।
পাপ ছাড়ে পুণ্য বাড়ে অন্তে স্বর্গবাস॥

ইহার রচয়িতা কি পূর্ব্বোক্ত যদুনাথ নহেন?

৪৫৬। বিদ্যাসুন্দর।

ইহাকে অন্যান্য বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যাইতে পারে। বোধ হয়, কবি বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের সারাংশ লইয়াই ইহা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায় নাই; মধ্য-ভাগের যেটুকু আছে, তাহাতে কবির রচনা-নৈপুণ্য, কি কবিত্বের বড় একটা বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না। কবি তেমন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থের এক স্থলে এইরূপ একটা ভণিতা আছে;—

গুরু রামচন্দ্র-পদ ধরিয়া মাথায়।
লক্ষ্মার নন্দন কবি নিধিরাম গায়॥

এবং অন্য এক স্থলে "শ্রীকবিরতনে গায়", এই ভণিতাও দৃষ্ট হয়। কবি নিধিরামই যে কবিরত্নোপাধিক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। "বিদ্যার গর্ভসংবাদ-শ্রবণে রাণীর তিরস্কার" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি;—

শুনিয়া মায়ের কথা সে চন্দ্রবদনী।
সাহসে কপট জুড়ি ভাঁড়ায় জননী॥
শুন মাও তোমার বাক্যে মনে লাগে দুখ।
শরীর ভিতরে মোর আছে তিন রোগ॥
সর্ব্ব অঙ্গেত বায়ু দুঃখ পাই আমি।
সর্ব্বক্ষণে সে কারণে উঠে মোর হামি॥
সম্পূর্ণ শরীর হৈছে পীলাইর * কারণ।
শিশু হস্তে আছে কুচ কাজল বরণ॥
সপ্ত অষ্ট দিনাবধি গাও বেয়ারাম।
সদায় অজীর্ণ ভাব বড় দুঃখ পাম॥
সকৌতুকে শয্যা কৈলুম পতি * *।
সেই সে কারণে বুঝি উঠে মিছা বাণী॥

আরও একটু দেখুন,—

"গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥"

এই শ্লোকের কবি এই অনুবাদ করিয়াছেন;—

* পীলাই—প্লীহা।

বক্তের (?) মধ্যম মাঝা শুন মৃগ আঁখি
সহস্র নয়ান ধরে কিঙ্করের দেখি।
বসুন্ধরাধর সে যে তাহার গর্ভেরে।
মত্ত হৈয়া গোকর্ণভক্ষকে শব্দ করে॥
সর্প যে ভক্ষণ করে তার নাম শিখী।
পর্ব্বত তাহার নাম শুন চন্দ্রমুখী॥

৪৫৭। সূর্য্যব্রত-পাঁচালী।

প্রারম্ভ ;—
প্রণমোহ সরস্বতী চরণযুগল।
একে একে বন্দম্ মুই দেবতা সকল॥
ইষ্টদেব প্রণমোহ মনের যে রঙ্গে।
আনন্দে জনক বন্দম্ জননীর সঙ্গে॥
* * * *
যেই গুরু শিখাইল জ্ঞান ভাল মন্দ।
তাহার চরণ বন্দম্ হইয়া আনন্দ॥
আর বহু প্রণমিয়া বোলম্ বারে বার।
এবে মুই প্রণাম করম দিবাকর॥
রচিবারে চাহি কিছু তাঁহার চরিত্র।
একচিত্তে শুন ব্রতী হইয়া পবিত্র॥
* * * *
পূর্ব্বে এক গ্রামে ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুই কন্যা নারী সহ পোষে চারি জন॥
ভিক্ষা মাগি খায় দ্বিজ আজন্ম অবধি।
দুঃখিত করিয়া তাকে সৃজিয়াছে বিধি॥
শেষ ;—
তবে রাজা করিলেক সূর্য্যের পূজন।
মরা মাতা পিতা রাজা দেখিল তখন॥
যুবরাজ পুত্রেরে রাজ্য সমর্পিয়া।
সূর্য্যপুরে গেল রাজা মা-বাপ লইয়া॥
এইমতে সূর্য্য পূজা করে যেই জন।
সর্ব্ব স্থানে রক্ষা তাঁরে করয়ে তপন॥
ধনে পুত্রে বাড়য়ে যে ঐশ্বর্য্য অপার।
বিঘ্ননাশ হয় তার আপদ নিস্তার॥
আদিত্যের পূজা যেই করে একমতি।
অন্তিম কালেতে তার হয় সূক্ষ্মগতি॥

ভণিতা ;—
অল্প বয়স মোর দ্বিজকুলে জাত।
পণ্ডিত না হম্ মুই কহিলুম তোমাত॥
মনেতে ভাবিয়া মাত্র দ্বাদশ আদিত্য।
কবিতা কহিতে মোর প্রকাশিল চিত্ত॥
গুরুগণে আদেশিল পরম সন্তোষে।
ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসয় বিশেষে॥
গ্রামাধিপ মহারাজা ধর্ম্মেতে তৎপর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে সভা আছে নরেশ্বর॥
সেই গ্রামে নিবসতি শ্রীরামজীবন।*
সূর্য্যের চরিত্র মাত্র করিব রচন॥
রচনাকাল ;—
ইন্দু রাম ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
শ্রীরামজীবনে ভণে আদিত্যচরিত॥

৪৫৮। সীতাহরণ যাত্রা।

এই গ্রন্থখানি ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা। ইহা দেশবিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ৺শ্যামাচরণ খাস্তগিরীর লেখনীপ্রসূত। ইনি সর্ব্বত্র "শ্যামাচরণ বাবু" নামে পরিচিত। ডাক্তার ৺অন্নদাচরণ খাস্তগিরী ও সবজজ ৺বাবু উমাচরণ খাস্তগিরী ইহাঁর ভ্রাতা। শ্যামাচরণ বাবুর গানের দল ছিল। সম্ভবতঃ তিনি ইহা স্বীয় দলে অভিনীত করিবার জন্যই রচনা করিয়াছিলেন। ইহার আদ্যন্ত পদ্যময় নহে, মাঝে মাঝে সেকেলে গদ্যও আছে; কিন্তু অধুনা পদ্য লিখিবার যে সকল অদ্ভুত রীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে এ গ্রন্থের গদ্যকেও এক শ্রেণীর পদ্য বলা যাইতে পারে। ইহার ভাষা ও রচনা-প্রণালী

* এখানে একটি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইতেছে। লেখক যে গ্রামের কথা বলিতেছেন, তাহার নাম কোথায় গেল ?

কিরূপ, নিম্নোদ্ধৃত চারিটি সঙ্গীত হইতে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(১) তাল যৎ।

রক্ষ বিপত্তি সময়ে ভবদারা!
কে রাখিবে বিপৎকালে বিনে তোমা তারা।
সঙ্কটে পড়েছি বড়, হর হর ক্লেশ হর,
কিঞ্চিৎ করুণা কর দুর্গে সারাৎসারা।
চঞ্চল জীর্ণ তরণী, কটাক্ষে হের জননী,
হের মা হরঘরণী বহুদুঃখহরা॥

(২) তাল একতালা।

ধনী বনে একাকিনী কেনে।
নির্জ্জন কাননে কামিনী কি মনে,
আশ্রয় বিহনে, থাক গো কেমনে।
রাজবালা কিবা দেববালা,
রাক্ষসী মানুষী গন্ধর্ব্ব অবলা,
নাম ধাম কিবা কার কুলবালা,
বলহ সরলা শুনিয়ে শ্রবণে।
তড়িত-জড়িত গরিত-বরণী,
ক্ষীণ কটি তথি কুরঙ্গ-নয়নী।
অপাঙ্গে অনঙ্গ মোহ পায় ধনী
কলঙ্কবর্জ্জিত সুধাংশুবদনে॥

(৩). তাল কাওয়ালি।

জিনি চঞ্চল দামিনী সৌদামিনী,
মুখ কলঙ্কবর্জ্জিত শত সুধাকর জিনি,
বল কাহার কামিনী, বনে কেন একাকিনী,
থাক নির্জ্জনে কুটীরে বল কি সাহসে ধনী।
ধন্যে কি লাবণ্যে কার কন্যে,
এ অরণ্যে, কিবা জন্যে অসামান্যরূপে ধনি!
ক্ষীণ কটি দেখি সিংহ অভিমানী,
মৃগনেত্র দৃষ্টি মাত্র বন ত্যজিল হরিণী॥

(৪) তাল একতালা।

হায় স্বর্ণমৃগ আশা জন্যে এ দুরদশা,
সর্ব্বসুখ আশা-শেষ হইল।
মৃগতৃষ্ণা প্রায় কাল মৃগ আশা,
মম সর্ব্বনাশ করিল।
সুখেরি আশায় কৈলেম মৃগ আশা,
সে আশায় মম ঘটিল এ দশা;
শুনে কটু ভাষা, শূন্য করে বাসা,
দেবর লক্ষ্মণ কোথায় রহিল।
বহু আশা ছিল শেষে হবে সুখ,
সে আশা নৈরাশা হইল।
পঞ্চবটীমূলে কুলনাশা বাসা,
কি আশা আমি করিলেম;
পূর্ণ হইত এই দুঃখিনীর সর্ব্ব আশা,
এ সময় যদি হৈত রামের আসা;
নাথের আসার আশা দূরেরি পিপাসা,
আশা মাত্র আসা না হইল।

শ্যামাচরণ বাবুর জন্মস্থান চট্টগ্রাম পটীয়ার থানার অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডী—এই লেখকের স্বগ্রামেই। পরে তাঁহার জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করা যাইবে।

৪৫৯। সুবচনীর ব্রতকথা।

রচয়িতার নাম জানা যায় নাই। পদ-সংখ্যা ৭০।

বন্দম্ মাগো সুবচনী* প্রণাম করিয়া।
সুবচনী ব্রতকথা কহিমু রচিয়া॥
ত্রিদশের দেবী মাগো জগতের মাতা।
ভয়নাশ দুঃখনাশ কর সানন্দিতা॥
চন্দনে চর্চ্চিত তনু করেতে কঙ্কণ।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে সুচারু বদন॥
হেন মাগো সুবচনী প্রণমোহ মাথে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয় চলি যায় রথে॥

শেষ;—

রাজা মৈল পাটেতে বসিব কোন জন।
হস্তীর ঘরেতে আসি করিল পয়ান॥
বড়ুরে পৃষ্ঠেতে লৈয়া বসাইল পাটে।
পাত্র পঞ্চ জন বৈসে তারা পঞ্চ খাটে॥

---

* সুবচনী—শুভচণ্ডীর সংক্ষিপ্ত অপভ্রষ্ট নাম মাত্র

সুবচনীর ব্রত করে প্রতি শুক্রবার।
* * * *
বাসি মুখে বাসি হাতে যে করে স্মরণ।
আপদে না লঙ্ঘে তারে যাবত জীবন॥
যেবা পঠে যেবা শুনে কহন না যায়।
আপদে না লঙ্ঘে তারে ঠাকুরাণী পায়॥

৪৬০। জৈগুণের বারমাস।

পদসংখ্যা ৩৭

প্রারম্ভ ;—
মাধবী মাসেত মন্মথ মহীরাজ।
মহোৎপল দণ্ড রুচি মধু সেনা সাজ॥
মধুব্রতকুল মধুমত্ত তমোনাথ।
মধুরস ফুটয় পরভৃত কুহুনাদ॥
মনোরম বনস্পতি প্রফুল্ল মুকুল।
মানিনী বিভঙ্গ মনে বিরহে আকুল॥
শেষ ;—
মধুমাসে মধু ঋতু মধুরি মধুর।
মাধবী মালতী মল্লী বিকাশে প্রচুর॥
মলয়া পবন বহয় অতি মন্দ।
মধুকর ঝঙ্কারে পীয়য়ে মকরন্দ॥
মর্ম্মকেতু মদনে পীড়িত সর্ব্ব দেশ।
মরিমু গরল ভক্ষি বৎসরের শেষ॥
ভণিতা ;—
মরণ বিফল সতী যদি কভু মিলে।
অচিরে মিলিব প্রভু হারি পণ্ডিত বোলে॥

এই মহম্মদ হারি পণ্ডিতের নিবাস চট্টগ্রাম আনোয়ারার অন্তঃপাতী ভিঙ্গরোল গ্রাম। ইনি ন্যূনাধিক দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের লোক।

৪৬১। রসরঙ্গের বারমাস।

পদসংখ্যা ৫১

প্রারম্ভ ;—
খেল রে প্রেমের খেলা রসের কামিনী।
খেলে হেলে দিন গেলে আর পাবে নি॥ ধুয়া।
কহি সবানের পাশ, রসরঙ্গের বারমাস,
যে মাসে রঙ্গরস জ্ঞানী।
বৃন্দাবনে হৃৎপালঙ্কে, বসিয়া প্রাণপ্রিয় সঙ্গে,
প্রেমানন্দে বঞ্চ কমলিনী॥
প্রথমে আশ্বিন মাসে, শরতের ঋতু বৈসে,
সাগরে নির্ম্মল হইল পানি।
নির্ম্মল নক্ষত্র শশী, প্রকাশ ধবল নিশি,
জলে শোভে পদ্ম কুমুদিনী॥
শেষ ;—
দেববন পাখিগণ, যার কাল যেই ক্ষণ,
প্রেমানন্দে নাদে ঋতজ্ঞানী।
জন্মিয়া মনুষ্যকুলে, কালে কার্য্য না করিলে,
অনুশোচে ত্যজিবা পরাণি॥
ভাদ্রেত বৎসর সাঙ্গ, যে করিল প্রিয়ারঙ্গ,
সে হইল স্বামীর সোহাগিনী।
ভণিতা ;—
কহে মতিওল্লা হীনে, যে রহিল বন্ধু বিনে,
সে হইল দু'কুল অনাথিনী॥
সৈখ খান মোহম্মদ, প্রণামি তাহান পদ,
আন সুতে কহি রসবাণী।
অর্থ ভাব রস ছন্দ, যদি হয় ভাল মন্দ,
বিচারে শোধিও দোষজ্ঞানী॥

৪৬২। নিমাইচাঁদের বারমাস।

পদসংখ্যা ২৮

প্রারম্ভ ;—
হা হা পুত্র নিমাইচাঁদ দুগ্ধের যাদুমণি
কিরূপে ধরাইমু চিত্ত শচী অভাগিনী॥
মাঘল মাসেতে নিমাই ব্যাকুল হইল।
কেশব ভারতী গুরু কি না মন্ত্র দিল॥
কি না মন্ত্র পাইয়া নিমাই হইলা উদাস।
বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে থুইয়া নিমাই যায় সন্ন্যাস॥
শেষ ;—
পৌষ মাসেত-রে নিমাই ভূমেরি রন্ধন।
রান্ধন চড়াই মাএ জুড়িল কান্দন॥

কান্দিতে কান্দিতে মাএ করিল শয়ন।
নিদ্রাতে আসিয়া পুত্র দেখাইলা স্বপন॥
অন্ন জল দিয়া মাএ করাইল ভোজন।
তুমি যাদু না দেখিলে ব্যাকুল জীবন॥
স্বপন জাগন হৈতে হারাইলুম গুণমণি।
এবে সে জানিলুম পুত্র বধিবা জীবন॥

এই বারমাসে লেখকের নাম পাওয়া যাইতেছে না।

৪৬৩। লায়লি-মজনু।

এই সুন্দর প্রাচীন পুথিখানি বর্ণজ্ঞান-বিহীন মুসলমান লিপিকরের হস্তে পড়িয়া যেরূপ ভ্রমজালে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে উহাকে উদ্ধার করা একরূপ দুঃসাধ্যই বলিতে হয়। লিপিকর এত অনবহিত ছিলেন যে, তিনি কোথাও একই চরণ দুইবার লিখিতেও বিরত হন নাই, কিন্তু কোথাও বা পদের এক চরণ লিখিয়া অপর চরণ লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া গ্রন্থখানি এতই ভ্রান্তিসঙ্কুল যে, ইহার সুন্দর দীর্ঘ ঋতুবর্ণনাটি একেবারেই অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার রচয়িতা একজন শিক্ষিত, সুন্দর কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে আপন বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া চট্টগ্রামে রাজশক্তির অভ্যুদয়ের যে বিবরণ নিবদ্ধ করিয়াছেন, ইতিহাস তাহার সমর্থন না করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বকীয় বংশবিবরণ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থের উক্ত বিবরণস্থল হইতে একটি পাতা হারাইয়া যাওয়ায় ইহার সম্যক্ পরিজ্ঞানের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। অন্য একখানি নকল না পাওয়া গেলে ইহা এরূপই থাকিবে। ইহার হস্তলিপিখানি ১১৯১ মগীতে অর্থাৎ ৭১ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়। গ্রন্থের এইরূপ ;—

প্রণমোহ আল্লা মহম্মদ নাম স্মার।
দোসর বর্জ্জিত প্রভু এক করতার॥
করিম করুণাসিন্ধু রহিম দয়াল।
রজ্জাক্ আহারদাতা পালক সভার।

* * * *

চতুর্দ্দশ ভুবন প্রভু সৃজিলা অবিলম্বে।
সপ্তখণ্ড গগন সৃজিলা বিনু স্তম্ভে॥
সে করে করতা প্রভু যেই মনে লয়।
সজীবকে মৃত করে মৃতকে জীয়ায়॥
রাজাকে মজায় শীঘ্র রাজ্যপাট হরি।
ভিক্ষুকের প্রতি করে রাজ্য অধিকারী॥
নির্ণিতে না হয় রঙ্গ বর্ণিতে বরণ।
কহিতে কথন নহে শুনিতে বচন॥
পঠিতে পুস্তক নহে লিখিতে অক্ষর।
বুঝিতে মরম তান অধিক দুষ্কর॥

গ্রন্থকারের নিজ পরিচয়বর্ণনপ্রসঙ্গে যে অদ্ভুত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণ বিষয়টি এখানে সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

তাহান নন্দন নাম, সব গুণ অনুপাম,
পীর সাহা জম্দ সুমতি।
ধর্ম্মবন্ত কলেবর, পাপ তাপ দুঃখহর,
দয়াশীল আন নাহি গতি॥
তান সুত গুণসিন্ধু, দরিদ্র দুঃখিত বন্ধু,
মহম্মদ সৈয়দ সুজন।
অবিরত শত শত ধর্ম্মমতি সাদরত,
প্রভু বিনে আন নাহি মন॥
পীর স্থির ধীর মতি, বীর বলবন্ত অতি,
মহম্মদ সৈয়দ তনয়।
ছিদ্দিক সমান জ্ঞান, হাতিম সমান দান,
আছওদ্দিন দয়াল।
বঙ্গদেশ মনোহর, তার মধ্যে শোভাকর,
নগর ফতেয়াবাদ নাম।

আছাওদ্দিন পীর, নির্ম্মল শরীর ধীর,
তথাতে বসতি অনুপাম ॥
* * * *
মুই পাপী দীনমতি, তুমি বিনে নাহি গতি,
এ ভবসাগরে কর পার ॥
সর্ব্বলোক নরপতি, ভুবনবিখ্যাত অতি,
আছিল হোছন সাহা বর।
তান রত্নসিংহাসন, অতি মায়া বিলক্ষণ,
গৌড়েত শোভিত মনোহর ॥
প্রধান উজীর তান, মহম্মদ খান নাম,
তাঁহান গুণের নাহি অন্ত।
অন্ন স্থলে স্থানে স্থানে, মস্‌জিদ সুনির্ম্মাণে,
পুষ্করণী দিল ঠাঁই ঠাঁই।
প্রতি দিন মহামতি, পিপীলা মক্ষিকা প্রতি,
সর্ব্ব রাত্রি দিলেন খাইবার।
কাক পিক পক্ষী আদি, শিব শিবা চতুষ্পদী,
পাঠাইলা সন্তান আহার ॥
অন্ধল আতুরি যত, পালিলেন্ত অবিরত,
দান ধর্ম্ম করিলা বিশেষ।
* * * *
প্রশংসা হইল সর্ব্বদেশ ॥
শুনিয়া দানের ধ্বনি, ক্রোধ হৈল নৃপমণি,
যত ধন লুটয়ে সদায়।
কেমন ধার্ম্মিক সার, এক অন্ধ বারে বার,
তাহাকে বুঝিমু পরীক্ষিয়া।
প্রথম কোপে বাঘের জালে,
ফেলিলা দেখিলা ভালে,
ব্যাঘ্র দেখি লামাইল মাথা।
দ্বিতীয়ে বান্ধিয়ে শিলা, সাগরেতে পরীক্ষিলা,
নামাজ পড়িলা সুখে তথা ॥
তৃতীয়ে বান্ধিয়া রাগে, দিলেন্ত হস্তীর আগে,
গজে দেখি ছালাম করিলা।
চতুর্থে জোতের ঘরে, রাখিলা হামিদ খাঁরে,
আনলে রহিয়া পরীক্ষিলা ॥
পঞ্চমে খড়্গের ঘাতে, পরীক্ষিলা নরনাথে,
খড়্গা ভাঙ্গি হৈল খান খান।
ষষ্ঠমে হানিয়া শর, পরীক্ষিলা নৃপবর,
অঙ্গে না লাগিল এক বাণ ॥
সপ্তমে গরল দিলা, মহারাজ পরীক্ষিলা,
করিলেন্ত প্রশংসা অধিক।
দেখিয়া জন্মায় সুখ, * * *
প্রসাদ করিলা * * ॥
নগর ফতেয়াবাদ,* দেখিতে পূরয়ে সাধ,
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোহর মনোরম, অমর নগরসম,
শতে শতে অনেক নিবাস ॥
* * * কর্ণফুলী নদীতট,
শুভপুরী অতি দিব্যমান।
চৌদিকে * * উচল বিস্তুর স্থল,
তাহে সাহা বদর পয়ান ॥
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে, উজীর হামিদ খাঁরে,
অধিকারী হৈল চাটিগ্রাম।
আত্মরূপ দান ধর্ম্ম, করিলা পুণ্যের কর্ম্ম,
আনন্দে রহিলা সেই ঠাম ॥
অনুক্রমে বংশ কত, গঞ্জিলেক এই মত,
গৌড়ের কুদিন হৈল দূর।
চাটিগ্রাম অধিপতি, নানামত মহামতি,
নৃপতি নেজাম সাহা সুর ॥
একশত ছত্রধারী, সভানের অধিকারী,
ধবল অরুণ গড়েশ্বর।
রজনী সময় হৈলে, মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে,
অপরূপ পুরীর অন্তর ॥
ওই যে হামিদ খান, আগ্নের উজীর তান,
তাহান বংশেত উৎপতি।
মোবারক খান নাম, রূপে গুণে অনুপাম,
সদা ধর্ম্মে কর্ম্মে তান মতি ॥
তান প্রতি মহীপাল, খিতাপ অধিক ভাল,
স্থাপিলেন্ত দৌলত উজীর।
সাধু সংলোক সঙ্গে, জনম বঞ্চিলা রঙ্গে,
ধর্ম্মরূপে ত্যজিলা শরীর ॥

---

* চট্টগ্রামের নাম কি কখনও ফতেয়াবাদ ছিল?

তান সুত মূঢ় সম, নাম মোর বহরাম,
মহারাজা গৌরব অন্তরে।
পিতাহীন শিশু জানি, দয়াধর্ম্ম অনুমানি,
বাপের খেতাপ দিল মোরে ॥
আছাওদ্দিন বন্ধু, তান পদ জ্ঞানসিন্ধু,
* * *
পুস্তক পয়ার সার, যেন মুকুতার হার,
রচিলেন্ত দৌলত উজীর ॥

উদ্ধৃত অংশে যে যে স্থানে বাদ দিয়া গিয়াছি, তাহার অনেক স্থলেই অর্থহীন শব্দরাশি বা একই শব্দ দুইবার লেখা,—কোথাও বা সেই সেই স্থলে কিছুই লেখা নাই।

এই গ্রন্থের ভাষার নমুনাস্বরূপ অপেক্ষাকৃত নির্ভুল মজনু-বিলাপ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সমগ্র গ্রন্থের ভাষাই এরূপ কোমল, ললিত ও সরস ছিল; কিন্তু মূর্খ লিপিকরের প্রমাদে এখন তাহা একরূপ অবোধ্য কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যস্বরূপে এ গ্রন্থ রক্ষিত হওয়ার একান্ত যোগ্য।

জগতে বোলয় তোমা সুধাকর নাম।
তোমার শীতল গুণ অতি অনুপাম ॥
মোর প্রতি কেন তুমি গরল সমান।
অনল সদৃশ মোর দগধ পরাণ ॥
তোমার সমান মোর ঈশ্বরী বদন।
তোমারে দেখিতে শ্রদ্ধা ইহার কারণ ॥
মোর প্রতি নাহি কিন্তু তোমার পিরীত।
অমৃত গরল হৈল এ কি বিপরীত ॥
বিপদ সময়ে বৈরী হয় বন্ধুগণ।
শুভাদশা হৈলে হয় অমিল মিলন ॥
বিরহী জনের প্রতি শশী দয়াহীন।
এই পাপে প্রতি মাসে এক পক্ষ ক্ষীণ ॥
বিরহী জনের তনু দগধে কারণ।
প্রতি মাসে একবার বন্ধুর মরণ ॥
বিরহী জনের মম হৃদয় নিঃশঙ্ক।
তে কারণে রহিলেক ইন্দুর কলঙ্ক ॥
* * *
* * *
দুঃখের বারতা জানে রাহুর গ্রহণে।
দুঃখিত জনের প্রতি দয়া নাই কেনে ॥
যদি মুই লম্ফ দিয়া হস্তে লাগ পাম্।
নামাই আকাশ হতে সায়রে ডুবাম্ ॥
নিরঞ্জন আরাধন করি যোড় হস্ত।
অবিলম্বে চন্দ্র যাউক অস্ত ॥
শশধর হেরিতে বাড়য়ে মোর দুখ।
নক্ষত্র দেখিতে মোর বিদরয়ে বুক ॥
গণিতে তারকা মেলে পুনি হৈল শেষ।
অবহু দারুণ নিশি নহে অবশেষ ॥

ইহার দীর্ঘ ঋতুবর্ণনাটি সাহিত্যামোদীর আদর পাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল; কিন্তু লিপিকরের দোষে আমরা তদ্রসাস্বাদে বঞ্চিত হইয়াছি। ইহার ভাষা বৈষ্ণব কোবিদকুলকুহরিত দূরাগত নৈশানিল-সঞ্চালিত সঙ্গীতধ্বনিবৎ সুমিষ্ট সেই ব্রজবুলি,—প্রেমপ্রবণ বাঙ্গালী-হৃদয়ের সেই প্রেমের ভাষা। 'নিদাঘঋতু'র কিয়দংশ মাত্র এই দেখুন;—

চাতক পীউ পীউ নাদ শুনি,
বিরহিণী চিত্ত চমকিত,
বরিখত বারিদ জগত ভরি,
রজনী ভীম আন্ধিয়ারি।
শুন হে যে ধনী বিরহিণী,
যুগল নয়ানে বহে বারি ॥

সকলেই জানেন, লায়লী-মজনু বিয়োগান্ত কাব্য। মজনু ও লায়লীর জন্য বড় দুঃখ হয়। বাস্তবিক বাঙ্গালীর কোমল হৃদয়ে বিয়োগের মর্ম্মভেদী তীব্র যন্ত্রণা অসহ্য। তাই এই গ্রন্থের—

লায়লী লায়লী বলি হইল নৈরাশ।
মজনু ঘরেতে রৈল ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥

এই শেষ দুই ছত্র পড়িয়া আমাদের কোমল হৃদয় নৈরাশ্যের গুরুভারে আপনিই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে! কবি দৌলত উজীর বহরামের পীরের নাম আছাওদ্দিন সাহা, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কবি সর্ব্বত্রই এই মহাত্মার পবিত্র চরণ ধ্যান করিয়া এইরূপে বক্ষ্যমাণ প্রস্তাব সমাপ্ত করিয়াছেন;—

আছাওদ্দিন সাহা কল্পতরু সম।
উজীর দৌলতে কহে পুস্তক উত্তম॥

৪৬৪। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

এই পুথিখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তর-কাণ্ডের শেষভাগে সংযোজিত আছে। ঐরূপ একখানি উত্তরকাণ্ড আমাদের হস্ত-গত হইয়াছে। ভবানীদাস নামক এক ব্যক্তি এই পুথিখানির প্রণেতা। ইহার হস্তলিপিটি ১১৫১ মঘীতে অর্থাৎ ১১১ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত। ইহা সম্ভ-বতঃ লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়-প্রণেতা ভবানীদাসের রচিত। ইহার শেষ কয় পাতা পাওয়া যায় নাই।

প্রারম্ভ;—

নমো রামচন্দ্রায়।

সমুদ্রের জল যদি কলসীতে ভরি।
তথাপি শ্রীরামগুণ কহিতে না পারি॥
বুদ্ধি অনুরূপে আমি করিব রচন।
উত্তরার শেষে শ্রীরামের স্বর্গ আরোহণ॥
সীতা পাতালে গেল লোক চমৎকার।
অযোধ্যার লোক সব করে হাহাকার॥
রাজ্য করে প্রভু রাম মনেত অসুখ।
পাত্র মিত্র সকলের মনে ভারি দুঃখ॥

ভণিতা;—

সর্ব্বজনে বোলে শুন রামের চরিত।
উত্তরার শেষে ভবানীদাসের রচিত॥

ইহাকে লক্ষ্মণদিগ্বিজয়-প্রণেতা ভবানী-দাসের রচিত বলিয়া অনুমান করার কারণ এই যে, ইহা ও লক্ষ্মণদিগ্বিজয় একই হাতের লেখা ও একই পুথির অন্তর্নিবিষ্ট। লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়ের শেষে যে উত্তরকাণ্ডটা যোজিত আছে, তাহার পরেই এই স্বর্গারোহণ-খানিও রহিয়াছে।

৪৬৫। শনিপূজার পুথি।

সরস্বতী-পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভূমিগত হৈয়া বন্দি শ্রীগুরুচরণ॥
বৃষভ-বাহনে বন্দি উমা মহেশ্বর।
গরুড়বাহনে বন্দি গোলোক-ঈশ্বর॥
হংসবাহনে বন্দি দেব পদ্মাসন।
মূষিকবাহনে বন্দি দেব গজানন॥

*　　*　　*
*　　*　　*

শনৈশ্চরমাহাত্ম্য স্কন্দ পুরাণের মত।
পয়ার প্রবন্ধে আমি রচিব তাবত॥

ভণিতা;—

ধনলোভে লোভী হৈয়া, দ্বিজবর মুগ্ধ হৈয়া,
সর্ব্বনাশ করিল আমার।
যদুনাথ কহে রাজা, শনৈশ্চর কর পূজা,
পাবে রাজা তনয় তোমার॥

শেষ;—

শনি প্রতি হরিষেতে করহ প্রণাম।
সঙ্কটে নিস্তার করে গ্রহগুণধাম॥

স্কন্দপুরাণের মত করিয়া ধারণ।
শনির পাঞ্চালী-কথা হৈল বিরচন॥
দণ্ডবৎ প্রণমোহ ভূমিতলে পড়ি।
পাঞ্চালী সমাপ্ত হৈল বল হরি হরি॥

৪৬৬। জয়মঙ্গল-চণ্ডীর ব্রতপাঞ্চালী।

প্রণমোহ নারায়ণী দেবী ত্রিনয়নী।
যার পদ ধ্যান করে যত মহামুনি ॥
এক দিন ব্যাস আইল হস্তিনা রাজ্যএ
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে পূজে জনমেজয়
যোড় হস্ত করিয়া বলেন ব্যাস মুনি।
জয়মঙ্গল-চণ্ডীর ব্রত কহ শুনি ॥
মুনি বলে জনমেজয় শুনহ কাহিনী।
যে কারণে ব্রতী সবে পূজেন ভবানী ॥
শিরেতে বন্দম্ মাতা উমা মহেশ্বরী।
যাহার নামেতে যায় ভবসিন্ধু তরি ॥

এক দিন মহাদেবে সঙ্গে নিয়া গৌরী।
নানা রঙ্গে পুষ্প তোলে বলাবলি করি ॥
শেষ ;—
যেই বর চায় রম্ভা সেই বর পায়।
ধনে জনে পুত্র বর দিলা মহামায় ॥
প্রকাশ হইল ইহা মুনির মুখ হোতে।
জনমেজয় প্রকাশিলা তাহার রাজ্যেতে ॥
এই সকল প্রচার যে হইল নগরে।
জয়মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত সকলেই করে ॥

এই পাঁচালীতে রচয়িতার নাম প্রকাশ পায় নাই এবং হস্তলিপিরও কোন তারিখ নাই।

৪৬৭। ৺তারকনাথ দেবের ছড়া।

সন ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'জন্মভূমি' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে এই ছড়াটি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে ৺তারকনাথ দেব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। আমরা সে সমস্ত বাদ দিয়া কেবল ছড়াটিরই কিঞ্চিদালোচনা করিতেছি। যেহেতু এরূপ প্রাচীন ছড়া প্রভৃতির বিবরণ পরিষদের দপ্তরে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

ছড়াটির সকল অংশ পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া যায়, তাহাও বহু অসংযত পাঠে আবদ্ধ। একজন অশীতি-পর বৃদ্ধার মুখ হইতে ছড়াটি সংগৃহীত হইয়াছে। উহার আরম্ভ এইরূপ ;—

বন্দিব বিলের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি।
চারিদিকে উলু খাকড়া বেনার বসতি ॥
চৌদিকে জঙ্গল জল গহন কানন।
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি আভ্রবন ॥
কৃষাণে কাটয়ে ধান্য রাখালে কুড়ায়।
আনন্দে শম্ভুর শিরে ধান্য ভেনে খায় ॥
কপিলায় দিচ্ছে দুগ্ধ একচিত্ত হইয়ে।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে বসিয়ে ॥
মস্তকের বেদনায় শম্ভু হইলেন কাতর।
কহিলেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেশ্বর ॥
তারকনাথ শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়ে বাছা আমার উৎপত্তি ॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মৃত্তিকা খুলিয়া দেখে অপূর্ব্ব পাথর ॥
হস্তে খোঁড়ে মাটী কেহ খোঁড়ে দিয়া বাড়ি।
পাষাণে দেখিয়া বলে হৈল ছিয়াগাড়ী ॥
রাহুত বাহুত ঘোড়া সাজিল লস্কর।
তারা সব প্রবেশিল জটার ভিতর ॥
জটাধারী ত্রিপুরারি দেখিয়ে নিজে রড়ে।
রাজা বলে লয়ে রাখি রামনগরের গড়ে ॥
শত কোড়া নিয়ে দিল কাটিবারে মাটী।
যত কোড়ে শম্ভু বাড়েন পুষ্করীর বাঁটী ॥
বারমাস কোড়ে শম্ভুর অন্ত নাহি পায়।
তবু শম্ভু নিয়ত পাতাল দিকে ধায় ॥
ভক্তের দুঃখ পাইয়া ভব জানিয়া অন্তরে।
নিশি রাত্রে গিয়ে বসেন রাজার শিয়রে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া মূর্ত্তি কহেন তখন।
শুন রাজা ভবরাম আমার বচন

অকারণে দুঃখ পাইয়া মোরে কেন খোঁড় ।
গয়া গঙ্গা বারাণসী এখানে সে জড় ॥
শুনিয়া নৃপতি হইলা আনন্দে অস্থির ।
জঙ্গল কাটিয়া দিল অপূর্ব্ব মন্দির ॥
আম জাম রুহিলেন গুয়া নারিকেল ।
ডানভাগে সরোবর সিদ্ধিমাখা জল ॥
পাথরে বান্ধিয়া দিলেন মরীচির গড়া ।
জলেতে কুম্ভীর ভাসে ডাকে কড়াকড়া ॥
বিচিত্র মন্দিরের মাঝে মহামায়ার সঙ্গে ।
প্রেমভরে তাল লয়ে নাচে কত রঙ্গে ॥
নীল দিনে সরোবর গঙ্গার জোয়ার ।
পাতকী তারিতে ভবে হৈলা অবতার ॥
মধ্যিখানে তারকনাথ চারিদিকে জল ।
ভক্তগণে দিয়ে পূজা কালা ফুলের মালা ॥
মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় হইলেন একচল্লিশ সালে।
বৃষধ্বজে পূজিলেন গিয়ে শ্রীফলের মুলে ॥
বাঘছাল আসন বিভূতি মাখা গায় ।
নিবাসী নন্দন বাটী কথন না যায় ॥
গাহিল সকল দ্বিজ শঙ্কর ভাবনা ।
নিবাসী নন্দন বাটী জলগড় পরগণা ॥

ছড়ায় আছে, ৪১ সালে তারকনাথ দেবের আবির্ভাব বা লোকে প্রকাশ। এই ৪১ সাল লইয়া বহু মতভেদ আছে। কেহ বলেন,—১১৪১ সাল, কেহ বলেন,—১০৪১ সাল, বহুদিন পূর্ব্বে তারকেশ্বর-ধাম হইতে একখানি ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল ; কিন্তু উহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই। শুনা যায়, সেই পুস্তকেও মাত্র ৪১ সালে তারকনাথের আবির্ভাব বলিয়া লিখিত আছে। তাহা সত্য হইলে সমস্যা গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। ১০৷১২ জন মাত্র মোহান্তের অধীনে এত শত বৎসর অতীত হইল কিরূপে, বুঝা কঠিন।

৪৬৮। সত্যপীরের পাঁচালী।

এই পুথিখানি পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বালোচিত পুথি হইতে সর্ব্বাংশে অভিন্ন হইলেও আরম্ভে কতকটা বেশী আছে বলিয়া আবার ইহার বিবরণ দিতেছি। বেশীর ভাগটা কেবল একটা বন্দনা মাত্র। তদ্‌যথা ;—

নম গনসায়। বন্দনা লাচারি।
রাগ করুনা ভাটীআল।
বন্দম জে সরস্বতি, অনুক্ষণ দেঅ মতি,
আমাকে না হইঅ অন্যমন।
বুদ্ধিহীন আমি নর, তোমা পদে করি ভর,
কোটী কোটী করি নমস্কার ॥

* * *

উত্তরে হেমন্ত করি, বন্দম সুমেরু গিরি,
জার হিমে দহক্তি সংসার।
বন্দম জে দশদিগ, মনেতে করিআ হিত,
তান পদে অর্ন্ত (অন্ত) নাহি মন।
সৈত্যপীর মনে জানি, লেখিব পণ্ডিত গনি,
বন্দনা হইল সমাপন ॥
প্রথমে প্রভুর নাম মনেতে ভাবিআ।
ইত্যাদি।

ইহার পাঁচখানি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। একখানিতেও কোন ভণিতা পাইলাম না। শেষ এইরূপ ;—

সোনার ঘোরা রূপার জিন।
আসিবেন সৈত্যপীর সিন্নির দিন ॥
আসিবেন সৈত্যপীর বসিবেন খাটে।
সৈত্যপীরের আজ্ঞা করে সিন্নি
হাতে হাতে বাটে ॥

অপর একখানিতে লাচারিতে কতকটা বেশী আছে ; যথা,—

আমি জে অধম জাতি, না জানি তোমার স্তুতি,
তোমা পদে বিনে নাহি গতি।

চরণে ধরিয়া পূজে, তুমি পীর হও রাজি,
বড় (বর) দেও মুই অধমেরে ॥

তারিখাদি ;—

(১) সন ১২৪৯ মঘি তাং ৩ মাঘ; লেখক শ্রীনকুলচন্দ্র বড়ুয়া, পীং রামধন খলিফা সাং লাখেরা। পত্রসংখ্যা ১৩, এক পিঠে লেখা।

(২) "উতস্সর্গাঃ উং বিষ্ণু নম মৌর্দ্ধে মুকুশ্লাপক্ষে: ১২ দ্বাদসি তির্থ শম বাসরে মগদ গোত্রেঃ অং ঠুং ডুল চুন রর্ম্মা থার সৌত্যপিরর প্রিতি নম ইতি সন ১২৩৮ মঘি তাং ১৩ ভাদ্র।" পত্রসংখ্যা ১৪, দুই পিঠে লেখা।

(৩) সন ১২২৯ মং তাং ৪ জ্যৈষ্ঠ। পত্রসংখ্যা ২৮, দুই পিঠে লেখা।

(৪) "* * শুকুলা পক্ষে ১১ তির্থ শম্মবাসরে মগদ গোত্রে অং ঠুং ডুল চুন রম্ভাখিরে সৈত্যপীরের প্রীতি নম ইতি সন ১২২৭ মং তাং ১৫ আশিন।" লেখক শ্রীযুক্ত কামোছেরা অভয়চরণ ঠাকুর পীং বাবুরাম সীপাই সাং লাখেরা। পত্রসংখ্যা ১১, এক পিঠে লেখা। ভাঁজ-করা কাগজ।

(৫) ইতি সন ১৮৫২ সাল মঘী ১২১৩ মং তাং ৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ রবিবার বাঙ্গালা ১২৫৯ সাল সয়ক্ষর শ্রীনানকচান পীং সিতল সিং ঠাকুর। এই পুতির পালিতা শ্রীলোচন পীং মুলুকচান সাং লাখারা * * মোকাম কৈলকাতা জানেবেন সাকিন লাখারা।" পত্রসংখ্যা ৯, এক পিঠে লেখা। ভাঁজ-করা কাগজ।

এই প্রতিলিপিগুলি আমার ছাত্র চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত লাখেরা গ্রামবাসী শ্রীমান্ অঙ্গরাজ বড়ুয়াদের বাড়ীতে আছে।

৪৬৯। জগন্নাথ-মাহাত্ম্য।

এই কবিতাটি ১৩১৩ সালের (৪২১) গৌরাব্দের ২৪শে মাঘ তারিখের সাপ্তাহিক "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা"য় শ্রীযুক্ত বাবু কাঙ্গালচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন কবিতা বলিয়া পরিষদে ইহার বিবরণ থাকা উচিত মনে করিয়া নিয়ে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

ইহা একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভমাত্র। মোট পদসংখ্যা ২১। প্রকাশক মহাশয় আদর্শ পুস্তক সম্বন্ধে কোন বৃত্তান্ত প্রদান করেন নাই।

আরম্ভ ;—

বন্দ প্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ,
দক্ষিণসমুদ্রকূলে স্থিতি।
অবতরি নীলাচলে, অক্ষয়-বটের মূলে,
বিরাজিত কমলার পতি ॥
এ তিন ভুবনে সার, তুলনা নাহিক যার,
বৈকুণ্ঠ সমান নীলাচল।
সেই স্থানে দামোদর, অবস্থিতি নিরন্তর,
দরশনে জনম সফল ॥

ভণিতা ও শেষ ;—

সংসার-বাসনা তেজি, প্রভু জগন্নাথ ভজি,
প্রাণের সহিত একমন।
উৎকলখণ্ডেতে যত, তাহা বা কহিব কত,
কিছুমাত্র করিলাম বর্ণন ॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, যার কীর্ত্তি ত্রিভুবন,
আরাধিল দেব জগন্নাথ।
দ্বিজ দয়ারামে কয়, ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাশয়,
ধন্য কীর্ত্তি জগতবিখ্যাত ॥

৪৭০। উদ্ধবসংবাদ—

রাধার চৌতিশা।

এই চৌতিশার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের জনৈক জুমিয়ার লিখিত এক প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। উহার শেষাংশে ভণিতাযুক্ত অংশটি এখানে তুলিয়া দিলাম;—

ক্ষিতিতলে জেবা গাএ রাধার চৌতিশা।
ক্ষেমা করি হরি পুরাএ কামনা॥
কহে শ্রীমদনদাসে আনন্দির সুতে।
রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাএ শমন তরিতে॥

ইতি রাধার চৌতিশা সমাপ্ত। লেখীল বেলা এক ফর (প্রহর) হইতে আদাএ মুক্করমীদং শ্রীগোলোক দেওয়ান। সন ১২২৪ মঘী।

এই পুথি ও ইহার পরবর্ত্তী পুথিখানি আমার প্রিয়সুহৃৎ "চাকমাজাতি"-লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের জুমিয়া পাড়া হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

৪৭১। উদ্ধবের বারমাস।

আরম্ভ;—

শুন শুন প্রাণের উদ্ধব শুন রে কালিআ।
নিফিল চিত্তের আনল কে দিল জ্বালিআ॥
আগ্রন মাসেতে উদ্ধব সারি ছাড়ি গেল মুহর।
পুষ্পের মালা গলাএ দিআ ভুজন করাইমু কারে॥
ভুজন করিআ কৃষ্ণ পালঙ্গে শুইত।
সোনার ঘর মন্দিরের মাছে (মাঝে) শুআ নিদ্রা জাইত॥ ১॥

শেষ;—

কাত্তিক মাসেত উদ্ধব সুখাইল খালে নালে পানি।
প্রাণকৃষ্ণ আসিব বুলি বিশাইলুং নেআলি॥
নেহালি বিশাইআ রাধা হইল হয়রান।
কৃষ্ণ বিনে রাধিকার না জুরাএ পরাণ॥
উদ্ধব উদ্ধব প্রাণের উদ্ধব শুন নিবেদন।
চন্দ্রমুখী রাধাএ মাকে (গ) ঠাকুর দরশন॥

ইতি উদ্ধবের বারমাস সমাপ্ত।
লিখীত শ্রীগোলোক দেওয়ান।

৪৭২। নিমাইচাঁদের বারমাস

আধুনিক প্রতিলিপি। ভণিতা নাই। 'নিমাইর বারমাসের' সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা হইতে ইহা ভিন্ন। ইহার রচনা করুণ বিলাপপূর্ণ; সুতরাং অতীব মর্ম্মস্পর্শী। পদসংখ্যা—৮১।

আরম্ভ;—

হা হা পুত্র নিমাইচান্দ ফাটি যায়ে বুক।
আর নি দেখিব মায়ে নিমাই চান্দের মুখ॥
কেবা হরি নিল নিমাই কে করিল চুরি।
আন্ধার হইয়া রৈল নদীয়ার পুরী॥
সন্ন্যাসী না হৈয় বাছা বৈরাগী না হৈয়।
অভাগী মাএর চিত্ত সদাএ না জ্বালাইয়॥

শেষ;—

চৈতন্য পাইয়া শচী না দেখি কৃষ্ণধন।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া দোঁহে করএ ক্রন্দন॥
নদীয়ার সর্ব্বলোক যায় গড়াগড়ি।
সন্ন্যাসে চলিল নিমাই বৈকুণ্ঠ নগরী॥
হা হা পুত্র বলি শচী করএ ক্রন্দন।
মাও ছাড়ি গেলা পুত্র বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
ধুলাএ পড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া যায় গড়াগড়ি।
হরিয়া লইল বিধি জগতের হরি॥
যেবা গাএ যেবা শুনে নিমাইর সন্ন্যাস।
পাপ ছাড়ে পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠ নিবাস॥

ইহার প্রতিলিপিখানি আমার জনৈক ছাত্র আনোয়ারানিবাসী শ্রীমান্ নবকুমার নন্দীর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

৪৭৩। মনসা-মঙ্গল।

ইহা দ্বিজ বিপ্রদাস কর্ত্তৃক বিরচিত। নিম্নে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

কবির পরিচয় ;—

মুকুন্দ পণ্ডিত-সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি নাঁদুড়ে বটগ্রাম ॥
বাচ্যগোত্র পিপিলার পঞ্চ প্রবর।
শ্যাম বেদ কুত্তক সথা চারি সহোদর ॥

রচনা-কাল ;—

শুক্ল দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিএ পদ্মা কৈলা উপদেশে ॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ ॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহো গৌড়ের সুলক্ষণ ॥

ভণিতা ;—

সেবকেরে বর দিতে চাহে বিষহরী।
দ্বিজ বিপ্রদাস কহে করযোড় করি ॥

পরিচয়স্থলে তৃতীয় চরণের 'পিপিলার পঞ্চপ্রবর' শব্দের অর্থ বুঝিতে পারা যায় নাই। চতুর্থ চরণের অর্থও হৃদয়ঙ্গম হইল না।

মনসার পাঁচালী-লেখক বিজয়গুপ্ত দ্বিজ বিপ্রদাসের সমসাময়িক কবি, তাহা রচনা-কাল ধরিয়া প্রমাণ হয়। বিপ্রদাসের মনসা পুথির তিনখানি প্রতিলিপি আমাদের দেশে—জেলা ২৪ পরগণা ছোটজাগুলিয়া গ্রামে আছে। তিনখানি ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় শ্রাবণ মাসের নাগপঞ্চমীর দিন হইতে প্রায় নয় দিন পাঠ করা হয়। পুথি সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, ঐ কয় দিন পুথি খুলিয়া পড়া বিধি; কিন্তু বৎসরের অন্য সময়ে নিষিদ্ধ।

কবি বিপ্রদাস অদ্যাপি তেমন পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন কি না, জানি না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্নালে বিপ্রদাসের মনসা পুথি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বিপ্রদাসের মনসা পুথি সম্বন্ধে প্রাগুক্ত কথাগুলি আমার প্রিয়বন্ধু পরিষদের সভ্য পরলোকগত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার অকালবিয়োগে পুথিখানির আর সম্পূর্ণ পরিচয় সংগৃহীত হইতে পারে নাই।

৪৭৪। সর্ব্ব-কর্ম্ম বা জ্যোতিষ-শ্লোক-সঞ্চয়।

এই প্রাচীন পুথিখানি রামজী সেন নামে পরিচিত জনৈক কবি-জ্যোতিষী কর্ত্তৃক বিরচিত। কবির আসল নাম বোধ হয়, রামজয় সেন।* ইহাঁর পিতার নাম রাম-গোপাল সেন ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম অভিরাম সেন। তাঁহারা উভয়ে নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। পুথিতে কবির আত্ম-পরিচয়সূচক অংশটি এইরূপ ;—

বর্দ্ধমান পরগণে রাণিহাটী জামনানিবাসী।
মম তাত রামগোপালচরণ হৃদয় প্রকাশি ॥
* * শশধর বংশতে শ্রীরামজী সেন গুপ্ত।
লোককৃপাবান্। নত্বা বৈদ্যকুলজ্ঞাতীন্ গ্রহবিপ্রাংশ্চ ব্রাহ্মণান্। পুস্তকস্য নাম

* গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ নাম রামজীবন সেন। ইহাঁর স্বহস্তলিখিত কয়েকখানি আয়ুর্ব্বেদীয় পুথি-তেই ইহার উল্লেখ আছে।

সর্ব্বকর্ম্মসু হরিমুনিচন্দ্রশাকীয়া নানা
জ্যোতিষগ্রন্থস্তু দৃষ্টে কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে ময়া ॥
আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম সেনের
গুণ।
রঘুমল্লিক কুলজীতে ঐশ্বর্য্য করিল বর্ণন॥
সেই বংশে আমার জন্ম সকলবিদ্যাগুণহীন।
ভাষায় ভাঙ্গিল জ্যোতিষ সর্ব্বকার্য্যে যাত্রা
দিন॥
অন্যের কিবা কথা পিতা পুত্রেরে না শিখায়।
বিশেষ প্রয়াস পাইলে তবু সঙ্কেত নাহি কয়॥
শিব-দুর্গা-চরণ-পদ্ম করিয়া বন্দন।
প্রকাশি অজ্ঞান-বোধ জ্যোতিষগণন॥
* * শব্দে নাহি বুঝে অজ্ঞানে।
ভাষাতে ভণয়ে বৈদ্য শ্রীরামজী সেনে ॥*

কবির বাসস্থান ;—
"জামনার দক্ষিণ পার্শ্বে রামজী সেনের বাটী।"

সুতরাং দেখা যায়, যে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাণীহাটী পরগণার অধীন জামনা গ্রামে কবির নিবাস। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ১৭২২ শকে তিনি গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হন।

বহুতর জ্যোতিষ-গ্রন্থাবলম্বনে মূল শ্লোকগুলি বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ করা হইয়াছে। ডাক ও খনার বচনের মত গ্রন্থের সর্ব্বত্র ছন্দের মিল দেখা যায় না। পদ্যানুবাদ ব্যতীত স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোকও সন্নিবিষ্ট আছে। প্রাপ্ত পুথিখানি খণ্ডিত—কেবল ২৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। তৎপরে কয়েক পৃষ্ঠা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডুলিপির তারিখ ও লেখকের নাম জানিবার উপায় নাই। কবি রামজী সেন সম্ভবতঃ ষোড়শ শকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থারম্ভ ;—
নারদ বাল্মীকে কহিল নাম প্রধান।
সকল শাস্ত্রেতে আছে ইহার প্রমাণ ॥
রাধাকৃষ্ণ দুর্গা গঙ্গা কালী শিব শিবে।
মরণকালেতে মুখে এ নাম কহিবে ॥
গণেশ সূর্য্য রাম পরাৎপর জানিল।
এই সময় নাগ মুখে কলমে লিখিল ॥
একান্তে মাত্রা বিনে কবিতা নাহি হয়।
জীবৎ মানে জ্ঞানে আমি কহিল নিশ্চয় ॥
ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু সুখ নাহি চাই।
অন্তকালে কেবল শ্রীপাদপদ্ম পাই ॥
এন হইতে হীন রেণু হইতে ন্যূন।
অন্তকালে যেন এই চরণে হই লীন ॥
পূজার সময় নানা মত হয় আশা।
রামজীর মৃত্যুকালে শ্রীগুরু ভরসা ॥

গ্রন্থে যাত্রাদি সম্বন্ধে শুভ দিন-ক্ষণাদির বিচার, বিবাহাদি দশবিধ সংস্কার, ক্রিয়া-কলাপের প্রশস্ত দিনাদি নির্ণয়, কালাশুদ্ধি প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা আছে।

এই পুথির বিবরণ শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত আচার্য্য মহাশয় "অবসর" নামক মাসিক পত্রের ৪র্থ ভাগের ২য় সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

৪৭৫। নামহীন পুথি।

নামহীন খণ্ডিত পুথি। ২ হইতে ১৫ পত্র পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় প্রায় ৮ পদ। রচয়িতার নাম ও তারিখাদি নাই।

বোধ হয়, ইহা মোহম্মদ খাঁ-রচিত "মুক্তাল হোসেনে"র অংশবিশেষ। ইহাতে বিবিশ্চকিনার চৌতিশা, আজগরের বার-

---

* এই রামজী সেনের স্বহস্তলিখিত কয়েকখানি আয়ুর্ব্বেদীয় পুথি পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত আছে। সেই সকল পুথির বিবরণ ২০ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মাস, সাহনা, জহরনামা, জয়নবের বারমাস, ছকিনা-বিলাপ ও মাণিকছড়ি নামক অধ্যায়-বিশেষগুলি আছে ; কিন্তু সবগুলি সম্পূর্ণ লেখা নাই। এমন হওয়ার কারণ কি, বুঝিলাম না।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ ;—

*   *   *   *

জনবে তাহাতে সিষু নিয়া দিলা পুনি ॥
সিষু লই গেলা বীর বিপক্ষের কাছে।
সিষু কি করিছে দোষ ভাবি চাহ সাছে ॥
কিন্তু জল দান কর বালকে পিবার।
কঠিন কুলিশ হিয়া তোমার সভার ॥

শেষ ;—

এথ যুনি সে পুরুষ কহিলেন্ত তবে।
এথা হোন্তে য়ামাকে খেদাইলা তুমি সবে ॥
তথাপিহ কহি শুন এ সব বিত্তান্ত।

*   *   *   *

পূর্ব্বোদ্ধৃত কথাগুলি যে প্রসিদ্ধ কারবালা যুদ্ধঘটিত, তাহা বলাই বাহুল্য। পুথিখানি আমাদের বাড়ীতে আছে।

৪৭৬। ত্রৈলোক্যদেবের পাঁচালী।

ক্ষুদ্র পুথি। পত্রসংখ্যা ৪। প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। আধুনিক কাগজ। বড় বেশী দিনের প্রাচীন নহে। তারিখ নাই।

আরম্ভ ;—

শ্রীগুরুবে নমঃ। নমো গনেশায়ঃ।
ত্রৈলোক্যদেবের পাঞ্চালী।
পূর্ব্বদিগ বন্দিব আমি শ্রীভানু ভাস্কর।
একদিগ উঠে ভানু চৌদিগে পসর ॥
উত্তরে বন্দিব আমি হিমালয় মহাজন।
জাহার হিমালে কাপে এই তিন ভুবন ॥
দক্ষিণে বন্দিব আমি ক্ষির নদি সাগর।
জাহার প্রসাদে জিয়ে মাছ সদাগর ॥

*   *   *   *

বিদ্যাপতি করিব বন্দন পবিত্র কারণ।
একে একে বন্দিবেক এ তিন ভুবন ॥
স্তুতি করি কহি শুন হইয়ে একমন।
কহিব পাঁচালী কিছু পিরের কারণ ॥
একদিন সৈত্যপির পৃথিবীতে আসি।
মোকাম করিআ বৈসে তির্থ বারানসি ॥
হেনকালে তথাতে আসিল মোচরা পির।
আসা হাতে করিআ জে আগে হইল স্থির ॥

মোচরা পীরে কহে কথা সত্যপীরের ঠাই।
ত্রৈলোক্য পীর আছে মোর জ্যেষ্ঠ ভাই ॥

ভণিতা ;—

(১) জদি ঘোরা না পাই আমি,
তথাপিহ গতি তুমি,
প্রাণ দিব তোমার উপর।
কহে হরিনারাঅন, পীরের চরণে মন,
ভক্তি কর পাইবা ঘোটক ॥

(২) সঙ্খেপে কহিল কিছু পীরের ইতিহাস।
ভক্তি করি শুন সবে (কহে) হরিরামদাস ॥

শেষ ;—

পীরের পাচালী জেবা করে অবহেলা।
নিশ্চয় জানিঅ ভাই জমঘরে গেলা ॥
সোনার ঘোরা রূপার জিনী।
আসিবেন ত্রৈলোক্য পীর সিরনী দিনে ॥
আসিবেন ত্রৈলোক্য পীর বসিবেন খাটে।
পীরের আজ্ঞা হইল সিরনী বাটীতে ॥
"ইতি ত্রৈলোক্যপীরের পাচালী সমাপ্তঃ।
শ্রীঅখিলচন্দ্র শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং পুস্তিকেঅং।"

পূর্ব্বে "ত্রিলক্ষপীরের সিন্নিবিধি" নামক একখানি পুথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। (২২৬ নং পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।) উহার বর্ণিত ঘটনার সহিত এই পুথির বর্ণিত ঘটনার উত্তম সাদৃশ্য রহিয়াছে।

এই পুঁথিখানির নাম "ত্রৈলোক্যপীরের সিন্নিবিধি" হওয়াই উচিত ছিল।

৪৭৭। কণ্ব মুনির পারণা-ভঙ্গ।

এক স্থান হইতে অল্প উদ্ধৃত হইল ;—

মুনি বোলে শুন রাণি আমার বচন।
ধ্যানেতে বসেছি আমি গোবিন্দচরণ ॥
অন্ন ব্যঞ্জন খায় আসি তোমার ছাওয়াল।
কিরূপে আসিল ঘরে না বুঝি জঞ্জাল ॥
দ্বারেতে কপাট দিলাম কিরূপে আসিল।
আচম্বিতে এথা আসি সব অন্ন খাইল ॥
রাণী বোলে অপরাধ হৈছে আমার।
পারণা সামগ্রী করি দিলাম পুনর্ব্বার ॥
অবোধ ছাওয়াল আমার কিছু নাহি জানে।
ক্রোধ ক্ষমা কর মুনি তাহার কারণে ॥

ভণিতা ;—

রাধাকান্ত দ্বিজের বাণী, শুন শুন কণ্ব মুনি,
নবরূপে অবতার হব।

* * *

৪৭৮। গীতাসার মহাযোগ।

পৌরাণিক অনেকগুলি শ্লোক, তথা জয়দেবকৃত গীত-গোবিন্দের দশাবতার-স্তোত্রের মর্ম্মানুবাদ এবং চৈতন্যদেবের গুণানুবাদে পুথিখানি সংক্ষিপ্ত। কবি রতিরাম দাস ইহার রচয়িতা। তিনি এক স্থলে গাহিয়াছেন ;—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর যে কলিযুগ শেষ।
জীবের উদ্ধার হেতু চৈতন্য প্রকাশ ॥
শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যায়ে নিরন্তর।
সেই প্রভু প্রেম যাচে প্রতি ঘরে ঘর ॥
অস্ত্রযুদ্ধ ছাড়ি হৈলা এ ডোর কৌপীন।
উদ্ধারিলা জগজন যত দীনহীন ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে রতিরাম দাস।
সবাইরে করিলা কৃপা আমি সে নৈরাশ ॥

শেষ এইরূপ ;—

মনে ভাবি দেখ ভাই আর গতি নাই।
ভবার্ণব তরিবারে শ্রীগুরু গোসাঁই ॥
রতিরাম দাসে তবে মনে বিমর্ষিয়া।
নানাশাস্ত্র হোতে শ্লোক লইল উদ্ধারিয়া ॥
এই পুস্তক যেবা পঠে শুনে গায়।
অন্তকালে সেই জন কৃষ্ণপদ পায় ॥
যেই জন পুস্তক লিখি ঘরেতে রাখয়।
কদাচিৎ সেই গৃহ লক্ষ্মী না ছাড়য় ॥

"ইতি গীতাসার মহাযোগ
পুস্তক সমাপ্ত।

শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরং ১২০৭ মঘি তাং ১১ই ভাদ্র রোজ, কুজবার দ্বিপ্রহর বেলাতে পুস্তক সমাপ্ত।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—চট্টগ্রাম অধিবেশনে এখানকার শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিগুলি প্রদর্শন করিয়াছিলেন ;— ১। পরাগলী মহাভারত ; ২। ভবানীশঙ্কর দাসকৃত জাগরণ ; ৩। গীতাসার মহাযোগ ; ৪। রাঘবদাসকৃত মোহমুদ্গর ; ৫। বত্রিশ-পুত্তলিকা ; ৬। গণীরাম ধরকৃত শীত-বসন্তের পুথি ; ৭। রাধাকান্ত দ্বিজকৃত কণ্বমুনির পারণা-ভঙ্গ ; ৮। দ্বিজ ভগীরথকৃত তুলসী মাহাত্ম্য ; ৯। অদ্ভুত আচার্য্যকৃত সুন্দরকাণ্ড ; ১০। ভবানীদাসকৃত রামের স্বর্গারোহণ। চতুর্থ বর্ষের অষ্টম সংখ্যক "গৃহস্থ" পত্রে তিনি এই সকল পুথির একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। "কণ্ব মুনির পারণাভঙ্গ" ও "গীতাসার মহাযোগে"র বিবরণ উক্ত প্রবন্ধ হইতেই এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পুথিগুলির প্রাচীন ভাষা বিকৃত করিয়া তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আবার প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথা লিপিবদ্ধও হয় নাই। অদ্ভুত আচার্য্যের সুন্দরাকাণ্ড ও বত্রিশ-পুত্তলিকা ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য পুথিগুলির বিবরণ আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখানে পুনরায় তাহাদের পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। (৩৯৩, ১৩৯, ২৮১, ১৫২, ২৭ ও ৩৫২ সংখ্যক পুথিগুলির বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

পরাগলী মহাভারত হইতে,—

"শ্রীশ্রীহোচন সাহা পঞ্চ গৌড়নাথ।
ত্রিপুর দ্বারিকা সমর্পিল যাহাত॥"—

এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"এই ত্রিপুর-দ্বারিকা কি এবং কোথায়?" তারপর তিনি লিখিয়াছেন,—"ইহা সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরা-রাজ্যে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ ফেনী নদীর তীরবর্ত্তী কোন স্থান হইবে। বোধ হয়, কালে তাহাই 'পরাগলপুর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।" এই পরাগলপুরে এখনও পরাগল খাঁর সমৃদ্ধ বংশ বিদ্যমান।

"রুদ্রবংশ রত্নাকর, তাতে জন্ম সুধাকর,
লস্কর পরাগল খান।
পয়ার প্রবন্ধ স্বরে, কবীন্দ্র পরমেশ্বরে,
বিরচিত ভারত বাখান॥"

এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি পরাগল খাঁ বা তদীয় ঊর্দ্ধতন পিতৃপুরুষের মধ্যে কেহ রুদ্রবংশীয় কায়স্থ হিন্দু ছিলেন বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আরি একটি শ্লোকের,—

"খান শ্রীপরাগল স জীবতি ক্ষত্রিয়
সেনাপতিঃ।

এই চরণ হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পরাগল জাতিতে রুদ্রবংশীয় ও বর্ণতঃ ক্ষত্রিয় ছিলেন। "আমাদের দেশে (চট্টগ্রামে) রুদ্র একমাত্র কায়স্থের উপাধি। অন্য কোন জাতিতে 'রুদ্র' উপাধি দৃষ্ট হয় না। চট্টগ্রামে রুদ্রবংশীয় কায়স্থগণ অতি প্রাচীন ঔপনিবেশিক। ভরত রুদ্র রাজা ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। চট্টগ্রাম চক্রশালায় রুদ্রবংশীয়দের দীঘি, মঠ প্রভৃতি বিস্তর সৎকীর্ত্তির নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কবীন্দ্রের কথিত রুদ্রবংশ যে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কথাগুলি আলোচনার যোগ্য বোধে 'পরিষদের' পণ্ডিতমণ্ডলীর গোচরীভূত করিলাম।

"শীত-বসন্তের পুথি"-রচয়িতা বাণীরাম ধরের আত্ম-পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উক্ত পুথি হইতে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। (আমার সংগৃহীত পুথিতে উহা আমার নজরে পড়ে নাই।)

"বণিক্‌কুলেতে জন্ম চাটিগ্রামে ঘর।
স্বদেশ ছাড়িয়া আইলুম আইন্দি নগর॥"

বুঝিতে পারা গেল, কবি জাতিতে সুবর্ণবণিক্ ছিলেন ও স্বদেশ ছাড়িয়া আইন্দিনগর গিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রাম বা নগর কোথায়?

রতিরাম দাসের রচিত 'সার-গীতা' নামক একখানি পুথি আমার নিকট আছে। (৮৫ নং পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।) সেই পুথি আর উপরে আলোচিত "গীতাসার মহাযোগ" একই পুথি বলিয়া বোধ হয়।

৪৭৯। কিফাইতোল-মোছল্লিন।

মুসলমানী ধর্ম্মশাস্ত্রীয় পুথি। ৬ হইতে ১৪ পাতা কাটভুক্ত—একেবারে প্রনষ্ট। শেষ পত্রসংখ্যা ৯১। বড় বালি কাগজের এক চতুর্থ অংশ সমান আকার,—দুই পিঠে লেখা। প্রকাণ্ড পুথি। ১৫ হইতে শেষ পত্রের পদসংখ্যা প্রায় ১২০০।

শেষ ;—

মছজিদ চিনি জেবা নমাজ পরএ।
মক্কা মদিনার ফল নিকটে মিলএ॥
পুস্তক সমাপ্ত দিন ইচলাম নাম।
কীপাইতল মোচল্লিন নাম॥
সুন গুনিগণ কহি য়নুরাগে।
অসুদ্ধ পাইলে পদ সুদ্ধ অনুরাগে॥
অসুদ্ধ পাইলে সবে করিবা খেমন।
গালি না পারিবা মোরে করম নিবেদন॥
আর এক কথা কহি সুঁন সভামএ।
আছল অব্যাস নাহি জানিয নিশ্চএ॥
তেকারণে অসুদ্ধ হইল সুন গুনিমএ।
গুনিগণ চরণে মোর সংস্র বিনএ॥
আর এক কথা কহি সুন গুনিগণ।
খেমার কারণে আমি হই দ্বক্ষ মন॥
অসুদ্ধ লেখীআ আছি পুস্তক বিস্তর।
মিনতি করিএ আমি সভার গোচর॥

"লেখিতং শ্রীহিন ফএ জোল্লা পীং মাং ওআসীল নবিরে (?) জুগীর মাং চৌং বেরাদরে মুচা খাঁ চৌং দুরদরে আজিচল্লা রেী আঁঝা চাং চাটিগ্রাম। পুর্ব্বে চক্রসালা হএ এক ঠাম। জরর্ম্ম ভুমী হএ মোর হুলাইন গ্রাম॥ ইতি সন ১১৭২ মং তাং ১০ বৈসাগ রোজ সানিশ্চর ১১ এঘার বাজে সমাপত। উনবিংস ধরর্ম্ম জদি ললাটেত তাকে। বদাঙ্কিত ধুলা পরে কেনে পাকে॥"

পুথিখানি মোতল্লিব নামক কবির রচিত। এক স্থানে লেখক 'ফয়জোল্লা' ভণিতা দিয়া ফেলিয়াছেন।

পূর্ব্বে ১৯৮ সংখ্যক পুথির বিবরণে একবার ইহার পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। উহার সহিত বিস্তর পার্থক্য আছে বলিয়া পুনরায় এখানে তাহার একটু আলোচনা করিলাম। পুথিখানি আমার নিকট আছে।

৪৮০। তুলসীর পাঁচালী।

কংসারি পণ্ডিতের সুত দ্বিজ ভগীরথ-রচিত "তুলসী-চরিত্রে"র পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (২৭ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।) এখানিও ঠিক সেই পুথি। তবে নামের পার্থক্য থাকায় এখানে পুনরায় একটু উল্লেখ করিলাম।

মোট পত্রসংখ্যা ৯। দোভাঁজ করা কাগজ। এক পিঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় প্রায় ১৭ চরণ আছে।

আরম্ভ ;—

/৭ নমো গনসায়।—

রসিক জনের সঙ্গে বৈসে নানা রঙ্গে।
মন দিয়া কহি সুন তুলসী পরসঙ্গে॥
কংসারি পণ্ডিত সুত দ্বিজ ভগীরত।
পদ্মপুরাণে কহে তুলসীমাহাত্ম্য॥

শেষ ;—

ব্রহ্মার বচনে গঙ্গা চলি গেলা ঘর।
নিচিন্তে তুলসি গেলা প্রীথিবি ভিতর॥
তুলসীর প্রসঙ্গ জে * * জেই জনে সুনে।
তনু অন্তকালে জাএ বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥

"ইতি তুলসির পাঞ্চালী সমাপ্তং। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি। ইতি সন ১১৩৭ মঘি তাং ১৮ মাগ রোজ সোমবার শ্রীবকলম শ্রীজএনারান দেয়স্য গোবিন্দ

গোবিন্দ গোগ্ন উপকারি গোবিন্দ গোবিন্দ ॥"

৪৮১। তুলসী-মাহাত্ম্য ।২

ইহাও সেই তুলসী-চরিত্র বা তুলসীর পাঁচালী। শুধু নামে পার্থক্য নয়, ভাষায়ও একটু পার্থক্য আছে। তাই পুনরায় একটু সামান্য পরিচয় দিলাম।

আরম্ভ ;—

নমো গণেসায়।
অথ তুলসি-মাহিত্ত লিখনং।
মন দিআ কহি ষুন তুলসি প্রসঙ্গে।
ষুনিলে বৈকুণ্ঠে জাএ পাপ নাহি অঙ্গে ॥
সারদার চরণে মাগম পরিহার।
তুলসি মাহিত্য কিছু চাহি রচিবার ॥
পূর্ব্বে এক আছিলেক বিন্দা নামে সতি।
সঙ্খু নামে আছিলেক তান নিজ পতি ॥

ভণিতা ;—

দ্বিজ ভগিরত কহে পএআর প্রবন্ধে।
তুলসি মাহিত্য কিছু কহিব সানন্দে ॥

শেষ নাই। সম্ভবতঃ ১১৯৭ মঘির হাতের লেখা। মোট কত পত্র আছে, গণিয়া দেখি নাই।

সে কালে একই পুথির এরূপ বিভিন্ন নাম ও ভাষায় এমন পার্থক্য কিরূপে ঘটিত, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

৪৮২। ফেকার কিতাব।

ইহা মুসলমানী ফেকা শাস্ত্রীয় পুথি। আন্তন্ত খণ্ডিত, সুতরাং নামহীন। ৭ হইতে ২৮ পত্রগুলি বিদ্যমান। দুই পৃষ্ঠে লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩ পদ আছে। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। ভণিতাও পাওয়া গেল না।

উপরে আলোচিত তুলসীর পাঁচালী ও তুলসী-মাহাত্ম্য নামক পুথি দুইখানির মালিক আনোয়ারার নিকটবর্ত্তী খিলপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন আইচ ও ফেকার কিতাবের মালিক পটীয়ার অন্তর্গত জঙ্গলখাইন-নিবাসী শ্রীযুক্ত আছদ আলী।

৪৮৩। রস-কদম্ব।

এই গ্রন্থ কবিবল্লভ নামক কোন ব্যক্তির রচিত। কবির গুরুর নাম উদ্ধবদাস। 'কৃষ্ণসংহিতা' নামক কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তিনি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। তদ্দ্বারা বৈষ্ণবদের উপাসনা-তত্ত্বের অনেক নিগূঢ় কথা জানা যায়।

আরম্ভ ;—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।
চূতা পুষ্পময়ী শিখণ্ডরুচিরা বয়ংসিচ
বিম্বাধরৈঃ।
কৈশোরঞ্চ বরঞ্চ নয়নকন্দর্পদৃষ্টি প্রভো ॥
রম্যাং রত্নময়ং বপুশ্চ বসনং হেমপ্রভং।
বৃন্দারণ্যে কলানিধিবিজয়তে ক্রীড়া স
রাসোৎসবঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজং রম্যং মধুব্রতং।
নবা রাসকদম্বাখ্যং করোতি কবিবল্লভং ॥

পয়ার ছন্দ—আহির রাগ।

জয় জয় নাগর-শেখর রসগুরু।
অযাচক যাচক পূরক কল্পতরু ॥
প্রেমরস ভক্তিদানে শুদ্ধ মহাশয়।
দোষলেশ নাহি ধরে গুণের আশ্রয় ॥

ভণিতা ;—

শ্রীযুত উদ্ধবদাস জ্ঞানচক্ষুদাতা।
সে পদকমলে মন রহুক সর্ব্বথা ॥

ঙসংহিতা দেখি করিল আরম্ভ।
পয়ারে লেখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব ॥
চতুর্দ্দশ অক্ষরে লেখিল ক্ষুদ্র ছন্দ।
ছাব্বিশ বিংশতি দীর্ঘ মধ্যমে নির্ব্বন্ধ ॥

* * *

* * *

ভক্তিরস অবশ্য লভিবে কৃষ্ণগুণে।
শ্রীকবিবল্লভে কহে ধরিঞা চরণে ॥

শেষ ;—

নিজ গুরু ঠাকুর উদ্ধবদাস নাম।
তাহার প্রসাদে হৈল সংসার শুভান ॥
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা তত্ত্ব করিঞা প্রধান।
পুরাণ সংগ্রহ আর করিঞা প্রমাণ ॥
সঙ্গোপন রস কেহো কেহো উপভোগী।
প্রাকৃতে লিখিল রস সর্ব্বজীবে লাগি ॥

কৃপার ঠাকুর নরহরিদাস নামে।
সে পদ মুকুট রায় ভজিল যতনে ॥
দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
অনুরোধে জন্ম হৈল প্রবন্ধ নির্ণয় ॥
তাহার উদ্যোগে কিছু লিখিল কারণ।
যন্ত্রযোগে শব্দ যেন বোলে যন্ত্রিগণ ॥
পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের ব্যথা ॥

* * *

* * *

করোত জাতির মহাস্থানের সমীপে।
আমবাড়া গ্রামেত বাস আছিল স্বরূপে ॥
ফাল্গুনা ফাল্গুন ফাগু পৌষমাসী দিনে।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে ॥
বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক।
তখনে রচিল রসকদম্ব পুস্তক ॥
রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হয়ে একমতি।
শ্রীকবিবল্লভে পুনঃ বোলে এই স্তুতি ॥

"ইতি শ্রীকবিবল্লভ-বিরচিত রসকদম্ব গ্রন্থ সম্পূর্ণ। যথা দৃষ্টোত্যাদি।
শশিবসবাণশূন্যযুক্শাকে তদব্দে।
প্রতিপদি সিতপক্ষে বাহুলে মাসি নক্তং ॥
রুক্মিণীকৃষ্ণ সংবাদ শ্রীআত্মারাম দেবশর্ম্মণস্য লিখিত।"

উদ্ধবদাস বৃন্দাবনস্থ রূপ-সনাতনের নিকট যে রসতত্ত্ব শ্রবণ করেন, কবি বনমালীর নিকট সেই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থে ২২টি সর্গ আছে,—১৫২০ শকে রচিত। অক্ষরসংখ্যা ৮০২০০। হস্তালাপর তারিখ ১৬৫০ শক। সাহাপুর গ্রামে গ্রন্থখানি প্রাপ্ত। কেবল পয়ার ও ত্রিপদীতে লেখা। চারি চরণে এক শ্লোক ধরা হইয়াছে। এরূপ সহস্র পদ গ্রন্থে আছে। প্রাচীন সাহিত্যে ইহা একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার মুদ্রণ হইলে ভাল হয়।

'প্রদীপ'—চতুর্থ ভাগ, অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের লিখিত প্রবন্ধ হইতে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

৪৮৪। গোর্থ-বিজয়।

১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই দুর্লভ পুথিখানি জনৈক হাড়ির নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিলাম। দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রগীত', মিঃ গ্রিয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত "মাণিকচাঁদের গান" ও সম্প্রতি আবিষ্কৃত কবি ভবানীদাসের "ময়নামতীর পুথি"র কোন কোন ঘটনার কথাও ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল

গ্রন্থের উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ (যথা—হাড়িপা, কাণফা, মীননাথ, গোর্খনাথ, পাণফা প্রভৃতি) যে অভিন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই পুথিতে স্পষ্টভাবে গোবিন্দচন্দ্র রাজার কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু মৈনামতীর আছে। "ময়নামতীর পুথি" ও এই "গোর্খ-বিজয়" আবিষ্কৃত হওয়ায় মিঃ গ্রিয়ার্সন প্রমুখ ঐতিহাসিক-বর্গের সাধের কল্পনায় কেল্লা ফতে হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ ময়নামতীর পুথির বৃত্তান্তে তাহার পরিচয় পাইবেন।

এই পুথিখানি নানা কারণে বঙ্গভাষায় একখানি অমূল্য গ্রন্থ। এরূপ বলিবার কারণ নির্দ্দেশের স্থান ইহা নহে। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সে সব কথার আলোচনা করিব।

দুঃখের বিষয়, পুথিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত। আরম্ভে প্রথম পত্রটি নাই। শেষ পত্রসংখ্যা ৩৮। ইহার পর কয় পাত নাই, বলা যায় না। পুথির আকারে দোভাঁজ-করা প্রাচীন কাগজে লেখা। লিপিকাল অজ্ঞাত; কিন্তু দেখিতে অন্ততঃ দেড় শত বৎসরের প্রাচীন বোধ হয়। একে অসম্পূর্ণ, তার উপর লিপিকর-প্রমাদে পুথিখানি পূর্ণ। 'শ্রীচান গাজী' নামক জনৈক মুসলমান ইহার প্রতি-লিপিকারক। লিপিকরের প্রমাদবশতঃ পুথির অনেক স্থল অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

উহার দুই স্থলে দুইটি ভণিতা দেখা যায়; যথা,—

(১) কহে সেখ কাজুল্লাএ মনেত ভাবিয়া।
মীননাথে গুরুর জে চলি জাএ বুজিআ॥

(২) কহে সেক কাজুল্লাএ, সুন গুরু মীনরাএ,
এবে আপন চিন্তা সার।
কামশাস্ত্র বুঝি পাইলা, বিবিধ কত্তক*কৈল্লা,
গোর্খ-বাক্যে পিণ্ড রৈক্ষা কর॥

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে "ফয়েজুল্লা" নামক কবি আরো আছেন। মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের মধ্যেও এক "ফয়েজুল্লা" কবি আছেন। তাঁহারা ভিন্ন, কি অভিন্ন ব্যক্তি, বলিতে পারি না। খাঁটি চট্টগ্রামে ব্যবহৃত অনেক শব্দ ইহাতে পাওয়া যায়।

পুথির আখ্যানবস্তুটি এখানে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু অনেক কথা বাদ দিতে বাধ্য হইব, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রথম পাত না থাকায় গ্রন্থের আরম্ভটা কিরূপ, বলিতে পারিলাম না। তবে উহার পরবর্ত্তী অংশ হইতে প্রারম্ভ সূচিত হইতে পারে বটে। সাধারণতঃ মুসলমান কবি-গণ খোদা রসুলের ও হিন্দু কবিগণ দেব-দেবীর বন্দনা করিয়াই গ্রন্থারম্ভ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই পুথিতে সে রীতি অনুসৃত হয় নাই বোধ হয়। 'গোবিন্দ-চন্দ্রগীতে'র,—

প্রথমে বন্দিলাম ধর্ম্ম আদ্যের গোসাঞী।
জার অগোচরে কিছু ত্রিভুবনে নাঞী॥

এই আরম্ভ। সমালোচ্য পুথির আরম্ভ-বাক্যটি পাওয়া না গেলেও অনুমান হয় যে, অনাদ্য গোসাঁই আদ্য গোসাঁইকে বন্দনা করিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

"আদ্যে বোলে শুন কহি তত্ত্ব পাবে ত্বরিত।
অক্ষেত সংক্ষিপ্ত কথা বুঝিলে ত্বরিত॥" (?)

এই ভ্রান্তিপূর্ণ পদ হইতেই তাহা বুঝা যায়। আদ্যদেব তারপর বলিয়া যাইতে-ছেন;—

জেন গাছমধ্যে বীজ বীজমধ্যে গাছ।
এইমত ব্রহ্মা জ্ঞান সব্ব জান সাছ॥

---

* কৌতুক।

গোরস মথিলে তাহারে উঠে ননী।
দুই কাষ্ঠে ঘসিলে জে জ্বলএ আগুনি॥
শুনিতে শুনিতে তত্ত্ব অনাগ্ন হৈল মোহ।
দ্বিতিআর চন্দ্র জিনি বাড়িলা সমাপ্ত (?)॥
পূর্ণমাসী হইলে শরীর হইল পুষ্ট।
শুনিতে অনাগ্ন তবে হইল গরিষ্ঠ॥
শুনিআ সংগীততত্ত্ব ভাবিতে লাগিল।
একে একে জন্ম সব বিসর্ষি চাহিল॥
ভাবিতে ভাবিতে হৈল শরীরের অন্তর।
পূর্ণমাসী ছাড়ি গেল অমাবস্তা অন্তর॥ (?)
অমাবস্তা হইল জেন ছাড়ি গেলা কলা।
আকারে উকারে জেন মিশামিশি ভেলা॥
অমাবস্তা ছাড়ি গেল প্রতিপদ হইল।
তেন মতে যোগ যোগী একত্রে মিশাইল॥
প্রতিপদ ছাড়িয়া জদি দ্বতিআ হইল।
চন্দ্রের পাঞ্জরে জেন জর্ম্মিল মীন গুরু॥ (?)

এইরূপে গুরু মীননাথের জন্ম হইল। ইহার পর পুথির অর্দ্ধ পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ স্থলের দুই এক পংক্তি যাহা আছে, তাহাতে দেখা যায়, গুরু মীননাথের বন্দনা আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ মীননাথ—

"সাক্ষাতে শিবের ভেশ যোগ সাধে নিতি।"

মীননাথের জন্মের পর আগ্ন গোসাঁইর—

হাড় হোন্তে হাড়িপা জন্মিআ নিকলিল।
সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধার ভেশ তাহার আছিল॥
কাণ হন্তে জন্মিলেক কাণফা সিদ্ধাই।
অতি খরতর হই জন্মিল যোগাই॥
জটা হোন্তে নিকলিল যতি গোর্খনাথ।
সিদ্ধা কাথা সিদ্ধা ঝুলি তাহার গলাত॥

এইরূপে সিদ্ধাগণের জন্মের পর হরগৌরীর জন্ম হইল। তার পর প্রভুর আজ্ঞায় সিদ্ধাগণ এবং হরগৌরী ক্ষিতিতে আসিলেন। ক্ষিতিতে আসিয়া হরগৌরী ক্ষীরোদ-সাগরে গমন করিলেন। তথায় মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া মীন মোচন্দর অবস্থিতি করিতেছিলেন। কি কারণে ঠিক বুঝিলাম না, মোচন্দরকে অভিশাপ দিয়া—

তথা হোন্তে হরগৌরী উঠিআ আইলা।
পুনরপি সিদ্ধা সবে একত্র বসাইলা॥
আগ্ন গুরু মহাদেব পিছে আর সব।
সাধএ সকল সিদ্ধা তরিবারে ভব॥
মহাদেব চলি গেলা পর্ব্বত কৈলাস।
তথা গিআ হরগৌরী কৈলা গৃহবাস॥
পূর্ব্বে গেল হাড়িপা দক্ষিণে কানফাই।
পশ্চিমে গেলেন্ত গোর্খা উত্তরে মীনাই॥
পৃথিবী ভ্রমন্ত সবে যোগপন্থ ধেআই।
কৈলাসেতে হরগৌরী আছে সেই ঠাই॥

এক দিন ভবানী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার শিষ্যগণ,—

ধ্যানেত সাধিআ যোগ কি পাইব ফল।
আজ্ঞা দেহ গৃহবাস করৌক সকল॥

প্রত্যুত্তরে মহাদেব তাঁহাদের কাম-ক্রোধাদি রিপুজয়ের কথা বলিলে,—

দেবীএ বোলএ দেব না বোল বচন।
কাম ক্রোধ তেজি হেন আছে কোন জন॥
আজ্ঞা যদি কর মোরে এ সব বচন।
কটাক্ষে মোহিতে পারি তা সবের মন॥

তার পর দেবী মায়ারূপ ধারণ করিয়া সিদ্ধাগণের ধ্যান ভঙ্গ করিতে চলিলেন। তাহা দেখিয়া,—

কল্পিলেক মীননাথে মনে আশা করি।
জগতেত পাম যদি এমত সুন্দরী॥

তা শুনিআ রোসে দেবী পাইলা এই বর।
কদলীর দেশে তুমি চলহ সত্বর॥
ষোল শত নারী লৈআ কর গিআ কেলি
কদলীর রাজা হৈবা ঝাটে জাও চলি॥
তবে মনে চিন্তিলেক সিদ্ধা হাড়িপাই।
এমত সুন্দরী জদি আমি কভু পাই॥

*   *   *

*   *   *

হাসিআ বুলিলা দেবী পাইলা এই বর।
হাড়ি হৈআ চল তুমি মৈনামতী ঘর ॥
হাতে পিছা লও তুমি কান্ধেত কোদাল।
চল মেহুরঙ্গ কুলে দেশ পাইবা ভাল ॥
কানফাএ কল্পিলেক হৃদয় অন্তর।
এরূপ জুবতী জদি থাকে মোর ঘর ॥

*   *   *

*   *   *

অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনে বিমর্ষিআ।
ত্বরিতগমনে জাও তউফা চলিআ ॥
জেমতে মাগিলা তুমি সেই পাইলা বর।
আনন্দ করহ গিআ বংরীর ঘর ॥
তবে মনে চিন্তিলেক গাভুর সিদ্ধাই।
এমত কামিনী জদি ভজে মোর ঠাই ॥

*   *   *

*   *   *

আজ্ঞা কৈলা ভবানীএ জানি তার আশ।
বর পাইলা চলি জাও সতমার পাশ ॥
সতমা ভজিব তোমা দেখিয়া জোয়ান।
তাহার কারণে তুমি পাইবা অপমান ॥

কিন্তু ভবানী গোরক্ষনাথকে কিছুতেই টলাইতে পারিলেন না। মহাদেব সে কথা শুনিলেন।

গোর্খের চরিত্র দেখি হাসে মহেশ্বর।
গোর্খ হেন যোগী নাই জগত ভিতর ॥

*   *   *

রাখিল মহিমা মোর গোর্খ অবধুতে ॥

দেবী তাঁহাকে অন্যরূপে ছলনার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বর বা শাপের ফলে কাণফা তউফায় বংরীর ঘরে, হাড়িপা মৈনামতীর পুরীতে, গাভুর সিদ্ধাই আপন গৃহে সৎমায়ের নিকট ও মীননাথ কদলী নগরে চলিয়া গেলেন।

মীননাথ কদলী নগরে গিয়া মঙ্গলা ও কমলা নাম্নী দুই যুবতীকে প্রধানা মহিষী করিলেন এবং ষোল শত রমণী লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে মীননাথের ঔরসে বিন্দুকনাথ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন।

অতঃপর দেবী গোর্খনাথের ছলনায় মনোনিবেশ করিলেন। পথম চেষ্টায় বিফলকামা হইয়া তিনি মক্ষিকারূপে গোর্খনাথের উদরে প্রবেশ করিলেন। গোর্খনাথ দশ দ্বার রুদ্ধ করাতে,—

*   *   *

প্রকাশ না পাই দেবী ছুটফট করে ॥
বড় দুঃখ পাই দেবী ডাকিআ কহিল।
তুমি সতী যতি হেন নিশ্চয় জানিল ॥
পন্থ এড়ি দেহ মোরে চলি জাই ঘরে।
বড় দুঃখ পাই মুই তোমার অন্তরে ॥

দেবীর বিনয় বচনে কাতর হইয়া গোর্খনাথ তাঁহাকে গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। তথা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দেবী মানুষ খাইতে আরম্ভ করিলেন। তজ্জন্য মহাদেব তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। পরে গোর্খনাথের চেষ্টায় সেই দেশে দেবীপূজা প্রবর্ত্তিত হইল।

"গার্ভয়ের" রাজসুতা "বিরহিণীর" স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাকে তাহার প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। তাহাতে গোর্খনাথ বিরহিণীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন।

স্বামী পাই বিরহিণী চলি আইল ঘর।
নাথেরে লইআ গেলা মন্দির ভিতর ॥
তবে যতি গোর্খনাথে জ্ঞান কৈলা দড়।
ছয় মাসের শিশু হৈল মন্দিরের ভিতর ॥
দুগ্ধ খাইবারে চাহে কান্দে ওআঁ ওআঁ।
তা দেখিআ রাজকন্যা হৈল আচাভুআ ॥

এইরূপ অপরূপ কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়-

বিমূঢ়া বিরহিনী গোর্খনাথের স্তুতি আরম্ভ করিল। গোর্খনাথ তাহাকে কর্করী-জল পান করিতে বলিলেন। তাহার ফলে বিরহিনীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল শ্রীগোয়াজ।

ইহার পর বিজয়া নগর ত্যাগ করিয়া গোর্খনাথ বকুলতলায় ফিরিয়া আসিলেন। একদিন কাণফা ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল। গোর্খনাথকে দেখিয়াও সে বুঝি মান্যতা করে নাই। তাই গোর্খনাথ ক্রোধে—

বান্ধিআ আনিতে তারে পানফা পাঠাইল।
পানাই তাহারে গিআ ধরিলেক বলে ॥
কাণফা দেখিআ গোর্খ করিলেক রোষ।
আমার উপরে জাও কেমন সাহস ॥
গোর্খের বচন সুনি বহুত ডরাইআ।
আমার বচন গোর্খ সুন মন দিআ ॥
ত্রিভুবনে বোল তুমি যতি গোর্খাই।
একশ্বর থাক তুমি গুরু কোন ঠাই ॥
বড়াই না ছাড় গোর্খ জীঅ কোন ফলে।
তোর গুরু পড়িয়াছে কদলীর ভোলে ॥

* * *

জদি সে আছএ গোর্খ কলঙ্কের ডর।
ঝাটে গিআ তোর গুরু পিণ্ড রৈক্ষা কর ॥
তত্বকথা কহি আমি সুন রে গোর্খাই।
হেন বুদ্ধি কর রক্ষা পাউক মীনাই ॥
কাণফার বচন সুনি গোর্খনাথ হাসে।
আপনে না জাও তুমি মোরে বোল কিসে ॥
তোর গুরু বন্দী হৈছে মেহেরকুল * দেশ।
নিশ্চয় জানম মুই তাহার উদ্দেশ ॥
মেহরকুলেতে আছে জ্ঞানী জে ডাকিনী।
মৈনামতী নাম তান রাজার ঘরণী ॥

* মেহেরকুল ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত। কদলী নগর কোথায়, আজও নির্ণীত হয় নাই। উহার নাম নানা পুথিতে যে ভাবে উল্লিখিত দেখা যাইতেছে, তাহাতে উহাকে এখন একবারে কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

বিধবা জে নারী হএ পুত্র রাজ্যেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িপাএ বঞ্চে একশ্বর ॥
তার পুত্র বার্ত্তা পাইআ বান্ধিআ আনিল।
মাটীর ভিতরে নিআ তাহারে রাখিল ॥

এইরূপে—

দুই জনে পাইল দুই গুরুর উদ্দেশ।
দোহানের মন হৈল উন্মত্ত ভেশ ॥
একখান গুয়া দুইখান করিয় খায়।
জার জেই গুরুর উদ্দেশে চলি জায় ॥
কাণফা চলিআ গেল মেহরকুলদেশ।
গোর্খনাথ চলি গেল মীনের উদ্দেশ ॥

কাণফা মেহারকুলে স্বীয় গুরু হাড়িপার উদ্দেশে গিয়া কি করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ পুথির শেষাংশে তাহা বর্ণিত হইয়াছিল। গোর্খনাথ মীননাথের উদ্দেশে কদলীনগরে গমন করিয়া গুরুকে কামিনী-কাঞ্চনের মায়া ত্যাগ করিবার জন্য নানা উপদেশ দিতেছেন,—মঙ্গলা কমলা প্রভৃতি ষোল শত কদলীর মেয়ে মীননাথকে বিবিধ প্রলোভনে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। গভীর পরিতাপের বিষয়, ঠিক এরূপ স্থলেই পুথিখানি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

পুথিখানির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়া "পরিষদের" এতটুকু স্থানাধিকার করিয়াছি। কিন্তু তথাপি পুথি সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না বলিয়া মনে হইতেছে। এই সুদুর্লভ পুথিখানি উপন্যাসের ন্যায় মনোজ্ঞ,—তার উপর নানা তথ্যপরিপূর্ণ বলিয়া আলোচনার ত উপযুক্ত বটেই, প্রকাশেরও সম্পূর্ণ উপযোগী। পরিষৎ এ বিষয়ে শীঘ্র অবহিত হউন, ইহাই প্রার্থনা।

৪৮৫। জগন্নাথ-মাহাত্ম্য।

নামহীন খণ্ডিত পুথি। তবে ইহা যে দ্বিজ মুকুন্দ-রচিত জগন্নাথ-মাহাত্ম্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আন্তস্ত নাই। কেবল ৭ হইতে ১৩ পাত বর্ত্তমান। প্রাচীন তুলোট কাগজ। জীর্ণাবস্থ। অনেক দিনের প্রাচীন বোধ হয়। দুই পিঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ ও লিপিকরের নাম নাই। সপ্তম পাতের আরম্ভ ;—

করজোরে স্তুতি করে মধুর বচন।
বহু স্তব দেখি পক্ষি সদএ হইল মন ॥
কি কারণে স্তব কর কহত রাজন।
রাজা বোলে নিবেদন শুনহ কারণ ॥
আদি অন্ত পূর্ব্বকথা জানহ আপনে।
এই হেতু আসিআছি তোমা বিদ্যমানে ॥

ভণিতা ;—

এই মতে সুখেতে আছেন নরপতি।
দ্বিজ মুকুন্দে ভনে বন্দিআ শ্রীপতি ॥

এই পুথির একখানি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি চট্টগ্রাম সুচক্রদণ্ডীনিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশ-চন্দ্র সেন নাজির মহাশয়ের নিকট আছে।

৪৮৬। অভিমন্যু-বধ।

পুথিতে নাম দেওয়া নাই। বড় খাতার মত বাঁধা শাদা বালি কাগজের দুই পিঠে লেখা। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ১৮ পাত পাওয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত আছে কি না, বলিতে পারি না। বড় বেশী দিন পূর্ব্বের নকল নহে। লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই। ভণিতাও নাই।

ইহাতে উক্তি, কথা, গায়ন, পটী ও ছড়া আছে। কথার ভাষা গদ্য। ইহা সে কালের একটা গানের পালা বলিয়া বোধ হয়। ভাষা মার্জ্জিত ও মাঝে মাঝে সুন্দর।

আরম্ভ এইরূপ ;—

শ্রীহরি।

শুন ২ সভাসদ রসীক সুজন।
শ্রবণে কলুস নাস বিঘ্ন বিনাসন ॥
অপূর্ব্ব অশ্রেতাধিক ভারত কথন।
চক্রবুহ কৈরে দ্রোণ করে মহারণ ॥
পার্থ বিনা বুহ ভেদে নাই হেন জন।
অত্যা আকুল অতি ধর্ম্মের নন্দন ॥
কথায় অভিমন্যু সিসু প্রাণের নন্দর।
ভূমীষ্ঠ হইয়া সিসু করে অবধান ॥
ধর্ম্মে বলেন জান পুত্র বুহ প্রকরণ।

* * * *

অভিমন্যুর উক্তি।

"মহারাজ আমী যখন জননী জটোরে ছিলাম তখনই পিতে মুখে সুইনাছি। তবে যদি আজ্ঞা করেন জাইতে ইশ্ছা করি।"

মধ্যের একটি 'গায়ন' দেখুন ;—

সে জন্যে কি চিন্তা করা।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু কে বল আছে অমরা ॥ধু॥
কালরূপী কাল এসে, জখনি ধরিবে কেশে,
বোল কে রাখিবে সেসে,
জিবনে হবে গ হারা।
হরি জদি হয় অন্ত, করিকে করে না ক্ষান্ত,
আমি কি তায় হইএ ভ্রান্ত,
জিয়ন্তে কি হবো মরা ॥

শেষ ;—

পটী।

গোবিন্দের স্তুতি সুনি দেব গঙ্গাধর।
ইষদ হাসিয়া দেব করিলা উত্তর ॥
আমার বিধাতা তুমি বিশ্বের পালক।
না জানি হইল বলি নন্দের বালক ॥
অবনী অসুর নাশে অবতার হৈয়া।
করিয়া বেহার বিধ রামকৃষ্ণ লইয়া ॥
জে চয়ে তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
অর্জুন বিজই হবে জিনি সত্রুগণ ॥

বিদায় হইয়া দোহ করিলা, প্রণাম।
আনন্দ বিধানে গেলা আপনারি ধাম ॥

৪৮৭। শ্রীমন্তের পাটন (যাত্রা)।

ইহার আরম্ভ আছে, কিন্তু শেষ নাই। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজের ৩ পৃষ্ঠা মাত্র। অল্প দিনের লেখা। লিপিকরের নাম বা তারিখ নাই। ভণিতাও পাইলাম না।

আরম্ভ ;—

শ্রীমন্তের পাটন।
তোমরা বোল বোল নগরবাসি।
অজ্ঞান শ্রীমন্ত য়ামার কোথাএ বৈল ॥
উইঠে প্রেভাত কালে,
লেখিতে গেল পাঠশালে,
শ্রীমন্ত মোর দুগ্ধের ছাওাল
কোন পথে গেল চৈলে।
না জানি কার সঙ্গে কথা ছিল
কে হরিল নগরবাসী ॥

ইহাতে যাহা আছে, সবগুলি কেবল 'গায়ন'। শেষ গায়নটি এই,—

থাক য়ামি ভবগৃহে ভক্তোর কমল-কাননে।
আমার মায়া জগত বান্ধা আমি বান্ধা
ভক্তের স্থানে ॥
গজানন সরানন নহে ভক্তেরি সমান
ভক্তের য়ঙ্গের অভরন গো।
সদায় ফিরি ভক্তের স্থানে।
সমেরু সম কাঞ্চন ত্রিভুবন বিতরণ
করে আমা এ কারণ গো।
না পাএ আমা ভক্ত বিনে ॥ সাং।

৪৮৮। সত্যদেব-পাঁচালী।

শেষাংশ খণ্ডিত। মোট ৪ পাত বিদ্যমান। দুই পৃষ্ঠে লিখিত। ক্ষুদ্র আকার। ১৬+৬ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজ। একবারে জীর্ণ-শীর্ণ। অনেক দিনের লেখা বোধ হয়। তারিখ ও নাম নাই। ভণিতাও নাই।

নমো গনেসায়। নমো সত্যনারায়ন নমো।
ব্যাস বৃহস্পতি (বন্দম ?) সঙ্কর ভবানী।
কহি প্রসঙ্গ সত্যদেবের কাহিনী ॥
চিত্য দিআ যুন সবে না হই বিমন।
ভক্তিভাবে যুন সবে দেবের কথন ॥
কলির অধিন রাজ্য হইল জথন।
জোর হস্তে জীগ্গাসিলা পাণ্ডবনন্দন ॥
যুন ২ নারায়ন প্রভু গুণনিধি।
কলি জুগে অবতার কৈল কোন বিধি ॥
দুষ্ট কলি আইসে দেখি বর লাগে ভয়।
কহিবা জে কোন রূপে সৈত্য রৈক্ষা হএ ॥

শেষ ;—

এই সব দৈর্ব্য আনি সমুখে রাখিব।
ভক্তিভাবে অনুরূপে সব নিবেদিব ॥
* * * কহিব কথন।
পাইবা অবিষ্ট বর যুনহ ব্রাহ্মণ ॥

৫০৪ সংখ্যক এক নামহীন পুথির বিবরণে পরে যাহা উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা এই পুথিতেও দেখা যাইতেছে। অবশ্য দুই এক শব্দের বা পদের পার্থক্য আছে। সুতরাং সেই পুথিখানি যে এই সত্যদেব-পাঁচালী, তাহাতে আর সংশয় নাই। পুথির বাম কিনারায় একটু একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

৪৮৯। সীতাহরণ।

অল্প দিন পূর্ব্বের লেখা। শাদা পাতলা বালি কাগজ, দুই পিঠে গোটা গোটা অক্ষরে লিখিত। শেষ পর্য্যন্ত আছে কি না, বলা যায় না। লিপিকরের নাম

ও তারিখ নাই। পত্রাঙ্ক দেওয়া নাই। গণনায় ১০ পাত পাওয়া গেল। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত।

রাম নাম লও ভাই এই বার বার।
বিনে রাম নাম কিসে হইবে নিস্তার॥
মরা মরা জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি।
সুধা হৈতে সুধাময় রাম নাম ধ্বনী॥
রাম ভাব রাম জপ রাম কর সার।
রাম নামে মুক্ত হৈয়ে জাবে স্বর্গদ্বার॥
আগু কাণ্ঠে রামের জন্ম বিবাহ সীতার।
অজুধ্যায়ে বনবাস ভরথে রাজ্যভার॥
অরণ্য কাণ্টেতে সিতা হরিল রাবণ।
কিস্কিন্দায়ে সুগ্রীব মিত্র কণ্টক সঞ্চয়ন॥
সোন্দরা কাণ্টেতে কৈলা সাগর বন্ধন।
লঙ্কা কাণ্টে উভয়ের পক্ষে মংারণ॥
উত্তরা কাণ্টেতে সিতার পাতালে প্রবেশ।
শ্রীরামের স্বর্গে জাত্রা দুঃখের বিসেস॥
সম্প্রতি সুনহ সিতাহরণ কথন।
অস্রেত অধিক চিন্তামণি রামগুণ॥

শেষ ;—

হাতে ধনুবাণ রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল জথ দেখেন গোচরে॥
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।
তোলপাল করে কথ শ্রীরামের মনে॥

তোমাকে কি দোষ দিব মম কর্ম্মফল।
যেমন বিধির লিপি ঘটিবে সকল॥
আমা হইতে অধিক ভাই তব বুদ্ধিবল
কর্ম্মযোগে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল॥
মায়া-মৃগ ছলে আইলাম কাননে।
হের দেখ রাক্ষস পরিছে মম বাণে॥
ভয়ঙ্কর বিকট মুসল ডানি হাতে।
দেখ ভাই মারিচ পরিয়াছে পথে॥

ইহাতে উক্তি, কথা, গায়ন, পয়ার ও ছড়ার ব্যবহার আছে। কথার ভাষা গদ্য।

৪৯০। নুরনামা—সৃষ্টিপত্তন

এখানি সঙ্গীত-শাস্ত্রের পুথি। অবশ্য মুসলমানী ধরণের। ইহাতে প্রথমে বিশ্ব-রচনা-রহস্য ও পরে রাগ-তালের উৎপত্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, পুথিখানি সম্পূর্ণ নহে। প্রথমে ত এক পাত নাই। কিন্তু শেষে কয় পাত নাই, কিরূপে বলিব? দুই হইতে সাত পাত পর্য্যন্ত বিদ্যমান। ক্ষুদ্র বহির আকার। দুই পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। প্রাচীন তুলট কাগজ।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ ;—

তার পরে এক কথা দেখি বিপরিৎ।
নুর মোহাম্মদ নবি আছিল বাতেনিৎ*॥
কোন জন রাগ তাল প্রচার করিল।
কোন জনে য়াগ্রা দিল প্রথমে কোনে বাইল॥

পএয়ার।

ঘোসা ;—

রসিয়া নাগর কানাইরে বাজাএ মোহনবাসী।
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
দ্বিতিএ প্রণামি স্বর্গ মৈত্য দেবগণ॥
গুরুর চরণ বান্দ ধরনিতে পরি।
অধম বালক লয় (লও) সঙ্কট উদ্ধারি॥
পণ্ডিত সভার পদে প্রণাম করিয়া।
নুরনামা শ্রীষ্টিপত্তন কহি বিস্তারিয়া॥

সপ্তম পত্রের শেষ ;—

কেহ গাএ কেহ বাহে কেহ গিয়া সুনে।
সভাহে বলে মোহাপ্রভু য়াইসেন য়াপনে॥
রাগ রিত তাল জন্ত্র মোহাপ্রভুর নাম।
জেবা ডাকে তথা জাএ য়ার নাই কাম॥

* বাতেনিৎ—(আরবী শব্দ) অপ্রকট।

ভণিতা ;—
পণ্ডিত সভার পদে সীরেত জে মানি।
দ্বিজ রামতনু কহে আলির কাহিনি॥

রামতনু (গুরু ঠাকুরের) নিবাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত আনোয়ারা গ্রামে। তিনি সে কালের গুরুঠাকুর ছিলেন এবং তদ্ভিন্ন হাড়িদিগকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তেমন গোঁড়ামির যুগে তিনি মুসলমানের বিশ্বাসের দিক্ হইতে এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে।

৪৯১। নামহীন পুথি।

আদ্যন্ত খণ্ডিত, সুতরাং নামহীন। ১২ হইতে ১৪ পর্য্যন্ত মোট তিনটি পত্র বিদ্যমান। দুই পিঠে লেখা। অত্যন্ত প্রাচীন। কাগজ একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। ভণিতাও পাওয়া গেল না।

যে তিনটি পত্র আছে, তাহাতে হনুমানের সহিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ পত্র হইতে একটু নমুনা দিলাম ;—
মরিলে না মরে বেটা রাবণা তনএ।
সিলাতে ঘসিয়া তারে কারমু জে ক্ষএ॥
এই চিন্তা করি হনু বিক্ষ (বৃক্ষ) উপারিয়া।
আসে পাসে রাক্ষস সব পেলাএ মারিয়া॥
তিন রক্ষহিনি সেনা করিল জে ক্ষএ।
সেস মাত্র রহিলেক রাবণা তনএ॥
জথ মন্ত্র আসিল সব হইল ক্ষএ।
গাছ পাথর লা রাখিল পোবন তনএ॥
তবে হনুমান বিরে সাবুটিয়া ধরে।
ঘসিতে লাগিল নিয়া সিলার উপরে॥

৪৯২ কাসেমের লড়াই— ছকিনা-বিলাপ।

এখানি মুসলমানী পুথি। সুপ্রসিদ্ধ কারবালা-যুদ্ধের একটি ঘটনা লইয়া ইহা রচিত। ইহার ঘটনাটি মহরম পর্ব্বের সহিত বিজড়িত। দামাস্কাসের খলিফা পাপমতি এজিদ চক্রান্তবলে হজরত ইমাম হাসনকে কারবালার প্রান্তরে লইয়া গিয়া চতুর্দ্দিকে জলবন্ধ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। নবিবংশের সমস্ত বয়স্ক পুরুষ তাহাতে নিধন প্রাপ্ত হন। অবশেষে একরূপ 'দুধের ছাওয়াল' কাসেমকেও যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হয়। কাসেম হজরত ইমাম হোসেনের পুত্র ও বিবি ছকিনা হজরত ইমাম হাসনের কন্যা। যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁহাদের দুই জনের বিবাহ হয়। বিবাহ-রাত্রিতেই কাসমকে যুদ্ধে যাইতে হয়। আহা! তাঁহার সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া!

১৪+১০ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজের বহির আকার। দুই পিঠে লেখা। শেষ নাই। ১ হইতে ৪৫ পাত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। তাহার পর খণ্ডিত। লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই। বহু দিনের প্রাচীন বোধ হয়। চতুর্দ্দিকে লাল কালীর লাইন দেওয়া থাকায় পুথিখানি বড় সুন্দর দেখায়।

আরম্ভ ;—
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
সেই প্রভু নিরঞ্জনে স্রিজিল সংসার॥
আর্ষ কুর্ষি লহু আদি এ তিন ভোবন।
শরগ আদি নরক স্রিজিল জেই জন॥

জদি সে কাচিম গেল জুদ্ধ করিবার।
কর জোর করি কৈন্যা মাগে পরিহার॥

গুতিল মুকুতার মালা নআনের জলে।
লাজেত অবলা ভালা (বালা) গদ গদ বোলে॥
মোর কিছু নিবেদন যুন প্রাণনাথ।
বিবাহের কালে জুদ্ধ যুনিচ কথাত॥

ভণিতা ;—

কুমারি বিলাপ করি, নিজপতি গেল ছারি,
আখেরে হৈব দরসন।
হিন্তু সেরবাজে বোলে, সোবানের পদতলে,
জার কর্ম্মে জে আছে লেখন॥

৪৫শ পত্রের শেষ ;—

কান্দে বিবি ছকিনা কর্ব্বলা মহারোল।
হাএ ২ করি কান্দে হইআ বেআকুল॥
হাহা প্রভু নিরঞ্জন শ্রিজিলা আপনে।
পালনা করিব কনে উঠাইলা তাহানে॥
ছকিনার মুখ চাহি না করিলা দআ।

* * *

এই সেরবাজের রচিত আরো কয়খানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৪৯৩। নামহীন পুথি।

ইহার নামও নাই, আদ্যন্তও নাই। কংসের ধনুর্য্যজ্ঞোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মধুপুরযাত্রা ইহার বর্ণনীয় বিষয়। অল্পদিন পূর্ব্বের লেখা,—রচনাও তাহাই বোধ হয়। ইহাতেও গায়ন; ছড়া, উক্তি ও কথার ব্যবহার আছে।

ফুলস্কেপ এক চতুর্থ অংশ আকারের কাগজে বহির আকার। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ৮ পাত পাওয়া গেল। দুই পিঠে কয়েক পাত কাল কালীতে ও কয়েক পাত লাল কালীতে লেখা। লাল কালীর অক্ষর উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। ভণিতাও নাই।

আরম্ভ এই ;—

অক্রূরকথা।

ঠাকুর আপনে কি মধুপুর জাবেন।
এই কথা আমার মনে বিশ্বাস হয় না।

৫নং গান।

আমার ঐ বড় ভয় মনে আছে শ্রীমধুসুদন।
হরি তুমি গেলে কে রাখিবে নন্দে বই জত গোধন॥

জসদা দে ক্ষীর ননী,
ছারবে কি তাই হে নিলমনী,
মনে তাই ত অনুমানি সদা সর্ব্বক্ষণ।
জে করেছে লালন পালন,
তার কাছেতে বান্ধা সে জন,
বসুদেব দৈবকিরে কর না এত জতন॥

লাল কালীর লেখা অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় এই স্তিমিত দীপালোকে শেষাংশ হইতে আর কিছু উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

৪৯৪। ছকিনা-বিলাপ।

পূর্ব্বে ৪৯২ সংখ্যক পুথির বিবরণে যে "কাসেমের লড়াই—ছকিনা-বিলাপে"র পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, ইহা তাহারই অন্তর্গত ও স্বতন্ত্র পুথির আকারে গ্রথিত বলিয়া বোধ হয়। তবে সকল স্থানে মিল আছে, এমন কথা বলিতে পারি না। ইহাতে ভণিতার উল্লেখ নাই ; কিন্তু সেই সেরবাজেরই রচিত হওয়ার কথা বটে। আট পেজী কাগজের বহির আকার। দুই পিঠে লেখা। পত্রসংখ্যা ৫। অত্যন্ত জীর্ণাবস্থ। লিপিকরের নাম-ধাম নাই ; কিন্তু ইহা যে কোন হিন্দুর লেখা, তাহা পুথির প্রথম পত্রের উপরিভাগে লিখিত 'শ্রীদুর্গা' শব্দ দ্বারাই বুঝা যায়। ১১৭২ মঘীর লিখিত।

শ্রীদুরগ্গা।
সন ১১৭২ মং (মঘী)
/৭ রাগ দিরগ ছন (ছন্দ)।
আমার করর্ম্মেতে ছিল, বিভারাত্রি যুদ্ধ হৈল,
করর্ম্মভোগ না গেল মিঠন।
পাইয়া অমুল্ল ধন, ন করিলুম জথন (যতন),
নৈরাস করিল নিরঞ্জন ॥
শেষ ;—
পাহারে করিলে গতি, জদি নষ্ট মিলে পতি,
সমুখ স্থানে করিমু বিচার।
দস দিকে তোকাইলে, জদি পতি নাই মিলে,
সজীবে হইমু সংগার (সংহার) ॥
ছকিনার বিলাপ যুনি. পাষানে জরএ মনি,
তাপে হৈল গন্ধর্ব্ব * *।
অঘোর নরক হোতে, পাপী সব উদ্ধারিতে,
প্রভু বিনে গতি নাই আর ॥
তামাম সোত।

৪৯৫। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ।

ইহার কোন নাম নাই। ক্ষুদ্র পুথি। আট পেজী আকারের ৫টি পত্র। উভয় পিঠে লেখা। দেশীয় কাগজ বটে; কিন্তু অল্প দিন পূর্ব্বের। লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই। রচয়িতার নামও অপ্রকাশিত। কেবল গায়ন ও পটীতে ইহা রচিত।

১নং গায়ন।
কি হবে সকুনি মামা মন্ত্রণা আমাএ
বোল না।
পাণ্ডবেরী সর্ব্বা(?) দেইখে প্রাণে সহে না ॥ধু॥
ধর্ম্মপুত্র জুধিষ্ঠির হৈলেন রাজারাজেশ্বর।
বাহুবলে বৃকোদরে কাকে মানে না ॥

আরও একটি গানের নমুনা দিলাম ;—
বিপদকালে একবার কৃষ্ণ বৈলে ডাক গো
এখন।
শ্রীকৃষ্ণ কোরিবে তোমার লজ্জানিবারণ ॥
গোবিন্দ অগতির গতি, কৃপা কর কমলাপতি,
শ্বরণে সদয় অতি শ্রীমধুসুদন ॥
পুথিখানি শেষ পর্য্যন্ত আছে বলিয়া বোধ হয় না।

৪৯৬। শ্রীরাধার মানভঞ্জন।

ইহার কোন নাম নাই। বড় খাতার আকারে শাদা বালি কাগজে লেখা। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ১১ পাত পাওয়া গেল। দুই পৃষ্ঠে লিখিত। অল্প দিন পূর্ব্বের নকল। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। রচয়িতার নামও অজ্ঞাত।
আরম্ভ ;—
ও বিদু বধনি,
সে নাগর নব নিরোদ বরণ,
নাগরী নবিন বিদ্দুত জেমন,
সামের কোলে রাই হবে সুশোভন,
মিঘোলে (?) মিলন জেন সোধামিনি।
অভরন দিএ সাজাব তোমারে,
মিলাইব নবীন কিসোরীর কিসোরে,
তোমার কণ্ঠমালে সাজাব সামেরে,
হবে রাই চিন্তামনির সোহাগিনী ॥
শেষ ;—
গায়ন।
কৃষ্ণময় রাপে হেরি।
জে দিগে শ্রীমতি, সে দিগে শ্রীপতি,
চতুর্দ্দিগে বংসীধারে ॥
মান ভাবে রাধে মুদে দুনয়ন,
হৃদয়-কমল পদ্মবনে পদ্মাসন,
দ্বিভুজ মুরারী করিএ ধারণ,
রাধে২ ডাকেন বাজাই বাসুরী ॥

এই পুথিতেও উক্তি, কথা, গায়ন ও পটীর ব্যবহার আছে। নিম্নে শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত দাসখৎখানি উদ্ধৃত করিয়া ইহার বিবরণ শেষ করিতেছি।—

গায়ন।

ইয়াদি কিন্দ : কিসোরী অঙ্গে :
স্থানে লেখি হরি অধিনে :
মম সদজ্ঞানে : শ্রীপদধ্যানে : বিক্রিত
ভবদিয়া চরণে :
তব প্রেমতন্ত্রে : মম মতিমন্ত্রে : নিত্য
সচিত্য মননে :
ইহ মম ধর্ম্ম : কুরু তব কর্ম্ম : দাসখত
লিখি সত্য বিধানে।

৪৯৭। নামহীন পুথি।

কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পুথি। আরম্ভ আছে, কিন্তু কোন নাম নাই। রয়েল আট পেজী আকারের মোট দুইটি পত্র। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। এই দুই পত্রে ইহা শেষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। লিপি-করের নাম ও তারিখ নাই। কাগজ খুব প্রাচীন দেখায়; কিন্তু তাহা বয়সের গতিকে বলিয়া মনে হয় না। ভণিতাও অপ্রকাশিত।

আরম্ভ ;—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। নমো গণেশায়॥
গ্রন্থারম্ভ।

সুন শুন সভাজন করি নিবেদন।
জেইরূপে লিলা করে ব্রজের নন্দন॥
জিজ্ঞাসে জনমেজয় জোর করি কর।
কহ কহ কৃষ্ণকথা জুরাকু অন্তর॥
কোনরূপে উদ্ধবেতে গকুলে আসিআ।
দ্বারিকাতে গেল সব সংবাদ জানিআ॥
কোনরূপে শ্রীমতিএ ভৎসনা করিল।
কোনরূপে শ্রীরাধিকে শ্রীপদ পাইল॥
ব্যাশে বোলে সুন সুন হে মহারাজন্।
সে সব রহস্যকথা করহ শ্রবন॥
জরসন্ধে মথুরা পুরিল মত্ত কপ্নি।
তবে দ্বারিকাতে পুরি করিল শ্রীহরি॥
রুক্মিনি প্রভৃতি বিহা করি অষ্ট নারি।
নিভৃতে আছেন প্রভু দেব নরহরি॥
একদিন ব্রজক্রিড়া মনেতে পরিআ।
অজ্ঞানির মত কৃষ্ণ জ্ঞান হারাইআ॥
ত্রিলোক্যমা রূপ গুণ মনেতে পরিআ।
অধৈর্য্য হইআ কৃষ্ণ ভাবে অন্তরেতে॥ (?)
ডাকিএ উদ্ধবে তবে কহিছে তখন।
কি উপাএ করি তবে কহ বাছাধন॥

শেষ ;—

গান।

ওহে মা জসমতি করি এই মিনতি।
দেখা দিএ অধমের প্রাণ বাচাও॥
আমি ত অন্য নই, তব গোপালের দাস হই,
দাস জ্ঞানে অধমেরে দেখা দেও॥ ধু॥
আমি ডারাইলেম দ্বার পাসে,
শ্রীচরণ দেখবার আসে,
কৃপা করিএ দাসে ফিরে চাও॥

কথা।

"ওমা নন্দারাণি ওমা নন্দরাণি একবার দেখা দেও। দেখা দিএ মা প্রাণ বাচাও। ওহে বাছাধন ওহে বাছাধন তুমি কেহে ওহে বাছা মা বল বইলে ডাকলে কে।"

ইহাতেও গান, কথা ও পটী আছে, দেখা যায়।

৪৯৮। আদিত্য-চরিত্র।

পূর্ব্বে ৪৫৭ সংখ্যক পুথির বিবরণে "সূর্য্যব্রত-পাঞ্চালী" নামক যে পুথির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাহা শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত কর্ত্তৃক 'পরিষৎ-পত্রিকায়'

সমগ্র প্রকাশিত* হইয়াছে, ইহা ঠিক সেই পুথিই। প্রাচীন পুথির স্বভাবগত পাঠ-পার্থক্য অবশ্যই আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তদ্ভিন্ন ইহার নামটাও নূতন ও ভিন্ন। এজন্য পুনরায় এখানে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান আবশ্যক মনে করিলাম।

২০+১০ অঙ্গুলি-পরিমিত দোভাঁজ-করা কাগজ। এক পিঠে লেখা। পত্র-সংখ্যা ১৪। কাগজ অত্যন্ত প্রাচীন,—ঠিক যেন্ তাম্রকুট-পত্র।

ইহার রচয়িতা রামজীবন বিদ্যাভূষণ। তাঁহার নিবাস চট্টগ্রাম বাঁশখালী থানার অন্তর্গত (রাণী নহে) বাণী গ্রামে। তাঁহার রচিত একখানি "মনসা পুথি" আছে। উহা "বিদ্যাভূষণী মনসা" নামে খ্যাত।

/৭ নমঃ গণেসায়।

প্রণমহো সরশ্বতি চরনে যুগল।
একে একে প্রণমহো দেবতা সকল॥
একে একে প্রণমহো দেবতা সকল।
ইষ্টদেব প্রণমহো মনে মোহারঙ্গে॥*(?)

* * * *
* * * *

জেষ্ট ভাই প্রণমহো দ্বিজ বয়শ্রেষ্ট।
জ্ঞানধিক বয়াধিক বন্দম গরিষ্ট॥

* * * *
* * * *

অল্প বয়সে মুই দ্বিজকুলে জাৎ।
পণ্ডিত ন হম্ মুই নিবেদে তোমাৎ॥

ভণিতা;—

শ্রীরামজিবনে ভনে, আদিত্য ভাবিয়া মনে,
করজোরে প্রণতি অপার।
সদয় হৈয়া অতি, কর দুঃখ অভ্যাগতি,
সেবকেরে রাখ এই বার॥

* ত্রয়োদশ ভাগ—য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শেষ;—

শ্রীরামজিবনে ভনে আদিত্য ভাবিয়া।
তুআ পাদপদ্মে মন রৌখ অলি হৈয়া॥
মোহানন্দে গুরুগনে করিল আদেস।
সেই হেতু করিলাম কবিতা বিসেস॥
কবিগণের চরনেতে শত নমস্কার।
অযুদ্ধেতে যুদ্ধ কর এ দায় তোমার॥

রচনাকাল;—

বিন্দু রাজ রিতু বিধু সক নিযুজিৎ।
শ্রীরামজিবনে ভনে আদিত্যচরিৎ॥

"ইতি আদিত্যচরিত্র পুস্তিকা সমাপ্তঃ শ্রীরামচন্দ্র অস্য বুদ্ধক্ষর লিক্ষতেঃ এযুর্জ্জ সহশ্রাংস: তেজরাসি জগত পতেঃ অনুকম্প যমংভতাং: গৃহানাঘ্রাং দিবাকর শ্রীসুর্জ্জাএ নমঃ॥ এই পুস্তিকার খাস মালিক শ্রীরামচন্দ্র অস্য তালুকদার পীং জয়রাম সিকদার। সাকে ১৭২২ সন তারিখ ১০ আগ্রন রোজ রবিবার এক পহর ওদএ সমাপ্ত॥"

পুথিখানি স্থানে স্থানে কীটদষ্ট হইলেও এখনো ভাল অবস্থায় আছে। চট্টগ্রাম পাব্লিক লাইব্রেরীর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মহেশ-চন্দ্র বিশ্বাস ইহার মালিক।

৪৯৯। সবে মেয়ারাজ।

পূর্ব্বে ১৪০ সংখ্যক পুথির বিবরণে একবার ইহার সামান্য উল্লেখ করা গিয়াছে। তখন কোন পুথি আমার হস্তগত না হওয়ায় উহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে পারি নাই। দুঃখের বিষয়, আজ যে হস্তলিপির সাহায্যে এই বিবরণ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাও আদ্যন্ত খণ্ডিত। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজের বহির আকার। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। ২ হইতে ৯০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিদ্যমান। তারিখ ও লিপিকরের নাম নাই। তবে

কাগজ দেখিয়া বুঝা যায়, বড় বেশী দিন পূর্ব্বের লেখা নহে। খুব মোটা শাদা বালি কাগজের মত কাগজ। একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ। শেষ পৃষ্ঠার লেখা একেবারে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ইহা একখানি মুসলমানী পুথি। ইহাতে হজরত মোহাম্মদের স্বর্গ-পরিক্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সৈয়দ সুলতান নামক জনৈক কবি ইহার প্রণেতা। তাঁহার ভাষা খুব সুন্দর,—কচিৎ আরবীয় শব্দাদির প্রয়োগ আছে। এই কবির রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ;—

(মুই) সঙ্গে ন থাকিতুম জদি সেই কালে।
দহিত তাহান অঙ্গ জলন্ত আনলে॥
কেরআনে জখনে মুছার লাগ লৈল।
সমুদ্রের কুলে নিআ মারিতে চাহিল॥
মুই ন থাকিতুম যদি তাহান সহিত।
সাগরেত বাহাল না হৈত কদাচিত॥
মুই জে আছিলুং ইছা পএগাম্বরের সনে।
জখনে মারিতে গেল জুহুদের গণে॥
মুই তানে ইঙ্গিতে অন্তর করি থুইলুং।
জুহুদের হাতেত জুহুদ কাটাইলুম্॥
পিথিম্বিত জথেক রছুল হইআছে।
মুই সে আইসম জাম সভানের কাছে॥
মোর নাম জিব্রাইল জান মোহাশএ।
আল্লার ফ্রমানে (ফরমানে) আইলুম
তোমার আলএ॥

কবির ভাষার নমুনাস্বরূপ নিম্নে স্বর্গ-বিদ্যাধরীগণের রূপ-বর্ণনা হইতেও কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

খঞ্জন-গঞ্জন অতি নাসা তিলফুল।
চাচর চিকুর সব স্বম্বিত বহুল॥
ভুরুজুগ দুই ধনু কাজলে রঞ্জিত।
ইষেত কটাক্ষশরে করএ মুহিত॥
মুখশশিপরে জেন নআন চোকর।
রহিছে আমিআ আশে হই যতি ভোর॥
সেই পদপরে শোভে যলথা ভোমর।
ঘর্ম্মজল মধু বুলি পিএ নিরান্তর॥

ভণিতা;—

কহে সৈদ ছোলতানে করিআ কাকুতি।
রছুলের পদে রৌক মোহর ভকতি॥

এই গ্রন্থে অন্যান্য কথা ছাড়া মোহাম্মদীয় স্বর্গ ও নরকের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে।

৫০০। ইমাম-সাগর।

আমি যে "ইমাম-সাগর"খানি পাইয়াছি, উহা নকল। আসলখানা কত দিনের রচিত, তাহা অবগত হইতে পারি নাই। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার এক স্থানে লিখিত আছে;—

* * * *
* * * *

আল্লা রসুলের যদি কৃপাদৃষ্টি পানু।
বাঙ্গালা হইতে ইমামসাগর (পুস্তক) শুনানু॥
শেখ মুবাকু আলী (?) সে বিদিত সংসার।
তাহার তনয় শেখ ফরিদ খোন্দকার॥
রচিল চুড়ান আলী (?) তাহার তনয়ে।
শেখ পগোরি (?) আমার কুরছি কুল হএ॥
ইমাম সাগর পুথি পরে যে 'মমিন'।
অবশ্য দেলের ভেদ পাইবে সে জন॥

* * *
* * *

ইহাঁদের সম্বন্ধে এখানে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। ১৯৮ পৃষ্ঠায় আছে;—

আমার আরজ এক সভার হুজুরে।
পুস্তকে তাকিব হইয়া নিবে সবে ফিরে॥
তহকিক করিয়া সবে সিরে নিবে ভাই।
কমি বেসি কর যদি আল্লার দোহাই॥
হাদিছে ত লেখা আছে শুনহো মমিন।

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

করিনু সাটক্নি পুতি (পুথি) বড়ই মুস্কিলে।
ইমাম সাগর নাহি মিলে কাকিনা সংসারে॥
বাঙ্গালা জবানে নাএী পুতি এমামের।
তাহাতে করিনু সেকি (?) কর বরাবর॥
বারসোএ পচার্ত্তর মঞ্জিলের পরে দিন।
তামাম হইল পুতি জানিবে মমিন॥
ইমাম হুছনের পুথি হোইল তামাম।
গোম্নানিন (?) হৈল রচিলো কবি জানিবে
　　　　　　　　এছলাম॥
গোলামি কহেন ভাবি নবির পদ সার।
আল্লা মহাম্মদ বিনে গতি নাহি আর॥
ইতি ইমাম সাগর পুস্তক হৈল সমাপ্তন।
আল্লা আল্লা বোল ভাই 'দিনের' মোসলমান॥
তোমার কদমে ছালাম জতো কিছু ভার।
বনিজ মামুদ নাম জানিবে আমার॥
য়াকর (আখর) বেশি কমি হৈলে না
　　　　　　　　ধরিবা আর।
গুণা খাতা মাফ করি লইবা আমার॥
পুতি সমাপ্তন হৈল (রোজ) মঙ্গলবার।
সন ১২৭৫ সাল তাং ৩৯ (?) বৈশাখ
　　　　　　　　মাস জানিবা॥

"জিঃদার বনীজ মহাম্মদ সাং গোপাল রায়। জথা দিশ্টং তথা . লিখিতং। লিখিকো দোসক নাস্তি। ইস্তক সন ১২৭৪ সাল চৈত্র নাগাদ সন ১২৭৫ সালের বৈশাখ। তারিখ ৩৯ (?) বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার। মোকাম কাকিনা পুস্তক লেখা হইল। বেলা আছর সমে। আমলদারি কাকিনা শ্রীজুত সেডুকুল্যা বাটী তালুক গোপাল রাএ চাকোলে কাকিনা হস্ত য়ক্ষর শ্রীজুত রাজে মহম্মদ। বসত মোকাম বাণীনগর বাটী জানিবা। আর অধিক কি লিখিব আমি গুণগার। আমার পুতির সঙ্গে দুই শত সাত পাত জানিবা।"

পুস্তকখানি বড় এবং দুই পৃষ্ঠায় লেখা। হস্তাক্ষর ও পুস্তকের তুলট কাগজের অবস্থা দেখিয়া অনেকদিনের পুথি বলিয়া মনে হয়। লেখকের ভাষাজ্ঞান আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। নকলের দোষেও এমন বিকৃত হইতে পারে। পুস্তকে যে রাজে মহম্মদের নাম আছে, তাঁহার বিষয় অনুসন্ধানে কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই বাণীনগর,—কাকিনা হইতে দুই মাইল উত্তরে—ষ্টেসনের সন্নিহিত। বর্ত্তমান সময়ে সেখানে একটি ঐ নামের অশীতিপর বৃদ্ধ আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে কিছু বলিতে পারিল না। গ্রন্থোল্লিখিত রাজে মহম্মদ সে নিজে নহে, তাহাও বলিল। তবে তাহার কাছে দুই জন ঐ নামের ঐ স্থানের লোকের কথা শুনিলাম। ইহাদের মধ্যে একজন লেখা-পড়া জানিত না। অপর রাজে মহম্মদই ইহার নকলনবিস কি না, তাহা সে বলিতে পারিল না। তবে সে লেখাপড়া জানিত, এ কথা সে বলিল। সুতরাং এ রহস্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কবি বনিজ মামুদ সম্বন্ধেও জানিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে বলিল, আমি গোপালরায়ে ঐ নামের কোন লোক ছিল বলিয়া জানি না। (এই) গোপালরায় বাণীনগরের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত।*

* পরে মুন্সী সাহেব আমাকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"তাহার স্ত্রী ও দুই পুত্র এখন কাকিনার অধিবাসী; কিন্তু তাহারা পিতৃগুণের অধিকারী হইতে পারে নাই। দীনভাবে আমাদের খানিকটা জমি জমা লইয়া আছে। লেখকের স্ত্রীর মুখে শুনিলাম,—প্রৌঢ় বয়সে বনিজ মামুদের মৃত্যু হয়। লোকটা মুন্সী-গোছের ছিল। বলা বাহুল্য, গ্রন্থোল্লিখিত গোপাল রায়েই তাহার বাড়ী ছিল।"

৫০১। গোসানী-মঙ্গল।

"গোসানী-মঙ্গল* অর্থাৎ রাজা কান্তেশ্বরের অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত;—কোচবিহার বা এতৎপ্রদেশের আদি-কাব্য।৺রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী-বিরচিত। ইহা ঠিক্ কোন্ সময়ে রচিত, তাহা বলা যায় না।

আমাদের কাছে ১৩০৬ সালের মুদ্রিত, কলিকাতা আলবার্ট কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ৺কৃষ্ণবিহারী সেন এম্ এ মহোদয়ের অনুমত্যনুসারে গোসানী-মারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত একখানি পুস্তক আছে। এখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ। সম্প্রতি আর এক-খানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত গোসানী-মঙ্গলের সংবাদ পাইয়াছি। উহা কোচ-বিহারের অন্তর্গত বড়মরিচানিবাসী মৌলবী আমানত উল্লা চৌধুরী জমিদার সাহেবের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। আমরা এখনও দুইখানি পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। তবে উক্ত আত্মীয়ের কাছে শুনিয়াছি, মুদ্রিত পুস্তকখানির সহিত স্থানে স্থানে পাঠের অমিল আছে। যাহা হউক, সে পুস্তক-খানি সম্বন্ধে শীঘ্রই আমরা বিশেষ অনু-সন্ধান করিব। শেষোক্ত পুস্তকখানি একটি হিন্দু বৈরাগীর কাছে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শুনা যায়, সে লোকটি প্রত্যহ পুথিখানির পূজা করিত।

কবিবর ৺রাধাকৃষ্ণ দাসের পিতা ৺করুণাকর দাস কোচবিহারপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যে পরমসুখে বাস করিতেন।

কবি "মঙ্গলাচরণে" গাহিয়াছেন;—

হরেন্দ্র নারায়ণ রাজা, বেহারে পালেন প্রজা,
যাঁর যশ ঘোষে সর্ব্বজন।
সেই রাজ্যে করে ঘর, সাধু সে করুণাকর,
পরম বৈষ্ণব গুণধাম॥
তাহার তনয় এক, পাইয়া চৈতন্য ভেক,
চিন্তে হরি-চরণ-কমল।
তাহে আদেশিলা দেবী, কহে রাধাকৃষ্ণ কবি,
সুমধুর গোসানী-মঙ্গল॥

গোসানী-মারিতে কান্তেশ্বরের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান আছে। কবি যে গোসানী দেবীর একজন পরম ভক্ত, তাহা তাঁহার আবেগ-উচ্ছ্বসিত সুললিত কাব্য হইতেই বেশ অনুমিত হয়।

গ্রন্থখানি চমৎকার কবিত্বপূর্ণ। ইহার ভাষা সবল, স্বাভাবিক, পরিস্ফুট। গ্রন্থা-রম্ভে কবি বলিতেছেন;—

বেহারে দক্ষিণ গ্রাম নাম জামবাড়ী।
সেই গ্রামে জামবৃক্ষ আছে সারি সারি॥
সুবর্ণবরণ জাম ফলে বারমাস।
শ্রীফল-বেলাদি তথা চির পরকাশ॥
পার্ব্বতী সহিত শিব শ্রীফলের তলে।
একত্রে বসিয়া কথা কহে নানা ছলে॥
শিব কহে শুন দুর্গা আমার বচন।
এই রাজ্যে যত লোক সুখী সর্ব্বজন॥
সুবর্ণ-বরণ ফল বেলাদি শ্রীফলে।
ঘরে ঘরে শিব-দুর্গা পূজে কুতূহলে।
চণ্ডী কহে বর দাও ভোলা মহেশ্বর।
এই রাজ্যে রাজা হক্ নাম কান্তেশ্বর॥

কান্তেশ্বরের পিতার নাম ভক্তীশ্বর; মাতার নাম অঙ্গনা। অঙ্গনা—

তন্ত্র মন্ত্র শুনে আর বেদ রামায়ণ।
কথার প্রসঙ্গে উঠে চণ্ডীর পূজন॥
স্বামি-মুখে শুনি সতী চণ্ডীর মাহাত্ম্য।
চণ্ডী পূজিবার তরে করিল মনস্থ॥

* 'গোসানী' কি 'গোস্বামিনী' শব্দ-জাত?

তারপর চণ্ডী আসিয়া দম্পতীকে স্বপ্ন দেখাইলেন ;—

শুন শুন ভক্তীশ্বর শুনহ অঙ্গনা।
তোমাদ্বয় হতে প্রিয় নাহি কোন জনা॥
করহ আমার পূজা লহ ইষ্ট বর।
তোমার তনয় হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥
সত্য করি কহি ব্যর্থ না হবে বচন।
মম বরে তব পুত্র হইবে রাজন॥
রাখিবা পুত্রের তুমি কান্তনাথ নাম।
এ কথা কহিয়া চণ্ডী হল অন্তর্দ্ধান॥

এ চণ্ডী-পূজার ফলে অঙ্গনার গর্ভে সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত কান্তেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর কান্তেশ্বর—

অল্পকাল গুরুস্থানে করি অধ্যয়ন।
বাঙ্গালা সংস্কৃত শিখে করিয়া যতন॥
ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্রে হইয়া পণ্ডিত।
তন্ত্র মন্ত্র আদি শিখে আর রাজনীত॥

সুতরাং এমন রাজা ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মানুরক্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? ইনিই গোসানী সংস্থাপন করেন। কবি বলেন ;—

সসৈন্যে সাজিয়া রাজা করিল গমন।
চণ্ডীমণ্ডপেতে আসি দিল দরশন॥
পঞ্চগব্যে গোসানীরে করাইয়া স্নান।
সিংহ-পৃষ্ঠে গোসানীরে দিলেন আসন॥

গোসানীর 'আসন' দেওয়া শেষ হইলে, ভক্ত রাজা লক্ষ বলির আদেশ দিলেন। মহাসমারোহে সমুদায় কার্য্য শেষ হইল।

এই দেবীর সেবাইতদিগকে 'দেউড়ী' বলে। পুস্তকের শেষে কবি বলিতেছেন ;—

গোসানী ঠাকুরাণী যার দিকে চায়।
ধন জন পুত্রে সে আনন্দে বেড়ায়॥
গোসানী আদেশে এই পাঁচালী প্রকাশ।
হরি ভজ ওরে মন গুরুপদে আশ॥
ইহাকে শুনিয়া যে করিবে উপহাস।
অবশ্য গোসানী তারে করিবেক নাশ॥
নির্ব্বংশ হইবে সে গোসানীর কোপে।
দরিদ্র হইবে সেই গোসানীর শাপে॥
পাঁচালী লিখিয়া হয় মনের উল্লাস।
গোসানী-মঙ্গল ভণে রাধাকৃষ্ণ দাস॥
গোসানীর নামে ভাই না করিও হেলা।
নৌকার বিহনে যাও সাগরে বান্ধি ভেলা॥
গোসানী-মঙ্গল নাম তরী অনুপম।
স্মরণ লইলে তার সিদ্ধি হয় কাম॥
গোসানী আদেশে ভাই ভজ হরি পায়।
গোসানী-মঙ্গল গীত রাধাকৃষ্ণ গায়॥

মুদ্রিত পুস্তকখানি ডিমাই ১২ পেজি, ১০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।"

৫০২। আমছেপারার অনুবাদ।

"সম্প্রতি আমি একখানি অতি প্রাচীন 'পাথরে ছাপা আরবী ও হস্তাক্ষরের মত বাঙ্গালা ছাপা "আম্মছেপারার"* কবিতার অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানি ডিমাই ১২-পেজি আকারের ৬৮ পৃষ্ঠা। গ্রন্থ সম্পূর্ণ; কিন্তু অগ্র-পশ্চাতে কোথাও গ্রন্থকারের নাম-ধাম, সন-তারিখ নাই। গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান্। আমি জানি না, এ গ্রন্থ কোন্ অদ্ভুত প্রেসে মুদ্রিত! একই প্রেসে বাঙ্গালা ও আরবী অক্ষরে এই প্রকার গ্রন্থ ছাপা হওয়া প্রাচীন কালের পক্ষে বিচিত্র। প্রত্যেক "আয়েতের" পৃথক্ অনুবাদ আছে। গ্রন্থকার যে রংপুরবাসী কোন মহাজন, তাহা সুনিশ্চয়। কারণ, গ্রন্থে এতৎপ্রদেশ-প্রচলিত অনেক শব্দ আছে। আমি শীঘ্রই এ গ্রন্থখানি "ইস্‌লাম-প্রচারকে" অবিকল প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।

গ্রন্থারম্ভ ;—

ছরু (সুরু?) এই কেতাবের নামেতে আল্লার।
দয়াময় দয়ালু বহুত রহম জাহার॥

* কোরাণ সরিফের অংশবিশেষের নাম 'আমছেপারা'।

সকলি তারিফ আছে ওয়াস্তে আঁল্লার।
পালোনেওয়ালা সেই সারা সংসার॥
শেষ ;—
আর যতো কাফের কহে তাহারা সবে।
হায় হায় মাটি হৈতাম হৈতো ভালো তবে।
কঃ (?) মাটী রৈলে হেছাব কেতাব নাহি
দিতে গেতো।
আজ এতো দুস্কু তবে নাহি মিলিতো॥

গ্রন্থের ছাপা বেশ পড়া যায়। আমার বিশ্বাস, এ দেশে বাঙ্গালা টাইপ প্রচলনের পূর্ব্বে এ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছিল।"

৫০৩। হংস-বিলাস পাঁচালী।

"১৭৮৭ শকাব্দে মুদ্রিত। একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৬।

শ্রীদুর্গে জয় দুর্গে মম ভাগ্যে সদয় দুর্গে হয়
(হও) শিবকর্ত্রী।
তুমি জগৎতারা কালসংহরা পরাৎপরা
ত্রিধারা ত্রিপুরা ত্রিজ(গ)ৎ কর্ত্রি॥
(ছড়া)
দীর্ঘ দীঘি সরোবর, যেন নিধি রত্নাকর,
মনোহর পদ্ম সুশোভয়।
কি কব দীঘির শোভা, মুনিজনমনোলোভা,
হইলে ভানুর প্রভা প্রভাত সময়॥
কবির পরিচয় ;—
ঈশ্বর পদ ঈশ্বর ভাবি, বিরচিল কাব্য কবি,
রবিসুতে হইল নিস্তার।
চংখুরাণী গ্রাম ধাম, অনুজ ভজহরি নাম,
গিরিধারী মাতুল পরিবার॥
শেষ ;—
ঈশ্বরচন্দ্র বলে কলি তুমি বাহাদুর।
ঠাকুর গেলেন কচুবনে সিংহাসনে বসিল
কুকুর॥

এ চংখুরাণী গ্রাম কোথায়, জানেন কি? ... ... এ গ্রন্থকার অবশ্য রংপুরের লোক নহেন।"

পূর্ব্বালোচিত ইমাম-সাগর, গোসানী-মঙ্গল, আমছেপারার অনুবাদ ও হংস-বিলাস পাঁচালী—এই চারিখানি পুথির বিবরণ রঙ্গপুর—কাকিনানিবাসী বন্ধুবর মুন্সী সেখ ফজলল করিম সাহেবের লিখিত পত্রাবলী হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। তিনিও পরিষদের একজন সদস্য ও পুথি-সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। পুথিগুলি তাঁহারই হাতে আছে।

৫০৪। নামহীন পুথি।

কেবল প্রথম পাতা আছে। তদ্দ্বারা এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কাগজ একবারে পচিয়া গিয়াছে।

আরম্ভ ;—
/৭ নমো গনেসায়।
বেদে রামায়ণে—ইত্যাদি শ্লোক।
কলির মোচন জদি কৈলা নারাঅন।
করজোরে জিজ্ঞাসিলা পাণ্ডুর নন্দন॥
সুন সুন নারাঅন প্রভু গুননধি।
কলিজুগ অবতারে কৈলা কোন বিধি॥
দুষ্ট কলিযুগ দেখি মনে লাগে ভয়।
কহ কহ নারাঅন কৃষ্ণ মোহাশএ॥
কিরূপে হইব ছিষ্টি কেমত প্রকার।
করিবেক কোন কার্য্য কেমত আচার॥
নৃপতি সকলে কোন ধর্ম্ম আচরিব।
প্রীথিবিতে প্রজাগণ কেমতে বঞ্চিব॥

৫০৫। যদুনাথ-বারবাস।

আরম্ভ ;—
অথ জদুনাথ বারমাস।
জদুনাথ সুন নিবেদন।
তাজিল্যম বসতি আশা তোমার কা(র)ণ॥

বৈসাখে বহে বাও মলআ সহিত।
জদুনাথ বিনে মোর স্থির নই চিত ॥
নানা রিত নাট করে বৈসি বৃন্দাবনে।
বিভোল (বিভোল ?) হইলুম মুই
রতিপতি বিনে ॥

শেষ ;—
চৌত্র চাতকি পক্ষি ডাকি পীআ পীআ।
সর্ব্বক্ষণ স্থির নহে আমার জে জিউ ॥

ভণিতা ;—
বার মাসের তের ঘোসা লওরে গণিআ।
এই গিত জোরাইআছে শ্রীধর বাণীআ ॥

তারিখাদি নাই। সম্ভবতঃ ১২৩২।৩৩ মঘীর লেখা। অতি কদর্য্য হস্তাক্ষর। পদ-সংখ্যা প্রায় ২৪।

৫০৬। জয়নবের চৌতিশা।

বিবি জয়নব হজরত ইমাম হাসেনের স্ত্রী। তাঁহাকে লইয়া পাপমতি এজিদের নিষ্ঠুর অন্তঃকরণে যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, সে আগুনে হজরত ইমাম হাসন ভস্মীভূত হয়েন,—সমস্ত নবী-বংশ ছারখার হইয়া যায়! সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখকাহিনী লিখিতে লেখনী সরে না। সুতরাং আমরা পুথিখানি লইয়াই দুটি কথা বলিব।

ইহা ক্ষুদ্র সন্দর্ভ মাত্র ;—পদসংখ্যা ৬৮। কাগজ একেবারে তাম্রকুটপত্র আর কি! তারিখ ও লিপিকরের নামাদি নাই। ভণিতারও অভাব। পত্রসংখ্যা ৬; দুই পিঠে লিখিত।

৴৭ কান্দে বিবি জএনবে জে হাছনের
শোকে।
কালিনী সমুদ্রমাজে ডুবাইলা মোকে ॥
কুকিলা কুহরে জেন বসন্ত সমএ।
কুলিস আক্ষির জলে ধারারূপে বহে ॥
খান হৈল তনু মোর বিচ্ছেদে তোমার।
খেমাই রাখিতে চিত্ত না পারিএ আর ॥
খোদাএ করিল মোরে এথ বিরম্বন।
খাইলা দারুণ বিস আমার কারণ ॥

শেষ ;—
ক্ষেলিলুম নানান খেইল হাছনের সনে।
ক্ষেণে ক্ষেণে সেই কথা উঠে মোর মনে ॥
ক্ষিণ হৈল তনু মোর বসন মলিন।
ক্ষেতিত পাপিষ্ঠ জীউ রহে কথ দিন ॥
ইতি জএনবের চৌতিসা সমাপ্তঃ।

৫০৭। যুধিষ্ঠির-স্বর্গারোহণ।

এই নামের আর একখানি পুথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (১৪শ পুথি দ্রষ্টব্য।) তাহার সঙ্গে অদ্যকার পুথিখানির কিছুমাত্র ঐক্য দেখা যাইতেছে না। ইহার কেবল প্রথম ও একাদশ পাতাটি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। আরম্ভ এইরূপ ;—

৴৭ শ্রীদুর্গা।• নারায়ণ নমস্কৃতং ইত্যাদি।
শ্রীজুধিষ্ঠির স্বর্গ আরহন লেক্ষন।
জর্ম্মজএ জিজ্ঞাসিলা ব্যাসের গোচর।
পুর্ব্ব পুরুস কথা কহ মুনিবর ॥
আহ্মার প্রপিতামোহ ধর্ম্ম নরপতি।
রাজ্য ত্যাগিআ কেনে গেলে স্বর্গপতি ॥
এহি রাজ্য হোতে হৈল গোত্রের বিনাস।
এই রাজ্য পাইতে করিল হাবিলাস ॥
তাহান সারথি আছিল নারায়ণ।
তবে কেন রাজ্য ত্যাগি গেলে মোহোজন ॥
প্রসন্নবদনে মোরে কহ মুনিবর।
এই কথা কহো মুনি আহ্মার গোচর ॥

৫০৮। নামহীন পুথি।

ইহার কেবল নাম নাই, এমন নহে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাত ভিন্ন অপর পত্র-

গুলিও নাই।' রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। তারিখাদিও জানা যায় না। অত্যন্ত জীর্ণ ও প্রাচীন। কি একখানা বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইবে। পুথিখানি আকারে নিতান্ত ছোট ছিল, বোধ হয় না। প্রাপ্তাংশ হইতে কতকটা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই বিলুপ্ত-প্রায় পুথির অস্তিত্ব-চিহ্ন রাখিলাম; যথা;—

/৭শ্রীদুর্গা। নমো গনেসাঅ।
প্রমম (প্রথম?) বন্দম গুরু বৈষ্ণবচরণ।
জাহার প্রসাদে হৈল বাঞ্ছিত পুরন ॥
* * * করি নমস্কার।
জাহার প্রসাদে ভুমি (?) করিব প্রচার ॥
সিরে বৈস সরস্বতি কণ্ঠে দেও পাও।
জির্ভা * * কর সরস্বতি মাও ॥
এহোলোকে জেই চাহি সেই মোরে দিবা।
অন্তকালে প্রাণি জাইতে রামনাম
(বোলাইবা?)
শ্রীগুরুচরণ বন্দম্ মনে করি সার।
তাহান চরণে মোর কটি (কোটী) নমস্কার ॥
সভা করি বসি আছে রাজা কংস (রায়?)।
অক্রোর মুনিরে রাজা সাক্ষাতে আনাএ ॥
রাজা বোলে জাও মুনি গকুল নগরে।
জর্ম্মিআছে কৃষ্ণ বলাই নন্দ ঘোসের ঘরে ॥
কৃষ্ণ বলাই দুই শিশু আনি দেও মোরে।
আজ্ঞা * * সে জাও গকুল নগরে ॥

৫০৯। পত্র লিখিবার ধারা

অথ পত্র লীখীবার ধারা।
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম বন্দিআ মস্তকে।
পাতির নিঅম কিছু কহিব সংক্ষেপে ॥
পিতার চরনে করি অসংখ্য প্রনতি।
একান্ত সেবক বলি লিখীবেক পাতি ॥

শেষ;—
সমানে ২ লীখে তুদিআ বলিআ।
সমভাবে লিখে তাহাকে নমস্কার করিআ ॥
কিঞ্চিত কহিল এই সংক্ষেপে অক্ষরে।
সর্ব্বত্র লিখিবে পত্র এই অনুসারে ॥

"ইতি সন ১২৫৫ বাঙ্গালা তারিখ ১৫ আশীন।" পদ-সংখ্যা—৪২ মাত্র। ভণিতা নাই।

৫১০। নীলার বারমাস।

এই নামের আর একখানি বারমাসের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (১৮৪ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য।) মিলাইআ দেখিলাম, দুইখানি এক নহে।

আরম্ভ;—
অথ নিলার বারমাস। নম গনেসায়।
কাত্তিক মাসেত নিলা নিসিস্বর রাত্রি।
আজি নিসি পরবাশী দেখিলম জুবতি ॥
লওরে কর্পূর তাম্বুল দোসের পীরিতি।
ছাররে কপট মায়া মুই মাগম জুরতি
(সুরতি?) ॥
ওরে সাধু ওরে কুমার মুই বলম তোমারে।
ধর্ম্ম চাহিতে শুনা ক্ষেমা করহ জে মোরে ॥
আর জদি কিছু বলম্ জনাম্ আউলানী।
লর্জা পাইবা সাউধের কুমার হারাইবা
জে প্রাণি ॥

শেষ;—
আশ্বীন মাসেত নিলা দুর্গা খাএ খানা।
বুজিল ২ নিলা তোর সন্তিবানা (সতীপনা) ॥
* * * *
হাতে লৈল চুয়া চন্দন মাথে দিল তৈল।
হেলিতে চলিতে কন্যা বাপের বারিত গেল ॥
কি করহ বিদ্দু (বৃদ্ধ) মা বাপ কি কর বসিয়া।
কার খাইলা পান গুয়া কারে দিলা বিহা ॥

হাতে লৈল শুআ লাটী কান্দে লৈল ছাতি।
ধিরে ধিরে জাএ বুরা জামাই চাইত বলি॥
কোথাএ ছিল মাও বাপ কোথা ছিল ঘর।
কি নাম জে মাও বাপ কি নাম তোর॥
ডাকাপুরে বারি মোর কৈলাশপুরে ঘর।
মাও মোর কলাবতি বাপ বিদ্যাধর॥
বুজিলাম২ নিলা তোর নিজপতি।
আউলাই মাথার কেশ করহ বশতি॥

ভণিতা ;—

বার মাসের তের ঘোশা (ষ)ওরে গণিআ।
এই গীত জোরাই আছে শ্রীধর বানীআ॥

"সমাপ্ত। ইতি ১২৩২ মং তাং ১২ মাঘ রোজ মঙ্গলবার। লিখক শ্রীঅভআ-চরণ শেন।" পদ-সংখ্যা—৪৫।

৫১১। ফাতেমার ছুরৎ-নামা।

পূর্ব্বে ৮৭ সংখ্যক পুথিতে একবার ইহার বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। ইহাও ঠিক সেই পুথি হইলেও ভণিতায় পার্থক্য দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বের পুথিতে সাহা বদিয়ুদ্দনের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে; আর আজ পাওয়া যাইতেছে, শের তনু নামক কবির। এ রহস্য গাঢ় তমিস্রাবৃত;—উদ্ঘাটন সুকঠিন। এক পুথি হইলেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর পাঠ-পার্থক্য আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। নিম্নে একটু একটু দেখুন।

আরম্ভ ;—

বিচমিল্লাহেরহমানিরহিম।
প্রথমে আল্লার নাম করিএ স্মরণ।
রছুল চরণে মুই মাগি নিবেদন॥
শুন নর সব, আহ্মি এক কথা বুলি।
জেন ফাতেমার রূপ দেখিলেন্ত আলি॥
এক দিন আলি গেল বক্করের ঘর।
দরজাতে জাই আলি ডাকে উশ্চস্বর॥

ভণিতা ;—

কিতাবে সুনিআ গাথা রচিল তনুল্লা কথা
কথ পথ করিলুম রচন।

শেষ ;—

ছুরৎ দেখিআ আলি সন্তোষ হইলা।
আল্লার নামে দুই রকাত নমাজ পড়িলা॥
হীন শের তনু এ কহে ভাবে করতার॥
সুনিআ এ সব কথা কিতাব মাজার॥
কিতাবে এই কথা কার্ণে সুনিআ।
আল্লাকে স্মরিয়া কিছু রাখিছে লেখিয়া॥
গুণিগণ-পদে আহ্মি করি নিবেদন।
জদি দোষ হই থাকে খেমিবা সর্ব্বজন॥
অশুদ্ধ হইলে তাকে শুদ্ধ করিবা।
গরিব দেখিতে দোস সমুখে খেমিবা॥

"এই ত বিবি ফাতেমার ছুরত সমাপ্ত ইতি সন—১২০৩ মাঘ তারিখ ১৯ বৈশাখ রোজ সুক্রবার লেখীতং শ্রীমাতাং আলি সাকিমে খড়না। এই পুস্তক মালিক শ্রীমহিজল্লা পীছরে দেবান আলি সাং মাগা-দাবাদ।" পত্রসংখ্যা—১৪; দুই পিঠে লেখা। বাঙ্গালা কাগজ, ক্ষুদ্র আকার।

৫১২। মান-গান।

ইহার আদ্যন্ত কিছুই ঠিক করা যায় না। দূতী-সংবাদের ও মানভঞ্জনের গান বলিয়া বোধ হয়। পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন না হইলেও ফলে তাহাই হইয়া গিয়াছে। একরূপ নষ্ট হইয়া যাওয়ার মধ্যে। ২।১ পাত উদ্ধার করিতে পারা যায় কি না, সন্দেহ। ইহাতে ছড়া, কথা ও গান আছে। প্রাপ্ত প্রথম পত্রটির প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর প্রায় উঠিয়া গিয়াছে ও মধ্যস্থল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

ঠাকুরের কথা।

চন্দ্রাবলি আর থাকিতে পারি নাহে।
ঠাকুর এখন জাও কি থাক : তোমায় দিয়ে
কোন প্রিয় (প্রয়ো) জন নাই হে।
সে কেমন সুন বলি।

" গান তাল আরথেমটা।

জাও হে জেথায় আছে প্রিয়জন : আর তো
নাই প্রিয়জন : জে জন তোমার
প্রিয়জন : হও
গো জাইএ তার প্রিয়জন : জখন চিন প্রিয়
জন : তখনে ছিল প্রিয়জন : আর এখন কি
প্রিয়জন : নতনে নতন প্রিয়জন ॥ ১৯।

মধ্যস্থলে ;—

গান তাল ঠেকা।

রাধে ২ বল বিনে প্রবল বিনে :
রাধে আমার ধ্যান জ্ঞান রাধে বিনে
জানিনে :
জে ছিল মোর প্রেমে বান্ধা
সে প্রেমে পৈরাছে বাধা :
জার তরে বৈ নন্দার বাধা
আমি মরি সেই রাধা বিনে ॥*

শেষ ;—

গান, মিলন।

স্যাম সঙ্গে মিলন দিয়ে ধ্বনি দাড়াইল রে :
লইয়ে প্যারি বাকা হৈয়ে দাড়াইল রে :
আপনার বন্দুয়া বৈলে ধনি দাড়াইল :
সাম চান্দে রাই চান্দে চান্দেয়া গণিল : †
দুই চান্দে একই হৈএ চান্দেরে ঘিরিল ॥৪৬।
সামের বামে রাই দাড়াইল :
একবার বদন ভৈড়ে হরি বল ॥ ৪৭।

"ইতি মানগান সংপুর্ন হৈল। ইতি সন ১২৭০ সাল রোজ সুক্কর বার বেইল ৩ তিন প্রহর সময়ে হস্তয়ক্ষর শ্রীগোবিন্দ দাস বৈবাগি ॥"

পত্রসংখ্যা—৮, দুই পিঠে লেখা। এই আট পাতের পর "দুতীর সহিত ঠাকুরের কথা" লিখিত আছে। উহার ভাষা গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত। সেই অংশ পশ্চাৎ সমালোচিতব্য।

এই পুথিখানি রঙ্গপুর কাকিনা হইতে বন্ধুবর মুন্সী সেখ ফজলল করিম সাহেব সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

* ঠিক এই ভাবের আর একটি গান আমার নিকট আছে। উহা এতই সুন্দর ও মধুর যে, তাহা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যথা ;—

রাগিণী সুরট—তাল ধিৎ।

সদা জয় রাধে শ্রীরাধে রাধে বল বীণে।
আমার প্রাণ বাঁচে না সে বোল বিনে,
সে বোল বিনে আর বোল্‌'ব'ন।
অঙ্গের যে অঙ্গ বল, রাধা মোর অনন্যবল,
হোয়েছি আজ শূন্যবল শ্রীরাধার ঐ বল বিনে।
আমি মরি যে নাম শোনা বিনে,
মোরে সে নাম শোনা বীণে।
তা বিনে আর শোনা'বি নে ও সোনা বীণে।
যে রাধা-নাম-সুধাপানে, চায় না মন আর সুধাপানে,
সেই নাম-সুধা-দানে ক্ষণার্দ্ধ ক্ষমা পাবিনে।
আমার সঙ্গে রাধা, অঙ্গে রাধা,
রাধা আমার অঙ্গের আধা,
দেখ না হোয়েছি আধা শ্রীরাধা বিনে।
আমি আছি রাধার প্রেমে বাঁধা,
যার লাগি বই নন্দের বাধা,
ঘুচাবে কে নন্দের বাধা সে রাধা-সাধন বিনে।
আমি দীক্ষিত শ্রীরাধা-মন্ত্রে,
শিক্ষিত শ্রীরাধা তন্ত্রে,
যন্ত্রিত শ্রীরাধা-যন্ত্রে, স্বতন্ত্র গুণে।
রাধা মোর জীবনের জীবন,
রাধা বিনে যায় রে জীবন,
যেমন যায় চাতকের জীবন জলধরের জল বিনে ॥

কাহার অমৃতনাধিনী লেখনী হইতে এ সঙ্গীত-সুধা ক্ষরিত হইয়াছে, জানি না।

† অথবা 'চান্দে রাগলিল' হয় কি?

৫১৩। ভানুমতীর বিবাহ।

তত ক্ষুদ্র প্রাচীন গ্রন্থ নহে। রয়েল করমের কাগজ। দুই পৃষ্ঠায় লিখিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৬৭।

শ্রীজয় দুর্গাপদ শ্রীদুর্গা ভরসা।
অথ ভানুমতীর বিবাহ লীখতে।
/৭ নম গণেসায় : সরস্বতী নমঃ ত্রিপদী :
প্রনমামি গণদেব : বাষু দব মহাদেব :
সুর্জ্য দেব দেব স্ববন্দীনি :
সষ্টীদেব অগ্রভব : রমাধব উমাধব :
ছায়া সঙ্গাধব বিধবণী : ইত্যাদি।

ভণিতা ;—

আনন্দিত ভানুমতী শুনি দৈববাণী।
বিরচিত গৌরীকান্ত ভরসা ভোবানী॥

শেষ ;—

রাজা বোলে ভানুমতি কর উপহাস।
আমার নাহিক দোষ সুন কালিদাস॥
বেঙ্গ করি কথকথা কহিল আমাএ।
ঘিস্তা (ঘৃণা) করিলাম আমি তাহার কথাএ॥
যুগা ভেসে আসি দেখা দিল দুই জনে।
কুজা মাআ আমি বুজিব কেমনে॥
এইরূপ কথোপকথন দুই জনে।
বিরচিএ গৌরীকান্তে ভনে॥

"ইতি ১৮৫২ ইং তাং ১৯ সেপ্তাম্বর মত্তাবেক সন ১২১৪ মঘি তারিখ ৫ আশ্বিন রোজ রবিবার অযুদ্ধ হইলে পদ যুদ্ধ করি দিবা। মুই অধমেরে এবং মুর্খরে মন্দ নহি বলিবা। সুজনের পুত্র তোমরা পণ্ডিত সুজন। এই পুস্তক লিখীতং শ্রীরামকুমার সেন॥ সাং কুএপারা॥ সমাপ্ত হইল॥"

এই পুথিখানি চট্টগ্রাম খরদ্বীপ মধ্য ইংরেজী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

৫১৪। হরিশ মঙ্গল-চণ্ডী-পাঁচালী।

ইহা একখানি চণ্ডীকাব্য। মলাটে উক্ত নাম লেখা আছে। ক্ষুদ্র পুথি। অতি প্রাচীন ও জীর্ণ তুলোট কাগজ। পত্রসংখ্যা ২৩; দুই পিঠে লেখা।

আরম্ভ ;—নম গণেসায়ঃ নম। নম শ্রী গুরুবে নম নম চণ্ডিকায়ৈ নম। নারায়ণ নমস্কৃত্যং ইত্যাদি শ্লোক।

বন্দোম শ্রীগুরুনাথ : জোড় করি দুই হাত :
অষ্টাঙ্গিতে হৈয়া ভুমিগত।
প্রণমহো লক্ষ্মীপতি : গড়ুর পৃষ্ঠেতে স্থিতি :
স্বরনে পাতক হএ হত॥

* * *

মঙ্গলচণ্ডিকা পাএ : দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রে কএ :
দয়া কর জগতজননি।
স্লোক ভাঙ্গি পদবন্দ : রচিলেক খর্পছন্দ :
রচে গিত ভাবিয়া ভবানি॥

প্রস্তাবারম্ভ ;—

পঠমঞ্জলি রাগ।

শুন সর্ব্বজন : কহি বিবরণ :
পৃথিবিতে স্থানখানি।
উজান নগর : জানে সর্ব্ব নর :
ইন্দ্রের অমরা জিনি॥ ইত্যাদি।

শেষ ও ভণিতা ;—

ধনপতি সাধু গিআ খুল্লনারে কএ।
তোমার ব্রতের ঘঠ দেখাও আমাএ॥
সাধুর বচনে ঘঠ দেখাইল যুবতি।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈল সাধু ধনপতি॥
নানা বিধি প্রকারেতে পুজিল চণ্ডিকে।
ধন বসে ধনপতি রাহিল কৌতুকে॥
দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রে ভনে চণ্ডির চরণ।
মঙ্গলচণ্ডির গীত কৈল শমার্পন॥

"ইতি শন ১২৩৩ সন তারীখ ২৯ জৈষ্ঠ রোজ সনিবার বেলা ছএ দণ্ড থাকিতে ছপারিয়া ঘরে বসিয়া পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল ॥ : : ॥ : :"

এই পুথিখানি কলিকাতা—কড়েয়া-নিবাসী ও 'নবনুর' পত্রের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর মুন্সী আসাদ আলি সাহেব তদীয় জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

৫১৫। নামহীন পুথি।

(ক্রিয়া-যোগসার ?)

ইহা ঠিক 'ক্রিয়া-যোগসার' কি না, বলিতে পারি না, আরম্ভে উক্ত গ্রন্থের সহিত বিশেষ মিল দেখিতেছি না। ৩৫শে পত্র পর্য্যন্ত মাধব ও সুলোচনার কাহিনী শুনিতেছি। মাধবের বিবাহ-বাসর হইতে প্রচেষ্টা নামক কোন সেবক সুলোচনাকে হরিয়া নিয়াছিল; মাধব নানা কৌশলে সুলোচনাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; উক্ত পত্রগুলিতে এইরূপ বৃত্তান্তের বর্ণনা আছে। তার পরে যাহা আছে, তাহা নিশ্চয়ই 'ক্রিয়া-যোগসার' গ্রন্থের অন্তত: অংশবিশেষ। আমরা আজও 'ক্রিয়া-যোগসার' পাঠ করিতে অবসর পাই নাই; তাই জিজ্ঞাসা করি, সুলোচনার হরণ-বৃত্তান্তাদি কি উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পুথির হস্তাক্ষর প্রভৃতির অভিন্নতা হেতু দুই পুথিকে এক মনে করিয়া আমরা নিশ্চয় প্রতারিত হইয়াছি।

অনন্তরাম দত্ত ইহার প্রণেতা। 'বিশারদ' অভিধেয় কোন মহাজনের আদেশে অনন্তরাম তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন, সে কথা এখন সকলেই জানেন। কবির যে বিস্তারিত 'আত্মপরিচয়' পূর্ব্বে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, এই খণ্ডিত পুথিতে তাহা পাইলাম না।

পুথিখানা অসম্পূর্ণ। যাহা আছে, তাহার সবটাও উদ্ধারের আশা নাই। কালী উঠিয়া যাওয়ায় অনেক স্থানেই এই চর্ম্মচক্ষু: প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। হস্তাক্ষরও নিতান্ত কদর্য্য। কেবল ১ হইতে ৩, ২৩ হইতে ৩৫, ৪৯ হইতে ৫৯ এবং ৭৪ হইতে ৭৬ সংখ্যক পত্রগুলি আছে। তারিখাদি নাই। শ্রীরামপ্রসাদ দাস দাস, শ্রীরামচন্দ্র আউচ দাস, শ্রীরাজারাম সেন দাস, শ্রীবল্লভরাম দেবশর্ম্মা ও শ্রীরামবল্লভ চক্রবর্ত্তী এই পুথির নকলনবিস। খুব প্রাচীন, বোধ হয়।

আরম্ভ ;—

নমো গনেসায়:। নম সরস্বতি নম।
নারায়ণ নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
বেদে রামায়ণে ইত্যাদি।
প্রনমোহ নারায়ন অনাদি নিধন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জাহার সৃজন ॥
তদন্তরে প্রনমোহ * *।
আদ্যাশক্তি যোগমায়া জগতজননি ॥
ত্রিনঅন প্রনমোহ ত্রিজগতকর্ত্তা।
* * ভক্তি মুক্তি দাতা ॥

ভণিতা ;—

(১)

কহেন অনন্ত দত্তে, সে শ্রে রঘুনাথ সুতে,
হরিপদে গতি ভার মন। (২৩শ পত্র।)

(২)

কহেন অনন্ত দত্তে, সে শ্রে রঘুনাথ সুতে,
হরিপদে ভক্তি রৌক মন। (৩০শ পত্র।)

(৩)

সত্যবতি সুত ব্যাস বিষ্ণু অবতার।
স্লোক বন্দে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার ॥
সেই স্লোক বাখ্যান করিয়া পদবন্দে।
কহিল অনন্তরাম হরিগুণানন্দে ॥

বিসারদ পদে সেহ রেণু অবিপাএ।
পদবন্ধে রচিলেক সপ্তম অধ্যাএ॥ (৫১ পত্র।)

(৪)

ঐ ঐ ঐ

পদবন্ধে ** অষ্টম অধ্যাএ (৫৯ পত্র।)

(৫)

ঐ ঐ ঐ

পদবন্ধে ** একাদস অধ্যাএ॥ (৭৬ পত্র।)

আমার নিকট যে 'ক্রিয়াযোগ-সার' পুথি আছে, তাহা তত বৃহৎ নহে। উহা কিন্তু অতি বৃহৎ বলিয়াই আমি শুনিয়াছি।

এই প্রবন্ধোক্ত ৫০৪ হইতে ৫১৫ সংখ্যক পর্য্যন্ত পুথিগুলি আমার নিকট আছে।

৫১৬। ময়নামতীর পুথি।

ইহা একখানি অতি দুর্ল্লভ প্রাচীন পুথি। মাণিকচাঁদ রাজার পত্নী রাণী ময়নামতী ও তৎপুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র নামান্তরে গোপীচাঁদ রাজার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে কয়খান পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই পুথিখানি তাহার অন্যতম। উহাঁদের সম্বন্ধে এই পুথির সাহায্যে অনেক নূতন তথ্য জানা যাইবে। দুঃখের বিষয়, পুথি-খানির প্রারম্ভে প্রথম পত্র নাই এবং ২৪শ পত্রের পর পুথি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

ভবানীদাস নামধেয় জনৈক কবি ইহার প্রণেতা। পুথির স্থানে স্থানে এই রকম ভণিতা আছে;—

স্তুনহে রসিক জন একচিত্ত মন।
কহেন ভবানিদাসে অপূর্ব্ব কথন॥

এতদ্ভিন্ন পুথি হইতে কবির আর কোন পরিচয় পাওয়ার যো নাই। পুথিতে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা অদ্যাপি চট্টগ্রামে অল্প-বিস্তর প্রচলিত আছে।

এতদিন উত্তরবঙ্গই মাণিকচাঁদ, ময়নামতী ও রাজা গোবিন্দচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এই পুথির সাহায্যে একটা নূতন ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইল। সেই কথা ক্রমে বলিতেছি।

অনেকেই অবগত আছেন, ত্রিপুরা জেলার মেহারকুল পরগণায় "ময়নামতী" বলিয়া একটা স্থান আছে। উহা লালমাই পাহাড়েরই একাংশ বটে। এখন লাল-মাইতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের একটা ষ্টেসন স্থাপিত আছে। লোকের বিশ্বাস, রাণী ময়নামতী পরম সিদ্ধা ছিলেন এবং তিনি লালমাই পাহাড়ের ঐ অংশে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানের নাম ময়নামতী হই-য়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ভৌগোলিক শ্রীযুত শশি-ভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"এখানে বিস্তর ময়না পাখী পাওয়া যাইত বলিয়া এ স্থানের নাম ময়নামতী হইয়াছে।" প্রকৃত পক্ষে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসার। প্রাচীন দলিল-পত্রাদিতে ঐ স্থানের নাম "মৈনামতী"রূপে লিখিত আছে। বর্ত্তমান কালেও উহার নাম ঐ ভাবে লিখিত হইয়া থাকে।

স্থানীয় লোকদের ধারণা, ময়নামতীর চারি জায়গায় চারিটি বাটী ছিল। প্রথম বাটী—তরফে ওরফে কৌলীন্য নগরে ("তরফ" শ্রীহট্ট জেলার এক অতি প্রসিদ্ধ পরগণা। বহুতর সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান এখানে বাস করেন। উহা ত্রিপুরা-রাজ্যের সংলগ্ন ও উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।) দ্বিতীয় বাটী—চট্টগ্রামে, তৃতীয় বাটী—বিক্রমপুরে এবং চতুর্থ বা সর্ব্বশেষ বাটী প্রাগুক্ত "ময়নামতী" নামক স্থানে। সমালোচ্য পুথিতে আমরা ইহার সমর্থন

দেখিতে পাই। ইহা হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, রাজা গোবিন্দচন্দ্র ৪০ জন রাজা হইতে কর প্রাপ্ত হইতেন। তাহা অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার বৈভবাদি সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য ;—

এই মত কৈল জদি মৈনামতি মাএ।
জোড়হস্তে নিবেদিল গুপিচান্দ রাজাএ॥
আমি রাজা যুগ হোবে তারে অধিক নাই।
এ সুখ সম্পদ আমি এড়িমু কার ঠাই॥
কার কাছে এরি জাইব হংসরাজ ঘোড়া।
কার ঠাঞি এড়ি জাইমু গাএর খাঁসা জোরা॥
ধনু বাণ লেঞ্জা কাতে এড়িমু লাথে ২।
তির তাম্বু বাণ কাতে এড়িব ঝাকে ২॥
গাঙ্গেত এরিয়া জাবে বত্তিশ কাহোন নাও।
পুরি মৈদ্ধে এরি জাবে তুমি হেন মাও॥
হস্তিঘরে এরি জাবে আশ হাজার হাতি।
বিদেশে গমন কৈলে কে ধরিব ছাতি॥
আস্তবিলাএ এরি জাবে নয় লাখ ঘোড়া।
জোরমন্দিরে এরি জাবে সাহে মানিদোলা॥
পুরিমধ্যে এরি জাবে পঞ্চ পাত্রবর।
পাণ জোগানি এড়ি জাবে উনশত নফর॥
শেঁড বান্দা এরি জাবে হ্যারিয়া ছোঁহর।
অদুনা পদুনা এরি জাবে কার ঘর॥
বাতানে এরিয়া জাবে সত্তর কায়ন বেত।
গোঞাইলে এরিয়া জাবে গাঁই বার শত॥
এহি সব এরি জাবে আপনে জানিয়া।
নয়ানগর এরি জাবে উনশত বানিয়া॥
বাপের মিরাশ এরি জাইমু গৈরব সহর।
দাদার মিরাশ এরি জাবে কামলাক নগর॥
তুমি মাএর জত বাড়ি কলিকা নগর।
আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর॥
চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আমার গোচর।
আমা হোতে কোন জন আছএ ডাঙ্গর॥
সাজ ২ করি রাজা দিল এক ডাক।
একডাকে সাজি আইল বাসত্তের লাখ॥
হস্তি ঘোড়া সাজে আর মোহা ? বির।
সাজিল অপার সৈন্য আঠার উজির॥
বাশষ্টী উজির সাজে চৌশষ্ট সিকদার।
হস্তে ঢাল সৈন্য সাজে বিরাশি হাজার॥

নবিনগর ত্রিপুরা জেলার একটি মহকুমা। প্রোক্ত নয়ানগর এই নবিনগর কি না, জানি না। গৈরব সহর কোথায়, তাহাও আমাদের জানা নাই। কুমিল্লার অপর নাম কমলাঙ্ক। কামলাক উক্ত কমলাঙ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না, তাহা ঐতিহাসিকদের বিবেচ্য। কলিকা নগর বা কৌলীন্য নগর কোথায় ?

রাণী ময়নামতী তদীয় ময়নামতী-স্থিত বাটীকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে উনশত রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকদের নিকট ঐ সকল বাটী "উনশত রাজার বাটী" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এই শেষোক্ত বাটীর সীমা এই ;—উত্তরে দেবপুর ইত্যাদি গ্রাম, দক্ষিণে চণ্ডীমুড়া, প্রকাশ চন্দ্রনাথ ও সীতাকুণ্ড, পূর্ব্বে গোমতী নদী এবং পশ্চিমে পাটীকারা ও গঙ্গামণ্ডল পরগণা। এই চৌহদ্দি মধ্যস্থ ভূখণ্ডের বহু স্থানে ও পাহাড়াদিতে এখনও অট্টালিকাদির অনেক ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

ময়নামতী নামক স্থানের চতুঃসীমা এইরূপ ;—পূর্ব্বে সাগর-দীঘির পূর্ব্ব বাহিনী গোমতী নদী পর্য্যন্ত, উত্তরে দেবপুর ইত্যাদি গ্রাম, পশ্চিমে জুমুর ও সাহা দৌলৎপুর এবং দক্ষিণে সাহা দৌলৎপুর ও ঘোষনগর।

দুর্লভ মাল্লকের গোবিন্দচন্দ্র গীতে উল্লিখিত আছে ;—

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধার্ম্মচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র (শুন তার কথা)॥

ঐ গ্রন্থে মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতী ও পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী পাটীকা নগর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ দেখিবেন, "উনশত রাজার বাটীর" চতুঃসীমায় এক "পাটীকারা" গ্রামের উল্লেখ আছে। পাটীকা ও পাটীকারা শব্দদ্বয়ের সৌসাদৃশ্য যেন উহাদের অভিন্নতাই সূচিত করিতেছে।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র চারি বিবাহ করিয়াছিলেন। তদীয় স্ত্রীগণের নাম এই,—অদুনা, পদুনা, রত্নমালা ও পদ্মমালা; নামান্তরে কাঞ্চাসোনা বা কাঞ্চনমালা। তাঁহাদের বিবাহ সম্বন্ধে পুথির এক স্থানে এইরূপ লিখিত আছে;—

এক বিভা করাইলা অদুনা পদুনা।
সে সব সোন্দরি জানে আমার বেদনা ॥
আর বিভা করাইলা খাণ্ডাএ জিনিয়া।
আর বিভা করাইলা উরয়া রাজার ঝাঁএয়া ॥
দশ দিন লড়াই কৈল উড়য়া রাজার সনে।
চৌদ্দ বোড়ি মনিস্য কাটিলাম এক দিনে ॥
চৌদ্দ পোয়ন মনিস্য কাটি শাত শও লস্কর।
হস্তি ঘোড়া কাটিলাম তিশটি হাজার ॥
জুধ্যেতে হারিয়া নির্প গেল পলাইয়া।
তার বেটি বিভা কৈলাম মহিম জিনিয়া ॥

এই "উড়য়া রাজা" কে, আমরা নির্ণয় করিতে অক্ষম। তাহা ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয় বটে।

উপরে বলা হইয়াছে, রাণী ময়নামতীর চারি স্থানে চারিটি রাজবাটী ছিল। তৎসম্বন্ধে পুথিতে নিম্নোক্ত কথাগুলি পাওয়া যায়;—

অব্রেথা হৈল সিদ্ধা খেতির উপর।
এক নাম রাখ জানে মেহারকুল সহর ॥
আর্দ্ধ (আস্ত ?) মাটী আছে কিছু মেহারকুল নগরে।
নিজ মাটী আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহরে ॥
আর আছে আইধ্য (আস্ত) মাটী তরপের দেশ।
চাটীগ্রাম পূর্ব্বমাটী জানিবা বিশেষ ॥
তবে হস্তে ধরি গোর্খে রথে তুলি লৈল।
রথখান কুদাইয়া বিক্রমপুরে নিল ॥
যুগি ঘাট করি নাথে ঘাট বানাইল।
সেই ঘাটে স্নান করি পাপ বিনাশিল ॥

দুর্লভ মল্লিকের মতে মাণিকচাঁদের পিতার নাম মহারাজ সুবর্ণচন্দ্র। তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই পুথিতে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু ময়নামতীর পিতার নাম আছে; যথা;—

ময়নামতীর উক্তি—

ব্রাহ্মণের কোলে থাকি ঢালি দিলাম ঘিই।
সেই অগ্নিতে পোড়া না গেল তিলকচান্দের ঝিই ॥

মাণিকচাঁদের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা আজও নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র মেহারকুলের রাজা ছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে স্পষ্ট বর্ণিত আছে; যথা;—

থেনেক রহ বসুমতি থেনেক রহ তুমি।
মেহারকুলের রাজারে পরীক্ষা দেখাই আমি ॥

গোবিন্দচন্দ্র রাজার পুত্রাদি ছিল কি না, জানা যায় না। তবে তাঁহার এক বড় ভাই ছিল বলিয়া এই পুথিতে উল্লেখ আছে;—

এই গালি দিল তাকে নির্বংশ বুলিয়া।
গুপিচান্দের বংশ নাহি ভোবন ঘুরিয়া ॥

* * * *

বড় ভাই যাছে মোর মুদাই তাস্তবি (?)।
তার ঠাঞি সমর্পিব এ চারি সুন্দরি ॥

রাণী ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র হাড়িফা সিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুথিতে উহাঁদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—

চারি সিদ্ধাএ শাপ পাইল দুর্গা দেবীর পাশে।
মিননাথ চলি গেল কদলির দেশে॥
গোর্খনাথ চলি গেল ব্রাহ্মণের ঘরে।
কানুফা পাইল শাপ ডাড়ার সহরে॥
হাড়িপাএ পাইল শাপ তোমা সেবিবার।
তে কারণে তিন্ত কর্ম্ম করে তোমার ঘর॥

পরিষৎ-প্রকাশিত "ময়নামতীর গানে" ও শেখ ফয়েজুল্লাকৃত "গোর্খ-বিজয়ে"ও এই কদলী নগরের উল্লেখ আছে। কিন্তু উহা কোথায় ?

এই পুথিতে মেঘনাল, খিরবলি, পাছড়া প্রভৃতি কাপড় ও মদন কৌরি ও তোড়রি প্রভৃতি অলঙ্কারের এবং কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" উদ্ধৃত "বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া", এই চরণটির পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মতে উহার পাঠ—"ঘিনে বান্দি নাহি পিন্ধে পাটের পাছড়া" এরূপ হইবে। উহার অর্থ,—অন্যের কথা আর কি বলিব, বাঁদী-গণ (দাসীগণ) পর্য্যন্ত ঘৃণায় পাটের পাছড়া পরিধান করে না।

এই পুথিতে ঐতিহাসিক কথা যাহা যাহা আছে, সংক্ষেপে আমরা এখানে তাহার আভাষ মাত্র দিলাম। এতৎসম্বন্ধে আমাদের গবেষণা শেষ হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিব। সমগ্র পুথিখানিই তখন 'পরিষদে' প্রকাশ করিবার বাসনা আছে। এই পুথির একখানি আধুনিক প্রতিলিপিও সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা একান্ত অশ্রদ্ধেয়।

৫১৭। সতী ময়না ও লোরচন্দ্রাণী।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই পরম-সুন্দর পুথি সম্বন্ধে "সাহিত্য" পত্রে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলাম। পরিষদেও আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ; সুতরাং এতৎসম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা অনাবশ্যক। ইহা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহার প্রকাশভার গ্রহণ করিলে পরিষদের পক্ষে তাহা প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক হইবে, ইহা অসংকোচে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে উহা যে ভাবে ছাপা আছে, তাহা শিক্ষিত লোকের অনধিগম্য বলিলেই হয়।

যে প্রতিলিপি উপলক্ষ্য করিয়া অদ্য এই কথাগুলি বলিতেছি, তাহা আদ্যন্ত খণ্ডিত, ১৭শ হইতে ৩৬শ পৃষ্ঠা মাত্র বিদ্যমান। অবশিষ্টাংশ অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে লিপিকরের নাম-ধাম বা সন-তারিখ কিছুই নাই।

পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে, ইহা মুসলমান কবিকুলচূড়ামণির মধ্যে অন্যতম কবি দৌলৎ কাজির রচিত। রোসাঙ্গ বা আরাকান-রাজার লস্কর উজীর আসরফ খাঁর আদেশে কবিবর ইহা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থের অর্দ্ধাংশ পরিসমাপ্ত হইলে তাঁহার ইহলীলার অবসান হয়। তারপর পুথিখানিও বহুদিন অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। কয়েক বৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল উহার উত্তর-ভাগ রচনা করিয়া দেন। মুসলমান-সমাজে আজও এই পুথি বিশেষ আদরের জিনিষ এবং নিত্য পঠিত ও গীত হইয়া থাকে।

৫১৮। নামহীন পুথি।

এই পুথিখানির আদ্যন্ত সকলই আছে, কিন্তু কোন নাম জানা যাইতেছে না। ঠিক এই ভাবের ও বিষয়ের আর একখানি প্রাচীন পুথি আমার নিকট আছে। তাহার নাম "সাহাদৌলা পীরের পুথি।" শেষোক্ত পুথিখানির ভণিতায় "তত্ত্বহীন চান্দের" নাম পাওয়া যায়। সমালোচ্য পুথিতে দেখা যাইতেছে, স্বীয় পীরের নিকট কোন "তত্ত্বহীন সেবকে" প্রশ্ন জিজ্ঞাসাচ্ছলে তত্ত্বোপদেশ লাভ করিতেছেন। আজ উভয় পুথি নিকটে না থাকায় দুই পুথি অভিন্ন কি না, মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না।

ইহা একখানি মুসলমানী দরবেশী গ্রন্থ। মধ্যে মধ্যে অনেক ভাল তত্ত্বকথা আছে। নিম্নোদ্ধৃত অংশে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বিচ মিল্লা হের হেমানের হিম ॥৪৪॥
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
ছায়া নাহি কাএয়া নাহি শুন্যের মাঝার

*　*　*　*
*　*　*　*

জনম নাহিক তান নাহিক মরণ।
আখেরে তাহান পদে হইবা ভরন॥

*　*　*　*
*　*　*　*

সকল বন্দিলুম মুঞি করিয়া জতন।
কাএ মনে বন্দম নিজ মুরসিদ চরণ॥

*　*　*　*
*　*　*　*

পরগণে পাইটকরা*স্থানে গোঞাঅএ সা
তালিপ তলপ শিষ্য পণ্ডিত বিশাল॥

* সম্ভবতঃ 'ময়নামতী পুথি' প্রবন্ধোক্ত পাটীকারা ও পাইটকরা একই স্থান।

পির ফকির পাএ তালিপ হইয়া।
কহিতে লাগিল শিষ্যে একিদা পুরিয়া॥
তোহ্মার চরণে পীর বিকাইল আহ্মি।
ভব তরিবারে জ্ঞান মোরে দেয় তোহ্মি॥
তৃতীয় পত্র হইতে ;—
উজানে উজাএ নৌকা লাহুতেত থানা।
আহন জায়ন করে শূন্যে অরে মনা॥
অজপা পরম জপা জপ পঞ্চ ভাই।
জেই নামে প্রভু তুষ্ট তিন গুণে পাই॥
শেষ ;—
সরিলভিতরে জান আত্তমা(আত্মা)হএ রাজা
আর জথ কিছু থাকে সব জান প্রজা॥
তন মন জথ জান রায়ত সকল।
সরিলের মধ্যে জান উজির আকল॥
খেয়া তাত কোতোয়াল করে হুসিআর।
কাজি ফিকিরবন্দে করএ বিচার॥
মুবা সাহেব জান বিলাতের মন। (?)
বান্দিয়া রাখিয় ভাই করিআ জতন॥
কুমারে বোলএ মুঞি বিনএ মাগিলুম।
পুস্তকেতে জে য়াছিল দেখিয়া লেখিলুম॥
এহাতে মুমিন সবে না করিবা রোস।
পরনিন্দা চর্চ্চা কৈলে আপনার দোস॥
মুমিনে করিব কর্ম্ম আপনা সুকৃতি।
নিতি কর্ম্ম কৈলে ভাই ঘটিবেক নিতি॥
পুস্তক লেখিল আহ্মি না জানি কিছু সন্ধি।
রিজিগের লাগি আহ্মি বিদেসেত বন্দি॥
বিদেসে রহিএ আহ্মি তারে নাহি ডর।
প্রভুর চরন বিনে ভরসা নাহি মোর॥
তোহ্মি হেন গুননিধি জানে সর্ব্বজন।
আহ্মিত লইল আজি তোহ্মার সরন॥
তোহ্মার চরন জদি পাম দরসন।
রেনু হই থাকিবাম তোহ্মার চরন॥
মুঞিত হিনের হিন রহিলুম প্রবাস।
তোহ্মার দ্রসন হেতু বড় হাবিলাস॥
তোহ্মি জদি আহ্মা প্রতি না কৈলে আদর।
আখেরে আল্লার আগে কি দিমু উত্তর॥

ইতি পুস্তক সমাপ্ত জথা দিষ্টং তথা লিখিতং স্ব অক্ষর মিদং শ্রীমাহাম্মদ আনিচ ওলদে শ্রীআলি মহাম্মদ চৌধুরী সাকিন পরগনে খণ্ডল মৌজে উত্তর গুথুমা সন ১২১৪ বাঙ্গালা সন ১২১৭ ত্রিপুরা তারিখ ২০ ভাদ্র চান্দরজ্জব তারিখ ১ রোজ ষুক্রবার এহি পুস্তকের মালিক শ্রীহাসিম মল্ল ওলদে শ্রীএমন গাজী সাং তথা ॥

ক্ষুদ্র পুথি। পৃষ্ঠ-সংখ্যা—৪৮; উভয় পৃষ্ঠে লেখা। লিপিকরের লেখাগুলি বড় সুন্দর, কিন্তু শব্দ-বিভাগ না থাকায় পড়িতে একটু কষ্ট হয়।

৫১৯। নূরফরামিসনামা।

প্রাচীন মুসলমানী শাস্ত্র-গ্রন্থ। ইহাতে আদম-সৃষ্টির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অনেক অবান্তর শাস্ত্রীয় কথা আছে। প্রাচীন কালে গ্রন্থ-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ধর্ম্ম-চর্চ্চা। সে কালের যে কোন গ্রন্থ দ্বারাই এ কথা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। ইহার প্রারম্ভ এইরূপ;—

/৭ বিচমিল্লা হের্‌হমানির হিম ॥
আল্লাহ রছুল পীর ও মুরসিদ।
প্রথমে আল্লার নাম করিএ স্মোরন।
জাহার হুকুমে হৈল সংসার পত্তন ॥
এক সত চতুরদস কিতাব য়াহিল।
প্রথমেতে নুর নবি করি প্রচারিল ॥
একদিন সভামধ্যে নির্জনে বসিয়া।
পুণ্য পরস্তাবকথা সুনাইল পড়িয়া ॥
তা সুনিয়া সবে মিলি হরসিত হইল।
কহিলা কিতাব বাণী নিশ্চএ জানিল ॥
কিতাব অভ্যাস নাহি পড়িতে না পারি।
নিসি দিসি পড়ি সুনি মনে শ্রধা করি ॥
বুদ্ধি ক্রেমে তোহ্মা কৃপা জদি থাকে মনে।
বাঙ্গালা ভাসে রচি দেয় পড়ি সর্ব্বজান ॥
তা সুনিয়া নবিবরে কহিলেক পুনি।
হাসিবেক সর্ব্বজনে পড়ি সুনি জানি ॥
সবে মিলি সম্ভুদিয়া লাগীলা কহিতে।
জে হোক সে হোক জান পুণ্যভাব চিত্তে ॥
তা সব বচন সুনি নবি মহাসএ।
আবদুল করিম স্থানে হুকুম করএ ॥
ফারসি ভাসেত পুনি না বুজে কারণ।
বাঙ্গালা ভাসাতে তোহ্মি করহ রচন ॥
আবদুল করিমে সুনি মনেত ভাবিয়া।
বাঙ্গালা ভাসেত রচে প্রভু প্রণামিয়া ॥

সে কালের গ্রন্থরচয়িতারা স্বীয় গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের জন্য কতরূপ মিথ্যা বুজরুকির ভান করিতেন, প্রাগুদ্ধৃত অংশ তাহার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোথায় ইসলাম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ, আর কোথায় বাঙ্গালা ভাষা এবং বঙ্গভাষাভাষী এই লেখক! দেশকালের ব্যবধান পরিজ্ঞাত থাকিলে এই সরলচিত্ত লেখক কখনই এরূপ অনৃতবাদে আপন লেখনী কলঙ্কিত করিতেন না।

পুথির শেষ এইরূপ;—

তবে তার গর্ব্বেত জে সন্তান হইল।
চল্লিস দিনে ছাওয়ালের আকার হইল ॥
আকার মধ্যেত প্রভু দিলা জে ইকার।
ইকার সম্বরি তাত দিলেক ঐকার ॥
ঐকার সম্বরি প্রভু দিলেক ঔকার।
ঔকার সম্বরি দিলা জে ওকার ॥
এহার হুঙ্কারে কৈল অংসহ ইকার।
অংস হুঙ্কার সমর্পিলা ব্রবকার (?) ॥
নুর ফরামিস নামা সমাপ্ত জে এহি।
আবস্য হইব পুণ্য পড়ে সুনে জেই ॥
আবদুল করিমে কহে পুণ্যভাবে আসা।
এথা ওথা দুই কুলে প্রভু সে ভরসা ॥

ইতি নুর ফরামিসনামা পুস্তক সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১২০১ ত্রিপুরা মুঐক্ষর মিদং শ্রীমাহাম্মদ আনিচ ওলদে আলি মাহাম্মদ চৌধুরি

সাকিম পরগনে খণ্ডল মৌজে উত্তর গুথুমা জথা দিষ্টং তথা লিখীতং এহি পস্তকের মালিক শ্রীমাহাম্মদ হাসিম মল্লা ওলদে সএখ্ এমন গাজী (সেখ এমন গাজী) সাকীম উত্তর গুথুমা ॥

ক্ষুদ্র পুথি। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৭ ; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

এই পুথির শেষ পত্রে (৩৮ পৃষ্ঠায়) অপর একখানি পুথির কিয়দংশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাতে "চন্দ্র নিরক্ষণ" আরম্ভ হইয়া ৪০শ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত চলিয়াছে। তার পর সেই পুথির কি হইয়াছে, জানিবার উপায় নাই।

উক্ত পত্রের পরে অপর একখানি পুথির ২৩শ হইতে ৩২শ পত্র পর্য্যন্ত গ্রথিত আছে। এই দুইখানি যে বিভিন্ন পুথি, তাহা হাতের লেখা দেখিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। শেষোক্ত পুথিখানির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৫২০। নুরনামা।

ক্ষুদ্র মুসলমানী পুথি। ১ হইতে ২২ পত্রগুলি নাই। যে পত্রগুলি আছে, তাহাতে "নুরনামা কেতাবের" মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। 'নুরনামা কেতাব' পাঠের ফলাফল বর্ণনা করিতে যাইয়া ভক্ত লেখক্ এই কয়টি পত্রের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। আরম্ভে যে পত্রগুলি নাই, তাহাতে উক্ত কেতাবের মাহাত্ম্য প্রকটিত ছিল কি না, কেমনে বলিব? যাহা হউক, এই খণ্ডিত পুথির প্রারম্ভ এরূপ ;—

* * * *

সেই গৃহমধ্যে রাখী আছন্ত ইমাম ॥
একদিন মোহাসএ সহরিস মন।
দেখিতে কিতাবখানা করিলা গমন ॥
জথেক কিতাব মধ্যে কিতাব অনুপাম।
পাইলেক নুরনামা কিতাব প্রধান ॥
কিতাব পড়িয়া বহু হরিস ইমাম।
মনেতে ভাবএ এহি বাক্য অনুপাম ॥
সুলুতান মোহাম্মদ স্থানে এ কিতাব।
ভেটিবারে জোক্ত হএ আস্থ প্রস্থাব ॥
কিতাব সহিতে তথা করিলা গমন।
সুলুতান মোহাম্মদ সুনি এ বচন ॥
কিতাবের মান্য মনে ধরি বহুতর।
সসৈন্য সহিতে আশু বাড়িলা সত্বর ॥

* * * *
* * * *

এহি সব সৈন্য সঙ্গে করি ছুলতান।
একাদস দিবস পন্থ হইল আগুয়ান ॥
তথা জদি পন্থে গিয়া পাইলা কিতাব।
হরিস হইলা পড়ি আস্থ পরস্থাব ॥

পুথির শেষ ;—

পৃতিবিত এহি সুখ সম্পদ সহিত।
সজিবে রহিতে কেন নারে কদাচিত ॥
পৃতিবির ধন নহে ধন কদাচন।
পুণ্য ধর্ম্ম মোহানিধি পরিণাম ধন ॥

ভণিতা ;—

আবদুল হাকিম সাহা রজ্জাক তনএ।
প্রভু আগে মাগে করি সহস্র বিনএ ॥
আএ প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিধন।
মোহাম্মদ রছুলের প্রভাব কারণ ॥
প্রলয়ের কালে রোজ হিসাব সমএ।
লজ্জিত না কর মোরে প্রভু দয়ামএ ॥
মুঞি হিন কিবা জথ নবির উন্মত।
তোহ্মা নিজ কৃপাএ পুরাও মনুরথ ॥

* * * *
* * * *

রছুলের বংশ ইতি প্রভাব কারণ।
সদাএ রাখিব মন মুছুমিন গণ।
পাচ তন পাক জান রছুলের গণ।
সেই মনে রাখ জথ পাতকির মন ॥

এনেত এহেন শ্রধা জন্মাএ সঘন।
সুরনামা পড়িয়া সমাপ্ত হৈল মন॥

*　*　*　*
*　*　*　*

ইতি স্বরনামা পুস্তক সমাপ্ত। সন ১২১৪ বাঙ্গালা সন ১২১৭ ত্রিপুরা তারিখ ৮ মাহে ভাদ্র।

৩২শ পত্রে পুথি শেষ। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। লিপিকারকের নাম নাই। তবে অক্ষর দৃষ্টে বোধ হয়, প্রাগুক্ত পুথিগুলির লেখক মোহাম্মদ আনিচ ইহারও লেখক।

৫২১। বাজে কবিতার পুথি।

এই পুথির কোন নাম নাই। ইহা নানা রকম বাজে কবিতা ও শ্লোকের পুথি। ইহাতে জ্ঞান-চৌতিশা, নারী লোকের চিহ্ন, সরস্বতী-অষ্টক, নহছের বয়ান, নারী-লোকের হায়েজের বয়ান, লাল টুকটুক শ্লোক, খঞ্জন-বর্ণন, শীত-বসন্ত উপাখ্যান (অসম্পূর্ণ) এবং চাণক্য প্রভৃতির অনেক-গুলি শ্লোক লিখিত আছে। লেখকের মূর্খতাবশতঃ অনেক শ্লোকের পাঠবিকৃতি ঘটায় স্থানে স্থানে অর্থবোধ দুর্ঘট হইয়াছে।

উপরে কথিত প্রায় সকল সন্দর্ভেরই পরিচয় আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত পুথির বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে দুই একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

১। পক্ষী হেন নাম ধরে অম্বরের বৈরী।
ঝাড়িলে সে নাহি পড়ে এই দুঃখে মরি॥
কহে হীন আবঝলে প্রাণের তনয়।
একে একে বাছিলে সে পরিত্রাণ হয়॥
২। কালী হেন নাম ধরে নহে কাল-সর্প।
কালীএ ডংশিলে (তার) হরে বলদর্প॥
কালিকার রূপ হৈয়া করয় সংহার।
কালীগুণে বান্ধিয়াছে সয়াল সংসার॥
ঘনশ্যামনাথ কহে কালী অঙ্গ সার।
যে না চিনে কালীর অঙ্ক সেহ অন্ধকার॥
৩। দিবসেতে বৃদ্ধ যুবা হয় একবার।
মনুষ্যে ভক্ষণ করে চক্ষু নাহি তার॥
সেই তার জননীর আত্ম নাব রতি (বতী?)।
ত্রিপুরারি নাম ধরে তার নিজ পতি॥
কহে আলী মোহাম্মদে শিকারের সন্ধি।
মূর্খে বুঝিব থাক পণ্ডিত হয় বন্দী॥
৪। চক্ষু বদন আছে নাহি তার দন্ত।
সপ্ত শরীর আছে নাহি তার অন্ত॥
পূর্ব্বে মনুষ্য খাইত অখন নহি খায়।
কহে আলী মোহাম্মদে বুঝহ সভায়॥
৫। পত্র যার খড়্গধার খরতর প্রায়।
গোটা যাব রক্তবর্ণ চক্ষু সর্ব্ব গায়॥
এক বৃক্ষ েতাতে যার আর বৃক্ষ মাতে।
কহয় বল্লভদাসে বুঝহ সভাতে॥
৬। নাম তার বিষধর দন্ত বহুতর।
বিজয় করিতে গেল বিজয়া নগর॥
বিজয়া নগরে গিয়া ভাঙ্গে বিভুবন।
দন্তে ধরি আনে পশু না লয় জীবন॥
৭। দেখিয়া সুন্দর ফল দেবগণ ভোলা।
মায়ের গর্ভে জন্ম তার অযোনিসম্ভবা॥
মায়ের গর্ভে থাকে সে মায়েব মাংস খায়।
ভূমিতে পড়িয়া সে চয় ঠেঙ্গে গড়ায়॥
৮। এক যুবতী গর্ভবতী রমণ বিনে বাঁচে না।
আপন পতি ঘরে নাই উপপতি গছে না॥
একের পেটে আনের জন্ম এ কি বিষম দায়।
শিষ্যের পেটে গুরুর জন্ম ভাবে দেখা যায়॥
৯। বাটীর মধ্যে স্থিতি করে, মাথায় মুকুট ধরে,
কথেক প্রাণী বন্দী করে তাতে।
তাহার এমনি গুণ, লোকের আহার করে খুন,
শুনিতে লাগয়ে চমৎকার।
ষষ্টিচরণ দাসে কহে, এই কথাটুক্ মিথ্যা নহে,
যথার্থ লোকের ব্যবহার॥

"লিক্ষাতি শ্রীশষ্টিচরণ দে সাং শাকপুরা * * ইতি শন '১২৩৯ মঘী তাং ১৭

আশ্বীন।" পূর্ব্বোদ্ধৃত নবম শ্লোকের রচয়িতা সম্ভবতঃ এই ব্যক্তিই হইবেন। প্রাগুদ্ধৃত শ্লোকগুলি বস্তুতঃ শ্লোক নহে,—উহাদিগকে হেঁয়ালী বলিলেই ঠিক হয়। এই দেশে হেঁয়ালীকে "বুড়ন" বলা হয়।

৫২২। সত্যনারায়ণ-পাঁচালী।

এই পুথিখানি কমলা-তন্ত্রের সংস্কৃত ভাষার সত্যনারায়ণ-ব্রত-কথার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক কবি ইহার রচয়িতা। ইহার প্রারম্ভে "ওঁ নমঃ কক্ষধারিণ্যৈ" এবং সর্ব্বশেষে—

"নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং ব্রহ্মাদিসুরপূজিতম্।
যত্নেনাপি কৃতঞ্চেদং জনার্দ্দনদেবশর্ম্মণা॥"

এই শ্লোকটি লেখা আছে। অনুমান, সন ১১৫০ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি উপবিভাগের অন্তর্গত ভরতপুর থানার অধীন আলুগ্রাম নামক গ্রামে রাঘবেন্দ্র বিদ্যাভরণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র এবং বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্যের পৌত্র কবি জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গ্রামে প্রবাদ আছে যে, বর্গীর হাঙ্গামার সময় জনার্দ্দনের মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে তদীয় পিতা গর্ভবতী পত্নীকে কোন জঙ্গলে লুক্কায়িত রাখেন। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বপ্রতিষ্ঠিত ৺লক্ষ্মী-জনার্দ্দন বিগ্রহের সেবার্চ্চনাদির অসুবিধা হইবার ভয়ে বাঁটী হইতে পলায়ন করিতে পারেন নাই। বর্গীর দল আলুগ্রামে আগমন করিয়া গ্রামবাসীর প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে এবং অনেক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। বৃদ্ধ বিদ্যাভরণ ঠাকুরও সেই সঙ্গে বন্দীকৃত হন। কখন্ কি হয় ভাবিয়া বন্দী হইবার পূর্ব্বে তিনি বিগ্রহটি নামাবলীখণ্ডে জড়াইয়া গলদেশে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁকে ও অন্যান্য বন্দীদিগকে লইয়া বর্গীর দল গ্রাম হইতে চলিয়া যায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামেরও অনেককে বন্দী করে। শেষে কাটোয়া যাইবার রাস্তায় কোন স্থানে সকল বন্দীকে রাস্তার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাখিয়া নিষ্ঠুর বর্গীদিগের দুই জন অশ্বারোহী সুতীক্ষ্ণ তরবারি-হস্তে দুই দিকে তরবারির চোট দিতে দিতে চলিয়া যায়। তরবারির আঘাত বন্দীদিগের কাহারও গলদেশে, কাহারও মস্তকে, কাহারও বা হস্তে পড়িতে থাকে। তাহাতে কেহ হত, কেহ আহত এবং কেহ বা অব্যাহত রহিয়া যায়। বৃদ্ধ বিদ্যাভরণ ঠাকুর যখন এই শ্রেণীবদ্ধ বন্দিগণমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সেই বিপদের সময় প্রচ্ছন্নভাবে মধুসূদন নাম জপ করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ঐ শালগ্রাম শিলার সেবা-পূজার কোন বন্দোবস্ত রহিল না, এই চিন্তাই তখন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী হয়। ঐ সময় অশ্বারূঢ় ঘাতক বন্দি-দলকে কদলী-তরুর ন্যায় ছেদন করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দিকে তরবারি চালনা করে। অন্যান্য বন্দীর ন্যায় বিদ্যাভরণ ঠাকুরেরও হস্তদ্বয় রজ্জুবদ্ধ ছিল। তিনি মাথা বাঁচাইবার জন্য দুই হস্ত উত্তোলন করিলে তরবারির আঘাতে তাঁহার হস্তসংলগ্ন রজ্জু কাটিয়া পড়িল। বৃদ্ধ এই অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনায় "জয় জনার্দ্দন" বলিয়া অন্যান্য আহতগণের ন্যায় পথিপার্শ্বে পতিত হইলেন। পরদিন বর্গীরা ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিলে তিনি সেখান হইতে উঠিয়া গৃহে আসিয়াই শুনিলেন যে, যে মুহূর্ত্তে ভগবান্ তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শুভ মুহূর্ত্তেই তাঁহার পুত্রবধূ একটি সর্ব্ব-

সুলক্ষণযুক্ত পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছেন। তখনই তিনি এই পৌত্রের "জনার্দ্দন" নাম রক্ষা করেন। বাল্যে জনার্দ্দন বিদ্যাভরণ ঠাকুরের টোলেই অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তাঁহার পরলোক-গমনের পর যখন তাঁহার পিতা টোলের ভার প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পিতার নিকটেই অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তখন সকল পুথিই হাতে লিখিয়া পড়িতে হইত। জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য স্বহস্তে যে কত পুথি লিখিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও ৩০।৪০ খানি পুথি দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল পুথি খুলিলে সদ্যোলিখিত বলিয়াই বোধ হয়। হস্তাক্ষর যেন মুক্তাপাঁতি!

প্রাচীন কালের কালী-প্রস্তুত-প্রণালীর কবিতাটি আজও শুনিতে পাওয়া যায়,—

তিন ত্রিফলা, শিমুল ছালা,
ছাগদুগ্ধে দিয়ে তেলা।
লোহা দিয়ে লাহাই ঘসি,
মসী বলে অকাট বসি।

সেই প্রণালীর প্রস্তুত কালীতে কঞ্চির কলমে তালপত্রে লিখিত দুই শত আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন অক্ষরগুলির ঔজ্জ্বল্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্যের নিজের লিখিত সকল পুথির প্রারম্ভেই "ওঁ নমো গর্ভ-ধারিণ্যৈ" বা "জনন্যৈ নমঃ" এরূপ লেখা আছে। আলোচ্যমান পুথিখানি "সন ১১৭০ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ দিবা দশ দণ্ড-মধ্যে সমাপ্ত"। এই পুথিতে তাঁহার মাতৃ-ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়; যথা,—

"জননীর পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় দ্বিজ জনার্দ্দন।"

"মনে করি অভিলাষ, দশ দিন দশ মাস,
জিহো মোরে ধরিলা উদরে।
শাস্ত্রেতে নাহিক জ্ঞান, কত হব সাবধান,
সেই পদ বন্দি সহস্রারে॥"

তাঁহার স্বরচিত আর কোন পুস্তক আছে কি না, জানা যায় নাই, কিন্তু তাঁহার বাটীতে প্রাচীন তালপত্রে লিখিত জীর্ণ পুথি অনেক আছে; সেগুলি খুঁজিলে তদ্রচিত অপর কোন পুথি মিলিতেও পারে।

জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য শুদ্ধাচারী, মানসিক বলসম্পন্ন শক্তিসাধক ছিলেন ও নানা তীর্থস্থানে জপ-যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কবির স্বসম্পর্কীয়া ভুবন ঠাকুরাণীর মুখে শুনা গিয়াছে, কার্ত্তিকেয় ভট্টাচার্য্য নামে তাঁহার এক সহোদর ছিলেন। দুই ভ্রাতায় নদীতীরে বসিয়া গভীর রাত্রিতে জপ করিতেন। এক দিন কবিকে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় কার্ত্তিকেয় বাটীতে আনয়ন করেন। তাহার অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমনাই গ্রামের গাঙ্গুলীবংশীয়া রূপমণি দেবীর সহিত জনার্দ্দনের বিবাহ হয়। তিনি কবির মৃত্যুকালে গর্ভবতী থাকায় সহমৃতা হইতে পারেন নাই। এই গর্ভে তাঁহার এক কন্যা জন্মে। "তৎপূর্ব্বে তাঁহার আর একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। দ্বিতীয়া কন্যার কনিষ্ঠ সন্তান ৺লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা শ্রাবণ তিনি দেহত্যাগ করেন। কবির দ্বিতীয়া কন্যার বংশধরেরা একণে উক্ত ৺জনার্দ্দন শিলার সেবাইত।"

কবি জনার্দ্দনের বিবরণ ১৩১৭ সালের ৩১শে ভাদ্রের "এডুকেশন গেজেট" হইতে সঙ্কলিত হইল।

৫২৩। মধুমালতী।

ইহা একখানি উপাখ্যান-গ্রন্থ, তাহা নামেই সূচিত হইতেছে। ফুল্‌স্কেপ কাগজের এক-চতুর্থ অংশ আকারের কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। মোট পত্র-সংখ্যা ৭৪ মাত্র।

আরম্ভ ;—

ত্রিপদী।

গণেস দিনেস শেষ, সিব সক্তি হৃসিকেস,
বন্দোহ সুরেশ ষড়ানন।
গ্রহ গুরু দ্বিকপাল, চিত্র চিত্রগুপ্ত কাল,
মনু বসু আদি দেবগণ ॥

শেষ ;—

রাজা রাণী আনন্দিত পুত্র ভাগ্যবান্।
ইত্যাবধি গ্রন্থ মধুমালতি আখ্যান ॥
পিরিতি বর্ণন গ্রন্থ হৈল সমাপন।
সুনিলে রসিক জনের রসে ডুবে মন ॥
হরিধ্বনি করহ সকলে কবি গাএ।
ভাবিআ গোবিন্দপদ গ্রন্থ হৈল সায় ॥
মৈত্র পৃষ্ঠে রিতু নেত্র সক নিরুপণ।
প্রথম নিদাগ মাসে নেত্র নিরুপণ ॥
সনৈশ্চর বাসর বেলা দ্বিপ্রহর।
সাঙ্গ হৈল আখ্যান মালতী মনোহর ॥
স্বয়ঙ্কর গোপীনাথ চট্টগ্রাম স্থান।
তার অন্তঃপাতী গ্রাম হাওলা প্রধান ॥
সেই জন্মভোম বাস চিরকাল বাস।
দৈবের কারণে মম কারাগারে বাস ॥

প্রাগুদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায়, এই পুথি ১২৬৩ শকের বৈশাখ মাসের ৩রা তারিখ শনিবার দ্বিপ্রহরে সমাপ্ত হয়। ইহা রচয়িতার নিজ হস্তের লেখা। পুথির বহিঃপৃষ্ঠে লিখিত আছে,—কবির নিবাস চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাওলা প্রকাশ পোপাদিয়া গ্রামে। হাওলা একটা চাকলার নাম। পূর্ব্বে এখানে একটি মুনসেফী ছিল। তাহা এখন পটিয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

পুথির শেষে লিপিকালের উল্লেখ নাই। উহার সঙ্গে কবির স্বহস্ত-লিখিত "কামিনী-কুমার" নামক আর একখানি গ্রন্থ সংযোজিত রহিয়াছে। তাহার শেষাংশে লিপিবদ্ধ আছে ;—

কৃষ্ণপক্ষ আষাঢ়ের পঞ্চদশ দিনে।
শুভদিন সপ্তমী অমৃতজোগ ক্ষণে ॥
পদবন্দে গোপীনাথদাস বিরচয়।
চন্দ্র সিন্ধু সড়ভুজ সকের সময় ॥
চন্দ্র জোগ বিন্দু নেত্র ক্রমে অঙ্ক দিয়া।
মগদ সনের অঙ্কে চায় বিচারিয়া ॥
চন্দ্র বসু বেদ চন্দ্র ক্রমাগত দিয়ে।
ম্লেচ্ছ সনের অঙ্ক পাইবে গণিয়ে ॥
চন্দ্র জোগ্য বেদ সিন্ধু অঙ্ক নিরুপণ।
ভাবিয়ে বাঙ্গালা সন করিবে সোধন ॥

ইহা সম্ভবতঃ পুথির প্রতিলিপির তারিখ। কারণ, "কামিনীকুমার" এই গোপীনাথদাসের রচনা নহে। কালীকৃষ্ণ দাস নামক জনৈক কবিই উহার রচয়িতা। উহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। সমালোচ্য পুথিখানি আমাদের সুচক্রদণ্ডী-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন নাজির মহাশয়ের নিকট আছে।

৫২৪। চণ্ডিকা-মঙ্গল।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র প্রাচীন পুথি। অশীতি বৎসর পূর্ব্বে ভৈরবচন্দ্র রক্ষিত নামক জনৈক কবি কর্ত্তৃক ইহা বিরচিত হয়। তাঁহার নিবাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত জোয়ারা গ্রামে। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কায়স্থ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পারস্ত ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। কিছুদিন সুখ্যাতির সহিত ওকালতী করিয়া তিনি মুন্‌সেফী-পদ গ্রহণ করেন। তিনি অনেকগুলি কবিতা রচনা

করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সে সকল পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার অপর নাম রাধাচরণ রক্ষিত। আজও তিনি সর্ব্বত্র রাধাচরণ মুনসেফ নামে বিখ্যাত। গ্রন্থের সর্ব্বত্র কিন্তু ভৈরবদাস বা রক্ষিত নামেই ভণিতি দেওয়া হইয়াছে।

আরম্ভ;—

গণেশাদি দেবগণে করিয়া প্রণতি।
বন্দি পিতা মাতা গুরু যে আছেন ক্ষিতি॥
সাধুর চরণে এই মাগি উপহার (?)।
অশুদ্ধ দেখিলে দোষ ক্ষমিবে আমার॥
অল্পবুদ্ধি হীন জন জ্ঞান অতি হ্রাস।
চণ্ডিকা-মঙ্গল চাহি করিতে প্রকাশ॥

ভণিতা;—

দেবীর প্রভাব শুন কহি যে সকল।
ভৈরব রক্ষিত রচে চণ্ডিকা-মঙ্গল।

শেষ;—

বৈশ্য আর রাজাকে করিয়া বরদান।
জগত-ঈশ্বরী তবে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
সুরথ হইল মনু ভুবনমণ্ডল।
কাঙ্গাল ভৈরব রচে চণ্ডিকা-মঙ্গল॥
এই বর চাহি মা গো জগতের আই।
অন্তকালে দিও মাগো শ্রীচরণে ঠাঁই॥
গুপ্ত ভৈরব নামে নহি পরিচিত।
প্রকাশ্য শ্রীরাধাচরণ পদ্ধতি রক্ষিত॥
ভরদ্বাজ গোত্র মম ত্রিপ্রবর ইতি।
জোয়ারা গ্রামেতে হয় দীনের বসতি॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্য সমাপ্ত।

সম্প্রতি গ্রন্থখানি কবির পৌত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। তদবলম্বনেই এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

৫২৫। ফক্রুরনামা

ইহা একখানি মুসলমানী পুথি। কিন্তু ইহার শেষ পত্র ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়াদি কি ছিল, জানিবার উপায় নাই। কবি সেরবাজের ভণিতা আছে। কাগজ একবারে জীর্ণশীর্ণ। নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

বন্দা হএ বোকরি রিজিক হএ দরি।
জথাত রিজিক আছে লই জাএ ধরি॥
জাহার আছিল দেখ ত্রিণত সয়ন।
সে জনে জায়ন্ত নিদ্রা সোবর্ণ আসন॥
জাহার আছিল জান ভাঙ্গা গ্রিহ ঘর।
সে জন বসিল জান ধরাহর পর॥
জাহার আছিল জান (দরিদ্র) ভোজন।
নিতি প্রতি মধু মিষ্টা করএ ভোক্ষণ॥
ললাটের লেখা কভু ন জাএ মিঠন।
দেখহ আবদুল্লা হইল রুমের রাজন॥
হিন সেরবাজে কহে সুন নরগণ।
জেবা পরে জেবা সুনে বিহিস্তে গমন॥
জথ গুরু জন আর জথ বুধ নরগণ।
সহস্র প্রণাম করি সে (সব) চরণ॥

"ইতি ফক্রুরনামা পৌস্তক সমাপ্তত ইতি সন ১১৩৮ সন তারিখ ২৬ চৈত্র রোজ বুধর বার।" শেষ পত্রাঙ্ক—৩৪। এই পত্রের অপর পৃষ্ঠে একটি বৈষ্ণব পদ লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। লিপিকরের নাম-ধাম নাই।

৫২৬। নিত্যানন্দ-পটল।

ইতিপূর্ব্বে 'প্রণালিকা' নামক পুথির (৩৬৫ নং পুথির) বিবরণে এই পুথির নামোল্লেখ করিয়াছিলাম। 'প্রণালিকা' ও ইহা বিভিন্ন পুথি কি না, জানি না। ৪ হইতে

৬ পাত মাত্র বর্ত্তমান। প্রতি পত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে 'নিত্যানন্দ-পটল' বলিয়া লিখিত দেখা যায়। ইহার ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা। প্রথমাংশে সংস্কৃত ও শেষাংশে বাঙ্গালা গদ্য। চতুর্থ পত্রের আরম্ভ এইরূপ ;—

"এতৎ পুনরাচমনীয়ং। এতৎ কর্পূর-বাসিততাম্বূলং এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ততো মূলমন্ত্রং অষ্টোত্তরশতবারং জপন্ জপং সমর্পয়েৎ শ্রীকৃষ্ণদক্ষিণহস্তে॥" ইত্যাদি।

হস্তলিপি আধুনিক। লিপিকরের নাম-ধাম নাই। শেষাংশের নমুনা 'প্রণালিকা'র বিবরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে পুনরুদ্ধৃতি অনাবশ্যক।

৫২৭। পদ্মাবতী বদিয়ুজ্জামালের রূপ-বর্ণনা।

মুসলমান মহাকবি সৈয়দ আলাওল-রচিত "পদ্মাবতী" ও "সয়ফল মুল্লুক বদিয়ুজ্জামাল" পুথিতে পদ্মাবতী ও বদিয়ুজ্জামালের "রূপ বাখান" নামে এক একটি অধ্যায় আছে। বলা বাহুল্য, তাহাতে গ্রন্থদ্বয়ের নায়িকা পদ্মাবতী ও বদিয়ুজ্জামালের রূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। রূপ-বর্ণনা সাধারণতঃ কঠিন ভাষায় হইয়া থাকে। এই সব "রূপবাখানে" অন্যান্য কবির মত আলাওলও যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ অংশ সকল সাধারণ মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত আদরণীয়। তাহাদের মেলা-মজলিসে 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি পুথিগুলি গীত হইয়া থাকে। দুই একজন গায়ক বিবিধ রাগ-রাগিণীর ঝঙ্কারের সহিত বিবিধ ধুয়া ধরিয়া সমস্বরে পুথি পাঠ করিতে থাকে আর পণ্ডিত নামধারী ব্যক্তি পঠিত অংশের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া থাকেন। এক সময়ে চট্টগ্রামে এই "পুথি পড়ার" বিশেষ আদর ছিল। অধুনা জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দ্দোষ আমোদ-প্রবণতা লোকসমাজে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। অদূর-ভবিষ্যতে ইহা স্বপ্নের কাহিনীতে পরিণত হইতে পারে।

সমালোচ্য পুথিখানিতে পদ্মাবতী ও বদিয়ুজ্জামালের রূপবর্ণনার ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ সকল লিখিত হইয়াছে। লিপিকরের নাম-ধাম ও লেখার তারিখাদি নাই। প্রাচীন তুলট কাগজ বটে, কিন্তু বড় বেশী দিন পূর্ব্বের লেখা নহে। রয়াল আট পেজী আকারের কাগজ—উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। প্রথম পৃষ্ঠা নাই। শেষ পৃষ্ঠসংখ্যা—৪৪। উনবিংশ পৃষ্ঠায় পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা শেষ। তারপর বদিয়ুজ্জামালের রূপ-বর্ণনার আরম্ভ। উহার শেষ পর্য্যন্ত নাই। "পদ্মাবতীর রূপ-বর্ণনা" হইতে একটু নমুনা দিতেছি :—

জর্ম্মান্তর বাঞ্ছা সিদ্ধি হৈতে সহস্রাত।
ত্রিভঙ্গি উপরে জেন ধরিছে করাত॥

ব্যাখ্যা ;—জর্ম্ম হোয়া পৈর্জ্জান্ত যাশা সিদ্ধি হওয়ার কারণ অবিলম্বে এক জাগার নাম তাহাতে এক খরগ সৈন্যে (শূন্যে) য়াছে সেই খরগের নিচে হিন্দুরা বত (বধ) করে। জেমত সেই খরগ এইখানে ধরিয়াছে।

আর বেশী উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। আলাওলের পাণ্ডিত্যের কি চমৎকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা এই দুই ছত্র হইতেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। পণ্ডিত-গণের মুখে এই ভাবের ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বাহবার উচ্চ রোল পড়িয়া যায়! পাণ্ডিত্যের দৌড় দেখিয়া অনেকে আবার বিস্ময়ে হা করিয়া থাকে!

৫২৮। রামচন্দ্র-বারমাস।

ক্ষুদ্র নিবন্ধ। পদসংখ্যা—৩৪। লিপিকরের নাম বা লিপিকাল উল্লিখিত নাই। প্রাচীন দেশীয় কাগজ,—বড় বেশী দিনের লেখা নহে।

আরম্ভ ;—

হাহা পুত্র রামচন্দ্র কমললোচন।
আর নি দেখিব মাএ এই চন্দ্রবদন॥
মাঘ মাসেত রাম গেলা বনবাস।
সেই ধরি অভাগী মাএ ছাড়ে গৃহবাস॥
দিনে২ খীন তনু পাঞ্জর সুখাএ।
রামের লাগিআ মাএ বর দুক্ষ্য পাএ॥
কান্দএ কুসল্যা মাএ বিষাদ ভাবিআ।
অরণ্যেত গেল পুত্র কে দিব আনিআ॥

শেষ ;—

পুষ্পাল মাসেত রাম আইলা মাএর কোলে।
রাম লক্ষ্মণ সীতা দেবী দেখিলা সকলে॥
দির্ব্ব ঘট দির্ব্ব পাট দির্ব্ব সিঙ্গাসন।
আনন্দিতে কেলি করে কুসল্যানন্দন॥
জেবা পড়ে জেবা সুনে শ্রীরামের বারমাস।
পাপ ছাড়ে পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠ বিলাস॥

ভণিতা ;—

হিন ছাদক আলি কহে সবার গোচর।
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ করিবা সত্বর॥

পূর্ব্বে ৩২শ সংখ্যক পুথির বিবরণে আর একখানি "রামচন্দ্রের বারমাস" আলোচিত হইয়াছে। তাহার সহিত এই বারমাসের কোন সাদৃশ্য নাই।

৫২৯। দক্ষ-যজ্ঞ।

নামহীন খণ্ডিত ক্ষুদ্র পুথি। শেষ নাই। অতি জীর্ণ-শীর্ণ। লেখার তারিখ ও লিপিকরের নাম-ধাম নাই। ভণিতাও নাই। মোট দুইটি পত্র,—উভয় পিঠে লেখা।

আরম্ভ ;—

(১)—জেই অপমান হইআছি সেই হাএঃ
ভৃগু মুনির জজ্ঞে গিয়ে।
ইন্দ্র চন্দ্র দেবাসুরে, জেবা আমাএ মান্য করে
জামাই কৈল্যে ভাঙ্গরারে, আমার সতি
কন্যা দিএ॥

(২)—জজ্ঞ করব অহে নারদ নিমান্ত্রয়ে
সর্ব্বদেবে।
তোমাএ কেবল করি বারণ বৈল না গো
ইসানেরে॥ ধুঃ॥
তুমি সব বুজতে পার, আমি তার সাশুর হই
জামাই গঙ্গাধর আমারে না প্রণাম করে॥

শেষ ;—

পটী।

(১৫)—দক্ষরাজের কথা কিছু হাএ সুন
খুরা কই তোমারে।
প্রজাপতি কৈলে আমাএ করব না বরণ
তোমারে॥ ধুঃ॥
জগ্য হেতু নিমন্ত্রণ, কৈরাছি সব দেবগণ,
দেজএ দেখ সে কেমন।

পূর্ব্বে ৬১ সংখ্যক পুথির বিবরণে আলোচিত "দক্ষ-যজ্ঞ গায়নের" সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য দেখা গেল না।

৫৩০। শ্যামা-সঙ্গীত-সংগ্রহ।

এই নামহীন পুথিতে কয়েকটি শ্যামা-সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। গীতগুলিতে কিশোর, মাধব, নবচন্দ্র ও রামপ্রসাদের ভণিতি দেখা যায়। হস্তলিপি আধুনিক। ১২১২ সবার লেখা, মোট পাঁচটি পাতা। দুই পিঠে লেখা।

আরম্ভ ;—

মালসী।

কি হবে ভবে মা তারা।
জত ধন উপার্জ্জিলেম মা
সকলি হইয়েছি হারা॥

লাভের জন্যে ভবে এইলেম,
লাভ শূন্য মূল হারাইলেম,
স্ব করিতে কু.করিলেম মা,
কুপথে যেইয়ে মা তারা ॥

নিম্নে "কিশোর" নামক কবির একটি গীত তুলিয়া দিলাম ;—

দীনে কৃপা কর তারা মা গো।
হে মা নাহি দেখি কূল, হইয়েছি আকুল মা,
হইয়ে অনুকূল তার আমায় তারা।
জন্মিয়ে এ ভবে পাইলেম জাতনা,
না করিল্যেম মা গো তব উপাসনা,
এখন কি করি কি করি, ভবার্ণবে ডুইবে মরি,
দিয়ে চরণ-তরী আমায় উদ্ধার সাকারা ॥
মা আমারি মনে এই মাত্র আশা,
জে ধন হইতে মা গো হইয়েছি নৈরাশা,
এখন পুনঃ সে সব ধনে পুরাইতে আশা।
কিশোর কহে কৃপা কর ভবদারা ॥

৫৩১। পদ সংগ্রহ।

নামহীন খণ্ডিত পুথি। "রাগমালার" মত ইহাতে প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ করা হইয়াছিল। কেবল দুইটি মাত্র পাতা আছে। অবশিষ্টগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক সুন্দর সুন্দর পদ ছিল। জনৈক মুসলমান বৈষ্ণব কবির একটি পদ তুলিয়া দিলাম।

রামকেলি।

কিরে সাম এমন উচিত নহে তোমার ॥ধুয়া॥
অঘোর সাঝোয়া বেলা, কি বোল বোলিয়া গেলা
আসিবা কি ন আসিবা মনে।
এক কহ আর হএ, এমন উচিত নহে,
এই দুক্ষ না সহে পরাণে ॥
জেখনে পীরিত কৈলা, দিবারাত্রি আইলা গেলা
এবে কেনে না চাহ আখির কোণে।
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া, আনলেতে তৃণ দিয়া,
কথা গিয়া রহিলা লুকাইয়া।
মীর্জা কাঙ্গালি ভণে, জল ঢাল সে আনলে,
নিবাও জে প্রেমরস দিয়া ॥

লিপিকরের নাম মাহাম্মদ বছির। তারিখাদি নাই। অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণ শীর্ণ। ইহাতে দ্বিজ রঘুনাথ, মীর্জা ফয়জুল্লা, দ্বিজ গদাধর, সৈয়দ মর্ত্তুজা, মীর্জা কাঙ্গালী ও হীরাধনি নামক কবির এক একটি পদ আছে। শেষোক্ত নামটি কি পুরুষের? শুনিতেছি, ঐ নামে চট্টগ্রামে এক স্ত্রী-কবি ছিলেন। ফয়জুল্লা সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ "মীর্জা বংশ"-সম্ভূত ব্যক্তি।

৫৩২। জ্যোতিষ-বচন।

নামহীন ক্ষুদ্র জ্যোতিষিক পুথি। ইহাতে সপ্ত বার, পনর তিথি, ২৭ নক্ষত্র, নক্ষত্রযাত্রিক, পাপযোগ, দিনদগ্ধা, মাসদগ্ধা, ১২ রাশি, যোগিনীর চাল ও বারবেলা প্রভৃতির নামাদি প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা। "দিনদগ্ধা" এইরূপ ;—

অর্ক দ্বাদশি না করে কাজ।
শোমে একাদশি পড়এ বাজ ॥
মঙ্গলে দশমি নাহিক সিদ্ধি।
বুধে ত্রিতিআ অতি বিরুদ্ধি ॥
গুরু ষষ্টি নাহিক জোগ।
শুক্রে দ্বিতিআ করাএ বিরোধ ॥
শনি সপ্তমি করাএ মরণ।
পোড়া দিনে না করে গমন ॥

মোট তিনটি পাতা। বড় বেশী দিনের লেখা নহে। লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই।

৫৩৩। প্রবাসীর বারমাস।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। ভণিতা নাই বটে, কিন্তু ইহা যে কোন মুসলমানের রচনা, তাহা ভাষা দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায়। তারিখ ও লিপিকরের নামও পাওয়া গেল না। মোট ১৯ পদ বা শ্রাবণ মাসের বর্ণনা পর্য্যন্ত আছে। অবশিষ্ট নাই। একটু নমুনা দিতেছি ;—

আগ্রান মাসে প্রভাসি ভাইরে জায়ার
হইল তারনা।
বেসাইত সম্পদ ন থাকিলে সদাএ উঠে
ভাবনা॥
বেসাইত সম্পদ সকল জান এ দুনিআর
মিছা জাল।
ধন মান ন থাকিলে জীবন থাক্‌তে মরণ
ভাল॥

৫৩৪। শ্রীবৎস-উপাখ্যান।

ইহার দুইটি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। তাহাও যেন মুসাবিদা লেখা বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে কাটা, ছেঁড়া ও অপাঠ্য। পুথির প্রকৃত নাম "শ্রীবৎস-উপাখ্যান" কি না, ঠিক বলিতে পারি না। ইহার প্রণেতা জমুরাজের চিকিৎসক সেই প্রথিতযশাঃ ৺কবিরাজ ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। ইঁহার আরও কয়খানি গ্রন্থের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (৮১, ৮৪, ৩৬৯, ৩৭০ ও ৩৭১ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।) একটু নমুনা দিতেছি,—

মহারাজা শ্রীবৎস রমণী চিন্তাবতী।
প্রজার পালন করে জেমন সন্ততি॥
নীতি ধর্ম্ম পালে প্রজা নাহিক হিংসন।
প্রজার হইলে হানি জেমন আপন॥
তিল বিন্দু প্রজাগণ নাহি পাএ দুখ।
তেন মতে রাখিআছে দিএ নানা সুখ॥
প্রত্যহ ব্রাহ্মণে দান করএ রাজন।
প্রত্যহ দুঃখিতে দেন হীরাদি রতন॥
সুপাত্র নামেতে মন্ত্রী বুদ্ধির সাগর।
রাজাধিক পালন করএ মন্ত্রিবর॥ ইত্যাদি

ভণিতা ;—
শ্রীষষ্ঠীচরণ দীন অধম প্রধান।
করিল জীবন দান অভয়ার স্থান॥

হস্তলিপি বোধ হয়, কবিরাজ মহাশয়ের নিজের। তারিখ নাই। পুথির আকার কিরূপ ও প্রতিপাদ্য বিষয় কি ছিল, প্রাপ্ত পত্রগুলির সাহায্যে তাহা বলা অসম্ভব।

৫৩৫। কৃষ্ণবিষয়ক কবিতা।

ইহাতে কয়েকটি বৈষ্ণব কবিতা আছে। এক খণ্ড বড় কাগজের দুই পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। রামমোহন ভট্টের রচনা। ইঁহার বাড়ী সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম—রাউজান থানার অন্তর্গত কদলপুর গ্রামে। সেখানে অনেক ভট্ট-ব্রাহ্মণের বাস আছে। প্রথম কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

জার বাঁশির স্বরে প্রাণি হরে
বাঁচে না গো প্রাণ।
চল গো সখি সুনে আসি
সামের বাঁশির গান॥
কেমন বাঁশের বাঁশি মন উদাসী
করিল রাধার।
জাতি কুল মজাইল বাঁশী প্রাণে থাকা ভার॥
জানি কত সুধা বাঁশীর সুধা সুধা বরিসএ।
সুধা বাঁশী সুধাও আসি বাঁশী কেমনে রহে॥
বাঁশী সকল দেহে রন্ধ্র ময় সুধা রাখে কিসে।
জেমন কুলবধুর কুল বিনাশে মুলে থাউআর
বাঁশে॥

সুনে বাঁশীর গান আনচান, মন নহে স্থির।
জথার্থ জানিলাম বাঁশী বটে জাতগীর॥
হইলো বাঁশী কাল কি জঞ্জাল ঘটাইল সজনি।
জেমন কটকের বিশাল বাণে হরিণ হরিণী॥
বাঁশীর লাগল পাইলে দিমু জলে জমুনা
ডুপাইএ।
বাশের বংশী বিনাশিমু কি ঔষধ দিএ॥
বোলে রামমোহনে বাঁশী কেনে ডুপাইলো
জলে।
চান্দ-মুখেতে জেমন বাজাএ বাঁশী তেরি
বোলে॥

৫৩৬। নামহীন পুথি।

এই খণ্ডিত ক্ষুদ্র মুসলমানী পুথিখানির তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পাতাগুলি আছে। তাহা দ্বারা ইহা যে কোন্ পুথি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হজরত আলীর পুত্র হজরত ইমাম হাসনের বিবাহ-বর্ণনা ইহার প্রতিপাদ্য কি না, ঠিক বলিতে পারি না। তবে ইহা যে নবীবংশ-সম্পর্কিত একখানি গ্রন্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রে বিবি জয়নবের বিবাহ এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্রে পাশা-খেলার বর্ণনা দেখা যায়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, বড় বেশী দিনের কথা নয়, পূর্ব্বে মুসলমানের বিবাহে, বর-কন্যার মধ্যে পাশা-খেলা হইত। পাশা-খেলা বিবাহের একতম অত্যাবশ্যক উৎসব বলিয়া গণ্য ছিল। হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরাও মারোয়া বা বেদী নির্ম্মাণ করিতেন। এখনকার এই জীবন-সঙ্কটের কঠোরতার দিনে বিবাহটাই একটা উপসর্গস্বরূপ পরিণত হইয়াছে; লোকের অবস্থা এতই খারাপ হইয়া গিয়াছে! সুতরাং এখন সে সব উৎসব কিছুই নাই, সেই পাশা খেলাও নাই; আর সে আনন্দও নাই। সকলই কালের ঝঞ্ঝাবাতে যেন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! বলিহারি কালের মহিমা!

ইঁহার লেখাগুলি অতি সুন্দর বটে, কিন্তু অত্যন্ত জটিল ও মুনসীয়ানা ধরণের। এই জন্য পড়িতে একটু কষ্ট হয়। নিম্নে "পাশা-খেলা" হইতে কতকটা তুলিয়া দিলাম;—

এই ত পঞ্চম পাসা ফুরাইল পাচ।
টানাটানি করি সাহা ভাঙ্গিলেক কাচ॥
* * * *
কুমারীর মন ভঙ্গ করিল কুমার।
সাহাএ হারিলে দিব অষ্ট-অলঙ্কার॥
এই ত ছয় পাসা ফুরাইল ছয়।
তুমি ত নিলজ্জা সাহা সভার মনে লয়॥
* * * *
এই ত সপ্তম পাশা ফুরাইল সাত।
তুচ্ছি ত ঠাকুর সাহা কলিযার জাত॥
আলি ফাতেমার ছিল জেহেন পীরিতি।
তেন মতে রহি জাউক দোহান পীরিতি॥
হিন সেরবাজে কহে কর অবধান।
কুশলে থাউক আল্লা পীরিতি দোহান॥

প্রাগুক্ত সেরবাজ ছাড়া ইঁহার আরও একজন রচয়িতা দেখা যায়। তাঁহার নাম মোহাম্মদ খান। ইনি "মুক্তাল হোসেন" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এইরকম ভণিতি আছে;—

(চতুর্থ পত্রে)

দানে কর্ণ মানে কুরু,(গানে?) শুক্র জ্ঞানে গুরু,
ধ্যানে হর রূপে পঞ্চবাণ।
ধর্ম্মবন্ত বীর্য্যবন্ত, অনন্ত কি কহিব অন্ত,
পীর মীর সাহা ছোলতান॥
সে পদপঙ্কজ ধরি, নিজ সিরত্রাণ করি,
পাঞ্চালি রচিলুম সিসুবুদ্ধি।
মোহাম্মদ খানে ভনে, সুন স্বাএ গুণিগণে,
দোস তেজি গুণ কর বুদ্ধি॥

লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই। কাগজ দৃষ্টে অত্যন্ত প্রাচীন বোধ হয়।

৫৩৭। মনসার ধূপজাটী।

ইহার মোট দুইটি পাতা। তাহা হইতে ইহার আদ্যন্ত এবং প্রতিপাদ্য কিছুই বুঝা যায় না। পুথির মধ্যস্থ একটি পদ হইতে ইহার এই নামকরণ করিলাম। রক্ষণার্থে নিম্নে উহা সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিতে পারিতেছি না।

বন্দম বিসহরি ক্ষিরোদ ঘরিনি
হংশ্ব রাগিনি যুবা ভাগীনি
কি বোল বোল নি জান
হাইট কুমার ডাকি জান
হার থাএ খীলখিলাএ
ছাগলের মাথাত প্রদিপ জলে।
কালিকা চণ্ডি ডিঙ্গল যুতে
জাত্রা করে দেবির পুতে
আগে দেবি পথ কায়াই দে
কেয়ারে দেবি পুত্র এরিআ জাইতে
কাটম কুটম লোব সামালন
সেই সে পদ্মের ভাই
চন্দ্র সূর্য্য হৃদে করি
নাচে কালীকা আই
বন্দম স্থুল বন্দম মুল বন্দম আদি অনাদি
গুরুর চরণ নমস্কার সিরে করি
দক্ষিণে পাটের শ্বরি মাএ দেউক ঠাই
দক্ষিণে পাটেশ্বরি মাএ দেউক উঠান
দক্ষিণে আছে পাটেশ্বরি সঙ্গে
সে কুমারের ডিমাইলাম
গছা কুরি আইলুম মাটী
তাতে উপজ্জিল এই ধুপজাটী
এই ধুপজাটী আলাঝালা
এই ধুপজাটী সহস্র ঝালা
এই ধুপজাটী থুইলুম ভুমিত
ধুপ লাগি গেল * * ধর
আইল গুবিনচান্দ আলগ রথে
বাজিল নেপুর কোন্ ২ মুখে
আইলেন দেবি ধুপের বাসে
ধুপ উপজ্জিল কোন্২ গাছে
গজঙ্গ গাছ গজঙ্গ বএ
চাম্পা নাগেরশ্বরে শ্বেত ধুপ বএ
ধুপের কহম ধুপের উৎপতি
দেবির ধরম ছাতি
গোবিনচান্দ গোবিনচান্দ পরি গেল রাই
আইল গোবিন্দ আলগ পাএ
মাএ নাচে ভঙ্গিমাএ
ভঙ্গিমা করিয়া নাচে
এল দেবিরে পুজম মাতে
ডিঙ্গল লাগে পাঁরের সিতা
কাস্তগীরি শেয়ানর চিতা
পুর্ব্ব দিগে পরিল বাদ
তারে বিদাইতে এথক বার
কানে কুণ্ডল গলাএ হার
গন্ধ ধুপে ঘর আন্ধার
মৈলে পরউক জয় জোকার
দক্ষিণ দিগে পরিল বাদ
পরউক পরউক গঙ্গার ভার
মো × উত্তম কুল
গঙ্গা নাচে উদনা চুল
আলার + হেম. +
মহাদৈব আমার বাপ
মোহাদেবের নাম লইলে
সত পাপ নাই
তিনি প্রিথিমি বেরাই না পাইলাম ঠাই
তিন কোন প্রিথিমি যুগীয়ার ক্ষেত্র
ধুপ লও গোসাই পাতিয়া হস্ত
নাগের পীঠে দিয়া পাও
ধুপ লও ল (লো ?) নাগ বিসহরি মা॥

যথাসম্ভব অবিকৃত ভাবে সমস্ত উদ্ধৃ

করিয়া দিলাম। স্থানে স্থানে কাগজ কীটদষ্ট ও কিনারা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া কয়েক স্থানে পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই। উদ্ধৃতাংশের শেষে এই কয়েকটি ছত্র লিখিত রহিয়াছে ;—

জে জনে য়াসি সভাতে ভনে
তাহা সহিতে জথেকে যুনে
বার তিথী করিয়া এক
সমুদ্র হরি আউ দেক (দেখ)
এক তিন পাচ জবে
জমগৃহতে বাহুরি তবে
দুই চাইর ছয়
পৈক্ষেব মৌদ্ধে মৃত্যু হএ
শুন্য অঙ্ক রহে জার
সে দিবসে মৃত্যু তার ॥

সন ১৮৪১ ইংরেজির লেখা। "এই বহির মালিক শ্রীরামচন্দ্র আইচ মোহরের" (সাকিন সম্ভবতঃ আনোয়ারা)। লিপি-করের নাম নাই। ইহা কি উদ্দেশ্যে ব্যব-হৃত হইত, কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

৫৩৮। মনসা পুথি।

এই পুথির প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা মাত্র বর্ত্তমান আছে। অবশিষ্টগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে মনসা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই জন্য ইহার এই নামকরণ করিলাম। রকম দেখিয়া বোধ হয়, ইহা ক্ষুদ্রকায় ছিল না। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি মনসা-পুথির সমালোচনা লিখিয়াছি। কিন্তু কোনটার সহিত ইহা মিলে না (অবশ্য আরম্ভভাগে)। কাজেই ইহাকে আপাততঃ একখানি নূতন পুথি বলিয়া মনে করিতে হইতেছে। কোথাও ভণিতা পাইলাম না। হস্তলিপির তারিখও নাই।

আরম্ভ ;—

(প্রথম পত্রের এক কোণে কতকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।)

নম গনেসায় নম সরস্বতিঐ নম।
আস্তিকস্য ইত্যাদি শ্লোক।
প্রণমোহ গণপতি * * *
* * * পূজা স্থানে লাম[১] গিআ
সেবকেরে ক*হ উদ্ধার।
* * * *
জে তোমার পুজা পুজে হইআ সানন্দিত।
* * * *
* * পদ্মাবতি আস্তিকের আই।
তোমার চরণ বিনে (অন্য গতি নাই?) ॥
* * * *
ভাঙ্গিব নাটের নিক্ত টুটিব বৃদ্ধ অঙ্গুলি।
* * * *
* * * *
সোনকা এ বোলে প্রভু স্থন শিরমনি।
ছয় পুত্র খাইল মোর * * নাগিনী ॥
কর্ম্মান্তর ফলে পাইলুম পুত্র লক্ষিন্দর।
বিবাহ কালেতে পুত্রের নাগের আছে ডর ॥
সদাগরে বোলে প্রিআ ভয় নাহি কর।
কালোকা[২] গঠাইমু পূজা লোহাব বাসর ॥

৫৩৯। ভারত-সাবিত্রী।

পুথিখানি খণ্ডিত। কেবল প্রথম পাতা বর্ত্তমান। দোভাঁজ-করা কাগজ। আকারে ক্ষুদ্র ছিল বোধ হয়। পূর্ব্বে সমালোচিত এই নামের কোন পুথির সহিত ইহা মিলে না। সুতরাং ইহা এক-খানি নূতন পুথি। ভণিতা ও হস্তলিপির তারিখ নাই।

১। লাম—নাম, অবতরণ কর।
২। কালোকো—কালুকা, কল্য।

প্রাপ্ত পত্রটিতে নিম্নোদ্ধৃত কয় পংক্তি মাত্র আছে ;—

নম গণেসায়। অথপয়াব ছন্দ ভারথ-সাবিত্রী লীখীয়তে। ধৃতরাষ্টৌবাচ।
ধৃতরাষ্টে বুলে সুন সঞ্জয় সুজন।
কথাএ চতুর বুদ্ধি গুণের ভাজন॥
কৌরব পাণ্ডব জদি রণে দারাইল।
সমবাঅ করি কেনে জুদ্ধে প্রবেসিল॥
কেমতে হইলো জুদ্ধ কহত সঞ্জয়।
কার হৈল জুদ্ধে জয় কার পরাজয়॥
তাতে কেবা বির জুদ্ধা সকল আছিল।
মহারথি কেবা তাতে জুদ্ধ জে করিল॥
কেবা কারে মারিলেক বিসম সমরে॥
কে সবে করিল জুদ্ধ কেমত প্রকারে॥
মহা জুদ্ধাবন্ত কর্ণ সল্য নরপতি।
কেমতে পরিল রণে হেন মহারথি॥
মোর পুত্র দুর্জ্যোধন কুরুকুলনাথ।
অতিসঅ গোনমন্ত বিক্রমে বিক্ষ্যাত॥
কেমতে পরিল তাতে কহত আমারে॥
বিস্তারিআ কহ সুনি * * *

৫৪০। গীত-সংগ্রহ।

এই পুথির কোন নাম নাই। ইহাতে অনেকগুলি প্রণয়-সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। সঙ্গীতগুলিতে রচয়িতাদের নাম উল্লেখিত হয় নাই। বিদ্যাসুন্দর ও রাধিকার মান সম্বন্ধে কয়েকটি গীতও ইহাতে দেখা যায়। আট পেজী আকারের কাগজ। মোট পত্রসংখ্যা—৩। লিপিকরের নাম এবং তারিখ নাই। হস্তলিপি আধুনিক। নিম্নে কয়েকটি গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

সুধা আঁখির মিলনে আর প্রাণ বাচে কেমনে।
এ কি দেখি হায় হায়, জেন চাতকিনীর প্রায়,
মেঘে কি পিপাসা জায় বিনা বারি বরিসনে॥
ভালো ভাসিবে বোলে ভালো ভাসিনে।
অন্য মনে নারি কয় তোমা বৈ আর জানিনে॥
তোমার মুখে মধুর হাসি, আনন্দ-সাগরেভাসি,
সেই তোমায় দেখতে আসি দেখা দিতে আসি না।
আমারি মনেরি দুঃখ চিরদিন মনে রহিল।
ফুকরি কান্দিতে নারি বিচ্ছেদে তনু দহিল॥
একদিন ভাবি সখী মনেরে বুজাইয়া রাখি
প্রবোদ না মানে আখি
সদাএ বোলে চল চলো।
সুন সই তোমারে কই
প্রেম-বিষের কি এথ জ্বালা।
জারে কামরাইল সাপে,
কি করে তার ওঝার বাপে,
ঝাড়াইলে হএ না ভালো
সোনার বরণ হএ গো কালা॥

এই গীতগুলি কি আধুনিক, না প্রাচীন কালের রচনা?

৫৪১। জ্যোতিষ-বচন।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজ। মোট পত্র-সংখ্যা—৩। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। বড় বেশী দিনের নকল নহে। ভণিতা অজ্ঞাত।

নন্দা আদি, সিদ্ধিযোগ, অমৃতযোগ, মৃত্যু-যোগ, ত্র্যহস্পর্শ, যাত্রাতে উত্তম নক্ষত্র, মধ্যম নক্ষত্র, অধম নক্ষত্র, বারবেলা, কালবেলা, মাসদগ্ধা, দিনদগ্ধা, দিক্‌শূল, যোগিনীর বচন, যাত্রা নিষেধ ও ঔষধ প্রভৃতি ইহার বিষয়-সূচী। ভাষার নমুনা-স্বরূপ নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

অথ বারবেলা।

দিবসেরে অষ্ট ভাগ করিআ পণ্ডিত।
বারবেলা গণিবেক এই তার রিত॥

রবিবারে বারবেলা চতুর্থ পঞ্চম।
সোমবারে বেলা হএ দ্বিতিয় সপ্তম॥
অষ্ট আর দ্বিতিঅ ভাগ আন মঙ্গলেতে।
পঞ্চম ত্রিতিয় ভাগ আনিঅ বুধেতে॥
বৃহস্পতির সেস দুই ভাগ বারবেলা।
তৃথিয় চতুর্থ শুক্রে জ্যোতিসে লিখিলা॥
শনির প্রথম ভাগ আর সষ্ট সেস।
বারবেলা এই দোস ইহাতে অসেস॥

৫৪২। শ্যামাসঙ্গীত-সংগ্রহ।

নামহীন পুথি। পত্রসংখ্যা—১৩। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। রয়েল আট পেজী অপেক্ষা একটু বড় আকারের কাগজ। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। বড় বেশী দিনের প্রাচীন নহে।

ইহাতে রামপ্রসাদ, কাশীনাথ, নন্দদুলাল, দাতারাম, শরণ দাস, রামকুমার, গঙ্গাদাস, মির্জ্জা হোসেন আলী, ঈশ্বর ও দাশরথি প্রভৃতির কৃত কতকগুলি শ্যামাসঙ্গীত আছে। আর কয়েকটা গীতের ভণিতা পাওয়া যায় না। দুই একটা কৃষ্ণবিষয়ক গীতও আছে। রামকুমার ও মীর্জ্জা হোসেন আলীর এক একটা গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

(১) করুণামই দিন কি অমনি আমার জাবে।
দুঃখে ২ কাল কাটাইলেম,
আর কথ দুঃখ আমাএ দিবে॥ ধুঃ॥
সুইনাছি মা বেদাগমে,
জে জন তব নাম সুনে,
নামের গুণে ভয় করে মা তারে শমনে।
আমি তবে সুনি ঐ নাম জপি বদনে।
তবে কেন ভবসাগরে আমাকে ডুবাইতে শিবে॥
ভণে দীন রামকুমারে ভজি মা এর শ্রীচরণে।
চিরকাল থাকে জেন বাসনা মনে।
সতি হইএ পতির বাক্য কেমন কৈরে লঙ্গিবে॥

(২) কঙ্কালী করাল বনমালি ওগো মা।
কখন রত্ন সিঙ্গাসনে, কখনে পাঠায় বনে বনে,
কখন কখন হয় বনমালি।
অঘোর সমনের ভয়, তোমি বিনে কেহ নয়,
তাহার সাক্ষি মৃজা হুচন আলি।

৫৪৩। নামহীন সন্দর্ভ।

ইহার কোন নাম নাই। কবিগানের ছড়া বলিয়া বোধ হয়। গোপী নামক জনৈক কবি কর্ত্তৃক রচিত। নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এতৎসম্বন্ধে আমি আর বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না।

আরম্ভ ;—

এক অদ্ভুত আচর্য্য কথা সুন্‌তে চমৎকার।
* * ভেঙ্গে দিতে হবে রে সবার মাজার॥
রাজবংশি ধর্ম্ম অবতার।
* * *
কৈরে তার বিচার
কহ সৈত্য সেই তত্ত্ব
সুন্‌তে লাগে বর ভয় রে॥
॥ চেতান॥

মধ্যস্থলে ;—

মরি হাএ রে।
রাজবংশেত জর্ম্ম তার ধর্ম্মপরায়ণ।
দেব রিসিগণে তাহারে করুছে স্তবন॥
পদ্মপত্রের জল জেমন করে টলমল।
সেই মত মামা তুমি হইএছ বিকল॥
ও মার মাতা অতি সুলক্ষণ।
কত দিনে তাহার সঙ্গে হবে দরসন॥
বিরচিএ গুপী বলে মামা হইল কুলক্ষণ॥
॥ ছাপান॥

মোট ৪ পৃষ্ঠা। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজ। অতি জীর্ণ-শীর্ণ ও

স্থানে স্থানে কীটভুক্ত বলিয়া পাঠ করা যায় না। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই।

৫৪৪। বিবিধ শ্লোক ও হেঁয়ালী-সংগ্রহ।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজ। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৫। হস্তলিপির তারিখ নাই। খুব বেশী প্রাচীন লেখা নহে।

ইহাতে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা হেঁয়ালী আছে। নিম্নে তিনটি হেঁয়ালী উদ্ধৃত করিতেছি ;—

(১) চক্ষু বদন আছে নাহি তার অন্ত।
সকল সরির আছে নাহি তার দন্ত॥
পুর্ব্বে মনিস্য খাইত অখনে না খাএ।
কহে কবি মহাদেবে সুনহ সভাএ॥
বুজ বুজ পণ্ডিত ভাই ছিঅলি অনুচিরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ পুরুষ (তার) অর্দ্ধ অঙ্গ স্ত্রী॥

(২) দিবসেকে বৃদ্ধ যুবা হএ একবার।
মনিস্কে ভক্ষণ করে চর্ম্ম নাহি তার॥
সেই তান জননীর আগ্ন নাম রতি।
ত্রিপুরারি নাম ধরে তান নিজ পতি॥
কহে আলি মাহাম্মদে ছিঅলি অনুসন্ধি।
মূর্খে বুঝিব কিবা পণ্ডিত হএ বন্দি॥

(৩) দ্বিতিঅ দিঘল রজু ধরে ভেদ বাণি।
উদর অধর তার ভিন্ন নহি জানি॥
কর পদ নাহি তার মুণ্ড বিবর্জ্জিত।
মাংস নাহি রুধির নাহি জীবন বঞ্চিত॥
পুনি পুনি পিএ বারি উদিত সঘন।
শ্রীচান্দ দাসে কহে সুন বুধগণ॥

এই পুথির এক পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত রহিয়াছে ;—

গুহ্য নামে মোহা লিঙ্গ নামে মুলাধার।
পীতবর্ণ চতুর দল মুক্তির আকার॥
হৃদের উপরে পদ্ম রক্তবর্ণ হএ।
তাহার উপরে পদ্ম বিষ্ণুর আলয়॥
সংখ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গ ধরি হাতে।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে মুকুট শোভে মাথে॥
তার পরে মোহাদেব দির্ব্ব কলেবর।
পঞ্চ বৈক্ষ তিন আখি জটাজুটধর॥
শূন্যের উপরে শূন্য ব্রহ্মাণ্ড জে স্তথা।
ভাবিলে পরম তত্ত্ব মনে পাইবা দেখা॥
হস্তি না আইসে জাএ সুইচের অগ্রেতে
নাহি বেধ।
এই গুরু সংখেপে চিনিলাম প্রথেক॥

কথাগুলি অপর কোন পুথি হইতে উদ্ধৃত বলিয়া বোধ হয়। "এই বহির মালীক শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে পীছরে রাগলোচন দে সাকিন কধুরখাল থানে পটীয়া (জেলা চট্টগ্রাম)। নিবাস বিনন্দর ডিগীর পুর্ব্বদিগ বাটী।" হেঁয়ালিগুলির কোন উত্তর লেখা নাই।

৫৪৫। দূতীর সহিত ঠাকুরের কথা।

এই পুথির ইহাই প্রকৃত নাম কি না, বুঝিলাম না। পূর্ব্বে সমালোচিত ৫১২ সংখ্যক 'মানগান' নামক পুথির পরিসমাপ্তির পর সেই পুথিরই সঙ্গে ইহা সংযোজিত রহিয়াছে।

বলা বাহুল্য, রাধাকৃষ্ণের লীলাই ইহার বর্ণনীয় বিষয় এবং "দূতীসংবাদ" নাম হইলেই ইহার উপযুক্ত নাম হইত। ভাষা অধিকাংশ স্থলে গদ্য। ভণিতা নাই।

পুথিখানি রঙ্গপুর হইতে বন্ধুবর মুন্সী সেখ ফজলল করিম সাহেব আমাকে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মোট সাতটি পৃষ্ঠা। ফুলস্কেপ এক চতুর্থ অংশ অপেক্ষা কিছু বড় কাগজ। শেষ পর্য্যন্ত আছে কি না, জানা যায় না। ১২৭০ সনে 'মানগানে'র

প্রতিলিপিখানি লিখিত হইয়াছিল*। ইহাও একই হাতের ও একই সময়ের লেখা। লেখাগুলি কদর্য্য বলিয়া পড়িতে একটু কষ্ট হয়। নিম্নে কতকটা নমুনা দিতেছি।

আমি এলাম শ্রীরাধে। তুমি কে হে। তুমি কেহে এত রাত্রে × হাক দিচ্ছ। আমি তোমার কৃষ্ণ। তুমি কোন্ পক্ষের কৃষ্ণ। শুকুলা পক্ষের কৃষ্ণ, না কৃষ্ণ পক্ষের কৃষ্ণ। আমি উভয় পক্ষের কৃষ্ণ। আমাদের কৃষ্ণ জিনি ত্যার থালের থাল বোজায় আছে। আমার আছে হে। আমাদের কৃষ্ণর একটি পরিজট আছে। আমার আছে হে। আমাদের কৃষ্ণর একটা অষ্ট উত্তর শতো নাম আছে। আমার আছে হে। কি কি নাম সাম-সুন্দর মদনমোহন। ইত্যাদি।

শেষ ;—

গান তাল তেয়ট।
নপুর যুন রে যুন।
বিনে সুজন সুজনের ব্যাদন জানে না।
অবধ (অবোধ) জদি উচ্ছ ভাসে,
সুবধ (সুবোধ) বুজাও প্রিয়ভাসে,
সে তো য়ভাসে ভাসে বৈই তোড়ুবে না।
বরড় বর দায়ে, তাতে কি বর উজায়,
পেইলে য়েক দিন বর দায়,
বিনে বড় ঝড় বরো গাছ বৈ লাগে না।
জদি বিনির কর্বরি হইতো,
মরমে মৈরে জেইতো,
নিলাজ তুঞি থাকিস নারির পায়।
বাসির হাসি পায় সে সকলি পায়
ওরে কৃষ্ণের য়ক্রপায় জে দিন ভাঙ্গিবে পায়।
জাবিয়ে কুমন্ত্রণা॥

পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন না হইলেও একবারে জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

৫৪৬। শ্যামা-সঙ্গীত-সংগ্রহ।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। ইহাতে রাম-প্রসাদ, দ্বিজ রামপ্রসাদ, কালীকান্ত দাস, দ্বিজ দর্পনারায়ণ ও উমাচরণ দাস প্রভৃতির রচিত কয়েকটা শ্যামা-সঙ্গীত আছে। দুই একটা গীতে ভণিতা নাই। নিম্নে উমাচরণ দাসের একটা গীত উদ্ধৃত করিলাম ;—

কঙ্কাল বধিতে সামা লইলেন সব্যকরে অসি।
মগ্না হইলেন রণে বামা হই মুক্তকেসী॥
চতুরভুজা বিবসনা, কথ অসুর গ্রাসে সামা,
ভববক্ষোপরে সামা ভালে বিরাজিত শশী॥
ভয়ঙ্করা ত্রিনয়ানি গিরিসুতা ভবরাণী
করালবদনী লোল জিহ্বা দণ্ডদেসী॥
ভণে উমাচরণ দাসে, কাত্যায়নীর চরণাশে,
মুক্তিপদ পাইবার আশে মুক্ত কর মুক্তকেশী॥

মোট পত্রসংখ্যা—৪। উভয় পৃষ্ঠে লেখা। আট পেজী আকারের কাগজ। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। শেষ দুই পত্র জীর্ণ-শীর্ণ। দ্বিজ দর্পনারায়ণের গীতের একাংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

---

* এই পুথির সমালোচনা লিখিতে গিয়া "মান-গান" নাড়া-চাড়া করিতে করিতে হঠাৎ নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পদটি নয়নপথে পতিত হইল। পূর্ব্বে উহা কিরূপে আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল।

গান তাল আরথেমটা।
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে ভাবি আমি।
জে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি তো আমার হে বন্ধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিতে কি হবে আমার॥
নরচন্দ্র দাসে কহে সুন গুণমনি।
তোমার অনেক আছে আমার কেবল তুমি॥

৫৪৭। জড়বুদ্ধি-অষ্টক শ্লোক।

ভাষা আধ সংস্কৃত, আধ বাঙ্গালা। ভণিতা নাই। সন ১২৩১ মঘীর হস্তলিপি। "সোয়ক্ষর শ্রীরামজয় গুরু ঠাকুর সাকিনে কুএপাড়া থানে রাউজান (জেলা চট্টগ্রাম)।" আরম্ভ ;—

সরস্বতি সেতবতি সর্ব্বভুতকারিনি।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানদাতা সর্ব্বমন্ত্রিরূপিনি ॥
সেতবর্ণ দেহখানি সেত বিনাধারিনি।
ত্বং নমামি হরপ্রিআ জরবুদ্ধিনাসিনি ॥

শেষ ;—

শুভ্র হস্ত সেত চক্ষু বিষ্ণুমনমোহিনী।
বিষ্ণু বৈক্ষে বাস কৈলা সঙ্গে লক্ষি সতিনি ॥
বৈষ্বী তোমার নাম জগত জীবতারিনি।
ত্বং নমামি হরপ্রিআ জরবুদ্ধিনাশিনি ॥

৫৪৮। বাজে শ্লোকের পুথি।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজ; মোট চারিটি পাতা। লিপিকরের নাম নিত্যানন্দ সেন, সাকিন আনোয়ারা। তারিখ নাই। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা।

ইহাতে গোপালাষ্টক শ্লোক (অসম্পূর্ণ), "আজ কাল পরশু আমার কেমনে তিন দিন যাবে" ইত্যাদি কবিতা, রামাষ্টক শ্লোক (অসম্পূর্ণ), কতকগুলি অঙ্কের কবিতা, "লাল টুক টুক" শ্লোক এবং কয়েকটি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। শেষাংশে কয়েকটা ঝাড়ন-মন্ত্রও আছে। নিম্নে একটা অঙ্কের নমুনা প্রদান করিলাম ;—

ইন্দ্রের অমরা পুরী পারিজাত আছে।
দিনে দশ লৈক্ষ পুষ্প ফুটে সেই গাছে ॥
এক এক পুষ্পের মূল সোআ মণ সোনা।
তার লাগি স্বামি বান্ধা দিছেন সত্যবামা ॥
কহেন লক্ষণ দাসে কি বোলিতে আছে
চারি জুগে কত পুষ্প ফুটে সেই গাছে ॥

৫৪৯। মহীরাবণ-বধ।

নামহীন খণ্ডিত পুথি। কেবল প্রথম ও ষষ্ঠ পত্রদ্বয় বর্ত্তমান। আকারে ক্ষুদ্র। অনেক দিনের প্রাচীন বোধ হয়। ভণিতা পাওয়া যায় নাই।

আমার প্রকাশিত "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ১৬৮ সংখ্যক পুথিতে আর একখানি "মহীরাবণ-বধের" পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। উহার বর্ণিত ঘটনার সহিত অস্মদীয় পুথির সামঞ্জস্য দেখিয়া পুথির এই নামকরণ করিলাম। মিলাইয়া দেখিলাম, উভয় পুথি এক নহে। ইহার আরম্ভ এইরূপ ;—

নমো গনেসাঅ নম সরস্যোত্তৈ নম দুর্গা।
ইন্দ্রজিত পরিল রাবণ চমকিত।
ভুমিতে পরিআ রাজা কান্দে বিপরিত ॥
মাল্যবানে বোলে রাজা যুন দসানন।
নিবেদন করি আহ্মি যুন দিআ মন ॥
বিরযুন্য করিলা তুহ্মি কনক লঙ্কাপুরি।
ইন্দ্রজিত বির পরে সংগ্রামে কেসরি ॥
নিবেদন করি আহ্মি যুন দিআ মন।
রামের ঠাই সিতা নিয়া কর সমর্পন ॥
এত যুনি রাবণ রাজা ক্রোধ হইল মন।
রক্তবর্ণ কুরি চক্ষু চাহে ঘন ঘন ॥
ক্রোধ হইলা দসানন দেখি মাল্যবান।
কোন বুদ্ধি করিব থির ভাবে মনে মন

মহীরাবণ আর অহিরাবণ কি এক? নতুবা পাতালে অহিরাবণের শরণ লওয়ার জন্য রাবণকে দেবী উপদেশ দিতেছেন, দেখা যাইতেছে কেন?

৫৫০। কালিকার চৌতিশা—
সুন্দর-স্তব।

ইহা যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অন্তর্গত ও তাহা হইতে গৃহীত, এ কথা বলাই বাহুল্য। ১১৭৯ মঘীর লিখিত। অতি সুন্দর মুন্সীয়ানা লেখা।

আরম্ভ ;—
কালি কাত্যাঅনি কালি করাল কালিকা।
কাতর কিঙ্করকে দআ করো গো কালিকা॥

শেষ ও ভণিতা ;—
সোন্দরে করিল স্তুতি পঞ্চাস অক্ষরে।
ভারথে কহিল কালি জানিল অন্তরে॥
রাজার নিকটে আছে সোন্দরের সারি সুখ।
নৃপতিরে ভর্শিআ কহিছে কত্তক॥
কৃষ্ণচন্দ্র আদেসে রচিল কবিবর।
শ্রীজুত ভারথচন্দ্র রাএ গুণাকর॥
ইতি সোন্দর স্তুব—কালিকার
চৌতিস্যা সমাপ্তং।

৫৫১। খুলনার বারমাস।

অতি জীর্ণাবস্থ। নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। ১১৭৯ মঘীর লেখা। দ্বিজ মাধবের ভণিতা আছে।

খুলনাএ বোলে প্রভু জদি দেঅ মন।
বার মাসের জথ দুঃখ করম নিবেদন॥
বার মাসে জথ দুঃখ পাইলু বনে বনে।
(স্মরিতে) সে সব কথা পাঞ্জর বিন্ধে ঘুনে॥

শেষ ও ভণিতা ;—
সতিনি আনিল ঘরে করিআ আদর।
খণ্ডিল জর্ম্মের দুঃখ আইল সদাগর॥
সারদার চরণ সরোজ মধুলোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈআ সোভে॥
ইতি খুলনার বারমাস সমাপ্ত।

ইহা মাধবাচার্য্যের জাগরণ হইতে গৃহীত, সন্দেহ নাই।

৫৫২। শ্রীমস্তের স্তব।

নামে স্তব হইলেও ইহা একখানি চৌতিশা। মাধবাচার্য্যের 'জাগরণ' হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। অনেকগুলি চৌতিশা দেখিয়াছি। বিস্ময়ের কথা এই যে, সকল চৌতিশাগুলিই এক ধরণের,—নূতনত্ব-বর্জ্জিত ও একঘেয়ে। ইহাদের অনেক স্থলেই 'যা পদ্য মিল্ যা' রকমের রচনা দেখা যায়।

আরম্ভ ;—
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥ধু॥
কএ কমলা দেবি কমলবদনি।
কালি কাত্যাঅনি মাতা কামরূপিনি॥
কটাক্ষেত কামদেব করিলা উদ্ধার।
কাঅমনে করম স্তুতি কর প্রতিকার॥

শেষ ও ভণিতা ;—
ক্ষএ ক্ষেমঙ্করি লোক করিলা পালন।
ক্ষ্যাতি রাখহ মাতা এই তিন ভোবন॥
ক্ষ্যাতি রাখহ মাতা কর সুপ্রকাস।
দ্বিজ মাধবে গাএ ক্ষেম অপরাধ॥
"ইতি শ্রিশ্রীমন্তের স্তব সমাপ্তং।"
১১৭৯ মঘীর লেখা। পদসংখ্যা—৬৮।

৫৫৩। বিবিধ সন্দর্ভের পুথি।

প্রকাণ্ড পুথি। রয়েল আট পেজী ফরমের কাগজ। তৃতীয় হইতে ৮৯ পত্র পর্য্যন্ত আছে। তারপর কত দূর নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বলা অসম্ভব। প্রাপ্তাংশের প্রথমে ও শেষে কয়টি পত্র নষ্ট-প্রায়। ১১৭৯ মঘী সনের লেখা। নরোত্তম কেরাণীর হস্তলিপি। অল্প কয়েক স্থানে তৎপুত্র রামচন্দ্রের হাতের লেখাও আছে। ইহা "সাণ্ডিল্য গোত্র গোবিন্দরাম তনঅ শ্রীনরোত্তম কেরানি

দেঅস্থ তান পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৈলাশ-চন্দ্র 'তুহ স্বকিঅ বহি। সাং কধুরখীল" (জেলা চট্টগ্রাম)। উক্ত কেরাণীর লেখাগুলি অতি সুন্দর।

ইহা কোন কবির রচিত কোন নির্দ্দিষ্ট পুথি নহে। ইহা একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ বা নানা কবির রচিত পাঁচালী, বারমাস্যা, চৌতিশা, শ্লোক প্রভৃতির একখানি ক্ষুদ্র Encyclopædia বলিলেই ঠিক হয়। সেই কালে একাধারে এতগুলি বিষয়ের সংগ্রহ এক জন লোকে কি করিয়া করিতে পারিত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাতে যে সকল বিষয় সংগৃহীত আছে, তৎসমুদায়ের আলোচনা এরূপ সঙ্কীর্ণ স্থানে সম্ভব নহে। তৎপরিবর্ত্তে আমরা এ স্থলে পুথিখানির একটা স্থূল সূচীপত্র মাত্র প্রদান করিলাম। তাহা হইতে পাঠকগণ দেখিবেন, সংগ্রহকারক কি বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে বিভিন্ন কবির রচনা তাঁহার এই ভাণ্ডারে আহরণ করিয়া আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার সাহিত্যানুরাগের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। বিষয়গুলির নাম এই ;—

১। ফুলরার বারমাস, কবিকঙ্কণ (খণ্ডিত); ২। খুল্লনার বারমাস—দ্বিজ মাধব; ৩। সুশীলার বারমাস—দ্বিজ মাধব; ৪। বিত্তার বারমাস—ভণিতা নাই; ৫। মা-বাপের বারমাস—ভণিতা নাই; ৬। রামচন্দ্রের বারমাস—জগদ্বল্লভ; ৭। কৌশল্যার বারমাস—ভণিতা নাই; ৮। জ্ঞান-বারমাস—যদুনাথ; ৯। সীতার দশমাস—শ্রীধর বাণিয়া; ১০। সখীর বারমাস—সেখ জালাল; ১১। মনসার ধূপাচার—দ্বিজ রতিদেব; ১২। মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী—মদন দত্ত; ১৩। নারায়ণ দেবের পাঁচালী—দ্বিজ দীনরাম; ১৪। নীলার বারমাস (অসম্পূর্ণ); ১৫। বিপুলার বারমাস—রামদাস বা পণ্ডিত জানকীনাথ; ১৬। কালিকার চৌতিশা—সুন্দরস্তব—ভারতচন্দ্র; ১৭। কালিকার চৌতিশা—ক্ষেমানন্দ; ১৮। কবিকঙ্কণের চৌতিশা; ১৯। শ্রীমন্তের স্তব—দ্বিজ মাধব; ২০। শ্রীমন্তের চৌতিশা—দেবীদাস; ২১। দময়ন্তীর চৌতিশা—বিষ্ণু সেন; ২২। বিপুলার চৌতিশা—রামচন্দ্র; ২৩। কৌশল্যার চৌতিশা—রামজীবন রুদ্র; ২৪। জ্ঞান চৌতিশা—ভণিতা নাই; ২৫। জ্ঞান চৌতিশা—সৈয়দ সুলতান; ২৬। শ্রীকৃষ্ণের একপদী চৌতিশা—ভবানন্দ; ২৭। কৃষ্ণের চৌতিশা—ভণিতা নাই; ২৮। রাধিকার চৌতিশা—উদ্ধব-সংবাদ—দেবীদাস; ২৯। শীতলার চৌতিশা—শঙ্করাচার্য্য; ৩০। সুধন্বার চৌতিশা—রমানন্দ; ৩১। কালকেতুর চৌতিশা—শ্রীচাঁদ দাস; ৩২। সরস্বতীর দ্বাদশ নাম (সংস্কৃত); ৩৩। বাত্যাবর্ত্ত-বিবরণ—নরোত্তম কেরাণী; ৩৪। জমিদারের নিকট পত্র; ৩৫। বিষ্ণুর ষোড়শ নাম (সংস্কৃত); ৩৬। দেবীনামশতক-স্তোত্রং (সংস্কৃত); ৩৭। ভবানী-অষ্টক শ্লোক (সংস্কৃত); ৩৮। দুর্গাষ্টক শ্লোক (সংস্কৃত); ৩৯। নবগ্রহস্তোত্রং (সংস্কৃত); ৪০। বিবিধ শ্লোক (সংস্কৃত); ৪১। খঞ্জন-বচন—ভণিতা নাই; ৪২। বিবিধ শ্লোক (সংস্কৃত); ৪৩। মহাস্তোত্রং (সংস্কৃত); ৪৪। শ্রীরামচৌত্রিশাক্ষরশ্লোকং (সংস্কৃত); ৪৫। দশাবতারশ্লোকং (সংস্কৃত); ৪৬। গোবিন্দাষ্টক-শ্লোক (সংস্কৃত); ৪৭। ঐ—ঐ; ৪৮। রামাষ্টক শ্লোক (সংস্কৃত); ৪৯। ধর্ম্মাষ্টক-শ্লোক (সংস্কৃত); ৫০। ছত্রশালার বচন—রুদ্রনারায়ণ; ৫১। ভূমিকম্পগ্রহস্তি—জগদীশ সিংহ;

৫২। গৃহনির্ম্মাণ-বিধি—ভণিতা নাই; ৫৩। বিবিধ কবিতা; ৫৪। চাণক্যশ্লোক (সানুবাদ)—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য; ৫৫। বিবিধ শ্লোক (সংস্কৃত); ৫৬। নামচীন স্তোত্র (সংস্কৃত); ৫৭। কানুর বারমাস (অসম্পূর্ণ); ৫৮। বিবিধ শ্লোক (সংস্কৃত); ৫৯। জ্যোতিষ-বচন (সংস্কৃত); ৬০। কালি-কাষ্টক শ্লোক—শম্ভুকৃত; ৬১। দাতা-কর্ণ—দ্বিজ কবিচন্দ্র; ৬২। সীতার চৌতিশা (অসম্পূর্ণ); ৬৩। তুলসী-চরিত্র—দ্বিজ ভগীরথ; ৬৪। দাহপর্ব্ব—সঞ্জয়; ৬৫। ভারত-সাবিত্রী (সংস্কৃত); ৬৬। আন-দানীর বচন—মহীন্দ্র দাস; ৬৭। তামাকু-চরিত্র—সীতারাম কর ও ৬৮। বিবিধ বিষয়। প্রাচীন সাহিত্যালোচক মাত্রেই জানেন যে, এরূপ বিবিধ-বিষয়-সম্বলিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা নিতান্ত সহজ কথা নহে। সংক্ষেপতঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সে কালে একজন লোকের সাধারণতঃ যাহা যাহা জানার দরকার ছিল, এই পুথিতে তাহার প্রায় কোনটাই বাদ যায় নাই।

পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভাদির মধ্যে অনেকগুলির স্বতন্ত্র পরিচয় আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" প্রদত্ত হইয়াছে। অবশিষ্টগুলির বিবরণও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্তোত্রাদির সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা আমরা আবশ্যক মনে করি নাই। অন্য ভাবে সংরক্ষণের উপায় নাই দেখিয়া নিম্নে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা আমূল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। অপরগুলির স্বতন্ত্র আলোচনা চলিতে পারে; কিন্তু এইগুলির পারে না বলিয়াই এখানে প্রকাশ করিয়া তাহাদের স্থায়িত্ববিধান করিলাম। ইহাদের দ্বারা এক দিন কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইলেও হইতে পারে। কথিতরূপ সন্দর্ভগুলি এই;—

(১) জমিদারের নিকট গোমস্তার

গোমস্তাএ নিবেদএ স্থন চৌধুরি মহাশএ
বিক্রমপুরের অধিকারি তুমি।
কিঞ্চিত করিবে মন মোর এক নিবেদন
সাক্ষাতে কহিতে পারি আমি॥
বর দুক্ক সন্তাপে তোমা আশ্র লইল বাপে
অন্ন কিছু সাহস্র * পাইবার।
বকেয়া মোর বাকি নাই গোচরে তোমার ঠাই
কোন দেশে হেন অবিচার॥
গোপর টাকা বুলি পানি চাল্লিশ টাকা গনাই আমি
হর্ত্তে নীদাএ কাগজ সব চাহ।
এক কাপাইআ মাত্র কমি নালে খালে জঙ্গল ভুমি
দরবস্তে হাসলা বাড় কানি।
তাতে যদি বেস হএ মাপিতে জমি যুক্ত হএ
সাপিষ্ট ভুমির মুন কথা।
জেবা চসে একবার করে ক্রোটি নমস্কার
পুনরপি না চসএ সর্ব্বথা॥
জোএ ভাএ কিরসি † হইলে দুই খোন্দ নিবাইলে
আমানে জদি মারিআ না জাএ।
হরিণ সুকর টেইআ খেতিতে পরএ গিআ
বর জত্নে বিচের ‡ লাগ পাএ॥
এই জমির এই দাএ বোলহ কি উফাএ
আপনে তালুক তুমি নেঅ।
আমারে বিদাঅ দেঅ তালুক তোমার নেঅ
বিদেসে আমি ভিক্ষা জে মাগি খাই।

* সাহস্র—সাশ্রয়।
† কিরসি—কৃষি।
‡ বিচের—বীজের।

(২) খঞ্জন-বচন।

পক্ষি মৈদ্ধে বিধাতাএ শ্রিজিল খঞ্জন।
তার ভাল মন্দ কহি স্থন দিআ মন॥
ছঅ মাস থাকে পক্ষি সমুদ্রের কুলে।
প্রথম জে ভাদ্রমাসে নিকলে সংসারে॥
সংসারে নিকলি পক্ষি করএ আহার।
ভালো মন্দ কহি স্থন দেখিলে তাহার॥
পূর্ব্বদিগে দেখিলে সর্বত্রে জয়।
অগ্নি কোণে দেখিলে সম্পদ বারএ॥
দক্ষিণদিগে দেখিলে ব্যাধি পিরা রোগ।
সিগ্র মাএ দেখিলে পরিহরে শোক॥
নরিত কোণে দেখিলে বিসম জঞ্জাল।
পশ্চিম দিগে দেখিলে কার্য্য অতি ভাল॥
বাউয্য কোণে দেখিলে ধন বস্ত্র লাভ।
উত্তরদিগে দেখিলে মৃত্যু অনুভাব॥
ঐসন্য কোণে দেখিলে বিসম প্রমাদ।
আনলেতে দহে কিবা মির্ত্তু সহসাত॥
সিরের উপরে জদি দেখএ খঞ্জন।
নিশ্চএ জানিঅ তার বিদেশে গমন॥

ইতি খঞ্জনের বচন. সমাপ্তং।

(৩) ছত্রশালার বচন।

অধিআন* করিতে আমার.গুরু মহাথির।
দির্ব্ব স্থানে বান্ধিআছে বিচিত্র মন্দির॥
ফটিকের স্তম্ভ আর রজতের চাল।
কাঞ্চনে বিচিত্র বেরা চাল বিসাল॥
তাম্রে মণ্ডিত মাটি অতি উচ্চতর।
দ্বার বন্দে লাগাই আছে মুকুতা পাথর॥
মৈদ্ধ স্থানে বৈসেন আমার গুরু মহাশয়।
চারি পাসে সিষ্যগণ করে অধ্যাঅন॥
ভাল সভাসদ বোলি সিষ্য সবের মেলা।
তেকারণে তাহারে বোলিএ ছত্রশালা॥

* অধিআন=অধ্যান—অধ্যয়ন।

রুদ্রনারানে কহে ছত্রাালার বিধান।
আপনে কেমন স্থানে করহ অধ্যান॥

ইতি ছত্রশালার বচন সমাপ্তং।

(৪) গৃহ-নির্ম্মাণ-বিধি।

বাড়ি করি সমভাগ মাঝে রাখ এক পাত।
তার দক্ষিণে বান্ধ ঘর * * * ।
পিছে রাখ বাড় হাত তবে গার সুতের গাত।
জথ তথ বান্ধ ঘর তেড় গিসাই সাতে হর।
সাতে হরি রহে জে ঘরের পতি হঁএ সে।
সাতে হরি রহে সসি পরে আর ধন থাএ
দুআরে বসি।
সাতে হরি রহে যুগ অন্নে বস্ত্রে সমানে সুখ।
সাতে হরি রহে তিন সেই ঘরে বাঝে রিন।
সাতে হরি রহে চাইর সেই ঘরে গিরি ধাএ।
সাতে হরি রহে পাচ সেই ঘরে গিরি থাচ।
সাতে হরি রহে ছএ সেই ঘরে গিরি ক্ষয়।
সাতে হরি রহে শূন্য সেই গিরি অতি ধন্য।

(৫) আমদানীর বচন।

দিন উষুলি রোজনামা সেহা লিখি জাএ।
বিলাতের মমস্বল জার জথ পাএ॥
মাহা ২ ইর্জা দিআ রোজ মিসাইবো।
কর্জ সোদ বাদ করি জথেক রহিবো॥
খরচ করি ইরসাল করি বাজে খরচ করে।
কর্জ বিদ্ধি বকেআ কর্জ তাহার ভিতরে॥
বাকি করিআ জবজি গোথা বুঝিবেক।
মহিন্দ্রাদাসে কহে চিঠার নিরেক॥

৫৫৪। বিদ্যার বারমাস।

রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' হইতে গৃহীত। ১১৭৯ মঘীর হস্তলিপি।

বৈশাখ মাসের দিন সুখের সমএ।
নানা পুষ্প গন্ধ বাউ মন্দ ২ বহে ॥
বৈসাইআ রাখিবো হ্রিদঅ সরোবরে।
কোকিলার নাদে জেন নিদাগ করে ॥ (?)
শেষ ;—
মধুর সমঅ বর চৈত্র মধু মাস।
জানাইবো নানা মত মদন বিসেস ॥
আপনার ঘরে আর সবুরের ঘরে।
ভাবিআ দেখহ প্রভু অভেদ বিস্তরে ॥

ইতি বিগ্তার বারমাস সমাপ্তং।

৫৫৫। কৃষ্ণের চৌতিশা।

মোট পদসংখ্যা—৬৮। ভণিতা পাওয়া গেল না। আরম্ভ ;—

কর জোরে বন্দোম হরি গোবিন্দের চরণ।
কামিনী মোহনিরূপে প্রথম জোবন ॥
কেলি করে প্রভু সঙ্গে প্রভু জদুরাএ।
কদম্ব হেলানে কৃষ্ণ মুরারি বাজাএ ॥
শেষ ;—
ক্ষেমা কৈলা জদুমণি পাইলা রাধার মন।
ক্ষির লবনি রাধার পসার ভরন ॥
ক্ষেওআ ঘাঠ পার কৈলা নন্দের নন্দন।
ক্ষ্যাতি রাখিলা রাধার এই তিন ভোবন॥

"ইতি কৃষ্ণের চৌতিসা সমাপ্ত। শ্রীনরোত্তম কেরানির পুত্র শ্রীরামচন্দ্র স্বকিঅ বহি। ইতি ১১৭৯ মঘি তারিখ ২২ মাঘ।"

৫৫৬। সুশীলার বারমাস।

১১৭৯ মঘীর লেখা। প্রথমে কয়েক পংক্তি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। দ্বিজ মাধবানন্দের ভণিতা আছে। পদসংখ্যা প্রায় ২৪।

*

অএ প্রাণনাথ না ছারিঅ আমা।
ছারিমু সিঙ্গল রাজ্য মা বাপের মাঁআ ॥
ছারিআ জাইতে বোল বিনি অপরাধে।
আমি ত রাজার কৈন্যা বিহা কৈলা সাউধে।
শেষ ও ভণিতা ;—
সুশীলার বাক্য সুনি সাধু পুনি ভাসে।
এহাতুন অধিক সুখ আছে মোর দেশে ॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস ভনে।
সুশিলাএ জথ কহে সাধু নহি সুনে ॥

ইতি সুশিলার বারমাসি সমাপ্তং।

৫৫৭। জ্ঞান-কৃষ্ণ-চৌতিশা।

ইতিপূর্ব্বে "চৌত্রিশ অক্ষরের চৌতিশা" নামক একটি চৌতিশার পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। তাহার রচয়িতার নাম দর্প-নারায়ণ দাস। সেইটির সহিত অস্তকার চৌতিশার সর্ব্বাংশে মিল আছে; কেবল চৌতিশার ও প্রণেতার নামের মিল নাই। ইহার নাম হয় ত 'জ্ঞান-চৌতিশা'ই ছিল। কোন কৃষ্ণভক্ত লোক কর্ত্তৃক ইহার এই অর্থশূন্য নাম প্রদত্ত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? প্রকৃত সত্য "নিহিতং গুহায়াং"।

ইহার পাণ্ডুলিপিটি নিতান্ত আধুনিক। লাল বালি কাগজ। অশিক্ষিত লোকের প্রতিলিপি।

অথ জ্ঞানকৃষ্ণচৌতিশা।
ঘোশা ;—
ভগবান ভজ রে মন তরিবা সমন।
ক এ বলে কথ দিনে হইবে উদ্ধার।
কোন হেতু ভবের জঞ্জাল হবে পার।

ভণিতা ;—

এ সব বৃত্তান্ত জানি ভজ কৃষ্ণ চুরামণি
ভবের জঞ্জাল হবে পার।
ধর্ম্মনারান দাস কহে শুন প্রভু দআমএ
অনন্তে জে অন্ত না পায় জার ॥

শেষ ;—

মুর্খ জনে ন বুজিআ করে উপহাস।
জ্ঞান কৃষ্ণ চৌতিশাক্ষর কহে ধর্ম্মদাস ॥
ইতি শন ১২৪৬ মঘি তারিখ ১৩ ফাল্গুন।

৫৫৮। লঙ্কাদাহন-পুস্তকবিধি।

ইহা অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণশীর্ণ। কেবল প্রথম পাত মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তৎসাহায্যে ইহার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা যাইতে পারে না। দোভাঁজ করা কাগজ,—এক পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র আকার। পুথিখানি তেমন খুব বড় ছিল বোধ হয় না। প্রাপ্ত পত্রটি এখানে সবটা তুলিয়া দিলাম ;—

নমো গনেসাঅ ঃ শ্রীজয় দুর্গা ঃ

অথ সোন্দরকাণ্ঠ লংকা দাহন পুস্তক বিধি।
অধিক সোন্দরা কাণ্ঠ সুনিতে সোন্দর।
বাপে পুত্রে পরিক্ষিত রাজা গেলন্ত উত্তরে।
কটক অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগরে॥
ভএ গর্জ্জে বানর সন্ত ছারে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গুনেন্ত প্রমাদ ॥
দিগবিদিগ নাহি সাগরের জলে।
হিল্লল কোল্লল * করি সমুদ্র উথলে ॥
সাগর দেখিআ কোপী লাগিল তরাস।
অঙ্গদের সম্ভান সবে করিআ আশ্বাস ॥
বিসেস বিক্রম টুটে বুদ্ধি হএ নাস।
রাক্ষস সকলে দেখি করেন্ত উপহাস ॥
কোপীগণ সাস্তাইআ বোলে * *

* হিল্লল কোল্লল—হিল্লোল কল্লোল।

৫৫৯। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বারমাস।

নমো গনেসায়।

ভাদ্রেতে জন্মিলেন কৃষ্ণ শুভ লগ্ন তিথি।
স্নান করিতে গেল গঙ্গার ভাগিরতি ॥
স্নান করিতে গেল লৈয়া গোপীগণ।
ব্রাহ্মণের করে দান অমুল্য রত্তন ॥

শেষ ও ভণিতা ;—

শ্রাবণে নয় গুণ রূপ দেখিলুম আকাশে।
ভ্রমরাএ কেলি করে পুষ্পের আশে পাশে ॥
ভ্রমরাএ কেলি করে পুষ্পের মধু খাইআ।
হিরন কৈতর রাধার কে নিল উরাইআ ॥
ভাদ্রমাসের তেড় পদ লয় রে গণিয়া।
এই গীত ভনিয়াছে শ্রীধর বানিয়া ॥
শ্রীধর বানিয়া জান প্রজাতির বাপ।
জেবা গাএ জেবা সুনে খণ্ডে তার পাপ ॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণের জর্ম্মবারমাস সমাপ্ত॥ ইতি সন ১১৮২ মঘি তারিখ ১৮ রোজ।

৫৬০। শ্রীমন্তের স্তব।

আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩ সংখ্যক পুথির বিবরণে দেবীদাস সেনকৃত একখানি 'শ্রীমন্তের চৌতিশা'র পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। সেইটিই এখন অন্য এক হস্তলিপিতে মাধবাচার্য্যের রচিত বলিয়া জানা যাইতেছে। প্রকৃত পক্ষে উহা কাহার কৃত, তাহার বিচার পশ্চাৎ কর্ত্তব্য। উভয়েরই আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক,—যদিও নামে সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে। সমালোচ্য পুথি হইতে তাহা আবার প্রদর্শন করিতেছি।

আরম্ভ ;—

কর জোরে শ্রীঅপতি করএ স্তবন।
কি হেতু করুণামহি হইয়াছ বিমন ॥

শেষ ও ভণিতা ;—

ক্ষুদ্রবুদ্ধি শিশু মুই কি বলিমু আর।
ক্ষেম অপরাধ জানি দাসির কুমার॥
ক্ষম করি রিপুসন্ন ঘুচাও আপদ।
ক্ষিণ মাধবে বোলে দেঅ মুক্তিপদ॥
"ইতি মাধবাচার্য্য বিরাজীত শ্রীঅমন্তের স্তব সমাপ্ত।"

ইতিপূর্ব্বে দ্বিজ মাধব-রচিত আর একখানি "শ্রীমন্তের স্তবে"র পরিচয় লিখিত হইয়াছে। তাহার সহিত ইহার কোন মিল দেখা যাইতেছে না।

৫৬১। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন শ্লোক।

ইহাতে দুই রকম শ্লোক আছে। এক রকম শ্লোকের শেষ চরণে "লালটুকটুক" ও অন্য রকম শ্লোকের শেষ চরণে "আজ কাল পরশু তিন দিন কেমনে যাবে" এই কথাটুকু পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হইয়াছে। প্রথম রকম শ্লোক-সংখ্যা ১০, ও দ্বিতীয় রকম শ্লোকসংখ্যা—৮। শ্লোকগুলি রসসাগরের রচিত বলিয়া পরিচিত। এখানে দুইটি শ্লোকের নমুনা দিলাম।

(১) রাবণে হরিল সীতা শূন্য গৃহ পাইআ।
সুর্পনখা ভগ্নি আইল নাক চুল বাটিআ॥
কাটা নাকে লজ্জা পাইল ঢাকিল সমুখ।
রাবণে দেখিল রাঙ্গা লাল টুকটুক॥

(২) শ্রীরামে প্রতিজ্ঞা কৈল বিভিসনের সন।
তিন দিবসের মৈদ্ধে বধিতে রাবণ॥
এই কথা শুনিআ রাবণ মনে মনে ভাবে।
আইজ কাইল পরশু তিন দিন কি প্রকারে জাবে॥

সন ১২৩১ মঘীব হস্তলিপি। "সোম্যক্ষর শ্রীরামজয় গুরু ঠাকুর সাকিনে কুএপাড়া থানে বাউজান (জেলা চট্টগ্রাম)।"

৫৬২। শ্যামাসঙ্গীত-সংগ্রহ।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। পত্রসংখ্যা—৬। আট পেজী আকারের শাদা বালি কাগজ। বেশী দিন পূর্ব্বের লেখা নহে। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই।

ইহাতে শ্যামা-বিষয়ক কয়েকটা মালসী গান আছে। দুর্গাচরণ ও দ্বিজ রামপ্রসাদের ভণিতি পাওয়া যায়। কয়েকটা গীতে ভণিতা নাই। ভণিতাশূন্য একটি ও দুর্গাচরণের একটি গীত নিম্নে তুলিয়া দিলাম ;—

(১) পতিতপাবনী বোল
কি গতি হবে আমার।
বোল পতিতে কে করিবে পার।
ভবভয়ে ভীত অতি
দোহাই পার্ব্বতী তোমার॥
বিষয়বিপিনে করী মন
দিবানিশি করিএ ভ্রমণ।
নিবারণ জ্ঞানাঙ্কুস মানে না বৈরী দুর্ব্বার॥

(২) রণেতে এ কার বনিতে
আলো কালো রূপেতে।
কি বলিব মহারাজা, সে মেয়েটি চতুরভুজা,
তার ভঙ্গী জায় না বুঝা অসি করেতে॥
নিত্য জার চরণকমলে, পূজা করে বিল্বদলে,
সে পড়ে ওই পদতলে শবরূপেতে।
প্রবলা বালার সনে, কার্য্য নাই আর রণে,
ভীত শ্রীদুর্গাচরণে ঘোর ধ্বনিতে॥

৫৬৩ নিকট মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

আমার প্রকাশিত "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ২২নং "মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী" এবং ৩৮ নং "নিত্যমঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী" নামক পুথিদ্বয়ের সহিত ঘটনার মিল থাকিলেও ইহা একখানি ভিন্ন পুথি বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রথম ও শেষ পত্রগুলি

নাই ; সুতরাং মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা হইল না।

ক্ষুদ্র পুথি,—ডিমাই আট পেজী অপেক্ষাও ক্ষুদ্র কাগজ। কোন পত্র উভয় পৃষ্ঠায় ও কোন পত্র এক পৃষ্ঠায় লেখা। দ্বিতীয় হইতে একাদশ পত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান। রচয়িতা বা লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই। দেখিতে প্রাচীন ও জীর্ণশীর্ণ। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ ;—

দিনে দিনে বারে কৈন্যা জেন চন্দ্রকলা।
মাএ বাপে নাম থুইল শ্রীমতী কমলা॥
সপ্তম বরিস জদি সেই কৈন্যা হইল।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ তান মাও স্বর্গ পাইল॥
আর এক বিবাহ করিল সদাগর।
ক্রুরমুখ্যা জে পিঅবাদি (?) কুঞ্চিত অন্তর॥
অবিরথ বাদ করে কমলা সহিত।
তাহা দেখি সাধুর বিস্মঅ হইল চিত॥

একাদশ পত্রের শেষ ;—

এ বোলিআ দুহে জনে করিলা গমন।
ব্রাহ্মণের বারিতে গিআ দিলা দরসন॥
প্রণাম করিয়া দুহে কহে প্রিয়বানি।
পূজার সম্বস্য মোরে দেয় ঠাকুরানি॥
ব্রাহ্মণের নারি তবে এ বোল সুনিয়া।
পূজার জথেক সজ্য দিলেক আনিয়া॥

৫৬৪। নামহীন পুথি।

নামহীন অসম্পূর্ণ পুথি। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৭। ক্ষুদ্র আকার। লিপিকরের ও রচয়িতার নাম নাই। হস্তলিপির তারিখও নাই। বহু দিনের পূর্ব্বের লেখা নহে। আরম্ভ-ভাগ দেখিয়া কি একখানি হাস্য-রসাত্মক পুথি বলিয়া বোধ হয়। কালুয়া ভুলুয়া প্রভৃতি মেথরগণের কথোপকথনে গ্রন্থারম্ভ। সর্ব্বশেষ একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

ও মন ভুল না ভুল না মিছে মায়ারে!
মন হরি বোল দিন জাএ রে।
অসার সংসার সার   দারা সুত অনিবার
দুনয়ন মুদিলে কিছু নহে রে।
ধৈরে নিব জমদুতে   কি বলিব সাক্ষাতে
কি বলে প্রবোধ দিব তাহারে।
মিছা মায়াএ দিন ত বৈআ জাএ রে॥

৫৬৫। বিবিধ গান-সংগ্রহ।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। ফুলস্কেপ এক চতুর্থ অংশ আকারের কাগজ। উভয় পিঠে লেখা। মোট ছয়টি পৃষ্ঠা। তেমন প্রাচীন নহে। ব্রজমোহন চৌধুরীর হস্তলিপি। তারিখ নাই।

কতকগুলি যথেচ্ছ ভাবে লিখিত গান। কোনটা সম্পূর্ণ, কোনটা অসম্পূর্ণ। 'গোবিন্দে'র ভণিতি আছে। প্রথম গানটি এই ;—

চঞ্চলা হইও না এত রাধে রসদাইনি।
চঞ্চলতার কর্ম্ম নহে শোন গো চান্দবদনি॥
শোন গো রাই বিনোদিনি,
কেন রহ উন্মাদিনি,
জান না জে ননদিনী আছে প্রতিবাদিনী।
এমনি দোষ পায় পায়,
আর জদি জানেতে পায়,
গোবিন্দে কয় তখন উপায়
করবে কি রাজনন্দিনি॥

৫৬৬। নামহীন পুথি।

ইহার কেবল প্রথম পত্রটি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। বুঝা যাইতেছে, পুথিখানি তত বড় ছিল না। অত্যন্ত প্রাচীন ও কীটদষ্ট। অতি জটিল ধরণের লেখা। ভণিতা নাই। সীতার সাধভক্ষণ ইহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল,

বোধ হয়। নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;—

নমো গনেসাও নমো। জয় দুর্গা।
নারায়ন নমস্কৃতং ইত্যাদি শ্লোক।
অজধ্যাতে গেল রাম রাবন সংঘারীআ।
বিশ্বকর্ম্মা নিরমান করিআ দিল পুরি ॥
তথা রহে রামচন্দ্র জানকী সোন্দরী।
দাস দাসী সেবা করে স্বর্গবিত্মাধরী ॥
আর দিনে কৌতুকে জীঙ্গাসে নরপতি।
কহ সীতা পঞ্চ মাস তুমি গর্ভবতি ॥
কোন দৈর্ব্ব খাইতে তোমার হইছে হাবিলাস।
তেকারণে কহি আমী করিআ প্রকাস ॥

ইত্যাদি।

৫৬৭। ইউনান দেশের পুথি।

ক্ষুদ্র পুথি। মোট পত্রসংখ্যা—৬। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজ। দুই পিঠে লেখা। পদসংখ্যা প্রায়—৮০। মধ্যে দ্বিতীয় পত্র হারাইয়া গিয়াছে।

কথিত আছে, ইউনানী (গ্রীক) মুসলমান পণ্ডিতগণ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এতদুর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, চারি জন পণ্ডিত একদা গণনায় আকাশ অত্যন্ত পুরাতন হইয়াছে দেখিয়া উহাকে নুতন করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অবশেষে ঈশ্বরের আদেশে হজরত জিব্রাইন আসিয়া তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি মোহাম্মদীয় শাস্ত্রে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাস-স্থাপন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ইহাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

বিচমিল্লাহের রহেমান নিরহিম।
আর এক কথা কহি যুনু গুনিগণ।
ইনান দেশের কথা যুন দিয়া মন ॥
ইনান দেসের লোক বহুল পণ্ডিত।
প্রভুর কুদরত তারা পারয়ে গনিত ॥
এক দিন চারিজন বসি একত্তর।
আকাস উপরে দিষ্টি করে নিরন্তর ॥
সবে বোলে এই আকাস হইয়াছে পুরান।
লামাই বদলি দিমু নবিন নয়ান ॥
চিরকালে হইয়াছে আকাস মৈলান।
নবিন করিয়া দিমু আকাসের চান (চান্দ) ॥

শেষ ;—

এক ধমক মারি জিব্রাইন চলি গেলা।
ইনান দেসের লোক সব কাপাইলা ॥
সেই ক্ষণে ইনান দেস হইল করট।

* * * *

আঁখি মেলি চাহি সেই চারি মোছলমান।
মুহুচিত হইলেক হারাইল জ্ঞান ॥

* * * *

তোহবা করিয়া সবে থাইয়া চোয়ার।
এমন গণন কভো না গনিয় য়ার ॥
এথ অসন্তোষ হৈল য়াল্কার গননে।
আল্লা ভাবি ছজিদা করিলা চারি জনে ॥
গোপ্ত বেক্ত কথাএ এথ এসব মন্তর।
মুনাজাত করে চারি জুরি দুই কর ॥
ইনান দেসের পুথি হইল য়াদাএ।
জেবা পরে জেবা যুনে বহু পুণ্য পাএ ॥

ভণিতা ;—

হেন কহে মুজাফরে মোছলমানি সার।
রোজাখুন নীমাজ হোতে করিবা উদ্ধার ॥

"ইতি সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ২৪ কাত্তিক রোজ সনিবার দুই দণ্ড বেলা থাকিতে সমাপ্ত।"

৫৬৮। নামহীন পুথি।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। শেষ পর্য্যন্ত নাই। পত্রসংখ্যা পাঁচ মাত্র। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। লিপিকরের নাম এবং তারিখা-

দিও নাই। শ্যামের বংশীকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি গান রচিত হইয়াছে। কয়েকটি মালসী গান, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক সঙ্গীত, নকীর গান ও গণেশ-বন্দনা আছে। একখানি যদৃচ্ছা লিখিত পুথি বলিয়াই মনে হয়। বড় বেশী দিনের লেখা নহে। নিম্নে তিনটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

(১) নিতাই গৌরপদ বিপদভঞ্জন।
সেই পদে কেন মজ না রে মন!
কলিযুগে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
অবনীতে অবতীর্ণ করিবারে প্রেম বিতরণ॥
জারে দেখে আপন কাছে
অজাচকে প্রেম জাচে।
এমন দয়াল কোথায় আছে
পাবে না রে সে চরণ॥

মালসী।

(২) আর কত দিনে মনে করিবে
সন্তানে গো মা!
দিবানিশি ব্রহ্মমই ডাকি অনুক্ষণে গো মা!
কুপুত্র আছি মা ভবে, উমা তারা ওগো শিবে,
বল মা কি গতি হবে মা তব করুণা বিনে॥

বিচ্ছেদ।

(৩) ঐ শুন শ্যামের বাশী বাজে মনচোরা হই
মানে না মানে না ধৈর্য্য প্রাণসই!
কুল মান হারাইলেম শীলে কি করিবে সই
বংশীর স্বরে হরে প্রাণ বেঁধেছে বিরহী জন
চল চল প্রাণ-সখি কি সুখে গৃহেতে রই॥

৫৬৯। কর্ণোপাখ্যান।

নামহীন পুথি। অত্যন্ত আধুনিক। এক চতুর্থ অংশ ফুলস্কেপ কাগজে লেখা। পুথিখানি পুরাতন, কি নূতন রচনা, বুঝিতে পারিলাম না। ভাষা পদ্য-গদ্য মিশ্রিত। গান, পটী, ছড়া প্রভৃতির ব্যবহার ইহার প্রাচীনত্ব সূচিত করিতেছে। লিপিকাল অজ্ঞাত। শেষ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। মোট পত্র-সংখ্যা—১৪। দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

বোধ হইতেছে, ইহা একটি যাত্রার পালা ও সে কালের যাত্রার দলে অভিনীত হইত। কর্ণতনয় বৃষকেতুর উপাখ্যান ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রচনা সরল ও অনাড়ম্বর। ঠিক যেন বর্ত্তমান কালের ভাষা।

গ্রন্থারম্ভে চারিটি আসরী গান—মালসী। দুইটিতে ভণিতা নাই। অপর দুইটির মধ্যে একটির রচয়িতা, গোবিন্দ ও অন্যটি দাশরথি রায়ের রচিত। গোবিন্দের রচিত মালসী গানটি সুন্দর। তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

যা কর মা জগদম্বে
তোমা বই আর ডাক্‌ব কারে।
মার বা রাখ বা আমার
আর কেহ নাই এ সংসারে॥
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি সভাকার মূল,
আমায় হৈয়ে অনুকূল তার অকূল পাথারে।
মেরে মা পুন লয় কোলে,
আছাড়ি পুনরায় তোলে,
গালি দিয়ে বাছা বলে
মায়ের এমন রীতি আছে।
জগন্মাতঃ তাই তোমায় কই,
বহু দুঃখ দিলে ব্রহ্মময়ী,
পুন আর দয়া কৈলে কৈই
এ গোবিন্দ অভাগারে॥

এই গোবিন্দ চট্টগ্রাম দক্ষিণ ভুরষী-নিবাসী মৃত গোবিন্দদাস চৌধুরী কি না, জানি না। তাঁহার রচিত অনেক গান ও পালা আছে। উপাখ্যানের আরম্ভ এইরূপ;—

পটী।

শুন সভ্যগণ সাস্তগুণে সুপ্রধান।
অঙ্গদেশ-অধিপতি কর্ণ উপাখ্যান॥

সূর্য্যদেবের পুত্র কর্ণ বীর ধনুর্দ্ধর।
দুর্য্যোধনের সখা কর্ণ অতি প্রিয়তর॥
অপুত্রক আছে রাজা হস্তিনা নগরে।
পুত্র কাম্যে স্তব করে ব্রহ্মার গোচরে॥
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা রাণী একমনে।
একে ২ পুজিছেন যত দেবগণে॥
প্রথমে পূজিল পদ্মা গণেশ-চরণ।
ধুপ দীপ উপহারে অর্চ্চন বন্দন॥

* * * *

* * * *

এই মতে পদ্মা যদি স্তবন করিল।
পদ্মার স্তবেতে ব্রহ্মা সদয় হইল॥

পুথির প্রাপ্তাংশের শেষ ;—

শুনিয়া দ্বারীর বাণী, কহিছেন দীবমণি,
মম পরিচয় দ্বারি শুন।
হই হস্তিনা নিবাসী; পিতা মম স্বর্গবাসী,
আমি হই কর্ণের নন্দন॥
মম নাম বৃষকেতু, এসেছি বিস্তার হেতু,
কহ গিয়ে বিস্তার গোচরে।
মাতৃআজ্ঞা শিরে ধরি, অতিশয় তাড়াতাড়ি,
আসিয়াছি কেশব নগরে॥

এই পালাটি প্রাগুক্ত গোবিন্দদাসের রচিত কি না এবং উহার নামটিও আমাদের প্রদত্ত "কর্ণোপাখ্যান" কি না, পশ্চাৎ অনুসন্ধান করিয়া বলিব।

৫৭০। নামহীন পুথি।

খণ্ডিত পুথি। আদ্যন্ত নাই। কেবল তৃতীয় ও চতুর্থ পত্র বর্ত্তমান। এই পত্রগুলির আকার দেখিয়া বোধ হয়, পুথিখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। অনেক দিনের প্রাচীন। লিপিকরের নাম বা তারিখ নাই। সঞ্জয়ের ভণিতা আছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বলিয়া অনুমান হয়। তৃতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ ;—

তোমার নির্ম্মল যসে ভরিলেক ক্ষিতি।
চন্দ্রবংশে তুমি হেন না হইছে নৃপতি॥
মির্থা না কহিএ আমি সুন পুণ্যবান।
ব্রহ্মার সভাতে তোমার নিত্য জে বাখান॥
কিন্তু এক বাক্য মোর সুন ধর্ম্মরাজ।
পাণ্ডু রাজা দেখিলাম অমরা সমাজ॥
নরশ্বর বসুমতী তোমার অধিন।
দেবলোকে বাপ তোমার হইয়াছে হিন॥
সুরপুরে গেলাম আমি ইন্দ্রের নগরী।
ইন্দ্রাসনে রাজাগণ বসিছে সারি ২॥
তোমার বাপ পাণ্ডু রাজা দেখিলুম তাহাতে।
হিন স্থলে নিচাসনে বসিছে নাগাতে॥
এই সব দেখি আমি জিজ্ঞাসিল তানে।
হিনরূপে নিচাসনে বসিয়াছ কেনে॥
মোর বাক্য সুনি তেনি কহিল ত্বরিত।
রাজসুহি জঙ্গ না করিলুম পৃথিবিত॥
এই কারণে ইন্দ্রাসনে বসিতে না পারি।
বাপের কারণ হেতু চিন্তহ সত্বরি॥
রাজসুহি জঙ্গ জদি পার করিবার।
তবে সে জে পাণ্ডু রাজা হইব উদ্ধার॥

ভণিতা ;—

শোকে বিস্মিত হইল ধর্ম্মের তনয়।
সঞ্জএ কহিল কথা রচিল সঞ্জয়॥

ইহা সঞ্জয়-রচিত মহাভারতের কোন পর্ব্ব কি না, বলিতে পারিলাম না।

৫৭১। গৌর-সন্ন্যাস-পটি।

আমার প্রকাশিত "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ইতিপূর্ব্বে "গৌরাঙ্গচরিত", "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-পটি" ও "নিমাইর সন্ন্যাস-পটি" নামধেয় তিনখানি পুথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। (১২৫, ১২৬ ও ৩২১ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

অন্যকার পুথি ও উক্ত তিনখানি পুথি একই পুথি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একই পুথি হইলেও পরস্পরের মধ্যে এত পাঠান্তর আছে যে, প্রত্যেকখানি স্বতন্ত্র পুথি বলিয়া মনে হয়। প্রথমোক্ত দুইখানি পুথির মত "গৌর-সন্ন্যাস-পটি"তেও বাসুদেব ঘোষের একটি পদ আছে। সেই পদটি বা তাঁহার কোন ভণিতা "নিমাইর সন্ন্যাস-পটি"তে পাওয়া যায় না। পরে এই তিনখানি পুথির একত্র সমালোচনা করিবার বাসনা রহিল। সমালোচ্য পুথির আরম্ভ এইরূপ ;—

নম গনেশাঅ।

অথ গৌরসন্নাস পটী লিক্ষ্যতে।

ধুঃ গোরা তপ্ত কাঞ্চন কাঞ্চন কান্তি
দেখনা রূপ (রূপ) রঙ্গ। গোরা রে।

তপত কাঞ্চন জীনি গোরার বরণখানি
গৌরাঙ্গ চান্দের মুখে সুদা হাসিতে
নআনের তারা।

ছারি নটবর ভেশ মুরাইআ চাছের কেশ
গৌর বংশি ছারি ধরি গৌরদণ্ড জে কর।

রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পাও সোনার বরন গাও
গোরারে দেখীআ খঞ্জন পাখি লইল
তার সঙ্গ।

য়াইস আইস নিত্যানন্দ কহ বিবরণ।
কুশলে নি আছে নিমাই ভারতির সং॥
গোরা রে।

ছারিয়া কমল মধু তেজি বিষ্ণুপ্রিয়া বধু
কি সুখে রহিল নিমাই ভারথির সং।
গোরা রে ২।

বাসুদেব ঘোসে বোলে গৌরার চরণতলে
গোরারে ২ নিদানকালে
রাখ মোরে চরণের সং॥

শেষ ;—

করজোরে রসবতি
যুগীরে করএ স্তুতি।
রাধিকাএ বোলে জেগী কহিএ তোমাকে।
কিবা হেতু আগমন কহিবা আমাকে॥
জেই হেতু আগমন কহিএ তোমাকে।
সত্যরে পাইবা সেই কহিলাম তোমারে॥
দুঃখভাগী রাধা আমি
প্রাণ ভিক্ষা লও তুমি।
রাধা প্রেমে আনন্দে হরি
সবে বধনো ভরি।
কৃষ্ণানন্দে বোল হরি হরি॥

"ইতি গৌর-সন্ন্যাসপটি সমাপ্ত। মাতা মে চ সরস্বতি লক্ষি বিমাতা সহম। এই মালিক শ্রীজুত্য শ্রীলয় বাবু রামদয়াল দেবশর্ম্মা পীং কুল (?) শর্ম্মা সাং গৈরলা স্থানে পটিআ।" আট পেজী আকারের কাগজ। উভয় পিঠে লেখা। পত্রসংখ্যা—৭। হস্তলিপির তারিখ নাই। দেখিতে প্রাচীন বোধ হয়।

পুথিখানি যে নানা অশুদ্ধিপূর্ণ, তাহা প্রারম্ভোদ্ধৃত পদ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শেষাংশ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আমার সম্পাদিত নরোত্তম ঠাকুরকৃত "রাধিকার মানভঙ্গে"র অংশবিশেষ মাত্র। প্রাচীন হাতের লেখা পুথির এ রহস্যোদ্‌ঘাটন করা বড়ই কঠিন। এই পুথির রচয়িতা কি কৃষ্ণানন্দ ?

৫৭১ (ক)। পৌরাণিক কালিকাপূজাপদ্ধতিঃ।

এখানি সংস্কৃত পুথি। ২৪×৫ অঙ্গুলিপরিমিত কাগজ। ১৩ পত্রে শেষ। ১১৬৭ মঘীর লেখা।

ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ।
তত্র প্রমাণমাহ কালিকাপুরাণে।
কুক্রে নিশাঞ্চ সংপ্রাপ্য কালিকাং যস্ত পূজয়েৎ।
জীবনং তস্য সফলং পরৈর্মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥

---

৫৭১ (খ)। সামগানাং শ্রাদ্ধবিধিঃ।

এখানিও সংস্কৃত পুথি। ২৪×৫ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজ। ১০ পত্রে শেষ।
আরম্ভ ;—

/৭নমো গনেশায়ঃ॥
অথ সামগানাং শ্রাদ্ধবিধির্লিক্ষ্যতে। প্রথমাচমনং ফোটা শিক্ষা তর্পনং কৃত্বা বিষ্ণুপূজাসঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ ইত্যাদি।
শেষ ;—
ইতি সামগানাং শ্রাদ্ধবিধিঃ সমাপ্তঃ। শ্রীতর্কভূষণ দেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিদং শ্রীকমললোচন দেবশর্ম্মণঃ পাঠার্থং পুস্তকেয়ং। ইতি সন ১১৬৯ মঘি ৯ পৌস।"

৫৭২। বদনদাসের কবিতা।

এক খণ্ড বড় কাগজের উভয় পৃষ্ঠে এই নামহীন সন্দর্ভটি লিখিত। হস্তলিপির তারিখ নাই। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে একটি সংস্কৃত শ্লোক, যথা ;—
/৭ অজানুলম্বিতভুজ কনকা অবদাতৌ
সংকৃতনে কোবিতর.কমলাবতাক্ষৌ।
বিশ্বাম্বর দ্বিজবর যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগত প্রিঅ কর কোরুনা অবতারৌ॥
ধুআ ;—
অজানুলম্বিত ভুজ বনমালা বিরাজিত।
(এখানে একটি সংস্কৃত শ্লোক।)

ধুআ ;—
তুমি সংকৃতনের পিতা হও।
হৃদে বৈসে কথা কও॥
(এখানেও সংস্কৃত শ্লোক।)
ধুআ ;—
সনকৃতনে আসন কর।
ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ কর॥
অখিলভুবনযাত্রা দুর্গতিত্রাণকর্ত্তা
ইত্যাদি শ্লোক।
দিশা ;—
কি কর গোলকে থাকি।
ভজনহিন কাকালে (কাঙ্গালে)ডাকি॥
(এখানেও সংস্কৃত শ্লোক।)
দিশা ;—
তরাইলে জঙ্গম আদি।
আমি কথ অপরাধী॥
(এখানে নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোক)
নলিনীদলগতজলতরলং
তাবৎজীবনমতি চপলং।
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবে তরণি নৌকা॥
দিশা ;—
মন আমার কথাটি রাখ।
রাধাকৃষ্ণ বোলে ডাক॥
(এখানেও সংস্কৃত শ্লোক।)
দিশা ;—
বিরিঞ্চি জারে না পাএ ধ্যানে
আমি পাব কোন্ সাধনে। ইত্যাদি।
শেষ ;—
বস্ত্র আমারে দেও হে বংশিধারী।
এথ ধনে নাহি হএ তবো কর বসন চুরি।
সুন ২ অএ বন্ধু পার কর ভবসিন্ধু
আমরা অবলা নারী সরমে মরি॥
তুমি ত কঠিন রাজ তোমাতে নাহিক লাজ
বিবসনে ডাকে তোমার প্রাণ কিশোরী।
বদনদাসে বোলে প্যারি কুলে উঠ ত্বরাএ করি
কদম্বতলেতে বসন রাখিছে মুরারি॥

ধুআ ;—

গৌরচান্দে গায়ন করে।
আমার নতুন কোকিল রব করে ॥

"ইআদকিদ্দ গুণ সমুদ্র সত সাধু শ্রীরাধা" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত খৎ।*

৫৭৩। গদামল্লিকার পুথি।

ইহা একখানি মুসলমানী উপাখ্যান-মূলক গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম সম্ভবতঃ শেখ সাদি। রুমরাজনন্দিনী মল্লিকা তাঁহার এক সহস্র প্রশ্নের উত্তরদানে সক্ষম ব্যক্তিকেই আপন পতিত্বে বরণ করিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। সেই প্রতিজ্ঞার কথা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইলে মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত বহু রাজকুমার মল্লিকার পাণি-লাভাশায় ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই মল্লিকার সওয়ালের জবাব দিতে পারিলেন না। কাজেই—

মল্লিকাএ সে সবেরে বন্দিতে রাখিল।
লজ্জা দিআ কত জনে মারি খেদাইল ॥

অবশেষে "তুরুক" দেশ হইতে গদা উপাধিধারী আবদুল হালিম নামক এক ফকির আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি এই বাগ্‌যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মল্লিকার পাণি ও রুমের তক্ত উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন। এই হইল গ্রন্থের উপাখ্যান-ভাগের সারাংশ।

ঠিক এই বিষয়ে "মল্লিকার হাজার সওয়াল" নামক আর একখানি পুথির পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (৩০৫ নং পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।) উহা সেরবাজ-নামক জনৈক কবির রচনা। অধুকার সমালোচ্য পুথি হইতে পারস্য-সাহিত্যের মত বঙ্গসাহিত্যেও এক 'সেখ সাদিকে' পাওয়া গেল। পুথির স্থানে স্থানে এই রকম ভণিতা আছে ;—

সএক (সেখ) সাদিএ কএ মোহম্মদ বিনে।
মুই গোনাগর নিস্তার না দেখি নয়ানে ॥

কেবল এই নামটুকু ভিন্ন তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের ভাষালোচনাদ্বারা তাঁহাকে চট্টগ্রাম বিভাগের লোক বলিয়া মনে হয়। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত দেবপুর নামক গ্রাম হইতে শ্রীমান্ মিঞা ইস্‌মাইল হায়দর পুথিখানি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

এই পুথির শেষ পাতা নাই, ২৮ পাতা পর্য্যন্ত আছে। সুতরাং হস্তলিপির তারিখ জানা যায় না। ২৪×১০ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজের উভয় পিঠে লেখা। আবদুল লতিফ নামক জনৈক লোকের প্রতিলিপি। তাহার বাসস্থানাদির উল্লেখ নাই। পুথিখানি দেখিলে প্রায় ২০০ শত বৎসরের কম প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

সেরবাজ ও সেখ সাদির গ্রন্থে ঘটনা-সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় পুথির রচনা-প্রণালী এক নহে। সেখ সাদি অপেক্ষা সেরবাজ শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মনে হয়। উভয় পুথির সওয়ালগুলি মূলতঃ এক, কিন্তু ভাষা বিভিন্ন।

'গদামল্লিকা' পুথির আরম্ভ এইরূপ ;—

মালেক য়াল্লার নাম মনে করি সোহরণ।
তার পাছে রছুলের চরণে নিবেদন ॥
আল্লার বন্দিগি পরে আছিলেক ভার।
সিমাল জানুর তরে দুই দিগ যার ॥ (?)

* মুখবন্ধের শ্লোকটি বৈষ্ণবগ্রন্থধৃত গৌর-বন্দনার সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক। দিশা ও দিশাধৃত সংস্কৃত শ্লোকের ভাব দেখিয়া মনে হয়, ইহাতে ভক্ত বৈষ্ণব বদনদাসের হৃদয়ের ভাবের উচ্ছাসগুলি মাত্র লিখিত হইয়াছে।—সং।

নবিন জোবন তার রূপে পঞ্চবাণ।
এক কন্যা হইল তান বিধির ঘঠন ॥
নাম তার রাখিলেক মোহন-মল্লিকা।

*　　*　　*　　*

তবে জদি চারি পাচ বছর হইল।
পরিবারে মল্লিকারে গুরু স্থানে দিল ॥

লিপিকরের দোষে গ্রন্থের নানা স্থানে অনেক অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়া বোধ হয়। হস্তলিপি সুন্দর বটে ; কিন্তু বড়ই অশুদ্ধ।

নমুনাস্বরূপ এখানে দুইটি সওয়াল ও তাহার উত্তর উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

ফিরি যার এক ছোয়াল মল্লিকাএ পুছিল ॥
সরিরেত কোন স্থানে চন্দ্র উলিয়াছে।
কোন কোন স্থানে বোল নক্ষত্র উলিছে ॥
চন্দ্র উদএ হইছে দিলের যন্তর।
নক্ষত্র উলিয়াছে কলিজা উপর ॥
য়রুন উদিত হইছে কমর মৈদ্ধেত।
সোনহ মল্লিকা বিবি কহিলাম তোমাত ॥

*　　*　　*　　*

তবে কহ দুই মৈদ্ধে বসন্ত হেমন্ত।
কোন কোন কার পরে কহ তার যন্ত ॥(?)
মগজেত উথলিয়া বসন্তের বায়।
মনিস্তের নাভিমুখে রহেন্ত সদাএ ॥
উথলিয়া নাভিমুলে হেমন্তে পবন।
উজান চলিয়া উঠে মেঘের গমন ॥

মল্লিকার প্রশ্নগুলির মধ্যে এমন অনেক প্রশ্ন আছে, যেগুলি শুধু মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দিক্ হইতেই আলোচিত হইয়াছে। সেগুলি মুসলমান ভিন্ন অন্যেরা বিস্তৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত বুঝিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ।

৫৭৪। সত্যনারায়ণের পুস্তক।

নামেই পুথির আলোচ্য বিষয় সূচিত হইতেছে। সত্যপীরের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গ্রন্থরাজির মধ্যে ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার—শ্রীকবিবল্লভ। পুথিখানি এ দেশী সম্পত্তি নহে। মুরশীদাবাদ হইতে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয় (ইনি এখন চট্টগ্রামের পোষ্ট মাষ্টার) সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ইহাতে এমন কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা এ দেশে কখন শুনি নাই বা কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।

প্রাচীন পুথির আকার ; দোভাঁজ-করা কাগজ। এক পিঠে লেখা। মোট পত্র-সংখ্যা ১৫½ বা ২৯ পৃষ্ঠা। ভাল অবস্থায় আছে। ১১৬২ সনের লেখা। শ্রীকবি-বল্লভের ভণিতা আছে। সত্যপীরের মাহাত্ম্য-বর্ণনাচ্ছলে মদনসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। উহা বড়ই সুন্দর ও কৌতূহলোদ্দীপক।

আরম্ভ ;—

/৭রাধাকৃষ্ণ।

সত্যনারায়ণের পুস্তক লিক্ষতে।
রাজ আজ্ঞায় সদানন্দ বিনোদ সদাগর।
সফর জাইতে সাজাইল মধুকর ॥
দুহাকার অঙ্গনা মদনে সমর্পীয়া।
মদনে দুহার হাতে দিলেন তুলিয়া ॥

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

তিন জনের কথা সাধু জয়পত্রে লেখে।
রইঘর চাপিয়া সাধু বসিলা কৌতুকে ॥
বাহ ২ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরুয়ালে বসিলা গাবর ॥
সপ্তগ্রাম বহি সাধু পাইলা ত্রিপীনি।
হুগলি প্রবেস হল্য সাধুর তরণি ॥
নাএ বসি সদাগর দেখে নানা রঙ্গ।
তিন দিন বহি সাধু পাইল দ্বিগঙ্গ ॥

সাধুর প্রতাপে কেহ নাহি বলে রহ।
ডাহিনে বাহন চাএ বামে খড়দহ ॥
মগরা সাগর রাখি সঙ্গম বাহিল।
কহর দরিয়ায় সাধু উপনিত হল্য ॥

নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিতে কীকড়া,গাঠ্যার গাবর, কালীয়া দিস্তার, টোনা পোস্তের হোলা প্রভৃতি শব্দরাজি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না* ;—

(১) কীকড়া পেলিয়া দহে রাখে মধুকর।
নাএ বস্তা বান্ধ করে গাঠ্যার গাবর ॥
(২) কালীয়া দিস্তার সিরে ছেণ্ডা কাঁথা গায়
গঙ্গার কিনারে খাড়া হইল খোদায় ॥
(৩) আর বাঙ্গল কান্দে করিঞা করুণা।
টোনা পোস্তের হোলা গেল সতটেনা ॥

উপসংহার-ভাগে ;—

রাখিল সয়চান পক্ষ সুবর্ণ পাঞ্জরে।
সাত ডিঙ্গা ভরা দিয়া জাত্রা কৈল ঘরে ॥
নানা দহ পশ্চাত করিল সদাগর।
সেতুবন্ধ নীলাচল প্রবেসে সাগর ॥
ভুর্জ্জন মগরা রাখি পাইল দিগঙ্গ।
তিন দিন হুগলি সহরে দেখে রঙ্গ ॥
সপ্তগ্রাম বাহি ডিঙ্গা আপনার ঘাটে।
নানা দর্ব্ব্য ভরা সাধু দিলেন সকটে ॥

শেষ ও ভণিতা ;—

পীরের সিরনী পক্ষ (পক্ষী) বদনে লইল।
সুবর্ণ পাঞ্জর ভাঙ্গি চারিখান হল্য ॥
পক্ষ মুর্ত্তি তেজি তবে মদন সুন্দর।
ফটিকের স্তম্ভে জেন নন্দের কিসোর ॥
নিজ পতি পাল্য সতি একিদার মন।
পালা সায় গিত বহে পীরের কথন ॥
সত্য নারায়ণ পদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত ॥
মদন সুন্দরের পালা সমাপ্ত।
সন ১১৬২ সাল ১৮ বৈসাখ।

লিপিকরের নাম-ধাম নাই। এই পুথিতে আলোচনার যোগ্য অনেক কথা আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ভিন্ন সে সব বিষয় এখানে আলোচনা করা যায় না।

৫৭৫। দ্বত্রিশ পুত্তলিকা।

এই পুথিখানি মহাকবি কালিদাস-প্রণীত "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা"র অনুবাদ। গ্রন্থকারের নাম—রঙ্গাই ব্রাহ্মণ। পত্র-সংখ্যা—৫৯। কিয়দংশ এক পৃষ্ঠে এবং কিয়দংশ দুই পৃষ্ঠে লেখা। সম্পূর্ণ আছে। জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে চট্ট-গ্রামের মহাঝটিকায় স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে।* প্রথম পাতটি কতকটা খণ্ডিত। এখনো পাঠোদ্ধার করা যাইতে পারিবে।

আরম্ভ ;—

শ্রীসরস্বত্যৈ নমো। শ্রীগুরুদেবাউ নমো।
ভোজ নরপতি জান বিখিত ভুবন।
নানা রাজ্য জিনিয়া আনিল বহু ধন ॥
বাহুবলে নানা রাজ্য করিল শাষন।
রাজ আজ্ঞা লঙ্গিতে না পারে কোন জন ॥

* * * *

কম্পমান * * জোগাএ নিরন্তর ॥
অবস্তিতে উৎপত্তি জে এক ব্রাহ্মণ।
জঙ্গদত্ত নাম তার অত্যন্ত কৃপণ ॥

---

* কীকড়া—নোঙ্গরবৎ দ্রব্য। গাঠ্যা—নৌকার গলুই। গাবর—দাঁড়ী। কালীয়া দিস্তার—(জানি না)। টোনাপোস্তের হোলা—বাঙ্গাল মাঝির কোন আক্ষেপোক্তির বাঙ্গালে উচ্চারণের প্রতিরূপ মাত্র। আসল শব্দগুলি বিকৃত করিয়া লিখিত, কাজেই বুঝা গেল না।—সং।

* মহাঝটিকায় পুথির অক্ষর উড়িয়া গিয়াছে, বেশ সরস সত্যবর্ণনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেবের বলিবার অর্থ এই যে, এই ঝড়ে পুথিখানি জলে পড়িয়া এত নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইহার অক্ষরাদি সমস্ত বুঝা যায় না।

শেষ ;—

দান দিয়া আপনার না কর বাখান।
প্রজার পালন হেতু তেজিবেক প্রাণ ॥
পুত্তিকার বচনে রাজা করে মহাদান।
তত্তক্ষণে হইলেক গন্ধর্ব্ব সমান ॥
তবে সিংহাসনে রাজা বসি শুভক্ষণে।
স্বর্গপুরি গেল হেন মত আরোহণে ॥
নক্ষত্র লোক গিয়া তবে পাইলো মহারাজ
হেন কথা কহিয়াছে পুরাণের মাজ ॥

ভণিতা ;—

বোত্তিস পুত্তিকা কথা কহিল বিরচিয়া।
রঙ্গাই ব্রাহ্মণে কহিল পএয়ার রচিয়া ॥

"ইতি বোত্তিস পুতিকার প্রস্তাব সমাপ্তঃ।
ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।
জথা দিষ্ট তথা লিখিতং পটীতং নাস্তি দোষকং॥ ইতি সন ১১৭৯ মঘি তাঁরিখ ২ আশ্বিন রোজ মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে সমাপ্ত হইয়াছে। এই পুস্তকের মালিক শ্রীগোপিনাথ গোহ দাসস্য সাং সাকপুরা। শ্রীরামমোহন দাসস্য সাং বাশখালি লিখিতঃ।"

পুথিখানি বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম সাধনপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরীর নিকট আছে।

৫৭৬। প্রহেলিকা-মালা।

এই পুথির কোন নাম নাই। ফুলস্কেপ, এক চতুর্থ অংশ আকারের তুলোট কাগজে কোথাও এক পিঠে, কোথাও বা দুই পিঠে লেখা। আদ্যন্ত খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না থাকায় প্রথমে কত পত্র নাই, ঠিক বলা যায় না। শেষাংশ সম্বন্ধেও সেই কথা। পুথিখানি একবারে জীর্ণ-শীর্ণ, কিন্তু তাহা বয়সের প্রাচীনতায় বলিয়া বোধ হয় না। পুথির অক্ষর ও ভাষা দেখিয়া উহাকে ৮০।৯০ বৎসরের অধিক প্রাচীন মনে করা যায় না। মোট ৩০ পত্র বিদ্যমান। লিপিকাল অজ্ঞাত।

ইহা কেবল প্রহেলিকার পুথি। শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস নামক জনৈক শিক্ষিত লোক প্রহেলিকাগুলির রচয়িতা। এই সকল প্রহেলিকা ছাড়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে আর কিছু রচনা করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু এই প্রহেলিকাগুলি রচনা করিতে গিয়া তিনি নিজেই কবি উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রহেলিকাগুলির রচনায় তিনি যেরূপ সূক্ষ্ম শাস্ত্রজ্ঞান ও বিষয়বুদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমরাও তাঁহাকে কবির গৌরবান্বিত উচ্চাসনে একটু স্থান দিতে স্যায়তঃ বাধ্য।

কবির নিবাসাদি অজ্ঞাত। পুথিখানি চট্টগ্রাম জেলার উত্তর রাউজান থানার অন্তর্গত গচ্ছি নামক গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। আমার ছাত্রপ্রতিম শ্রীমান্ মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উক্ত গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

কবি শরচ্চন্দ্র একজন শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। পুথিখানি তাঁহার স্বহস্তে লিখিত বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন পুথির স্বভাবসিদ্ধ বর্ণাশুদ্ধি ইহাতে খুব কম দেখা যায়।

বঙ্গসাহিত্যে অনেক হেঁয়ালী অনেকে রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কেবল হেঁয়ালী-রচনাকারী কবি বঙ্গসাহিত্যে বড় বেশী আছেন বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য এই কবি আমাদের বিশেষ সমাদরযোগ্য, সন্দেহ নাই। নিম্নে দুইটি প্রহেলিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

(১) যুগল বদন বদ্ধ বুঝ তার মর্ম্ম।
কেবল কাঠের দেহ জড়িত আছে চর্ম্ম ॥

উদরেতে নাড়ী নাহি বিধির লিখনে।
নর বাহনেতে যায় সভা বিদ্যমানে ॥
বাহনে পতিরে মারে সভা জনে হেরে।
বোবা হৈয়া শব্দ করে অতি উচ্চৈঃস্বরে ॥
গতিশক্তিহীন তার বুঝহ সকলে।
প্রহেলিকা ভাবে কবি শরচ্চন্দ্রে বলে ॥
উত্তর—ঢোল।

(২) বাল্যকালে বস্ত্র পরে যুবকে উলঙ্গ।
বৃদ্ধকালে জটাধারী মধ্যেতে সুড়ঙ্গ (সুরঙ্গ) ॥
প্রহেলিকা ভাবে কবি শরচ্চন্দ্রে গায়।
বুঝিয়া ভাবের ভাব বুঝাও আমায় ॥
উত্তর—বাঁশ।

এই প্রহেলিকাগুলি "বিজয়া পত্রিকা"য় প্রকাশিত হইয়াছে।

৫৭৭। শনিদেবের পুস্তক।

ক্ষুদ্র পুথি। মোট পদসংখ্যা—১০৬ মাত্র। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। লিপিকাল অজ্ঞাত। অন্নপূর্ণা দাসের ভণিতা আছে। ভবানীদাস, দুর্গাদাস, কালিদাস প্রভৃতি নামের ন্যায় 'অন্নপূর্ণাদাস' নামটি পুরুষের হইতে পারে; কিন্তু এ প্রকার নাম এই নূতন পাওয়া গেল। ইহা যে কোন দাসবংশীয়া স্ত্রী-কবির নাম নহে, তাহা জোর করিয়া বলা যায়; কারণ, পূর্ব্বে ইংরাজী বা ব্রাহ্ম রীতিতে স্ত্রীলোকের 'দাস' উপাধি নামে ব্যবহার করিবার রীতি দেশে অজ্ঞাত ছিল। পয়ার ও লাচাড়ি ছন্দে লেখা।

আরম্ভ ;—
নমো গণেশায়। শনিদেবের পুস্তক।
দেবগুরু গুরু ব্রহ্ম করি নমস্কার।
জাহার প্রসাদে হয় জীবের নিস্তার ॥
গুরু জে পরম ব্রহ্ম দেবের দেবতা।
সর্ব্বশাস্ত্রে বলে গুরু ভক্তি মুক্তি দাতা ॥
গুরুসেবা জেবা করে থাকিয়া সংসারে।
অনায়াসে বাস তার হয় বিষ্ণুপুরে ॥
গুরুপাদপদ্মে জার মতি অতিশয়।
কখন না জাবে সেই যমের আলয় ॥
গুরুর চরণ বন্দি অন্নপূর্ণাদাসে।
প্রচারিতে শনির পূজা লাচারিতে ভাসে ॥

ভণিতা ও শেষ ;—
অন্নপূর্ণাদাসে কহে হিতের কারণ।
এইরূপে শনি পূজা কর সর্ব্বজন ॥
শনির সেবাতে জার থাকিবেক মতি।
নবগ্রহ প্রসন্ন তার ঘুচিবে দুর্গতি ॥
বন্ধন মোচন হবে আর কব কত।
শনির চরণে মোর কোটি দণ্ডবত ॥
পাচালী হইল সাঙ্গ শুন সবাকার।
ভুমিষ্ট হইয়া সবে কর নমস্কার ॥ সমাপ্ত।

৫৭৮। ত্রৈলোক্য দেবের পুস্তক।

ক্ষুদ্র পুথি। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। গ্রন্থকারের নাম—রামগঙ্গাদাস। লিপিকাল অজ্ঞাত। পয়ার ও লাচাড়িতে লেখা। মোট পদসংখ্যা ৮৬ মাত্র।

নমো গণেশায় নমঃ।
ত্রৈলোক্য দেবের পুস্তক।
নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
প্রণমোহ গণপতি মঙ্গলের ধাম।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় লৈলে জার নাম ॥
প্রণমোহ নারায়ণ অনন্ত মহিমা।
আগমে পুরাণে বেদে দিতে নারে সীমা।
সত্ব রজ তম তিনগুণ অবতার।
তথাপিহ সত্বগুণে জীবের নিস্তার ॥
* * *
* * *

শ্রীগুরু চরণে করি কোটি নমস্কার।
সুক্ষ্মাসুক্ষ্ম দুই লাভ কৃপাতে জাহার॥
সংক্ষেপে কহিব কিছু ত্রৈলোক্য সমাচার।
জেরূপে হইল দেব পূজার প্রচার॥
ত্রৈলোক্য নারায়ণ দেব ভুবনের সার।
মহিমা বুঝিতে পারে সাধ্য আছে কার॥

ভণিতা ;—

(১) দ্বিজ রাম গঙ্গা কহে করিয়া স্তবন।
সাধুর পুণ্যের কথা না জায় কহন॥

(২) * * *

রাম গঙ্গা দ্বাসে কহে, প্রচুর পুণ্যের ফলে,
সাধু পাইল ভুবন ঈশ্বর॥
দৃঢ় ভক্তি মতে পূজা করে সর্ব্বলোক।
রাজ্য সমে সুখী হৈল দূরে গেল শোক॥
ত্রৈলোক্য দেবের শুন মহিমা অপার।
ভক্তি করি পূজ ভাই হইবা নিস্তার॥
হরি হরি বল ভাই কার্য্য হৈল আত্য। (?)
হইল ত্রৈলোক্য দেবের পুস্তক সমাপ্ত।
ইতি সমাপ্ত।

৫৭৯। অঙ্গদ রায়বার।

ক্ষুদ্র পুথি। মোট ৬ পাত আছে। দুই পিঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৩ চরণ আছে। শেষ ও তারিখাদি নাই। ভণিতা পাওয়া গেল না।

আরম্ভ এইরূপ ;—

নমো গনেসায়ঃ।
বন্দ হইল সিন্ধু রামচন্দ্র হইল পার।
বানরে বেরিল গিআ লঙ্কার দ্বার॥
রাম বোলেন সুগ্রিব মিত্র
য়ার খেনে (কেনে) বিলম্ব।
করে বা না করে রাবণ যুদ্ধের য়ারম্ভ॥
ইত্যাদি।

৫৮০। ধর্ম্ম-ইতিহাস।

আমার লিখিত "পুথির বিবরণে" পূর্ব্বে "শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস" নামক একখানি পুথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। (৯৭ নং পুথি দ্রষ্টব্য।) সমালোচ্য পুথিখানি বিষয় হিসাবে এক হইলেও একখানি ভিন্ন পুথি। রাম-চরিত ইহারও প্রতিপাদ্য বিষয়। যুধিষ্ঠির শ্রোতা ও শ্রীকৃষ্ণ বক্তা। সীতা-পরীক্ষার পর রামের অযোধ্যাগমন ও বিভীষণ ও সুগ্রীবাদির বিদায় প্রভৃতি বর্ণিত আছে। রচনা শুষ্ক ও নীরস।

ভণিতা নাই। এক স্থান ভিন্ন আর সব পয়ারে লেখা। পত্রসংখ্যা—২৫। প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। আকারে ছোট নহে। 'পুথির আকার। বড় রকমের কাগজে' লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬০ চরণ আছে।

/৭ নমো গনেসায়ঃ।
অএ রাজা পরিক্ষিত সুন ধর্ম্মকথা।
পৃথিবির মৈদ্ধে নাহি তুহ্মি হেন দাতা॥
না শুনিছি পুণ্যকথা শ্রদ্ধা হইল মন।
হরিপদ ভাবিলে মুক্ত পাইবা রাজন॥
সবান্ধব সহিতে হারিল নিজ মহি।
তার পাছে হারিল তোমার পিতামহি॥
জিনিলুম ২ করি বোলে দুর্জ্যোধন।
তোমা পিতামোহ হইল ব্যাকুলিত মন॥

শেষ ;—

তবে হনুমান বোলে প্রণতি করিআ।
তোমার চরণ বিনে না জাইমু ফিরিআ॥
হনুমান ভক্তি দেখি কমললোচন।
আশীর্ব্বাদ দিল তানে হৃষ্ট করি মন॥
রাম নাম পৃথিবীতে থাকে জথ দিন।
তথ কাল থাকিবা তুহ্মি হইআ প্রবিন॥
প্রিয়বাক্যে বোলিলেক রঘুর নন্দন।
জাও ২ সুগ্রিব সঙ্গে না হও বিমন॥

ভক্তি করি হনুমান লৈল পদধুলি।
শ্রীরামের পদতলে হইল শিতলি (?)॥
এইমতে বিধাএ (বিদায়) দিলা জথ নৃপগণ।
হরিস হইআ গেলা আপনা ভুবন॥

"ইতি শ্রীমহাভারথে যুধিষ্টির সর্ম্বাদ ধর্ম্ম ইতিহাস সমাপ্ত। ভিমস্যামি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমং জথা দেখিত তথা লিখীত নাস্তি দোশ ক্ষেমং স্বঅক্ষর শ্রীরামদআল য়াউচ দাসস্ত সাকিন খিল-পাড়া এলাকে কারি আনোআড়া ইতি সন ১২৫৬ বাং সন ১২১১ মঘি তারিখ ১৮ ফাগুন রোজ বৃহস্পতি বার।"

৫৮১। উদ্ধব-সংবাদ।

পূর্ব্বে একবার ১৯ সংখ্যক পুথির বিবরণে মুক্তারাম দাসকৃত "শ্রীমতী রাধিকার চৌতিশা"র এবং ১৮৯ সংখ্যক পুথির বিবরণে রামশরণ-কৃত "উদ্ধব সংবাদ —রাধিকার চৌতিশা"র পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। এখন দেখিতেছি, প্রাগুক্ত উভয় চৌতিশাই অভিন্ন। বাঙ্গালা পুথির স্বভাব-সুলভ পাঠভেদ অবশ্যই আছে। সমালোচ্য সন্দর্ভটিও সেই একই জিনিস, যদিও নামটা কতকটা ভিন্ন বটে। প্রকৃত পক্ষে ইহা কাহার রচিত এবং ইহার কবি-প্রদত্ত নামই বা কি, তাহার নির্ণয়ের ভার ভাবী ঐতিহাসিক গ্রহণ করিবেন। আমরা কেবল এ স্থলে তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়া গেলাম। আরম্ভ ও শেষ হইতে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। ভণিতাটি এই ;—

ক্ষিতিতলে লোটাইআ করম প্রণাম।
ক্ষেদ্র পরিহরি রচে দাস মুক্তারাম॥

"ইতি সন ১১৯৮ মঘি তারিক ১১ জৈষ্ঠ। ইতি উধবের সম্বাদ সমাপ্ত। শ্রীচণ্ডিচরণ আইচ দাস মালিক শ্রীরামবল্লভ আইচ পীং সাহিরাম /মাইচ তাং সাং খিল-পাড়া।" পত্রসংখ্যা—৪ ; শেষ পত্র এক-পিঠে লেখা।

৫৮২। তালনামা।

ইহা রাগতালের পুথি। সম্পূর্ণ নাই। তৃতীয় হইতে সপ্তদশ পত্র পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই।

তৃতীয় পত্রের আরম্ভ ;—

দেবরানা তাল মৈধ্যে দেব সমতুল।
তিষ্ণাএ সমুদ্রজল খাইল সমুল॥
সাগর সুখাইল দেখি গঙ্গা ভাবে অতি।
সর্ব্বদেবগণে করে ইন্দ্রদেব স্তুতি॥

ভণিতা ;—

দেবরানা মাল্লবের স্বরে জল মত্ত হইআ।
ভবানন্দ তনু কহে দেবগ্রামে রহিয়া॥

তনু কেমন উপাধি? দেবগ্রামের বর্ত্তমান নাম আনোয়ারা। পূর্ব্বে উহা একটা চাকলার নাম ছিল।

৫৮৩। বালক ফকিরের গ্রন্থ।

ইহা নামহীন অসম্পূর্ণ পুথি। বালক ফকিরের রচিত বলিয়া প্রকাশ। মুসলমানী সংহিতা-গ্রন্থবিশেষ। অনেক ভাল কথা আছে। ৪ হইতে ৬৫ পত্র বর্ত্তমান। একাদশ পত্রের অর্দ্ধেক ছিন্ন। তারিখাদি নাই। দুই পিঠে লেখা,—বৃহৎ গ্রন্থ।

৬৫ পত্রের শেষ ;—

রক্তবর্ণ রগ জার ললাটে উদিৎ।
সেই সিসু ভাগ্যবন্ত জানিয় নিশ্চিৎ॥
কালিবর্ণ রগ হইলে কপাল মাজার।
কুমতি পীযুন সিসু মন্দ বেবহার॥

মন্দ খোর কাল জন্ম এই তিন জন।
পরমন্দ পরনিন্দা করে অনুক্ষণ ॥
এক চক্ষু কাণা জার অতি মন্দ ভাব।

*　*　*　*

ভণিতা ;—

(১) সাহা আলিরাজা গুরু জ্ঞান পুণ্যদধি।
বালক ফকিরে কহে পয়ার য়নাধি ॥
(২) সাহা আলি রাজা গুরু অমূল্যরতন।
বালক ফকিরে কহে কিত্তাব বচন ॥
(৩) সাহা আলিরাজা পীর ধরি স্থিরমতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিসারদ দান পুণ্য জুতি ॥
তান আগ্না (আজ্ঞা) শিরে ধরি কিতাব ফারসি।
বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে লেখিলুম প্রকাসি ॥
বালক ফকিরে ভণে দিনের রতন।
রাবিগণে লেখিয়াছে সুরস কথন ॥
(৪) সাহা আলিরাজা গুরু জ্ঞানবন্ত রাএ।
সঙ্কট তরিতে মোর নাহিক উপাএ ॥
তুয়াপদ বিনু নাহি মনে ভাব য়ার।
বালক ফকিরে ভণে সুছন্দ পয়ার ॥

এই সাহা আলিরাজার নিবাস চট্টগ্রাম বাঁশখালী থানার অন্তর্গত ওশখাইন গ্রামে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফকির ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক দরবেশী ও বৈষ্ণবী পদ এবং জ্ঞানসাগর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

বালক ফকিরের পুথিখানি আমাদের নিজ বাড়ীতে আছে।

সম্পূর্ণ এক নহে এবং ইহাতে কৃত্তিবাস ছাড়া দ্বিজ রামচন্দ্র নামক আরও এক কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। এ রহস্যোদ্‌ঘাটনের সাধ্য আমার নাই, স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি। এই উভয় পুথির মধ্যে আর কি কি পার্থক্য আছে, দুই পুথি মিলাইয়া না দেখিলে বলা যায় না। কিন্তু তাহা করিবার একান্ত সময়াভাব। সমালোচ্য পুথির আরম্ভ ;—

নমো গনেসায়। নমো সরস্বতি দেব্যৈ নমো।
বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
তুলসী কানন যত্র ইত্যাদি।
রাম ২ প্রভু রাম কমললোচন।
জে রাম সোরণে হএ দুঃখ বিমোচন ॥
রাম রাম বোল ভাই মুক্ত হইতে পাপী।
অন্তকালে উদ্ধারিব রাম বিষ্ণুরূপী ॥
রাম নাম লইলে জগেক পাপ হরে।
পাপী হইআ তত পাপ করিতে না পাবে ॥
আস্থ কাণ্ডে রামের জর্ম্ম সীতাদেবীর বিহা।
অজধ্যাএ গেল রাম রাজা হারাইআ ॥

মধ্যস্থলে ভণিতা ;—

কৃত্তিবাস পণ্ডিত বোলে রঘুনাথ পদতলে
লক্ষণ লইলা রাম কোলে।

*　*　*　*

শেষ ;—

চক্ষিচেল ফুটিছিল পাইল পরিত্রাণ।
দেখি আনন্দিত রাম কমললোচন ॥

৫৮৪। (লক্ষ্মণ) শক্তিশেল।

পূর্ব্বে ৪৫ সংখ্যক পুথির বিবরণে কৃত্তিবাস-রচিত "লক্ষ্মণ শক্তিশেলে"র পরিচয় একবার দিয়াছি। আজ যে পুথির পরিচয় দিতেছি, তাহাও সেই পুথি বটে। তবে ইহার আরম্ভ ও শেষ

গাছ পাথর লইআ নাচে জথ বানরগণ।
ধনু বাণ হাতে নাচে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণের মুখে রাম করিলা চুম্বন।
স্বর্গে আনন্দিত হইলা জথ দেবগণ ॥
রামে বোলে প্রাণ পোবন কুমার।
তোমার প্রসাদে লখাই হইল প্রতিকার ॥

পৃথিবী থাক পুত্র চিরজীবি হইয়া।
কোন বিরে না পাউক তোমা পরাজিআ॥
দ্বিজ রামচন্দ্র ভণে লোক শুনিবার।
পাপ ছারি পুণ্য বারে বৈকুণ্ঠে হয়ে শার
(পার ?)॥

"ইতি ছক্তিছেল পুস্তক সমাপ্ত। লিখীতং শ্রীতিলক্ষসর্দ্দার সাং কৈপুরু সহর সন ১১৯৭ মঘি তাং ১৫ পৌষ রোজ মঙ্গল বার।" পত্রসংখ্যা—১২। ফুলস্কেপ এক চতুর্থ অংশ আকারের কাগজের দুই পিঠে লেখা।

৫৮৫। কেয়ামতনামা।

মুসলমানী পুথি। "মক্তুল হোসেনে"র অংশবিশেষ বলিয়া জানা যায়। তবে এ অংশটি সম্ভবতঃ "কেয়ামতনামা" নামে পরিচিত। প্রকাণ্ড আকার। ৪ হইতে ৯৬ পত্র পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। প্রতি পৃষ্ঠায় প্রায় (পয়ারের) ১৮ চরণ আছে।

আরম্ভ ;—

সাস্ত্রকথা ন সুনিব পাপের য়ন্তর।
তবে প্রভু পাপ হেতু কোপে তা সর্ব্বরণ
অবংসিত রাজা দিব তা সব উপর।
লক্ষিএ ছারিব দেস হারাইব জ্ঞান।
সাস্ত্রকথা না সুনি পাইব য়পমান॥

ভণিতা ;—

(১) ছিদ্দিক বংসেত জন্ম উমর সদ্রিস ধর্ম্ম
পিতামোহ মাহি সোয়ার।
তান বংশ কল্পতরু দানে শুক্র জ্ঞানে গুরু
নছরত খান গুণ সার॥
তানসুত গুণসার শ্রীজুত জাগাল বর
পাঞ্চালি রচিল সিবুবুদ্ধি।
(২) সাহা ছোলতান পির সুজান।
কেলি কলাবলে পঞ্চবান॥
তান পাদপদ্মে করি জোরহার।
খান মহম্মদ কহে সুরস পয়ার॥

শেষ ;—

হিন্দুস্থানে লোক সবে ন বুজে কিতাব।
ন বুজি ন সুনিয়া নিক্তি করে পাপ॥
তেকাজে সংক্ষিপ্ত করি পাঞ্চালি রচিলুম।
ভালমতে পাপ পুণ্য কিছু না জানিলুম॥
পাঞ্চালি পরিলে সবে মনে ভয় পাই।
অবস্য কিতাব কথা সুনিবেক জাই॥
কিতাবে আল্লার আজ্ঞা সুনিবেন্ত জবে।
দান ধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম করিবেন্ত তবে॥
অবস্য মোহবে সবে দিব আসির্ব্বাদ।
মোহাজন আসির্ব্বাদে খণ্ডিব প্রমাদ॥
বিসেস পিরের আজ্ঞা না জাএ লংঘন।
রচিলুম পাঞ্চালিকা তাহার কারণ॥
মুক্তুল হোছন কথা অমৃতের ধার।
সুনি গুনিগণ মন আনন্দ অপার॥
সমাপ্ত হইল জদি রতন ভাণ্ডার।
বহুশ্রমে লেখিয়াছি সুধা রত্নকার॥

"ইতি-কেয়ামৎনামা পুস্তক সমাপ্ত। সোয়ক্ষর লেখিতং শ্রীকালিদাস পীং মধুরাম নন্দি মৃত সাং ধলঘাট সন ১২১২ মঘি তাং ২২ শ্রাবণ।"

পূর্ব্বে সমালোচিত ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২ ও ৫৮৫ সংখ্যক পুথিগুলি চট্টগ্রাম আনোয়ারার নিকটবর্ত্তী খিলপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত আইচ মহাশয়ের নিকট; ৫৮৩ সংখ্যক পুথিখানি পটীয়া থানার অন্তর্গত জঙ্গলখাইননিবাসী আবদুল হাকিমের নিকট এবং ৫৮৬ সংখ্যক পুথিখানি উক্ত থানার অন্তর্গত উজিরপুরনিবাসী আহদ আলীর নিকট ও ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯ এবং ৫৮৪ সংখ্যক পুথিগুলি আমার নিকট পাওয়া যাইবে।

৫৮৬। নামহীন পুথি।

ইহা একখানি সুন্দর বৈষ্ণব পুথি। দুঃখের বিষয়, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ভিন্ন আর পাওয়া যায় নাই। ক্ষুদ্র আকার। ১৪×৫ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজ। শাদা বালি কাগজ বটে; কিন্তু পুথিখানি নিশ্চয়ই আধুনিক নহে। তারিখাদি নাই। রচয়িতার নামও পাওয়া গেল না।

প্রথম পত্র এক পিঠে ও দ্বিতীয় পত্র দুই পিঠে লেখা। নিম্নে সবটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

শ্রীশ্রীগুরুবে নম॥

বন্দ গুরুপদ অমুল্য সম্পদ
স্মরনে বিপদ নাসি।
জাহার কৃপাতে মিলয়ে সাক্ষাতে
প্রেমচিন্তামনিরাসি॥
সিক্ষা গুরুগণ করিয়ে বন্দন
কৃপার সাধন অতি।
হরি গুনাগুন করি অনুক্ষন
যে কৈল ধইরজ মতি॥
গৌরপদতল সুতল কমল
বন্দনা করিয়ে আমি।
যাহার নাম লৈতে পতিত দুর্গতে
নয়ানে ঝরয়ে পাণি॥
বন্দম নিত্যানন্দ আনন্দের স্কন্দ
পরম দয়ালরাজ।
পাসণ্ড দমন করি হরিনাম
যে দিল ভুবনমাঝ॥
বন্দিব অদ্বৈত আশ্চর্য্য অদ্ভুত
চরিত্র গৌরাঙ্গরসে।
সদায় ভাসয় আন না জানয়ে
তন মন গৌর বেসে॥
গৌর পৃয়জন করিয়ে বন্দন
নিত্যানন্দ পৃয় আর।
বন্দিয়া গাইব সদা বন্দিব
অদ্বৈত পৃয় পরিবার॥
সনাতন রূপ ভকতের ভুপ
বন্দিব দোহার পায়।
অনাথের বন্ধু করুনার সিন্ধু
তৃভুবনে জস গায়॥
যে ভট্ট গোপাল চরণ যুগল
বন্দনা করিয়ে আমি।
ভট্ট রঘুনাথ দাস রঘুনাথ
দোহার পদে প্রণামি॥
শ্রীজিব চরণ করিয়ে বন্দন
শ্রীবৃন্দাবনবাসি জথ।
সভার চরণ করিয়ে ব্রন্দন
প্রত্যেকে বন্দিব কথ॥
গদাধর * * *

লিপিকর কে, জানা না গেলেও তিনি যে একজন সুশিক্ষিত লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার লেখা দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার অক্ষরগুলি কেমন সুন্দর গোট গোট মুক্তাপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতেছে! তিনি শ, ষ ও ণ একবারও ব্যবহার করেন নাই। পুথির সর্ব্বত্রই 'র' পেটকাটা।

৫৮৭। সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডিকা-ব্রত।

পুথিখানি অসম্পূর্ণ। শেষাংশ নাই। প্রথম চারিটি পত্র বর্ত্তমান। তন্মধ্যে তৃতীয় পত্রের অর্দ্ধাংশ নাই। দুই পিঠে লেখা। ২০×৬ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজ। প্রায় ১০০ বৎসরের প্রাচীন। কাগজ যেন তাম্রকূটপত্র। লিপিকরের নাম তারিখ ও ভণিতা নাই।

আরম্ভ;—

নমো গণেশায়।
প্রণমোহ নারায়নী জগতজননী।
আদি অনাদি দেবী শিব শনাতনী॥

হরিহর ব্রহ্মা আদি ভাবে মনে মন।
স্থাবর জঙ্গম আদি তোমার শ্রীজন ॥
সুর মুনি তোমা পুজা করে তত্ব জানি।
মুক্ত মুক্ত দুঃখদাতা হরের ঘরিনী ॥

* * * *

* * * *

বনিক জে সদাগর কুবের সমান।
নিত্যচণ্ডি নাম ধরি হইল পরিত্রাণ ॥
অপুত্রা সে সদাগর নাহিক সন্তান।
নিত্যমঙ্গল চণ্ডি পুজে বিবিধ বিধান ॥

উপরে পুথির যে নাম প্রদত্ত হইল, তাহা প্রথম পত্রের অপর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

৫৮৮। পূর্ণানন্দ-গীতা।

ইহা একখানি কৃষ্ণভক্তি-মূলক সুন্দর গ্রন্থ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার আদ্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল ১৫, ২১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ পত্রগুলি আছে। ৯১৭×৬ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজের দুই পিঠে লেখা। হস্তলিপি খুব প্রাচীন নহে সত্য, কিন্তু ইহার রচনা সুপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

কবিরত্নোপাধিক জনৈক কবি ইহার রচয়িতা। আমার নিকট ইহার আর একখানি প্রতিলিপি আছে। তাহা আমি একখানি সম্পূর্ণ পুথি দেখিয়া নকল করিয়াছিলাম। মনে হইতেছে, তাহাতে নিধিরাম কবিরত্নের ভণিতি দেখিয়াছি। আজ সেখানি নিকটে না থাকায় নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না। এই নিধিরামের রচিত 'কালিকামঙ্গল' নামক এক বিদ্যাসুন্দর পুথি পাওয়া গিয়াছে। (৪৭ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

সমালোচ্য পুথিতে গীতা ও মোহমুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থের কতকগুলি বাছা বাছা শ্লোক ও তাহাঁর বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। পুথিখানি পাঠ করিয়া মনে হয়, বাস্তবিক ইহার পূর্ণানন্দ-গীতা নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

নিম্নে মোহমুদ্গরের "নলিনী-দলগত-জলবত্তরলং" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

পএআর।

পদ্মপত্রে জল জেন টলমল করে।
তেন মত জিবন দেখ আছএ সংসারে ॥
সমন (সময়?) থাকিতে ভাই রে জিতে কর আশ।
না জানি কখনে করে সমনে তালাইষ ॥
ইহা জানি সাধুসঙ্গ কর খেনে খেনে।
সাধুসঙ্গ নৌকাএ উঠ ভআন্বিত জনে ॥

৩৬ পত্রে;—

মায়াএ মোহিত হইয়া আমা না ভজএ।
সর্ব্ব জোনি ভ্রমে সেই যুন ধনঞ্জয় ॥
এহ্মত মনিস্য জর্ম্ম ভাগ্যফলে পাইআ।
বিফলে গোমাএ কাল আহ্মা না ভজিআ ॥
এত্ত যুনি ভক্তি করি বোলে ধনঞ্জএ।
সত্য সত্য তোহ্মার নাম জানিলাম নিশ্চএ ॥
নিরবধি পান করি সেই নামামৃতা।
শ্রীকবিরত্নে গাএ পূর্ণানন্দ গীতা ॥

এই পুথিতে ব্যবহৃত এহ্মত, আহ্মা, তোহ্মার প্রভৃতি শব্দরাজি যে ইহার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

৫৮৯। মহিম্নস্তবানুবাদ।

এই সুন্দর গ্রন্থখানির কেবল প্রথম ও চতুর্থ পত্র আছে। ক্ষুদ্র আকার। প্রথম পত্র এক পিঠে ও চতুর্থ পত্র দুই পিঠে লেখা। ১১×৭ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজ। লিপিকরের নাম, তারিখ বা ভণিতা সম্বন্ধে

কিছু জানিবার উপায় নাই। তবে কাগজ দেখিয়া বোধ হয়, ইহা অন্ততঃ এক শতাব্দী পূর্ব্বের লেখা।

/৭ নমো গণেশায় :।
নমঃ পরম দেবতায়ৈ :।
নমঃ শীবায়।
শিবনাম সদাএ ভাবিয়া হৃদিমাঝে।
জাহার অর্দ্ধাঙ্গে গৌরি আনন্দে বিরাজে॥
পরমকারণ গুরু সদানন্দ হর।
প্রনমহু কায়মনে বাক্য অগোচর॥
তোমার মহিমা কেবা জানে অতিশএ।
কিঞ্চিত বলিহে পুষ্পদন্ত মহাশএ॥
তাহান রচিত শ্লোক মহিম্নাখ্য স্তব।
সেই ভাব প্রকাশন মোর অসম্ভব॥
কিবা বিদ্যা কিবা বুদ্ধি অতি মূঢ়মতি।
কদাচিত হরপদে না রহে ভকতি॥
ভকতি সকতিরূপা হৃদয় অন্তর।
তাহান মহিমা মাত্র মনে দৃঢ়তর॥
চপল মানস বিসএর অনুরাগে?
জেহেন বামনে চন্দ্র * * *॥

এই পুথিখানি যে অতি সুন্দর ও প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, তাহা এই বন্দনাংশের কয়েক ছত্র হইতে বেশ বুঝা যায়।

৫৯০। সুবচনী-ব্রতকথা।

পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ক আরো দুইখানি পুথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানির নাম "সুবচনীর পাঁচালী" এবং অপর একখানির নাম ঠিক শীর্ষোক্ত নামের ন্যায়। (৯৬ ও ৪৫৯ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য) প্রথমোক্তখানির প্রণেতা দুঃখী দ্বিজ ও শেষোক্তখানি ভণিতিশূন্য। অতএব সমালোচ্য পুথিখানি ভিন্ন পুথি বলিয়াই বোধ হইতেছে।

এখানি ক্ষুদ্র পুথি। মোট পদসংখ্যা—১২৫। অধিকাংশ ত্রিপদীতে লেখা। তারিখাদি নাই। ইহার বিশেষত্ব এই যে, তারিণী ব্রাহ্মণী নাম্নী জনৈক মহিলা কবি ইহার রচয়িত্রী।

বন্দ মাতা সুবচনী, পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী।
বলি আমি করপুটে, অধিষ্ঠান হও ঘটে,
শুন আপনার ব্রতবানী॥
প্রণমিয়া দেব গুরু বিপ্রের চরণে।
সুবচনী মাতা বন্দো আনন্দিত মনে॥
প্রজা লৈয়ে রাজ্য করে কলিঙ্গ ঈশ্বর।
সে দেশে অনাথা ব্রাহ্মনী করে ঘর॥

শেষ;—

দক্ষিণান্তে সমর্পিয়া, ঘট বিসর্জ্জন দিয়া,
পুরোহিত করিল গমন।
তবে পুত্রবধূ লৈয়া পূর্ণঘট কক্ষে দিয়া
গৃহমধ্যে প্রবেশে তখন॥
"ইতি সুবচনী ব্রতকথা সমাপ্তঃ।"

কেবল এক স্থানে মাত্র একটি ভণিতা আছে; যথা,—

শুনিয়া আছাড় খায় কেশ নাহি বান্ধে।
তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে দ্বিজমাতা কান্দে॥

এই মহিলাকবি সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী আমাদের স্বগ্রাম সুচক্রদণ্ডীস্থেই ও স্থানীয় "জ্যোতিঃ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের বংশেই আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত যে একটি গান পাওয়া গিয়াছে, তাহাও এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

শিব দুর্গা নাম লও না কেন মন রে
আমার। ধু।
অন্তিম কালেতে তরাইবে ভবনদী পার।
দুর্গার নামটি মকরন্দ, শ্রবণে বহে আনন্দ,
নিরানন্দ নিতান্ত কপাল মন্দ যার॥

দুর্গার নামটি সুধানিধি, পান কর নিরবধি,
কালভয় কালচিন্তা নাহিক তোমার।
তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে, দুর্গা নামটি না লইলে,
শমনভবনে গেলে দোহাই দিবে কার ॥

৫৯১। গোকুল-মঙ্গল।

এই সুন্দর পুথিখানি সম্বন্ধে পূর্ব্বে ১৬৬ সংখ্যক পুথির বিবরণে একবার আলোচনা করিয়াছি। আগেও বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার প্রকাশ-ভার গ্রহণ করিলে পরিষদের যে অর্থব্যয় হইবে, তাহা নিরর্থক হইবে না।

আমার নিকট দুইখানি খণ্ডিত পুথি আছে। সেই খণ্ডিত পুথির সাহায্যেই পূর্ব্বপ্রকাশিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। অদ্যকার সমালোচ্য পুথিখানিও খণ্ডিত বটে; কিন্তু ইহার প্রথমাংশ আছে। এখন এই তিন প্রতিলিপির সাহায্যে ইহা অনায়াসে প্রকাশিত হইতে পারে। বৎসর বৎসর এই সকল পুথি-ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমেই বিলোপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই কথা ভাবিয়া পরিষৎ এই সুন্দর পুথিখানির প্রতি একবার কৃপা-দৃষ্টি করিবেন কি?

ইহা প্রকাণ্ড পুথি। ২৪×১০ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজ। দুই পিঠে সুন্দর গোট গোট অক্ষরে লেখা। শেষ পত্রসংখ্যা—১৩০। তার পর ইহাতে অনেক দূর নাই, কিন্তু আমার অপর দুইখানিতে আছে। ইহাতে প্রতিলিপির তারিখ নাই বটে, কিন্তু ইহাও শত বৎসরের কম প্রাচীন নহে। শেষ পত্রে লেখা আছে,—"শ্রীকীর্ত্তিসিকদার মহাশয়স্য স্বপাঠিয় পুস্তিকা। শ্রীভিতারাম আচার্য্য স্বঅক্ষর।" রচয়িতার নাম ভক্তরাম দাস।

/৭ নমোঃগনেশায় ঃ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণায় জয়ত্তাং।
জদাংঘ্রকমলদ্বন্দ্বং দ্বন্দতাপনিবারণং।
তারণং ভবসিন্ধুর্চ্চ শ্রীগুরু প্রণমাম্যহং ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ করিয়া প্রণতি।
কৃপা কর অধমের সুদ্ধ হোক মতি ॥
গকার অক্ষর জান হএ সর্ব্বসিদ্ধি।
গকারেতে পাপ নাস বাড়ে গ্যান বুদ্ধি ॥
ব্রহ্মা আদি দেব রৈছে গুরুপদ ভাবি।
মুক্ষপদ পাএ সবে গুরুপদ সেবী ॥

ইষ্টদেব রাধা কানু না হইয় বাম।
যুগল পদ ভাবি লেখে দাস ভক্তরাম ॥
শ্রীকৃষ্ণের পৃয় রাধা লক্ষ্মি অবতার।
কে বুঝে মহিমা কৃষ্ণের গুণ গাহে জার ॥
শ্রীরাধার পাদপদ্মে হৈতে চাহি অলী।
ধরিছি যুগল পদে না পেলাইয় ঠেলি ॥
যুগল পাদপদ্মে মন রাখিয়া অটল।
ভক্তরামে গাইথে চাহে গকুলমঙ্গল ॥

পূর্ব্বে ইহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনেক কথা বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন একবার স্থানান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধেও ইহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছিলাম*। ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার মাধুর্য্য, ইহার কবিত্ব বুঝাইবার জিনিস নহে,—বুঝিবারই জিনিস বটে। যাহা হউক, এখানে আর বেশী কিছু না বলিয়া নিম্নে একটি গীত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই আমরা ইহার বিবরণ সমাপ্ত করিতেছি।

ডাকা গিৎ।
নাচে নন্দলাল, নাচে নন্দলাল,
গোপী বোলে নন্দলাল ভালনাচে রে।

* সাহিত্য—১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ঘন ভুরু ঠারে, অলি চুরাএ উরে,
চরণে নপুর বাজে রে ॥ ধ্রু ॥
গোপি সুঘন মঙ্গল গাহে রে।
জেন চাতকিনি হেরে মেঘপানি,
কানুপানে গোপি চাহে রে ॥
রঙ্গ করে ব্রজনারি রে।
শ্যাম চিকন অঙ্গ হইয়া ত্রিভঙ্গ
অধরে মুরারি পুরে রে ॥
কথ তালি দেই গুপি রে।
ভক্তরামে ভনে, সাদ আছে মনে,
থাক্তি যুগলপদ সেবি রে ॥

চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস এই পুথির মালিক।

৫৯২। আইন-সার-সংগ্রহ।

এখানি একখানি ছাপা বহির প্রতিলিপি। ইহার মূল ছাপা বহিখানি আর পাওয়া যায় না, ভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে কিনা, বলা যায় না, কাজেই এই খাতাখানি পুথি হিসাবেই গণ্য করা গেল।

ইহার মলাটে যাহা লেখা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহা হইতেই ইহার স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। যথা;—

"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণ ভরসা।
আইনের সার সংগ্রহ।
ইঙ্গরেজি ১৭৯৩ সালাবধী ১৮৩১ সাল পর্য্যন্ত ॥
আদালতবিষয়ক আইন ॥
সান্তিপুরের, মুনসেফ পদাভিসিক্ত সদ্বিচারক শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগ্রহ হইয়া বহরা* গ্রামে ॥ শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত দীং বিদ্যাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল ॥
বঙ্গাব্দা ১২৪৮ সংখ্যক ॥
দানিশাব্দা ৯১ সংখ্যক ॥
শ্রীপ্রাণকিসোর রায় শ্বয়ক্ষর ॥"

আইন আদালতের ভাষা চিরদিন বিদ্রোহী প্রজার মত বেআইনী চলিয়া আসিতেছে। তাহার উপর সাহিত্যের বা ব্যাকরণের কোন শাসন চলে না। সে বিষয়ে আমার বক্তব্যও কিছু নাই। কিন্তু ইহার ভূমিকাটুকু আমাদের আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে করি। ১২৪৮ বাঙ্গালা সনে বঙ্গভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আমরা এই ভূমিকা হইতে বেশ জানিতে পারি। ইহাকে আমরা সেকেলে বাঙ্গালা গদ্যের নিদর্শনস্বরূপ অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারি। এইজন্য ভূমিকাটি একটু দীর্ঘ হইলেও এখানে সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ধ্বংসের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া ইহা চিরদিন পরিষদের কলেবরে শোভা পাইবে, সন্দেহ নাই। ভূমিকাটি এই;—

"শ্রীশ্রীপরমেশ্বর জীবের সৃষ্টি স্ব স্ব কার্য্য সৃজন করিয়াছেন তাহাতে আহার নিদ্রাদি সকল জিবের তুল্য জিবের মধ্যে প্রধান মনুষ্য কারণ এই তাহারদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান সৎপথাবলম্বন ও শ্রবণ মনন বেদবাক্য দ্বারা পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার যে সকল মনুষ্যেরা তত্ত্বদ্বিষয়ে নিরুৎসুক আছেন তাঁহারা পশুজিবের তুল্য যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানাদিতে প্রবর্ত্ত থাকেন শৌচ বাহ্যাদির ন্যায় বিষয় কর্ম্ম করিলেও সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক জন্মে না যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথাবলম্বি হয় তাহার পাপশরীর ধ্বংস হইয়া পুণ্যশরীর প্রাপ্ত হয় তাহাকে দ্বিজ কহা যায় অর্থাৎ দ্বির্জাত যেমন তৈলপায়িকা কুমরকিয়া পোকাদ্বারা দ্বিজাত হইয়া পূর্ব্বশরীর নাস

---

* এই গ্রাম কোথায়?

হইয়া উত্তমতাকে প্রায় শ্রয়ঃ কর্ম্মের বিঘ্ন আছে বিঘ্নধ্বংসকারি শ্রীশ্রীপরমেশ্বর তাহার তত্ত্বনিরূপণ সকঠিন অসাধারণ বিসেসন দ্বারা শ্রীশ্রীপরমেশ্বরের স্বরূপ নিরূপিত আছে অন্বয় ব্যতিরেকে এ বিশ্বের সৃষ্টি যাঁহা হইতে হইআছে এই বিশ্ব তাহা ব্যতিরেকে নাই তিনি বিশ্ব ব্যতিরেকেতেও আছেন এবং তিনি আপনাতে আপনি দিপ্তবান আছেন পরমেশ্বরতত্ত্বপ্রকাসক পুস্তক তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন আর যিনি তেজঃ দ্বারা কুহকে নিরস্ত করিয়াছেন তিনি সত্য কেন না ধ্বংসের অপ্রতিযোগি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে বহুবিধ প্রণতি স্তুতি ও ধ্যান করোতোঁ' বিষয়িদিগের অবস্থ জ্ঞাত্য কানন কানন বহুবিধ থাকিতেও সংক্ষেপোক্তি সারদ্ধার পূর্ব্বক আইন সার সংগ্রহ নামক গ্রন্থ করিতে প্রবর্ত্ত হইতেছি তাহাতে বুদ্ধির অল্পতা প্রযুক্ত উপহাস্যতা পাইবার সম্ভাবনা থাকিতেও ভরসা এই যে মনু দায়ভাগ বিবাদার্ণব সেতুগ্রন্থ দৃষ্টে পুর্ব্বপণ্ডিতেরা আইন সৃজন করিয়াছেন পরেও মহত মহত ব্যক্তিরা ঐ আইন দৃষ্টে বহুবিধ আইন সৃজন করিয়াছেন তাহাতে করিয়া আইন গহন প্রবেশের পথ উৎপন্ন হইয়াছে অল্পবুদ্ধির বুদ্ধির প্রবেশ হইবার সম্ভাবনা আছে যেমন বজ্রেতে সমুৎকীর্ণ মনিতে সুত্রের প্রবেশ হইতেছে অতএব সদসদ্বিচারক মহাশয়দিগের সমিপে আত্মপরিচয়ের নিমিত্তে শ্রীযুত মুনসেফ মহাশয়েরদিগের ও অন্য অন্য বিষয়িদিগের কার্য্যোপযোগির নিমিত্তে মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তি দুষ্টদলন সিষ্ট প্রতিপালনকারি নিরহঙ্কারী বিবিধ নীতিবিসারদ অশেষ মত কোবিদ অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রবলপ্রতাপান্বিত মাৎসর্য্যাদিরহিত সদসদ্বিচারণে সন্ধাননিরত করোতো বহুবিধ ভাবাভাবি বিশেষ গুণ পারদর্শী অসিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয়াধিপতির অনুজ্ঞাকৃত পুরাকৃত আইন ও সন ১৮৩১ সালের ৫ আইন ও সন ১৮৩২ সালের ৭ আইন দৃষ্টে শান্তিপুরের মুনসেফি পদপ্রাপ্ত শ্রীশম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংক্ষেপোক্তিতে আইনসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রস্তুত হইল বিষয়ীবর্গ মহাশয়েরা কৃপা দৃষ্টে দিনের পরিশ্রম সফল করিবেন নিবেদনমিতি।"

উপরে যে সনের উল্লেখ আছে, তাহা কি মূল গ্রন্থের মুদ্রণ-কাল-জ্ঞাপক বা প্রতিলিপির কাল-বোধক, ঠিক বুঝা গেল না। প্রাচীন দেশীয় কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিত। বহির আকার। রয়াল আট পেজী আকার অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে দুই অঙ্গুলি বেশী। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ২৭ পাত পাওয়া গেল। ইহার পর গ্রন্থের আর কত দুর নাই, বলা যায় না।

এই গ্রন্থ হইতে আর একটি সত্য আবিষ্কৃত হইল। আমরা জানিতে পারিতেছি, তখন বঙ্গের স্থানবিশেষে 'দানিশাব্দ' বলিয়া একটি অব্দের প্রচলন ছিল। দিনেমারগণই যে এই অব্দের প্রচলনকর্ত্তা, তাহা বলাই বাহুল্য। যে দিনেমারগণ একদিন বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগনে প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইত, আজ তথায় তাহাদের নাম ও চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু তাহাদের প্রচলিত সন গৃহস্থের নিভৃত নিকেতনে লুক্কায়িত প্রাচীন গ্রন্থাদির দৃঢ় মুষ্টিবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আজও তাহাদের বিলুপ্ত গৌরবের কথা বাঙ্গালীর স্মৃতিপটে জাগাইয়া তুলিতেছে! জ্ঞানিগণ যথার্থই বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

৫৯৩ কথা-রামায়ণ

"বহুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে বসিয়া অমর কবি বংশী-বদন পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই একমাত্র কন্যা চন্দ্রাবতী শীর্ষোক্ত রামায়ণ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই গ্রন্থ অদ্যাপি মুখে মুখে গীত হইয়া থাকে—তাহা আজও মুদ্রিত হয় নাই। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের কুলবালাগণ সূর্য্যব্রতের দিন উদয়াস্ত পর্য্যন্ত ইহা সুরে গান করিয়া থাকেন। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, প্রায় সকলেই ইহা সঙ্গীতে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। এই কথা-রামায়ণ বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা এই রামায়ণ তাহাদের কাছে অধিকতর মধুর বলিয়া মনে হয়। কীর্ত্তি-বাসের রচনা যেমন সরল মিত্রাক্ষরে লিখিত, কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণও ঠিক তদ্রূপ। তবে সুরে গীত হয় বলিয়া ইহার রচনায় কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। প্রায় সব ছত্রেই 'গো' শব্দ সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই শব্দটি তুলিয়া দিলে ইহা কীর্ত্তি-বাসী রামায়ণের সঙ্গে প্রায় মিলিয়া যায়। ঘটনাও ঠিক একরূপ। দুই চারি জায়গায় কিঞ্চিৎ অমিলও দৃষ্ট হয়। চন্দ্রাবতী এই রামায়ণ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সীতার বনবাস পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি এক দুর্ঘটনাবশতঃ লেখনী ত্যাগ করেন।

এই রামায়ণ ব্যতীত চন্দ্রাবতী মেয়েলী ব্রতের ছড়া, বিবিধ কবিতা, বাদসার শাসন, কাজীর বিচার, ডাকাত কেনারামের গান, দেওয়ান বড়া প্রভৃতিও রচনা করিয়া-ছিলেন। তদীয় পিতা বংশীবদনের পদ্মা-পুরাণের বহু দোঁহা চন্দ্রাবতীর রচনা। পাশা খেলা সম্বন্ধে তাঁহার একটি গান এই ;—

কি আনন্দ হইল সই গো রস-বৃন্দাবনে।
শ্যাম নাগরে খেলায় পাশা মনমোহিনীর সনে॥
আজ কি আনন্দ ইত্যাদি।
উপরে চান্দোয়া টাঙ্গান নীচে শীতল পাটী।
তার নীচে খেলায় পাশা জমিদারের বেটী॥
আজি কি আনন্দ ইত্যাদি।

*　*　*

চন্দ্রাবতী কহে পাশা খেলায় বিনোদিনী।
পাশাতে হারিল এবার শ্যাম গুণমনি॥
আজি কি আনন্দ ইত্যাদি।

আত্মপরিচয় দিতে যাইয়া চন্দ্রাবতী তাঁহার রামায়ণে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য্যবংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরনী (?)।
বাঁশের পালায় ঘর ছনের ছাউনি॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥

*　*　*

দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পরে উছিলার পানি॥
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল করি যাহা পান আনি দেন ঘরে॥
বাড়াতে দরিদ্রের জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম নিল চন্দ্র অভাগিনী॥
সদাই মনসা পদ পূজে ভক্তিভরে।
চাল কড়ি পান কিছু মনসার বরে॥

রামায়ণের বন্দনার কিয়দংশ এইরূপ ;—

সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজ বংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা॥
মনসা দেবীরে বন্দি কার কর জোর।
যাহার প্রসাদে হলো সর্ব্ব দুঃখ দূর॥

শিব শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূরে যায় নিরবধি॥

* * * *
* * * *

বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়॥

পদ্মাপুরাণ-রচনায় চন্দ্রাবতী পিতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি পরমা সুন্দরী ছিলেন ও বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার স্বগ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক জয়ানন্দের সহিত পরিণীতা হওয়ার জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। উভয়ে একত্রে লেখা-পড়া করিতেন—একত্রে খেলা করিতেন। কালক্রমে উভয়েই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। দ্বিজ-বংশীকৃত পদ্মাপুরাণে উভয়েরই রচনা আছে। তাঁহাদের বিবাহের কথাবার্ত্তা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে এক বিষম অনর্থ ঘটিল। সেই ব্রাহ্মণ যুবক এক মুসলমান রমণীর প্রেমে আত্মবিক্রয় করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল। ইহার পর চন্দ্রাবতী আর বিবাহ করেন নাই।

নিম্নে তাঁহার রামায়ণ হইতে সীতার বনবাসের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি ;—

শয়নমন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী।
সোনার পালঙ্কপরে গো ফুলের বিছানি॥
চারি দিকে শোভে তার গো সুগন্ধি কমল।
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযূর জল॥
নানা জাতি ফল আছে সুগন্ধে রসিয়া।
যাহা চায় তাহা দেয় গো সখীরা আনিয়া॥
ইত্যাদি।*

* সৌরভ—২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়-লিখিত "মহিলাকবি চন্দ্রাবতী" নামক প্রবন্ধ হইতে এই পুথির বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

৫৭৪। রছুল-বিজয়।

ইহা নবীবংশসম্বন্ধীয় একখানি সুন্দর গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুথিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত। কেবল নবম হইতে ৬৩ পত্রগুলির অস্তিত্ব আছে। অবশিষ্টগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহির আকারে বৃহৎ পুথি। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। প্রতিলিপির তারিখাদি অজ্ঞাত। কাগজের অবস্থা দৃষ্টে শতেক বৎসরের কম প্রাচীন বোধ হয় না।

যে পত্রগুলি আছে, তাহাতে জনৈক কাফের-রাজ জয়কুমের সহিত হজরতের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুত ইউ-সুফ খান নামধেয় জনৈক নৃপতির আদেশে পীর সাহ মোহাম্মদ খানের চরণ ধ্যান করিয়া জৈনুদ্দিন নামক কবি ইহা রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারো সম্বন্ধে আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

পুথিখানি খণ্ডিত বলিয়া ইহার কি নাম ছিল, ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে পশ্চাদুক্ত ভণিতাগুলি হইতে অনুমিত হয় যে, ইহার নাম "রছুল-বিজয়"ই ছিল। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা পুথিখানিকে উক্ত নামে পরিচিত করিলাম

ইহার লিপিকর কে, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু তিনি যিনিই হউন, তাঁহার মুন্সীয়ানার শত মুখে প্রশংসা করিতে হয়। সাধারণতঃ দশ জনে পাঠ করিতে পারে, এই মত করিয়াই সে কালে পুথিগুলি লেখা হইত, কিন্তু ইহার অক্ষর দেখিয়া মনে হয়, ইহা সাধারণের জন্য লেখা হয় নাই। এ পর্য্যন্ত সাত আট শত পুথি আমি দেখিয়াছি, কিন্তু এমন টানা অক্ষরে লেখা পুথি বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ঈশ্বরের প্রসাদে কত গহন সম্ভ্রম

পার হইয়া আসিয়াছি; এবার কিন্তু খালে আসিয়া চড়ায় ঠেকিয়া হইয়াছেন ইহা যে পড়িতে পারি না, তাহা নয়, তবে বড় কষ্টে অগ্রসর হইতে হয়। আমার ফটো করিবার উপায় থাকিলে এখানে কতকটার ফটো তুলিয়া দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু আপাততঃ তাহার উপায়াভাব।

নবম পত্রের আরম্ভ ;—

* * * * *

মোহা বলবন্ত বির প্রচণ্ড প্রতাপ ॥
দুই সত মনের কাবাই দিলেক জে গাএ।
বিস মনের সিরত্রাণ সিরে সোভা পাএ ॥
ধনুর বান হস্তে করি টোন ভরি সর।
সপ্ত সত মনের গদা ব্রজের (বজ্রের) দোসর ॥
ইত্যাদি।

৬৩ পত্রের শেষ ;—

জদি কভো সমুখি দেখন্ত গীরিবর।
উফারি খেপন্ত বির বিপক্ষ সন্য পর ॥
এথ দেখি বোলে বির হইল জঞ্জাল।
মনিশ্চ না হএ এই হএ জম কাল ॥

* * * *
* * * *

জথ ফিরিস্তার গণ ইন্দ্র পুরেস্তর।
প্রাসংসন্ত সর্ব্ব লোকে আলির উপর ॥
ইত্যাদি।

ভণিতা ;—

(১) দানে ধর্ম্ম হরিচন্দ্র মান্য গুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছপ খান আবতি কারণ জান
বিরচিলুম পাঞ্চালি সন্ধান ॥
ভাব-ভব কল্পতরু, জানে শুক্র জ্ঞানে গুরু
ধ্যানে হর মহেস সমান।
সান্ত দান্ত গুণবন্ত মর্য্যাদার নাহি অন্ত
পীর সাহা মোহাম্মদ খান ॥
তান পদ পদপঙ্ক(?) ভালে তিল পরিরঙ্গ
কহে জয়ুদ্দিন (ইহ) লোকে।
কর (সেব?)গীয়া সে চরণ জএ দিব নিরঞ্জন
কি সোকে ভাব মন দুর্খ ॥

(২) করুণাসাগর পীর গুণের সাগর।
মসিম মহিমা পীর দির সিন্ধুবর ॥
সাহা মোহাম্মদ পীর রূপে পঞ্চবান।
মনন্ত কি কহিব মস্ত তাহান বাখান ॥
কমল চরণে বেণু সিরেত করিয়া।
হিন জয়ুদ্দিন কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥
শ্রীযুত ইছপ খান গানে গুণবন্ত।
রছুল বিজয় বানি কহকে সুনন্ত ॥

(৩) দানে কর্ণ মানে কুরু জানে শুক্র জ্ঞানে গুরু
ধ্যানেত সঙ্কর সম জান।
সান্ত দান্ত গুণবন্ত ধর্য্যবন্ত বির্য্যবন্ত
পীর মোহাম্মদ খান জানি ॥
তান পদরেণু লইয়া নয়ানে কাজল দিয়া
জয়নদ্দিনে রচিলু পএয়ার।

* * * *

(৪) রছুল বিজয় বানি অমৃতের ধার।
সুনি মনে সবধিক মানন্দ মপার ॥
সদয় হৃদয়ময় দয়াসিস নিধি।
সাহা মোহাম্মদ খান সর্ব্বগুণনিধি ॥
তান পাদপদ্মে বন্দি ধেয়ানে ধেয়াই সার।
সিমু জএনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালি পএয়ার ॥

(৫) শ্রীযুৎ ইছপ খান রাজস্বর গুণবান
সুচরিতা সুবুদ্ধি সুঠান।
রছুল বিজয় বানি মতি সানন্দিত সুনি
মন প্রীতি বসিলা সভার।
ধর্য্যবন্ত বির্য্যবন্ত মনন্ত কি কহিব মন্ত
পীর সাহা মোহাম্মদ খান জান।
ইত্যাদি।

(৬) রছুল বিজয়বানি সুধারস ধার।
সুনি গুনিগণ মন মানন্দ মপার ॥
সুধির সুজ্ঞানবন্ত সুনায়ক।
সু নয়ম কি শোষ ভেল ইছপ নায়ক ॥

(৭) আমির উদ্ধার বানি সুনি গুণসার।
শ্রীযুৎ ইছপ মন মানন্দ মপার ॥

সিয়ু জমুদ্দিন কহে পাঞ্চালি পয়ার।
কে মারিতে পারে জারে রাখে করতার॥

এই ইউসুফ খান কে এবং কোথাকার রাজা, তাহার নির্দ্ধারণ জন্য আমাদের ঐতিহাসিকগণের সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

৫৯৫। সাধ্যপ্রেম-চন্দ্রিকা।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুথি। দেশীয় ১৪×৮ ইঞ্চি পরিসরের তুলট কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। মোট বারটি পত্রে পরিসমাপ্ত। প্রতি পৃষ্ঠায় আটটি করিয়া পংক্তি আছে। মোট শ্লোকসংখ্যা---১৮২।

সুপ্রসিদ্ধ নরোত্তম দাস ঠাকুর ইহার রচয়িতা। পুথির স্থানে স্থানে এরূপ ভণিতা আছে;—

(১) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥
(২) শ্রীগুরুর পাদপদ্ম মনে করি আশ।
সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

এই মহাপুরুষ ১৪৫৩ কি ১৪৫৪ শকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে বলিতে গেলে ইহা সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন জিনিস।

নরোত্তম ঠাকুর রামপুর বোয়ালিয়ার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ ও মাতার নাম নারায়ণী। কৃষ্ণানন্দ একজন রাজা উপাধিধারী সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন।

এই গ্রন্থে দাস্য ও মধুর ভাবের উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহা একখানি সুন্দর গ্রন্থ। নমুনাস্বরূপ নিম্নে তাঁহার একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম;—

প্রাণের হরি প্রাণের হরি
হেন দশা হবে কি আমার।
দুহু মুখ নিরখিব দুহু অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব দোঁহার গলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি
যোগাইব দোঁহার বদনে॥
রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবন কবে পাব দরশন
তাহা বিনা অন্য নাহি মনে।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
প্রভু মোরে কর দয়া দেও মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

এইরূপ সুন্দর সুন্দর পদে পুথিখানি পূর্ণ। স্থানে স্থানে অন্যের রচিত দুই একটি পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ব্যতীত তাঁহার রচিত প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, সাধনভক্তি চন্দ্রিকা, হাটপত্তন, স্মরণ-মঙ্গল, প্রার্থনা, রাধিকার মানভঙ্গ ও ৮০টি পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রতিলিপির শেষে এইরূপ লেখা আছে;—"যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। লেখকে নাস্তি দোষকং। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমং হরিস্মরণমাত্রেণ সর্ব্বদুঃখ নিরাপদ॥ স্বাক্ষর শ্রীকৃষ্ণমোহন দেবশর্ম্মা। ইতি সন ১২৪৭ ত্রিপুরা তাং ৯ ভাদ্র। শকাব্দা ১৭৭৯।"

পুথিখানি ছাপাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইহা এখন স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার যাদুগৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে।*

৫৯৬। জৈগুণের পুথি।

এই পুথিখানি আদ্যন্তখণ্ডিত; সুতরাং

* এই পুথির বিবরণ 'ভারতবর্ষ'—১ম বর্ষ, ২য় খণ্ডের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন পুথির বিবরণ" নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইল।

নামহীন। হজরত আলীর পুত্র মোহম্মদ হালিফা জৈগুণনাম্নী কোন কাফেরবংশোদ্ভবা রাজ্যেশ্বরীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই যুদ্ধ-কথাই বর্ণিত হইয়াছে দেখিয়া পুথিখানির শীর্ষোক্ত নামকরণ করিলাম। উক্ত নামের একখানি ছাপা পুথিও আছে।

ইহার কেবল তৃতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম পত্রগুলি বিদ্যমান। পুথির আকার। প্রায় ২৪×৮ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজ। দোভাঁজ-করা। এক পিঠে লেখা। অনেক দিনের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কাগজ যেন তাম্রকূট-পত্র। ভণিতা পাওয়া গেল না। তৃতীয় পত্রের আরম্ভ ;—

* * ভাবিয়া চলিল একাম্বর।
সমুকে দেকিল গিয়া জৈজ্ঞশালা ঘর॥
উপরে লোআর এক জাল পাতিআছে।
ক্ষিষনি(?) মারিআছে ঘরে চারি পাসে॥
সেই স্থানে গিয়া বিরে ভাবে মনে মন।
কাহার অস্রমে রইব ভাবে তত্তৈক্ষণ॥
জে হউ সে হক আজি জৈর্গ্যশালা পুর।
এই মতে ভাবিয়া রহিল একাম্বর॥
দ্বারঘাতে গিয়া বিরে নিরক্ষিয়া চাএ।
মারিছে কেয়য়ারে* খিলি জোয়ার শলাএ॥

* * * *

* * * *

কলেমার ধনি গেল পুরির ভিতর।
সুনিয়া জএগুন রানি ক্রাম্পে থর.থর॥
জৈর্গ্য ঘর নষ্ট কৈল আইল মোচলমান।
গোসাইর সাইক্ষাতে নিয়া দিল বলিদান॥
ইত্যাদি।

৫৯৭। রামায়ণ।

ইহা একখানি নূতন বাঙ্গালা রামায়ণ। রামশঙ্কর ভিষক্ কর্তৃক বিরচিত। মাণিকগঞ্জ থানার অধীন বাঙ্গরা গ্রামে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন রায়ের মাতা শ্রীযুক্তা সৌদামিনী গুপ্তার নিকট হইতে সংগৃহীত। উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্তের পিসী মাতা ৺অলকমণি গুপ্তা এই গ্রন্থের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে উক্ত সৌদামিনী গুপ্তা মহাশয়াকে উহা দিয়া যান। গ্রন্থের অধিকাংশই উক্ত অলকমণি গুপ্তার মাতামহ ৺রামনরসিংহ দত্তের হস্তলিখিত। উত্তরাকাণ্ড ভিন্ন অন্য কোন কাণ্ডেই পুস্তক শেষ হওয়ার সন-তারিখ নাই। উত্তরাকাণ্ডে আছে,—"সন ১২৪১ তারিখ ১৬ ভাদ্র। স্বকীয় পুস্তক শ্রীরামনরসিংহ দত্তস্য।"

কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত তুলনায় এই গ্রন্থের আয়তন যাহা হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

	পত্রসংখ্যা		শ্লোকসংখ্যা	
	রামশঙ্কর	কৃত্তিবাস	রামশঙ্কর	কৃত্তিবাস
আদ্যকাণ্ড	৬৪	৯০	২২৪০	২৭০০
অযোধ্যাকাণ্ড	২১	৪১	৪২০	১২০০
আরণ্যকাণ্ড	২০	৩০	৩০০	৯৩০
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	৩৬	৪৯	৫৪০	১৪৭০
সুন্দরাকাণ্ড	৪৮	৪৮	১৪৪০	১৪৪০
লঙ্কাকাণ্ড	১৮০	২০৮	৫৪০০	৬২৪০
উত্তরাকাণ্ড	১৮২	১২২	৫০০০	৩৬৬০
মোট	৫৫১	৫৮৮	১৫৩৪০	১৭৬৭০

---

* কেয়য়ারে—কেয়ারে, কপাটে।

গ্রন্থের আরম্ভ ;—

(বন্দনার পর)

কৈলাসশিখরে রঙ্গে ভবানী শঙ্কর।
শ্রীরামকথায় দোঁহে পুলক অন্তর॥
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত রামায়ণীয়া কথা।
পার্ব্বতী যাহার শ্রোতা মহাদেব বক্তা॥

* * *

সেহি কালেতে আছিলা কমল আসন।
আদ্যন্ত রামকথা করিলা শ্রবণ॥

ভণিতা ;—

(১) বাল্মীকিরচিত গ্রন্থ শ্লোক অনুসারে।
কৃত্তিবাস আদি কবি পদবন্ধ করে॥
বাল্মীকি বশিষ্ঠ আর অদ্ভুত গ্রন্থকার।
মহাভাগবত আদি পুরাণ প্রচার॥
এই সব গ্রন্থ স্থান শ্লোক অনুসারে।
পদবন্ধ করি কহে দ্বিজক শঙ্করে॥

(২) বাল্মীকিরচিত গ্রন্থ শ্লোক মনোহর।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে শ্রীরামশঙ্কর॥

কবি রামশঙ্কর মূল রামায়ণ (ভরদ্বাজানুযায়ী), বিবিধ পুরাণ এবং কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এই রামায়ণ রচনা করেন। ইহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন; যথা,—

(১) অদ্ভুত কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিয়া।
কহিল শঙ্কর কিছু সংক্ষেপ করিয়া॥

(২) বাল্মীকিরচিত গ্রন্থ, তাহাতে পাইয়া পন্থ,
পদবন্ধে কহেত শঙ্কর।

(৩) অদ্ভুতাচার্য্য কবি সরস্বতী বরে।
পদবন্ধ করি কহে শ্রীরামশঙ্করে॥

কবি রামশঙ্কর দত্ত (রায়ের) বাসভূমি মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত খোলাপাড়া ও তৎসন্নিহিত (৩ মাইল দূরে) বায়রা গ্রামে ছিল। তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশসম্ভূত ছিলেন। বায়রার রায় মহাশয়েরা বলেন,—তাঁহাদের বংশীয় শ্রীচন্দ্র রায়ের পিতামহ মুরশিদাবাদ বটতলীনিবাসী বলবন্ত রায় চতুর্দ্দশ সহস্র সেনার অধিনায়ক হইয়া বিদ্রোহ-দমনার্থে মুরশিদাবাদ হইতে ঢাকাতে আগমন করেন এবং বিদ্রোহদমনে কৃতকার্য্য হওয়াতে পুরস্কারস্বরূপ সাহ উজয়ান পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। উক্ত পরগণার তপা পারিল। এই পারিলেই বৈদ্যবাটী ও খোলাপাড়া এক একটি পাড়া মাত্র। রাজকীয় ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া বলবন্ত রায় এ দেশ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মুরশিদাবাদ চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তৎপর শ্রীচন্দ্ররায় মহাশয় নবাব সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে এ দেশে আসিয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকেন। তিনি পারিল হইতে আসিয়া বায়রা বসতি করেন। তাঁহার সঙ্গে, কি তাঁহার সময়ে রামশঙ্কর দত্ত রায় বায়রাতে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন; কিন্তু খোলাপাড়াতেও (পারিলেও) তাঁহার একটি বাড়ী ছিল। সুতরাং রামশঙ্কর শ্রীচন্দ্র রায়ের সমসাময়িক লোক ছিলেন। প্রতি পুরুষে ৩০ বৎসর ধরিয়া ধরিলে ঐ বংশের বর্ত্তমান নবম পুরুষ পর্য্যন্ত ২৭০ বৎসর হয়। অতএব খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের একটু আগে, কি পরে কবি রামশঙ্কর খোলাপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।*

* এই পুথির বিবরণ ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয়-লিখিত "পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য"-নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইল।

৫৯৮। নামহীন পুথি।

ইহার প্রথম পত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই। বুঝা যাইতেছে, ইহাতে সে কালের বৈষ্ণব পদাবলী ও মালসী প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছিল। বহু দিনের প্রাচীন হস্তলিপি —প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা। কাগজ একবারে তাম্রকূট-পত্রের ন্যায়. পত্রটিতে যাহা লেখা আছে, তাহা এখানে সমস্ত তুলিয়া দিলাম ;—

নমো গনেসায়ঃ।

আকবার (আগবাড়) গীআ
নন্দরে আকবার গীআ।
বেআনে গীয়াছে কালা কান্দিতে কান্দিয়া॥
ভাত হৈল থর ২ লবনি হৈল বাসি।
এথক্ষণে ন আইল জাদু দ্বিনান্তের উপবাসি॥
বারির নিকটে আসি গা রুষ্ণে
বাসিতে দিল সান।
ঘরে থাকি জসোদা বোলে
আইসেন জাদু চান॥
সাত নাহি পাচ নাহি এথলা কানাই।
সমুখে বৈসাই কানাইরে নয়ান ভরি চাই॥

গীত মালস্রি।

দাসগনে মোরে মায়া গনিয়।
জর্মীতে জথেক দুক্ষ পাইয়াছি জঁটোরে।
কোন অপরাদে গ মা ছাবল যাক্ষারে॥
বালকের অপরাদ মায়া তুহ্মি কী না জান।
দোসি পুত্র হৈলে নাকি আচারিআ মার॥
ভাবি চাইলাম মনে এক্ষনে জনম জাইব।
দিন গেলে করুনামহি মা কোবে দয়া হৈবে।
রামপ্রসাদ বোলে সুন মায়া ভোবানি।
বালকেরে উদ্ধার কর মাআ
নীজ সেবক জানি॥

পাঠকগণ দেখিতেছেন, লেখক 'মা' শব্দকে 'মা' লিখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তার উপর "মাআ" লিখিয়াছেন। এই পত্রটির হস্তাক্ষর এমন অদ্ভুত রকমের সুন্দর যে, ফটো করিয়া রাখার উপযুক্ত।

—

৫৯৯। রামাভিষেক

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। তুলট কাগজের ১৭৫ পত্রে বা ৩৫০ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত। প্রতি-লিপির তারিখ ১৭১২ শক বা ১১৯৭ সাল, ৮ই আষাঢ়। অযোধ্যারাম অধিকারীর হাতের লেখা।

ইহাতে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা,—(১) লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয় (৮৭পত্র পর্য্যন্ত), (২) শত্রুঘ্নদিগ্বিজয় (৮৮ হইতে ১০৬ পত্র পর্য্যন্ত), (৩) ভরতদিগ্বিজয় (১০৬ হইতে ১২১ পত্র পর্য্যন্ত), (৪) শ্রীরামদিগ্বিজয় (১২১ হইতে ১৫৯ পত্র পর্য্যন্ত এবং (৫) শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক (১৫৯ হইতে ১৭৫ পত্র পর্য্যন্ত)।

ভবানীনাথ পণ্ডিত নামক জনৈক কবি ইহার রচয়িতা. গ্রন্থে এইরূপ ভণিতা আছে ;—

(১) জয়চন্দ্র নরপতি সাদাস ব্রাহ্মণ।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্দ করিল রচন॥
(২) পণ্ডিত ভবানীনাথ শ্রীরামের দাস।
রাজার আদেশে কৈল লাচাড়ি প্রকাশ॥
(৩) জয়চন্দ্র নরপতি অতিশয় গানি(জ্ঞানী)।
যাহার সভাতে আছে ব্রাহ্মণ ভবানী॥
(৪) জয়চন্দ্র নরপতি রসিক সুজন যতি
সভাসদ ভবানি ব্রাহ্মণ।

ইহা হইতে জানা যায় কবি ভবানী-নাথ জয়চন্দ (জয়চন্দ্র) নামক কোন রাজার সভাসদ ছিলেন। জনশ্রুতি এই যে, রাজা জয়চন্দ্র ও কবি ভবানীনাথ উভয়েই বর্ত্ত-মানে ত্রিপুরা বা নোয়াখালী জেলায় মান ছিলেন। রাজা জয়চন্দ্র ক্ষুদ্র নরপ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ইতিহাসে

তাঁহার নাম পরিদৃষ্ট হয় না। আরও শুনা যায় যে, রাজকবি ভবানীনাথ দৈনিক ১০৲ টাকা হারে বেতন পাইতেন। "পণ্ডিত" এই কৌলিক উপাধিধারী বহু লোক ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা নাথের ব্রাহ্মণ।

কেহ বলেন,—এই গ্রন্থের নাম "রামাভিষেক", আবার কেহ বলেন,—"লক্ষ্মণদিগ্বিজয়"। পুঁথির শেষ পত্রে লেখা আছে,—"ইতি শ্রীরামচন্দ্রাভিষেক সমাপ্ত। (সন ১৭১২ শক) মাহে আশাঢ় শনি বাসরে বেলা দশ দণ্ডে গতে শ্রীরামপ্রসাদ অধিকারীর পশ্চিমের ঘরের হাতিনাএ বসিয়া এই দিগ্বিজয় সমাপ্ত।" বস্তুতঃ দিগ্বিজয় ব্যাপারটা অভিষেকের একটি অঙ্গ মাত্র এবং এই অভিষেকেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয় শেষ করিয়া লেখক লিখিয়াছেন,—"ইতি রামাভিষেকে লক্ষ্মণযুদ্ধ সমাপ্ত।" সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি ইহাকে "রামাভিষেক"ই আখ্যা দিয়াছিলেন।*

৫৯৭ (ক)। অষ্টমঙ্গলার চতুষ্পহরী পাঞ্চালী।

পূর্ব্বে ৯৭ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে 'সারদামঙ্গল' নামক একখানি চণ্ডীকাব্যের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। শীর্ষোক্ত পুথিখানি ঠিক সেই পুথিই বটে। তখন খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে ইহার নাম "সারদামঙ্গল" বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা ঠিক নহে। অগ্রকার সমালোচ্য প্রতিলিপিখানিও অসম্পূর্ণ। তবে ইহার মধ্য হইতে শেষ পর্য্যন্ত আছে, আর পূর্ব্বসমালোচিত প্রতিলিপিতে প্রথমাংশ আছে। সুতরাং এই দুই প্রতিলিপিতে মোটের উপর পুথিখানি সম্পূর্ণই পাওয়া যাইতেছে।

ইহার রচয়িতার নাম মুক্তারাম সেন। তাঁহার বংশ-পরিচয় আগে উদ্ধৃত হইয়াছে। চট্টগ্রাম আনোয়ারার প্রসিদ্ধ সেন-বংশে তাঁহার জন্ম। আজও তদীয় বংশ বিদ্যমান ও সম্পন্ন। তদ্বংশীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার কানাইলাল সেন মহাশয়ের নিকটও এই পুথির এক প্রতিলিপি আছে।

এই পুথিখানি চণ্ডীকাব্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার রচনা-কালটি এই;—

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

অর্থাৎ ১৩৬৯ শকাব্দ। এমন প্রাচীন রচনা হইলেও ইহা অতি সুন্দর ও প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত গ্রন্থ। ইহার কবিত্বাদি সম্বন্ধে পূর্ব্ববৃত্তান্তে সমস্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎপ্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি প্রার্থনীয়।

এই প্রতিলিপির মাত্র ২, ৭,৮, ১০, ১৭,১৮, ২০, ২৩ ও ২৮—৩৮ পত্রগুলি আছে। পুথির আকার। দুই পিঠে লেখা। পুথির সর্ব্বত্র এরূপ ভণিতা আছে;—

গৌরিপদ নখচন্দ্র সুধা অভিলাসে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাসে॥

শেষ এইরূপ;—

জেইমতে স্বপ্নে মোরে জন্মাইলা ভাব।
সেই মতে সুন জদি ঘুচাও মনস্তাপ॥
জিয়নে মরণে মোর এই মাত্র ক্ষেদ।
তোম্মাগুণ নিন্দে জনের হইব সিরছেদ॥

* এই পুঁথির বিবরণ ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত "ভবানীনাথ পণ্ডিত-বিরচিত রামাভিষেক" নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইল।

সবা জথ জন য়ার গান বান জন।
সদয় হইয়া কর অবিষ্ট পুরণ॥
সুনহ পণ্ডিত ভাই ভকত প্রবোদ।
দেবীর মহিমা পাইত না হইয় বিরোদ॥
দেবী নাম ইক্ষু খণ্ডে সংক্ষেপ পয়ার।
শক্র ভাবে দোস পুনি না লইবা অ.ক্ষার
সর্প হেন বক্রবুদ্ধি দোস বা শুদি সে।
দেবী নাম ধনন্তরি কি করিব বিসে॥
রচনাকাল ;—
গ্রহ রিতু কাল সসি সক সুভ জানি।
মুক্তারাম সেন ভনে ভাবিয়া ভবানি॥

"ইতি অষ্টমঙ্গলার চতুষ্পংরি পাঞ্চালী সমাপ্ত:। ইতি সন ১১৭৪ মঘি তারিখ ১০ ভাদ্র রোজ সোমবার॥ শ্রীরাধামোহন সেন দাষ সাং বরমা সোয়ক্ষরমীদং॥"

বলিতে ভুলিয়াছি, এই প্রতিলিপির তিন স্থলে হরিলালের ভণিতি দেখা যায় ; যথা,—

(১) কালীপদারচন্দ্র জুগল সদায়ে।
হরিলাল মুক্তারাম নাম রাখ পায়ে॥
(২) শ্যামা অঙ্গে শোভে ফাগু রকত মিশালে।
তছু পদধুলি মাগে সেন হরিলালে॥
(৩) জবে তুহ্মি আও সবের বিহর বিভাগে।
ভবে নিত্য চিত্ত সুখ হরিলালে গাবে॥

এই হরিলাল কবি মুক্তারামের কি সম্পর্কিত হন, তাহা শীঘ্র জানিয়া লইতে পারিব। মুক্তারামের ভ্রাতা ব্রজলাল সেনও একজন কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। (১৫১ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

৬০০। জাগরণ গানের ঘোষা।

ইহা যে কি পুথি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আদ্যন্ত খণ্ডিত। বাহির আকারে গ্রথিত। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ২৬ পাত পাওয়া গেল। এক পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ। বহু দিনের—অন্ততঃ দেড় শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

ইহাতে নানা ভাবের ও নানা রাগরাগিণীর কেবল কতকগুলি ঘোষা বা ধুয়ার সংগ্রহ দেখা যায়। অনেক সুন্দর সুন্দর গীতের বা পদের এক পংক্তি বা দুই পংক্তি লেখা হইয়াছে। কোন কোনটার বেশীও না আছে, এমন নয়। তবে অধিকাংশেরই শেষ পর্য্যন্ত নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। ইহা যে কি রকম পুথি, লেখনী-যোগে তাহা বুঝান অসম্ভব। বোধ হয়, তান-লয়-সহকারে জাগরণ পাঠ বা গান করিবার সময় ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল ঘোষা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। জাগরণের এক এক পালা গাহিবার সময় এক এক দিন যে সকল ঘোষা গান করা আবশ্যক বা উচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তন্মতেই ইহাতে ধুয়াগুলি সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। এই পুথির প্রতি দুই এক পাত অন্তর "অমুক দিনের দিবা পালা বা রাত্রি পালা সমাপ্ত," এরূপ কথা লিখিত রহিয়াছে, দেখা যায়। তাহা যে আমাদের উক্তরূপ অনুমানেরই পোষকতা করিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুঝা যাইতেছে, পুথির প্রথমে মঙ্গলবারের পালার ধুয়াগুলিই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল দুঃখের বিষয়, পুথির সেই অংশ অর্থাৎ মঙ্গলবারের দিবা ও রাত্রিপালা এবং বুধবারের বেহান-পালা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে পালাগুলির এরূপ নির্দ্দেশ দেখা যায় ;—

(১) বুধবার নিশা পালা।
(২) বৃহস্পতি বার বেহান-পালা গীত।
(৩) বৃহস্পতি বার রাত্রিপালা।
(৪) শুক্রবার দিবা পালা।

(৫) শুক্রবার রাত্রি পালা।
(৬) শনিবার বেহান-পালা গীত।
(৭) শনিবার বাসর গীত।
(৮) রবিবার দিবা পালা।
(৯) রবিবার রাত্রি পালা।
(১০) সোমবার দিবা পালা।
(১১) সোমবার রাত্রি পালা (অসম্পূর্ণ)

ইহা কিরূপ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার জন্য অযথা বাগাড়ম্বর না করিয়া আমি নিম্নে দুই একটি পত্রের কিয়দংশ অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আশা করি, সুধী পাঠকগণ তাহা হইতেই ইহার স্বরূপ বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

পুথির আদ্যন্ত খণ্ডিত; সুতরাং ইহার যে কোন নাম পাওয়া যায় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। একটি মালসী গানে মাধবের ও একটি পদে দ্বিজ পার্ব্বতীর ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। মাধবাচার্য্যের জাগরণ গান করিবার জন্যই সম্ভবতঃ ঘোষাগুলি ব্যবহৃত হইত। ইহাতে কেবল ঘোষা সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া আলোচনার সুবিধার্থ আমরা ইহাকে "জাগরণ গানের ঘোষা" নামে অভিহিত করিলাম। অষ্টম পত্রের আরম্ভ

লাচারি ॥ যুহী ॥

যুগপানি বিরে কহে, লোটাইয়া দেবীর পাএ,
নয়ানে শঘন জলো ঝরে।
রাম পরম ধন জপ নারে।
সিয়রে সমনের ভয় দেখ না রে ॥ ধু ॥
স্বপ্ন দেখি উঠে রাজা ভয় পাইয়া মন।
হরি রাম রে হএ ॥ ধু ॥
পঞ্চপাত্রের বচন যুনিয়া দণ্ডধর।
কোটয়ালের তরে আজ্ঞা কৈলা নৃপবর ॥

লাচারি ॥

আজ্ঞা কৈলা মহাবির, মুরাইতে ভাণ্ডর সির ॥

পয়ার ॥

নাথ কিবা করি কেমনে মরি কি গতি য়ামার।
দেহ পাইয়া না ভজিলাম নন্দের কুমার ॥
য়এ নাথ কি গতি য়ামার ॥ ধু ॥
গঙ্গা পার হইয়া ভারু ভাবে মনে মন।

ভণ্ডা। ধানসী রাগ।

মোহাবিরে বোলে মণ্ডলের তরে।

পয়ার।

আমার নাকি এমন দিন হবে।
হরগোরির চরণখানি পুন কি দেখিবে ॥ ধু ॥

অষ্টাদশ পত্রের আরম্ভ ;—

লাচারি।

লহনা খুল্লনা রামা যুনিয়া লওরে বচন।

রাগ করুণ।

অথনে কেমতে প্রভু লইলা য়ারতি।
পঞ্চ মাস খুলনার গর্ভের সন্তুতি ॥

পয়ার।

আমারে ছারি ঃ জাইবারে।
ওরে শ্যাম। কে দিবো বাধা।
দৈবে মরিব আমি কলঙ্কিনী রাধা ॥
সঙ্গে করি নিয়া জাও হইয়া জামু দাসি।
ঘর মুখ যাইতে নারি না যুনিলে বাসি ॥
মথুরা নাগরি সব নানা রস জানে।
গেলে না আসিবা হেন লএ মোর মনে ॥
ধু ঃ। অঙ্গ যুচি হইয়া বস্ত্র কৈলা পরিধান।

কানোর রাগ।

সুবোধিয়া সাধুরে কুবুদ্ধি পাইল তোরে।
লক্ষি না দুর্গার ঘঠ ক্রোধ করি মোরে (?) ॥

সিন্ধুরা।

এইবার না জাইয় সাধু মোর বাক্য যুন।
নব গ্রহগণ তোর হইছে নিকরুণ ॥

ভনীতা।

তোমার বদনে শ্যাম থুয়া জাও বাসি।
তবে সে য়াসিবা প্রভু হেন মনে বাসি ॥
ইত্যাদি।

শেষ পত্রের শেষ ;—

পয়ার।

কি কর ২ ভাই আপনার অঙ্গে রৈয়া।
দিনে ১ দণ্ডে ২ আউ জাএ বৈয়া ॥
কিবা ছিলা কিবা হইলা আর বার কিবা
হইবা।
জর্ম্মিয়া ভারথ ভুমি সব পাসরিলা ॥
আর সাদ নাই রে ভাই ভারত ভুমীতে
গতাগতী।
পথের কাটা দল ভাঙ্গে রামদাস সারথি ॥
অনেক জত্তনে হাট রচিয়া পসার।
এরি জাইতে ফিরি চাইতে হইল ছারখার ॥
কাণ্ডারের সঙ্গে আছে কথোপকথনে।
ও ভাই ঃ ভারৎ ভুমীতে গতাগৎ ঃ।
গুরু জনার্দ্দিন হের ঃ স্বুন মোর।

লাচারি। স্বুহি।

ভাবহু গো মাতা ভক্ত কল্পলতা।
হে মা সংসর দেখি য়াপনার ॥
ভস্তা। চোতিসা লীক্ষতে।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসুধন ॥

অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু আরো কয়েকটি ধুয়া উদ্ধৃত না করিলে মনের খেদ মিটিতেছে না। ইচ্ছা হয়, সমস্ত ধুয়াগুলিই উদ্ধৃত করিয়া দেখাই। এই দেখুন, কি সুন্দর ও মধুর প্রাণ-জুড়ানো সঙ্গীত-ঝঙ্কার!—

(১) কথ না জান নগরালি ভেষ।
গোরা জদি হইতা কালা না থুইতা দেশ ॥

(২) জয় ভবানি মাগো তরাইয়া নে।
তুমি না তরাইলে ভব তরাইব কে ॥
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি দিনবন্ধু।
তুমি না তরাইলে ভবে কে তরাবে সিন্ধু ॥
জগতজননী মাতা জানে জগত জনে।
জননী হইয়া দুঃখ দেখ বা কেমনে ॥
আপনার কর্ম্মভোগ ভুগিমু য়াপনি।
তবে কেনে নাম ধর পতিতপাবনী ॥
দ্বিজ মাধবে বোলে স্বুন গো ভবানি।
কুপুত্র হইলে দয়া না ছারে জননী ॥

(৩) সজনি সই ও বোল বোল জানি কারে।
জে বঁধুর লাগিয়া, এথ পরমাদ,
ছাড়িতে বোল নাকি তারে ॥

(৪) দিননাথ অনাথের নাথ কি আর বলিবো
আমি।
মনের মানস কিবা নাহি জান তুমি ॥

(৫) বন্ধুয়া কানাই রে জীবনধন মোর।
যুগে ২ না ছারিবো চরণখানি তোর ॥
জাতি দিলুং জোবন দিলুম আর দিমু কি।
জারে আছে সুধা প্রাণি তারে বোল দি ॥

(৬) বিনোদিনী বিলম্ব করিতে না জুগাএ।
তুয়া পথ নিরক্ষিতে, রহিয়াছে প্রাণনাথে,
রাধা বোলি মুরলী বাজাএ ॥
নুপুর কিঙ্কিনী, কেজুর কুণ্ডল মানি,
পরিহরি করল গমন।
প্রিয় সখির করে ধরি, নীল নীচোপল পরি,
দেখ গিয়া ও চান্দবদন ॥
তুয়া রূপ হেরি হেরি, আকুল মুরালী,
হেরিতে হরল গেয়ান।
কহে দ্বিজ পার্ব্বতি, স্বুন ২ পুণ্যবতী,
অলক্ষিতে নিকুঞ্জ পয়ান ॥

(৭) তোমার বদনে শ্যাম থুয়া জাও বাসি।
তবে সে য়াসিবা প্রভু হেন মনে বাসি ॥
বাসীটি জতনে থইমু, গন্ধ চন্দন দিমু,
হিরা মনি রজতে [illegible]য়া।
জখনে তোমার তরে, ঐ বুক বেদনা করে,
নিবারিমু বাসী বুকে দিয়া ॥

(৮) সজনি সই রে তুমি জাও আমার বদলে।
আমি ত জাব না, গেলে সে জিব না,
প্রাণ কানাইরে দেখিলে ॥

কেমন, সুন্দর নয় কি, পাঠক? দূরাগত নৈশানিল-সঞ্চালিত বীণা-ঝঙ্কারের মত এ সঙ্গীত-লহরী কি তোমার তাপ-ক্লিষ্ট কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাতে পীযুষধারা

ঢালিয়া দিতেছে না? বাঙ্গালীর ঘরে কে এমন মরু-শুষ্কহৃদয় আছেন, যিনি এই অমিয়-মদিরা-পানে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া মাতৃভাষার জয় ঘোষণা না করিয়া পারেন?

মাতৃভাষার অফুরন্ত সুধার ভাণ্ডার আলোড়ন করিতে করিতে জীবনের ভূয়িষ্ঠাংশ কাটাইয়া দিয়াছি। জীবন-সূর্য্য এখন মধ্যাহ্ন-গগনে আসিয়া উপস্থিত—আর একটু হইলেই ঢলিয়া পড়িবে। যে সুধা-পানে এত দিন বিভোর ছিলাম, আজও সেই সুধা পান করিতে করিতেই আমার বহু পরিশ্রমের—বহু সাধের "প্রাচীন পুথির বিবরণে"র প্রথম খণ্ড শেষ করিলাম। ইহার পর কি হইবে, তাহা বিধাতাই জানেন।

থম খণ্ড সমাপ্ত

প্রাচীনপুঁথি ক্রয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রাচীন পুঁথি ক্রয় করিবেন। যাঁহাদের ঘরে ২৫০ বৎসর বা তদূর্দ্ধকালের প্রাচীন ঐ সকল পুঁথি আছে, তাঁহারা পুথির সন-তারিখ, পুথি-লেখকের নাম-ঠিকানা এবং পুথির পাতার পরিমাণ জানাইলে, পরিষৎ উহা উপযুক্ত [illegible] ক্রয় করিবেন। সত্বর নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন; তবে যাঁহারা পুথি-[illegible]বোধে, পুথিদান পুণ্যবোধে, মাতৃভাষার প্রতি কর্ত্তব্যবোধে ঐরূপ পুথি [illegible] পুথি পরিষৎকে বিনামূল্যে দান করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের নাম ও দান পা[illegible] মাসিক সভায় এবং সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতাসহকারে বিঘোষিত হইবে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

পরিষদ্-গ্রন্থাবলী

১। কবি হেমচন্দ্র (সচিত্র)—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, কাপড়ের মলাটে বাঁধাই, মূল্য ।৵০ দশ আনা।

২। বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা (১ম খণ্ড)—রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর কর্ত্তৃক অনূদিত। মূল্য—সদস্যগণের পক্ষে ১৲ টাকা, সাধারণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

৩। ব্রত-কথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী-সঙ্কলিত ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-লিখিত ভূমিকা সমেত। মূল্য—সদস্যগণের পক্ষে ।০ আনা ও সাধারণের পক্ষে ।৵০।

৪। বাঙ্গালা শব্দকোষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি সঙ্কলিত ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও বহুজ্ঞাতব্যবিষয়সংবলিত এতদঞ্চলের বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত যাবতীয় "বাঙ্‌লা" শব্দের অভিধান। ২৬৪ পৃষ্ঠায় ক-বর্গ পর্য্যন্ত ১ম খণ্ড এবং ২৬৪ পৃষ্ঠায় ত-বর্গ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—সাধারণের পক্ষে প্রতি খণ্ড ১॥০ ও পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে ১৲ মাত্র।

৫। রাসায়নিক পরিভাষা—ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডিএস্‌সি ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ সম্পাদিত। মূল্য—সদস্যপক্ষে ৵০, সাধারণে পক্ষে ।৵০।

৬। ছুটিখানের মহাভারত—এই বিখ্যাত মহাভারত চট্টগ্রামের প্রাচীন মুসলমান শাসনকর্ত্তা পরাগল খানের পুত্র ছুটিখানের আদেশে কবি শ্রীকর নন্দী কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ। পত্রাঙ্ক ১৪০; মূল্য ১৲ এক টাকা, সদস্যগণের পক্ষে ॥০ আনা।

৭। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গদেশে ধর্ম্মপূজার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া ও তাহার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থের সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "ভারতী" পত্রিকায় পরিষৎ-প্রকাশিত এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পত্রাঙ্ক ২১৭, রয়াল, ফর্ম্মা, মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র, সদস্যপক্ষে ৸০ আনা।

৮। গৌরপদতরঙ্গিণী—সম্পাদক পণ্ডিত ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র।—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৯। কাশী-পরিক্রমা—(সচিত্র)। ভূকৈলাসের বিখ্যাত মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল-প্রণীত। এই গ্রন্থে কাশীর অন্তর্গত সমুদয় তীর্থের ও দেবস্থানের পরিচয় আছে। তদ্ব্যতীত অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীধামের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার অতি উৎকৃষ্ট চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ গ্রন্থ আর নাই। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন। লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৩১২; মূল্য ৸৹ বার আনা, পরিষদের সদস্যপক্ষে ।৵৹।

১০। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা—শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি ও লীলাস্থানের বিশেষ বিবরণ। এই গ্রন্থে তৎসময়ের বাঙ্গালার অনেক ঐতিহাসিক কথা জানা যাইবে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৪১৪, মূল্য ৸৹ বার আনা, পরিষদের সদস্যপক্ষে ।৵৹।

১১। ব্রজপরিক্রমা (নরহরি চক্রবর্ত্তি-প্রণীত)—ইহাতে মথুরা-মণ্ডলের ভৌগোলিক সম্পূর্ণ বিবরণ-সহ বৃন্দাবন-রহস্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বহু পরিশ্রমে বহুমূল্য ভূমিকা, নির্ঘণ্ট ও টীকা সংযোগ করিয়াছেন। এই গ্রন্থরত্নও লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থসাহায্যে প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ৪৪২, মূল্য ১৲ এক টাকা, পরিষদের সদস্যপক্ষে ॥৹।

১২। শূন্যপুরাণ—রামাই পণ্ডিত-প্রণীত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই গ্রন্থও লালগোলার রাজাবাহাদুরের সাহায্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ ধর্ম্মপূজার আদিগ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থের নিদর্শন আছে। লেখক রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপালের সময়ে জীবিত ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলি, সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অন্য সকল ধর্ম্মমঙ্গল প্রণেতার গ্রন্থ হইতে ইহা অন্যরূপ। ইহাতে হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা পদ্য ও গদ্যের নমুনা আছে। বৃহৎ ভূমিকা [illegible] ত পুস্তকখানি প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠা; মূল্য ৸৹ আনা, পরিষদের সদস্য পক্ষে ।৵৹ আনা।

১৩। কল্কিপুরাণ—প্রাচীন কবি রামলোচন দাস গুপ্ত মহাশয় কল্কিপুরাণের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই সুমধুর কাব্যখানি রচনা করিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষার পরমহিতৈষী বদান্যবর দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ আনুকূল্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই উৎকৃষ্ট কাব্যখানি প্রকাশ করিয়াছেন। রয়াল ৮ পেজী ২ কলমের ১১৪ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ গ্রন্থখানির মূল্য সাধারণের পক্ষে ১৷৹ এবং পরিষদের সদস্যপক্ষে ॥৵৹ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রকাশক—শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির, ২৪৩।১নং আপার সার্কুলার রোড।